গ্রন্থাবলী সিরিজ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী

[প্রথম ভাগ]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

বসুমতীর উপহারে ১৲ টাকা]   [মূল্য ১॥০ টাকা]

সূচীপত্র

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

অনুবাদকের নিবেদন

মহাকবি কালিদাস-কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের দুই প্রকার গ্রন্থ ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। এক, গৌড়ীয় গ্রন্থ; আর এক, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত গ্রন্থ। এই শেষোক্ত গ্রন্থ, বঙ্গদেশ ছাড়া, ভারতবর্ষের আর সমস্ত প্রদেশেই সমাদৃত। পণ্ডিতবর মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্‌, তিনিও শেষোক্ত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া এই প্রসিদ্ধ নাটক ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। পণ্ডিত চূড়ামণি স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল-প্রচলিত গ্রন্থ অনুসরণ করিয়াই শকুন্তলার নব-সংস্করণ প্রচার করেন। উক্ত উভয়বিধ গ্রন্থের মধ্যে বিস্তর পাঠভেদ লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ তৃতীয় অঙ্কের শেষভাগটি গৌড়ীয় গ্রন্থে অনেকটা বিস্তৃত। এই উভয়বিধ গ্রন্থের দোষগুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন; কিন্তু সামান্য বুদ্ধিতে এইটুকু উপলব্ধি হয়, গৌড়ীয় গ্রন্থে, তৃতীয়াঙ্কের শেষ ভাগে শকুন্তলার চরিত্র যেরূপ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাতে শকুন্তলার তপোবনোচিত অকৃত্রিম সরল সৌন্দর্য্য সম্যগ্‌রূপে রক্ষিত হয় নাই। এই নিমিত্ত উহার কিয়দংশ কালিদাসের রচনা বলিয়াই প্রতীতি হয় না। সে যাহা হউক, এ বিষয় বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিবার সামর্থ্য বা যোগ্যতা আমার নাই। তাই, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত সংস্করণের অনুসরণ করিয়া আমি শকুন্তলার অনুবাদ করিয়াছি। তবে, গৌড়ীয় গ্রন্থের দুই-চারিটি কবিতা আমার এই অনুবাদিত গ্রন্থের স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া এইরূপ { } বন্ধনীর দ্বারা পরিচিহ্নিত করিয়াছি; এবং পাঠকের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, গৌড়ীয় গ্রন্থ হইতে তৃতীয়াঙ্কের কিয়দংশ পরিশিষ্ট-ভাগে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

পরিশেষে পাঠকের নিকট আমার এই বিনীত নিবেদন, আমার এই অনুবাদ পাঠ করিয়া মূল গ্রন্থের সৌন্দর্য্য-রসাস্বাদনে সম্যগ্‌রূপে সমর্থ হইবেন, এরূপ প্রত্যাশা যেন কেহ না করেন। দুষ্মন্ত মাধব্যকে শকুন্তলার চিত্র দেখাইবার সময় যাহা বলিয়াছিলেন, এই অনুবাদ সম্বন্ধে আমারও তাহাই বক্তব্য:—

"যদ্যৎ সাধু ন চিত্রে স্যাৎ ক্রিয়তে তত্তদন্যথা
তথাপি তস্যা লাবণ্যং রেখয়া কিঞ্চিদন্বিতম্‌॥
অনুরূপ রূপ যেথা আঁকা নাহি যায়,
চিত্রকর অন্যরূপে চিত্র করে তায়।
সে পূর্ণ সৌন্দর্য্য তার হয়নি চিত্রিত
কিঞ্চিৎ লাবণ্য মাত্র রেখায় অঙ্কিত॥

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।
দুষ্মন্ত।—হস্তিনার রাজা।
মাধব্য।—(বিদূষক) রাজার বয়স্য।
সর্ব্বদমন।—(ভরত) দুষ্মন্তের পুত্র।
সোমরত।—রাজ-পুরোহিত।
নগর-পাল।
সূচক।—নগর-রক্ষী।
জাতুক।— ঐ
ধীবর।
রৈবতক।—দৌবারিক।
করভক।—দূত।
বাতায়ন।—(কঞ্চুকী) রাজ-অন্তঃপুরের বৃদ্ধ রক্ষ
দুইজন বৈতালিক।
কণ্বমুনি।—শকুন্তলার প্রতিপালক।
বৈখানস, শারদ্বত, হারীত, গৌতম—কণ্বমুনির শিষ্যগণ।
মাতলি।—ইন্দ্রের সারথি।
মারীচ।—একজন প্রজাপতি-ঋষি।

স্ত্রীবর্গ

নটী।
শকুন্তলা।—কণ্বমুনির পালিতা কন্যা।
অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা—শকুন্তলার সখী।
গৌতমী।—একজন বৃদ্ধা তাপসী।
চতুরিকা, পরভৃতিকা, মধুকরিকা—পরিচারিকাগণ।
প্রতিহারী।—(স্ত্রী-দ্বারপাল)
যবনীগণ।—(রাজার মৃগয়া সঙ্গিনী যবন-পরিচারিকা)
সানুমতী।—একজন অপ্সরা; শকুন্তলার জননীর সখী।
অদিতি।—মারীচ ঋষির স্ত্রী।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলা

প্রস্তাবনা

নান্দী

সূত্রধার।—স্রষ্টার যে আদ্য সৃষ্টি সেই অম্বুরাশি;
বিধিমতে হুত হবি করেন বহন
যেই হুতাশন; আর, যজ্ঞের যে হোতা;
অহোরাত্রি-কালধারী শশাঙ্ক তপন;
শ্রবণ-বিষয়বহ এই যে আকাশ
রহিয়াছে প্রসারিত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া;
সর্ব্ববীজ-মূলাধার এই যে পৃথিবী;
প্রাণীদের প্রাণদাতা এই যে বাতাস;
এ অষ্ট মূরতি যাঁর সেই মহেশ্বর
রক্ষণ করুন তিনি তোমাদের সবে!

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আর্য্যে! নেপথ্য বিধান যদি সমাধা হয়ে থাকে তো এইখানে একবার এসো দেখি।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—আপনি কি আমাকে ডাক্‌ছিলেন?

সূত্রধার।—আজ এই সভায় অনেক পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমাগম হয়েছে, তা আজ কালিদাসের প্রণীত অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক অভিনব নাটকটির অভিনয় ক'রে এঁদের মনোরঞ্জন করা যাক্ না কেন। দেখ আর্য্যে, নাটকের প্রত্যেক পাত্র যাতে সুন্দররূপে অভিনয় করে, তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন কোরো।

নটী।—আপনি যেরূপ সুন্দর ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন, তাতে অভিনয় কোন অংশেই নিন্দনীয় হবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সূত্রধার।—আর্য্যে! প্রকৃত কথা তোমাকে তবে খুলে বলি;—

পণ্ডিতের পরিতোষ যাবৎ না হয়
সাধু বলি' নাহি মানি সেই অভিনয়।
সুশিক্ষিত যেই জন শাস্ত্র অধ্যয়নে
আপনাতে অবিশ্বাস তারো হয় মনে॥

নটী।—সে কথা সত্য। এখন তবে কি করতে হবে, আমাকে আজ্ঞা করুন।

সূত্রধার।—আপাততঃ উপস্থিত সভাসদ্‌গণের একটু শ্রুতিরঞ্জন কর্‌তে হবে, আর কিছুই নয়। দেখ, এখন গ্রীষ্মকালের সবে আরম্ভ; এই সুখ-ভোগ্য গ্রীষ্ম ঋতু সম্বন্ধে কোন একটি গান গাইলে ভাল হয় না? দেখ এখন:—

সুস্নিগ্ধ সুখের স্নান সরসীর জলে,
পাটল-কুসুম গন্ধে বন ভরপূর;
দিবসে সুলভ নিদ্রা তরুছায়া-তলে;
দিনান্ত সুরম্য, বায়ু বহে ঝুরুঝুর॥

নটী।—আচ্ছা, ঐরূপই একটি গান গাচ্চি:—

(গীত)

গুণগুণ গুঞ্জই মৃদু মৃদু চুম্বই
অলিকুল বসে যেই ফুলে
সে কোমল শিরীষে হৃদয়ের হরিষে
সযতনে সাবধানে তুলে'
যতেক সীমন্তিনী প্রিয় হৃদি-রঞ্জিনী
দুলায় আপন শ্রুতি-মূলে॥

সূত্রধার।—আর্য্যে! গানটি অতি সুন্দর গেয়েছ। আহা! রাগ-বিমুগ্ধ সমস্ত রঙ্গভূমি যেন একটি চিত্রের মত বোধ হচ্ছে। আচ্ছা, এখন তবে কোন্ গ্রন্থের অভিনয় ক'রে এঁদের চিত্তরঞ্জন করা যায় বল দেখি?

নটী।—আপনি তো পূর্ব্বেই বলেছিলেন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলা নামক একটি অপূর্ব্ব নাটক আজ এইখানে অভিনয় করা হবে।

সূত্রধার।—আর্য্যে, ঠিক্ মনে ক'রে দিয়েছ। আমি একেবারেই বিস্মৃত হয়েছিলেম। তার কারণ কি জান?

কোথা ধায় চিত্ত মম তব গীত সাথে
দুষ্মন্ত যেমন ওই মৃগের পশ্চাতে॥

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রান্তর।

(রথোপরি ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগানুসারী রাজা ও সারথির প্রবেশ)

সারথি।—(রাজা ও মৃগ উভয়কে দেখিয়া) রাজন্!

কৃষ্ণসারে দৃষ্টি রাখি' কর যবে বাণের সন্ধান।
হেরি তোমা যজ্ঞ-মৃগ-অনুসারী পিনাকী সমান॥

রাজা।—হরিণটিকে অনুসরণ করতে করতে আমরা কতদূর এসে পড়েছি। দেখ সারথি, হরিণটি

কিবা চারু গ্রীবাভঙ্গে ফিরে ফিরে চায়
একদৃষ্টে মুহুর্মুহু রথটির বাগে;
শরপাত-ভয়ে মৃগ আকুঞ্চিতকায়,
পশ্চাতের দেহ যেন পশে পূর্ব্বভাগে।
শ্রমে আধো-খোলা মুখ, ঝরি' তাহা হ'তে
অর্দ্ধেক চর্ব্বিত তৃণ পড়ে পথে পথে।
কি দীর্ঘ দিতেছে লম্ফ, মনে হয় তায়
ব্যোম-মার্গে গতি তার অল্পই ধরায়॥

দেখ সারথি, আমরা বরাবর সমান অনুসরণ ক'রে এসেছি, তবু মৃগটিকে ধরে' উঠ্‌তে পারচিনে। এখন যেন প্রায় অদৃশ্য হয়ে পড়েছে।

সারথি।—মহারাজ, উঁচু-নীচু ভূমি বলে' আমি অশ্বের রাশ সংযত ক'রে রেখেছিলেম, তাই রথের বেগটাও একটু কমে এসেছিল। এখন আমরা সম-ভূমিতে এসে পড়েছি, এখন আর হরিণকে ধরতে বেশি কষ্ট হবে না।

রাজা।—আচ্ছা, এবার তবে রাশ খুব শিথিল ক'রে দেও।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ। দেখুন এখন কেমন

লোল-রশ্মি অশ্বগণ প্রসারিয়া কায়
(নিষ্কম্প চামর-চূড়া, উর্দ্ধকর্ণ স্থির)
নিজ পাদোত্থিত ধূলা লঙ্ঘিয়া হেলায়
না সহি' মৃগের বেগ ছুটে যেন তীর॥

রাজা।—তাই তো! এই অশ্বেরা যে ইন্দ্রের ও সূর্য্যের অশ্বকেও অতিক্রম করেছে দেখছি। দেখ না কেন, এমনি রথের বেগ

এই যাহা সূক্ষ্ম দেখি, হয় তা বিস্তৃত,
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন যাহা, হয় তা মিলিত।
স্বভাবত বক্র যাহা দেখিতে নয়নে
সম-রেখা সম এবে প্রতিভাত মনে।
পার্শ্ব-বস্তু ক্ষণ নাহি থাকে পার্শ্বদেশে
দূর-বস্তু দেখি পাশে আঁখির নিমেষে॥

সারথি, এইবার দেখ, মৃগকে বধ করি। (সন্ধান)

নেপথ্যে।—ভো ভো রাজন্! আশ্রম-মৃ[গ] বধ কোরো না, কোরো না।

সারথি।—(কর্ণপাত ও অবলোকন করি[য়া]) মহারাজ, দুইজন তাপসী আপনার লক্ষ্য-পথের [মাঝ]খানে এসে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) রথ থামাও, রথ থামাও।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (রথ স্থাপ[ন])

(সশিষ্য বৈখানসের-প্রবেশ)

বৈখানস।—(হস্তোত্তোলন করত) ভো [ভো] রাজন্! আশ্রম-মৃগেরে বধ কোরো না, কোরো [না]।

ছেড়ো না ছেড়ো না ওগো মৃগ-পরে বাণ
কোমল কুসুমে হবে অগ্নি-বরিষণ।
কোথা অতি সুকুমার হরিণের প্রাণ
কোথা তব তীক্ষ্ণশর বজ্র-সুভীষণ।
সুসন্ধান-বাণ তব সংহর ত্বরিতে
ত্রাণতরে অস্ত্র—নহে নির্দ্দোষে বধিতে॥

রাজা।—এই আমি বাণ ফিরে নিলে[ম]।

বৈখানস।—পুরুকুল-প্রদীপেরই উপযুক্ত হয়েছে।

পুরুবংশধর, তব যোগ্য এই কাজ
পাবে পুত্র গুণবান্ চক্রবর্ত্তি-রাজ॥

রাজা।—(প্রণাম করিয়া) ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বা[দ] শিরোধার্য্য!

বৈখানস।—রাজন্, আমরা সমিধ-কাষ্ঠ আ[হ]রণের জন্য যাচ্চি। ঐ মালিনী নদীর তীরে কুলপ[তি] কণ্বঋষির আশ্রম দেখা যাচ্চে। যদি অন্য কাজে ব্যাঘাত না হয়, তবে আশ্রমে প্রবেশ ক'রে আতিথ্য সৎকার গ্রহণ করুন। তা ছাড়া

তপস্যা নির্ব্বিঘ্ন দেখি বুঝিবে রাজন্
কীণাঙ্কিত ভুজবলে রক্ষিছ কেমন॥

রাজা।—কুলপতি কণ্ব এখন কি আশ্রমে আছেন?

বৈখানস।—সম্প্রতি তিনি দুহিতা শকুন্তলার উপর
াতিথ্য-সংকারের ভার দিয়ে শকুন্তলার গ্রহ-শান্তির
জ সোমতীর্থে যাত্রা করেছেন।

রাজা।—আচ্ছা, তাঁর সঙ্গেই তবে সাক্ষাৎ কর্‌ব।
নিই মহর্ষিকে আমার ভক্তি জানাবেন।

বৈখানস।—আমরা তবে এখন আমাদের কাজে
াম।

[সশিষ্য বৈখানসের প্রস্থান।

রাজা।—সারথি, এইবার রথ চালাও। চল,
ামরা মহর্ষির পুণ্যাশ্রম দর্শন ক'রে আত্মাকে পবিত্র
রি।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (রথ-চালন).

দ্বিতীয় দৃশ্য

তপোবন-প্রদেশ

রাজা।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) এ যে
:পোবন-প্রদেশ, তা কেহ না বলে' দিলেও জানা যায়।

সারথি।—কিরূপে মহারাজ?

রাজা।—তুমি কি দেখ্‌চ না?

শুক-মুখ-পরিভ্রষ্ট ধান্য-অবশেষ
আচ্ছন্ন করেছে ওই তরুতলদেশ।
তৈলাক্ত উপল-খণ্ড দেখি' হয় মনে
ভেঙ্গেছে ইঙ্গুদী-ফল মুনি-ঋষিগণে।
মানুষের শব্দ সহি' বিশ্বস্ত নির্ভীক
স্বচ্ছন্দে বিচরে মৃগ হেথা চারিদিক।
বল্কল হ'তে জল হয়ে বিগলিত
জলাশয়-পথ করে রেখায় অঙ্কিত॥

ারও দেখ :—

{ সরোবর-জলরাশি পবনে আকুল
বীচিভঙ্গে ধৌত করে তট-তরুমূল।
তরুশাখা-সমুদ্গত পল্লব নবীন
যজ্ঞ-হোম-ধূম-স্পর্শে বিবর্ণ মলিন।
আশ্রম-সমীপে ছিন্ন তৃণভূমি পরে
নির্ভয়ে হরিণ-শিশু মৃদুমন্দ চরে॥ }

সারথি।—মহারাজ, আপনি যা বল্‌চেন, তা
ঠিক যথার্থ কথা। এখন বুঝ্‌তে পারচি।

রাজা।—(অল্পে অল্পে তপোবনাভ্যন্তরে গমন
রিয়া) আর অধিক দূর গেলে তপোবনবাসীদের
উৎপীড়ন করা হবে, এই স্থানেই রথ রাখো. আমি
অবতরণ করি।

সারথি।—আমি রাশ ধরে' রেখেছি। মহারাজ
অবতরণ করুন।

রাজা। (রথ হইতে অবতরণ ও নিজের প্রতি
দৃষ্টিপাত করিয়া) দেখ সারথি, তপোবনে বিনীত-বেশে
প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। আমার এই অলঙ্কার ও
ধনুর্ব্বাণ তোমার নিকট থাক্। (আভরণ ও ধনু
অর্পণ) আমি যতক্ষণ আশ্রমবাসীদের দর্শন ক'রে
ফিরে না আসি, ততক্ষণ তুমি আর্দ্রপৃষ্ঠ ক'রে অশ্বদের
শ্রান্তি দূর কর।

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[সারথির প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম-উদ্যান।

রাজা।—(ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও চতুর্দ্দিক অব-
লোকন করিয়া) এই তো আশ্রমের পথ—এইবার
প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন)
এ কি!

প্রশান্ত আশ্রমদেশ—বাহু কেন তবে
স্পন্দন করিছে হেন?—না জানি কি হবে।
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা অবশ্য তা ফলে
নিয়তির দ্বার মুক্ত বিশ্ব-ভূমণ্ডলে॥

নেপথ্যে।—এ দিকে সখি, এ দিকে!

রাজা।—(উৎকর্ণ হইয়া) উদ্যানের দক্ষিণভাগে
কার্ বাক্যালাপ শোনা যাচ্চে না?—হাঁ তাই তো,
তবে ঐ দিকেই যাই। (ইতস্ততঃ সঞ্চরণ ও অবলোকন
করিয়া) ওহো! এই তাপস-কন্যারা নিজ নিজ দেহ-
প্রমাণ এক একটি ঘট নিয়ে চারাগাছগুলিতে জল-
সেচন কর্‌বার জন্য এই দিকে আস্‌চে। আহা, কি
রূপ-মাধুরী!

এ হেন সুন্দর তনু আশ্রম-বালার
রাজ-অন্তঃপুরে যদি হয় গো দুর্লভ
তবে তো অরণ্য-লতা লাবণ্যে তাহার
উদ্যানের লতাগণে করে পরাভব॥

এই ছায়াতলের আশ্রয়ে থেকে সমস্ত দেখা যাক্।

(দণ্ডায়মান হইয়া অবলোকন)

(সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা।—এ দিকে সখি, এ দিকে।

অনসূয়া।—সখি শকুন্তলে, তাত কণ্ব দেখ্‌ছি তোমার চেয়ে এই আশ্রমের গাছগুলিকে বেশী ভালবাসেন। তুমি সখি নবমল্লিকা-ফুলের মত কোমল, তোমাকে কিনা এই সকল গাছে জল-সেচনের ভার দিয়েছেন!

শকুন্তলা।—সখি অনসূয়ে, আমি যে শুধু তাত কণ্বের কথাতেই জল দিচ্ছি, তা নয়, আমি ওদের আপনার বোনের মত ভালবাসি। (জল-সিঞ্চন)

রাজা।—(স্বগত) ইনিই কি সেই কণ্ব-দুহিতা শকুন্তলা? (সবিস্ময়ে) অহো! ভগবান্ কণ্বের কি অবিবেচনা, তিনি এই কোমলাঙ্গীকে কিনা আশ্রম-ধর্ম্মে নিযুক্ত করেছেন!

সুললিত তনু ওই স্বভাব-সুন্দর
তপ কষ্টসহ তারে যে করিতে চায়
পদ্মপত্র-ধার দিয়া সেই ঋষিবর
ছেদন করিতে ইচ্ছু শমীর শাখায়॥

ইনি এখানে বেশ বিশ্বস্তভাবে বিচরণ করচেন, এই সময়ে বৃক্ষের অন্তরালে থেকে ভাল ক'রে দেখি।

শকুন্তলা।—(বৃক্ষ-সেচনে বিরত হইয়া) সখি অনসূয়ে, দেখ, প্রিয়ম্বদা আমার বল্কলটা বড় এঁটে বেঁধে দিয়েছে, আমার লাগ্‌চে। একটু শিথিল ক'রে দেও তো সখি।

অনসূয়া।—এই দি। (শিথিলীকরণ)

প্রিয়ম্বদা। (সহাস্যে) শকুন্তলে, আমার দোষ দিচ্চ কেন সখি, বরং তোমার ঐ বুক-ভরা নবযৌবনের দোষ দেও।

রাজা।—(স্বগত) ঠিক কথা।

{ গ্রন্থিবদ্ধ বলকল স্কন্ধের উপর
তাহে ঢাকা সুবিশাল চারু পয়োধর।
সুকুমার নব তনু কিবা শোভা ধরে
কুসুম আবদ্ধ যেন পাণ্ডুপত্রোদরে॥ }

অথবা আমার মনে হয়, দেহের অনুরূপ পরিচ্ছদটি হয়নি বলেই ওঁর সৌন্দর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি হয়েছে।

সুচারু শৈবালে ঢাকা যথা সরোজিনী
অথবা কলঙ্ক-যুত শশাঙ্ক যেমনি
বল্কলের বাসে তন্বী আরো শোভা পায়
কি না হয় অলঙ্কার সুন্দরীর গায়॥

শকুন্তলা।—(সম্মুখে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) : দেখ, ঐ বকুল গাছের পাতাগুলি বাতাসে দুলচে—ঠিক্ মনে হচ্চে যেন আঙুল নেড়ে ওর কাছে শীঘ্র যাবার জন্য আমাকে ইঙ্গিত করচে। তবে কাছেই যাই। (পরিক্রমণ)

প্রিয়ম্বদা।—শকুন্তলে, তুমি একটু স্থির ঐখানে দাঁড়াও দিকি সখি।

শকুন্তলা।—কেন বল দেখি?

প্রিয়ম্বদা।—গাছটির কাছে তুমি দাঁড়ালে হয় যেন গাছটি আপনার মনোমত একটি পেয়েছে।

শকুন্তলা।—সখি, তুমি প্রিয়ম্বদাই বটে!

রাজা।—(স্বগত) প্রিয়ম্বদা যে শুধু প্রিয় বলেছেন, তা নয়, কথাটা সত্যও বটে।

আরক্তিম ওষ্ঠাধর নব কিশলয়
বাহুদ্বয় যেন আহা কচি শাখা দুটি।
লোভনীয় ফুল সম সারা অঙ্গময়
যৌবন সহসা যেন উঠিয়াছে ফুটি॥

অনসূয়া।—দেখ শকুন্তলে, তুমি যার বনজ্যোৎস্না রেখেছিলে, সেই নবমল্লিকার লতা স্বয়ম্বরা-বধূর মত কেমন ঐ সহকার তরুটিকে আ[illegible] করেছে দেখ; তুমি কি ওকে ভুলে [illegible] সখি?

শকুন্তলা।—ওকে ভুলব? তা [illegible] বলনা কে[illegible] কোন্ দিন আপনাকেও ভুলে যাব। (লতা[illegible] নিকটে গিয়া দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) দেখ অনসূয়ে, সু[illegible] সময়ে দুজনের মিলন হয়েছে। দেখ, নবমল্লিকারও নূ[illegible] ফুল ফুটেছে, আবার সহকারের গায়েও কচি ক[illegible] পাতা বেরিয়েছে। এখন দুজনেরই সুখের যৌবনকা[illegible]

(দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরভাবে অবলোকন)

প্রিয়ম্বদা।—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) দেখ অনসূ[illegible] শকুন্তলা বনজ্যোৎস্নাকে ওরূপভাবে দেখছে কেন, [illegible] জান?

অনসূয়া।—না সখি, জানি না। কেন বল দেখি?

প্রিয়ম্বদা।—ও এই কথা ভাবচে, বনজ্যোৎ[illegible] যেমন একটি মনের মত বর পেয়েছে, আমিও যে[illegible] ঐরূপ একটি পাই। তাই না সখি?

শকুন্তলা।—সখি, তুমি নিজে ঐরূপ ভাব কি না, ই বল্‌চ। ও আমার মনের কথা না। (জল-চন)

রাজা।—(স্বগত) ঋষি-পত্নী যদি ক্ষত্রজাতীয়া, আর সেই গর্ভে যদি শকুন্তলার জন্ম হয়ে থাকে, হ'লে কি সুখেরই হয়! কিন্তু মিথ্যা কেন সন্দেহ চ্চি, কথাটি নিশ্চয়ই তাই।

ক্ষত্রিয়ে বরিতে বাধা নাহিক বালার
নতুবা চাহিছে কেন হৃদয় আমার।
সন্দেহ সজ্জনমনে উদিলে কচিৎ
প্রবৃত্তি প্রামাণ্য বলি' ধরাই উচিত॥

ু ভাল ক'রে একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

শকু।—(সভয়ে) ও মা, এ কি! নবমল্লিকায় ল দিতে দিতে একটা ভ্রমর নবমল্লিকা ছেড়ে আমার খের পানে আস্‌ছে যে! (ভ্রমর তাড়াইবার চেষ্টা)

{ রাজা।—(সস্পৃহ-লোচনে) আহা! ভ্রমরের ঃপীড়নটাও আমার রমণীয় বলে' বোধ হচ্ছে। }

{ যে দিকে যে দিকে অলি ফিরিছে যখনি
সেই দিকে চারুনেত্র ফিরায় তখনি।
অশিক্ষিতা ছিল বালা ভুরুর খেলায়
প্রেম-স্থলে ভয় আসি' সে বিদ্যা শিখায়॥ }
আহা!
চঞ্চল অপাঙ্গ-দৃষ্টি, কম্পিত আকার,
তবু পরশিছ অলি অঙ্গ বার বার।
গুঞ্জিতেছ কাণে কত রহস্যের বাণী
হস্তের তাড়না তার কিছু নাহি মানি'
পিতেছ অধর-সুধা রতি-সুখ-সার।
সে সুখ নাহিক কিন্তু অদৃষ্টে আমার।
তুই অতি ভাগ্যবান্, ধন্য অলি ওরে!
আমি শুধু তত্ত্বান্বেষী, কৃতী বলি তোরে॥

শকুন্তলা।—এই দুষ্ট কিছুতেই ক্ষান্ত হচ্চে না। আমি এখান থেকে যাই। (দুই এক পা গমন রিয়া) কি আপদ! এখানেও যে আস্‌চে। ভ্রমরটা মাকে ভারি জ্বালাতন করচে, আমি আর পারি । তোমরা আমাকে রক্ষা কর সখি।

উভয়ে।—(হাসিতে হাসিতে) আমরা রক্ষা রবার কে সখি? দুষ্মন্তকে ডাক। তিনিই তপো-নের রক্ষাকর্ত্তা।

রাজা।—(স্বগত) ওঁদের সম্মুখে উপস্থিত হবার এই বিলক্ষণ সুযোগ ঘটেছে। (প্রকাশ্যে) ভয় নাই, ভয় নাই—(স্বগত) না, এরূপ বলা হবে না, তা হ'লে রাজা বলে' জান্‌তে পারবে—আর কিছু বলে' পরিচয় দিই।

শকু।—(পদান্তরে গিয়া সদৃষ্টিক্ষেপ) ও মা, এ কি জ্বালা, এখানেও যে আবার আস্‌চে!

রাজা।—(সহসা সম্মুখে আসিয়া)

সমস্ত ধরণীমাঝে যাঁর সিংহাসন
দুরাত্মা, দুষ্টেরে যিনি করেন শাসন
সেই সে পৌরব-রাজ থাকিতে ধরায়
কে করে রে অত্যাচার তাপসী-জনায়?

সকলে।—(রাজাকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীতা)

অনসূয়া।—বিশেষ এমন কিছুই নয়। একটা ভ্রমর এসে আমাদের সখীকে বড় বিরক্ত করছিল, তাই সখী বড় কাতর হয়ে পড়েছেন। (শকুন্তলাকে প্রদর্শন)

রাজা।—(শকুন্তলা-সমীপে গমন করিয়া) ভদ্রে, তপস্যার সমস্ত মঙ্গল তো?

শকুন্তলা।—(লজ্জাভয়ে মৌনা)

অনসূয়া।—আপাতত এই মঙ্গল দেখা যাচ্চে, আপনার মত লোক আমাদের আজ অতিথি। সখি শকুন্তলে, তুমি কুটীরে গিয়ে ফল ও অর্ঘ্যপাত্র নিয়ে এসো দেখি। জলের প্রয়োজন নেই, এই কলসে যে জল আছে, তাতেই প্রক্ষালনের কাজ হবে।

রাজা।—আপনাদের মধুর সম্ভাষণেই আমার যথেষ্ট আতিথ্য হয়েছে—অন্য আয়োজনের প্রয়োজন নাই।

অনসূয়া।—আর্য্য, এই শীতল সপ্তপর্ণ-বেদিতে বসে' শ্রান্তি দূর করুন।

রাজা।—আপনারাও জল সেচনে অত্যন্ত ক্লান্ত হয়েছেন, আপনারাও এইখানে বসে' কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করুন না।

প্রিয়ম্বদা।—(জনান্তিকে) দেখ শকুন্তলে, অতিথির সেবা করা উচিত। এস, আমরাও এইখানে বসি। (সকলের উপবেশন)

শকুন্তলা।—(স্বগত) এই অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে তপোবন-বিরুদ্ধ ভাব আমার মনে আস্‌চে কেন?

রাজা।—(সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)

আহা! আপনাদের যেমন সমান বয়স, সমান রূপ, হৃদয়ও তেমনি সমান—আপনাদের সৌহার্দ্দ অতীব রমণীয়!

প্রিয়ম্বদা।—(জনান্তিকে) অনসূয়ে, ইনি কে বল দেখি? দেখ্‌তে চতুর অথচ গম্ভীর, কথাও বেশ মধুর। আবার কেমন তেজস্বী।

অনসূয়া।—(জনান্তিকে) সখি, ইনি কে, আমারও জান্‌তে কৌতুহল হচ্চে। ওঁকেই জিজ্ঞাসা করি না কেন। (প্রকাশ্যে) আর্য্য! আপনার মধুর আলাপে ভরসা পেয়ে একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে সাহস কর্‌চি। না জানি আপনি কোন্ রাজর্ষিকুলের অলঙ্কার, না জানি সম্প্রতি কোন্ দেশকে বিরহ-কাতর ক'রে, আপনার সুকুমার শরীরকে কষ্ট দিয়ে এই তপোবনে পদার্পণ করেছেন।

শকুন্তলা।—(স্বগত) হৃদয়! উতলা হয়ো না, তুমি যা জান্‌বার জন্য উৎসুক, অনসূয়া সেই বিষয়ই জিজ্ঞাসা করেচে।

রাজা।—(স্বগত) এখন কি করি?—আত্ম-পরিচয় দি, কি আত্মগোপন করি?—আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) পৌরব-রাজ আমাকে ধর্ম্ম-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করেছেন, তাই তপোবনে তপশ্চর্য্যার কোন ব্যাঘাত হচ্চে কি না জান্‌বার জন্য এইখানে এসেছি।

অনসূয়া।—আজ তবে তপোবনবাসিগণ সনাথ হলেন।

শকুন্তলা। (লজ্জায় অভিভূতা)

সখীদ্বয়।—(শকুন্তলা ও রাজার ভাবভঙ্গি দেখিয়া জনান্তিকে) আজ যদি তাত কণ্ব এই সময়ে এসে পড়েন?

শকুন্তলা।—(জনান্তিকে) তা হ'লে কি হবে?

উভয় সখী।—(জনান্তিকে) তা হ'লে তাঁর জীবন-সর্ব্বস্বকে দিয়েও আজ অতিথিবিশেষকে কৃতার্থ করেন।

শকুন্তলা।—যাও সখি। তোমরা কি মনে ক'রে কি বল, আমি কিছুই বুঝতে পারি নে। আমি আর তোমাদের কথা শুন্‌তে চাইনে।

রাজা।—আপনাদের সখীর সম্বন্ধে আমি কি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?

সখীদ্বয়।—সে তো আপনার অনুগ্রহ।

রাজা।—শুনেছি, মহর্ষি কণ্ব কৌমার ব্রহ্মচারী, কখনই দার পরিগ্রহ করেন নি, তবে আপনা সখী কিরূপে তাঁর কন্যা হলেন?

অনসূয়া।—তবে শুনুন আর্য্য! কৌ গোত্রের একজন মহাতেজস্বী রাজর্ষি আছেন।

রাজা।—শুনেছি, আছেন বটে।

অনসূয়া।—আমাদের প্রিয়সখী প্রকৃতপক্ষে তাঁ কন্যা। ওঁর জননী ওকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাও মহর্ষি কণ্বই ওঁকে পালন করেন।

রাজা।—ত্যাগের কথা শুনে আমার বিল কৌতূহল হচ্চে। আমি সমস্ত বৃত্তান্তটা আ শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

অনসূয়া।—শুনুন তবে আর্য্য। সেই মহ বিশ্বামিত্র গোমতী-নদীতীরে কঠোর তপস্যা আর করেন, তাতে দেবতারা ভয় পেয়ে তপোভঙ্গের জ মেনকা নামে একজন অপ্সরাকে তাঁর নিব পাঠান।

রাজা।—দেবতারা অন্যের তপস্যায় ভয় পা বটে।

অনসূয়া।—তার পর, এক দিন, মধুর বসন্ত কালে তার উন্মাদিনী রূপমাধুরী দেখে—

রাজা।—বুঝেছি, ইনি তবে অপ্সরার গর্ভজা কন্যা?

অন।—হাঁ।

রাজা।—এখন বুঝতে পারলেম।

এ রূপ মানুষী-গর্ভে নহেকো সম্ভব
ধরায় বিজলি কভু হয় কি উদ্ভব?

শকু।—(অধোমুখী হইয়া অবস্থান)

রাজা।—(স্বগত) এখন তবে আমার আশার পথ মুক্ত হ'ল। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে সখীরা শকুন্তলাকে পরিহাস ক'রে তাঁর মনোমত বরের কথা কি একটা বলছিলেন। যদি অগ্রেই বাগ্‌দত্তা হয়ে থাকেন, এই সন্দেহে আমার মনটা আবার অস্থির হয়েছে।

প্রিয়ম্বদা।—(সস্মিতভাবে শকুন্তলাকে দেখিয়া, পরে রাজার দিকে মুখ ফিরাইয়া) আর্য্য যেন আরও কিছু বলবেন বলে' মনে হচ্চে।

শকু।—(সখীকে অঙ্গুলীর দ্বারা তর্জ্জন)

রাজা।—হাঁ, আপনি ঠিক্ বুঝেছেন। যেরূপ চমৎকার বৃত্তান্ত শোনা গেল, তাতে আরও কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

দূরে হ'তে বিঘ্নরাশি হয় অন্তর্ধান
কোদণ্ড-টঙ্কার মাত্র করিয়া শ্রবণ।

এখন এই কুশগুলি যজ্ঞবেদী আচ্ছাদনের জন্য ঋত্বিকের নিকট নিয়ে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া আকাশে) প্রিয়ম্বদে, এই উশীর-অনুলেপন, আর ঐ মৃণালসমেত পদ্মপত্র, কার জন্য নিয়ে যাচ্চ? (যেন উত্তর শুনিতে পাইয়া) কি বল্‌চ? আতপ-তাপে শকুন্তলার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হওয়ায় তার প্রশমনের জন্য? আচ্ছা, তবে শীঘ্র যাও। তোমার সখী ভগবান্ কণ্বের প্রাণসর্বস্ব। আমিও যজ্ঞের শান্তিজল গৌতমীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্চি।

[প্রস্থান]

(ইতি শুদ্ধ বিষ্কম্ভক)

(প্রেমাবিষ্ট রাজার প্রবেশ)

জানি আমি তপোবীর্য্য, জানি সে যে পরাধীনা নারী
তবু আমি তাহা হ'তে হৃদয়েরে ফিরাতে না পারি।

কুসুমায়ুধ কামদেব! আর তুমি চন্দ্রমা! তোমরা উভয়েই বড় নিষ্ঠুর। তোমাদের উপর প্রেমিকগণের এত বিশ্বাস, তবু তোমরা তাদের প্রবঞ্চনা কর্‌তে ছাড় না।

তোমার কুসুম-শর, শীতাংশু-শীতল কর,
উভয়েই ব্যর্থ এবে আমাবিধ জনে।
এবে সে মধুর বিধু, উগারে অনল শুধু,
পুষ্প-শর বজ্রসম প্রতিভাত মনে॥

(পরিক্রমণ) ঋষিদের কর্ম্ম তো শেষ হয়েছে, তারা আমাদের ফিরে যেতেও অনুমতি দিয়েছেন। ক্লান্তি বোধ হচ্ছে, এখন কোথায় গিয়ে একটু [illegible] করি? (নিশ্বাস ফেলিয়া) এখন প্রিয়ার দর্শন ব্যতীত আমার শান্তি নাই, আরাম নাই; সেই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। তাঁকেই তবে এখন অন্বেষণ করি। (সূর্য্যকে দেখিয়া) এই [illegible]পের সময়, প্রিয়া আমার, প্রায়ই সখী-[illegible] মালিনী নদীতীরস্থ লতামণ্ডপে কালযাপন করেন। এখন সেইখানেই যাওয়া যাক্। [illegible] অবলোকন করিয়া) এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র [illegible] দেখ্‌ছি, বোধ হয়, ওরই পাশ দিয়ে [illegible]লে' গেছেন। কেননা,

[illegible]গুলি দেখিতেছি সদ্য-অবচিত
[illegible]নো যে বৃন্ত-মুখ হয় নি মিলিত।

সদ্য-ছিন্ন যত এই নূতন পল্লব
এখনো তাহাতে ক্ষীর স্নিগ্ধ অভিনব।

(বায়ুস্পর্শ অভিনয়) অহো! এখানকা[র] কি সুখস্পর্শ!

পদ্মগন্ধ বহি রঙ্গে
মালিনী-শীকর-বাহী শীতল পবন
অনঙ্গ-তাপিত অঙ্গে
আলিঙ্গন আহা কিবা দেয় অণুক্ষণ।

(পরিক্রমণ করিয়া অব[লোকন])

আমার বোধ হয়, শকুন্তলা ঐ বেতস-পরি[বৃত] লতামণ্ডপের সন্নিকটে কোথাও আছেন। তাই কেননা,

বঞ্জুল-মঞ্জুল এই নিকুঞ্জ-দুয়ারে
নূতন পদাঙ্ক হেরি বালু-পথ-ধারে।
লঘু চাপে ক্ষীণাঙ্কিত তার অগ্রভাগ
জঘন-গুরুত্ব-হেতু পিছে গাঢ় দাগ॥

[রাজার প্র[স্থান]]

দ্বিতীয় দৃশ্য

মালিনীতীরস্থ বেতস-কুঞ্জ।

সখীদ্বয়-পরিসেবিতা শকুন্তলা কুসুম-শয্যায় শয়া[না]

(রাজার প্রবেশ)

রাজা।— আচ্ছা, ঐ তরুশাখার ফাঁক [দিয়ে] একবার দেখি না কেন। (পরিক্রমণ ও তথাক[রণ]) ঐ যে! আ! এতক্ষণে আমার নয়ন সার্থক হ[ল]। আমার প্রাণপ্রিয়া শিলাপট্টের উপর কুসুম-শ[য্যায়] শয়ানা, আর ওঁর দুই সখী নিকটে বসে' [...] কর্‌চেন। ভাল, এইখান থেকে ওঁদের বিশ্রম্ভা[লাপ] শোনা যাক্।

সখীদ্বয়।—(বীজন করিতে করিতে সস্নে[হে]) শকুন্তলে, পদ্মপত্রের বাতাস কি তোমার ভ[াল] লাগ্‌চে?

শকুন্তলা।—আমাকে কি বাতাস কর্‌চ সখি?

সখীদ্বয়।—(বিষণ্ণভাবে পরস্পর [...]) [...]

রাজা।—[...] শকুন্[তলা ...] দেখাচ্চে। [...] হয়েছে মলিন [...] আমি নিশ্চিন্ত এখন [...] এখন তবে [...]।

উভয় ঋষি।—কুলধর্ম্ম-অনুকারী তুমি মহারাজ !
বিপন্নে অভয়দান পৌরবেরি কাজ ॥

রাজা।—(সপ্রণাম) আপনারা অগ্রসর হোন্—আমি এখনি যাচ্ছি।

উভয়।—জয়োঽস্তু ! [প্রস্থান।

রাজা।—মাধব্য, শকুন্তলাকে দেখ্‌বার জন্য কি তোমার কৌতূহল আছে ?

বিদূষক।—আমার কৌতূহলটা প্রথমে খুব চেগে উঠেছিল মহারাজ, কিন্তু রাক্ষসের কথা শুনেই আমি একেবারে দমে' গিছি।

রাজা।—তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সদাই আমার নিকটে থাকবে।

বিদূষক।—আপনি নিকটে থাক্‌লে আমি রাক্ষস ছেড়ে খোক্কসেরও ভয় করি নে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবারিক।—মহারাজের বিজয়-যাত্রার জন্য রথ প্রস্তুত ; কিন্তু এ দিকে আবার, নগর হ'তে—মাতৃদেবীর নিকট হ'তে সংবাদ নিয়ে করভক এসে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা।—কি, মাতৃদেবী তাঁকে পাঠিয়েছেন ?

দৌবারিক।—আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা—আচ্ছা, তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো।

দৌবারিক।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া করভককে লইয়া পুনঃ প্রবেশ) আসুন মহাশয়, এই দিকে আসুন।

করভক।—মহারাজের জয় হোক্ ! আগামী চতুর্থ দিবসে মাতৃদেবীর পুত্র-পিণ্ডপালন ব্রতের উদ্‌যাপন। দেবী, মহারাজকে সেই ব্রতস্থলে উপস্থিত হ'তে আদেশ করেছেন।

রাজা—এক দিকে ঋষিকার্য্য, অন্য দিকে গুরুজনের আজ্ঞা, উভয়ই অলঙ্ঘনীয়। এখন কোন্ দিক রক্ষা করি ?

মাধব্য।—এখন মহারাজ তবে ত্রিশঙ্কুর মত মধ্যপথে ঝুল্‌তে থাকুন ! আর কি করবেন বলুন।

রাজা।—বাস্তবিক আমি কি করব, ভেবে পাচ্ছিনে। ...

তো পুত্র বলে' গ্রহণ করেছেন। তুমি রাজধানীতে ফিরে যাও এবং আমার হয়ে পুত্র-কার্য্যের অনুষ্ঠানটা তুমিই কর গে। আর, অন্তঃপুরে এই কথা জানিও, আমি ঋষিদের কাজে এখন বড় ব্যস্ত আছি।

বিদূষক।—আচ্ছা, আমিই গিয়ে আপনার কাজটা করচি। কিন্তু এ মনে করবেন না মহারাজ, আমি রাক্ষসের ভয়ে পালাচ্চি।

রাজা—(সস্মিত) তা কি কখন তোমাতে সম্ভব হয় ?

বিদূষক।—এখন তবে আমি রাজার অনুজ হলেম—এইবার রাজার অনুজের মত খুব ধুমধাম ক'রে যেতে হবে।

রাজা।—দেখ মাধব্য, এত লোকজন এখানে থাক্‌লে তপোবনের উপদ্রব হ'তে পারে, তাই তাদেরও আমি তোমার সঙ্গে পাঠাতে চাই।

বিদূ।—তবে তো আরও ভাল হ'ল। এখন তবে আমি যুবরাজ !

রাজা।—(স্বগত) ব্রাহ্মণটা বড় বাচাল। যদি এই শকুন্তলার ব্যাপারটা অন্তঃপুরে প্রকাশ করে, তাই ভাবচি। (চিন্তা করিয়া) হয়েছে ! এইরূপ ওকে বলা যাক্, (বিদূষকের দুই হাত ধরিয়া প্রকাশ্যে) দেখ বয়স্য, প্রকৃত কথা তোমাকে তবে বলি, আমি ঋষিদের অনুরোধেই আশ্রমে যাচ্চি। তাপস-কন্যার জন্য আদৌ লালায়িত নই।

কেবা আমি, দেখ তুমি মনে মনে বিবেচনা করি,'
কেবা সেই মদন-অজ্ঞাত বালা মৃগ-সুন্দরী।
জেনো সখা, যাহা আমি বলিয়াছি সব পরিহাস
সকলি সে অমূলক, সে কথায় কোরো না বিশ্বাস।

বিদূষক।—তা কি আর আমি বুঝি নে ?

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বনপথ।

(কুশ-হস্তে কণ্ব-শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—অহো ! মহারাজ দুষ্মন্তের কি প্র...
কি হবে করিয়া তীক্ষ্ণ বাণের সন্ধান
তাহে নাহি হয় তাঁর কোন প্রয়োজন

লভ' পুত্র তাঁর মত পুরুবংশধর,
শাসন করিবে রাজ্য হয়ে একেশ্বর।

গৌতমী।—ভগবন্! এ তো আশীর্ব্বাদ নয়, এ যে বরদান।

কণ্ব।—বৎসে! এই সন্তোহুত অগ্নিকে প্রদক্ষিণ কর।

এই বেদি-চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত যাঁর স্থান,
প্রান্ত যাঁর কুশাকীর্ণ, যিনি সমিদ্‌বান্,
হব্যগন্ধে পাপ নাশি' সেই হোমানল
করুন তোমারে আজি পবিত্র বিমল।

বৎসে! এইবার যাত্রা কর। (সদৃষ্টিক্ষেপ) কৈ, শার্ঙ্গরব প্রভৃতি কোথায়?

(শিষ্যদ্বয়ের প্রবেশ)

শিষ্য।—ভগবন্, আমরা এইখানেই উপস্থিত।

কণ্ব।—তোমাদের ভগিনীকে পথপ্রদর্শন করে' নিয়ে যাও।

শার্ঙ্গরব।—এই দিক্ দিয়ে আসুন—এই দিক্ দিয়ে।

সকলে।—(পরিক্রমণ)

চতুর্থ দৃশ্য

বন-পথ।

কণ্ব।— তপোবন-সন্নিহিত ওগো তরুগণ!
শোন গো তোমরা সবে আমার বচন।
আগে তোমাদের জল না করিয়া দান
কখন যে করে নাই নিজে জলপান;
কুসুম-ভূষণ-সজ্জা বড় সাধ যার,
স্নেহে পাতাটিও তবু ছেঁড়েনি লতার;
তব পুষ্পোদ্গমে যে গো আনন্দে আকুলা,
পতি-গৃহে যায় আজি সেই শকুন্তলা।
ঐ দেখ যায় বাছা, আঁখি জলে ছায়,
দেহ গো দেহ গো ওরে স্নেহের বিদায়।

(কোকিলের রব শুনিয়া)

ওই শুন, ওই শুন, কোকিলের রবে
বিদায়-উত্তর যেন দেয় তরু সবে।
উহারা যে বালিকার বনবাসী ভাই,
স্নেহ-ডোরে বাঁধা সবে—থাকে এক ঠাঁই।

(আকাশে)

বিদায় বিদায় বালা, সুখে চল রম্য পথ
হরিত নলিনীদল যেথা ছায় সরসীর হি
সুশীতল তরুচ্ছায় যেথা হরে তপন-কি
যেথাকার ধূলি-কণা মৃদু পদ্ম-রেণুর ম
যাও তবে, মন্দ মন্দ অনুকূল বহুক প
পথ হোক্ শান্তিময়, নিরাপদে করহ

সকলে।—(সবিস্ময়ে শ্রবণ)

গৌতমী।—বাছা শুন্‌লি? বনে আত্মীয়স্বজনের মত তোকে স্নেহবাকে দিলেন। ওঁদের প্রণাম কর্।

শকুন্তলা।—(সপ্রণাম পরিক্রমণ করি স্তিকে) দেখ প্রিয়ম্বদে, আমি যে আ দেখবার জন্য এত উৎসুক, তবু আশ্রম ছে যেন আমার পা সর্‌চে না!

প্রিয়ম্বদা।—সখি, তুমিই যে কেবল বিরহে কাতর হয়েছ, তা নয়; তোমার তপোবনেরও এই দশা।

তোমার বিরহে সখি যত মৃগকুল
মুখভ্রষ্ট-তৃণগ্রাস, বিহ্বল ব্যাকুল।
ময়ূর ছেড়েছে নৃত্য; ঝরে জীর্ণ প
অশ্রুপাত করে যেন সব তরুলতা

শকুন্তলা।—(মনে পড়ায়) দেখ তাত "বনজ্যোৎস্না" লতা-বোন্‌টির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি।

কণ্ব।—আমি জানি বৎসে, তার উপ সোদরা-স্নেহ আছে। ঐ যে দক্ষিণদিকে।

শকুন্তলা।—(নিকটে গিয়া লতাকে ধ বনজ্যোৎস্নে! তুই এখন পরম সুখে আলিঙ্গন করে' আছিস্—একবার কি তে বাহু দিয়ে আমাকে আলিঙ্গন কর্‌বি নে যে বহু দূরে চলে' যাচ্চি। আর তো আমার দেখা হবে না। এই শেষ দেখা।

কণ্ব।—বৎসে!

যোগ্য পাত্রে সম্প্রদান ইচ্ছা ছিল মনে
মিলিয়াছ নিজগুণে সেই পতি সনে।
চূতসনে লতাটিরও হয়েছে মিলন
উভয়েরই তরে আমি নিশ্চিন্ত এখন।

এখন তবে চল।

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের প্রতি) দেখ প্রিয়সখি, তোমাদের দু'জনের হাতে আমি এই লতাটিকে স'পে দিয়ে গেলেম।

সখীদ্বয়।—(অশ্রুমোচন) সখি, আমাদের তুমি কার হাতে রেখে গেলে ? (অশ্রু-মোচন)

কণ্ব।—অনসূয়ে, রোদন করো না। তোমরা কোথায় শকুন্তলাকে সান্ত্বনা করবে, না তোমরাই রোদন করতে আরম্ভ করলে।

সকলে।—(পরিক্রমণ)

শকুন্তলা।—দেখ তাত, ঐ যে হরিণীটি কুটীরের নিকট চরে' বেড়াচ্চে, ও শীঘ্রই প্রসব হবে। এখনি গর্ভ-ভারে যেন নড়তে পারচে না। যখন নির্ব্বিঘ্নে প্রসব হয়ে যাবে, তখন তাত সেই সুখবরটি আমাকে যেন পাঠাতে ভুলো না।

কণ্ব।—না, আমি ভুলব না।

শকুন্তলা।—(গতিভঙ্গ হওয়ায়) আমার অঞ্চল ধরে' কে টান্‌চে ? (মুখ ফিরাইয়া পশ্চাতে অবলোকন)।

কণ্ব।—

যাকে তুমি খাওয়ায়েছ ধান্যমুষ্টি নিজ হাতে করি,'
সযতনে পালন করেছ বৎসে এত দিন ধরি,'
কুশ-বিদ্ধ মুখে যার ইঙ্গুদীর তেল মাখাইয়া
মৃদুহস্তে অতি কষ্টে ব্রণ-ক্ষত দেছ শুকাইয়া,
পুত্রসম সেই তব সুকুমার হরিণ-শাবক
বসন-অঞ্চল ধরি' ওই দেখ করিছে আটক॥

শকুন্তলা।—ওরে বাছা দেখ্, আমি সবাইকে ত্যাগ করে' চলে' যাচ্চি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তুই কেন মিছে আস্‌চিস্ বল্ দেখি ? জন্মাবার পরেই তুই মাতৃহীন হোস্, আমিই তোকে পালন করেছিলেম। এখন আমি যাচ্চি, পিতা তোকে দেখ্‌বেন। এখন তবে ফিরে যা। (রোদন করিতে করিতে গমন)

কণ্ব।—বাষ্পরুদ্ধ দৃষ্টি তব, কোরো না ক্রন্দন,
ধৈর্য্য ধরি' অশ্রুবারি কর সম্বরণ।
অশ্রুতে বন্ধুর-ভূমি হয় না লক্ষিত,
মুহুর্মুহু পদ তব হতেছে স্খলিত।

পঞ্চম দৃশ্য

সরসী-তীরস্থ বটবৃক্ষ।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্, আমাদের শোনা আছে, জলাশয় পর্য্যন্ত প্রিয়জনের অনুগমন করতে হয়। তা, এই সরসী-তীরে আপনার যা বক্তব্য আমাদের বলে' এইখান থেকেই ফিরে গেলে ভাল হয় না কি ?

কণ্ব।—আচ্ছা, তবে এই বট-বৃক্ষচ্ছায়ায় একটু দাঁড়ানো যাক্।

সকলে।—(পরিক্রমণ করিয়া দণ্ডায়মান)

কণ্ব।—(স্বগত) রাজশ্রী দুষ্মন্তের নিকট দুই চারিটি সময়োচিত কথা ব'লে পাঠান কি আমাদের কর্ত্তব্য নয় ? (চিন্তা)

শকুন্তলা।—(জনান্তিকে) দেখ সখি, চক্রবাক্ পদ্মপত্রের আড়ালে রয়েছে বলে' তাকে ক্ষণেকের জন্য না দেখ্‌তে পেয়েই চক্রবাক-বধূ কেঁদে কেঁদে ডাক্‌চে। আর আমি কতদিন ধরে' তাঁকে না দেখে রয়েছি। এরূপ দুষ্কর কাজ বোধ হয় আর কেউ করতে পারবে না।

অনসূয়া।—সখি, তা' মনে কোরো না।

চকা বিনা চকী সেও
বিষাদের দীর্ঘরাত্রি করয়ে যাপন ;
গুরুতর সন্তাপেও
মন বাঁধি' রাখে শুধু আশার বাঁধন।

কণ্ব।—দেখ শার্ঙ্গরব, তুমি শকুন্তলাকে রাজার সম্মুখে নিয়ে গিয়ে আমার নাম করে' এই কথাগুলি তাঁকে বল্‌বে।

শার্ঙ্গরব।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব !

কণ্ব।—বল্‌বে

আমরা তাপস ঋষি, উচ্চবংশ তব,
নিজে বরিয়াছে বালা, না জিজ্ঞাসি' আত্মীয়-বান্ধব।
এই সব চিন্তা করি', শোনো গো রাজন্,
অন্য পত্নী সম ভাবি', দিও এরে সমান সম্ভ্রম।
অতঃপর যাহা কিছু, ভাগ্যের সে কথা,
যতই বলি না কেন, কারও বাক্যে হবে না অন্যথা।

শার্ঙ্গরব।—যে আজ্ঞা ভগবন্, এই কথা তাঁকে গিয়ে বলব।

কণ্ব।—বৎসে, এখন তবে তোমাকে কিছু

উপদেশ দি শোনো। বনবাসী হ'লেও আমরা লোক-ব্যবহার অবগত আছি।

শার্ঙ্গরব।—ভগবন্, ধীমান্ ব্যক্তির অজ্ঞাত বিষয় কিছুই নাই!

কণ্ব।—বৎসে, তুমি পতি-গৃহে গিয়ে
শুশ্রূষা করিবে সদা নিজ গুরুজনে,
সখীসম আচরিবে সপত্নীর সনে।
অপমান অত্যাচার করে যদি পতি,
হবে নাকো প্রতিকূল তবু তাঁর প্রতি।
সদয়া হইবে সদা অনুচরপরে,
উন্মত্তা হবে না কভু ধন-মদভরে।
এইরূপ আচরণ করে যে অঙ্গনা,
সেই তো গৃহিণী—অন্যে কুলের যন্ত্রণা।

গৌতমীই বা কি বলেন শোনা যাক্।

গৌতমী।—এই সমস্তই বধূজনের উপদেশ। বাছা, এই কথাগুলি মনে রাখ্‌বে।

শকুন্তলা।—তাত, এখান থেকেই কি আমার প্রিয়সখীরা ফিরে যাবে?

কণ্ব।—দেখ বৎসে, এরাও বিবাহযোগ্যা। এদের সেখানে যাওয়া উচিত নয়। তোমার সঙ্গে গৌতমী যাবেন।

শকুন্তলা।—(পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তাত, তোমার কোল ছেড়ে কি করে' আমি দেশান্তরে গিয়ে প্রাণধারণ করব?

কণ্ব।—কেন এত কাতর হচ্চ বৎসে!
মহা-কুলোদ্ভব পতি, রবে সেই পতির আদরে
শ্লাঘ্য গৃহিণীর পদ পাইবে সত্বরে,
গুরুতর গৃহকার্য্যে হইবে আসক্ত অনুক্ষণ,
পাবে রবিসম দীপ্ত অপত্য-রতন,
আমার বিচ্ছেদ লাগি দুঃখ আর গণিবে না মনে,
ভুলিবে সকল কষ্ট পতির যতনে।

শকুন্তলা—(পিতার পদতলে পতন)

কণ্ব।—বৎসে! আশীর্ব্বাদ করি, আমার যা মনের ইচ্ছা, তোমার যেন তাই হয়!

শকুন্তলা।—(সখীদ্বয়ের নিকটে গিয়া) এস সখি, তোমরা দুজনে একসঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়।—(তথা করিয়া) দেখ সখি, যদি রাজর্ষির চিন্‌তে একটুও বিলম্ব হয়, তবে তাঁর স্বনামাঙ্কিত এই আংটিটি তাঁকে দেখিও।

শকুন্তলা। কি বল্লে সখি?—এ কথা শুনে যে আমার হৃদয় কেঁপে উঠল!

সখীদ্বয়।—ভয় নাই। কোন কারণ না থাক্‌লেও আত্মীয়স্বজনের মনে সর্ব্বদাই অনিষ্টের আশঙ্কা হয়। তাই ও কথা বল্লেম।

শার্ঙ্গরব।—সূর্য্যদেব দ্বিতীয় প্রহরে আরূঢ় হয়েছেন। আর বিলম্ব করবেন না।

শকুন্তলা।—(আশ্রমাভিমুখী হইয়া) তাত, আবার কবে এসে আমাদের এই তপোবন দেখ্‌তে পাব?

কণ্ব।—শোনো!
সসাগরা ধরণীর
সপত্নী থাকিয়া বহুদিন,
শত্রুশূন্য পুত্রে, করি'
রাজ-সিংহাসনে সমাসীন।
রাজ্যভার দিয়া তারে,
পতিসাথে আনন্দিত-মনে,
পুনশ্চ আসিবে বৎসে,
সুবিজন এই তপোবনে।

গৌতমী।—বাছা, যাবার বেলা ব'য়ে যাচ্চে; পিতাকে এখন বিদায় দেও। (কণ্বের প্রতি) আপনি যতক্ষণ থাক্‌বেন, শকুন্তলা ঐরূপই করবে, আপনি এইবার আশ্রমে ফিরে যান।

কণ্ব।—বৎসে, আমার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হচ্চে।

শকুন্তলা।—(পুনর্ব্বার পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তাত, তপশ্চর্য্যায় তোমার শরীর বড় কৃশ হয়েছে, আমার জন্য আর উৎকণ্ঠিত হয়ো না।

কণ্ব।—(সনিশ্বাসে) বৎসে!
কেমনে হইবে মম শোক-প্রশমন,
তব হস্তে রোপা ধান্য দেখিব যখন
কুটীরের দ্বারদেশে ধরিয়া অঙ্কুর
পূজা উপহার তরে রয়েছে প্রচুর।

এইবার যাও বৎসে, সমস্ত পথ তোমার নিরাপদ হোক্!

[সহযাত্রিগণের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান

সখীদ্বয়।—ও মা, এ কি হ'ল! শকুন্তলাকে যে আর দেখা যায় না—বনের অন্তরালে যে একেবারে অদৃশ্য হয়ে পড়ল।

কণ্ব।—(সনিশ্বাসে) অনসূয়ে! তোমাদের সহধর্ম্মচারিণী সহচরী চলে' গেল। তোমরা শোক সম্বরণ করে' আমার অনুগামিনী হও।

সখীদ্বয়।—তাত, শকুন্তলাকে ছেড়ে এই শূন্য তপোবনে আমরা কি করে' প্রবেশ করব?

কণ্ব।—স্নেহ-প্রবৃত্ত এইরূপই মনে হয় বটে! (সবিমর্ষ পরিক্রমণ) আ! শকুন্তলাকে পাঠিয়ে দিয়ে এখন যেন আমি একটু শান্তি পেলেম।

পরিণীতা কন্যা সে যে পরকীয় ধন,
পাঠাইনু আজি তারে পতির সদন।
দিয়া সে গচ্ছিত বস্তু স্বত্ববান্ জনে
অন্তরাত্মা দায়মুক্ত হ'ল এতক্ষণে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের ঘর।—রাজা ও বিদূষক উপবিষ্ট।

বিদূষক।—(কর্ণপাত) মহারাজ, সঙ্গীত-শালার দিকে কান পেতে একবার শুনুন দিকি, কে যেন তানলয়-বিশুদ্ধ মধুর সঙ্গীত স্বরসংযোগে আলাপ করুচে। বোধ হয়, হংসপদিকা গান অভ্যাস করচেন।

রাজা।—রোসো, কি গাচ্চে, শোনা যাক্।

(নেপথ্যে গান)

গুঞ্জিয়া কমলোপরি
ভুঞ্জিয়াছ কত মধু,
চুম্বিয়া চূত-মঞ্জরী
ভুলিলে পুরাণো বঁধু?

রাজা।—অহো! কি অনুরাগবর্ষী গীত!

বিদূষক।—সে যাই হোক্, গীতের শব্দার্থটা কি বুঝতে পারুলেন মহারাজ?

রাজা।—দেখ সখা, পূর্ব্বপ্রণয়ত্যাগী কোন প্রিয়-জনের প্রতি লক্ষ্য করেই যেন কথাটা বলা হচ্চে। আমি,দেবী বসুমতীর সঙ্গেই এখন অধিক সময় যাপন করি বলে' হংসপদিকা গীতচ্ছলে আমাকে এইরূপ তিরস্কার করেচেন। দেখ বয়স্য, তুমি এক কাজ কর। তুমি আমার নাম করে' তাঁকে এই কথা বলে' এসো যে, তিনি খুব নিপুণতার সহিত আমাকে তিরস্কার করেছেন।

বিদূষক।—তবেই তো দেখছি সর্ব্বনাশ! আপনি বলচেন, যাচ্চি। কিন্তু আমি গেলেই আমার টিকিটা ধরে' এমন উত্তম-মধ্যম প্রদান করতে হুকুম দেবেন যে, আমার আর পালাবার পথ থাকবে না। অপ্সরার রূপ দেখে যোগি-ঋষির যেমন মুণ্ড ঘুরে যায়, মারের চোটে আমারও তাই হবে দেখ্চি।

রাজা।—কথাটা বেশ নাগরালী-ধরণে রসিক-জনের মত গুছিয়ে বল্‌বে, তা হ'লে তিনি রাগ করুবার আর অবসর পাবেন না। বুঝলে? এখন তবে যাও।

বিদূষক।—কি করি, নাচার।

[প্রস্থান।

রাজা।—(স্বগত) কোন প্রিয়জনের বিরহে মন যেরূপ উৎকণ্ঠিত হয়, গানটি শুনে আমারও যেন সেইরূপ হয়েছে। কেন এরূপ হ'ল? তার কারণ বোধ হয়

নিরখি' সুন্দর শোভা, শুনি' ধ্বনি মনোলোভা,
সুখিত জনেরও চিত হয় যে আকুল;
নিশ্চয় স্মরণে তার, জাগে যেন পুনর্ব্বার
জন্মান্তর-ভালবাসা যাহা বদ্ধমূল।

[উদাসভাবে অবস্থান।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—হায়! এখন আমার এই দশা।

এত দিন বেত্রগাছি রাখিলাম করে,
নিয়ম বলিয়া শুধু রাজ-অন্তঃপুরে।
সেই বেত্র এবে মোর নির্ভরের স্থল
সর্ব্বাঙ্গ-শরীর মম এমনি বিকল।

বিচারের প্রার্থনায় কেউ এলে রাজাকে বিচার করুতেই হয়, সে কাজ রাজার অনতিক্রমণীয়। কিন্তু এইমাত্র মহারাজ বিচারাসন থেকে উঠে একান্তে বসে' বিশ্রাম করুচেন, এই সময়ে কণ্ব-শিষ্যদের আগমনসংবাদ দিয়ে মহারাজকে বিরক্ত করুতে ইচ্ছা হচ্চে না। তবে তাও বলি, লোকপাল রাজাদের আবার বিশ্রাম কোথায়?

তপনতুরঙ্গ যথা চিরযুক্ত রথে,
সদাগতি ধায় যথা সদা বায়ুপথে,

ধরাভার শেষ যথা করেন বহন,
করভোগী ভূপতিরও সেই সে ধরম॥

যা হোক্, আমার কর্ত্তব্য তো করি। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) ঐ যে মহারাজ।

শ্রান্তচিত্তে রাজা এবে করেন বিশ্রাম,
পালন করিয়া প্রজা পুত্রের সমান।
রবি-তপ্ত গজরাজ চরায়ে স্বদলে
বিশ্রাম করে গো যথা আসি ছায়াতলে।

(রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্! হিমাচলের উপত্যকাস্থিত অরণ্যবাসী কতকগুলি তপস্বী সস্ত্রীক এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আর বল্‌ছেন, মহর্ষি কণ্ব কোন কথা মহারাজের নিকট নিবেদন করবার জন্য ওঁদের পাঠিয়েছেন। এক্ষণে মহারাজের যে আদেশ হয়।

রাজা।—(সাদরে) কি! ভগবান্ কণ্বের নিকট হ'তে সংবাদ নিয়ে এসেছেন?

কঞ্চুকী।—আজ্ঞা মহারাজ, তাঁরই নিকট হ'তে।

রাজা।—আচ্ছা, তুমি উপাধ্যায় সোমরাতকে আমার নাম করে' বল, যেন তিনি আশ্রমবাসীদের যথাবিধি সৎকার করে' স্বয়ং সঙ্গে করে' আমার নিকট তাঁদের নিয়ে আসেন। আমিও এখনি উপযুক্ত স্থানে গিয়ে তাঁদের জন্য অপেক্ষা কর্‌চি।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—(উঠিয়া) বেত্রবতি! হোম-শালার পথ প্রদর্শন কর।

প্রতিহারী।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

রাজা।—(পরিক্রমণ করিয়া বিষণ্ণভাবে) প্রাণী মাত্রই প্রার্থিত বস্তু লাভ করে' সুখী হয়, কিন্তু রাজার ইচ্ছা চরিতার্থ হ'লে পরিণামে কেবলই দুঃখ-ভোগ।

ইষ্টলাভে হয় মাত্র ঔৎসুক্যের শেষ,
লভিয়া রক্ষণে তার ততোধিক ক্লেশ।
আতপত্র নিজহস্তে করিয়া ধারণ,
রৌদ্র বারিলেও যথা কষ্টের কারণ,
সেইরূপ, রাজপদে যত না আরাম
অপেক্ষা শ্রমক্লেশ তাহে অবিরাম।

(নেপথ্যে)

দুইজন বৈতালিক।—মহারাজের জয় হোক্!

প্রথম।—স্বসুখে নিরভিলাষ, পর লাগি শ্রম,
প্রতিদিন এই তব কার্য্যের নিয়ম
তীব্রতাপ সহে তরু আপন মাথায়,
ছায়াদান করে তবু আশ্রিত জনায়।

দ্বিতীয়।—সুমার্গ হইতে কেহ করিলে গমন,
অমনি ফিরাও তারে করিয়া শাসন।
কলহ-বিবাদ হ'লে দেও মিটাইয়া,
প্রজার রক্ষণ তরে আগ্রহ করিয়া।
ধনী দেখিলেই আসি' জোটে জ্ঞাতি সবে,
তুমি কিন্তু বন্ধু এক, দারিদ্র্যে বিভবে।

রাজা—অহো! ওঁদের কথা শুনে' আমার ক্লান্ত মন যেন আবার নবীকৃত হ'ল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হোম-শালা।

প্রতিহারী।—ঐ মহারাজ, হোম-শালা। আর, ঐ দেখুন হোম-ধেনুটি নিকটে বাঁধা রয়েছে। অলিন্দভূমিটি কেমন সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মনে হচ্ছে যেন, এইমাত্র সম্মার্জ্জিত হয়েছে। এইবার মহারাজ অলিন্দের উপর উঠুন।

রাজা।—(আরোহণ করত প্রতিহারীর স্কন্ধে ভর দিয়া অবস্থান) বেত্রবতি! কি নিমিত্ত ভগবান্ কণ্ব এই ঋষিদের আমার নিকট পাঠিয়েছেন, বল দেখি।

তাপস জনের তপে ঘটিয়াছে কোন কি ব্যাঘাত?
তপোবন-প্রাণীদের কেহ কিছু করেছে উৎপাত?
কিম্বা মম পাপে তরু নাহি ধরে পত্র-ফল-ফুল,
এইরূপ নানা তর্কে চিত্ত মোর হয়েছে আকুল।

প্রতিহারী।—মহারাজের সুশাসনে তাঁরা কেমন সুখে আছেন, এই কথা জানিয়ে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করবেন বলেই বোধ হয় এইখানে এসেছেন।

(কঞ্চুকী ও পুরোহিত পুরঃসর
শিষ্যদ্বয় ও গৌতমীর সহিত শকুন্তলার প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক দিয়ে

শার্ঙ্গরব।—দেখ শারদ্বত !

যদিও এ নরপতি নাহি করে ধর্ম্ম অতিক্রম,
রাজ্য-মাঝে কোন বর্ণ নীচ-পথে করে না গমন,
তথাপি আমার মনে এইরূপ হয় যেন জ্ঞান
অগ্নি লাগিয়াছে গৃহে, লোকাকীর্ণ তাই এই স্থান।
আমরা অরণ্যবাসী, দেখি নাই কভু লোকালয়,
অভ্যাস বিজনে থাকা, তাই মম এ হেন বিস্ময়।

শারদ্বত।—হাঁ, আমি দেখ্‌ছি বটে, যে অবধি তুমি নগরে প্রবেশ করেছ, সেই অবধিই তোমার মনের অবস্থা এইরূপ হয়েছে। কিন্তু আমার এই সব দেখে শুনে কিরূপ মনে হয় জানো ?

কৃত-স্নান হেরে যথা কৃতাভ্যঙ্গ জনে,
শুচি যথা অশুচিরে, জাগরিত নিদ্রা-নিমগনে ;
সেইরূপ হেরি আমি নগর-আবাসে
স্বৈরচারী ভোগী জনে—বদ্ধ সবে সংসারের পাশে।

শকুন্তলা।—(দক্ষিণ চক্ষুর নৃত্য) ও মা ! এ কি ! আমার ডান্ চোখটা নাচ্‌চে কেন ?

গৌতমী। ভয় নাই বাছা, তোর পতিকুল-দেবতা সব অমঙ্গল দূর করবেন। (পরিক্রমণ)

পুরোহিত।—(রাজাকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়া) ভো তপস্বিগণ ! ঐ দেখুন আমাদের রাজা, ওঁর রাজ্যে সকল বর্ণের লোকই সুখে কালযাপন করুচে। আর দেখুন, উনি পূর্ব্ব হতেই আসন ত্যাগ করে' আপনাদের দর্শন-প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান আছেন। এইবার মহারাজকে নিকটে এসে দর্শন করুন।

শার্ঙ্গরব।—মহাব্রাহ্মণ ! এ কথা শুনে আনন্দিত হলেম বটে, কিন্তু বিস্মিত হলেম না। কেন না

ফলভারে অবনত হয় তরুগণ,
নবজলধর নামি' করে বরিষণ,
সাধু জন ধনে কভু না হয় উদ্ধত,
পর-উপকারি-চিত হয় এইমত।

প্রতিহারী।—মহারাজ, ঋষিদের মুখ বেশ প্রসন্ন দেখাচ্চে, ওঁরা যে কোন বিপদের কথা জানাতে এসেছেন, মুখের ভাবে তা কিছুই বোধ হচ্চে না।

রাজা।—ঐ স্ত্রীলোকটি কে ?

কে না জানি ও রমণী ঘোমটায় ঢাকা,
অস্ফুটো লাবণ্য স্পষ্ট নাহি যায় দেখা।
তাপসের মাঝে বালা কি সুন্দর সাজে
পাণ্ডুপত্র-মাঝে যথা কিশলয় রাজে।

প্রতিহারী।—মহারাজ ! কে ঐ রমণীটি, জান্‌তে আমারও বিলক্ষণ কৌতূহল হচ্চে, কিন্তু ভেবে কিছুই স্থির করতে পারচিনে। কিন্তু যে প্রকার এঁর রূপ দেখছি, তাতে মহারাজের দর্শন-যোগ্য বলে' মনে হয়।

রাজা।—তা হোক্, কিন্তু পরস্ত্রীকে অবলোকন করা সজ্জনের উচিত নয়।

শকুন্তলা।—(বুকে হাত দিয়া স্বগত) হৃদয়, কেন তুই এত কাঁপচিস্ ? আর্য্যপুত্রের ভাব তো তুই বেশ জানিস্, তবে কেন অধীর হচ্চিস্—শান্ত হ।

পুরোহিত।—মহারাজ, যথাবিধানে এই তপস্বিগণের সৎকার করা হয়েছে। এখন এঁদের কি বক্তব্য আছে, তাই মহারাজের নিকট নিবেদন করতে চান—মহারাজের আদেশ হয় তো—

রাজা।—হাঁ, আপনাদের যা বক্তব্য, বলুন—আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছি।

ঋষিগণ।—(হস্তোত্তোলন করিয়া) রাজন্, বিজয়ী হোন্।

রাজা।—মুনিগণ ! আপনাদের তপস্যা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্চে তো ?

ঋষিগণ।— কোথা তপস্যার বিঘ্ন
তোমা হেন রক্ষক যাহার,
ভাস্কর উদিত হলে
তিষ্ঠিতে কি পারে অন্ধকার ?

রাজা।—তা হলে সার্থক আমার রাজ-শব্দ। সে যা হোক্, ভগবান্ কণ্ব লোকহিতার্থে কুশলে আছেন তো ?

ঋষিগণ।—সিদ্ধপুরুষদের কুশল নিজ আয়ত্তাধীন। রাজন্, তিনি আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করে' এই কথা আপনাকে জানাতে আমাদের আদেশ করেছেন যে—

রাজা। ভগবান্ কণ্ব কি আদেশ করেছেন ?

শার্ঙ্গরব।—তিনি এই কথা তাঁর নাম করে' আপনাকে জানাতে বলেছেন যে, "পরস্পরের প্রতি অনুরাগ উৎপন্ন হওয়ায় আপনি যে গোপনে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করেছেন, তা আমি প্রীতমনে অনুমোদন করচি।" কেন না

সুযোগ্য পুরুষ-শ্রেষ্ঠ তুমি পূজ্য অতি,
শকুন্তলা ধরা-মাঝে সাক্ষাৎ সুকৃতি।
সমগুণান্বিত দেখি' উভে বধূ বর,
প্রজাপতি-নিন্দা কেবা করে অতঃপর?

তা, ইনি কিছুদিন পিতৃ-গৃহে অবস্থান করে' আবার আপনার নিকট প্রত্যাগত হয়েছেন—এক্ষণে আপনি এঁকে গ্রহণ করুন।

গৌতমী।—আমিও কিছু বল্‌তে ইচ্ছুক, যদিও আমার বলবার কোন অবসর রাখা হয় নি—

না অপেক্ষা করে বালা গুরুজন তরে,
তুমিও না জিজ্ঞাসিলে আপনার ঘরে,
তোমাদের পরস্পর যাহা ঘটিয়াছে
তাহাতে অন্যের কিবা বলিবার আছে?

শকুন্তলা।—(স্বগত) আর্য্য-পুত্র না জানি কি উত্তর দেন।

রাজা।—আপনারা এ কি প্রসঙ্গ উত্থাপন কর্‌চেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি নে।

শকুন্তলা।—হা আমার অদৃষ্ট! এ কি কথা শুন্‌চি! এ কথাগুল যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত আমার হৃদয়ে প্রবেশ কর্‌চে।

শার্ঙ্গরব।—কি বিষয়ের প্রসঙ্গ, তা' আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চেন? আপনি তো একজন বিলক্ষণ লৌকিকজ্ঞ ব্যক্তি, আপনি এ কথা বুঝ্‌তে পার্‌চেন না?

পরিণীতা পত্নী হয়ে পিতৃ-গৃহ করে যে আশ্রয়,
হোক্ না সে সাধ্বীসতী,
তবু লোকে করে গো সংশয়।
তাই তারে পতিগৃহে পাঠাইতে চায় বন্ধুগণ,
পতির অপ্রিয় যদি, তবু তথা করেন প্রেরণ।

রাজা।—কি! উনি আমার পরিণীতা ভার্য্যা? এই কথা আপনারা বল্‌চেন?

শকুন্তলা।—(সবিষাদে স্বগত) হৃদয়! যা' তুই আশঙ্কা করছিলি, তাই দেখি ঘটল!

শার্ঙ্গরব।—স্বেচ্ছাকৃত কোন কাজের অপলাপ করে' ধর্ম্ম-বিমুখ হওয়া কি রাজোচিত কার্য্য?

রাজা।—আপনি কি কারণে এরূপ অসৎ কল্পনা আমার প্রতি আরোপ কর্‌চেন?

শার্ঙ্গরব।—ঐশ্বর্য্য-মদোন্মত্ত বিষয়ী-জনার,
প্রায়ই দেখা যায় এই চিত্তের বিকার!

রাজা।—(স্বগত) আমি নিতান্ত অকারণে তিরস্কৃত হচ্চি। আর তো সহ্য হয় না।

গৌতমী।—বাছা, একটুখানি লজ্জা সম্বরণ করে' থাক্—আমি তোর ঘোমটা খুলে দিই, তা হলে' তোর স্বামী তোকে নিশ্চয়ই চিন্‌তে পার্‌বেন। (যথোক্তকরণ)

রাজা।—(শকুন্তলাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত)

এ হেন অমল-কান্তি সুন্দরী ললনা
পরিণীতা-ভার্য্যা বলি' মনে তো হয় না।
ভাবিয়া ভাবিয়া আমি হতেছি আকুল,
ভ্রমর যেমতি হয় হেরি' কুন্দ-ফুল।
হিমে-ভরা ফুল দেখি' থাকে সে গুঞ্জিতে,
না পারে ত্যজিতে কিম্বা না পারে ভুঞ্জিতে।

(সচিন্তিতভাবে অবস্থান)

প্রতিহারী।—(স্বগত) অহো! ধর্ম্মের প্রতি মহারাজের কি দৃষ্টি! এমন স্ত্রী-রত্নকে অনায়াসে পেয়ে, উনি কি না এখন মনে মনে নানাপ্রকার বিচার কর্‌চেন।

শার্ঙ্গরব।—আপনি নীরব হয়ে আছেন যে?

রাজা।—দেখুন তপস্বিগণ, আমি অনেক চিন্তা করে' দেখ্‌লেম, কিন্তু ওঁর পাণিগ্রহণ করেছি বলে' কিছুতেই স্মরণ করতে পার্‌চি নে। এখন আমি এই গর্ভলক্ষণাক্রান্তা রমণীকে কিরূপে পত্নী বলে' গ্রহণ করি?

শকুন্তলা।—(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) কি! একেবারে বিবাহেতেই সন্দেহ! হা! আমার সে উচ্চ আশা এখন কোথায় গেল?

শার্ঙ্গরব।—রাজন্, এমন কাজ কখনই কর্‌বেন না।

গন্ধর্ব্ব-বিধানমতে বরিয়াছ যাহার কন্যায়,
সেই মুনি দয়া করি' দিল তবু সম্মতি তাহায়।
চোরেরে ধরিয়া পুন ধন তারে যে করে গো দান,
ধিক্ ধিক্ মহারাজ! হেন জনে কর অপমান?

শারদ্বত।—শার্ঙ্গরব, এখন তুমি ক্ষান্ত হও। শকুন্তলে! দেখ, আমাদের যা' বক্তব্য ছিল, আমরা তা বলেছি, আর উনিও যা' উত্তর দেবার, তা'

দিয়েছেন—এখন তোমার যদিএমন কিছু বল্‌বার থাকে, যাতে ওঁর মনে প্রত্যয় জন্মে, তা হ'লে তুমি বল।

শকুন্তলা।—(মুখ ফিরাইয়া স্বগত) এখন যেরূপ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি, তাতে পূর্ব্বেকার ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে কি ফল? এখন কলঙ্ক হ'তে কিসে মুক্ত হ'তে পারি, তারই চেষ্টা দেখি। (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র!—(স্বগত) না না, যখন পরিণয়েই সন্দেহ হয়েছে, তখন ও নামে সম্বোধন করা এখন উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) শোনো পৌরব-রাজ, আমাদের আশ্রমে গিয়ে, আমার মত বিশ্বস্তার নিকট কত অনুরাগ দেখিয়ে,তুমি তখন প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হ'লে, আর এখন এরূপ দুর্ব্বাক্য বলে' আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার কি উচিত?

রাজা।—ও পাপ-কথা আর শুন্‌তে চাইনে, ক্ষান্ত হও।

কেন গো কলঙ্ক আনো আপনার কুলে,
নাশিতে আমার যশ কেন গো প্রয়াস?
কুলধ্বংসী নদী যথা উৎপাটে সমূলে
তট-স্থিত তরুবরে, তট করি' নাশ
আবিল করে সে নিজ প্রসন্ন সলিলে,
আনিয়া তাহাতে যত মালিন্যের রাশ।

শকুন্তলা।—যদি পর-পত্নী বলে' যথার্থই তোমার সন্দেহ হয়ে থাকে, তা হ'লে একটি চিহ্ন দেখাচ্ছি—সেইটে দেখলেই তোমার সন্দেহ নিশ্চয় দূর হবে।

রাজা।—এ তো উত্তম প্রস্তাব।

শকুন্তলা।—(অঙ্গুরী-স্থান স্পর্শ করত) ও মা!—এ কি হ'ল?—আমার অঙ্গুরী?—আঙ্গুলে তো নেই, কোথায় গেল? (গৌতমীর মুখপানে চাহিয়া)

গৌতমী।—তবে, নিশ্চয়ই শক্রাবতারের নিকট শচীতীর্থে স্নান করবার সময় আংটিটি পড়ে' গেছে।

রাজা।—(সস্মিত) স্ত্রী-জাতির উপস্থিত-বুদ্ধি একেই বলে।

শকুন্তলা।—বিধাতার বিড়ম্বনায় এ চিহ্নটা দেখাতে পার্‌লেম না, ভাল, আর একটা কথা মনে করিয়ে দিই।

রাজা।—আচ্ছা, বল শুনি।

শকুন্তলা।—মনে করে' দেখ, এক দিন নবমল্লি-কার লতামণ্ডপে আমরা দুজনে বসেছিলেম, সেখানে একটি পদ্মপত্রের মধ্যে যে শিশির-জল জমেছিল, সেই জলটুকু তুমি হাতে ঢেলে নিলে।

রাজা।—বলে' যাও শুন্‌চি। তার পর?

শকুন্তলা।—সেই সময় দীর্ঘাপাঙ্গ নামে আমার পালিত হরিণ-শিশুটি এসে উপস্থিত হ'ল। তার উপর তোমার দয়া হওয়ায় তুমি বল্লে, সকলের আগে তুই এই জলটুকু পান কর্, এই বলে' হাত বাড়িয়ে তার সাম্‌নে জলটুকু ধরলে। কিন্তু সে অপরিচিত হাত থেকে জল পান করলে না। পরে, আমি হাতে করে' দিলে তবে সে পান কর্‌লে। তখন তুমি আমাকে উপহাস করে' এই কথা বল্লে, সকলেই আপনার আত্মীয়-স্বজনকে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই বুনো কি না, তাই তোমার উপরে ওর বিশ্বাস।

রাজা।—জানি জানি, আপনার কার্য্যসাধন করবার জন্য স্ত্রীলোকেরা এইরূপ মধুর বাক্যে বিষয়ী লোকদের মন আকর্ষণ করে' থাকে।

গৌতমী।—মহাভাগ, ও কথা বলা আপনার উচিত হয় না। এ বালিকা তপোবনেই চিরকাল পালিত, ও ছলনা কাকে বলে, তা' জানে না।

রাজা।—তাপস-বৃদ্ধে!

স্বভাব-বঞ্চক নারী কে না জানে বল,
ইতর প্রাণীরও মাঝে নহে তা বিরল।
কোকিলা উড়িয়া যবে ব্যোম-মার্গে ধায়,
আপন শাবকে রাখে পরের বাসায়।

শকুন্তলা।—অনার্য্য অধম! তুমি আপনি যেমন, সকলকেই সেইরূপ মনে কর। এখন দেখ্‌ছি, তুমি ধর্ম্মধ্বজী ভণ্ডমাত্র, তৃণাচ্ছন্ন কূপের মত বিষম প্রবঞ্চক। এখন থেকে কে আর তোমাকে অনু-করণের আদর্শ মনে করবে?

রাজা।—এর অকৃত্রিম রোষ দেখে আমার নিজের উপর একটু সন্দেহ হচ্চে।

স্মরিতে না পারি' মনে গুপ্ত পরিণয়ে
ত্যজিলাম ওরে আমি কঠিন হৃদয়ে।
তাই রোষে চক্ষু দুটি হইয়াছে রাঙ্গা
কুটিল ভ্রূভঙ্গ যেন স্মর-ধনু-ভাঙ্গা।

পুরোহিত।—দুষ্মন্তের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ডই সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। বিবাহের অনুষ্ঠানটি যদি বাস্তবিকই হ'ত, তা হ'লে কি আমাদের নিকট অবিদিত থাকত?

শকুন্তলা।—বেশ যা হোক। পুরুবংশীয় বলে' আমি যাকে বিশ্বাস করেছিলেম, সে কি না এখন

আমাকে স্বৈরিণী বলে' মনে করচে। মুখে মধু হৃদে ক্ষুর সেই ক্রূরের হাতে কি না আমি আত্ম-সমর্পণ করেছিলেম। (অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন)

শার্ঙ্গরব।—দেখ, এইরূপ আত্মকৃত চাপল্যবশতঃ পরিণামে কত কষ্টই পেতে হয়।

পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করাই বিহিত,
বিশেষ গোপন-প্রেমে আরো তা উচিত।
অজানা হৃদয়ে প্রেম করিলে স্থাপিত,
সৌহৃদ্য সে বৈরিতায় হয় পরিণত।

রাজা।—কেন আপনি স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস করে' আমার উপর অকারণ এরূপ দোষারোপ করচেন?

শার্ঙ্গরব।—(অসহ্য হওয়ায়) আপনারা এঁর জঘন্য উত্তর শুন্‌লেন? আপনি কি বল্‌তে চান

জন্মাবধি জানে না যে শঠতা বঞ্চনা,
তারি বাক্যে যেন কেহ প্রত্যয় করে না,
আর, পর-বঞ্চনায় যে গো সুপণ্ডিত
তারেই বিশ্বাস করা সবার উচিত।

এই কথা আপনি বল্‌তে চান?

রাজা।—পরম সত্যবাদী তাপসগণ! আচ্ছা মানলেম. আপনারা যা' বলছেন সত্য, কিন্তু বলুন দেখি, এই রমণীকে প্রবঞ্চনা করে' আমার লাভ কি?

শার্ঙ্গরব।—লাভ?—নিপাত, নিপাত।

রাজা।—পৌরবেরা দুষ্কর্ম্ম করে' নরকগামী হ'তে ইচ্ছা করবেন, এ কথা শ্রদ্ধেয় নয়।

শারদ্বত।—শার্ঙ্গরব! উত্তর-প্রত্যুত্তর করে' আর কি ফল? গুরুদেবের যা বক্তব্য ছিল, তা তো বলা হয়েছে—এখন চল, ফিরে যাওয়া যাক্। (রাজার প্রতি)

ইনিই বনিতা তব; ত্যজো, রাখো, তব স্বেচ্ছাধীন।
পত্নী-পরে আছে জেনো পতিদের প্রভুতা অসীম।

আমরা চল্লেম। গৌতমি, তুমি অগ্রগামী হও।

[প্রস্থান।

শকুন্তলা।—ঐ শঠ আমাকে বঞ্চনা করলে, আবার তোমরাও আমাকে ত্যাগ করে' যাচ্চ? (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন)

গৌতমী।—(গমনে বিরত হইয়া) বৎস শারঙ্গরব, শকুন্তলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে আমাদের সঙ্গে আসচে। রাজা নিষ্ঠুর হয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন, বাছা আমার এখানে থেকে আর কি করবে বল।

শার্ঙ্গরব।—(সরোষে ফিরিয়া আসিয়া) যথেচ্ছাচারিণি, তুমি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন কর্‌তে চাও?

শকুন্তলা।—(ভয়ে কম্পিতা)

শার্ঙ্গরব।—রাজা যা' বলিল তাহা সত্য যদি হয়,
কুলটারে কোন্ মুখে পিতা গৃহে লয়?
অকলঙ্ক আপনারে যদি কর মনে,
পতিগৃহে দাসী হয়ে থাকো পতি সনে।

তুমি থাকো, আমরা চল্লেম।

রাজা।—তাপসগণ! কেন ওঁকে বৃথা আশা দিয়ে বঞ্চনা করচেন?

নিশানাথ কুমুদীরে করে বিকসিত,
সূর্য্যদেব পদ্মিনীরে করে প্রবোধিত।
আত্মবশী সুচরিত্র জিতেন্দ্রিয় জন
পর-নারী কভু নাহি করে আলিঙ্গন।

শার্ঙ্গরব।—আপনি যখন বিষয়ান্তরে আসক্ত হয়ে পূর্ব্ব-পরিণয়-বৃত্তান্ত বিস্মৃত হয়েছেন, তখন আর আপনি ধর্ম্মের কথা মুখেও আন্‌বেন না, আপনার আবার ধর্ম্মভয় কিসের?

রাজা।—(পুরোহিতের প্রতি) আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা করি, এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি গুরুতর দোষ বলে' আপনার বিবেচনা হয়?

হয় আমি মোহ-বশে হয়েছি বিস্মৃত,
নয় এই দুষ্ট নারী কহিছে অনৃত।
এ বিষম অবস্থায় কি করি গো আমি?
দার-ত্যাগী হই কিম্বা পরদারগামী?

পুরোহিত।—(চিন্তা করিয়া) মহারাজ, এক কাজ করলে হয় না?

রাজা। কি বলুন।

পুরোহিত।—উনি যত দিন না প্রসব হন, তত দিন আমার গৃহে অবস্থান করুন। তবে যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন—তার কারণ বলি, শুনুন। সাধু দৈবজ্ঞ-গণ এই কথা বিজ্ঞাপিত করেচেন যে, আপনার প্রথম পুত্রই চক্রবর্ত্তি-লক্ষণাক্রান্ত হবেন। যদি মুনি-দৌহিত্র সেরূপ হন, তবেই এঁকে অভিনন্দন-পূর্ব্বক

রাজ-অন্তঃপুরে লয়ে যাবেন, নচেৎ পিতৃ-গৃহে প্রেরণ করবেন। এ তো সহজ কথা।

রাজা।—গুরুদেবের যথা অভিরুচি।

পুরোহিত।—বৎসে! আমার সঙ্গে এসো।

শকুন্তলা।—ভগবতি বসুন্ধরে! দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। আর সহ্য হয় না।

[ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

রাজা।—(লুব্ধস্মৃতি রাজা শকুন্তলার চিন্তায় মগ্ন)

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

রাজা।—(কর্ণপাত করিয়া) কি হ'ল? কি হ'ল?

পুরোহিত।—মহারাজ, কণ্ব-শিষ্যেরা প্রস্থান কর্‌বামাত্র, শকুন্তলা নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে, বাহু উৎক্ষেপ করে' ক্রন্দন কর্‌তে লাগলেন।

রাজা।—তার পর?

পুরোহিত।—তার পর মহারাজ,

জ্যোতির্ম্ময়ী ছায়া এক নারীর আকারে
আকাশ হইতে নামি' দুর হ'তে তারে
উঠাইয়া লয়ে গেল তীর্থ অভিমুখে,
অপ্‌সরা নামে তীর্থ, স্থিত গঙ্গা বুকে।

সকলে।—(বিস্মিত)

রাজা।—গুরুদেব, আমি তো পূর্ব্বেই প্রত্যাখ্যান করেছি, এখন আর ও বিষয়ের আলোচনা করে' কি ফল? যান্ আপনি বিশ্রাম করুন গে।

পুরোহিত।—বিজয়ী হোন্ মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—বেত্রবতি, আমার মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে, এখন আমাকে শয়ন-মন্দিরে নিয়ে যাও।

প্রতিহারী।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে।

রাজা।— মুনি-কন্যা পত্নী বলি' না হয় স্মরণ,
তাই তারে অচিরাৎ করিনু বর্জ্জন।
তবে পরিতাপে কেন দহে এ হৃদয়?
তাই পুন সত্য বলি' হতেছে প্রত্যয়।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(প্রবেশক)

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ।

(নগরপাল ও তাঁহার পশ্চাৎ এক ব্যক্তিকে বন্ধন করিয়া দুইজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষিদ্বয়।—(তাড়না করত) আরে চোট্টা কোথাকারে, তুই এই মণি-বাঁধানো রাজার নাম-খোদা আংটি কোথ্‌থেকে পেলি বল্ দিকি?

বদ্ধব্যক্তি।—(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে) দোহাই বাবা, আমি চুরি করিনি।

১ম রক্ষী।—তবে কি সুব্রাহ্মণ দেখে' রাজা তোকে এই আংটিটে দক্ষিণে দিয়েছেন? অ্যাঁ?

বদ্ধব্যক্তি।—আমি কি করে' পেলুম বল্‌চি বাবা, আমাকে মেরো না। শক্রাবতার গ্রামে আমার নিবাস, জাতিতে আমি জেলে।

২য় রক্ষী।—আরে ব্যাটা, তোর জাতের খবর কে জান্‌তে চাচ্চে?

নগরপাল।—(একজন রক্ষীর প্রতি) দেখ সূচক, আগাগোড়া সব কথা ওকে বল্‌তে দেও। অমন করে' ওকে বাধা দিও না।

উভয় রক্ষী।—যে আজ্ঞা মহাশয়! আচ্ছা বল্ কি বল্‌ছিলি।

বদ্ধব্যক্তি।—আজ্ঞে কর্ত্তা, আমি জাল-বড়্‌শে দিয়ে মাছ ধরে' পরিবার পিত্তিপালন করি।

নগরপাল।—খুব উঁচুদরের ব্যবসা বটে!

বদ্ধব্যক্তি।—তা কর্ত্তা, যার যে ব্যবসা। ওই যে কথায় বলে :—

যে আছে যে কাজে বাবা তাহাই তারে সাজে,
বাপ-দাদাদের পেষা কেহ ছাড়্‌তে নারে লাজে।
জেলিয়াতে মছ্‌লি ধরে, লাঙ্গল ধরে চাষা,
আর, যজ্ঞে বামুন পশু মারে, মুখে দয়া ঠাসা।

১ম রক্ষী।—আরে চোরটা খুব রসিক দেখ্‌ছি।

২য় রক্ষী।—হাড়কাঠে গেলেই রস গড়িয়ে পড়বে এখন!

নগরপাল।—ও সব কথা রেখে দে, এখন কি করে' পেলি বল্ দিকি।

বদ্ধব্যক্তি।—একদিন কর্ত্তা, একটা রুই মাছ ধরে' তার পেট্‌টা চিরতে গিয়ে দেখি, মাণিকের মত কি যেন একটা ঝক্‌ঝক্ কর্‌চে। শেষে দেখি কি না একটা আংটি, তা ঐ আংটিটা নিয়ে বাজারে বিক্রী কর্‌তে গিয়েছি, আর এমন সময়ে তোমরা বাবা আমাকে এসে ধর্‌লে; এখন আমাকে কেটেই ফেল আর মেরেই ফেল, আসল কথাটা এই যা বল্লুম।

নগরপাল।—দেখ জালুক, ওর গা দিয়ে যে রকম আঁষ্টে গন্ধ বেরুচ্চে, ও নিশ্চয়ই জেলে, তার কোন ভুল নেই। কিন্তু এই আংটিটার বিষয় আর একটু ভাল করে' খোঁজ কর্‌তে হবে। এসো, এখন আমরা ওকে রাজ-বাড়ীতে নিয়ে যাই।

রক্ষিদ্বয়।—সেই ভাল। (বদ্ধব্যক্তির প্রতি) চল্ রে চল্ গাঁট-কাটা চোট্টা কোথাকারে।

সকলে।—(পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদের সিংহদ্বার

নগরপাল।—দেখ সূচক, সিংহদ্বারে ওকে ধরে' রাখো, সাবধান, যেন পালায় না। আমি ততক্ষণ সমস্ত বৃত্তান্তটা মহারাজের নিকট জানাই গে, তিনি যেরূপ আদেশ করেন, শুনে আমি এখনি আস্‌চি।

উভয় রক্ষী।—যান মশায়, মহারাজ খুসি হয়ে নিশ্চয়ই বক্‌শিস্ দেবেন।

[নগরপালের প্রস্থান।

১ম রক্ষী।—জালুক, কোতোয়াল মহাশয়ের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে কেন?

২য় রক্ষী।—রাজা-রাজ্‌ড়ার সঙ্গে কি শীঘ্র সাক্ষাৎ হয়—ফুরসৎ হ'লে তবে তো ডেকে পাঠাবেন। ততক্ষণ দেউড়িতে বসে' হাই তোলো, আর পিঠ চাপ্‌ড়াও।

১ম রক্ষী।—সে কথা সত্যি। দেখ্ জালুক, তোকে বল্‌ব কি, ওর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে হাড়কাঠে নিয়ে যেতে আমার হাতটা এমনি নিসপিস কর্‌চে! (বদ্ধব্যক্তিকে মারিতে উদ্যত)

বদ্ধব্যক্তি।—আমাকে বিনি দোষে মেরো না বাবা, তোমাদের পায়ে পড়্‌চি।

২য় রক্ষী।—(দেখিয়া) এই যে আমাদের কর্ত্তা, রাজ-শাসনপত্র হাতে করে' এই দিকেই আস্‌চেন। দেখ্‌চিস্ কি ব্যাটা, তোর এখনি, হয় শকুনি, নয় কুকুরের পেটে নিশ্চয়ই যেতে হবে।

নগরপাল।—দেখ সূচক, ধীবরকে ছেড়ে দেও। ও যা বলেছে সব সত্যি।

১ম রক্ষী।—যে আজ্ঞে, ছেড়ে দিচ্চি।

২য় রক্ষী।—আরে, ওটা যমালয়ে যেতে যেতে ফিরে এলো যে!

(বদ্ধব্যক্তির বন্ধন-মোচন)

ধীবর।—(নগরপালকে প্রণাম করিয়া) এখন কর্ত্তা জেনেছেন তো আমার পেষাটা কি?

নগরপাল।—হাঁ, তুই জেলে বটে। দেখ্, মহারাজা আংটিটার মূল্য ধরে' তোকে এই টাকা বক্‌শিস করেছেন—এই নে। (অর্থদান)

ধীবর।—(সপ্রণাম গ্রহণ করিয়া) কর্ত্তা আমার উপর খুব অনুগ্‌গেরো করেছেন।

১ম রক্ষী।—অনুগ্রহ বলে' অনুগ্রহ! শূলের থেকে নামিয়ে হাতীর পিঠে চড়িয়ে দিয়েছেন, আর অনুগ্রহের বাকীটা কি!

২য় রক্ষী।—এতে বোঝা যাচ্চে, আংটিটা কত দামী জিনিস—নৈলে মহারাজ কি এত টাকা ওকে বক্‌শিস্ করেন!

নগরপাল।—দামী বলে' যে অত টাকা দিয়েছেন, তা আমার মনে হয় না। ঐ আংটিটা দেখে তাঁর কোন প্রিয়জনকে স্মরণ হয়ে থাক্‌বে। আমাদের মহারাজ, যদিও স্বভাবতঃ গম্ভীর-প্রকৃতির লোক, কিন্তু আমি দেখ্‌লেম, আংটিটা দেখে তাঁর চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে' জল পড়তে লাগল।

১ম রক্ষী।—তা হ'লে আপনি তাঁর একটা খুব কাজ করেছেন বল্‌তে হবে।

২য় রক্ষী।—কাজ যদি কারও হয়ে থাকে তো ঐ জেলে ব্যাটার হয়েছে। (ধীবরের প্রতি সলোভ দৃষ্টি)

ধীবর।—আমি আর কি দিয়ে কর্ত্তাদের তুষ্ট কর্‌ব, এই অর্দ্ধেক টাকা আপনারা নিন।

২য় রক্ষী।—ভ্যালা মোর বাপ্, এই তো চাই!

নগরপাল।—ধীবর বড় সরেশ লোক হে!

সকলে।—তা আর বল্‌তে, এমন লোককে কি না চোর বলে' সন্দেহ করে।

নগরপাল।—দেখ, আজ থেকে তুমি আমার পরম বন্ধু হলে। এসো এখন সুরাদেবীকে সাক্ষী করে' আজ এই বন্ধুত্বের গোড়াপত্তন করা যাক্। চল, এখন শুঁড়ির দোকানে চল!

(ইতি প্রবেশক)

তৃতীয় দৃশ্য

প্রমোদ-বন।

(আকাশ-পথে অপ্সরা সানুমতীর আবির্ভাব)

সানুমতী।—অপ্সরতীর্থ-সন্নিধানে আজ আমার থাক্‌বার পালা। সেখানকার কাজ তো এক রকম শেষ করেছি। যতক্ষণ না সাধুদের স্নানের সময় হয়, ততক্ষণ আমি ভূতলে নেমে রাজর্ষির সমস্ত ব্যাপার দেখি না কেন। মেনকার সম্বন্ধ-সূত্রে শকুন্তলা আমারও দুহিতাস্বরূপ। তা, মেনকা পূর্ব্বেই আমাকে এই কাজটি শকুন্তলার জন্য করুতে বলেছিলেন। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) ভাল, এখন বসন্তোৎসবের সময়, কিন্তু রাজ-ভবনে তো তার কোন উদ্যোগ দেখছি নে। এর অর্থ কি? ইচ্ছা করলে দৈবশক্তি চালনা করে' সমস্ত আপনা হতেই আমি জান্‌তে পারি বটে, কিন্তু তা করে' কাজ নেই। সখী মেনকা স্বচক্ষে সমস্ত দেখ্‌তে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, তা হ'লে সে কথা অমান্য করা হবে। এখন তবে মন্ত্র-বিদ্যাবলে, ঐ উদ্যান-পালিকাদের পার্শ্বে প্রচ্ছন্ন থেকে ওদের সমস্ত কথাবার্ত্তা শুনি। (ভূতলে অবতরণ)

(প্রথম একজন, তৎপশ্চাৎ আর একজন উদ্যান-পালিকার প্রবেশ)

১ম পালিকা।—আরক্ত হরিত পাণ্ডু চারু বর্ণে সাজি
নব চূতাঙ্কুর তুই দেখা দিলি আজি।
বসন্তের প্রাণ তুই সরবস্ব ধন,
ঋতুর মঙ্গল তরে করি আবাহন।

২য়।—পরভৃতিকে, তুই একলা আপনার মনে কি বক্‌চিস্ লা?

১ম।—মধুকরিকে, কোকিলের নামে আমার নাম কি না, তাই আমের মুকুল দেখে আমার প্রাণটা উল্‌সে উঠেছে।

২য়।—(আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া) অ্যাঁ, সত্যি?—বসন্তকাল এসেছে না কি?

১ম।—হাঁা লো হাঁা, এসেছে। দেখ্ মধুকরিকে, ভ্রমরের নামে তো তোর নাম, তুই এই বেলা গুণ-গুণ করে' গান সুরু করে' দে না। তোর তো এই সময়।

২য়।—দেখ্ সই, তুই আমাকে একটু ধর্, তোর কাঁধে ভর দিয়ে আমি ঐ আমের মুকুলটি পাড়ি—কামদেবকে ঐটি দিতে হবে।

১ম।—আচ্ছা, তুই যদি আমাকে তোর পূজোর অর্দ্ধেক ফল দিস্, তা হ'লে তোকে ধরি, নৈলে সই ধর্‌চি নে।

২য়।—সে আর বল্‌তে। তোকে দেব না সই তো কাকে দেব? না চাইলেও যে তোকে অম্‌নি দিতুম। আমাদের দুজনের শরীর পৃথক্ বটে, কিন্তু প্রাণটা যে এক। (সখীর উপর ভর দিয়া একটা আম্র-মুকুল গ্রহণ) দেখ্ সই, মুকুলটি এখনও ভাল করে' ফোটে নি, তবু বোঁটাটি ভাঙ্গতে না ভাঙ্গতেই দেখ্ কেমন সুগন্ধ বেরিয়েছে। ([illegible]-হস্তে)

ওই দেখ্, কামদেব আছে ধনু ধরি',
তাঁর হস্তে তোরে আজ সমর্পণ করি।
পঞ্চ বাণ-মাঝে তুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণ,
বিরহ-বিধুরা জনে করুন সন্ধান।

[ভূমিতলে চূতাঙ্কুর নিক্ষেপ।

(কুপিত হইয়া দ্রুতবেগে কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—আরে নির্ব্বোধ কোথাকারে, মহারাজ বসন্ত-উৎসব নিষেধ করে' দিয়েছেন, আর তোমরা কি না আম্র-মুকুল পাড়্‌তে আরম্ভ করেছ?

উভয়ে।—(ভীত হইয়া) মশায়, আমাদের মার্জ্জনা করবেন, আমরা এ কথা জানতেম না।

কঞ্চুকী।—বসন্তের যত গাছপালা, এমন কি তাদের আশ্রিত পক্ষীরাও এই আদেশ পালন করুচে,

আর তোমরা জান না?—তোমাদের এ কথা বল্‌তে লজ্জা করে না? তার সাক্ষী দেখ না কেন,

বহু দিন ধরিয়াছে আম্রেতে মুকুল,
রেণু তবু কোরকেতে নাহি দেখা যায়।
যদিও বা বিকসিত কুরুবক ফুল।
এখনো রয়েছে সে গো মুকুল-দশায়।
যদিও শিশির-ঋতু হয়েছে অতীত,
কোকিলের কণ্ঠ-স্বর তথাপি স্খলিত।
মদনও তাহার সেই অর্দ্ধাকৃষ্ট শর
ভয়ে ভয়ে সংহারিয়া লইল সত্বর।

উভয়।—তা ঠিক্ কথা, এখন আমরা বুঝ্‌তে পার্‌চি। মহারাজের আদেশ কার সাধ্যি লঙ্ঘন করে।

১ম।—অল্প দিন হ'ল, মহারাজের শালা মিত্রাবসু রাজ-সরকারে কাজ কর্‌বার জন্য আমাদের এখানে পাঠিয়েছেন। আমরা এখন এই প্রমোদ-বনের মালিনীর কাজে আছি। আমরা মশায় নূতন লোক, তাই এ কথা শুন্‌তে পাই নি।

কঞ্চুকী।—আচ্ছা সাবধান, এরূপ যেন আর না হয়।

উভয়।—একটা কথা কি আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি?—আচ্ছা, বসন্ত-উৎসবটা মহারাজ বন্ধ করে' দিলেন কেন?

সানুমতী—(স্বগত) মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ উৎসব-প্রিয়। তবে যে উৎসবের নিষেধ হ'ল, এর অবশ্যই কোন গুরুতর কারণ থাক্‌বে।

কঞ্চুকী।—এ কথা যখন সকলেই জানে, তোমাদের বল্‌তে আর দোষ কি? মহারাজ শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে' যে একটা জনরব উঠেছিল, সেটা কি তোমাদের কানে আসে নি?

উভয়ে।—আমরা মহারাজার শালার কাছ থেকে আংটির কথাটা শুনেছিলেম বটে।

কঞ্চুকী।—তা হ'লে তোমাদের আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। মহারাজ যখন সেই অঙ্গুরীটি দেখ্‌তে পেলেন, তখন তাঁর স্মরণ হ'ল যে, তিনি সত্যই শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলেন। তাই এখন তাঁর ভয়ানক অনুতাপ হচ্চে। কেন না, এখন দেখ্‌তে পাই, উনি

সুন্দর বস্তুতে আর নাহিক আদর
নাহি প্রীতি-লেশ,
ভোগ্য উপাদেয় যাহা তাহাতে এখন
বরঞ্চ বিদ্বেষ,
প্রজাবর্গ হ'তে তিনি সেবা নাহি আর
করেন গ্রহণ,
শয্যা-পার্শ্বে বিলুণ্ঠিত, অনিদ্রায় নিশি
করেন যাপন।
শিষ্টতার অনুরোধে, রাণীর কথায়
করিতে উত্তর,
নামটি ভুলিয়া গিয়া "শকুন্তলে" বলি'
লজ্জায় কাতর।

সানুমতী।—(স্বগত) এ কথাটা আমার খুব ভাল লাগ্‌চে।

কঞ্চুকী।—আসল কথা, মহারাজের মন ভারি উদাস হয়ে গেছে, তাই এই উৎসবটা বন্ধ করে' দিয়েছেন।

উভয়ে।—তা, ঠিক কাজই করেছেন।

নেপথ্যে।—এই দিক দিয়ে আসুন মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে!

কঞ্চুকী।—(কান পাতিয়া শ্রবণ) যাও যাও, তোমাদের কাজে এই বেলা যাও, মহারাজ এই দিকে আস্‌চেন।

উভয়ে।—মহারাজ আস্‌চেন নাকি? আমরা তবে যাই।

[প্রস্থান।

(বিদূষক ও প্রতীহারী-সমভিব্যাহারে
রাজার প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—কারও কারও আকৃতি সব অবস্থাতেই ভাল দেখায়। মহারাজ এখন এমন উৎকণ্ঠ-চিত্ত, তবু আহা, মুখশ্রীটি কেমন সৌম্য! দেখ না কেন—

আর সব অলঙ্কার করিয়া বর্জ্জন
একটি বলয় মাত্র করেন ধারণ।
নিশ্বাসেতে শুকায়েছে ওষ্ঠাধর-প্রান্ত,
চিন্তা-জাগরণে নেত্র অতিশয় ক্লান্ত।
ক্ষীণতা না দেখা যায় আত্ম-তেজোগুণে,
শাণিলে মণির দ্যুতি বাড়ে শতগুণে।

সানুমতী।—শকুন্তলাকে উনি অমন অপমান কর্‌লেন, তবু শকুন্তলা কেন যে ওঁর বিরহে কাতর, এখন তার অর্থ বুঝতে পারচি। আহা, কি সুন্দর আকৃতি।

রাজা।—(মন্থর-গতিতে পরিক্রমণ করিতে করিতে চিন্তা)

কিছুতেই পারিল না জাগাইতে মোরে
হরিণ-নয়ন বালা প্রেয়সী তখন,
অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন বিস্মৃতির ঘোরে
ছিলাম যখন আমি নিদ্রা-অচেতন।
এখন চাহিছে হিয়া সেই সে বিস্মৃতি,
ইচ্ছা করে, ভুলে থাকি সদা আপনারে,
কিন্তু এবে অনুতাপে দহি দিবা-রাতি,
নিদ্রার নাহিক দেখা নয়নের ধারে।

সানুমতী।—(স্বগত) সেই তপস্বিনীর অদৃষ্টে যা ছিল, তাই ঘটেছে, তুমি তার কি করবে বল।

বিদূষক।—(স্বগত) আবার দেখ্‌চি ওঁকে শকুন্তলা রোগে ধরেছে, এখন এর চিকিৎসা কি, ভেবে পাচ্চি নে।

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজ! প্রমোদ-বনের ভূমি সমস্ত বেড়িয়ে-চেড়িয়ে দেখ্‌লেম, বেশ অবস্থায় আছে। এখন মহারাজ স্বচ্ছন্দে এখানে বিচরণ করতে পারেন।

রাজা।—দেখ বেত্রবতি! আমার নাম করে' অমাত্যবর পিশুনকে এই কথা বলে' এসো, "রাত্রে আমার ভাল নিদ্রা হয় নি, তাই আজ আমি বিচারাসনে বস্‌তে পারব না। পৌরকার্য্য তিনিই যেন সমস্ত দেখেন, আর পত্রের দ্বারা আমাকে সমস্ত অবগত করেন।"

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—দেখ বাতায়ন, তুমিও এখন তোমার কাজে যেতে পার।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

বিদূষক।—এখন মাছিগুল গেল, বাঁচা গেল। এখন আসুন মহারাজ প্রমোদ-বনে দুদণ্ড বসে' আরাম করা যাক্‌। এই সময়টা প্রমোদ-বন বড়ই রমণীয়—বেশী ঠাণ্ডাও নয়, বেশী গরমও নয়।

রাজা।—দেখ বয়স্য, কথায় যে বলে "পেয়ে রন্ধ্র-পথ আইসে বিপদ" এ কথাটা বড়ই ঠিক্‌। আমি হাতে-হাতে তার প্রমাণ পাচ্চি।

প্রিয়া ভুলি' ঘোর মোহে মগ্ন ছিল মন,
সে আঁধার যেই মাত্র হ'ল অন্তর্ধান,
অমনি আবার দেখ দুরন্ত মদন,
আমাপরে চূত-বাণ করিছে সন্ধান।

বিদূষক।—এই দেখুন মহারাজ, আমার এই লাঠির বাড়িতে কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি (চূতাঙ্কুরের উপর লাঠির আঘাত)

রাজা।—আচ্ছা, হয়েছে, এখন থামো। খুব তোমার ব্রহ্মতেজ দেখিয়েছ। সে যা হোক্, কোথায় এখন বসা যায় বল দেখি। চল, কোন লতামণ্ডপের মধ্যে যাওয়া যাক্‌। লতা দেখ্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। লতা দেখলে কেমন আমার প্রিয়াকে মনে পড়ে।

বিদূষক। মহারাজ, একটু আগে আপনার পরিচারিকা চতুরিকাকে যে আপনি বলেছিলেন, "এই সময়ে আমি মাধবী-মণ্ডপে থাকব, এইখানে আমার স্বহস্তে আঁকা চিত্রপটটি নিয়ে এসো"—সে কথাটা কি ভুলে গেছেন?

রাজা।—হাঁ হাঁ, ভাল মনে করে' দিয়েছ। এখন চিত্ত-বিনোদনের সেই একমাত্র উপায়। আমাকে সেইখানে নিয়ে চল।

বিদূষক।—এই দিক্‌ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্‌ দিয়ে।

উভয়ে—(পরিক্রমণ)

সানুমতী।—(অনুগমন)

বিদূষক।—এই তো মাধবী-মণ্ডপ। দেখুন, ঐখানে দিব্য একটি শিলাসন আছে—আসুন মহারাজ, ঐখানে বসা যাক, আহা, মণ্ডপটি যেন রাশি রাশি কুসুম-স্তবক হাতে করে' আমাদের উপহার দেবার জন্য প্রতীক্ষা করচে।

উভয়ে।—(প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট)

সানুমতী।—(স্বগত) লতাকে আশ্রয় করে' আমি এইখানে থাকি। এইখান থেকে শকুন্তলার চিত্রটি দেখে' তার পর আমার সখীকে গিয়ে বলব, শকুন্তলার উপর রাজর্ষির এখনও কতটা অনুরাগ আছে। (ঐ ভাবে অবস্থান)

রাজা।—দেখ সখা, শকুন্তলার পূর্ব্ববৃত্তান্তটা আমার এখন সমস্ত মনে পড়েচে। সে বিষয় তোমাকে তো আমি পূর্ব্বেই বলেছিলেম। কিন্তু যে সময়ে শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করি, তখন তুমি আমার নিকটে ছিলে না। কিন্তু তার পূর্ব্বেও তো তুমি শকুন্তলার সম্বন্ধে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর নি?—আমার ন্যায় তুমিও কি সব ভুলে গিয়েছিলে?

বিদূষক।—না মহারাজ, আমি ভুলি নি। কিন্তু আপনি সমস্ত বলে' শেষে যে আবার বল্লেন, ও কেবল পরিহাস মাত্র, আসলে কিছুই নয়। আমার যেমন মোটা বুদ্ধি, আমি আবার তাই বিশ্বাস করেছিলেম। এখন আর সে কথা ভেবে কি হবে, যা ভবিতব্য, তা' হবেই।

সানুমতী।—(স্বগত) সে কথা ঠিক্।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) সখা, এখন কোন প্রকারে আমাকে বাঁচাও, আর আমার সহ্য হয় না।

বিদূষক।—মহারাজ, ও কি কথা। ও কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। মহৎ ব্যক্তিরা কখনই শোকে অভিভূত হন না। ঝটিকা কি কখন পর্ব্বতকে টলাতে পারে?

রাজা।—তুমি যা বল্‌চ সব সত্য, কিন্তু আমি এখন কি করি বল। যে সময়ে প্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করি, সেই সময় তিনি যেরূপ বিহ্বল হয়েছিলেন, তা মনে করলে আর আমাতে আমি থাকি নে।

প্রত্যাখ্যাত হয়ে বালা
সঙ্গিগণে অনুসরি' করিল গমন।
অমনি তাপস এক
"তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলি' উঠে করিয়া তর্জ্জন
তখন সে বালা আহা
সকরুণ অশ্রুনেত্রে চাহে আমাপানে
শেল সম সেই দৃষ্টি বেঁধে এবে প্রাণে।

সানুমতী।—(স্বগত) অহো! কি স্বার্থপরতা! ওঁর মনস্তাপে আমার কি না এখন আনন্দ হচ্চে!

বিদূষক।—দেখুন মহারাজ, আমার মনে হয়, কোন ব্যোম-চারী ব্যক্তি তাঁকে এখান থেকে হরণ করে' নিয়ে গেছে।

রাজা।—খুব সম্ভব। নচেৎ কার এত সাহস, সেই পতি-পরায়ণা সতীকে স্পর্শ করে। আমি শুনেছি, মেনকা তাঁর জননী; তাই আমার আশঙ্কা হচ্চে, মেনকার কোন সখী যদি তাঁকে হরণ করে' নিয়ে গিয়ে থাকে!

সানুমতী।—(স্বগত) শকুন্তলাকে এখন যে ওঁর স্মরণ হয়েছে, এতে আর আশ্চর্য্য কি, কিন্তু কি করে' বিস্মৃত হলেন, তাই আমার আশ্চর্য্য মনে হয়।

বিদূষক।—আপনি যা বল্লেন, তা যদি সত্য হয়, তবে এক সময়ে না এক সময়ে তাঁর সঙ্গে মিলন হবেই, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

রাজা।—তা কি করে' মনে কচ্চ সখা?

বিদূষক।—এই জন্য বল্‌চি মহারাজ, কোন পিতামাতাই দুহিতার পতিবিয়োগ-দুঃখ অধিক দিন সহ্য করে' থাক্‌তে পারেন না।

রাজা।—বয়স্য!

সত্য কি লভিয়াছিনু সে দুর্লভ ধনে?
না—সে স্বপ্ন, না মায়া, না—ভ্রান্তি শুধু মনে?
অথবা যে পুণ্যফলে লভেছিনু তায়,
সেই পুণ্য এত দিনে বুঝি বা ফুরায়।
পুনর্ম্মিলনের আশা যায় একে একে,
ভূমি যথা পড়ে ভাঙ্গি' উচ্চ তট থেকে।

বিদূষক।—মহারাজ, নিরাশ হবেন না। নিশ্চয় আবার তাঁকে ফিরে পাবেন। আংটিটি ফিরে পাবার কোন আশা ছিল না, আবার দেখুন, তা ফিরে পেলেন। আমার মনে হয়, তাঁকে ফিরে পাবার এইটিই পূর্ব্বসূচনা। যদিও এখন অচিন্তনীয়; কিন্তু দেখবেন মহারাজ, কালে এ ঘটনাটা নিশ্চয়ই ঘটবে।

রাজা।—(অঙ্গুরী অবলোকন করিয়া) অঙ্গুরীটির অবস্থা অতি শোচনীয়, অমন দুর্লভ স্থান হ'তে কিনা স্খলিত হয়ে পড়ল!

সুচারু অরুণ-নখ অঙ্গুলী সুঠাম,
সে অঙ্গুলী হ'তে তুই করিলি প্রস্থান?
আমা সম তোরো পুণ্য হয়েছে অতীত,
নতুবা সে অঙ্গ হ'তে কেন রে স্খলিত?

সানুমতী।—(স্বগত) অঙ্গুরীটি যে-সে লোকের হাতে গেলে আরো শোচনীয় হ'ত।

বিদূষক।—মহারাজ, আপনার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীটি তাঁর হাতে কি করে' গেল?

সানুমতী।—(স্বগত) আমারও তাই জান্‌তে কৌতূহল হচ্চে।

রাজা।—কি করে' গেল শুন্‌বে? আমি যখন প্রিয়ার নিকট বিদায় নিয়ে নগরে ফিরে আস্‌ছিলেম, প্রিয়া আমার সজল-নেত্রে এই কথা আমাকে বল্লেন, কত দিনে আমাকে আপনার ওখানে নিয়ে যাবেন?"

বিদূষক।—তাতে আপনি কি বল্লেন মহারাজ?

রাজা।—আমি তাঁর আঙুলে এই অঙ্গুরীটি পরিয়ে দিয়ে বল্লেম :—

অঙ্গুরীতে নামাক্ষর আছে সন্নিবেশ,
প্রতিদিন গুণি' গুণি' হবে যবে শেষ,
তখন আমার লোক আসি' তোমা কাছে
লইয়া যাইবে মম অন্তঃপুর-মাঝে॥

কিন্তু আমি কি নিষ্ঠুর, মোহবশতঃ সে কথা কিছুই রাখ্‌লেম না।

সানুমতী।—(স্বগত) সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু বিধাতা সমস্তই বিপর্য্যস্ত করে' দিলেন!

বিদূষক।—কিন্তু মহারাজ, আংটিটি কি করে' মাছের উদরে গেল?

রাজা।—শচী-তীর্থে আচমন কর্‌তে গিয়েছিলেন, সেই সময়ে প্রিয়ার হাত থেকে গঙ্গার স্রোতে স্খলিত হয়।

বিদূষক।—হাঁ, তা হওয়া সম্ভব বটে।

সানুমতী।—(স্বগত) এই জন্যই বোধ হয়, অমন ধর্ম্মভীরু রাজার মনেও শকুন্তলার বিবাহ সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু সেরূপ প্রগাঢ় অনুরাগ থাক্‌লে কি কোন অভিজ্ঞান-বস্তুর প্রয়োজন হয়?

রাজা।—রোসো, এই অঙ্গুরীটিকে এখন একটু ভৎর্সনা করি।

বিদূষক।—(স্বগত) বোধ হয়, মহারাজ উন্মাদ-গ্রস্ত হয়েছেন। উন্মত্তেরাই তো এইরূপ উপায় অবলম্বন করে।

রাজা।— কোমল অঙ্গুলী সেই ত্যজিয়া কেন রে
স্খলিত হইলি তুই নদীজলপরে?
কিন্তু কেন এরে আমি করি গো ভৎর্সনা,
অচেতন বস্তু কভু গুণ তো চেনে না।
আমি গো মনুষ্য হয়ে জ্ঞানবুদ্ধিমান্,
কেমনে করিনু বল তারে প্রত্যাখ্যান?*

বিদূষক।—(স্বগত) ইনি তো "শকুন্তলা" "শকুন্তলা" করে' একেবারে ক্ষেপে গেছেন, আমি যে এ দিকে ক্ষুধায় মারা যাচ্চি!

রাজা।—তোমাকে অকারণে ত্যাগ করে' আমার হৃদয় এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্চে। কৃপা করে' আমাকে একবার দর্শন দেও।

(চিত্রপট লইয়া দ্রুতবেগে চতুরিকার প্রবেশ)

চতুরিকা।—এই নিন্, রাণীঠাক্‌রুণের ছবি।

বিদূষক।—বাহবা! বাহবা! ছবিটি চমৎকার আঁকা হয়েছে। ভাবভঙ্গী কেমন সুন্দর ও স্বাভাবিক। আর ঐ উঁচুনীচু জমিটা এমন ঠিক্ আঁকা হয়েছে, যেন আমার চোখ্‌টাও দেখ্‌তে দেখতে হোঁচট্ খাচ্চে।

সানুমতী।—(স্বগত) অহো! রাজর্ষির কি নিপুণতা! শকুন্তলাকে যেন একেবারে আমার চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি।

রাজা।— অনুরূপ রূপ যেথা আঁকা নাহি যায়
চিত্রকরে অন্যরূপে চিত্র করে তায়।
সে পূর্ণ সৌন্দর্য্য তার হয় নি চিত্রিত
কিঞ্চিৎ লাবণ্যমাত্র রেখায় অঙ্কিত।

সানুমতী।—(স্বগত) অনুতাপে ওঁর অনুরাগের মাত্রা যেন আরও বৃদ্ধি হয়েছে। এতটা অনুরাগ যে, শকুন্তলার সৌন্দর্য্য চিত্র করতে নিজের অযোগ্যতা তীব্ররূপে অনুভব করচেন।

বিদূষক।—মহারাজ, চিত্রপ[illegible] তো তিনজনের চিত্র দেখা যাচ্চে। তিন জ[illegible] সুন্দরী। এর মধ্যে দেবী শকুন্তলা কোন্‌টি?

সানুমতী।—(স্বগত) ওর মধ্যে কোন্‌টি শকুন্তলা, তা যদি না বুঝ্‌তে পারে, তা হ'লে তো লোকটা নিতান্ত অন্ধ বল্‌তে হবে!

রাজা।—আচ্ছা সখা, তুমি বেশ নিরীক্ষণ করে' বল দেখি, এর মধ্যে শকুন্তলা কোন্‌টি?

বিদূষক।—এই যাঁর কেশের বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ায় দুই চারিটি ফুল ঝরে' ঝরে' পড়চে, মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে, আর, যে গাছের পাতাগুলি জল-সেচনে চিক্‌চিক্ করুচে, সেই আম-গাছটির পাশে হেলান দিয়ে একটু শ্রান্তভাবে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, উনিই বোধ হয় শকুন্তলা, আর অন্য দুই জন ওঁর সখী।

রাজা।—সখা, তুমি ঠিক্ চিনেছ তো—তোমাকে

বাহাদুর বল্‌তে হবে। চেন্‌বার আর একটি আমার চিহ্ন ওতে আছে। শোনো।—

পরশি' ঘর্ম্মাক্ত মম মলিন অঙ্গুলে
মলিন হয়েছে এই চিত্র-রেখা-পাশ।
মম অশ্রুবিন্দু ঝরি' উহার কপোলে
মুছিয়া গিয়াছে হোথা রঙের উচ্ছ্বাস।

এই বিনোদ-স্থানটি অর্দ্ধচিত্রিত হয়ে আছে। চতুরিকে, তুমি আমার চিত্রের উপকরণগুলি নিয়ে এসো দেখি।

চতুরিকা।—(মাধব্যের প্রতি) আপনি ততক্ষণ এই চিত্রপটটি আপনার কাছে রেখে দিন।

রাজা।—না, আমার কাছে দেও, আমিই রাখ্‌চি।

[চতুরিকার প্রস্থান।

রাজা।— সাক্ষাৎ প্রিয়ারে লভি' ত্যজিনু হেলায়,
এবে তার চিত্রে শুধু মন মোর ধায়।
প্রকৃত নদীর জল ত্যজি' পথমাঝে,
ধাবমান এবে আমি মরীচিকা-পাছে।

বিদূষক।—(স্বগত) এখন তো উনি নদী ছেড়ে মরীচিকায় এসে পড়েছেন। না জানি, উনি আবার কি চিত্র করবেন।

সানুমতী।—(স্বগত) শকুন্তলার প্রিয় স্থানগুলি এখন বোধ হয় উনি চিত্র করতে ইচ্ছুক হয়েছেন।

রাজা।—এখন কি চিত্র কর্‌ব শুন্‌বে?

হিমাচল-পদ ধুয়ে হয় বহমান
সেই যে মালিনী-নদী, আঁকিব সে স্থান।
নিষণ্ণ হরিণ ওই পর্ব্বত-উপরে,
হংসের মিথুন চরে নদী-বালুচরে।
শুকায় শাখায় যথা আর্দ্র বল্কল,
সেই তরুছায়ে বসে হরিণ-যুগল।
প্রেমের আবেশে মৃগী পুলকিত-অঙ্গ,
কৃষ্ণসার-শৃঙ্গে ঘসে নয়ন-অপাঙ্গ।

বিদূষক।—(স্বগত) এইবার বোধ হয়, লম্বা-দাড়ি কতকগুলি তপস্বী এঁকে চিত্রপটটা পুরিয়ে দেবেন।

রাজা।—দেখ বয়স্য, শকুন্তলার অঙ্গে আর একটি অলঙ্কার দেব মনে করেছিলেম, ভুলে গিয়েছি।

বিদূষক।—আবার কি অলঙ্কার দেবেন মহারাজ?

সানুমতী।—(স্বগত) তপোবনের উপযুক্ত, আর সখীর সুকুমার দেহের উপযুক্ত, এইরূপ কোন অলঙ্কার বোধ হয় হবে।

রাজা।—আর কি অলঙ্কার চিত্র করব শোনো—

আঁকিব শিরীষ যাহা শোভে তাঁর কাণে,
কেশর লম্বিত যার গণ্ড মাঝ-খানে।
আঁকিব মৃণাল-সূত্র প্রিয়া-বক্ষো-মাঝে,
স্বচ্ছ সুকুমার যেন শরজ্জ্যোৎস্না রাজে।

বিদূষক। আচ্ছা মহারাজ, লাল পদ্মের মত টুকটুকে হাতটি দিয়ে ও রকম ক'রে উনি ঠোঁট ঢেকে আছেন কেন বলুন দিকি? (নিরীক্ষণ করিয়া) ও! এখন বুঝেছি, মধুচোর ভ্রমর ব্যাটা বুঝি ফুল মনে করে' ওঁর মুখের কাছে এসে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে?

রাজা।—ঐ দুর্বৃত্ত ভ্রমরটাকে তাড়িয়ে দেও না—তুমি কচ্চ কি সখা?

বিদূষক।—মহারাজ, আপনিই দুষ্টদের শাসন-কর্ত্তা—ও কাজ আপনাকেই সাজে।

রাজা।—সখা ঠিক্ বলেছ। ওরে কুসুম-লতার প্রিয় অতিথি! কেন তুই কষ্ট করে' ঐখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ বল্ দেখি? যা, তোর মধুকরীর কাছে যা। শোন্ রে মধুকর—

হোথা তব মধুকরী, না হেরিয়া বঁধু,
তৃষিতা, তবুও নহি পান করে মধু।

সানুমতী।—(স্বগত) ভ্রমর তাড়াবার উপায়টি বেশ যা হোক্!

বিদূষক।—ভ্রমররা কি তেমনি পাত্র—ওরা কি কারও নিষেধ মানে?

রাজা।—কি! তুই আমার শাসন মান্‌চিস্ নে? শোন্ তবে বলি—

সুকোমল কিশলয় ওই ওষ্ঠাধর
সভয়ে করেছি পান, পাছে ব্যথা পায়।
স্পর্শ যদি কর তারে তুমি মধুকর,
কমল-কোরকে বদ্ধ করিব তোমায়॥

বিদূষক।—এমন গুরুতর দণ্ডের কথা শুনেও ও যে ভয় পাচ্চে না, এই আশ্চর্য্য। (হাসিয়া স্বগত) মহারাজ নিশ্চয়ই খেপেছেন। ওঁর সঙ্গে থেকে আমিও খেপে যাচ্চি। (প্রকাশ্যে) আপনি কাকে ও কথা বল্‌চেন? ও তো ভ্রমর নয়—ও যে শুধু ভ্রমরের চিত্র!

রাজা।—কে বল্লে তোমাকে ও চিত্র। চিত্র কখনই না।

সানুমতী।—(স্বগত) ও যে ভ্রমরের চিত্রমাত্র, তা আমিও পূর্ব্বে জান্‌তে পারি নি। ওঁর তো ভ্রম হ'তেই পারে, অনুরাগের মোহে উনি চিত্রের সমস্ত ব্যক্তিকেই জীবন্ত বলে' মনে করুচেন।

রাজা।—সখা, এই কি তোমার বন্ধুর মত কাজ হ'ল?

দেখিতেছিনু গো তারে হয়ে তনময়,
প্রত্যক্ষ-দর্শন-সুখ হৃদয়ে উদয়।
কেন করিলে গো মোর স্মৃতিরে জাগ্রত,
প্রিয়ারে করিলে পুন চিত্রে পরিণত?

(অশ্রুমোচন)

সানুমতী।—(স্বগত) বিরহের এরূপ ভাব তো কখনই দেখি নি। কখন চিত্রটিকে চিত্র বলে' মনে হচ্চে, কখন বা সত্য বলে' ভ্রম হচ্চে।

রাজা।—বয়স্য, আমার কষ্টের আর বিরাম নেই।

স্বপ্নে যে দেখিব তারে নাহি সে উপায়,
জাগিয়া জাগিয়া নিশি কাঁদিয়া পোহায়।
চিত্র হেরি' সান্ত্বনা যে পাইব কিঞ্চিৎ
অশ্রু তাহে বাধা দিয়া করে গো বঞ্চিত।

সানুমতী।—(স্বগত) প্রত্যাখ্যান ক'রে শকুন্তলাকে যে কষ্ট দিয়েছিলে, তোমার এই দুঃখে সেই কষ্টেরই স্খালন হচ্চে।

(চতুরিকার প্রবেশ)

চতুরিকা।—মহারাজের জয় হোক্! চিত্রের সরঞ্জাম নিয়ে এই দিক্‌পানে আস্‌চি, এমন সময়—

রাজা।—এমন সময় কি হ'ল?

চতুরিকা।—এমন সময়, তরলিকা ও দেবী বসুমতী আমাকে দেখতে পেয়ে জিনিসগুল আমার হাত থেকে কেড়ে নিলেন, আর বল্লেন, "আমি নিজে এই সকল জিনিস মহারাজের নিকট নিয়ে যাচ্চি।"

বিদূষক।—তোমার অদৃষ্ট ভাল যে, তুমি তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ।

চতুরিকা।—সেই সময়ে দেবীর ওড়্‌নাটা গাছের ডালে আট্‌কে গেল, যেম্‌নি তরলিকা সেটা ছাড়িয়ে দিতে গেল—আমি সেই অবকাশে পালিয়ে এলেম।

রাজা।—দেখ বয়স্য, দেবী বসুমতী বড়ই অভিমানিনী ও গর্ব্বিতা, তিনি এই চিত্র দেখ্‌লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। তুমি চিত্রটি তোমার কাছে লুকিয়ে রাখ।

বিদূষক।—মহারাজ, "চিত্রটি লুকিয়ে রাখো" এ কথা না বলে' বরঞ্চ বলুন না কেন, "তুমি লুকোও।" যদি এইখানে এসে দেবী চিত্রটি দেখ্‌তে পান, তা হ'লে আমার দফা রফা হবে। মহাদেবের মত কালকূট হজম করে' যখন আপনি অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আস্‌বেন, তখন মহারাজ আমাকে আবার ডাক্‌বেন। আমি ততক্ষণ "মেঘপ্রতিচ্ছন্দ"-প্রাসাদে গিয়ে বসে' থাকি।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

সানুমতী।—(স্বগত) যদিও এঁর হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত, তবু দেখ, উনি পূর্ব্বপ্রণয়িনীর মান রাখ্‌তে কেমন তৎপর। কিন্তু বসুমতীর প্রতি ওঁর এখন সেরূপ অনুরাগ দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

(পত্র-হস্তে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—জয় মহারাজ!

রাজা।—তুমি আস্‌বার সময় দেবীকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে কি?

প্রতীহারী। আজ্ঞা, দেখেছিলেম বৈ কি, কিন্তু আমার হাতে পত্র দেখে তিনি ফিরে গেলেন।

রাজা।—দেবীর কার্য্যজ্ঞান বিলক্ষণ আছে। তিনি জানেন, বিষয়-কর্ম্মের সময় কোনরূপ বাধা দেওয়া উচিত নয়। তাই তিনি আসেন নি।

প্রতীহারী।—মহারাজ, অমাত্য মহাশয় এই কথা আমাকে বল্‌তে বলেছেন যে, হিসাবের কাজে তাঁর অনেকটা সময় দিতে হয়েছিল বলে' পৌরজনের বিচার-কার্য্য তিনি একটিমাত্র সমাধা কর্‌তে পেরেছেন। এই পত্রে সমস্ত বৃত্তান্ত লেখা আছে।

রাজা।—দেখি, পত্রে কি লিখেছেন।

প্রতীহারী।—(পত্র প্রদান)

রাজা।—(পত্র পাঠ করিয়া) কি! বণিক্ ধনমিত্র সমুদ্রপথে জলমগ্ন হয়েছেন? এবং তাঁর কোন সন্তানাদি না থাকায় তাঁর সমস্ত সম্পত্তি রাজ-কোষভুক্ত হয়েছে? আহা! সন্তানাদি না থাক্‌লে কি কষ্ট! দেখ বেত্রবতি, বণিক যেরূপ ধনবান্, তাতে তাঁর অনেকগুলি পত্নী থাকা সম্ভব। অনুসন্ধান

করে' জানো দিকি, তাঁর অন্য কোন স্ত্রী এই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা আছেন কি না।

প্রতীহারী।—আমি শুনেছি মহারাজ, তাঁর এক স্ত্রী—যিনি অযোধ্যা নগরের শ্রেষ্ঠী মহাশয়ের কন্যা, তাঁর পুংসবন অনুষ্ঠান সম্প্রতি হয়ে গেছে।

রাজা।—পিতার সম্পত্তিতে গর্ভস্থ সন্তানেরও অধিকার আছে, তুমি এই কথা অমাত্যকে গিয়ে বল।

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—আর শোনো!

প্রতিহারী।—মহারাজ!

রাজা।—আরও তাঁকে বোলো, প্রজার সন্তান-সন্ততি থাক্ বা না থাক্, তাতে কোন ক্ষতি নাই—

প্রজার হইলে কোন স্বজন-বিয়োগ,
(না থাকিলে তার নামে দোষ-অনুযোগ)
দুষ্মন্ত একমাত্র বান্ধব তাহার
ঘোষণা করিয়া দেও এ বিধি আমার॥

প্রতীহারী।—এখনি ঘোষণা করে' দিচ্চি মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) যথাসময়ে আকাশ থেকে জলবর্ষণ হ'লে যেরূপ লোকের আনন্দ হয়, এই ঘোষণাতেও প্রজারা সেইরূপ আনন্দিত হয়েছে।

রাজা।—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) মূল-পুরুষের অবসানে নিঃসন্তানের ধন এইরূপেই পরহস্তগত হয়। অকালে বীজ বপন করলে ভূমির যে দশা হয়, আমার মৃত্যুর পর, পুরুকুললক্ষ্মীরও দেখছি সেই দশা হবে।

প্রতীহারী।—মহারাজ, ও অমঙ্গলের কথা মুখে আন্‌বেন না।

রাজা।—শ্রেয় যখন আমার নিকট আপনা হ'তেই এসে উপস্থিত হয়েছিল, তখনই আমি যে তার অবমাননা করেছি, এখন আর ও কথায় কি হবে?—ধিক্ আমাকে!

সানুমতী।—(স্বগত) নিশ্চয় শকুন্তলাকে মনে করেই এইরূপ নিজেকে ধিক্কার দিচ্চেন।

রাজা।—ধর্ম্মপত্নী শকুন্তলা কুলের প্রতিষ্ঠা,
আমাপরে ছিল তাঁর অবিচল নিষ্ঠা।
সেই সে পত্নীরে যবে করি প্রত্যাখ্যান,
তাঁর গর্ভে ছিল মোর আত্মজ সন্তান।
সময়ে রোপিত-বীজ যথা বসুমতী,
নিশ্চয় হবেন তিনি কালে ফলবতী।

সানুমতী।—(স্বগত) সন্তানসন্ততি হয়ে তোমার বংশ যে চিরপ্রবাহিত হবে, তার নিদর্শন এখনি দেখা যাচ্চে।

চতুরিকা।—(জনান্তিকে) বণিকের বৃত্তান্ত শুনে অবধি, মহারাজের মন যেন আরও উদাস হয়েছে। এই সময়ে "মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ" প্রাসাদ থেকে মাধব্যকে ডেকে আন্‌লে হয় না?

প্রতীহারী।—ঠিক্ বলেছ। রোসো, আমি তাঁকে ডেকে আন্‌চি।

[প্রস্থান।

রাজা।—অহো! আমার পিণ্ডভোজী পিতৃপুরুষগণ নিশ্চয়ই এখন পিণ্ড-লোপের আশঙ্কা কর্‌চেন—

আমি গেলে কে করিবে বৈধ অনুষ্ঠান
—কে করিবে পিতৃগণে জল-পিণ্ড দান!
হস্ত দিয়া মুছি যবে অশ্রুময় আঁখি,
সেই হস্ত-ধৌত জল যাহা থাকে বাকি,
তাই এবে পিতৃগণ করিছেন পান,
অসহ্য! অসহ্য! অহো! যায় বুঝি প্রাণ।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

চতুরিকা।—(সভয়ে অবলোকন করিয়া) মহারাজ, আশ্বস্ত হোন!

সানুমতী।—(স্বগত) আহা! যদিও দীপটি সাম্‌নে জল্‌চে, কিন্তু একটি ব্যবধান থাক্‌বার দরুণ মনে হচ্চে যেন সব অন্ধকার। এই সময়ে আমি শকুন্তলার কথা বলে' ওঁর দুঃখ-নিবৃত্তি করি না কেন। কিন্তু না, এখন কাজ নেই। মহেন্দ্রের জননী অদিতি, শকুন্তলাকে যখন সান্ত্বনা কচ্ছিলেন, তখন এই কথা তাঁকে বল্‌তে শুনেছিলেম যে, "যজ্ঞভাগ-প্রত্যাশী দেবতারা শীঘ্রই ধর্ম্মপত্নীর সহিত দুষ্মন্তের মিলন ঘটিয়ে দেবেন।" যা হোক্, আর সময় অতিবাহিত না করে' এখনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বলে' শকুন্তলাকে আশ্বস্ত করি গে।

[নৃত্য করিতে করিতে আকাশ-পথে প্রস্থান।

নেপথ্যে।—ব্রহ্মহত্যা হ'ল রে, ব্রহ্মহত্যা হ'ল!

রাজা।—(চেতনা লাভ করিয়া কর্ণপাত) এ যে মাধব্যের আর্ত্তস্বর শুন্‌চি!—ওরে, কে আছে ওখানে!

(সভয়ে প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী।—মহারাজ! আপনার বয়স্যের প্রাণসংশয়, তাকে রক্ষা করুন।

রাজা।—ব্রাহ্মণ-কুমারকে কে পীড়ন করচে?

প্রতীহারী।—মহারাজ, কোন এক অদৃশ্য পুরুষ এসে মাধব্যকে ধরে' "মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ"-প্রাসাদের চূড়ার উপর নিয়ে গেছে। তাই তিনি আর্ত্তনাদ করচেন।

রাজা।—(উঠিয়া) ভয় নাই, আমি এখনি যাচ্চি। কি! আমার গৃহের মধ্যেও ভূত-যোনির উৎপাত? প্রজাগণ বিপথগামী হওয়ায় বোধ হয় এই সকল ঘটনা হচ্চে। তা হতেও পরে, এখন সকলই সম্ভব।

প্রত্যহ আমারি কত হতেছে স্খলন,
জানিতে না পারি তার প্রকৃত কারণ।
প্রজামধ্যে কেবা কোন্ পথ দিয়া যায়
কার হেন সাধ্য তাহা জানে সমুদায়?

(নেপথ্যে)

মহারাজ—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

চতুর্থ দৃশ্য

মেঘ-প্রতিচ্ছন্দ-প্রাসাদ।

রাজা—(দ্রুতপদে গমন করিয়া) ভয় নাই সখা, ভয় নাই!

(নেপথ্যে)

ভয় না করে' কি করি বলুন? আমার ঘাড়টা ধরে' আক্-গাছটার মত মট্মট্ করে' ভাঙ্গচে, আর আমি ভয় করব না!

রাজা।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) কে আছিস্!—আমার ধনুর্ব্বাণ।

(ধনু হস্তে যবনীর প্রবেশ)

যবনী।—এই নিন্ মহারাজ ধনু আর এই হস্তাবরণ।

রাজা।—(ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া)

(নেপথ্যে)

উষ্ণ রক্ত তোর আজি সুখে করি' পান
হনন করিব তোরে শার্দ্দূল সমান।
আসুক দুষ্মন্ত রাজা লয়ে ধনুর্ব্বাণ,
দেখিব কেমনে তোরে করে পরিত্রাণ॥

রাজা।—(সরোষে) কি! আমার নাম করে' এই কথা বল্‌চে? রোস্ রাক্ষস, এইবার তোকে বিনাশ করচি, (ধনুতে শর যোজনা করিয়া) বেত্র-বতি! সোপানের পথ দেখিয়ে ছাদের উপর নিয়ে চল।

প্রতীহারী।—এই দিক দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে!

সকলে।—(সত্বরে গমন)

রাজা।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) কৈ —কেউ কোথাও তো নেই।

(নেপথ্যে)

গেলুম!—গেলুম!—আমি আপনাকে দেখ্‌তে পাচ্চি, কিন্তু আপনি আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চেন না মহারাজ! বিড়ালে ইন্দুর ধর্‌লে ইন্দুরের যে দশা হয়, আমার মহারাজ তাই হয়েছে—বাঁচবার কোন আশা নেই।

রাজা।—(অদৃশ্য শক্রর প্রতি) তুই মনে কর-ছিস, মপবিদ্যাবলে প্রচ্ছন্ন থেকে আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবি—তা হচ্চে না—তুই যেখানেই থাকিস্, আমার বাণ তোকে খুঁজে বের করবে। মনে করিস্‌নে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে আছিস্ বলে', পাছে দৈবাৎ ব্রহ্মহত্যা হয়, এই ভয়ে তোকে মার্‌তে পারব না এই দেখ—

বধ্যজনে বাছি' ল'বে এই মোর বাণ,
হংস যথা নীর ত্যজি' ক্ষীর করে পান।

(বাণ-সন্ধান)

(বিদূষককে ত্যাগ করিয়া মাতলির প্রবেশ)

মাতলি।—রাজন্!

তব শর-লক্ষ্যস্থল দেবারি অসুর,
ওই শরে তাহাদের দর্প কর চূর।
মিত্রপরে কোথা হবে স্নেহ-দৃষ্টিদান,
তা না হয়ে, নিদারুণ বাণের সন্ধান?

রাজা।—(শস্ত্র উপসংহার করিয়া) এ কি! মাতলি যে! আসতে আজ্ঞা হোক মহেন্দ্র-সারথে!

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক—যে আমাকে যজ্ঞের পশুর মত প্রহার করলে, তাকে কি না আপনি "আসতে আজ্ঞা হোক" বল্‌ছেন ?

মাতলি।—(সস্মিত) যে জন্য দেবরাজ আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন, তা শ্রবণ করুন।

রাজা।—বলুন, আমি মনোযোগপূর্ব্বক শুন্‌চি।

মাতলি।—কালনেমি-বংশীয় দুর্জ্জয় এক দল দৈত্য আছে—

রাজা।—আছে বটে, আমি নারদ-প্রমুখাৎ শুনেছিলাম।

মাতলি।—তাই, তাদের বিনাশার্থে—

বজ্রধর সখা তব করিয়া স্মরণ
সেনাপতি রূপে তোমা করিলা বরণ।
সহস্র-কিরণ যারে নাশিতে না পারে,
শশাঙ্ক হেলায় নাশে সেই অন্ধকারে।

অতএব মহারাজ, সশস্ত্রে এই ইন্দ্ররথে আরোহণ করে' বিজয়-যাত্রা করুন।

রাজা।—দেবরাজের হস্ত হ'তে এই সম্মান লাভ করে' আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হলেম। কিন্তু আমার জান্‌তে ইচ্ছে হচ্চে, আপনি মাধব্যের প্রতি ওরূপ ব্যবহার করেছিলেন কেন ?

মাতলি।—কেন করেছিলুম, শুনবেন ? দেখলেম, আপনি কোন কারণে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে আছেন, এই সময়ে আপনি যুদ্ধে যেতে পাছে অস্বীকৃত হন, তাই যাতে আপনার ক্রোধ কোনরূপে উত্তেজিত হয়, এই মনে করেই এই উপায় অবলম্বন করেছিলেম। কেন না—

প্রজ্বলিত হয় বহ্নি ইন্ধন-তাড়নে,
ফণী উঠে ফণা ধরি' দলিলে চরণে।
সেইরূপ উত্তেজিত হ'লে বীরগণ,
তবেই মহিমা নিজ করেন ধারণ।

রাজা।—(জনান্তিকে) দেখ বয়স্য, দেবরাজের আদেশ অনতিক্রমণীয়। অতএব আমার নাম করে' তুমি অমাত্যবর পিশুনকে এই কথা বল গে, তিনিই এখন একাকী—

মন্ত্রণার বলে প্রজা করুন রক্ষণ,
অন্য কার্য্যে ধনু মোর ব্যাপৃত এখন।

বিদূষক।—যে আজ্ঞা মহারাজ, আমি এখনি গিয়ে বলছি।

মাতলি।—মহারাজ এই রথে আরোহণ করুন।

রাজা।—(রথে আরোহণ)

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আকাশপথ—অদূরে হিমকূট-পর্ব্বত।

রথারূঢ় রাজা ও মাতলি।

রাজা।—দেখ মাতলি, ইন্দ্রের কার্য্য আমি সম্পন্ন করেছি বটে, কিন্তু তিনি যেরূপ আমায় সমাদর করেছিলেন, আমি তার নিতান্ত অযোগ্য।

মাতলি।—(সস্মিত) আমি দেখছি, অপনাদের উভয়ের মধ্যে কেহই নিজের উপর সন্তুষ্ট নন।

তুষ্ট হয়ে বাসবের আতিথ্য-সৎকারে
লঘুজ্ঞান করিছ স্বকৃত উপকারে।
তিনিও বিস্মিত হয়ে তবকৃত কাজে,
আতিথ্য হ'ল না বলি' অধোমুখ লাজে।

রাজা।—মাতলি, ও কথা বলো না। বিদায়-কালে তিনি আমায় যেরূপ সমাদর করেছিলেন, তা আশার অতীত। তিনি সমস্ত দেবতাদের সমক্ষে আমার উপবেশনের জন্য তাঁর অর্দ্ধেক আসন ছেড়ে দিয়েছিলেন—এ অপেক্ষা অধিক আর কি হ'তে পারে ? তা ছাড়া—

সুচন্দনে পরিপ্লুত মন্দারের মালা
দেবরাজ বক্ষোপরি ছিল করি' আলা।
জয়ন্ত তাহার তরে অন্তরে প্রত্যাশী,
দেবরাজ জানি' তাহা মুচকিয়া হাসি'
পরায়ে দিলেন মালা আমার গলায়,
চরিতার্থ হইলাম আমি গো তাহায়।

মাতলি।—মহারাজ, আপনি তাঁর যে উপকার করেছেন, তার জন্য আপনি তাঁর নিকট কি না প্রত্যাশা করতে পারেন ?

দানব-কণ্টক হ'তে ত্রিদিব-উদ্ধার
হেরি' ইন্দ্র আনন্দিত হন দুইবার :—

এক, এই তব তীক্ষ্ণ শরের প্রহারে,
আর, পূর্ব্বে নৃসিংহের খর নখ-ধারে।

রাজা।—আমার দ্বারা যা' কিছু হয়েছে, সে কেবল দেবরাজের মহিমাপ্রভাবেই।

মহৎ হইলে কার্য্য প্রভুরই মহিমা,
ভৃত্যের গৌরব তাহে কোথায় বল না?
না যদি অরুণ হ'ত তপন-সারথি
পারিত কি নাশিতে সে অন্ধকার রাতি?

মাতলি।—এরূপ বলা আপনারই অনুরূপ। (রথ চালাইতে চালাইতে কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া) ঐ দেখুন, মহারাজ, স্বর্গেও আপনার সুযশ প্রতিষ্ঠিত।

অঙ্গরাগে সুরঞ্জিয়া সুরনারীগণে
যাহা থাকে অবশিষ্ট, সেই সে বরণে
কল্পতরু-পত্রোপরি করেন চিত্রিত
গীতচ্ছন্দে দেবগণ দুষ্মন্ত-চরিত।

রাজা।—মাতলি, সে দিন আমি স্বর্গে আরোহণ করবার সময় দানব-বধের উৎসাহে স্বর্গ-পথ ভাল করে' লক্ষ্য করি নি। আচ্ছা, সপ্ত বায়ুর মধ্যে আমরা এখন কোন্ বায়ু-পথে চলচি বল দেখি?

মাতলি।—যেথা মন্দাকিনী বহে গগন-মণ্ডলে,
সুরশ্মি নক্ষত্ররাজি ভ্রমে যার বলে,
বিষ্ণুর দ্বিতীয় পাদ যেথা অধিষ্ঠান,
সেই পুণ্য বায়ু-পথ, পরিবাহ নাম।

রাজা।—মাতলি, এখানে এসে আমার দেহ ও অন্তরাত্মা উভয়ই যেন প্রসন্ন হ'ল (রথচক্র দেখিয়া) আমরা দেখ্‌ছি এখন মেঘ-রাজ্যে এসে পড়েছি।

মাতলি।—কি করে' জান্‌লেন মহারাজ?

রাজা।—রথচক্র-রন্ধ্র দিয়া চাতক চলিয়া যায়,
অশ্বের শরীরময় বিদ্যুৎ খেলায়।
আর্দ্র দেখ চক্র-নেমি লাগি' বাষ্প-জল-কণা,
মেঘ-মাঝে আসিয়াছি তারি এ সূচনা।

মাতলি।—মহারাজ, আর একটু পরেই নিজ রাজ্যে এসে পড়বেন।

রাজা।—(অধোদিকে অবলোকন করিয়া) রথের বেগে মনে হচ্ছে—

সহসা পর্ব্বত যেন ঊর্দ্ধে ভাসি' উঠে
শৈল-চূড়া হ'তে ধরা যেন রে স্খলিত;
পত্রাচ্ছন্ন তরু-দেহে শাখা ওঠে ফুটে,
সূত্রসম নদীগুলি হয় গো বিস্তৃত।
অবশেষে কে যেন রে এই ধরাখানি
উৎক্ষেপি' সবলে মম পাশে দেয় আনি।

মাতলি।—মহারাজ, আপনি তো খুব তন্নতন্ন করে' দেখেছেন (সাদরে পৃথিবীর দিকে চাহিয়া) অহো! পৃথিবী অতীব রমণীয়!

রাজা।—আচ্ছা মাতলি, ঐ যে পর্ব্বতশ্রেণী পূর্ব্ব-সমুদ্র হ'তে পশ্চিম-সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যা থেকে সুবর্ণ-রস বিগলিত হচ্ছে, ঐ পর্ব্বত-শ্রেণীর নাম কি বল দেখি।

মাতলি।—ওটা হচ্চে হেমকূট নামে গান্ধর্ব্ব পর্ব্বত—তাপসদের সিদ্ধক্ষেত্র।

স্বয়ম্ভব ব্রহ্মা হ'তে মরীচি প্রভূত,
সেই প্রজাপতি হতে মারীচ প্রসূত।
সুরাসুর-গুরু ইনি ত্রিলোক-পূজিত
তপস্যা করেন হেথা পত্নীর সহিত।

রাজা।—সত্যি নাকি? তবে এরূপ পুণ্যস্থান না দেখে যাওয়া উচিত হয় না। চলুন, আমরা মহর্ষি মারীচকে প্রদক্ষিণ করে' আসি।

মাতলি। হাঁ মহারাজ, এইটি আপনার প্রথম কর্ত্তব্য। (উভয়ে অবতীর্ণ হইয়া)

রাজা।—(সবিস্ময়ে) মাতলি, বড়ই আশ্চর্য্য!—
রথের ঘর্ঘর-শব্দ নাহি পশে কাণে,
চক্রোত্থিত ধূলারাশি না হেরি এখানে।
না পরশি' ধরা, রথ থামিল হেথায়,
নামিলাম কি না তাহা বুঝা বড় দায়।

মাতলি।—মহারাজ, আপনার রথে আর ইন্দ্রের রথে এই প্রভেদ।

রাজা।—এখানে মারীচ ঋষির আশ্রমটি কোথায় বল দেখি?

মাতলি।—(হস্তের দ্বারা দেখাইয়া)

বল্মীকের মাঝে মুনি অর্দ্ধনিমজ্জিত,
বক্ষোপরি সর্পত্বচ্ রহে বিলম্বিত,
অতি জীর্ণ লতাতন্তু মালার আকারে
সবলে জড়ায়ে আছে কণ্ঠ-চারিধারে,
স্কন্ধ ব্যাপি' রহিয়াছে জটা সুনিবিড়,
তাহাতে অসংখ্য বদ্ধ বিহঙ্গমনীড়।

দাঁড়ায়ে আছেন হোথা স্থাণুর সমান,
সূর্য্যপানে তাকাইয়া ধৈর্য্য মূর্ত্তিমান।
হোথায় দেখ গো ওই পবিত্র আশ্রম,
তপস্যার সিদ্ধি-ক্ষেত্র, অতি মনোরম।

রাজা।—সেই কঠোরতপা তপোধনকে নমস্কার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(মারীচ ঋষির আশ্রম)

মাতলি।—(অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া) এই দেখুন, মন্দার-শোভিত মহর্ষির আশ্রমদেশে এইবার আমরা প্রবেশ করলেম। এই মন্দার-বৃক্ষগুলি অদিতি স্বহস্তে বর্দ্ধিত করেছেন।

রাজা।—স্বর্গ অপেক্ষাও এই স্থানটি রমণীয়—আমি যেন অমৃত-হ্রদে অবগাহন কর্‌চি।

মাতলি।—(রথ থামাইয়া) মহারাজ অবতরণ করুন।

রাজা।—(অবতরণ করিয়া) মাতলি, তুমি এখন কি কর্‌বে?

মাতলি।—রথ এইখানে থামিয়ে রাখ্‌লেম, আমিও নাম্‌চি। (নামিয়া) এই দিকে মহারাজ! (পরিক্রমণ) ঋষিগণের এই তপোবন-ভূমি দর্শন করুন।

রাজা।—এখানকার সমস্ত ব্যাপারই বিস্ময়-জনক।

যদিও চৌদিকে শোভে কল্পতরুগণ,
ভোগ্যবস্তু মুনিগণ লভিতে সক্ষম,
তথাপি অনিল শুধু করিয়া ভক্ষণ
কোনরূপে করিছেন জীবন-ধারণ।
স্বর্ণ-পথ-রেণু পড়ি' পিঙ্গল প্রবাহ,
সেই জলাশয়ে স্নান হয় অহরহ।
রত্নশিলাপরে বসি' নিমগন ধ্যানে,
রূপসী অপ্সরা কত রহে সন্নিধানে।
অন্য তাপসের যাহা তপস্যার ধন,
লভি' তা' করেন এঁরা ইন্দ্রিয় সংযম।

মাতলি।—মহারাজ, মহৎ ব্যক্তিদের স্পৃহা আকাঙ্ক্ষা এইরূপ ঊর্দ্ধদিকেই উত্থিত হয়। (পরিক্রমণ করিয়া নেপথ্যাভিমুখে) ওগো বৃদ্ধ শাকল্য! ভগবান্ মারীচ এখন কি কর্‌চেন? কি বল্‌চ? দক্ষদুহিতা অদিতি পাতিব্রত্যধর্ম্মের উপদেশ শুন্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি সেই বিষয় মহর্ষিপত্নীদের উপদেশ কচ্চেন?—আচ্ছা।

রাজা।—(কর্ণপাত করিয়া) যতক্ষণ না উপদেশ শেষ হয়, ততক্ষণ আসুন, আমরা এইখানে একটু অপেক্ষা করি।

মাতলি।—আপনি তবে এই অশোক-তলায় উপবেশন করুন, মহর্ষির দর্শন কখন্ পাওয়া যাবে, জেনে এসে আমি এখনই আপনাকে নিবেদন কর্‌চি।

রাজা।—আপনার যথা অভিপ্রায়।

মাতলি।—আমি তবে চল্লেম।

[প্রস্থান।

রাজা। (দক্ষিণ বাহু-স্পন্দন)

নাহি আর কোন আশা, কেন বাহু তবে
মঙ্গল সূচনা করি' করিছ স্পন্দন?
শ্রেয়কে ত্যেজেছি, আর এখন কি হবে,
এবে শুধু দুঃখ মোর অদৃষ্টে লিখন।

নেপথ্যে।—ওরূপ দুরন্তপনা করিস্ নে। তোর এই দুরন্ত স্বভাব প্রকাশ না করে' কোথাও বুঝি থাক্‌তে পারিস্ নে?

রাজা।—(কর্ণপাত করিয়া) এ তো অন্যায় আচরণের স্থান নয়। তবে কাকে না জানি এরূপ নিষেধ করচে? (শব্দের দিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কি!—একটি বালক!—না জানি বালকটি কার? যেরূপ বয়স, তা অপেক্ষা দেখ্‌তে বলবান্ বলে' মনে হয়। দুই জন তপস্বিনী সঙ্গে আছে, তবু কিছুতেই ধরে' রাখ্‌তে পারচে না। এই দেখ—

সিংহ-শাবকের সনে খেলিবার তরে
জটা ধরি' শাবকেরে টানাটানি করে।
শাবক করিতেছিল মাতৃস্তন পান,
অর্দ্ধ না হইতে শেষ দিল তারে টান॥

(তাপসীদ্বয়ের সহিত বালকের প্রবেশ)

শিশু।—হাঁ কর্ না সিঙ্গি, তোর দাঁত গুণ্‌ব!

প্রথমা তাপসী।—দুরন্ত ছেলে, কেন ওকে বিরক্ত করচিস্? এখানকার সব জন্তুকেই আমরা সন্তানের মত দেখি, তা কি তুই জানিস্ নে? তোর দুরন্তপনা দিন্‌কে-দিন বাড়চে দেখ্‌চি। সাধে ঋষিরা তোর সর্ব্বদমন নাম রেখেছিলেন!

রাজা।—এই শিশুটিকে দেখে আমার ঔরসজাত পুত্রের মত কেন ওর প্রতি স্নেহ হচ্চে? বোধ হয়, আমি নিঃসন্তান বলে' যে-কোন শিশু দেখলেই আমার মনে স্নেহের সঞ্চার হয়।

দ্বিতীয়া তাপসী।—দেখ্ বাছা, তুই যদি এই বাচ্ছাকে না ছাড়িস্ তো এখনি সিংহিনী এসে তোকে ধরবে।

শিশু।—(সস্মিত) উঃ! তবে তো আমার ভারি ভয়! (অধর প্রদর্শন পূর্ব্বক মুখভঙ্গী)

রাজা।—

মহৎ তেজের বীজ আছে দেখি শিশুর অন্তরে,
স্ফুলিঙ্গ-আকারে অগ্নি অপেক্ষিছে ইন্ধনের তরে।

প্রথমা।—সিংহের বাচ্ছাটাকে ছেড়ে দে বাছা, আমি আর একটা খেলনা তোকে এনে দিচ্চি।

শিশু।—আচ্ছা, কৈ দাও (হস্ত প্রসারণ)

রাজা।—রাজচক্রবর্ত্তীর লক্ষণ যে এর হাতে দেখ্‌চি!

বস্তু-লোভে শিশুটির কর প্রসারিত,
সুচিহ্ন-অঙ্গুলিগুলি রয়েছে জড়িত।
উষাকালে অর্দ্ধস্ফুট পঙ্কজে যেমন
পত্রের অন্তরগুলি না হয় দর্শন।

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে, একে শুধু কথায় থামানো যায় না! তুমি যাও তো, আমার কুটীরে মার্কণ্ড ঋষিকুমারের রং করা একটা মাটির ময়ূর আছে, সেইটে নিয়ে এসো দিকি।

প্রথমা।—আচ্ছা, আমি যাচ্চি।

[প্রস্থান।

শিশু।—এখন তবে এর সঙ্গেই খেলা করি। (তাপসীর দিকে তাকাইয়া হাস্য)

রাজা।—আহা!

দুরন্ত এ শিশুটিরে বড় ভাল লাগে
বিগলিত হিয়া মম স্নেহ-অনুরাগে।
ঈষৎ লক্ষিত দন্ত মুকুলের মত
অকারণে শিশু যবে হাসে অবিরত।
অব্যক্ত অস্পষ্ট কিবা আধো আধো বাণী,
ইচ্ছা হয় শিশুটিরে কোলে তুলে আনি।
ধন্য পিতা মাতা যবে বুকে লয় তুলি,
বসন মলিন করে শিশু-অঙ্গ-ধূলি।

তাপসী।—ভারি দুরন্ত ছেলে, কিছুতেই আমার কথা শুন্‌চে না। ওখানে ঋষিকুমারদের মধ্যে কেউ আছে কি? (রাজাকে দেখিয়া) ভদ্র, আপনি যদি এই বালকের হস্ত থেকে সিংহশাবকটিকে মোচন করে' দেন—

রাজা।—(নিকটে আসিয়া সস্মিত) ওগো মহর্ষিপুত্র! কাজটা তো তোমার ভাল হচ্চে না।

আশ্রম-বিরুদ্ধ কাজ নহে তো বিহিত,
আশ্রিত জীবেরে রক্ষা আশ্রমে উচিত।
সর্প-শিশু করে যথা চন্দন মলিন,
অহিংসা আশ্রম-ধর্ম্ম কোরো না বিলীন।

তাপসী।—ভদ্র, এ শিশুটি তো ঋষিকুমার নয়।

রাজা।—আশ্রমে আছে বলেই আমি একে ঋষিকুমার মনে করেছিলেম, কিন্তু এর আকৃতি ও আচরণ সেরূপ নয় বটে। (সিংহ-শাবককে শিশুর হস্ত হইতে ছাড়াইয়া স্পর্শ-সুখ অনুভব করত স্বগত) আহা!

পর-পুত্র-স্পর্শে মোর তনু পুলকিত,
না জানি সে স্পর্শে পিতা কত হরষিত।

তাপসী।—(শিশু ও রাজাকে দেখিয়া) আশ্চর্য্য! —আশ্চর্য্য!

রাজা।—আর্য্যে, কিসে তোমার এত আশ্চর্য্য মনে হচ্চে?

তাপসী।—এই শিশুটি অনেকটা আপনার মত দেখ্‌তে। আর দেখুন না, অপরিচিত লোক বলে' আদপে সঙ্কোচ কচ্চে না—আপনার কাছে কেমন বেশ সুস্থির হয়ে আছে।

রাজা।—(শিশুকে আদর করিতে করিতে) যদি এ মুনি-কুমার না হয়, তবে না জানি এর কোন্ কুলে জন্ম?

তাপসী।—পুরুবংশে।

রাজা।—(স্বগত) কি! যে বংশে আমার জন্ম? তাই বোধ হয়, তাপসী শিশুটির আকৃতিতে কতকটা আমার সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্চেন। অন্তিম দশায় আশ্রমে বাস করা আমাদের কুল-প্রথা বটে। না জানি কোন্ রাজর্ষি এই তপোবনে এসে বাস কর্‌চেন।

গৃহে থাকি' সুখভোগ প্রথম বয়েসে,
করেন গৃহেতে থাকি' ক্ষিতির পালন।

তৎপরে তরুতলে তাপসের বেশে
অন্তিম সময় তাঁরা করেন যাপন।

(প্রকাশ্যে) কিন্তু নিজ শক্তিতে কোন মনুষ্যই তো এ প্রদেশে আস্‌তে পারে না।

তাপসী।—আর্য্য যা' বল্‌চেন, তা ঠিক কথা। এ স্থান মনুষ্যের অগম্য, কিন্তু এই বালকের জননী অপ্সরা-সম্পর্কে এই দেবগুরু মারীচ মহর্ষির তপোবনে এসে প্রসব হয়েছেন।

রাজা।—(মুখ ফিরাইয়া অশ্রুতস্বরে) কি আশ্চর্য্য! এই কথায় আমার মনে আর একটু আশার সঞ্চার হচ্চে। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! তিনি কোন্ রাজর্ষির পত্নী?

তাপসী।—যে ব্যক্তি আপনার ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করে, তার নাম কে মুখে আন্‌বে?

রাজা।—(স্বগত) আমিই তো এই তিরস্কারের পাত্র। আচ্ছা, এই শিশুটির মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করি না কেন। না না—পরস্ত্রীর নাম জিজ্ঞাসা করা আর্য্য-রীতি নয়।

(মৃন্ময়ূর-হস্তে শিশুর প্রবেশ)

তাপসী।—সর্ব্বদমন, দেখ্ দেখি, এই শকুন্তটি কেমন সুন্দর!

শিশু।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) কৈ, আমার মা কোথায়?

উভয়।—শকুন্ত এই কথাটা শুনে মনে করচে, ওর মায়ের নাম করচি। মাতৃবৎসল শিশু নামসাদৃশ্যে প্রতারিত হয়েছে।

দ্বিতীয়।—বাছা, এই মাটির ময়ূরটি কেমন সুন্দর দেখ্‌তে, তাই আমরা বল্‌চি। তোর মায়ের কথা বল্‌চি নে।

রাজা।—(স্বগত) এর মায়ের নাম শকুন্তলা নয় তা? কিন্তু ঐ নামে আরও তো অনেকের নাম থাক্‌তে পারে। নামসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হয়ে আবার না আমাকে বিষাদে মগ্ন হতে হয়।

শিশু।—দেখ্ মা, এ মাটির ময়ূরটি বেশ।

(গ্রহণ)

প্রথমা।—(উদ্বেগ সহকারে) ও মা! ওর হাতের রক্ষা-কবচটি কোথায় গেল?—দেখ্‌তে পাচ্ছিনে তো।

রাজা।—কোন চিন্তা নাই। ঐ যে, কবচটি ঐখানে পড়ে' আছে। সিংহশাবককে টানাটানি করবার সময় বোধ হয় হাত থেকে স্খলিত হয়ে থাক্‌বে।

(হস্তে গ্রহণ করিতে উদ্যত)

উভয়ে।—ওটা হাতে কর্‌বেন না—হাতে কর্‌বেন না!—ও মা! আপনি হাতে নিয়েছেন যে! (বিস্ময়ে বুকে হাত দিয়া পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

রাজা।—ওটা স্পর্শ কর্‌তে আপনারা কেন আমাকে নিষেধ করছিলেন বলুন দেখি।

প্রথমা।—শুনুন বলি। শিশুর জাতকর্ম্মের সময় ভগবান্ মারীচ এই অপরাজিতা নামে ওষধিটি দিয়েছিলেন। ওর বিশেষ গুণ এই, ভূমিতে পড়ে' গেলে পিতামাতা ছাড়া আর কেউ হাতে করে' তুল্‌তে পারে না।

রাজা।—যদি কেউ তোলে, তা হ'লে তার কি ফল হয়?

প্রথমা।—তখনি তাকে সর্প হয়ে দংশন করে।

রাজা।—আপনারা ওরূপ স্বচক্ষে কখন দেখেছেন কি?

উভয়ে।—হাঁ, কতবার!

রাজা।—তবে তো আমার সমস্ত আশাই পূর্ণ হ'ল। আমার আজ কি আনন্দ!

(শিশুকে আলিঙ্গন)

দ্বিতীয়া।—সুব্রতে, চল আমরা এই বৃত্তান্তটি শকুন্তলাকে জানিয়ে আসি। তিনি বোধ হয়, এখন ব্রতচর্য্যায় নিযুক্ত আছেন।

[প্রস্থান।

শিশু।—আমাকে ছাড়ো, আমি মায়ের কাছে যাব।

রাজা।—চল বৎস, আমরা দুজনে একত্রে গিয়ে তোমার মাকে সুখী করি গে।

(পরিক্রমণ)

শিশু।—তুমি তো আমার দুষ্মন্ত বাবা নও।

রাজা।—শিশুর প্রতিবাদে আমার বিশ্বাসটা আরও দৃঢ় হ'ল। আর কোন সন্দেহই নাই।

তৃতীয় দৃশ্য

আশ্রম-কুটীর।

(একবেণীধৃতা শকুন্তলার প্রবেশ)

শকুন্তলা।—(স্বগত) একজন অপরিচিত লোক এসে রক্ষা-কবচ হাতে করে' তুললে, অথচ কবচটির কোন রূপান্তর হ'ল না? এ তো ভারি আশ্চর্য্য! কিন্তু যাই হোক্, আমি আর সুখের আশা করি নে। আচ্ছা, সানুমতী যা বল্‌ছিলেন, তাও তো হ'তে পারে।

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া স্বগত) আহা! এই যে আমার সেই শকুন্তলা!—

পরিধান-বসনটি ধূসর মলিন,
উপবাসে শুষ্ক মুখ, একবেণী বাঁধা।
শুদ্ধশীলা যাপি' দীর্ঘ বিরহের দিন
সুকঠোর ব্রতধর্ম্ম করেন সমাধা॥

শকুন্তলা।—(অনুতাপে বিবর্ণ রাজাকে দেখিয়া স্বগত) ইনি তো আমার আর্য্যপুত্র নন। কিন্তু রক্ষা-কবচ থাক্‌তেও একজন অপরিচিত লোক এসে আমার বাছার গা স্পর্শ করচে কি সাহসে?

শিশু।—(মাতার নিকটে আসিয়া) মা, ও কে আমাকে বৎস বলে' আদর করচে?

রাজা।—প্রিয়ে, তোমার প্রতি আমি কত নিষ্ঠুর আচরণ করেছি, তবু তার পরিণাম যে এরূপ সুখের হবে, তা আমি মনে করি নি। আমি মনে করি নি, তুমি আমাকে আবার চিন্‌তে পারবে।

শকুন্তলা।—(স্বগত) হৃদয়, আশ্বস্ত হও। আমার পরে দৈব বুঝি আবার প্রসন্ন হয়েছেন। ইনি নিশ্চয়ই আমার আর্য্যপুত্র।

রাজা—প্রিয়ে,

স্মৃতি লভি' তিরোহিত মোহাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত।
রাহু-মুক্ত চন্দ্র পুন সম্মিলিত রোহিণীর সাথ॥

শকুন্তলা।—নাথ!—প্রাণেশ্বর!—ভাল থাকো—সুখে থাকো—তোমার সকল কামনা—(বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ)

রাজা।—অশ্রুজলে অবরুদ্ধ তব কণ্ঠদেশ,
করিতে দিল না তব কথাগুলি শেষ।
কি আর কামনা মম আছে লো সুন্দরি,
পূর্ণ মনোরথ এবে চন্দ্রাননে হেরি।

শিশু।—ও কে মা?

শকুন্তলা।—আমি কি জানি বাছা, তোর ভাগ্য-দেবতাকে জিজ্ঞাসা কর্।

রাজা—(শকুন্তলার পদতলে নিপতিত হইয়া)

প্রত্যাখ্যান-কথা আর কোরো না স্মরণ,
কি যে ঘোর মোহ আসি' ঘেরিল তখন!
বিস্মৃতির মোহ-ঘন হইলে উদ্ভব,
অমৃত গরল বলি' হয় অনুভব।
মালা পরাইয়া দিলে অন্ধের মাথায়
সর্প বলি' অন্ধ তাহা সুদূরে ফেলায়।

শকুন্তলা।—ওঠো নাথ, ওঠো! তোমার কি দোষ বল—আমারই পূর্ব্বজন্মের পাপের ভোগ। নৈলে তোমার মত দয়ালু ব্যক্তি কি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে পার্‌তো?

রাজা।—(ভূমি হইতে উত্থান)

শকুন্তলা।—এই দুখিনীকে আবার কিরূপে স্মরণ হ'ল?

রাজা।—এখন আমার হৃদয়ের বেদনা দূর হ'ল, এখন তোমাকে সমস্ত বল্‌চি। প্রিয়ে,

পূর্ব্বে ওই অশ্রুবিন্দু বাহিয়া আনন,
ঝরিয়া পড়েছে কত ও চারু অধরে,
দেখিয়া দেখি নি তাহা করি' অযতন,
এবে সেই অশ্রুবিন্দু ও নেত্রপরে
দেখিতে পারিনে আর, হৃদয় বিদরে।

(অশ্রু মুছাইয়া)

শকুন্তলা।—(অঙ্গুরী দেখিয়া) এই না সেই অঙ্গুরীটি?

রাজা।—ভাগ্যি এই অঙ্গুরীটি ফিরে পেয়েছিলেম, তাই সমস্ত আবার স্মরণ হ'ল।

শকুন্তলা।—কিন্তু ঐ অঙ্গুরীটিই যত অনর্থের মূল, যখন তোমার বিশ্বাসের জন্য দেখাবার আবশ্যক হ'ল, তখন আর পাওয়া গেল না।

রাজা।—এই নেও প্রিয়ে, বসন্ত-সময়ে বাসন্তী-লতা আবার কুসুমে শোভিত হোক্। (অঙ্গুরী দিতে উদ্যত)

শকুন্তলা।—আমি আর ওকে বিশ্বাস করি নে মহারাজ, ওটা তোমার কাছেই থাক্।

(মাতলির প্রবেশ)

মাতলি।—মহারাজ, ভাগ্যবলে ধর্ম্মপত্নীর সহিত আপনার আবার মিলন হ'ল—পুত্রমুখ দর্শন করলেন—এর অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হ'তে পারে?

রাজা।—হাঁ, এতদিনে আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আচ্ছা মাতলি, দেবরাজ কি এ সমস্ত অবগত আছেন?

মাতলি।—(সস্মিত) দেবতাদের অবিদিত কি আছে বলুন? আসুন মহারাজ, ভগবান্ মারীচ এই সময়ে দর্শন দেবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।

রাজা।—শকুন্তলে, তুমি পুত্রকে কোলে লও। তোমার সঙ্গে একত্রে আমি মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি।

শকুন্তলা।—তোমার সঙ্গে একত্রে গুরুজনের নিকট যেতে আমার কেমন লজ্জা বোধ হচ্ছে।

রাজা।—না না—সৌভাগ্যের সময় এইরূপ আচরণই প্রশস্ত। এসো প্রিয়ে, এসো।

সকলে।—(পরিক্রমণ)

চতুর্থ দৃশ্য

আশ্রম-প্রাঙ্গণ।

অদিতির সহিত মারীচ আসনস্থ।

মারীচ।—দেখ দেখ কে গো ওই আসে দাক্ষায়ণি!
তোমার পুত্রের উনি প্রধান সেনানী।
দুষ্মন্ত নামেতে খ্যাত প্রবল ভূপতি,
শাসন করেন যিনি একা বসুমতী।
যাঁর ধনুর্ব্বলে ইন্দ্র স্বকার্য্যে বিরত,
বজ্র তাঁর অলঙ্কারে এবে পরিণত।

অদিতি।—ওঁর প্রভাব, আকৃতি দেখেই অনুমান হচ্ছে।

মাতলি।—মহারাজ, ঐ দেখুন, দেবতাদের জনক-জননী মহর্ষি মারীচ ও অদিতি স্নেহদৃষ্টিতে আপনাকে নিরীক্ষণ করছেন।

রাজা।—এঁরা কি মাতলি সেই দম্পতি-যুগল
যাহা হ'তে এ দ্বাদশ আদিত্য-মণ্ডল?
যে যুগল, খ্যাতনামা ত্রিলোকের পাতা
—বজ্রধর বাসবের পূজ্য পিতা-মাতা?
নারায়ণ নররূপে যা হ'তে উদ্ভূত,
দক্ষ মরীচি হ'তে যাঁহারা প্রসূত?

মাতলি।—হাঁ মহারাজ, তাঁরাই!

রাজা।—(নিকটে আসিয়া) আমি ইন্দ্রের সেবক দুষ্মন্ত, আপনাদের উভয়কে প্রণাম করি।

মারীচ।—বৎস, চিরজীবী হয়ে পৃথিবী পালন কর।

অদিতি।—বৎস, অপ্রতিরথী হয়ে রাজ্য শাসন কর।

শকুন্তলা।—পুত্রের সহিত আমিও আপনাদের চরণবন্দনা করচি।

মারীচ।—বৎসে!
ইন্দ্র সম তব পতি, পুত্র জয়ন্ত প্রতিম,
কি আর আশিষ দিব, হও ইন্দ্রাণীর সম।

অদিতি।—বাছা, পতির আদরিণী হও। তোমার পুত্র দীর্ঘায়ু হয়ে উভয় কুলের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। বসো।

সকলে।—(মারীচকে ঘিরিয়া উপবেশন)

মারীচ।—(প্রত্যেকের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক)
সাধ্বী শকুন্তলা, পুত্র সৎ, আর তুমি হে রাজন্,
শ্রদ্ধা, বিত্ত, বিধি এই তিনে যেন হয়েছে মিলন।

রাজা।—ভগবন্, প্রথমে আপনি আমাদের মনস্কামনা সিদ্ধ করলেন, তার পর দর্শন দিলেন। আমাদের প্রতি আপনার অপূর্ব্ব অনুগ্রহ।

সর্ব্বাগ্রে কুসুম ফুটে, তার পরে ফল,
মেঘের উদয় আগে, পরে ঝরে জল।
কার্য্য-কারণের এই অকাট্য নিয়ম,
আপনাতে দেখিতেছি তার ব্যতিক্রম।
ইষ্টসিদ্ধি করি' পরে দিলে দরশন,
প্রার্থনার পূর্ব্বে হ'ল ফল বিতরণ।

মাতলি।—এইরূপেই বিধাতারা স্বকীয় প্রসাদ বিতরণ করেন।

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখাইয়া) ভগবন্, ইনি আপনার আজ্ঞাকারিণী সেবিকা। এঁর সহিত আমি গান্ধর্ব্ব বিধানে প্রথমে বিবাহ করি, তার পর, কিছু-দিন পরে যখন ওঁর বন্ধু-বান্ধব আমার নিকটে ওঁকে নিয়ে এলেন, তখন অকস্মাৎ আমার স্মৃতি-লোপ

পরিশিষ্ট

তৃতীয় অঙ্কের কিয়দংশ

শকুন্তলা—কি করেন, ছেড়ে দিন, আমি পরাধীনা। সখীরা এখানে নেই, আমি একা এখানে থেকে কি করব?

রাজা।—ধিক্! বড় লজ্জা পেলেম।

শকুন্তলা।—আমি তো রাজর্ষিকে কিছু বল্‌চিনে, আমি আমার দৈবকেই তিরস্কার করচি।

রাজা।—কেন, দৈব তো তোমার অনুকূল, তবে কেন তিরস্কার করচ?

শকুন্তলা।—কেন করব না?—দৈব কেন আমাকে পরাধীনা করে' পরগুণে লুব্ধা করলেন?

রাজা।—(স্বগত)

অতিমাত্র ঔৎসুক্য থাকিলেও তবু
কুমারীরা অনুকূল হয় নাকো কভু।
প্রিয়-সমাগম-সুখ চাহে বটে তারা,
কিন্তু তবু অঙ্গদানে নিতান্ত কাতরা।
পীড়ন করেন বটে তাদের মদন,
বিলম্বি' তারাও করে মদনে পীড়ন।

শকুন্তলা।—(গমনোদ্যত)

রাজা।—(স্বগত) আমার যাতে প্রীতি হয়, আমি তা' কেন না করব?

(নিকটে গিয়া শকুন্তলার বস্ত্রাঞ্চল অবলম্বন)

শকুন্তলা।—পৌরব-রাজ শিষ্টাচার রক্ষা করুন, দেখ্‌ছেন না ঋষিরা ইতস্ততঃ বিচরণ করচেন।

রাজা।—সুন্দরি, গুরুজন হ'তে ভয়ের কোন কারণ নেই। ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি কণ্ব, আমাদের পরিণয়ে দুঃখিত বা ক্রুদ্ধ হবেন না। কেন না—

রাজর্ষি-দুহিতা কত গন্ধর্ব্ব-বিধানে
অবাধে বিবাহ করে, শুনিয়াছি কানে,
গুরুজন তাহে নহে ব্যথিত-হৃদয়,
বরঞ্চ তাঁহারা তাহে হৃষ্ট অতিশয়।

(চারিদিকে অবোলকন করিয়া) আমি কি লতা-গৃহের বাহিরে এসে পড়েছি?

(শকুন্তলাকে ছাড়িয়া পুনর্ব্বার লতা-গৃহে প্রবেশ)

শকুন্তলা।—(অঙ্গভঙ্গীর সহিত পদান্তরক্ষেপ করিয়া) পৌরব-রাজ, আমি আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারলেম না বলে' কিছু মনে করবেন না। যদিও কেবল বাক্যালাপেই আমার সহিত আপনার পরিচয়, তবু আমাকে ভুলবেন না।

রাজা।—সুন্দরি!

দূরে তুমি যাও যদি,
তবু ছাড়িবে না হৃদি
দিবা অবসানে তরুচ্ছায়ার মতন।
দিবস ফুরায় যত
ছায়া যায় দূরে তত
তবু না ছাড়য়ে কভু পাদপ-বন্ধন॥

শকুন্তলা।—(অল্প দূরে গিয়া স্বগত) হা ধিক্! এ কথা শুনে আমার পা যে আর সরুচে না। এই কুরুবক বৃক্ষের অন্তরাল থেকে এঁর ভাবগতি সমস্ত নিরীক্ষণ করি।

রাজা।—প্রিয়ে, যে তোমার একান্ত অনুরক্ত, তাকে ছেড়ে তুমি কোন্ প্রাণে চলে' যাচ্ছ?

কুসুম-কোমল রূপ নবীন,
পরুষ পরশ সহে না যেন,
হৃদয় কেন গো হ'ল কঠিন,
শিরীষ-পুষ্প-বৃন্ত সম?

শকুন্তলা।—এ কথা শুনে আর আমার যাবার সামর্থ্য নাই।

রাজা।—এখন এই প্রিয়াশূন্য লতামণ্ডপে থেকে আমি আর কি করব? (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) কিন্তু আমার যাবার পথে আবার যে ব্যাঘাত ঘটল!

প্রিয়া-কর চ্যুত এই মৃণাল-বলয়
হৃদয়-নিগড়রূপে সমুখে উদয়।
উশীরের পরিমল হতেছে বিস্তার,
চরণ চলিতে তাই নাহি চাহে আর

শকুন্তলা।—(নিজ হস্ত দেখিয়া) দুর্ব্বলতায় আমার মৃণাল-বলয় শিথিল হয়ে হাত থেকে পড়ে' গেছে, আমি জান্‌তে পারি নি।

রাজা।—(মৃণাল বলয় হৃদয়ে স্থাপন করিয়া) আহা! কি সুখস্পর্শ!

লীলা-আভরণ তব শুন ওগো প্রিয়ে,
চারু হস্ত ত্যজি' তব পড়ি আছে ভুঁয়ে।
অচেতন হয়ে তবু করিছে সান্ত্বনা,
তুমি এত নিরদয় কেমনে বল না।

শকুন্তলা।—আর আমার বিলম্ব সহ্য হয় না। আমি মৃণাল-বলয় পরিধানচ্ছলে দেখা দিই (সমীপে গমন)

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া সহর্ষে) প্রাণেশ্বরি, আমার বিলাপ শুনে' দেবতারা প্রসন্ন হয়েছেন, তাই তোমাকে আবার পেলেম।

চাহিল তৃষ্ণার জল চাতক পিপাসী
অমনি জলদ-ধারা মুখে পড়ে আসি'।

শকুন্তলা।—(রাজার সম্মুখে অবস্থান করত) আর্য্য, অর্দ্ধপথে মনে পড়ল, তাই মৃণাল-বলয়ের জন্য আবার ফিরে এসেছি। আমার মন বল্‌চে, বলয় যেন আপনার কাছেই আছে, এখন আমাকে সেটি দিন্। কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে' রাখি, লতাকুঞ্জের বাহিরে এসে, মুনিগণের নিকট প্রকাশ হবেন না।

রাজা।—আমাকে যদি একটা কথা দেও, তা হ'লে মৃণাল-বলয়টি ফিরিয়ে দিই।

শকুন্তলা।—কি বলুন।

রাজা।—এটি যেখানে ছিল, আমি নিজে সেইখানে রেখে দেব।

শকুন্তলা।—কি করা যায়, আচ্ছা, তাই হোক্। (নিকটে গমন)

রাজা।—এসো, আমরা এই শিলাখণ্ডের একধারে উপবেশন করি (শকুন্তলার হস্ত গ্রহণ করিয়া) আ! কি সুখস্পর্শ!

হর-কোপানলে যার
দেহ হয় ভস্মসার
সেই দগ্ধ কাম-তরু জিয়ে কি আবার!
পুন কি অমরগণে
অমৃতের বরিষণে
উৎপাদিল কররূপ অঙ্কুর তাহার॥

শকুন্তলা।—(স্পর্শাভিনয় করিয়া) আর্য্যপুত্র! শীঘ্র করুন, শীঘ্র করুন।

রাজা।—(সহর্ষে স্বগত) এখন আমি আশ্বস্ত হলেম। শকুন্তলা আমাকে আর্য্যপুত্র বলে' সম্বোধন করেছেন। (প্রকাশ্যে) সুন্দরি, মৃণালবলয়ের সন্ধিস্থান ভালরূপে সংশ্লিষ্ট হচ্চে না—যদি তোমার মত হয়, প্রকারান্তরে সংযোজন করে' দি।

শকুন্তলা।—(মুচকি হাসিয়া) আপনার যা অভিরুচি।

রাজা।—(নানাছলে কালবিলম্ব করিয়া মৃণাল-বলয় পরাইয়া) সুন্দরি,

ওই শশধর নব
ত্যজিয়া বিমল নভ,
ধরি' রূপ মৃণাল-বলয়
শ্যামলতা-মনোহর,
ও তব সুন্দর কর
দেখ কিবা করেছে আশ্রয়।

শকুন্তলা।—বাতাসে, কর্ণোৎপলের রেণু আমার চোখে এসে পড়েছে, তাই আমার বলয় দেখ্‌তে পাচ্চিনে।

রাজা।—(সস্মিত) যদি তুমি অনুমতি কর, ফুঁ দিয়ে পরিষ্কার করে' দি।

শকুন্তলা।—তা হ'লে অনুগৃহীত হই বটে, কিন্তু ততদূর আপনাকে আমার বিশ্বাস হয় না।

রাজা।—ও কথা বোলো না। ভৃত্য নূতন হ'লেও সে কি কখন প্রভুর আদেশ অতিক্রম করুতে পারে?

শকুন্তলা।—আপনার এই অতিভক্তিই অবিশ্বাসের কারণ।

রাজা।—(স্বগত) এইরূপ রমণীয় অবসর উপেক্ষা করা নয়। (মুখ উত্তোলনে উদ্যত)

শকুন্তলা।—(নিষেধকরণ)

রাজা।—অয়ি মদিরেক্ষণে, আমার মত ব্যক্তির নিকট হ'তে অশিষ্টাচারের কোন ভয় নাই।

শকুন্তলা।—(ঈষৎ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া অবনত মুখে অবস্থান)

রাজা।—(অঙ্গুলীর দ্বারা মুখোত্তোলন করত স্বগত)

অক্ষত কোমল ওই প্রিয়ার অধর
কেমন সুন্দর আহা হতেছে স্ফুরণ,

সুধাপান-তরে আমি তৃষায় কাতর
আহ্বানিছে যেন মোরে করিতে চুম্বন।

শকুন্তলা।—চোখের কোথায় রেণু পড়েছে, আপনি বোধ হয়, ঠিক বুঝতে পারচেন না।

রাজা।—কর্ণোৎপলটি নিকটে থাকায় ভাল দেখতে পারচিনে। (ফুৎকার প্রদান)

শকুন্তলা।—আর ফুঁ দিতে হবে না—এখন আমি বেশ দেখতে পাচ্চি। কিন্তু আমি বড় লজ্জিত হচ্চি। আপনি এত উপকার করলেন, আমি কোন প্রত্যুপকার করতে পারলেম না।

রাজা।—সুন্দরি, আর কি প্রত্যুপকার করবে বল?

সুরভি বদন তব করেছি আঘ্রাণ
তাহাই যথেষ্ট লাভ করিতেছি জ্ঞান।
কমলের গন্ধমাত্র করিয়া গ্রহণ
মধুকর দেখ সদা পরিতুষ্ট মন।

শকুন্তলা।—(সস্মিত) সন্তুষ্ট না হইয়াই বা কি করে?

রাজা।—এই করে (চুম্বন করিতে উদ্যত)

শকুন্তলা।—(মুখাচ্ছাদন)

নেপথ্যে।—ওরে চক্রবাক-বধূ, চক্রবাকের নিকট বিদায় নে—রজনী সমাগতা।

বিক্রমোর্ব্বশী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

অনুবাদকের নিবেদন

বিক্রমোর্ব্বশীর এই বঙ্গানুবাদে আমি মুখ্যতঃ বোম্বাই প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি। তিনি অনেকগুলি পুঁথি পরস্পরের সহিত মিলাইয়া, সম্যক্ বিচারপূর্ব্বক যে পাঠান্তরগুলি বিশুদ্ধ বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে যে গ্রন্থ প্রচলিত, তাহার সহিত অনেক স্থলেই এই সকল পাঠ-সম্বন্ধে অনৈক্য দেখা যায়।

শঙ্কর-পণ্ডিতের প্রকাশিত গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্ব এই, ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত গ্রন্থের চতুর্থ অঙ্কের প্রাকৃত-গানগুলি একেবারে বর্জ্জিত হইয়াছে। তিনি এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি মূল গ্রন্থের মধ্যে যথা-স্থানে না দিয়া পরিশিষ্টে পৃথক্‌রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁর ভূমিকায় এই সম্বন্ধে কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। তিনি বলেন :—

তিনি যে ৮খানি পুঁথি মিলাইয়া দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ৬টি উৎকৃষ্ট পুঁথিতে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলির অস্তিত্বমাত্র নাই। ভাষ্যকার "কাতবেম"ও ওই প্রাকৃত শ্লোকগুলি-সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই।

তা ছাড়া, এই প্রাকৃত-শ্লোকগুলি রাজার আবৃত্তি করিবার কথা অথচ, শাস্ত্রমতে উত্তম পাত্রের প্রাকৃত ভাষায় কথা কওয়া কিম্বা কোন কিছু আবৃত্তি করা একেবারে নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় আপত্তি এই :—যে যে স্থলে রাজার মুখে এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি বসানো হইয়াছে, তাহারই ছায়া রাজার উক্তি-গত সংস্কৃত শ্লোক-গুলিতেও আছে। প্রাকৃত শ্লোকগুলি সংস্কৃতেরই পৌনরুক্তি মাত্র।

তৃতীয় আপত্তি এই :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি রাজার উক্তি হইলেও উহার কোন কোন স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির অবস্থা অপ্রাসঙ্গিকরূপে বর্ণিত হইয়াছে; এবং এরূপ শ্লোকও আছে, যাহা আবৃত্তি করা রাজার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত, অথচ সেগুলি কাহার আবৃত্তির বিষয়, তাহাও স্পষ্টরূপে বুঝা যায় না।

চতুর্থ আপত্তি এবং এইটি গুরুতর আপত্তি :—এই প্রাকৃত শ্লোকগুলি যে যে স্থলে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে তাহার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। বরং উহার দ্বারা সংস্কৃত শ্লোক-গুলির স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দিয়া সময়ে সময়ে অনর্থক রসভঙ্গ করা হয়।

সে যাহা হউক, প্রাকৃত গানগুলি প্রক্ষিপ্ত কি না, সে বিষয়ে মতান্তর থাকিতে পারে। এক্ষণে, যাঁহারা এই প্রাকৃত গানগুলি পাঠ করিবার জন্য কুতূহলী, তাঁহারা পূজনীয় মদগ্রজ ৺নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অবিকল বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারেন।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।

পরিপার্শ্বিক।—সূত্রধারের সহকারী নট।

পুরূরবা।—প্রতিষ্ঠানের রাজা।

আয়ুঃ।—পুরূরবার পুত্র।

মানবক।—(বিদূষক) রাজার বয়স্য।

চিত্ররথ।—গন্ধর্ব্ব-রাজ।

নারদ।—দেবর্ষি।

পল্লব }—ভরত মুনির শিষ্যদ্বয়।
গালব

লাতব্য।—কঞ্চুকী।

রক্ষক, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

উর্ব্বশী।—একজন অপ্সরা।

চিত্রলেখা।—(অপ্সরা) উর্ব্বশীর সখী।

সহজন্যা
রম্ভা }—অপ্সরাগণ।
মেনকা

দেবী ঔশীনরী।—(কাশীরাজ-দুহিতা) পুরূরবার মহিষী।

নিপুণিকা।—মহিষীর পরিচারিকা।

বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা, তাপসী, কিরাতী, যবনী ইত্যাদি।

বিক্রমোর্ব্বশী

নান্দী

বেদান্ত যে পুরুষেরে —ভূলোক-দ্যুলোক-ব্যাপী—
এক বলি' করেন বর্ণন,
অন্য শব্দে অনির্ব্বাচ্য ঈশ্বর শব্দই যাঁতে
সার্থকতা করেছে অর্জ্জন,
প্রাণাদি সংযম করি' মুমুক্ষু জনেরা যাঁরে
আত্মা-মাঝে করেন সন্ধান,
ভকতি-সুলভ সেই মহাদেব তোমাদের
করুন গো মুকতি প্রদান।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

সূত্র।—(নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) মারিষ! এই দিকে এস তো একবার।

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয়! কি আজ্ঞা করুচেন?

সূত্র।—দেখ মারিষ! এই পরিষদ্‌-মণ্ডলী, পূর্ব্ব-কবিগণের শৃঙ্গারাদি-রসপূর্ণ অনেক নাটকের অভিনয় তো দেখেছেন। আজ আমি এই সভায় কালিদাস-রচিত একটি নূতন নাটকের অভিনয় করুব। এখন তুমি পাত্রবর্গকে বল, তারা যেন স্ব স্ব কার্য্যে অবহিত হয়ে থাকে।

নট।—(প্রবেশ করিয়া) যে আজ্ঞে।

সূত্র।—আমি এখন এই সভাস্থ বহুতত্ত্বজ্ঞ কলাবিৎ পণ্ডিতগণের নিকটে অবনত-মস্তকে এই এই নিবেদন করচি :—(প্রণিপাত করিয়া)

সুহৃদ্‌জনের প্রতি আনুকূল্য করিয়া বিধান
কিম্বা সদ্‌বস্তু-প্রতি প্রদর্শিয়া উচিত সম্মান
কাব্য-এ কালিদাসের শোনো সবে করি' অবধান।

নেপথ্যে।—আমাদের রক্ষা করুন, রক্ষা করুন!

সূত্র।—ওহে! আকাশে কুররীদের ন্যায় একটা করুণ-ধ্বনি শোনা যাচ্চে না? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝ্‌তে পেরেচি।—তাই বটে।

নারায়ণ-উরূদ্ভবা সুরাঙ্গনা উর্ব্বশী
কুবের-আলয়ে গিয়া আসিছিল ফিরি
হেন কালে অর্দ্ধ-পথে দেবের অরাতি—সেই
দৈত্যগণ, করিল গো বন্দী তারে ঘিরি।
তাই যত অপ্সরা যাচিয়া শরণ
করিতেছে দেখ এবে করুণ ক্রন্দন।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য।—আকাশ-পথ

(অপ্সরাগণের প্রবেশ)

অপ্সরাগণ।—যাঁরা দেবগণের পক্ষপাতী, আর যাঁদের আকাশে গতিবিধি আছে, তাঁরা আমাদের রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

(রথারূঢ় রাজা ও সারথির প্রবেশ)

রাজা।—তোমরা আর ক্রন্দন কোরো না। আমি পুরূরবা, সূর্য্য-মণ্ডলে গিয়ে এইমাত্র ফিরে আস্‌চি। তোমরা বল, কার হস্ত হ'তে তোমাদের পরিত্রাণ করুতে হবে।

রম্ভা।—অসুরগণের গর্ব্বিত আক্রমণ হ'তে।

রাজা।—গর্ব্বিত অসুরেরা তোমাদের কি কোন অনিষ্ট করেচে?

মেনকা।—শুনুন মহারাজ! অন্যের কঠোর তপে ভীত সেই মহেন্দ্রের যিনি সুকুমার অস্ত্র-স্বরূপা, রূপ-গর্ব্বিতা লক্ষ্মীর যিনি প্রত্যাখ্যান-স্বরূপা এবং যিনি স্বর্গের অলঙ্কার—সেই আমাদের প্রিয়সখী উর্ব্বশী চিত্রলেখাকে সঙ্গে করে' কুবের-ভবন থেকে ফিরে আসছিলেন, এমন সময় হিরণ্যপুরবাসী কেশী দৈত্য হঠাৎ এসে তাঁদের বন্দী করুলে।

রাজা।—সেই দস্যু কোন্ দিক্ দিয়ে গেছে, তা কি জান?

অপ্স।—পূর্ব্বোত্তর দিক্ দিয়ে।

রাজা।—আচ্ছা, তোমরা বিষণ্ণ হয়ো না। আমি তোমাদের সখীকে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌চি।

অপ্স।—(সহর্ষে) এ কাজ চন্দ্রবংশীয় রাজাদেরই উপযুক্ত বটে।

রাজা।—কোথায় তোমরা আমার জন্য প্রতীক্ষা করবে?

অপ্স।—এই হেমকূট-শিখরে।

রাজা।—সারথি! শীঘ্র ঈশান-দিকে অশ্বদের চালাও।

সার।—যে আজ্ঞে। (তথা করণ)

রাজা।—(রথ-বেগ দেখিয়া) সাধু সাধু! এরূপ রথবেগ হ'লে—ইন্দ্র-শত্রু দৈত্যের কথা দূরে থাক্—অগ্রগামী গরুড়কেও ধর্‌তে পারা যায়। দেখ:—

রথ-অগ্রে মেঘ-রাশি, চূর্ণ হয়ে ধূলি-জালে
হয় পরিণত,
চক্র-অর-গুলি-মাঝে, ভ্রম হয় আরো যেন
আছে অর কত।
দ্রুত-গতি অশ্ব-শিরে, চিত্র-স্থির চামরটি
দীর্ঘ প্রসারিত,
বায়ু-বেগে ধ্বজ-পট, ধ্বজ-যষ্টি-প্রান্ত-মধ্যে
সম-অবস্থিত।

[রাজা ও সারথীর প্রস্থান।

রম্ভা।—ওলো! চল্, আমরাও সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে অপেক্ষা করি গে।

(হেমকূট-শিখরে আরোহণ)

দৃশ্য।—হেমকূট-শিখর

রম্ভা।—যে শেল আমাদের হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েচে, রাজর্ষিই কি তা উদ্ধার কর্‌বেন?

মেনকা।—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেন না, যুদ্ধ উপস্থিত হ'লে মহেন্দ্রও তাঁকে বহু সম্মানের সহিত মধ্যম-লোক হ'তে আনিয়ে নিজ বিজয়-সেনার সেনাপতি-পদে নিযুক্ত করে' থাকেন।

রম্ভা।—সম্পূর্ণরূপে জয়ী হও, এই আমার ইচ্ছা।

[ক্ষণমাত্র থাকিয়া প্রস্থান।

সহজন্যা।—ওলো! আশ্বস্ত হ! আশ্বস্ত হ! ঐ দেখ্, রাজর্ষির সেই "সোমদত্ত" নামে হরিণ-পতাকার রথটি দেখা যাচ্চে; উনি যে অকৃতকার্য্য হয়ে ফিরে আস্‌বেন, এরূপ মনে হয় না।

(সকলের ঊর্দ্ধদিকে নেত্রপাত)

(রথারূঢ় রাজা, সারথি এবং চিত্রলেখার হস্তাবলম্বনে ভয়-নিমীলিতাক্ষী উর্ব্বশীর প্রবেশ)

চিত্রলেখা।—সখি! আশ্বস্ত হও! আশ্বস্ত হও!

রাজা।—সুন্দরি, আশ্বস্ত হও! আশ্বস্ত হও!

দূর হ'ল সর্ব্বভয়, শোনো গো ললনে!
বজ্রীর মহিমা রক্ষা করে ত্রিভুবনে।
উন্মীলিত কর তবে
ও বিশাল পঙ্কজ-নয়ান,
যামিনীর অবসানে
প্রস্ফুটিতা নলিনী-সমান।

চিত্র।—ও মা, কি হবে! প্রাণটা আছে, কেবল নিঃশ্বাসেই জানা যাচ্চে—কিন্তু এখনও চৈতন্য হয় নি।

রাজা।—তোমাদের সখী অত্যন্ত ভয় পেয়েচেন। দেখ না কেন:—

বিকচ কুসুম-প্রায় কোমল-বন্ধন হৃদি
এখনো তো ত্যজেনি কম্পন,
হরি-চন্দনেতে মাখা স্তন-মধ্য উচ্ছ্বাসিয়া
ওই দেখ করিছে জ্ঞাপন।

চিত্র।—ওলো! তুই আপনাকে প্রকৃতিস্থ কর্। তোকে যে আর অপ্সরা বলেই মনে হচ্চে না।

(উর্ব্বশীর চৈতন্যলাভ)

রাজা।—এই যে, তোমার সখী এখন প্রকৃতিস্থা হয়েচেন। দেখ:—

বরতনু তায় এবে মোহ-মুক্ত হয়ে
তমোমুক্ত রাত্রি যথা শশাঙ্ক-উদয়ে;
কিম্বা নৈশ অগ্নি-শিখা
হয় যথা প্রায় ধূম-হীন,
গঙ্গা পুন স্বচ্ছ যথা
তট-ভঙ্গে হইয়া মলিন।

চিত্র।—সখি! এখন নিশ্চিন্ত হ। সেই দেব-শত্রু দানবেরা নিশ্চয়ই পরাভূত হয়েচে।

উর্ব্ব।—(চক্ষু উন্মীলন করিয়া) ধ্যান-প্রভাবে দেখ্‌তে পেয়ে মহেন্দ্র কি তাদের পরাভব কর্‌লেন?

চিত্র।—মহেন্দ্র নয়—মহেন্দ্র সদৃশ মহানুভব এই রাজর্ষি।

উর্ব্ব।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) দানবেরা এ তো আমার উপকারই করেচে।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে প্রকৃতিস্থা দেখিয়া স্বগত) দেবের অপ্সরাগণ নারায়ণঋষিকে প্রলোভন দেখাতে গিয়ে উরু-সম্ভবা এই উর্ব্বশীকে দেখে যে লজ্জিত হয়েছিল, তাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু এঁকে তো পদ্মীর সৃষ্টি বলে' মনেই হয় না। আচ্ছা তবে :—

কান্তিপ্রদ শশাঙ্ক কি এঁর জনয়িতা?
আদি-রস-একাশ্রয় স্মর কি গো পিতা?
কুসুম-আকর যে গো মধু চৈত্রমাস,
তাঁহা হ'তে ইনি কি গো হলেন প্রকাশ?
বেদাভ্যাসে জড়মতি—বিষয় হইতে যাঁর
প্রত্যাহৃত সকল কামনা
পুরাণ সে ব্রহ্মামুনি, সৃজিতে পারেন কি গো
অপূর্ব্ব এ রূপসী ললনা?

উর্ব্ব।—ওলো! সখীরা কোথায়?

চিত্র।—অভয়দাতা মহারাজই জানেন।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া) তোমার সখীরা অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে আছেন। তা হবারই কথা।

দৈব-বশে যেই জন, নেত্র-পথ-মাঝে তব
পড়ে একবার,
সুন্দরি! তাহারো হৃদি, হয় যদি উৎকণ্ঠিত
বিরহে তোমার,
সখ্য-রসে আর্দ্র যে গো সখীজন, না জানি কি
হয় গো তাহার।

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) এঁর কথাগুলি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মত। এতে আশ্চর্য্যই বা কি, চাঁদ থেকেই তো অমৃত ক্ষরণ হয়। (প্রকাশ্যে) এই জন্যই আমার হৃদয় সখীকে দেখ্‌বার জন্য এত উৎসুক হয়েছে।

রাজা।—(হস্ত দ্বারা প্রদর্শন) সুন্দরি! ঐ দেখ :—

রাহু-গ্রাস হ'তে মুক্ত, চন্দ্রে যথা দেখে লোকে
উৎসুক-নয়নে,
সেইরূপ হেমকূটে, সখীজন চেয়ে আছে
তব মুখ পানে।

চিত্র।—ওলো দ্যাখ্।

উর্ব্ব।—(রাজাকে সস্পৃহ-নয়নে দেখিতে দেখিতে) ব্যথার ব্যথী হয়ে আমাকে যেন নয়ন ভোরে' পান কর্‌চে।

চিত্র।—ওলো! কে সে?

উর্ব্ব।—সখীজন।

রম্ভা।—চিত্রা ও বিশাখার সহিত ভগবান চন্দ্রের মত, চিত্রলেখা ও উর্ব্বশীর সহিত ঐ দেখ সেই রাজর্ষি এখানে এসে উপস্থিত।

মেনকা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দুইটিই সুখের ঘটনা উপস্থিত। একটি—সখীকে আবার ফিরিয়ে আনা হয়েছে; আর একটি—রাজর্ষির শরীর অক্ষত দেখা যাচ্চে।

সহজন্যা।—ঠিক্ বলেচ, দানবেরা যে দুর্দ্দান্ত।

রাজা।—সারথি! এই সেই শৈল-শিখর। এইখানে রথ নামাও।

সারথি।—যে আজ্ঞে। (তথাকরণ)

রাজা।—(রথের ঝাঁকানি অনুভব করিয়া স্বগত) আহা! কি সৌভাগ্য! এই বিষম স্থানে অবতরণ করে' আমার মনোমত ফললাভ হ'ল।

রথ-আন্দোলনে এই, স্কন্ধে স্কন্ধে পরস্পর
হয়ে ঘরষণ
কণ্টকিত হ'ল তনু, মদন করিল যেন
অঙ্কুর রোপণ।

উর্ব্ব।—(সলজ্জভাবে) ওলো! একটু সরে' বোস্।

চিত্র।—(সস্মিতা) না আমি তা পারব না।

রম্ভা।—এসো আমরা রাজর্ষিকে অভ্যর্থনা করি। (সকলে অগ্রসর)

রাজা।—সারথি! এইখানে রথ রেখে দেও :—

যাবৎ না সুনয়নী অতি উৎকণ্ঠিত
উৎকণ্ঠিত সখীসনে না হন মিলিত
—যেমতি বসন্ত-লক্ষ্মী লতার সহিত ॥

সারথি।—যে আজ্ঞা। (রথস্থাপন)

অপ্সরাগণ।—সৌভাগ্যক্রমে মহারাজের জয়-লাভ হয়েচে।

রাজা।—তোমাদেরও সখীর সঙ্গে মিলন হ'ল।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখা-দত্ত হস্ত অবলম্বন করিয়া রথ হইতে অবতরণ) ওলো! আয় তোরা, আমাকে

গাঢ় আলিঙ্গন কর্—আবার যে আমি সখীদের দেখ্‌ব, এরূপ আশা ছিল না।

(সখীদের সত্বর আলিঙ্গন)

রম্ভা।—(আগ্রহের সহিত) মহারাজ! আপনি শত যুগ ধরে' পৃথিবী পালন করুন!

সারথি।—মহারাজ! পূর্ব্বদিক্ হ'তে মহাবেগে যেন একটা রথ আস্‌চে, এইরূপ শব্দ হচ্চে।

গগন হইতে দেখ—তপত কনক-বালা
হস্তে বিভূষিত—
নামিছেন কোন জন শৈলাগ্রে, জলদ যেন
তড়িত-জড়িত।

অপ্সরাগণ।—(দেখিতে দেখিতে) ও মা! এ কি! চিত্ররথ যে!

(চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্ররথ।—(রাজাকে দেখিয়া বহুমান সহকারে) আমাদের কি সৌভাগ্য! আপনি নিজ বিক্রম-প্রভাবে আমাদের প্রভুর মহোপকারসাধন করেছেন।

রাজা।—এ কি! গন্ধর্ব্বরাজ যে! (রথ হইতে নামিয়া) এসো সখা, এসো। (পরস্পর করস্পর্শ করিয়া)

চিত্র।—দেখ সখা! কেশী দৈত্য উর্ব্বশীকে হরণ করেছে, নারদের মুখে শুনে ইন্দ্র তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য গন্ধর্ব্বসেনাকে আদেশ করেন। তার পর বিমানচারীদের মুখে:—

জয়-বার্ত্তা শুনি' তব, রাজন্ হয়েছি আমি
হেথা উপস্থিত।
উঁহারে লইয়া সঙ্গে ইন্দ্র-সাথে দেখা করা
তোমার উচিত॥

বাস্তবিক, আপনি ইন্দ্রের মহোপকারসাধন করেছেন। দেখুন—

পূর্ব্বে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রতরে উর্ব্বশীরে
করেন সৃজন।
উদ্ধারিয়া দৈত্য হ'তে, আপনি হলেন তাঁর
সুহৃদ্ এখন॥

রাজা—না সখা, তা নয়। দেখ:—

ইন্দ্র-অনুগত লোক
শত্রুরে যে করে পরাভব
ইন্দ্রেরি মহিমা সে তো
—সে তো সখা তাঁহারি গৌরব।
ভূধর কন্দর হ'তে
সিংহের যে উঠে প্রতিধ্বনি
তাই শুধু শুনি' গজ
প্রাণভয়ে পলায় অমনি।

চিত্ররথ।—ঠিক কথা। বিনয়ই বিক্রমের অলঙ্কার।

রাজা।—সখা! ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করবার এ উপযুক্ত সময় নয়। অতএব তুমিই উর্ব্বশীকে সঙ্গে করে' প্রভুর নিকটে নিয়ে যাও।

চিত্র।—সখা! তোমার যা অভিপ্রায়। আপনারা এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে।

[অপ্সরাগণের প্রস্থান।

উর্ব্ব।—(জনান্তিকে) ওলো চিত্রলেখা! আমাদের উপকারী এই রাজর্ষির সঙ্গে আমি কথা কইতে পারচিনে, ত' সখি, তুই আমার মুখপাত্র হ'।

চিত্রলেখা।—(রাজার নিকটে গিয়া) মহারাজ! আমার সখী উর্ব্বশী বল্‌চেন:—যদি মহারাজের অনুমতি হয়, তা হ'লে ওঁর ইচ্ছা, প্রিয়তমা সখীর মত আপনার বিজয়-কীর্ত্তিকে সঙ্গে নিয়ে উনি এখন সুরলোকে যাত্রা করেন।

রাজা।—আচ্ছা, উনি যান, কিন্তু আবার যেন দর্শন পাই।

(সকলের গন্ধর্ব্বগণের সহিত আকাশে উত্থান)

উর্ব্ব।—(ঊর্দ্ধগমনে বাধা পাইয়া) ওমা! আমার একাবলী হারটি লতাগাছের ডালে জড়িয়ে গেছে। (ফিরিয়া আসিয়া) ছাড়িয়ে দে তো সখি!

চিত্র।—(সস্মিতা) হাঁ, তাই তো, এ যে ভারি এঁটে জড়িয়ে গেছে। মনে হচ্চে তো ছাড়ানো যাবে না—আচ্ছা, তবু একবার দেখি ছাড়াতে পারি কি না।

উর্ব্ব।—প্রিয়সখি! তোর এই কথাটা যেন মনে থাকে।

রাজা।—(লতার বন্ধন মোচন)
লতা! বড় উপকার করিলি আমার
ক্ষণকাল বাধা দিয়া গমনে উঁহার।

অপাঙ্গ-নয়নী তাই, অর্দ্ধেক বদন
ফিরাইয়া মোরে আজি করিল দর্শন।

সারথি।—দেখুন মহারাজ :—

ইন্দ্র-শত্রু দৈত্যদের, নিম্নে নিঃক্ষেপ করি'
লবণ-সাগরে
তূণে তব বায়ব্যাস্ত্র, পশে যেন মহোরগ
আপন বিবরে।

রাজা।—আচ্ছা, তবে রথ আমার পাশে নিয়ে সা—আমি উঠি।

সারথি।—(তথাকরণ)

রাজা।—(আরোহণ)

উর্ব্ব।—(সস্পৃহভাবে রাজাকে দেখিতে দেখিতে নিঃশ্বাসে সখীর সহিত প্রস্থান।

চিত্ররথ।— [প্রস্থান।

রাজা।—(উর্ব্বশীর পথ-পানে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া) আশ্চর্য্য! মদন দুর্লভজনেরই অভিলাষী।

বিষ্ণুপদ-মধ্যাকাশে, ওই দেখ সুরাঙ্গনা
করিল গমন।
রাজ-হংসী ছিন্ন-মুখ মৃণালের সূত্র যথা
করে আকর্ষণ
তেমনি অপ্সরা-বালা দেহ হ'তে মন মোর
করিল হরণ।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—নিমন্ত্রণিক যেমন গরম পরমান্ন মুখে র' রাখ্‌তে পারে না, তেমনি আমি এত লোকের ঝে রাজ-রহস্যটা জিবের উপর ধরে' রাখ্‌তে পার-নে—টগ্‌বগ্ করে' যেন ফুট্‌চে। তা, যতক্ষণ হারাজা ধর্ম্মাসন হ'তে না ওঠেন, ততক্ষণ আমি দেবচ্ছন্ন'-প্রাসাদে একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বসে' াকি গে।

(পরিক্রমণ করিয়া অবস্থান)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—কাশীরাজ-কন্যা দেবী আমাকে বল্লেন, দেখ্ নিপুণিকে! মহারাজা সূর্য্যদেবের ওখান থেকে ফিরে আস্‌বার পর থেকে তাঁকে ভারি অন্যমনস্ক দেখ্‌চি। তা, তুই মানবক-ঠাকুরের কাছ থেকে রাজার এই উৎকণ্ঠার কারণটা জেনে আয় দিকি।" এখন কি করে' সেই বিট্‌লে বাওনাটার কাছ থেকে কথা বের করে' নি? কিন্তু আমার মনে হয়, পাত্‌লা ঘাসের উপর যেমন শিশিরের জল বেশিক্ষণ থাকে না, রাজার লুকোনো কথাটাও তার পেটে বেশিক্ষণ থাক্‌বে না। এখন তবে একবার খুঁজে দেখি, সে কোথায় আছে। এই যে, একটা চিত্রিত বানরের মত মানবক-ঠাকুর দেখ না কেমন চুপ্‌টি করে' বসে' আছে। এখন তবে ওর কাছে এগিয়ে যাই। (নিকটে গিয়া) ঠাকুর! প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক্! (স্বগত) এই দুষ্ট দাসী বেটীকে দেখে সেই রাজ-রহস্যটা যেন আমার হৃদয় ভেদ করে' বেরুবার উপক্রম কর্‌চে। ওগো নিপু-ণিকে! সঙ্গীত-কার্য্য ছেড়ে এখন কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দাসী।—দেবীর আজ্ঞায় আপনার সঙ্গেই দেখা কর্‌তে এসেছি।

বিদূ।—দেবী কি আজ্ঞা করেচেন?

দাসী।—দেবী বল্লেন, "ঠাকুর চিরকাল আমার পক্ষপাতী, আমার দুঃখকষ্ট হ'লে কখন তিনি উপেক্ষা করেন নি।"

বিদূ।—নিপুণিকে! সখা কি দেবীর প্রতি কোন বিরুদ্ধ আচরণ করেছেন?

দাসী।—যে স্ত্রীলোকটির জন্য মহারাজ আন-মনা হয়ে আছেন, তার নাম ধরে' মহারাজ দেবীকে কখন কখন ডাকেন।

বিদূ।—(স্বগত) কি?—মহারাজ নিজেই রহস্য ভেদ করেছেন? তবে আমি কেন মিছে আমার জিবটাকে আট্‌কে রেখে কষ্ট পাই? (প্রকাশ্যে) হাঁ, উর্ব্বশী নামে কে একজন অপ্সরা আছে, তাকে দেখে উন্মত্ত হয়ে শুধু যে তাঁরই কষ্ট হচ্চে, তা নয়, আমোদ-প্রমোদে ব্যাঘাত হওয়ায় আমারও যার-পর-নাই কষ্ট হচ্চে।

দাসী।—(স্বগত) এইবার মহারাজের রহস্য-দুর্গ ভেদ করা গেছে। এখন তবে দেবীকে গিয়ে বলি গে।

বিদূ।—নিপুণিকে! আমার নাম করে, কাশী-রাজ-কন্যাকে এই কথা বল্ গে :—"আচ্ছা, আমি

সেই মৃগতৃষ্ণা হ'তে সখাকে ফিরিয়ে আন্‌বার চেষ্টায় চল্লেম—পরে এসে দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।"

দাসী।—যে আজ্ঞে, তাই বল্‌ব।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—

প্রজাগণ পক্ষে দেখ সূর্য্য ও তোমার কাজ
উভয়ি সমান।
সবিতার আলোকেতে ত্রিলোকের অন্ধকার
হয় অন্তর্ধান,
তোমারো দর্শন-লাভে দুঃখ নাশে প্রজাদের
হরষিত-প্রাণ।
গ্রহপতি সূর্য্যদেব ব্যোম-মধ্যে ক্ষণ তাঁর
হয় অবস্থান,
দিবসের ষষ্ঠভাগে তুমিও তো একবার
কর গো বিশ্রাম।

বিদূ।—(কান পাতিয়া শ্রবণ) এইবার মহারাজ ধর্ম্মাসন থেকে উঠে এই দিকে আস্‌চেন—এইবার তবে ওঁর কাছে যাই। [প্রস্থান।

(ইতি প্রবেশক)

দৃশ্য।—প্রয়াগ-প্রদেশে পুরূরবাদিগের প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

(উৎকণ্ঠিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—মদন অব্যর্থ শরে, এ মোর হৃদয়-মাঝে
রাখে পথ করি',
দরশনমাত্রে তাই, পশে মোর হৃদে সেই
ত্রিদিব-সুন্দরী।

বিদূ।—(স্বগত) বেচারী কাশীরাজ-কন্যার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েচে।

রাজা।—তোমাকে যে গোপনীয় কথাটি বলেছিলেম, তা তো কাউকে বল নি?

বিদূ।—(চিন্তিত হইয়া স্বগত) সেই নিপুণিকা দাসী বেটী নিশ্চয়ই আমাকে ঠকিয়েচে—নৈলে মহারাজ এ কথা জিজ্ঞাসা করবেন কেন?

রাজা।—তুমি যে চুপ করে' আছ?

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! আমার জিব্‌টাকে এরূপ সংযত করে' রেখেছি যে, আপনার কথারও প্রত্যুত্তর আমি সহসা দিচ্চি নে।

রাজা।—এই ঠিক্। এখন কি করে' সময় কাটাই বল দিকি?

বিদূ।—চলুন, পাক-শালায় যাওয়া যাক্।

রাজা।—সেখানে কি হবে?

বিদূ।—সেখানে পাঁচ রকম আহারের আয়োজন হচ্চে দেখে উৎকণ্ঠা দূর হবে।

রাজা।—(সস্মিত) তুমি যা চাও, তা সেখানে নিকটে দেখ্‌তে পেয়ে তোমার সুখ হবে বটে, কিন্তু আমি যা চাই, সে যে অতি দুর্ল্লভ বস্তু—আমার সময় কি করে' কাট্‌বে?

বিদূ।—উর্ব্বশী তো আপনাকে দেখেচেন?

রাজা।—তাতে কি?

বিদূ।—তা হ'লে আমার তো মনে হয়, আপনি যা চান, তা দুর্ল্লভ হবে না।

রাজা।—তাঁর রূপের পক্ষপাতী হলেই বা কি হবে?—তিনি যে অলৌকিক।

বিদূ।—আপনার কথা শুনে আমার কৌতূহল-বৃদ্ধি হচ্চে। আচ্ছা মহারাজ! আমি যেমন বিরূপে অদ্বিতীয়, তিনি কি সেই রকম রূপে অদ্বিতীয়?

রাজা।—দেখ মানবক, তাঁর প্রতি অঙ্গের বর্ণনা করা অসম্ভব, তাই আমি সংক্ষেপে বল্‌চি, শোনো।

বিদূ।—বলুন—আমি খুব মনোযোগ দিয়ে শুন্‌চি।

রাজা—দেখ সখা!

এমন সে তনুখানি—অলঙ্কার তারো যেন
হয় অলঙ্কার,
বেশ ভূষা প্রসাধন তারো যেন প্রসাধন
বিশেষ প্রকার,
উপমার স্থল যাহা তারো যেন একমাত্র
উপমা-আধার।

বিদূ।—আপনি দেখ্‌চি তবে দিব্য-রসাভিলাষী হয়ে চাতক-বৃত্তি অবলম্বন করেচেন।

রাজা।—দেখ সখা! বিজন প্রদেশ ছাড়া উৎকণ্ঠিত ব্যক্তির আর কোন আশ্রয়-স্থান নাই। আমাকে তবে এখন প্রমদবনের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—(স্বগত) এর আর উপায় কি? (প্রকাশ্যে) এই দিকে মহারাজ এই দিকে।

(পরিক্রমণ করিয়া) প্রমদবনের সীমার মধ্যে যে আমরা এসেচি, তা এই দক্ষিণের বাতাসেই জানা যাচ্চে।

রাজা।—হাঁ, এ যে দক্ষিণ-বায়ু, তা বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্চে। এই দক্ষিণের বাতাস—

মাধবীরে ভিজাইয়া, কুন্দলতা নাচাইয়া,
প্রেম ও দাক্ষিণ্য—দুই করে বিতরণ।
দেখি এই ভাব ওর, হেন মনে হয় মোর
—ব্যবহারে অবিকল যেন কামী জন॥

বিদূ।—মহারাজ! আপনারও ঠিক্ এই ভাব। (পরিক্রমণ) এই প্রমদবনের দ্বার, এইবার প্রবেশ করুন।

রাজা।—সখা! তুমি আগে যাও।

উভয়ে।—(প্রবেশ)।

রাজা।—(সম্মুখে দেখিয়া) সখা! আমি মনে করেছিলেম, প্রমদবনে প্রবেশ করলেই আমার কষ্ট দূর হবে; কিন্তু কৈ, তা তো হচ্চে না—বরং তার বিপরীতই দেখা যাচ্চে।

পশি' এ উদ্যান-মাঝে, কোথা শান্তি? মনে এবে
হতেছে আমার
—স্রোতোবেগে নীয়মান জন যথা, প্রতিকূলে
দেয় গো সাঁতার।

বিদূ।—কেন বলুন দিকি?

রাজা।—দুর্ল্লভ বস্তুর আশে
দুর্নিবার বাসনা পুষিয়া
পঞ্চবাণ পূর্ব্ব হ'তে
উৎকণ্ঠিত করিল এ হিয়া।
তার পর দেখি যবে, উন্মূলিয়া পাণ্ডুপত্র
মলয় পবন
উপবন-সহকারে নবীন অঙ্কুর তার
করে উৎপাদন,
তখন ভাবিয়া দেখ, প্রাণ মোর আরো কত
হয় উচাটন।

বিদূ।—মহারাজ দুঃখ করবেন না। অনঙ্গ সহায় হয়ে শীঘ্রই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন।

রাজা।—ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—দেখুন দেখুন মহারাজ! বসন্তের আবির্ভাবে প্রমদ-বনের কি রমণীয় শোভা হয়েচে।

রাজা।—হাঁ, প্রত্যেক বৃক্ষেই আমি তা দেখ্‌তে পাচ্চি।

মধুশ্রী দেখ গো এবে, বাল্য ও যৌবন-দশা
—এ দুয়ের মধ্যে অবস্থিত।
কুরুবক-অগ্রভাগ, স্ত্রীনখের ন্যায় স্বল্প
পাটল বরণে সুরঞ্জিত,
শ্যামল বরণ আর
ধরে তার দুই পার্শ্বভাগ।
বালাশোক ভেদোন্মুখ,
ধরে চারু গূঢ় রক্তরাগ।
চূতের মঞ্জরী নব
—অপুষ্ট তাহার রজঃ-কণা—
অগ্রভাগে এবে তাই
দেখ কিবা কপিশ-বরণা।

বিদূ।—দেখুন, এই মাধবীলতা-মণ্ডপে প্রস্ফুটিত কুসুমে ভ্রমরেরা বিচরণ করুচে, তাদের পদ-ভরে কুসুমগুলি ঝরে' পড়্‌চে—আর মণিশিলার মঞ্চ-সকল স্থানে স্থানে পাতা রয়েছে। তা দেখুন, এই লতা-মণ্ডপটি এই সকল পূজার সামগ্রী নিয়ে আপনার প্রতীক্ষা করুচে—আপনি এখন আতিথ্য-গ্রহণে ওকে অনুগৃহীত করুন।

রাজা।—তোমার যা অভিরুচি। (পরিক্রমণ করিয়া উভয়ের উপবেশন)

বিদূ।—এইখানে একটু আরামে বোসে, ললিত-লতার শোভা দেখে উর্ব্বশীর ভাবনাটা মন থেকে দূর করুন।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হউক গো বন-লতা বহু-কুসুমিতা,
রমণীয় শাখাপত্রে হোক আনমিতা,
তবু এ চঞ্চল নেত্র
তাহে বদ্ধ থাকিতে না পারে
যে অবধি হেরিয়াছে
রূপসী সে উর্ব্বশী বালারে।

এখন তবে কিসে আমার প্রার্থনা সফল হয়, তারই উপায় চিন্তা কর।

বিদূ।—(হাসিয়া) দেখুন, অহল্যাসক্ত ইন্দ্রের বৈদ্য, আর উর্ব্বশী-আসক্ত আপনার বৈদ্য আমি—আমরা দুজনেই এই ব্যাপারে একবারে উন্মত্ত।

রাজা।—অত্যন্ত স্নেহবশতঃ সুহৃদেরাই এই সব স্থলে উপায় চিন্তা করে।

বিদূ।—(চিন্তা করিতে করিতে) আচ্ছা রসুন, আমি চিন্তা করে' দেখি। কিন্তু আপনি বিলাপ করে' আমার ধ্যান ভঙ্গ কর্‌বেন না।

রাজা।—(শুভ চিহ্নের সূচনায় স্বগত)

দুর্লভ যদিও সেই পূর্ণচন্দ্রাননা,
বৃথায় মদন-চেষ্টা—তাহার ভাবনা,
তবু যেন ইষ্টসিদ্ধি হবে ফলোন্মুখী
এ বিশ্বাসে হৃদি মোর সহসা গো সুখী।

(আশান্বিত হইয়া অবস্থান)

দৃশ্য।—আকাশ।

(আকাশ-পথে উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

চিত্র।—সখি উর্ব্বশী! কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

উর্ব্ব।—সখি! তোমার কি মনে নেই, হেমকূট-শিখরে লতার ডালে আমার সেই গলার হারটি জড়িয়ে যাওয়ায় তোমাকে তা ছাড়িয়ে দিতে বলি; তখন তুমি উপহাস করে' বলেছিলে, এত এঁটে জড়িয়ে গেছে যে, তুমি আর ছাড়াতে পারচো না। তবে এখন আবার জিজ্ঞাসা কর্‌চ কেন, কোন্ অনির্দ্দিষ্ট কারণে যাচ্চি?

চিত্র।—তবে কি সেই রাজর্ষি পুরূরবার কাছেই যাচ্চ?

উর্ব্ব।—হাঁ, সখি, এ কার্য্যে আর আমার লজ্জা নেই।

চিত্র।—আচ্ছা সখি! তুমি কাকে আগে পাঠিয়েছ বল দিকি?

উর্ব্ব।—হৃদয়কে।

চিত্র।—কিন্তু তুমি আপনি এ বিষয় একটু ভাল ক'রে ভেবে দেখ।

উর্ব্ব।—আমি যে এখন মদনের নিয়োগেই চলেচি—এ বিষয়ে আমার আর কি ভাববার আছে বল?

চিত্র।—এর পর, আমার আর উত্তর নেই।

উর্ব্ব।—এখন তবে কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে দেখিয়ে দেও—যেন যাবার সময় পথে আবার কোন বিঘ্ন না ঘটে।

চিত্র।—সখি! নিশ্চিন্ত হও—ভগবান্ দেবগুরু বৃহস্পতি অপরাজিতা নামে শিখাবন্ধনী-বিদ্যা আমাদের শিখিয়েছেন—তাতে দেবদ্বেষী অসুরেরা আর আমাদের অনিষ্ট কর্‌তে পারবে না।

উর্ব্ব।—ওহো! আমি তা ভুলে গিয়েছিলেম।

(সিদ্ধ-মার্গে আসিয়া)

চিত্র।—সখি দেখ দেখ! আমরা রাজর্ষির ভবনে এসে পড়েচি। মনে হচ্চে যেন ভবনটি এই গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমের পুণ্য জলে আপনার মুখ দেখ্‌ছে। আহা! এটি যেন প্রতিষ্ঠান রাজধানীর মাথার মুকুট।

উর্ব্ব।—(অবলোকন করিয়া) কি আর বলব—আমার মনে হয় স্বর্গ যেন এখানে স্থানান্তরিত হয়েচে। সখি! সেই বিপন্ন জনের বন্ধু না জানি এখন কোথায়?

চিত্র।—ইন্দ্রের নন্দন-বনের একাংশের মত ঐ যে প্রমদ-বনটি দেখা যাচ্চে, এসো, ঐখানে নেবে সমস্ত জানা যাক্। (উভয়ের অবতরণ)

চিত্র।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখি! প্রথমোদিত চন্দ্র যেমন জ্যোৎস্নার অপেক্ষায় থাকেন, তেমনি মহারাজ দেখ তোমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন।

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ওলো! মহারাজকে প্রথমে যেমনটি দেখেছিলেম, এখন যেন ওঁকে আরো প্রিয়-দর্শন বলে' মনে হচ্চে।

চিত্র।—ঠিক কথা। তা, এসো, এখন নিকটে যাওয়া যাক্।

উর্ব্ব।—তিরস্করিণী বিদ্যা-প্রভাবে মহারাজের পাশে প্রচ্ছন্ন থেকে এসো আমরা শুনি, মহারাজ প্রিয়বয়স্যের সঙ্গে নির্জ্জনে কি আলাপ কর্‌চেন।

চিত্র।—সখি! তোমার যেমন ইচ্ছে।

(উভয়ের তথাকরণ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! আপনার সেই দুর্লভ প্রণয়িনীর সঙ্গে কি প্রকারে মিলন হ'তে পারে, তার একটা উপায় ঠাওরেচি।

রাজা।—(তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান)

উর্ব্ব।—না জানি সে স্ত্রীলোকটি কে, যে মহারাজের প্রার্থনাসত্ত্বেও নিজেকে ধরা দিচ্চে না?

চিত্র।—সখি! তুমি যে মানুষের মত কথা বলচ। কেন, তুমি কি ধ্যানে জান্‌তে পার না?

উর্ব্ব।—সহসা ধ্যান-প্রভাবে জানতে ভয় হয়।

বিদূ।—আমি আপনাকে নিশ্চয় করে' বল্‌চি, একটা উপায় ঠাওরেছি।

রাজা।—আচ্ছা বল, সে উপায়টা কি।

বিদূ।—নিদ্রার সেবা করুন, তা হ'লে স্বপ্নে তাঁর সঙ্গে মিলন হ'তে পারবে। অথবা সেই উর্ব্বশীর ছবি চিত্র-ফলকে এঁকে তাই দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা করুন।

উর্ব্ব।—(সহর্ষে) দুর্ব্বল ভীরু হৃদয়! আশ্বস্ত হ। আশ্বস্ত হ।

রাজা।—এ দুটোর মধ্যে কোনটাই যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেননা :—

পঞ্চবাণ নিজ শরে
যে শেল বিঁধেছে এই মনে
স্বপ্ন-সমাগমকারী
নিদ্রা এবে সেবিব কেমনে?
অথবা অঙ্কিত করি' চিত্রটি প্রিয়ার
কেমনে নিবারি বল অশ্রুবারি-ধার?

চিত্র।—সখি! কথাটা শুন্‌লে তো?

উর্ব্ব।—শুনলেম—কিন্তু হৃদয়ের পক্ষে যথেষ্ট হ'ল না।

বিদূ।—মহারাজ! এইটুকুই আমার বুদ্ধির দৌড়। আর তো কোন উপায় ভেবে পাচ্চিনে।

রাজা। (নিশ্বাস ফেলিয়া)

যে না বোঝে মোর এই, নিতান্তই নিদারুণ
প্রাণের বেদনা;
মানসী প্রভাবে কিম্বা, জেনেও সে যদি করে
প্রেমাবমাননা
—পঞ্চবাণ সুখী হোক, নিষ্ফল করিয়া মোর
মিলন-কামনা।

চিত্র।—শুন্‌লে সখি?

উর্ব্ব।—(সখীরে দেখিয়া) হায় হায়! মহারাজ তা হ'লে আমাকে এইরূপই বুঝেছেন দেখ্‌চি। কিন্তু আমি তো এখন সম্মুখে গিয়ে মহারাজকে দেখা দিতে পারচিনে। এখন তবে করি কি? আচ্ছা, তবে ধ্যান-প্রভাবে ভূর্জ্জপত্র নির্ম্মাণ করে', তাতে আমার বক্তব্য লিখে পত্রটা তাঁর সাম্‌নে ফেলে দি।

চিত্র।—হাঁ, সেই কথাই ভাল।

(উর্ব্বশী পত্র লিখিয়া নিক্ষেপ)

বিদূ।—(দেখিয়া) বাবা রে! খেলে রে! মহারাজ, এটা কি? একটা সাপের খোলস আমাদের সাম্‌নে কে যেন ফেলে দিলে!

রাজা।—(দেখিয়া) এ সাপের খোলস নয়—এ ভূর্জ্জপত্র, এতে আবার কি লেখা আছে দেখ্‌চি।

বিদূ। বোধ হয়, উর্ব্বশী আপনার বিলাপ শুনে, তুল্য অনুরাগ জানিয়ে প্রেমলিপি লিখে এখানে ফেলে দিয়েছেন।

রাজা।—তা হ'তেও পারে, মনোরথের গতি নাই কোথায়? (গ্রহণ ও পাঠ করিয়া সহর্ষে) সখা! তুমি যা অনুমান করেছ, তাই ঠিক্।

বিদূ। এখন তবে আপনি অনুগ্রহ করে' পড়ে' শোনান্, ওতে কি লেখা আছে, আমার বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্চে।

উর্ব্ব।—ঠাকুর! বলি, তুমি যে একজন রসিক নাগর দেখ্‌চি।

রাজা।—শোন তবে। (পত্রপাঠ)

জানিয়াও তব প্রেম আমা-পরে স্বামি!
যা ভাবিচ তাই যদি হইতাম আমি,
তবে কেন বল দেখি
পারিজাতে হইয়া শয়ান
সে কোমল শয়নেও
কিছুমাত্র না পাই আরাম?
এমন শীতল স্নিগ্ধ
নন্দন-বনের বায়
তবু দহে তনু মোর
জলন্ত অনল প্রায়।

উর্ব্ব।—মহারাজ না জানি এখন কি বলেন।

চিত্র।—আর বল্‌বেন কি? কমল-নালের মত শরীরটি দেখে কি বুঝ্‌তে পারচ না?

বিদূ। ভাগ্যি এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণ মিষ্টান্ন-উপহারের মত সেই দ্রব্যটি দেখিয়েছিল, তাই তো আপনার কতকটা সান্ত্বনা হ'ল।

রাজা।—সখা! সান্ত্বনার কথা কি বল্‌চ?—দেখ :—

ললিতার্থ বাক্য রচি', প্রকাশিয়া তুল্য অনুরাগ,
নিবেদিল প্রিয়া মোর, পত্র-যোগে নিজ মনোভাব।
প্রত্যক্ষ যেন গো আমি, হেরি তারে মোর সন্নিহিত,
প্রিয়ার আননে যেন, এবে মোর আনন মিলিত।

উর্ব্ব।—এই বিষয়ে আমাদের দুজনেরই মনের ভাব সমান।

রাজা।—সখা! আমার আঙুলের ঘামে এই অক্ষরগুলি পুঁছে যাচ্চে, তুমি এই প্রিয়ার পত্রখানি ধর।

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) আপনার বাসনার গাছে এখন ফুল ধরেছে দেখেও উর্ব্বশী কেন এখনও ফলের বিষয়ে সন্দেহ করচেন বলুন দিকি?

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজের কাছে যাবার জন্ম আমার মন বড়ই অধীর হয়েচে—কিন্তু না, আমি ধৈর্য্য ধরে' এখানেই থাকি। সখি, তুই ততক্ষণ ওঁকে দেখা দিয়ে, আমার হয়ে যা বল্বার, তা বলে' আয়।

চিত্র।—আচ্ছা। (মায়া-আবরণ অপনয়ন করিয়া রাজার নিকট গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—(সহর্ষে) এসো ভদ্রে, এসো। দেখ,

গঙ্গা-যমুনার মত দুইটি সখীরে হেরি'
পূর্ব্বে যে আনন্দ মোর হয়েছিল মনে,
এবে সখী-বিরহিতা তোমারে দেখিয়া একা
তেমন আনন্দ আর না পাই ললনে।

চিত্র।—দেখুন, প্রথমে মেঘ দেখা যায়, তার পরে বিদ্যুল্লতা।

বিদূ।—(চুপি চুপি) উর্ব্বশী এলেন না কেন? ইনি বোধ হয় তাঁর সহচরী।

চিত্র।—উর্ব্বশী মহারাজকে নতশিরে প্রণাম করে' এই কথা নিবেদন করচেন—

রাজা।—কি আজ্ঞা করচেন?

চিত্র।—"সেই দৈত্যের অত্যাচার-সময়ে মহারাজই আমার একমাত্র সহায় ছিলেন, সম্প্রতি মহারাজকে দর্শন করে' অবধি মদন আমাকে বড়ই উৎপীড়ন করচে—তাই আবার আমি মহারাজের শরণাগত হলেম।"

রাজা।—দেখ ভদ্রে!

তুমি শুধু বলিতেছ উর্ব্বশীই সমুৎসুক
মিলনের তরে।
তুমি তো গো দেখিছ না, তাঁর লাগি পুরুরবা
কি সহে অন্তরে।
এ প্রণয় উভয়েরি
তাই বলি, করহ যতন
তপ্ত লৌহ-সনে যাতে
তপত লৌহের হয় উচিত মিলন।

চিত্র।—(উর্ব্বশীর নিকটে গিয়া) ওলো, এই দিকে আয়। তোর প্রিয়তমের মদনকে আরও যেন নিষ্ঠুর বলে' আমার মনে হ'ল, তাই আবার তোর কাছে আমি দূতী হয়ে এলেম।

উর্ব্ব।—(মায়া-আবরণ অপনীত করিয়া) তুই সখি রাজার পক্ষ নিয়ে আমাকে সহসা ত্যাগ কর্লি?

চিত্র।—(সস্মিত) এখনি জান্তে পারব, কে কাকে ত্যাগ করে। এখন রাজাকে অভিবাদন কর্।

উর্ব্বশী।—(সলজ্জভাবে মহারাজের নিকটে আসিয়া) জয়! মহারাজের জয়!

রাজা।—সুন্দরি!

আমারে জিনিয়া তুমি, মোর নামে করিতেছ
জয় উচ্চারণ,
—যে বিজয় শবদটি ইন্দ্র ছাড়া অন্য জনে
না করে গমন॥

(হস্ত ধারণ পূর্ব্বক আসনে বসাইয়া)

বিদূ।—ওগো ঠাকরুণ! রাজার প্রিয় বয়স্য ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলে না?

উর্ব্ব।—(মুচকি হাসিয়া) প্রণাম।

বিদূ।—কল্যাণ হোক।

নেপথ্যে দেবদূত।—চিত্রলেখা! উর্ব্বশীকে তাড়া দেও।

যে অষ্ট রসের নাট্য রচিয়া ভরত মুনি
তব হস্তে করিলা অর্পণ
তারি চারু অভিনয়, লোকপালগণ-সাথে
ইন্দ্র চান করিতে দর্শন।

সকলে।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)

উর্ব্বশী।—(বিষণ্ণ)

চিত্র।—দেবদূত যা বল্লেন, তা শুনলে তো প্রিয়সখি? এখন তবে মহারাজকে জানাও।

উর্ব্ব।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) কি বলব, ভেবে পাচ্চি নে।

চিত্র।—মহারাজ! উর্ব্বশী বলচেন, উনি পরাধীনা। অতএব মহারাজের যদি অনুমতি হয়, ওঁর ইচ্ছে, এখন দেবরাজের নিকটে গিয়ে উনি আপনাকে নিরপরাধী করেন।

রাজা।—(কোন প্রকারে বাক্য যোজনা করিয়া) তোমাদের প্রভুর নিয়োগে আমি ব্যাঘাত করতে চাই নে।—কিন্তু এ জনকেও যেন মনে থাকে।

[উর্ব্বশী বিরহ-কাতর হইয়া রাজাকে দেখিতে দেখিতে সখী-সহ প্রস্থান।

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া) এখন আমার চক্ষু-ছুটি ব্যর্থ বলে' মনে হচ্চে।

বিদূ।—(পত্র দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়া) এই ভূর্জ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! উর্ব্বশীকে দেখে এতদূর বিস্মিত হয়েছিলেম যে, ভূর্জ্জপত্রখানি হাত থেকে কখন্ পড়ে' গেছে, আমি জানতেও পারি নি।

রাজা।—কি বল্‌তে যাচ্ছিলে?

বিদূ।—মহারাজ!—আমি বলছিলেম কি, নিরাশ হবেন না, উর্ব্বশীর অনুরাগ আপনাতে যেরূপ দৃঢ়বদ্ধ, তাতে সে এখান থেকে চলে' গেলেও সে বন্ধন কখন শিথিল হবে না।

রাজা।—আমারও তাই মনে হয়। কেন না, প্রস্থানকালে ;—

পরাধীন দেহমাঝে, ছিল যে গো সে বালার
স্বাধীন হৃদয়
স্তনমালা-বিকম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া যেন
অর্পিল আমার।

বিদূ।—(স্বগত) আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে। একটু পরেই তো মহারাজ সেই ভূর্জ্জপত্রটি আমার কাছে চাইবেন।

রাজা।—সখা! এখন আর কি দেখে আমার চক্ষু জুড়োই বল? (স্মরণ করিয়া) সেই ভূর্জপত্রটা নিয়ে এসো দিকি।

বিদূ।—(চারিদিকে দেখিয়া সবিষাদে) কি আশ্চর্য্য! সেটা যে দেখতে পাচ্চিনে। বোধ হয়, যে পথে উর্ব্বশী গেছেন, সে দিব্য ভূর্জপত্রটিও সেই পথে গেছে।

রাজা।—(অসূয়া সহকারে) মূর্খেরা দেখ্‌তে পাই সর্ব্বত্রই অসাবধান। না না—ভাল করে' খুঁজে দেখ।

বিদূ।—(উঠিয়া) এইখানে নিশ্চয়ই কোথাও আছে। বোধ হয় ঐই দিকে—না না, এই দিকে! (অন্বেষণ)

(কাশীরাজপুত্রী দেবী ঔশীনরী, চেটী ও অন্যান্য পরিজনের প্রবেশ)

ঔশী।—ওলো নিপুণিকে! মানবকের সঙ্গে মহারাজ লতাগৃহে, বসে' আছেন সত্যি কি তুই দেখেছিস্?

দাসী।—আমি কি কখন পূর্ব্বে দেবীর কাছে অলীক কথা বলেছি?

দেবী।—আচ্ছা, আমি এই লতার আড়াল থেকে শুনি, ওঁদের মধ্যে কি গোপনীয় কথাবার্ত্তা হচ্চে। আর তা হ'লে আমি জানতে পারব, তোর কথা সত্যি কি না।

দাসী।—যে আজ্ঞে।

ঔশী।—(পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন) নিপুণিকে! নূতন ছেঁড়াকাপড়ের মত দক্ষিণের বাতাসে কি ওটা এই দিকে উড়ে এল?

দাসী।—(চিন্তা করিয়া) এ নিশ্চয় একটা ভূর্জ্জ-পত্র। বাতাসে ওলট-পালট খাচ্চে, তাতে অক্ষরের মত কি যেন লেখা দেখা যাচ্চে। আ মোলো! এ কি! দেবীর নূপুরে এসে ঠেকল যে। আচ্ছা, পত্রটি পড়ে' দেখুন না।

দেবী।—আগে তুই পড়ে' দেখ্ কি লেখা আছে—যদি কোন বিরুদ্ধ কথা না থাকে তো শুনব।

দাসী।—(তথা করিয়া) লোকে যা বলাবলি করে, এ যে দেখ্‌চি তাই। বোধ হচ্চে, এটা একটা কবিতার শ্লোক উর্ব্বশী রাজাকে লিখেছেন, মানবক ঠাকুরের অসাবধানতায় সেটা আমাদের হাতে এসে পড়েচে।

দেবী।—আচ্ছা, আমাকে তবে পড়ে' শোনা দিকি।

দাসী।—(পত্র পাঠ)

দেবী।—ওলো! এই উপহারটি নিয়ে, চল্ সেই অপ্সরা-কামুকের সঙ্গে দেখা করি গে। (পরিজন সহিত লতা-গৃহে গমন)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ! সেই ভূর্জ্জপত্রটি এই প্রমদবনের নিকটস্থ ক্রীড়া-পর্ব্বত-প্রান্তে কি দেখা যাচ্চে না?

রাজা।—(উঠিয়া) ভগবন্ বসন্তসখা মলয়ানিল!

সৌগন্ধের তরে তুমি, লতিকার সুরভিত
সঞ্চিত কুসুম-রেণু কর আহরণ।

কি কাজ হইবে তব, প্রিয়ার স্বহস্তে লেখা
স্নেহের এ লিপিখানি করিয়া হরণ?
এইরূপ শত শত, বিনোদন-উপায়ে যে
কামার্ত্ত পুরুষ করে জীবন ধারণ
—পুনর্মিলন-আশে—পারো কি তাহারে তুমি
এরূপ নির্দ্দয়-ভাবে করিতে পীড়ন?

দাসী।—ঠাকরুণ! দেখুন দেখুন, সেই ভূর্জ্জ-পত্রেরই খোঁজ হচ্চে।

ঔশী।—আচ্ছা, এখন দেখা যাক্ কি করেন। তুই চুপ্ করে' থাক্।

বিদূষক।—দেখুন, এ আবার কি? একটা ম্লানবর্ণ ময়ূরপুচ্ছ—আমি মনে করেছিলেম সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—আমার কি সর্ব্বনাশই হ'ল!

ঔশী।—(সহসা নিকটে আসিয়া) মহারাজ! কেন এত ব্যাকুল হয়েছ—এই সেই ভূর্জ্জপত্র।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে স্বগত) এ কি! দেবী যে! (অপ্রতিভ হইয়া প্রকাশ্যে) এসো দেবি, এসো!

বিদূ।—(চুপি-চুপি) এখন না এলেই ভাল ছিল।

রাজা।—(জনান্তিকে) বয়স্য! এখন এর প্রতি-বিধানের উপায় কি?

বিদূ।—(জনান্তিকে) বামাল শুদ্ধ চোর ধরা পড়েছে—এখন আর মুখের কথায় কিছু হবে না।

রাজা।—দেবি! এ তো আমরা খুঁজছিলেম না—আমরা একটা স্পর্শমণি খুঁজছিলেম।

ঔশী।—হাঁ, নিজের সৌভাগ্য গোপন করাই উচিত বটে।

বিদূ।—দেখুন! শীঘ্র এঁর ভোজনের উদ্‌যোগ করুন—পিত্তদমন হলেই ইনি সুস্থ হবেন।

ঔশী।—নিপুণিকে! ব্রাহ্মণটি নিজ বয়স্যকে তো বেশ সান্ত্বনা দিচ্চেন।

বিদূ।—আপনি দেখুন না কেন, আহারটি ভাল রকম হ'লে পিশাচেরও প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।

রাজা।—মূর্খ! আমাকে যে জোর করে' তুমি অপরাধী করে' দাঁড় করাচ্চ।

ঔশী।—মহারাজ, তোমার কোন অপরাধ নেই। আমিই অপরাধী। আমিই সম্মুখে থেকে তোমাকে বিরক্ত করচি। আমি চল্লেম।

[অভিমান-ভরে প্রস্থানোদ্যত।

রাজা।—
আমি চির-অপরাধী, সুন্দরী প্রসন্ন হও,
—সম্বর' সম্বর' তব রোষ।
সেব্য জন যদি হয় কুপিতা সেবক প্রতি
—নির্দ্দোষী হলেও তার দোষ॥

(পদতলে পতন)

ঔশী।—কপট! আমি এরূপ লঘু-হৃদয় নই যে, তোমার অনুনয়ে আমি ভুলে যাব। কিন্তু তোমার এই অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করলে পাছে পরে আবার অনুতাপ উপস্থিত হয়, আমার শুধু এখন সেই ভয়।

[রাজাকে ত্যাগ করিয়া পরিজনসহ প্রস্থান।

বিদূ।—বর্ষাকালের ঘোলা নদীর মত দেবী অপ্রসন্ন হয়ে চলে' গেলেন। এখন তবে উঠুন মহারাজ!

রাজা।—(উঠিয়া) সখা! ওঁর এরূপ ব্যবহার অসঙ্গত নয়। দেখ:—

প্রেমরস-শূন্য হয়ে প্রিয়-বচনেও যদি
প্রিয়জন অনুনয় করে
কিছুতেই জেনো সখা প্রবেশ করে না তাহা
রমণীর হৃদি-অভ্যন্তরে!
মণি-বেত্তা-কাছে যথা মণির কৃত্রিম রাগ
দেখিবা-মাত্রই ধরা পড়ে॥

বিদূ।—আপনার পক্ষে ভালই হ'ল। চক্ষুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তির সম্মুখে দীপশিখা কথনই সহ্য হয় না।

রাজা।—ও কথা বোলো না। যদিও আমার উর্ব্বশীগত প্রাণ, তবু দেবী আমার বহু মানের সামগ্রী। কিন্তু আমি পায়ে পড়্‌লেও যখন তিনি আমার মান রাখ্‌লেন না, তখন আমিও আর তাঁর সাধ্যসাধনা করচি নে; ধৈর্য্য ধরে' থাকি, দেখি তিনি কি করেন।

বিদূ।—রেখে দিন আপনার ধৈর্য্য। এই ক্ষুধিত ব্রাহ্মণকে এখন বাঁচান। এ দিকে স্নান-ভোজনের সময় হয়ে গেল।

রাজা।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) তাই তো, দিবসের অর্দ্ধভাগ যে গত হয়ে গেছে।

তরুতল-সুশীতল আলবাল-পরে
গ্রীষ্মতাপে তপ্ত হয়ে শিখী বাস করে।

কর্ণিকার পুষ্প ভেদি' ষট্‌পদগণ
তাহার অন্তরে গিয়া করিছে শয়ন।
জলের কুক্কুট ত্যজি' তপ্ত জলাশয়
তীরস্থিত নলিনীরে করয়ে আশ্রয়।
ক্রীড়াগৃহ-নিবাসী সে পিঞ্জরস্থ শুক
জল যাচে হয়ে অতি ক্লান্ত শুষ্ক-মুখ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—ভরতমুনির আশ্রম

(দুই জন ভরতশিষ্য নটের প্রবেশ)

প্রথম।—ওহে ভাই পল্লব! এই অগ্নি-গৃহ হ'তে' গুরুদেব যখন ইন্দ্রভবনে যান, তখন তুমি তো তাঁর আসন নিয়ে সঙ্গে গিয়েছিলে, আর আমি অগ্নি-গৃহ রক্ষার জন্য এখানেই নিযুক্ত ছিলেম। তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌চি, গুরুদেব কি নাটকাভিনয় করে' দেবসভার মনোরঞ্জন করতে পারলেন?

দ্বিতীয়।—দেব গালব, কতদূর তাঁরা তুষ্ট হয়েচেন, বল্‌তে পারি নে। সেই সরস্বতী-কৃত লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর নাটকের অভিনয়-কালে উর্ব্বশী তো বিবিধ নাট্য-রসে একেবারে তন্ময় হয়ে অভিনয় করেছিলেন, কিন্তু—

প্রথম।—তুমি যে রকম করে' কথা শেষ করলে, তাতে যেন বোধ হয় তার মধ্যে কি একটা দোষ ঘটেছিল।

দ্বি।—হাঁ, তিনি ভুলে আর একটা কথা বলে' ফেলেছিলেন।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—সেই নাটকে উর্ব্বশী, লক্ষ্মীর ভূমিকায়—আর মেনকা বারুণীর ভূমিকায় ছিলেন। তা মেনকা যখন জিজ্ঞাসা করলেন, "ত্রিলোকের সুপুরুষ লোকপালেরা কেশবের সহিত এখানে সমাগত হয়েছেন, তা এঁদের মধ্যে তোমার কাকে ভাল লাগে?"

প্র।—তার পর—তার পর?

দ্বি।—তা কোথায় বলবে "পুরুষোত্তম," না উর্ব্বশীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল "পুরূরবা"।

প্র।—আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় ভবিতব্যকেই অনুসরণ করে। আচ্ছা, তাতে গুরুদেব তাঁর উপর রাগ করলেন না?

দ্বি।—হাঁ, গুরুদেব তাঁকে অভিশাপ দিলেন, কিন্তু কি ভাগ্যি তাঁর উপর ইন্দ্রের অনুগ্রহ হ'ল।

প্র।—সে কিরূপ?

দ্বি।—গুরুদেব এই বলে' শাপ দিলেন—"তুই যেমন আমার উপদেশ লঙ্ঘন কর্‌লি, স্বর্গে তোর আর স্থান হবে না"। আবার ইন্দ্র, অভিনয় দেখা শেষ হ'লে লজ্জাবনত-মুখী উর্ব্বশীকে এই কথা বল্লেন, "তুমি যার প্রেমে বদ্ধ, সেই রাজর্ষি যুদ্ধের সময় আমার অনেক সাহায্য করেন, তাঁর উপকার করা আমার উচিত। অতএব যত দিন তোমাদের সন্তান না হয়, তত দিন তুমি মনের সাধে পুরূরবার সহিত একত্র বাস কর"।

প্র।—এ তাঁরই উপযুক্ত কথা হয়েছে। দেবরাজ অন্যের মনের ভাব বিলক্ষণ বোঝেন।

দ্বি।—(সূর্য্যকে দেখিয়া) কথা-প্রসঙ্গে স্নানের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আবার আমাদেরও না অপরাধী হ'তে হয়—চল গুরুদেবের কাছে এই বেলা যাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদের উদ্যান

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—

সকল গৃহস্থজন অর্থের সম্ভোগ তরে
যুবাকালে করয়ে যতন।
পশ্চাৎ বার্দ্ধক্য এলে পুত্র পরে দিয়া ভার
বিশ্রামের করে আয়োজন।
সেবায় মোদের কিন্তু দিন দিন দেহ-ক্ষয়,
—কারাগারে যেন পরিণত।
অন্তঃপুরের এই মহিলা-রক্ষণ-কাজে
আমাদের কষ্ট অবিরত॥

(পরিক্রমণ করিয়া)

কাশী-রাজকন্যা এখন একটা ব্রত পালন কর্‌চেন। তিনি আমাকে বল্লেন, "আমি মান বিসর্জ্জন দিয়ে নিপুণিকার মুখ দিয়ে তাঁকে পূর্ব্বেই সেধেচি। এখন আমার নাম করে' বল, মহারাজের সন্ধ্যাউপাসনাদি

শেষ হ'লে তাঁকে-যেন একবার দেখ্‌তে পাই"। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) রাজভবনে দিবাবসানের ব্যাপারটা বড়ই রমণীয়!

বাস-যষ্টি-পরে দেখ. নিশানিদ্রালসা শিখী
রহিয়াছে যেন খোদা চিত্রের মতন।
গবাক্ষের জাল হ'তে নিঃসৃত ধূপের ধূম,
বল্লভীস্থ পারাবত বলি' হয় ভ্রম।
শুদ্ধান্তের শুদ্ধাচারী যত সব বৃদ্ধজন
পুষ্পবলি বিকিরণ করি' স্থানে স্থানে
যতনে রাখিছে দেখ প্রজ্বলিত অগ্নি-শিখা
মঙ্গল-সন্ধ্যার দীপ উচিত বিধানে।

(নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই যে! এই দিক্ দিয়েই মহারাজ গিয়েছেন।

দীপ হস্তে পরিজন-নারী চারিধার,
তার মাঝে শোভে নৃপ অতি চমৎকার।
পক্ষ-নাশ পূর্ব্বে যথা গতিমান্ গিরি,
—কুসুমিত কর্ণিকার থাকে যারে ঘিরি'।

মহারাজের এই দর্শন-পথে থেকে আমি ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করি।

(পরিজন-পরিবেষ্টিত রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(স্বগত)

কার্য্যান্তরে থাকি' ব্যস্ত, অতিকষ্টে কাটাইনু
দিন কোনক্রমে,
এখন কেমনে বল, যাপিব এ দীর্ঘ রাত্রি
বিনা বিনোদনে?

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়! দেবী মহারাজকে এই কথা নিবেদন কর্‌চেন, "মণি-প্রাসাদের ছাদে সুন্দর চন্দ্রোদয় হয়েছে। মহারাজের পাশে বসে' আমি দেখ্‌ব কতক্ষণে চন্দ্র-রোহিণীর যোগ আরম্ভ হয়"।

রাজা।—দেখ লাতব্য! দেবীকে বল, তাঁর যা ইচ্ছা।

কঞ্চুকী। যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—বয়স্য! দেবী কি সত্য সত্যই ব্রতের জন্য এইরূপ উদ্‌যোগ কর্‌চেন?

বিদূ।—আমার মনে হয়, আপনার সপ্রণিপাত অনুনয় অগ্রাহ্য করায় এখন অনুতাপ হয়েচে, তাই ব্রতের ছল করে' এখন সেই অপরাধ ক্ষালনের চেষ্টা করচেন।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

মনস্বিনী নারীগণ
প্রণিপাত-অনুনয় করি' হতাদর
পরে করে অনুতাপ,
মনে মনে থাকি' সদা লজ্জায় কাতর।

আচ্ছা, এখন আমাকে মণি-প্রাসাদের ছাদে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে। এই গঙ্গা-তরঙ্গের ন্যায় সুন্দর স্ফটিক-মণি-সোপানে আরোহণ করুন। এই প্রদোষ-সময়ে মণিপ্রাসাদটি বড়ই রমণীয়।

রাজা।—তুমি আগে ওঠো। (সকলের আরোহণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) এইবার বোধ হয় চাঁদ উঠ্‌বে। অন্ধকার চলে' গেছে—পূর্ব্বদিকে সুন্দর আলো দেখা যাচ্চে।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

শশাঙ্ক, উদয়াচলে গূঢ় অবস্থিত,
তাহার কিরণ-জালে তম অপসৃত।
পূর্ব্বদিক্-মুখ হ'তে আলোকের গুচ্ছ যেন
নিল সরাইয়া
আহা কি সুন্দর শোভা! নয়ন-যুগল মোর
লইল হরিয়া।

বিদূ।—হি হি হি! ওগো ঐ যে, খাঁড়ের লাড়ুটির মত দ্বিজরাজ উদয় হয়েছেন।

রাজা।—(সস্মিত) কি আশ্চর্য্য! পেটুকেরা আহারের সামগ্রীই সর্ব্বত্র দেখ্‌তে পায়।

(কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর)

ভগবান্ নিশানাথ!

সাধুদের ক্রিয়া তরে রবির দেহেতে তুমি
কর গো প্রবেশ।
দেবগণ পিতৃগণ তাহাদের তৃপ্তিদান,
করহ বিশেষ।
হনন করহ তুমি নিশাব্যাপ্ত তম,
হর শিরে বাস তব, তোমায় গো নমঃ।
(উত্থান)

বিদূ।—দেখুন, আপনার পিতামহ চন্দ্র এই ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে অনুমতি দিচ্চেন "আপনি বসুন"—তা হ'লে আমিও একটু আরাম করে' বস্‌তে পাই।

রাজা।—(বিদূষকের কথায় উপবেশন ও পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) এখন জ্যোৎস্না উঠেছে—এখন দীপের আলো বাহুল্য-মাত্র। যাও, তোমরা বিশ্রাম কর গে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—(চন্দ্রমাকে দেখিয়া) বয়স্য! একটু পরেই দেবী আস্‌বেন। এই বেলা নির্জ্জনে আমার মনের অবস্থা তোমাকে খুলে বলি।

বিদূ।—সে তো দেখ্‌তেই পাচ্চি, কিন্তু তাঁর যেরূপ আপনার প্রতি অনুরাগ, তা দেখে মনে হয়, আশার বন্ধনে এখনও আপনি প্রাণকে বেঁধে রাখ্‌তে পারেন।

রাজা।—সে কথা সত্য। কিন্তু আমার মনের উদ্বেগ যে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেচে।

নদীর প্রবাহ যথা বিষম শিলার প্রতিঘাতে
বহু স্রোতে হয় প্রবাহিত,
সেইরূপ প্রেম মোর বাধা পেয়ে মিলনের সুখে
শত গুণে হয় গো বর্দ্ধিত।

বিদূ।—আপনার শরীর যদিও ক্ষীণ হয়ে গেছে—তবু যেন এতে আপনাকে আরো ভাল দেখাচ্চে। তাতেই বোধ হয়, আপনার শীঘ্রই প্রিয়-সমাগম লাভ হবে।

রাজা।—(শুভ সূচনা) বয়স্য!
আশাপ্রদ বাক্যে তুমি, আশ্বাসিলে ব্যথিত এ জনে।
আশ্বাস লভিনু আরো, এ দক্ষিণ বাহুর স্পন্দনে॥

বিদূ।—ব্রাহ্মণের বাক্য কখন অন্যথা হয় না।

(রাজা আশান্বিত হইয়া অবস্থান)

(আকাশ-পথে অভিসারিকা-বেশে সজ্জিতা উর্ব্বশী ও চিত্রলেখার প্রবেশ)

উর্ব্ব।—(আপনাকে দেখিয়া) ওলো চিত্রলেখা! মুক্তাভরণ ভূষিত অভিসারিকার এই নীলাম্বর বেশটি কি তোর পছন্দ হয়েচে?

চিত্র।—এত ভাল লেগেছে যে, কি বলে' প্রশংসা কর্‌ব, ভেবে পাচ্চি নে। আমার শুধু এই মনে হচ্চে, আমি যদি পুরূরবা হতেম, তা [illegible] না জানি কি হ'ত।

উর্ব্ব।—সখি! দেখ, মদন তোমাকে আজ্ঞা করচেন, শীঘ্র আমাকে সেই সুপুরুষটির গৃহে নিয়ে চল।

চিত্র।—এই [illegible] প্রিয়তমের ভবনে এসেছি। [illegible] মনে হয়, কৈলাস-শিখর যেন স্থানান্তরিত হয়েছে।

উর্ব্ব।—এখন ধ্যান-প্রভাবে জানো দিকি, আমার হৃদয়-চোর এখন কোথায় আছেন, আর কি কর্‌চেন?

চিত্র।—(ধ্যান করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এর সঙ্গে একটু রঙ্গ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওলো! তিনি এখন প্রিয়সমাগম-সুখ লাভ করে' উপভোগের জন্য প্রস্তুত।

উর্ব্ব।—(বিষণ্ণ ভাব)

চিত্র।—দূর বোকা, এও বুঝিস্ নে? তিনি আবার কোন্ প্রিয়জনের চিন্তা করবেন?

উর্ব্ব।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) আমার হৃদয় অতি অনুদার, তাই সন্দেহ করচে।

চিত্র।—(দেখিয়া) এই যে মণি-ভবনের উপর রাজর্ষি, আর, সঙ্গে তাঁর বয়স্য। চল, আমরা নিকটে যাই।

(উভয়ের অবতরণ)

রাজা।—দেখ সখা, রাত্রি হলেই প্রিয়জনের জন্য কেমন হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

উর্ব্ব।—এই অস্পষ্ট কথায় আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠ্‌চে। আড়াল থেকে এঁদের বিশ্রম্ভালাপ শোনা যাক্—দেখি, তাতে যদি আমাদের সন্দেহ ভঞ্জন হয়।

চিত্র।—সখি, সেই কথাই ভাল।

বিদূ।—মহারাজ! এই অমৃতময় চাঁদের কিরণ তো এখন উপভোগ করুন।

রাজা।—এ-সবে এ রোগ সারবার নয়। দেখ:—

নব পুষ্প-শয্যা কিম্বা চাঁদের কিরণ,
মণিময় হার কিম্বা সর্ব্বাঙ্গে চন্দন,
কিছুতে যাবার নয় এ মদন-ব্যথা।
সেই দিব্যাঙ্গনা শুধু, আর—

উর্ব্ব।—না জানি আবার কে!

রাজা।— আর তারি কথা
গোপনে যা শোনা যায়, তাহাই এখন
লাঘবিতে পারে এই হৃদয়-বেদন।

উর্ব্বশী।—হৃদয়! তুই আমাকে ছেড়ে যে ওঁতে আসক্ত হয়েছিস, তারই এই উচিত ফল পেলি।

বিদূ।—আমিও যখন মিষ্ট হরিণের মাংস ভোজন করতে না পাই, তখন তার কথা কয়েই নিজেকে আশ্বস্ত করি।

রাজা।—কিন্তু তুমি তো তা পেয়ে থাকো।

বিদূ।—আপনিও শীঘ্র পাবেন।

রাজা। সখা! আমার তাই মনে হচ্ছে।

চিত্র।—ওলো অসন্তুষ্টে! শোন্ লো শোন্।

বিদূ।—কি মনে হচ্ছে?

রাজা।— রথ-কম্পে নিপীড়িত
স্কন্ধ মোর স্কন্ধেতে তাহার।
এ অঙ্গই শুধু কৃতী,
অন্য অঙ্গ ধরণীর ভার॥

চিত্র।—তবে আর এখন বিলম্ব কর্‌চ কেন?

উর্ব্বশী।—(সহসা নিকটে আসিয়া) ওলো! এই দ্যাখ্, আমি সম্মুখে এসেছি, তবুও মহারাজ উদাসীন।

চিত্র।—(সস্মিত) অতি ব্যস্ততার দরুণ তোর মায়া-আচ্ছাদনটি এখনও যে ছাড়িস্‌নি।

নেপথ্যে।—এই দিকে ঠাকুরাণি, এই দিকে!

সকলে।—(কর্ণপাত)

উর্ব্বশী।—(সখীর সহিত বিষণ্ণা)

বিদূ।—কি সর্ব্বনাশ! দেবী এসে উপস্থিত। এখন আপনি চুপ করে' থাকুন—কথা কবেন না।

রাজা।—তুমিও দেখো, তোমার আকার-ইঙ্গিতে কিছু যেন প্রকাশ না হয়!

উর্ব্বশী।—এখন কি করা যায়?

চিত্র। ভাবনা কিসের? আমরা তো এখন অদৃশ্য। রাজমহিষীও দেখ্‌ছি ব্রত-বেশে আছেন—তাই মনে হচ্ছে, এখানে অধিকক্ষণ থাক্‌বেন না।

(দেবী ও তাঁহার সহিত উপহার-হস্তে
পরিজনের প্রবেশ)

দেবী।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দেখ নিপুণিকে! রোহিণীর সঙ্গে মিলন হয়ে ভগবান্ চন্দ্রের আরও কত শোভা হয়েছে।

দাসী।—মহারাজের সহিত মিলন হ'লে দেবীকেও আরও সুন্দর দেখাবে।

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি নে, উনি স্বস্তি-উপহার দিতে এসেছেন —না এখন কোপের শান্তি হওয়ায় ব্রতের ছল করে' সেই প্রণিপাত-লঙ্ঘনের দোষটা কাটাবার জন্য এসেছেন। যাই হোক, দেবীকে আজ সুপ্রসন্না দেখ্‌চি।

রাজা।—(সস্মিত) উভয়ের জন্যই এসেছেন। তবে, তুমি শেষে যেটা বল্লে, সেইটিই আমার ঠিক বলে' মনে হয়।

শুভ্র বাস পরিধান মঙ্গল-ভূষণ মাত্র
করেন ধারণ।
পবিত্র দূর্ব্বাঙ্কুরে লাঞ্ছিত অলক-গুচ্ছ
ব্রতের কারণ।
গর্ব্ব-ভাব নাহি আর, প্রসন্ন আমার পরে
দেখি গো এখন॥

দেবী।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

পরিজন।—জয় মহারাজের জয়!

বিদূ।—কল্যাণ হোক্!

রাজা।—এসো দেবি, এসো! (হাত ধরিয়া বসাইয়া)

উর্ব্বশী।—ওলো! ইনি দেবী নামেরই যোগ্য। তেজস্বিতায় শচী অপেক্ষা কিছুমাত্র হীন নন।

চিত্র।—সখি! তুমি যে ওঁকে ঈর্ষ্যার ভাবে না দেখে ওঁর প্রশংসা কর্‌চ, এতে তোমাকে সাবাস বলি।

দেবী।—মহারাজ! তোমাকে সম্মুখে রেখে আমার কোন একটা ব্রতের অনুষ্ঠান কর্‌তে হবে। তা, একটুখানির জন্য কষ্ট করে' আমার এই উপরোধটি রক্ষা কর।

রাজা।—সে কি কথা? এ তো উপরোধ নয়—এ তো অনুগ্রহ।

বিদূ।—এই রূপ স্বস্তিবাচনের উপরোধটা যেন সর্ব্বদাই করা হয়।

রাজা।—দেবি! এ ব্রতটির নাম কি?

দেবী।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টিপাত)

বিদূ।—মহারাজ! এ ব্রতের নাম:—"প্রিয়-প্রসাদন"।

রাজা।—(দেবীর প্রতি চাহিয়া) তাই যদি হয়, তবে—

ব্রত করি' হে কল্যাণি, মৃণাল-কোমল-গাত্রে
কেন ক্লেশ দেও অকারণ?
যে তব প্রসাদ তরে উৎসুক রয়েছে সদা
সে দাসে কিসের প্রসাদন?

উর্ব্ব।—রাজা দেবীকে দেখ্‌চি খুব মান্য করেন।

চিত্র। সখি, তুই দেখ্‌চি ভারি হাবা—এও বুঝিস্‌নে? যে সকল নাগর পরস্ত্রীতে আসক্ত, তাদের ভদ্রতা খুব বেশি।

দেবী।—(সস্মিত) তুমি যে মহারাজ এমন করে' আমাকে বল্‌চ, এ আমার ব্রতেরই প্রভাব বল্‌তে হবে।

বিদূ।—এখন চুপ করে' থাকুন। এমন ভাল কথার কোন প্রতিবাদ কর্‌বেন না।

দেবী।—ওলো, এইখানে উপহার-গুলি নিয়ে আয়—ততক্ষণ আমি এই মণিভবনে যে চন্দ্রকিরণ পড়েচে, তার অর্চ্চনা করি।

পরিজন।—এই গন্ধপুষ্পাদি উপহার।

দেবী।—(গন্ধপুষ্পাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া) ওলো! এই মোদক উপহারগুলি মানবক-ঠাকুরকে দে।

পরিজন।—যে আজ্ঞে. ওগো মানবক-ঠাকুর! এইগুলি তোমার।

বিদূ।—(মোদকের সরা গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক! এই উপবাসে যেন তোমার বহু ফল লাভ হয়।

দেবী।—মহারাজ! একবার এই দিকে এসো না।

রাজা।—এই এসেচি।

দেবী।—(রাজাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত) এই রোহিণী-চন্দ্র দেবতাযুগলকে সাক্ষী করে, আর্য্যপুত্রকে প্রসন্ন করচি। আজ হ'তে যে রমণীকে আর্য্যপুত্র প্রার্থনা করবেন এবং যে কামিনী আর্য্যপুত্রের সমাগম ইচ্ছা করবেন, আমি তার সহিত প্রীতিবন্ধনে অবস্থান কর্‌ব.

উর্ব্ব।—ও মা, এ কি কথা! না জানি কি ভাবে এটা বল্লেন। যা হোক্‌, এখন আমার সন্দেহ ভঞ্জন হয়ে হৃদয় পরিষ্কার হ'ল।

চিত্র।—সখি! এই মহানুভব পতিব্রতার অনুমতি হয়েছে, এখন প্রিয়জনের সহিত নির্ব্বিঘ্নে তোমার মিলন হ'তে পার্‌বে।

বিদূ।—(চুপি চুপি) মাছ পালিয়ে গেলে ছিন্ন-হস্ত হতাশ ধীবর বলে—"যাক্‌, আমার ধর্ম্ম হবে"। (প্রকাশ্যে) মহারাজের প্রতি কি আপনার এইরূপ ভালবাসা?

দেবী।—মূর্খ! এও বুঝ্‌লে না? আমার নিজের সুখ বিসর্জ্জন করে' মহারাজকে আমি সুখী কর্‌তে চাই। তুমি কেবল এখন এইটুকু ভেবে দেখ, মহারাজের পক্ষে এটা ভাল হ'ল কি না।

রাজা।—

অন্তরে বিলায়ে দেও, কিম্বা মোরে রাখ তব
ক্রীতদাস করে',
—সকলি করিতে পার, কিন্তু আমি নহি যাহা
ভাব তুমি মোরে।

দেবী।—তুমি তা হও বা না হও, আমি তো নিয়মমত আমার প্রিয়-প্রসাদন-ব্রত সম্পন্ন কর্‌লেম। (দাসীর প্রতি) এখন আয় বাছা, আমরা যাই।

(প্রস্থানোদ্যত)

রাজা।—প্রিয়ে! আমাকে যদি এখন ছেড়ে চলে' যাও, তা হ'লে আমাকে আর প্রসন্ন করা হ'ল কৈ?

দেবী।—মহারাজ! আমি পূর্ব্বে কখনও নিয়ম লঙ্ঘন করি নি। এখন এখানে থাক্‌লে আমার ব্রত-পালনের ব্যাঘাত হবে।

[পরিজনের সহিত দেবীর প্রস্থান।

উর্ব্ব।—ওলো! রাজর্ষি দেখ্‌চি আপনার স্ত্রীকে ভালবাসেন। কিন্তু আমি ত এখন মহারাজের নিকট হ'তে আমার হৃদয়কে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌চি নে।

চিত্র।—কিন্তু তুই নিরাশ হচ্চিস কেন—হৃদয়কে আবার ফেরাবি কেন বল্‌ দিকি?

রাজা।—(আসনের নিকটে আসিয়া) বয়স্য! দেবী এখনও বোধ হয় বেশি দূরে যান নি।

বিদূ।—যা বল্‌তে চান, খুলে বলুন। বৈদ্য যেমন রোগীকে অসাধ্য বলে' ত্যাগ করে, উনি তেমনি আপনাকে স্বইচ্ছায় ত্যাগ করে' গেছেন।

রাজা।—আর উর্ব্বশী?

উর্ব্ব।—আজ কৃতার্থ হবে।

রাজা।—এই সময়ে—

প্রচ্ছন্না সে রূপসীর মধুর নূপুর-ধ্বনি,
যদি শ্রুতিপথে মোর হয় গো পতিত,
পশ্চাৎ হইতে আসি,' অতি ধীরে ধীরে যদি
নেত্র মোর করাম্বুজে করেন আবৃত,
এই হর্ম্ম্যতলে নামি,' লজ্জাভয়-বশে যদি,
বিলম্বিত গতি হয়—না সরে চরণ,
সুচতুর সখী তাঁর প্রতিপদে জোর করি',
যদি তাঁরে মোর কাছে করে আনয়ন—

উর্ব্ব।—ওলো! ওঁর এই ইচ্ছাটি তবে পূর্ণ করা যাক্।

(পশ্চাৎ হইতে গিয়া চক্ষু আবৃতকরণ)

চিত্র।—(বিদূষককে জ্ঞাপন)

রাজা —(স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া) সখা! এ নিশ্চয়ই উর্ব্বশীর করস্পর্শ।

বিদূ। কি করে' আপনি জানলেন?

রাজা।—এ কি আর জান্‌তে বাকি থাকে?

অনঙ্গ-তাপিত অঙ্গ করে কি গো সুখবোধ
অন্য কোন হস্তের পরশে?
রবি-করে কভু কি গো কুমুদ প্রফুল্ল হয়?
—চন্দ্র-করে ফোটে সে হরষে॥

উর্ব্ব।—(চক্ষু হ'তে হস্ত সরাইয়া উত্থান এবং কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—এসো সুন্দরি, এসো। (একাসনে উপবেশন করাইয়া)

চিত্র।—সখা! সুখে আছ তো?

রাজা।—এত দিনের পর আজ সুখলাভ হ'ল।

উর্ব্ব।—ওলো! মহারাজকে দেবী আমায় দান করে' গেছেন, তাই আমি প্রণয়িনীর মত ওঁর শরীর স্পর্শ করে' আছি; এ মনে কোরো না—আমি উপরি-পড়া হয়ে এসেছি।

বিদূ। এ কি! দুজনের সূর্য্যই যে এইখানে অস্তগত হ'ল।

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

দেবী-দত্ত বলি' যদি এবে মোর দেহ তুমি
কর আলিঙ্গন,
পূর্ব্বে কার আজ্ঞা পেয়ে তুমি করেছিলে মোর
হৃদয় হরণ?

চিত্র।—সখা! উনি নিরুত্তর। আচ্ছা, এখন আমার একটি নিবেদন আছে—আপনার শুন্‌তে হবে।

রাজা।—বল, মনোযোগ দিয়ে শুন্‌চি।

চিত্র।—বসন্তের পর গ্রীষ্মকাল এলে সূর্য্যদেবের উপাসনা কর্‌তে আমার যেতে হবে। তা, আমার অবর্ত্তমানে যাতে আমার প্রিয়সখী স্বর্গের জন্য উৎকণ্ঠিতা না হন, এইটি আপনি কর্‌বেন।

বিদূ।—স্বর্গে এমন কি আছে যে, সেখানকার কথা মনে পড়বে? সেখানে না পাওয়া যায় কিছু খেতে, না পাওয়া যায় কিছু পান কর্‌তে। কেবল, মৎস্যের মত অনিমিষ হয়ে চেয়ে থাক্‌তে হয়।

রাজা।—ভদ্রে!

স্বর্গ-সুখ অনির্দ্দেশ্য, কে বল ঘটাতে পারে
সে স্বরগ-সুখের বিস্মৃতি?
এইমাত্র বলি আমি, অন্য নারী-সাধারণে
এ দাসের নাহি কোন প্রীতি॥

চিত্র।—এ কথা শুনে অনুগৃহীত হলেম। ওলো উর্ব্বশি! অকাতরে আমাকে এখন তবে বিদায় দে।

উর্ব্ব।—(চিত্রলেখাকে আলিঙ্গন করিয়া) সখি আমাকে ভুলো না।

চিত্র।—(সস্মিত) সখার সঙ্গে তোমার মিলন হ'ল—এ প্রার্থনা এখন আমিই কর্‌তে পারি।

[রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

বিদূ।—আজ কি সৌভাগ্য—মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল। এখন খুব আনন্দ করুন।

রাজা।—এতে যে আমার কতটা আনন্দ হয়েছে, তা আর কি বল্‌ব!—দেখ:—

সামন্তগণ-মস্তক-মণির প্রভায়
রঞ্জিত এ পাদ-পীঠ সত্য,
একচ্ছত্র প্রভু আমি নিখিল ধরায়
—সরবত্র মোর আধিপত্য।
এ সমস্ত লভিয়াও দেখ ওগো সখা!
হই নাই তেমন কৃতার্থ
যেমন লভিয়া আজি ওই চরণের
রমণীয় মধুর দাসত্ব॥

উর্ব্ব।—এর পর, আমি আর কি বল্‌তে পারি?

রাজা।—(উর্ব্বশীর হস্ত ধরিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই অভীষ্টলাভের সঙ্গে সঙ্গে, আগে যা কষ্টদায়ক ছিল, এখন, তাই আবার অনুকূল ভাব ধারণ করেচে।

দেখ সুন্দরি!

গাত্রে মোর সুধা ঢালে শশাঙ্কের কর,
দিব্য অনুকূল এবে মদনের শর।
যাহা যাহা আগে হ'ত রুক্ষ বিবেচনা
—তব সম্মিলনে এবে দেয় গো সান্ত্বনা।

উর্ব্ব।—মহারাজের কাছে এ চির-দাসীর বিস্তর অপরাধ হয়েচে।

রাজা—না না—সে কি কথা?

দুঃখ যাহা শেষে হয় সুখে পরিণত
তাহাই অধিক স্বাদু হয় গো নিয়ত।
আতপের খর তাপে যে গো পায় ক্লেশ
তারি পক্ষে তরুচ্ছায়া আরাম বিশেষ।

বিদূ।—দেখুন, প্রদোষ-কালের রমণীয় চন্দ্র-কিরণ তো বেশ উপভোগ করা গেল। এখন ঘরে যাবার সময় হয়েচে।

রাজা।—আচ্ছা, তুমি তবে তোমার সখীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক্ দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে।

রাজা।—সুন্দরি! আমার এখন এই প্রার্থনা:—

উর্ব্ব।—কি?—বলুন।

রাজা।—যত দিন হয় নাই সিদ্ধ মনোরথ
—এক রাত্রি মনে হ'ত যেন রাত্রি শত।
এবে তব সমাগমে তাই যদি হয়
সুন্দরি কৃতার্থ আমি হই গো নিশ্চয়।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—গন্ধমাদন পর্ব্বত-প্রান্তে
"অকলুষ"-অরণ্য

(বিমনস্ক-ভাবে চিত্রলেখা ও সহজন্যার প্রবেশ)

সহ।—(চিত্রলেখাকে দেখিয়া) সখি! ম্লান কমলিনীর মত তোমার মুখখানি শুকিয়ে গেছে, তাতে বেশ বোধ হচ্চে, তোমার মনটা ভাল নেই। তা বল না কি হয়েচে, তা হ'লে আমিও তোমার ব্যথার ব্যথী হ'তে পারি।

চিত্র।—উর্ব্বশীকে ছেড়ে, অপ্সরাদের পালা-অনুসারে আজ আমাকে সূর্য্যের চরণ-সেবা করতে হবে —তাই উর্ব্বশীর জন্য আমার ভাবনা হয়েচে।

সহ।—তোমাদের দুজনের মধ্যে যেরূপ ভালবাসা, তা আমি জানি।—তার পর?

চিত্র।—তা এখন সখী কি ভাবে আছেন, ধ্যান করে' জান্‌লেম, তাঁর এখন বিষম বিপদ উপস্থিত।

সহ।—(আবেগ-সহকারে) কিরূপ বিপদ?

চিত্র।—মন্ত্রীর উপর সমস্ত রাজ্যভার দিয়ে, উর্ব্বশী প্রেমাসক্ত রাজর্ষিকে নিয়ে গন্ধমাদন-বনে বিহার করতে গেছেন।

সহ।—তা, এই সব স্থানই তো প্রকৃত সম্ভোগের স্থান—তার পর?

চিত্র।—তার পর, মন্দাকিনী-তীরে উদয়বতী নামে একটি বিদ্যাধর-বালিকা বালুকা-পর্ব্বতের উপর খেলা কর্‌ছিল, তাই রাজর্ষি তাকে চেয়ে-চেয়ে দেখ্‌ছিলেন, এতেই প্রিয়সখীর রাগ হ'ল।

সহ।—তা হ'তে পারে। উর্ব্বশী নাকি রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, তাই তাঁর এ রকম একটুও সহ্য হয় না! তার পর—তার পর?

চিত্র।—তার পর, স্বামীর অনুনয় অগ্রাহ্য করে,' গুরুর অভিশাপে দেবতাদের নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, স্ত্রী-জনের-প্রবেশ-নিষিদ্ধ সেই কুমার কার্ত্তিকেয়ের বনে উর্ব্বশী যেমন প্রবেশ কর্‌লেন, অমনি তিনি একটি লতারূপে পরিণত হলেন।

সহ।—তাঁর অনুরাগ হতেই যখন এইরূপ অনর্থ সহসা ঘট্‌ল, তখন বল্‌তে হবে, বিধাতারও নিয়ম অলঙ্ঘনীয় নয়। আহা, না জানি রাজর্ষির এখন কি অবস্থা হয়েচে!

চিত্র।—সেই কাননে প্রিয়তমার চিন্তাতেই তিনি এখন দিন-রাত কাটাচ্চেন। আবার, এই যে মেঘ উঠেচে, এতে সুখী জনেরও মনে উৎকণ্ঠা জন্মে দেয়, তা এঁর পক্ষে না জানি আরও কত কষ্টদায়ক হবে।

সহ।—সখি! যাদের এমন সুন্দর আকৃতি, তারা কখনই দীর্ঘকাল দুঃখ-ভাগী হয় না। অবশ্যই দৈব-অনুগ্রহে পুনর্ম্মিলনের একটা কিছু কারণ শীঘ্রই

ঘটবে। ঐ সূর্য্যদেব উদয় হচ্চেন—এসো, এখন আমরা ওঁর চরণ-সেবা করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(উন্মত্ত-বেশে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! দাঁড়া—দাঁড়া—আমার প্রিয়তমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্চিস্? কি উৎপাত! আকাশে উঠে শৈল-শিখর হ'তে আমার উপর যে বাণ বর্ষণ কর্‌চে। (চিন্তা করিয়া)

নব জলধর এ যে—নহে দৃপ্ত বর্ম্মাবৃত
রাক্ষস ভীষণ।
এ যে দেখি দূরাকৃষ্ট ইন্দ্রধনু—এ তো কভু
নহে শরাসন।
প্রবল এ বৃষ্টিপাত, এ তো নহে রাক্ষসের
বাণ-পরম্পরা,
কনক-নিকষ-স্নিগ্ধ বিদ্যুৎ এ—এ তো নহে
প্রেয়সী অপ্সরা।

(চিন্তা করিয়া)

তবে সে রম্ভোরু না জানি এখন কোথায়?
থাকিবে কি কোপ-বশে হইয়া প্রচ্ছন্ন-কায়
শক্তির প্রভাবে?
কিন্তু সে যে নাহি পারে থাকিতে গো বহুক্ষণ
মানিনীর ভাবে।
যদি স্বর্গে গিয়া থাকে— আমা প্রতি পুন তার
হবে আর্দ্র মন,
সম্মুখে থাকিতে আমি দৈত্যেরা কি সাধ্য তারে
করে গো হরণ।
তবে সে যে একেবারে নেত্র-অগোচর হ'ল
তাই বা কেমন?

(চারিদিকে চাহিয়া সনিশ্বাসে) হায়! হতভাগ্য জনের একটা দুঃখ যেন অন্য দুঃখের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা। কেননা :—

সহসা গো সুদুঃসহ প্রিয়ার বিচ্ছেদ-কষ্ট
এ সময়ে হ'ল উপস্থিত।
নব জলধর যবে করিবে গো দিনগুলি
রমণীয় আতপ-রহিত॥

(হাসিয়া) কেন বৃথা এই মনস্তাপ আমি সহ্য কর্‌চি? মুনিরা তো বলেন—রাজাই কালের কারণ। আচ্ছা, তবে কি আমি এই বর্ষাকাল স্থগিত রাখ্‌তে আজ্ঞা দেব? কিন্তু না, এই বর্ষার লক্ষণগুলিই আমার রাজোপচার-স্বরূপ। এই দেখ না :—

বিদ্যুল্লেখাঙ্কিত অভ্র— সুবর্ণ-রঞ্জিত চারু
চন্দ্রাতপ যেন প্রসারিত,
এ নিচুল তরুগণ মঞ্জরী-চামর যেন
করে ধরি' করে সঞ্চালিত।
গ্রীষ্ম-অবসানে দেখ উচ্চৈঃস্বরে করে গান
বন্দী শিখী যত
বণিক জলদ-দল আনিতেছে সঙ্গে করি'
ধারা-হার কত।

যা হোক্—এই সব রাজ-বিভবের শ্লাঘা করে' আর কি হবে? আচ্ছা, আমি তবে এখন এই কাননে আমার প্রিয়াকে অন্বেষণ করি। (দেখিয়া) হায়! প্রিয়ার অন্বেষণ করতে গিয়ে এইগুলি যে আরও আমার বিরহের উদ্দীপক হয়ে উঠ্‌ল।

নব কন্দলীর ফুল সলিল-গরভ, আর
আরক্ত বরণ;
—অভিমানে ছলছল প্রিয়ার সে আঁখি দেয়
করিয়া স্মরণ।

যদি এই দিক্ দিয়ে গিয়ে থাকেন, কি করে' এখন তাঁর সন্ধান করি?

কেন না :—

বর্ষাসিক্ত বালুময় এই চারু বনভূমি
চরণ-পরশ তাঁর যদি গো লভিত,
সে গুরু নিতম্বভারে নত যে চরণ, তার
অলক্ত-রঞ্জিত পংক্তি হইত অঙ্কিত।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) যে পথ দিয়ে মানিনী চলে' গেছেন, তার চিহ্ন এইবার দেখ্‌তে পেয়েছি। সেই নিম্ননাভি সুন্দরী—

বাধা ঠেলি' মান-ভরে করিয়া গমন
ফেলিয়া গিয়াছে তার স্তনের বসন।
সে বসন শ্যামবর্ণ শুকোদর-প্রায়,
অশ্রুসিক্ত ওষ্ঠরাগ অঙ্কিত তাহায়।

(চিন্তা করিয়া) এ কি! এ যে ইন্দ্রগোপ-কীটপূর্ণ একটি শ্যামল নব তৃণভূমি। এই নির্জ্জন বনে কি

করে' প্রিয়ার সন্ধান পাই? (দেখিয়া) এই যে, বৃষ্টি-ধারায় উচ্ছ্বসিত এই শৈল-ভূমির পাষাণ-স্তূপে প্রিয়া বুঝি আরোহণ করেছেন :—

উর্দ্ধে কণ্ঠ উত্তোলিয়া, কেকারবে পূরি দিক্
শিখিগণ নেহারিছে মেঘে,
নড়িছে শিখণ্ড-গুলি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ি
প্রবল সে সমীরণ-বেগে।

(নিকটে আসিয়া) আচ্ছা ভাল,
ওকে জিজ্ঞাসা করি।

এ অরণ্যে কর বাস ধবল-অপাঙ্গ ওগো
নীলকণ্ঠ শিখি!
উৎকণ্ঠা-হেতু মোর দীর্ঘাপাঙ্গ প্রেয়সীরে
দেখনি তুমি কি?

এ কি! কোন উত্তর না দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল যে! এর হর্ষের কারণ না জানি কি। (চিন্তা করিয়া) ওঃ। বুঝেচি।—

ঘন-শ্রী সুচারু পুচ্ছ ভিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে
অনিল-পরশে,
নাহি মোর প্রিয়া তাই নিঃসপত্ন হয়ে শিখী
নাচিছে হরষে।

সুকেশীর কেশগুচ্ছ কুসুম-ভূষিত
রতিশ্রমে আহা কিবা হ'ত আলুলিত!
—সে থাকিলে শিখী কারো মন কি হরিত?

আচ্ছা যাক্। পরদুঃখে যে সুখী, তাকে আর জিজ্ঞাসা করব না। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, গ্রীষ্মাবসানে উন্মত্ত কোকিল জাম-গাছের ডালে বসে' আছে। বিহঙ্গ-জাতির মধ্যে এরাই পণ্ডিত। ভাল, একেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

কামী জন যত সবে
বলে তোরে মদনের দূতী,
—মানের অমোঘ অস্ত্র
—মান ভাঙিবারে দক্ষ অতি।
কলভাষী পিক ওরে! মোর কাছে প্রেয়সীরে
কর আনয়ন।
কিম্বা মোরে ত্বরা করি নিয়ে যা রে যেথা আছে
প্রেয়সী এখন॥

কি বলে?—আমার মত অনুরক্ত জনকে কেন সে ত্যাগ করে' চলে' গেল?—শোনো তবে :—

করিয়াছে মান, নাহি মানের কারণ,
কিছু হেতু আছে বলি' না হয় স্মরণ।
রমণের কালে দেখ রমণী সবাই
প্রভুত্ব পুরুষ-পরে করে গো সদাই।
অকারণে মান করে তারা গো অযথা,
হোক্ বা না হোক্ কোন ভাবের অন্যথা।

এ কি! আমার কথায় মনোযোগ না দিয়ে আপনার কাজেই মত্ত?

পরের মহৎ দুঃখ অন্যে নাহি দহে,
তাই তো অপরে তা' শীতল বলি' কহে।
বিপন্ন আমি যে, মোরে করি' হতাদর
পক্বজম্বু-রসপানে পিক সে তৎপর
—মদান্ধা কামিনী যথা পিয়ে গো অধর।

আমার প্রিয়ার মত এই মৃদু-ভাষিণী কোকিলাও আমাকে যে ত্যাগ করে' চলে' গেল,—যাক্, আমি তাতে রাগ কর্‌চি নে। আচ্ছা, তবে এখান থেকে যাওয়া যাক্ (পরিক্রমণ ও কান পাতিয়া শ্রবণ) এই যে! দক্ষিণদিকে প্রিয়ার চরণের নূপুর-ধ্বনির মত কি যেন শোনা যাচ্চে না?—আচ্ছা, তবে ঐ দিকেই যাই। (পরিক্রমণ করিয়া) হায়!

এ নহে নূপুর-ধ্বনি মানস গমন তরে
সমুৎসুক রাজহংসকুল।
শ্যাম-কান্তি মেঘোদয়ে নিরখিয়া দশদিশি
খুঁজিতেছে হইয়া আকুল॥

আচ্ছা ভাল, মানস-সরোবরে যাবার জন্য উৎসুক এই পাখীরা যতক্ষণ না সরোবর থেকে উড়ে যায়, ততক্ষণ ওদের কাছে থেকে প্রিয়ার সন্ধান নেওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) ওগো! জলবিহঙ্গরাজ!

ক্ষণ তরে ত্যজ এবে মৃণাল-পাথেয়,
মানসে যাইবে যদি পরে লয়ে যেয়ো।
প্রিয়ার বিরহ হ'তে, মোরে এবে কর গো উদ্ধার।
স্বার্থ হ'তে গুরুতর, সাধুদের বন্ধু-উপকার॥

(পথের দিকে উন্মুখ হইয়া অবলোকন) "মানস-ঔৎসুক্যে আমি কিছুই লক্ষ্য করি নি"—এই কথা বল্‌চে।

সরোবর-তীরে, হংস! যদি না দেখিয়া থাকো
সে নতভ্রূ প্রেয়সীরে মোর,

কেমনে এ মদ-গতি অবিকল তাঁরা হ'তে
গ্রহণ করিলে তুমি চোর ?
তুমিই তো গতি তাঁর করেছ হরণ,
এনে তুমি দেও মোরে প্রিয়ারে এখন।
চুরি অভিযোগে যদি এক অংশ হৃত বলি'
হয় গো স্বীকৃত,
—সমস্ত ফিরিয়া দিতে বাধ্য সেই অপরাধী
জানিবে নিশ্চিত।

(হাসিয়া) রাজা চোরের শাসনকর্ত্তা, এই ভেবে হংসটি দেখ্‌চি ভয় পেয়ে উড়ে গেল। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, চক্রবাকীর সঙ্গে চক্রবাক্ এই-খানে রয়েছে দেখচি—আচ্ছা, ওকেই তবে জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

রথাঙ্গ তোমার নাম ; রথচক্র-সম মোর
প্রেয়সী সে উর্ব্বশীর আয়ত নিতম্ব
—সেই রথে রথী আমি ; তাই জিজ্ঞাসি গো তোমা
হয়ে মনোরথাবৃত—হৃত-প্রিয়া-সঙ্গ।

এ কি! এ যে শুধু "এ কে ? এ কে ?"—এই কথাই বলচে। না—হ'ল না। আমাকে নিশ্চয় চিন্তে পারি নি। আমি কে শুন্‌বে ?

পিতামহ শশধর,
মাতামহ মোর দিনমণি।
পতিত্বে বরেছে মোরে
উর্ব্বশী ও পৃথিবী আপনি॥

এ কি! চুপ করে' রইল যে, আচ্ছা, তবে ওকে তিরস্কার করা যাক্।

পদ্মপত্রে দেহ ঢাকি' যদি তব সহচরী
থাকে সরোবরে,
দূরে ভাবি' তারে তুমি হইয়া উৎসুক অতি
ডাকো সকাতরে।
পত্নী-স্নেহবশে তুমি সতত করহ ভয়
বিচ্ছেদের দুখ,
এ বিধুর জনে তবে প্রিয়ার বারতা দিতে
কেন পরাঙ্মুখ ?

আমাদের মত যারা হতভাগ্য, তাদের এই-রূপই ঘটে। আচ্ছা, আমি তবে স্থানান্তরে যাই। এই যে!

পদ্ম-অভ্যন্তরে অলি করিয়া গুঞ্জন
আমার গমনে বাধা দেয় অনুক্ষণ।
অধর-দংশন-কালে করিত শীৎকার
—মনে পড়ে মোর সেই আনন প্রিয়ার।

তা হোক্। এই কমলবাসী মধুকরকেও একবার জিজ্ঞাসা করি, এখান থেকে গিয়ে আবার না অনু-তাপ কর্‌তে হয়।

মধুকর মদিরাক্ষি! প্রিয়া মোর কোথা বল শুনি,
বরতনু প্রেয়সীরে, কোথাও কি দেখ নাই তুমি ?
সে মুখ সুরভি-শ্বাস, তুমি যদি করিতে আঘ্রাণ
তা হ'লে কি এই পদ্মে মজিত গো তোমার পরাণ ?

যাই, অন্যত্র গিয়ে অন্বেষণ করি। (পরিক্রমণ) এই যে, কদম্ব-তরুস্কন্ধে ঠেস দিয়ে করিণীর সঙ্গে গজরাজ এইখানে আছেন। (দেখিয়া) থাক্, ওকে এখন ত্বরা দিয়ে কাজ নেই।

ভাঙ্গিয়া শল্লকী-তরু, করিণী সে শুণ্ডে করি'
আনিয়াছে অভিনব পল্লব তাহার।
তাহা হ'তে ঝরে ক্ষীর—সুরভি আসব-রস—
আগে তাহা গজরাজ, করুক আহার।

(ক্ষণকাল থাকিয়া) যাক্—এইবার আহার শেষ হয়েছে, এইবার জিজ্ঞাসা করি।

দেখেছ কি গজরাজ, বল না আমায়,
শশি-কলা সম কোন রূপসী বালায় ?
সুচির-যৌবনা সেই প্রিয়-দরশনা
—যূথিকা-ভূষিত যার কেশের রচনা।

(সহর্ষে) এই যে, স্নিগ্ধমন্দ্র গর্জ্জনে আমাকে আশ্বাস দিচ্ছে, আমি প্রিয়াকে আবার পাব। আমরা উভয়ে সমধর্ম্মা কি না, তাই গজরাজের উপর আমার এত অনুরাগ।

আমায় গো লোকে বলে পৃথ্বীরাজ-অধীশ্বর,
তুমিও তো নাগ-অধিরাজ।
তুমি কর মদ-দান অজস্র ধারায় সদা,
ধন-দান আমারো তো কাজ।
স্ত্রীরত্ন যত আছে
তার মাঝে সেরা সে উর্ব্বশী।
করিণীর মাঝে, তব
বশ্যা এই করিণী-রূপসী।

আমা-সম সব তব
কিছুমাত্র নাহিক অন্যথা।
শুধু নাহি আমা সম
প্রিয়া লাগি' বিরহজ ব্যথা॥

তুমি সুখে থাকো। আমি অন্যত্র অন্বেষণ করি গে! (পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, সুরভি-কন্দর নামে অতি রমণীয় একটি পর্ব্বত দেখা যাচ্চে। অপ্সরাদেরও এইটি প্রিয় স্থান। সেই সুন্দরীকে কি এরই উপত্যকায় পাওয়া যাবে? (পরিক্রমণ ও অবলোকন) কি আশ্চর্য্য! আমার অদৃষ্ট-ফলে মেঘও এখন বিদ্যুৎ-শূন্য। যা হোক্‌, আমি এই শৈলরাজকে না জিজ্ঞাসা করে' ফিরব না।

হে পৃথুনিতম্ব গিরি! সুচারু নিতম্ববতী
পীনস্তনী—ক্ষীণ যার অঙ্গ-সন্নিচয়—
সেই মোর উরবশী —রূপসী যে রতি সম—
তব কোন বনে কি গো লয়েছে আশ্রয়?

এ কি! চুপ করে' রইল যে! বোধ হয়, দূরত্ব-প্রযুক্ত শুনতে পাই নি—আচ্ছা, কাছে গিয়ে আবার ওকে জিজ্ঞাসা করি। (পরিক্রমণ করিয়া)

ওহে পরবত-নাথ! জিজ্ঞাসি গো তোমা কাছে
দেখেছ কি কোন বামা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী
আমা-বিরহিত হয়ে তব রম্য বন-মাঝে
বিয়াকুলা ইতস্ততঃ ভ্রমে হা হা করি'?

(শুনিয়া সহর্ষে) তাই তো, ও যে বল্‌চে, "ঠিক ঐরূপ আপনার প্রিয়াকে দেখেচি।" আরও বল্‌চে, —"আপনি যা বল্লেন, তা অপেক্ষাও প্রিয়তর একটা কথা বলি শুনুন।"—তবে আমার প্রিয়তমা কোথায়? (নেপথ্যে তাহাই শুনিয়া) হা ধিক্‌—এ যে আমারই কন্দর-মুখ-নির্গত প্রতিশব্দ। (বিষাদের অভিনয়) আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েচি। এই গিরি-নদীতীরের তরঙ্গ-বায়ু একটু সেবন করা যাক্‌। এই স্রোতস্বতী নব জলে কলুষিতা হলেও, একে দেখ্‌তে আমার বড় ভাল লাগচে।

তরঙ্গ ভ্রূভঙ্গ যেন, ক্ষুভিত বিহঙ্গ রাজি
—রশনা উহার।
সম্ভ্রম-শিথিল বাস ফেনরাশি-রূপে যেন
করিছে বিস্তার।
চলিছে স্খলিত-গতি চিন্তি' অপরাধ মম
মনে অবিরত,
না পারি' সহিতে আর নিশ্চয় সে হইয়াছে
নদী-পরিণত।

আচ্ছা, আমি একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

তোমাতে আসক্তি মম বদ্ধ গাঢ়তর,
তাই প্রিয়বাক্য তোমা কহি নিরন্তর।
হয় নি প্রণয়-ভঙ্গে
বিমুখ এ চিত তব প্রতি,
দেখিয়াছ কভু কি গো
অপরাধ মোর একরতি?
তবে কেন মানিনি লো!
দাসজনে ত্যজিলে এমতি?

অথবা ইহা প্রকৃতই নদী, উর্ব্বশী নয়; তা না হ'লে পুরূরবাকে ত্যাগ করে' সমুদ্রের প্রতি কেন অভিসারিণী হবে। আচ্ছা, তাই ভাল। বিলাপ করে' কোন ফল নেই। আচ্ছা, আমি এখন তবে সেই স্থানে গমন করি, যেখান থেকে সেই সুনয়না আমার নয়ন হ'তে তিরোহিত হয়েছিলেন। (পরি-ক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, পথে তাঁর পদ-চিহ্ন দেখা যাচ্ছে।

রকত কদম্ব-ফুল—গ্রীষ্ম-অবসান যাহা
করে গো সূচিত
—এখনও হয় নি তার সমগ্র কেশরগুলি
পূর্ণ বিকসিত।
তবু যেন প্রিয়া মোর, চূড়া-আভরণ-রূপে
করেছেন ধৃত॥

(দেখিয়া) ঐ যে হরিণটি বসে' আছে—আচ্ছা, ওকেই প্রিয়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা করি।

ঐ যে গো কৃষ্ণসার, বসিয়া রয়েছে হোথা
সমুজ্জ্বল বিচিত্র-বরণ,
আহা যেন কানন-শ্রী করিয়া কটাক্ষপাত
বন-শোভা করে নিরীক্ষণ।

(দেখিয়া) আমাকে যেন অবজ্ঞা করে' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। (দেখিয়া)

স্তনপায়ী শিশুসঙ্গে
মৃগী যবে আইল সমীপে

গ্রীবাভঙ্গ করি কিবা
মৃগ তারে দেখে অনিমিখে।
ওহে যূথপতি!
প্রিয়ারে দেখেছ কি গো তব এই বনে?
তাহার লক্ষণ বলি শোনো গো শ্রবণে॥
আয়ত-লোচনা যথা তব সহচরী
আমার প্রেয়সি সেও এমনি সুন্দরি।

কি? আমার কথায় অনাদর করে' ওর স্ত্রীর কাছেই রইল। বোঝা গেছে। দশা-বিপর্য্যয় হলেই অপমানের পাত্র হ'তে হয়। এখান থেকে তবে যাওয়া যাক্।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

ফাটা পাষাণের ভিতর থেকে কি একটা দেখা যাচ্চে না?

কেশরী যে গজরাজে করিয়াছে হত
এ কি সেই প্রভাময় মাংস-খণ্ড তার?
অথবা হবে কি ইহা অগ্নির স্ফুলিঙ্গ
কিম্বা বরষিল নভ জলদ-আসার।

(বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

এ কি! এ যে মণি হেরি—অশোক-গুচ্ছের মত
রক্তিম-বরণ,
লইতে উহারে যেন সূর্য্যদেব করিছেন
কর প্রসারণ।

মণিটি অতি মনোহর। আচ্ছা, ওটিকে আমি তবে নি। অথবা :—

অর্পণের যোগ্য এ যে প্রিয়ার মাথায়
—মন্দার-কুসুম-বাসে যাহা সুরভিত।
কিন্তু সেই প্রিয়া মোর এখন কোথায়?
কেন তবে করি ইহা অশ্রুতে সিঞ্চিত?

নেপথ্যে।—লও বৎস লও।

এই "সঙ্গমন"-মণি, গৌরী-পাদপদ্ম-রাগ
হ'তে উৎপাদিত,
যে করে ধারণ ইহা, প্রিয়জন-সহ শীঘ্র
হয় সম্মিলিত।

রাজা।—(কান পাতিয়া শ্রবণ)—না জানি কে আমাকে এই কথা বল্‌চে। (চারিদিক্ দেখিয়া) এই যে! আমার প্রতি একজন মৃগচারী মুনির দয়া হয়েচে। ভগবন্! আপনার এই উপদেশে আমি অনুগৃহীত হলেম। (মণি গ্রহণ করিয়া) ওহে সঙ্গমন-মণি!

বিযুক্ত রয়েছি এবে
ক্ষীণ-মধ্য প্রেয়সী হইতে,
মিলন করিয়া দিতে
যদি পার তাহার সহিতে
—হর যথা ইন্দু-কলা
চূড়াদেশে করেন ধারণ
মণি! তোরে সযতনে
শিরে মোর করিব স্থাপন।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই কুসুম-হীন লতাটিকে দেখে কি জন্য আমার ওর উপর এত ভালবাসা হচ্চে?—অথবা, ভালবাস্‌বার উপযুক্ত কোন কারণ আছে—কেননা :—

মেঘ-জলে আর্দ্র দেখি পল্লব লতার
—অশ্রুজলে ধৌত যেন অধর প্রিয়ার।
লতাটি কুসুম-হীন
গেছে কাল পুষ্প ফুটিবার,
প্রিয়াও ভূষণ-হীন
না পরেন কোন অলঙ্কার।
তাহার চরণে পড়ি'
কত আমি চাহিলাম মাপ,
তখন অগ্রাহ্য করি'
এবে চণ্ডী করে অনুতাপ।

প্রিয়ার অনুকারিণী এই লতাটিকে তবে প্রণয়ি-ভাবে আলিঙ্গন করি। (লতাকে আলিঙ্গন)

(উর্ব্বশীর প্রবেশ)

রাজা।—(নিমীলিতাক্ষ হইয়া স্পর্শসুখের অভিনয়) এ কি! উর্ব্বশীর গাত্রস্পর্শের মত যে আমার শরীরে অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব হচ্চে। তবু এখনও বিশ্বাস নেই। কেননা :—

প্রথমেতে প্রিয়া বলি,
যারে যারে করি নির্দ্ধারিত
—মুহূর্ত্তে হইল তারা
অন্যরূপে রূপান্তরিত।
এ মোর নয়ন দুটি
উন্মীলিত করিব না আর,
স্পর্শি' যারে প্রিয়া ভাবি
—পাছে প্রিয়া না হয় আবার।

(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) এ কি! সত্যই যে প্রিয়তমা।

উর্ব্ব।—(অশ্রু মোচন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—

তোমার বিরহে প্রিয়ে, তমোমাঝে ছিলাম মগন,
ভাগ্যবশে পেয়ে পুনঃ, মৃত যেন পাইল চেতন।

উর্ব্ব।—অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা আমি সমস্ত বৃত্তান্ত মহারাজ প্রত্যক্ষ করেছি।

রাজা।—অন্তরেন্দ্রিয়?—এ কথার অর্থ আমি বুঝ্তে পারলেম না।

উর্ব্ব।—আমি তা বল্চি। আপাতত, আমি যে রাগ করে' চলে' গিয়ে আপনাকে এই অবস্থায় ফেলেছিলেম, সেজন্য প্রসন্ন হয়ে আমাকে মার্জ্জনা করুন।

রাজা।—কল্যাণি! আমাকে আবার প্রসন্ন করতে হবে কেন? তোমার দর্শনেই বাহ্য-অন্তঃকরণ, অন্তরাত্মা, সমস্তই আমার প্রসন্ন হয়েছে। বল দিকি, আমাকে ছেড়ে কি করে' এত দিন ছিলে?

উর্ব্ব।—শুনুন মহারাজ! ভগবান্ কার্ত্তিকেয়, শাশ্বত কুমারব্রত গ্রহণ করে' অকলুষ নামে গন্ধমাদনের এই প্রান্তদেশে এসে বাস করেন এবং সেই সময়, এই নিয়ম স্থাপন করেন:—যে কোন স্ত্রীলোক এ প্রদেশে প্রবেশ করবে, অমনি সে লতারূপে পরিণত হবে—গৌরীচরণপ্রসূত মণি-বিনা আর তার উদ্ধার হবে না। আমি গুরুদেবের শাপপ্রভাবে বিমূঢ়-চিত্ত হয়ে, দেবতার নিয়ম বিস্মৃত হয়ে, আপনার প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করে' কুমার-বনে প্রবেশ করি। প্রবেশ কর্বামাত্রই আমি বসন্তলতায় পরিণত হই।

রাজা।—এখন সব বুঝ্তে পার্‌লেম।

শয্যাপরে সুপ্ত হ'লে সুরত-আয়াসে,
আশঙ্কা করিতে তুমি—গিয়াছি প্রবাসে।
সেই তুমি বল প্রিয়ে কেমন করিয়া
সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ-দুঃখ রহিলে সহিয়া?

একজন মুনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁর উপদেশে—তুমি যার কথা বল্‌ছিলে—সেই মণি লাভ করে', সেই মণির প্রভাবেই দেখ তোমাকে আবার পেলেম। (মণি প্রদর্শন)

উর্ব্ব।—অহো! এই সেই "সংগমনীয়" মণি? তাই, মহারাজ আমাকে যেমনি আলিঙ্গন করলেন, অমনি আমি প্রকৃতিস্থ হলেম। (মণি লইয়া মস্তকে ধারণ)

রাজা।—এই ভাবে খানিকক্ষণ দাঁড়াও দিকি।

ললাটের মণি-রাগে, দীপ্ত তব বদন-মণ্ডল
—ধরিয়াছে শোভা যেন, বালাতপে রকত কমল।

উর্ব্ব।—বহুকাল হ'ল প্রতিষ্ঠান নগর ছেড়ে আপনি চলে' এসেচেন। এর জন্য প্রজারা নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ কর্‌চে। চলুন, আমরা ফিরে যাই।

রাজা।—তোমার আদেশ শিরোধার্য্য।

উর্ব্ব।—মহারাজ! কি রকম করে' এখন যেতে ইচ্ছা করেন?

রাজা।—দেখ প্রিয়ে!

সৌদামিনী-বিলসিত যাহার পতাকা,
গাত্রে যার নবচিত্র ইন্দ্রধনু আঁকা,
হেন নবমেঘ-রথে ওলো লীলা-গতি!
লয়ে যাও তুমি মোরে আমার বসতি॥

পঞ্চম অঙ্ক

(পরিতুষ্ট হইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—আঃ! বাঁচা গেল, রাজা উর্ব্বশীকে সঙ্গে নিয়ে নন্দন-বন প্রভৃতি প্রদেশে বিহার করে' ভাগ্যে ভাগ্যে ফিরে এসেছেন। এখন আবার সৎকার-উপচারের দ্বারা প্রজারঞ্জন করে' রাজ্য কর্‌চেন। এখন কেবল তাঁর সন্তানেরই অভাব, এ ছাড়া আর কোন অভাব নেই। আজ একটি বিশেষ শুভ তিথি, তাই মহারাজ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে দেবীদের সহিত কৃত-স্নান হয়ে এইমাত্র বাস-গৃহে প্রবেশ করেছেন। এখন সেখানে তিনি অনুলেপন মাল্যাদির দ্বারা অলঙ্কৃত হচ্চেন—এই বেলা সেইখানে গিয়ে আমিই প্রথমে তার ভাগ নিই গে। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—যে মণিটি মহারাজের হৃদয়-বিলাসিনী প্রেয়সীর মাথার চূড়ামণি, সেই মণিটি একটি তালপাতার ঠোঙ্গায় লাল রেশমি কাপড়ে ঢেকে নিয়ে যাচ্ছিলেম, এমন সময়ে একটা শকুনী আমিষ-খণ্ড মনে করে' সেটি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল।

বিদূ।—(কান পাতিয়া) কি উৎপাত! সেই সঙ্গমনীয়-চূড়ামণিটি মহারাজের যে বিশেষ আদরের সামগ্রী। এই যে, বেশভূষা শেষ না হতেই মহারাজ আসন থেকে উঠে এই দিকে আস্‌চেন। আমি এইবার তবে নিকটে যাই।

(উদ্বিগ্ন পরিজনের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।— নিজের মরণ নিজে করি' আহরণ
কোথায় গেল গো সেই চোর-বিহঙ্গম
—রক্ষকেরি ঘরে চুরি করিয়া প্রথম?

কিরাত।—এই যে পাখীটার মুখে মণির স্বর্ণ-সূত্রটা লেগে আছে—আর সেইটে মুখে করে' মণ্ডলাকারে যেমন উড়ে উড়ে বেড়াচ্চে, আর অমনি যেন আকাশে তার এক-একটা রেখা পড়চে।

রাজা।—মুখে ধরি' হেম-সূত্র
মণিটিরে করিয়া গ্রহণ,
অঙ্গার-চক্রের মত
চক্রাকারে ঘোরে বিহঙ্গম।
ত্বরিত-ভ্রমণে তার
নভ-পট-মাঝে যায় দেখা
বলয়-আকারে যেন
মণিটির রক্ত-রাগ-রেখা।

—এখন কি কর্ত্তব্য?

বিদূ।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজ! দয়া করে' কি হবে?—অপরাধীকে শাসন করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেচ। ধনু—ধনু।

রাজা।—কৈ বয়স্য! পাখীটাকে তো দেখা যাচ্চে না?

বিদূ।—শব-ভোজী সেই দুষ্ট পাখীটা এখান থেকে দক্ষিণদিকে উড়ে গেছে।

রাজা।—(ফিরিয়া আসিয়া অবলোকন) এই দেখ্‌তে পেয়েচি।

এই সে মণিটি আনি' দিক-বিধু-মুখখানি
অলঙ্কৃত করেছে বিহগ।
অশোক-স্তবক শোভে ঘেরা প্রভা-পল্লবে
—এমনি গো হয় অনুভব॥

(ধনু হস্তে যবনীর প্রবেশ)

যবনী।—মহারাজ! এই হস্তাবরণ, আর এই ধনু।

রাজা।—এখন আর ধনুতে কি হবে? গৃধ্রটি এখন বাণ-পথের অতীত। দেখ না কেন:—

বিহঙ্গম-নীত মণি দূরে এবে ভায়,
গাঢ় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রে মঙ্গলের প্রায়।

(কঞ্চুকীকে দেখিয়া) দেখ লাতব্য, আমার নাম করে' নগর-রক্ষীকে বল, সেই বিহঙ্গ-দস্যু কোন্ বৃক্ষ-আবাসে আশ্রয় নিয়েচে বিশেষ করে' অনুসন্ধান করে।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

বিদূ।—এখন আপনি বসুন। সেই রত্ন-চোর যেখানেই যাক্, আপনার শাসন কিছুতেই অতিক্রম করতে পারবে না।

রাজা।—(বিদূষকের সহিত উপবেশন করিয়া)

যে মণিটি বিহঙ্গম গিয়াছে লইয়া
প্রিয় শুধু নহে উহা সুমণি বলিয়া।
প্রিয়া সহ ঘটায়েছে আমার মিলন
—তাই সঙ্গমনী-মণি মোর প্রিয় ধন।

(শর-সমেত মণি লইয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

বিদূ।—এ কথা আপনি আমাকে পূর্ব্বে একবার বলেছিলেন বটে।

কঞ্চু।—মহারাজের জয়!
অপরাধী বধ্য পাখী
গিয়াছিল গৃহান্তরে উড়ি,
প্রবল প্রতাপ তব
সু-তীখন বাণরূপ ধরি'
বিঁধিল তাহার দেহ;
ওই দেখ মণির সহিতে
হইয়া বিদীর্ণ-তনু
পড়ে ভূমে আকাশ হইতে।

(সকলের বিস্ময়)

কঞ্চু।—মণিটিকে জলে ধোয়া গেছে—এখন কারও হাতে দেওয়া হোক্।

রাজা।—দেখ কিরাতি, এটিকে অগ্নিশুদ্ধ করে পেট্‌রার ভিতর রেখে দেও।

কিরাতি।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[মণি লইয়া প্রস্থান।

রাজা।—লাতব্য! তুমি কি জান, এ বাণটি কার?

কঞ্চু।—নাম লেখা আছে দেখা যাচ্চে, কিন্তু আমার এ ক্ষীণ দৃষ্টিতে অক্ষর ঠাওরাতে পারচিনে।

রাজা।—আচ্ছা, শরটি আমার কাছে নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—(তথাকরণ)

রাজা।—(নামাক্ষর পাঠ করিয়া অপত্য-লাভের হর্ষ)

কঞ্চু।—আমি তবে আমার কাজে যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ। আপনি কি ভাবছেন?

রাজা।—পক্ষি-হন্তার নামাক্ষরগুলি শোনো। (পাঠ)

উর্ব্বশীর গর্ভজাত,
ইলা-সুত পুরূরবা রাজার কুমার
—রিপুদল-আয়ুহর্ত্তা
"আয়ু" নামে ধনুর্ধারী—এ বাণ তাহার।

বিদূ।—(সপরিতোষে) কি সৌভাগ্য! আপনার দেখ্‌চি তা হ'লে সন্তানলাভ হ'ল।

রাজা।—সখা! এ কি করে' হ'ল? নৈমেষেয়-যজ্ঞ-উপলক্ষে যাওয়া ছাড়া, তাঁর সঙ্গে আমার তো আর কখন ছাড়াছাড়ি হয়নি। তাঁর গর্ভলক্ষণও আমি কখন দেখি নি। তবে সন্তান হ'ল কি করে'? কিন্তু:—

কিছু দিন হ'তে আমি, দেখেছিনু বটে তাঁর
অলস নয়ন,
কুচাগ্র ঈষৎ নীল, লবলীর ফল সম
পাণ্ডুর আনন।

বিদূ।—সমস্ত মানুষী ধর্ম্ম যে দেবতাতেও থাক্‌বে, এ কথা আপনি মনে করবেন না। তাঁদের সমস্ত কার্য্যই তাঁদের নিজের প্রভাব-বলে গুপ্ত থাকে।

রাজা।—তুমি যা বল্‌চ, তাই যেন হয়। কিন্তু পুত্র গোপন করে' রাখবার তাঁর অভিপ্রায় কি?

বিদূ।—দেবতার রহস্য কে বুঝ্‌তে পারে বলুন?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! চ্যবন ঋষির আশ্রম হ'তে একটি কুমারকে নিয়ে একজন তাপসী এসেচেন—তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

রাজা।—দুজনকেই শীঘ্র নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া ধনুর্ধারী কুমার ও তাপসীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু।—এই দিক্ দিয়ে ভগবতি, এই দিক্ দিয়ে (সকলের পরিক্রমণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) ইনিই কি সেই ক্ষত্রিয় কুমার—যাঁর নামাঙ্কিত বাণে গৃধ্রটি লক্ষ্যবিদ্ধ হয়?

রাজা।—তাই সম্ভব। কেননা:—

ওর পরে দৃষ্টি মোর হয়ে নিপতিত
এ মোর নয়ন দুটি বাষ্পেতে পূরিত।
হৃদয় হতেছে বদ্ধ বাৎসল্য-বন্ধনে,
কি অপূর্ব্ব প্রসন্নতা সমুদিত মনে।
হইতেছে ধৈর্য্য লোপ—দেহের কম্পন,
ইচ্ছা করে দিই ওরে গাঢ় আলিঙ্গন।

কঞ্চু।—ভগবতি! ঐখানেই থাকুন।

(তাপসী ও কুমারের তথা অবস্থান)

রাজা।—মাতঃ! প্রণাম।

তাপসী।—মহাভাগ! চন্দ্রবংশের বিস্তারকারী হও। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! না বোলে দিলেও, রাজর্ষির সঙ্গে যে এর ঔরস-সম্বন্ধ আছে, তা বেশ বোঝা যায়। (প্রকাশ্যে) জাদু! তোমার পিতাকে প্রণাম কর।

কুমার! (ধনু-সমেত কৃতাঞ্জলি লইয়া)

রাজা।—দীর্ঘায়ু হও।

কুমার।—(স্বগত)

স্নেহ-বাণী শুনি' যদি, মনে হয় ইনি পিতা
—ইঁহারি ঔরস-পুত্র আমি,
উৎসঙ্গে বর্দ্ধিত যারা তাহাদের ভালবাসা
পিতা-পরে কতই না জানি।

রাজা।—ভগবতি! কি প্রয়োজনে আসা হয়েচে?

তাপ।—মহারাজ! শুনুন তবে।

এই দীর্ঘায়ু বৎস "আয়ু" জন্মাবামাত্রেই কোন কারণে উর্ব্বশী একে আমার কাছে রেখে দিয়ে যান। ক্ষত্রিয়-কুমারের জাতকর্ম্মের যেরূপ বিধান আছে, তৎসমস্তই ভগবান্ চ্যবন-ঋষি সম্পাদন করেছেন। আর, কুমার সমস্ত বিদ্যা-শিক্ষা করে' ধনুর্ব্বেদেও সুশিক্ষিত হয়েছেন।

রাজা।—তবে তো এটির অভিভাবকও আছে দেখ্‌চি।

তাপ।—আজ ঋষিকুমারদের সঙ্গে এ পুষ্প-সমিৎ আহরণ করতে গিয়ে একটি আশ্রম-বিরুদ্ধ কাজ করেচে।

বিদূ।—(আবেগ-সহকারে) সে কিরূপ?

তাপ।—শুন্‌লেম, এক খণ্ড আমিষ নিয়ে একটা গৃধ্র বৃক্ষশাখায় বসেছিল—এ তাকে লক্ষ্য করে' বাণ-বিদ্ধ করে।

বিদূ।—(রাজাকে অবলোকন)

রাজা।—তার পর, তার পর?

তাপ।—তার পর, ভগবান্ চ্যবন এই বৃত্তান্ত জানতে পেরে আমাকে আদেশ করলেন, "এই ন্যস্ত বালককে যথাস্থানে প্রত্যর্পণ করে' এসো—তাই আমি দেবী উর্ব্বশীর সহিত সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করি।

রাজা।—আচ্ছা, ভগবতি, তবে আসন গ্রহণ করুন।

তাপ।—(উপনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—সাতব্য! উর্ব্বশীকে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—(কুমারকে অবলোকন করিয়া) এসো, বৎস, এসো।

সুত-স্পর্শ-সুখ নাকি সর্ব্বাঙ্গ-শরীর-ব্যাপী
আমি শুধু এই কথা লোক-মুখে শুনি।
তাই কাছে আসি' ওরে! হরষিত কর্ মোরে
চন্দ্রকর-স্পর্শে যথা চন্দ্রকান্ত-মণি॥

তাপ।—জাহ্! তোমার পিতাকে সুখী কর।

কুমার।—(রাজার নিকটে গিয়া পাদগ্রহণ)

রাজা।—(কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া পাদপীঠে বসাইয়া) বৎস! এই দিকে তোমার পিতার প্রিয়-সখা ব্রাহ্মণকে নির্ভয়ে প্রণাম কর।

বিদূ।—আমাকে দেখে আবার ভয় কিসের? আশ্রমে তো অনেক বানর দেখেছ?

কুমার।—(সস্মিত) তাত! প্রণাম করি।

বিদূ।—কল্যাণ হোক্!

(উর্ব্বশী ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—এই দিকে দেবি, এই দিকে।

উর্ব্ব।—(কুমারকে দেখিয়া স্বগত) কে ওটি পাদ-পীঠে বসে' আছে, আর স্বয়ং মহারাজ ওর শিখা বন্ধন করে' দিচ্চেন? (তাপসীকে দেখিয়া স্বগত) ও মা! এ যে সত্যবতী—তাতেই মনে হচ্চে, ওটি আমার পুত্র আয়ু।—বেশ বড় হয়েছে তো!

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(উর্ব্বশীকে দেখিয়া)

ওই যে জননী তব
—দৃষ্টি ওঁর তোমা পানে স্থির
স্তনাংশুক ভেদি' দেখ
স্নেহরস হতেচে বাহির।

তাপ।—জাহ্! মায়ের কাছে এগিয়ে এসো।

কুমার।—(উর্ব্বশীর নিকটে আগমন)

উর্ব্ব।—ভগবতীর চরণে প্রণাম করি।

তাপ।—বৎসে! পতির আদরিণী হও।

কুমা।—জননি! প্রণাম করি।

উর্ব্ব।—(কুমারের মুখ তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন) বৎস! পিতৃ-ভক্ত হও। (রাজার নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—এসো পুত্রবতি, কাছে এসো। এই খানে বোসো। (অর্দ্ধাসন প্রদান)

তাপ।—সমস্ত বিদ্যাশিক্ষা করে' কুমার এখ[ন] কবচধারী হয়েচে। যাকে তুমি আমার হাতে সমর্প[ণ] করেছিলে, তাকে তোমার পতির সমক্ষেই দে[খে] আবার ফিরিয়ে দিলেম। তা, এখন বিদায় নিতে ইচ্ছা করি, আমার আশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত হচ্চে।

উর্ব্ব।—অনেক দিনের পর দেখা হওয়ায় দর্শন তৃষ্ণা আমার যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়েচে। ছাড়তে পারচি নে, আবার আশ্রমের ব্যাঘাত করাটা অন্যায় মনে হচ্চে। আচ্ছা, যান তবে আর্য্যে! কি[ন্তু] আবার যেন দেখা হয়।

তাপ।—আচ্ছা, সেই ভাল।

কুমা।—আপনি সত্যি ফিরে যাচ্চেন?—তবে আমাকেও আশ্রমে নিয়ে যান।

রাজা।—দেখ বৎস! প্রথম-আশ্রমে তুমি তো বাস করে' এসেচ; এখন তোমার দ্বিতীয়-আশ্রমে থাকবার এই সময়।

তাপ।—জাদু! তোমার পিতা যা বল্‌চেন, তাই কর।

কুমা।—আচ্ছা তবে:—

"মণিকণ্ঠ" যে শিখীর
চূড়াটি দিতাম চূলকায়ে
আর অঙ্কে কোলে মোর'
অকাতরে পড়িত ঘুমায়ে,
পুচ্ছটি উঠিলে তার
হেথা তারে দিও গো পাঠায়ে।

তাপ।—(হাসিয়া) আচ্ছা তাই হবে। তোমাদের কল্যাণ হোক্।

[প্রস্থান।

রাজা।—কল্যাণি!

এ তব সুপুত্র পেয়ে পুত্রবানদের মাঝে
আজি আমি হনু অগ্রগণ্য।
পৌলোমী-সম্ভব পুত্র জয়ন্তেরে লভি' যথা
পুরন্দর হইলেন ধন্য॥

উর্ব্ব।—(স্মরণ হওয়ায় রোদন)

বিদূ।—এ কি! হঠাৎ অশ্রুমুখী হলেন কেন?

রাজা।—কেন বা সুন্দরি তুমি কাঁদিছ এখন?
বংশধর পেয়ে যে গো আমি হৃষ্ট-মন।
পীনস্তনপরে প্রিয়ে ফেলি' অশ্রুধার
রচিলে যে দ্বিতীয় এ মুকুতার হার।

(অশ্রু বিসর্জ্জন)

উর্ব্ব।—শোন মহারাজ। অনেক দিনের পর পুত্রটিকে আবার দেখ্‌তে পেয়ে তখন একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম। মহেন্দ্রের নাম করায় তাঁর সেই নিয়মটার কথা আমার মনে পড়ল—আর তাতেই আমার হৃদয়ে এখন কষ্ট উপস্থিত হয়েছে।

রাজা।—বল—সে নিয়মটি কি?

উর্ব্ব।—পূর্ব্বে মহারাজের প্রতি আমার হৃদয় যখন আসক্ত হয়, তখন মহেন্দ্র আজ্ঞা করেছিলেন—

রাজা।—কিরূপ আজ্ঞা?

উর্ব্ব।—"যখন আমার প্রিয়সখা রাজর্ষি, তোমার গর্ভসম্ভূত পুত্রমুখ দর্শন করবেন, তখন আমার নিকটে তোমার আস্‌তে হবে।" তাই পাছে মহারাজের সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটে, এই ভয়ে আমি পুত্র জন্মাবামাত্রই বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্তে চ্যবনের আশ্রমে আর্য্যা সত্যবতীর হস্তে পুত্রটিকে প্রকাশ্যে সমর্পণ করেছিলেম। এখন আমার পুত্রটি পিতৃ-সেবায় সমর্থ হয়েছে মনে করে' তিনি আমাকে প্রত্যর্পণ করেচেন। তাই মহারাজের সহিত একত্র বাস করা আজ হ'তে আমার শেষ হ'ল।

(সকলের বিষাদ)

রাজা।—অহো! সুখসম্ভোগে দৈবের কি প্রতিকূলতা! (নিশ্বাস ছাড়িয়া)

পুত্রলাভে আশ্বাসিত হইনু যেমনি
বিচ্ছেদ তোমার সনে ঘটিল অমনি।
তাপ-ক্লিষ্ট তরু যথা প্রথমে শীতল হয়
নবমেঘ-বরিষণে
কিন্তু গো সহসা যথা পড়ে ঘোর বজ্রানল
তদুপরি পরক্ষণে।

বিদূ।—এ কি! এই অর্থ হতেই যে আবার অনর্থ উপস্থিত হ'ল! এখন আমার মনে হয়, বল্কল ধারণ করে' আপনার তপোবনে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

উর্ব্ব।—হায়, আমি কি হতভাগিনী! না জানি, এখন মহারাজ আমাকে কি মনে করচেন। হয় তো মনে করচেন,—আমার পুত্রলাভ হয়েচে, পুত্র কৃতবিদ্য হয়েছে, আমার সমস্ত কাজ শেষ হয়েচে, আর অমনি আপনাকে ছেড়ে আমি এখন স্বর্গারোহণ করচি।

রাজা।—না না—আমি তা মনে করচি নে।

পরাধীন জন যে গো, বিচ্ছেদ সুলভ তার,
সাধিতে পারে না সে যে, যাহা প্রিয় আপনার।
অতএব যাও তুমি,
থাকো গিয়া পতির শাসনে।
আমিও পুত্রেরে দিয়া
রাজ্য-ভার, যাই তপোবনে
—চরে যেথা মৃগকুল
ইতস্ততঃ আনন্দিত মনে॥

কুমা।—তাত! মহাবৃষের ভার দুর্ব্বল বৎসতরের উপর দেবেন না।

রাজা।—দেখ বৎস!

শিশু হইলেও গজ
হয় যদি "মদগন্ধ-"জাতি
সহজে শাসন করে
অন্য গজে সেই শিশু-হাতী।
হলেও ভুজঙ্গ-শিশু
অতি উগ্র বিষ হয় তার,
বাল্য-দশাতেও নৃপ
বহিতে পারে গো পৃথ্বী-ভার।

দেখ লাতব্য! আমার নাম করে' অমাত্য-পরিষদ্‌কে বল, আয়ুর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন যেন এখনি করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

(সকলের দৃষ্টিরোধ)

রাজা।—(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! বিনা মেঘে যে বিদ্যুৎপ্রকাশ!

উর্ব্ব।—(দেখিয়া) ও মা! ভগবান্ নারদ যে!

রাজা।—তাই তো! ভগবান্ নারদ যে!

সুপিঙ্গল জটাজুট গোরোচনা-রেখা যথা
নিকষ-প্রস্তরে,
যজ্ঞ-উপবীত শোভে যেন শুভ্র শশি-কলা
বক্ষের উপরে।
মুক্তাহার-বিবর্জ্জিত এই ভূষণের শোভা
অতি অনুপমা
—জলন্ত কলপতরু তাহা হ'তে নামে যেন
কাঞ্চন নমনা।

ওঁকে অর্ঘ্য দেও—অর্ঘ্য দেও।

উর্ব্ব।—(অর্ঘ্য আনিয়া) এই ভগবানের অর্ঘ্য।

রাজা।—(উর্ব্বশীর হস্ত হইতে লইয়া অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান) ভগবন্! অভিবাদন করি।

উর্ব্ব।—ভগবন্! প্রণাম করি।

নার।—বিরহ-শূন্য দম্পতি হও।

রাজা।—(স্বগত) তাই যেন হয়। (কুমারকে আলিঙ্গন করিয়া প্রকাশ্যে) বৎস! ভগবান্‌কে প্রণাম কর।

কুমা।—ভগবন্! উর্ব্বশী-পুত্রের প্রণাম গ্রহণ করুন।

নার।—দীর্ঘায়ু হও।

রাজা।—অনুগ্রহ করে' এই আসনে উপবেশন করুন।

নার।—(উপবিষ্ট)

(নারদ বসিলে সকলের উপবেশন)

নার।—মহেন্দ্রের আদেশ শ্রবণ করুন।

রাজা।—বলুন, আমি অবহিত হয়ে শুনচি।

নার।—প্রভাবদর্শী ভগবান্ ইন্দ্র আপনাকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় জেনে আপনাকে এই আদেশ করচেন—

রাজা।—কি আদেশ?

নার।—ত্রিকাল-দর্শী মুনিগণ ভবিষ্যদ্‌বাণী করেচেন, দেবাসুর-সংগ্রাম আসন্ন। আপনিও দেব-সংগ্রামে অমরদের সহায়; অতএব এ সময় আপনার শস্ত্র ত্যাগ করা উচিত হয় না। আর, এই উর্ব্বশী যাবজ্জীবন আপনারই সহধর্ম্মচারিণী হয়ে থাকুন।

উর্ব্ব।—(চুপি চুপি) মা গো! হৃদয় থেকে যেন একটা শেল চলে' গেল।

রাজা।—আমি তো দেবরাজেরই আজ্ঞাধীন।

নার।—ঠিক্।

তব কার্য্য করিবেন বাসব সাধন,
তুমিও করিবে তাঁর ইষ্ট আচরণ।
বর্দ্ধন করেন সূর্য্য দেখ হুতাশনে,
অগ্নিও স্বকীয় তেজে বাড়ান তপনে।

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া) ওগো রম্ভা! কুমার আয়ুর যৌবরাজ্যের অভিষেকার্থ স্বয়ং মহেন্দ্র যে সকল সামগ্রী সংগ্রহ করেছেন, শীঘ্র সে সমস্ত নিয়ে এসো।

(অভিষেকের সামগ্রী লইয়া রম্ভার প্রবেশ)

রম্ভা।—ভগবন্! এই অভিষেকের সামগ্রী।

নার।—আয়ুষ্মন্! এই মঙ্গল-পীঠে উপবেশন কর।

রম্ভা।—এই দিকে বৎস। (কুমারকে বসাইয়া)

নার।—(কুমারের মস্তকে কলসের জল ঢালিয়া) রম্ভে! এইবার শেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন কর।

রম্ভা।—(তথাকরণ) বৎস! ভগবান্‌কে প্রণাম কর।

কুমা।—(যথাক্রমে প্রণাম)।

নার।—কল্যাণ হোক!

রাজা।—কুল-ধুরন্ধর হও।

উর্ব্ব।—পিতার সেবক হও।

(নেপথ্যে বৈতালিকদ্বয়)

প্রথম।—দেব-মুনি অত্রি যথা
ব্রহ্মা-সম গুণের নিধান,
অত্রি-সম শশধর,
শশধর বুধের সমান,
বুধের সমান যথা
গুণ ধরে আমাদের ভূপ,
লোক-কান্তগুণে তথা
তুমি হও পিতৃ-অনুরূপ।
কি করিব আশীর্ব্বাদ?
—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুল তব
পূর্ব্ব হ'তে সেই কুলে
আশিস্ সমাপ্ত সব।

দ্বিতীয়।—উচ্চদেরো অগ্রগণ্য
স্থিতিমান যথা হিমাচল
আছিলা তোমার পিতা;
লক্ষ্মী তাই তাঁহাতে অচল।
অসীম তোমারো ধৈর্য্য
তাই লক্ষ্মী তোমাদের মাঝে
বিভক্ত হইয়া যেন
আরো কত শোভায় বিরাজে।
—গঙ্গা যথা, রত্নাকর আর হিমাচল
উভয়েরে বিভাগিয়া দেন তাঁর জল।

রম্ভা।—(উর্ব্বশীর নিকটে আসিয়া) সখি! ভাগ্যবলে আজ তুমি পুত্রের যৌবরাজ্য অভিষেক দেখ্‌লে—আবার পতির সঙ্গেও তোমার আর বিচ্ছেদ ঘটল না।

উর্ব্ব।—এ সৌভাগ্য আমাদের উভয়েরই সাধারণ।
(কুমারের হস্তধারণ করিয়া) এসো বৎস, তোমার জ্যেষ্ঠ মাতাকে অভিবাদন করসে।

কুমা।—স্থিরভাবে অবস্থান।

নার।—এখন ঐখানেই থাকো। সময় হ'লে ওঁর নিকটে যেও।

তব পুত্র আয়ুষের যৌবরাজ্যে অভিষেক
দেখি' মোর মনে পড়ে আজ
—যবে সেই কার্ত্তিকেরে করিলেন অভিষেক
সেনাপতি-পদে দেবরাজ।

রাজা।—ভগবন্! আপনার যখন এতটা অনুগ্রহ, তখন কেননা সে যোগ্য হবে?

নারদ।—দেবরাজ তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য কর্‌বেন বল।

রাজা।—দেবরাজ যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাই যথেষ্ট, তা অপেক্ষা প্রিয় আর আমার কি হ'তে পারে? তথাপি এই প্রার্থনা—

পরস্পর-বিসম্বাদী লক্ষ্মী সরস্বতী
—একাধারে সম্মিলন সুদুর্ল্লভ অতি।
সাধুসজ্জনের যেন মঙ্গলের তরে
তাঁহাদের সম্মিলন ঘটে পরস্পরে॥

সম্পূর্ণ

নাগানন্দ

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

নাগানন্দ নাটক কনৌজের অধিপতি শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক বিরচিত। রত্নাবলী নাটিকাও ইঁহার রচনা। এই নাটকখানি পাঠ করিলে গ্রন্থকারকে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কিম্বা বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবণ বলিয়া মনে হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবণ বলিলাম,—কেননা দেখা যায়, যেমন একদিকে অহিংসা পরম ধর্ম্ম—এই বৌদ্ধ নীতি-সূত্রটি এই নাটকে প্রতিপাদিত হইয়াছে ও বোধিসত্ত্বদিগের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, সেইরূপ আবার অন্য দিকে, গৌরী ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেব-দেবীরও পূজা ভক্তি-সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। চীনায় পর্য্যটক হুয়েন-ৎসাং তাঁহার ভারত-ভ্রমণ-বৃত্তান্তে শ্রীহর্ষদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে এই রহস্যের কতকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। হুয়েন-ৎসাং বলেন, সময়ে সময়ে তিনি কখন বা হিন্দুধর্ম্মের দিকে, কখন বা বৌদ্ধধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেন, কখন বা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে এবং কখন বা সূর্য্যদেব ও মহাদেবের মূর্ত্তিকে উচ্চ আসন প্রদান করিতেন; তাঁহার রাজ্যে বৌদ্ধ-মঠ ও হিন্দুমন্দির উভয়েরই সংখ্যা প্রায় সমান ছিল।

শ্রীহর্ষদেব (হর্ষবর্দ্ধন) দ্বিতীয় শিলাদিত্য নামে ইতিহাসে খ্যাত। তিনি খৃষ্টাব্দ ৬০৬ হইতে ৬৪৮ পর্য্যন্ত কনৌজে রাজত্ব করেন।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার	
জীমূতবাহন (নায়ক)	বিদ্যাধর-রাজকুমার, ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী।
আত্রেয় (বিদূষক)	জীমূতবাহনের বয়স্য।
জীমূতকেতু	জীমূতবাহনের পিতা।
মিত্রাবসু	সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসুর। পুত্র ও মলয়বতীর ভ্রাতা।
শেখরক (বিট)	রাজ-পারিষদ্।
শঙ্খচূড়	একজন নাগ।
গরুড়	পক্ষিরাজ।
সুনন্দ	প্রতীহারী।

তাপস, দাস, কিঙ্কর ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

মলয়বতী (নায়িকা)	সিদ্ধরাজকুমারী।
মনোহারিকা চতুরিকা নবমালিকা	মলয়বতীর দাসীগণ।
বৃদ্ধা (১)	শঙ্খচূড়ের মাতা।
বৃদ্ধা (২)	জীমূতবাহনের মাতা।
গৌরী	বিদ্যাধরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

নাগানন্দ

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

"সমাধির ছল করি' ' কোন্ প্রেয়সীরে তুমি
করিছ চিন্তন ?
ক্ষণেক উন্মীলি চক্ষু, এই কামাতুর জনে
কর গো দর্শন।
পরিত্রাতা হইয়াও তুমি তো গো এ বিপদে
নাহি কর ত্রাণ,
মিথ্যা কারুণিক তুমি— নির্দ্দয় আছয়ে কেবা
তোমার সমান ?"
—এইরূপ ঈর্ষ্যাভরে কামিনীরা তিরস্কার
করেন যাহারে
সেই প্রভু বুদ্ধ-জিন সতত করুন রক্ষা
তোমা সবাকারে।
আকর্ষি'-কার্ম্মুক কাম;— ঢাক-ঢোল বাজাইয়া
কাম-অনুচর সব উদ্দাম উদ্ধত;
ভ্রূভঙ্গ উৎকম্প জৃম্ভ, মৃদুহাস্য লোল-দৃষ্টি
হাব-ভাব প্রকাশিয়া দিব্যাঙ্গনা যত;
নতশিরে সিদ্ধগণ; বিস্ময়ের বশে ইন্দ্র
হয়ে লোমাঞ্চিত;
দেখিল গো যে পুরুষে :— ধ্যান-যোগে লভি জ্ঞান
নহে বিচলিত;
—সেই সে মুনীন্দ্র বুদ্ধ তোমা সবাকারে রক্ষা
করুন নিয়ত।

(নান্দীর পর)

সূত্রধার।—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের পাদপদ্মোপজীবী যে সব রাজারা, মহারাজের সাদর আহ্বানে দেশ-দেশান্তর হ'তে এখানে সমাগত হয়েছেন, তাঁরা আজ আমাকে এই কথা বল্লেন ;—"আমাদের প্রভু মহারাজ শ্রীহর্ষদেব, অপূর্ব্ব আখ্যান-বস্তুতে অলঙ্কৃত ও বিদ্যাধর-অধীশ্বর নায়ক-সমন্বিত 'নাগানন্দ' নামে যে নাটক রচনা করেছেন, তার কথা আমরা শ্রুতি-পরম্পরায় কেবল শুনেছি মাত্র, কিন্তু তার অভিনয় কখন দেখিনি। অতএব, সর্ব্বজন-হৃদয়-রঞ্জন সেই রাজার সম্মানার্থ এই নাটকখানি আমাদের সম্মুখে তোমরা আজ অনুগ্রহ করে' অভিনয় কর।" এখন তবে সাজসজ্জা করে' এসে তাঁদের অভিলাষ পূর্ণ করা যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) আমার বিশ্বাস, উপস্থিত সভাসদ্দেরও মন শোন্‌বার জন্য উৎসুক হয়েচে। কেননা ;—

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি ;
গুণগ্রাহী এই সভ্যগণ ;
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে ;
কিবা তবে অন্য প্রয়োজন ?
বস্তুর গৌরবে শুধু
ইষ্ট ফল পাইবার কথা,
তাহে পুন ভাগ্যক্রমে
সর্ব্বগুণ সমুদিত হেথা।

এখন তবে গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে আহ্বান করে' সঙ্গীত আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ করিয়া, নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এই আমাদের গৃহ—প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া) ঠাকরুণ! এই দিকে এসো তো একবার।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—(সাশ্রুলোচনে) হতভাগিনীকে ডাকৃচ কেন ? কি করুতে হবে, বল।

সূত্রধার।— ওগো! "নাগানন্দ" অভিনয় করুতে হবে, আর কিছু নয়—এতে তুমি অকারণে রোদন করুচ কেন ?

নটী।—কাঁদব না কেন বল। শ্বশুর-শাশুড়ীর বৃদ্ধাবস্থায় সংসারে অত্যন্ত বৈরাগ্য হয়েচে—আর

তুমি এখন সংসার-ভার বহন করতে সক্ষম হয়েছ মনে করে' তাঁরা তপোবনে চলে' গেছেন।

সূত্র।—(নৈরাশ্য সহকারে) কি? আমাকে ত্যাগ করে' তাঁরা তপোবনে চলে' গেছেন? এখন তবে কি কর্ত্তব্য? (চিন্তা করিয়া) এখন আমি তাঁদের চরণ-সেবার সুখ ত্যাগ করে' কি করেই বা গৃহে থাকি? দেখ, আমিও

সেবিতে পিতামাতায়
পৈতৃক ঐশ্বর্য্য সব ত্যজি'
জীমূতবাহন-সম
যাব চলি' তপোবনে আজি।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ)

নায়ক।—(বৈরাগ্যের ভাবে) দেখ বয়স্য আত্রেয়!
জানি আমি, যউবন বাসনা আধার;
ক্ষণ-ধ্বংসী—ইহাও গো জানি আমি সার,
কে না জানে ধরাতলে, এ ছার যৌবন
কার্য্যাকার্য্য-বিচারণে সতত অক্ষম।
তবু এ যৌবন যদি পিতা-মাতার সেবায়
হয় নিয়োজিত
—যতই হউক মন্দ— সে যৌবনে হয় লাভ
সুফল বাঞ্ছিত।

বিদূ।—(সরোষে) দেখ সখা! বৈরাগ্যগ্রস্ত ব্যক্তির মত তুমি তো এতকাল তোমার এই জীবন্মৃত বৃদ্ধ পিতা-মাতাদের জন্য বনবাস-দুঃখ-ভোগ করলে; এখন তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা ত্যাগ করে' ইচ্ছাসম্ভোগ-সুলভ রাজ্যসুখ একবার অনুভব করে' দেখদিকি!

নায়ক।—সখা! তুমি কথাটা ঠিক বল্লে না। কেননা:—

পিতার সম্মুখে থাকি'
ভূতলে যে শোভার উদয়,
সিংহাসন-পরে বসি'
সেই শোভা কভু কি গো হয়?
পিতার চরণ সেবি' হয় যেই সুখ
— সমস্ত সাম্রাজ্যলাভে হয় কি সেরূপ?
যে সন্তোষ হয় মনে পিতার পাতের অন্ন
করিয়া ভোজন
কভু কি সেরূপ হয় যদিও গো করি ভোগ
এ বিশ্ব-ভুবন?
যে করে সাম্রাজ্য-ভোগ
গুরুজনে করি' পরিহার
নাহি তাহে কোন সুখ,
সে রাজত্বে ক্লেশমাত্র সার।

বিদূ।—(স্বগত) আহা! গুরুজনের শুশ্রূষায় এঁর কি আশ্চর্য্য অনুরাগ! ভাল, আর কোন রকম করে' বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা, এ কথা আমি কেবল রাজ্য-সুখের উদ্দেশে বল্‌চিনে; দেখ, তোমার অন্য কর্ত্তব্যও আছে।

নায়ক।—(সস্মিত) না না সখা, যা করবার, আমি সমস্তই করেছি।

মন্ত্রিগণে ন্যায্যপথে করিনু যোজিত;
সাধুগণে সুখ-মাঝে করিনু স্থাপিত;
করিলাম রাজ্যরক্ষা;—আশার অধিক দান
করিলাম কল্পদ্রুম-সম অর্থী জনে;
এর পর কি আছে গো কর্ত্তব্য অধিক আর,
আমায় বল গো যাহা আছে তব মনে।

বিদূ।—দেখ সখা, তোমার প্রতিপক্ষ সেই মতঙ্গ-হতভাগা অত্যন্ত দুঃসাহসিক; আমার মনে হয়, সে নিকটে থাক্‌তে, মন্ত্রাদের উপর রাজ্যভার দিলেও, তোমা বিনা রাজ্য কখনই সুস্থির হবে না।

নায়ক।—ধিক্ মূর্খ! মতঙ্গ রাজ্য হরণ কর্‌বে, এই তোমার আশঙ্কা হচ্চে?

বিদূ।—হাঁ, আমার সেই আশঙ্কা।

নায়ক।—তা হ'লে তো আমার সব অভীষ্টই সফল হয়। আমি আপনা হ'তে যা না দিতে পারি, পিতার আদেশ-পালনের অনুরোধে, নিজের শরীর হ'তে আরম্ভ করে'—আমার সমস্তই পরার্থের ন্যায় অনায়াসে দান কর্‌তে পারি। তবে, এই ছার রাজ্যের কথা চিন্তা করে' আর কি হবে? রাজ্য-ভোগ অপেক্ষা, পিতার আজ্ঞা পালন করা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। দেখ, পিতা আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন—"বৎস জীমূতবাহন! বহুদিবস হ'তে এই স্থানের সমিৎ-কুসুম আহরণ ও কন্দমূল-ফল ভোগ করা গেছে; অতএব এখন এ স্থান হ'তে মলয়পর্ব্বতে

গিয়ে, একটি বাস-যোগ্য আশ্রম নিরূপণ কর।" তাই বল্‌চি সখা, এসো, এখন সেই মলয়পর্ব্বতেই যাওয়া যাক্।

বিদূ।—আচ্ছা, তবে সেইখানেই চল।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) দেখ দেখ, আহা!

সরস সুস্নিগ্ধ ঘন চন্দন-বন-উৎসঙ্গ লভি'
পরিমলে পূর্ণবায়ু, সুবিমল গিরি-তট হ'তে
নির্ঝর-সলিল-রাশি পড়িতেছে চূর্ণ চূর্ণ হয়ে;
—তাহার শীকর বহি' সুরভিত মলয়-মারুত
প্রথম-মিলনোৎসুক প্রিয়া-কণ্ঠ-আলিঙ্গন-সম
পথ-শ্রম করি দূর বয়স্যেরে করে রোমাঞ্চিত।

নায়ক।—(সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে, আমরা সেই মলয়পর্ব্বতে এসে পৌঁছেছি (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আহা, এ স্থানটি কি রমণীয়! দেখ—

চন্দনের তরু হ'তে ঝরে ক্ষীর, ভগ্ন হয়ে
মত্ত দিক্-গজদের
গণ্ড ঘরষণে;
সিন্ধু-গরজন সম কন্দর-গহ্বর হ'তে
ক্রন্দনের ধ্বনি উঠে
পবন-তাড়নে;
পদ অলক্তকে রক্ত মুক্তাময় শিলাভূমি
যত সিদ্ধাঙ্গনাদের
গমনাগমনে;
হেরি' এ মলয়াচল, অপূর্ব্ব ঔৎসুক্য কি যে
জনমে হৃদয়-মাঝে
বলিব কেমনে।

এসো তবে এই পর্ব্বতে আরোহণ করে' একটি আশ্রমের স্থান নিরূপণ করা যাক্।

বিদূ।—হাঁ, সখা, (অগ্রে থাকিয়া) এসো!

(আরোহণ)

নায়ক।—(দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন) এ কি!

নাচিছে দক্ষিণ চক্ষু,
ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি মোর কোনো;
দেখা যাক্;—মুনি-বাক্য
মিথ্যা নাহি হয় তো কখনো।

বিদূ।—সখা! এই দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন, তোমার কোন আসন্ন সুখের সূচনা কর্‌চে।

নায়ক।—যা বল্লে সখা।

বিদূ।—(অবলোকন করিয়া) দেখ দেখ সখা!

স্নিগ্ধচ্ছায় সুনিবিড় তরুগণে সুশোভিত
দেখা যায় ওই দেখ
পুণ্য তপোবন;
হবির সুগন্ধে পূর্ণ সবেগে উঠিছে ধূম,
মৃগ-শিশু সুখাসীন
নিরুদ্বিগ্ন-মন।

নায়ক।—তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ—তপোবনই বটে। কেননা—

বাস-পরিধান তরে সদয়ে হয়েছে ছিন্ন
নাতি-স্থূল তরুণ বল্কল;
মগ্ন কমণ্ডলু জীর্ণ স্পষ্টরূপে দেখা যায়
এমনি নির্ম্মল স্বচ্ছ নির্ঝরের জল;
ব্রাহ্মণ বালকগণ মৌঞ্জ-মেখলা ছিন্ন
ফেলিয়াছে হেথায় হোথায়;
সাম-বেদ-পদাবলী নিয়ত শ্রবণ-হেতু
শুক-পক্ষী দেখ কিবা গায়।

এসো তবে ভিতরে প্রবেশ করে' দেখা যাক্।

(প্রবেশ)

(সবিস্ময়ে অবলোকন করিয়া) দেখ, মুনিরা যেমন হৃষ্টচিত্তে বেদবাক্যের সন্দিগ্ধ স্থলগুলি বিচার করে' ব্রাহ্মণ বালকদের নিকট সবিস্তরে ব্যাখ্যা কর্‌চেন—বালকেরাও, দেখ, আর্দ্র সমিৎ-কাষ্ঠ সব ছেদন করছে; আর দেখ, তাপস-কুমারীরা চারা গাছগুলির তলায় জল-সেচন কর্‌চে—আহা, এই তপোবনের কি প্রশান্ত রমণীয়তা! দেখ এখানে:—

মধুর-বচনে কিবা ভ্রমর-গুঞ্জনচ্ছলে
বলিয়া স্বাগত
ফলনম্র-শিরে শাখী আমাদের সন্নিকটে
হয়েছে প্রণত;
অর্ঘ্যচ্ছলে পুষ্পবৃষ্টি ওই দেখ তরু সবে
করে বিকিরিত;
অহো! কি আশ্চর্য্য হেথা, অতিথি সেবায় দেখি
শাখীরাও হয়েছে শিক্ষিত।

হাঁ, এই তপোবনটি নিশ্চয় আমাদের বাসের

উপযুক্ত; এইখানে বাস করলেই শান্তি-সুখ লাভ হবে।

বিদূ।—দেখ সখা, ঐ হরিণগুলি একটু ঘাড় বেঁকিয়ে, স্থিরভাবে কেমন দাঁড়িয়ে আছে; মুখের চিবানো ঘাস মুখ থেকে ঝরে' ঝরে' পড়চে, আর আরামে চক্ষু যেন মুদে আসচে; আর দেখ, কাণ খাড়া করে' কি যেন শুনচে।

নায়ক।—(কাণ পাতিয়া) সখা! তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ।

অবধান-যোগ্য বটে; ভ্রমর-গুঞ্জন সম
বীণা-তন্ত্রী-স্বরে কিবা
হইয়া মিলিত
সম-মন্দ্র-তার-ধ্বনি প্রকটিয়া যথাস্থানে
সুস্পষ্ট ললিত গীত
হয় উচ্ছ্বসিত।
অলস কুরঙ্গ তাই দন্ত-অন্তরাল-স্থিত
তৃণ-চর্ব্বণ-শব্দ করিয়া সংযম
উৎসুক হইয়া এবে
করিছে শ্রবণ।

বিদূ।—সখা, এই তপোবনে আবার কে গান করে?

নায়ক।—দেখ, কোমল আঙুলে যেন আহত হয়ে মধুর অস্ফুট ধ্বনি বীণা-তন্ত্রী হ'তে নির্গত হচ্চে; তাই মনে হয়, কোন দিব্যাঙ্গনা (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এই দেবালয়ে আরাধনা করতে করতে বীণার সঙ্গে গান করচেন।

বিদূ।—এসো সখা, দেবালয়ের মধ্যে প্রবেশ করে' দেখা যাক।

নায়ক।—বেশ বলেছ সখা। দেবতাদের বন্দনা করা আমাদেরও কর্ত্তব্য। (নিকটে গিয়া সহসা থামিয়া) সখা! এ সময়ে সহসা সম্মুখে গিয়ে স্ত্রীলোকটিকে দেখা আমাদের উচিত হয় না। এসো, আমরা এই তমাল-গুল্মের অন্তরালে অপেক্ষা করি।

(তথাকরণ)

দৃশ্য।—দাসীর সহিত ভূতলে বসিয়া মলয়বতীর বীণাবাদন।

নায়িকা—(গান করিতে করিতে)

(গীত)

ফুল্ল পদ্মরেণু সম গউর বরণ তব
ও মোর গৌরি!
মনোবাঞ্ছা কর পূর্ণ সুপ্রসন্ন হয়ে দেবি
প্রসাদ বিতরি॥

নায়ক।—(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) সখা! কি চমৎকার গান—কি চমৎকার বাদ্য!

দশবিধ প্রকরণে
স্বর-ধাতু করি' প্রকটিত,
দ্রুত মধ্য বিলম্বিত
ত্রিধা লয় করি' প্রদর্শিত,
গোপুচ্ছ-প্রমুখ যতি —তিনরূপ হইলেও—
যথাক্রমে করি' সম্পাদন,
বীণা-যন্ত্র-অনুগত ত্রিবিধ বাদ্যের বিধি
করিছেন দিব্য প্রদর্শন।

দাসী।—(প্রণয়-সহকারে) দিদিঠাকরুণ! দেবীর সম্মুখে বাজিয়ে বাজিয়ে তোমার আঙুল কি এখনও শ্রান্ত হয়ে পড়ে নি?

নায়িকা।—(তিরস্কারের ভাবে) ওলো! দেবীর কাছে বাজিয়ে আঙুল কি কখন শ্রান্ত হয়?

দাসী।—না না দিদিঠাকরুণ, আমি বলচি কি,—এই নির্দয়া দেবীর কাছে বাজিয়ে কি ফল? দেখ, কুমারী-জনের পক্ষে যা দুষ্কর—সেই সব নিয়ম উপাসনাদি করে', এতকাল ধরে' তুমি দেবীর আরাধনা করলে, তবু তো তিনি তোমার উপর প্রসন্ন হলেন না।

বিদূ।—ইনি দেখচি তবে কুমারী; তবে আমরা দেখি না কেন?

নায়ক।—তায় দোষ কি? কুমারীদের দেখায় কোন দোষ হ'তে পারে না। কিন্তু যদি আমাদের দেখে, বাল্য-সুলভ ভয়ে এখানে আর না থাকেন—তাই বলচি, এই তমালগুল্মের অন্তরালে থেকেই দেখা যাক।

বিদূ।—আচ্ছা, সেই ভাল।

উভয়ে।—(দর্শন)

বিদূ।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) সখা, দেখ দেখ; আহা কি চমৎকার! শুধু যে ওঁর বীণা শুনে আমাদের শ্রুতি-সুখ হচ্ছে, তা নয়, আবার ওঁর রূপেতেও আমাদের চক্ষু মুগ্ধ। না জানি ইনি কে? ইনি দেবী, না, নাগকন্যা, না বিদ্যাধর দুহিতা, না সিদ্ধকুল-সম্ভবা?

নায়ক।—(সস্পৃহভাবে অবলোকন করিয়া) সখা, ইনি কে, আমরা জানিনে বটে, কিন্তু এ কথা আমি বেশ বল্‌তে পারি:—

সুরনারী হন যদি —নিশ্চয় কৃতার্থ হবে
বাসবের সহস্র লোচন;
নাগকন্যা হন যদি —রসাতল শশিশূন্য
হইবে গো হেরি' ও-আনন;
হন যদি বিদ্যাধরী —আমাদের এই জাতি
হইবে গো সর্ব্ব-জাতিজয়ী;
হন যদি সিদ্ধসুতা ত্রিভুবনে সুপ্রসিদ্ধ
হইবে গো সিদ্ধেরা নিশ্চয়ি।

বিদূ।—(নায়ককে অবলোকন করিয়া সহর্ষে স্বগত) কি সৌভাগ্য! অনেক দিনের পর ইনি আজ মন্মথের হাতে পড়েচেন—অথবা এই ব্রাহ্মণের হাতে পড়েচেন বল্লেও হয়।

দাসী।—(প্রণয়-সহকারে) দিদিঠাকরুণ, শোনো বলি, এই নির্দ্দয়ার কাছে বাজিয়ে কি হবে (বীণা আকর্ষণ)

নায়িকা।—(সরোষে) ওলো! ভগবতী গৌরীর নিন্দা করিস্‌নে। আজ ভগবতী আমার পরে প্রসন্ন হয়েছেন।

দাসী।—(সহর্ষে) সত্যি নাকি দিদিঠাকরুণ? কি হয়েচে বল দিকি।

নায়িকা।—ওলো! আজ স্বপ্নে এই বীণা বাজাচ্চি, এমন সময়ে, ভগবতী গৌরী আমাকে বল্লেন:—বৎসে মলয়াবতি! তোমার এই বীণাবাদ্যে দক্ষতা দেখে, আর আমার প্রতি তোমার এই বালিকা-জন-দুষ্কর অসাধারণ ভক্তি দেখে আমি পরিতুষ্ট হয়েচি। অতএব, বর দিচ্চি, বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী অচিরাৎ তোমার পাণিগ্রহণ করবেন।

দাসী।—(সহর্ষে) তা যদি হয়, স্বপ্ন কেন বল্‌চ, তোমার হৃদয়ের বরকেই তো দেবী তোমাকে দান করেছেন।

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখ সখা, দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করবার এই ঠিক অবসর। তা এসো, আমরা এইবার নিকটে যাই।

নায়ক।—আমি তো যাচ্চিনে।

বিদূ।—(অনিচ্ছুক নায়ককে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া ও নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক, চতুরিকা ঠিকই বলেচে, দেবী বরই দিয়েচেন বটে।

নায়িকা।—(সভয়ে উঠিয়া নায়ককে উদ্দেশ করিয়া) ওলো! ইনি কে?

দাসী।—(নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া চুপি চুপি) এঁর যেরূপ অসাধারণ রূপ, তাতে মনে হয়, ইনিই সেই ভগবতী-দত্ত বর।

নায়িকা।—(সস্পৃহ ও সলজ্জভাবে নায়ককে অবলোকন)

ওগো তরল-চঞ্চল-আয়ত-লোচনি!
সাধ্বস-ভয়-কম্পিত-পীন-ঘন-স্তনি!
একে এই তনুখানি তপঃশ্রান্ত অতি
তাহে পুন কেন ক্লিষ্ট হতেছ এমতি?

নায়িকা।—(চুপি চুপি) ভয়ে আমার বুক কাঁপচে, আমি ওঁর সম্মুখে থাক্‌তে পারচি নে। (নায়ককে আড়-চোখে দেখিয়া একটু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

দাসী।—ও কি করচ দিদিঠাকরুণ।

নায়িকা।—ওলো, আমি এঁর সম্মুখে কিছুতেই থাক্‌তে পারচিনে—আয়, আমরা এখান থেকে চলে' যাই। (উঠিতে উদ্যত)

বিদূ।—দেখ, উনি ভয় পেয়েচেন; আমার পঠিত বিদ্যার মত মুহূর্ত্তকাল এঁকে ধরে' রাখি।

নায়ক।—তার দোষ কি?

বিদূ।—এই তপোবনে আপনাদের এ কিরূপ আচার? একজন অতিথি-ব্রাহ্মণের সহিত একটু বাক্য-সম্ভাষণও করলেন না?

দাসী।—(নায়িকাকে দেখিয়া স্বগত) ওঁর দৃষ্টিতে অনুরাগ প্রকাশ পাচ্চে। আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক্। (চুপি-চুপি নায়িকার প্রতি) দিদি-ঠাকরুণ! ব্রাহ্মণ ঠিক্‌ই বল্‌চেন, অতিথি-সৎকার করা তোমার কর্ত্তব্য! এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এখানে উপস্থিত, আর তুমি কি না বোকার মত কি করবে ভেবে পাচ্চ না—এটা কি ঠিক হচ্চে?

আচ্ছা তুমি থাকো, যা করবার, আমিই সব করচি। (নায়কের প্রতি) আসুন মহাশয়, আসন গ্রহণ করে' এ স্থানটিকে অলঙ্কৃত করুন।

বিদূ।—দেখ সখা! ইনি বেশ কথা বল্‌চেন। এইখানে বসে' একটু বিশ্রাম করা যাক্।

নায়ক।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

উভয়ে।—(উপবেশন)

নায়িকা। —(দাসীর প্রতি) ওলো রঙ্গিণি! ও কাজ করিস্‌নে বল্‌চি। যদি কোন তাপস এসে ছাখে, তা হ'লে আমাকে অশিষ্টা বলে' মনে করবে।

(তাপসের প্রবেশ)

তাপস।—কুলপতি বিশ্বামিত্র এইরূপ আমাকে আজ্ঞা করলেন, "দেখ বৎস শাণ্ডিল্য। পিতৃ-আজ্ঞায় আজ সিন্ধু-যুবরাজ মিত্রাবসু, নিজ ভগিনী মলয়বতীর বর স্থির করবার নিমিত্ত ভাবী বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী কুমার জীমূতবাহনকে এই মলয়পর্ব্বতের কোন স্থানে দেখ্‌তে এসেছেন। তাঁর প্রতীক্ষায় থেকে মলয়া-বতীরও বোধ হয় মধ্যাহ্ন-স্নানের সময় অতীত হয়ে থাক্‌বে, অতএব, তুমি তাঁকে এইখানে ডেকে নিয়ে এসো।" আমি এখন তবে তপোবনের গৌরী-মন্দিরে যাই। (পরিক্রমণ করিয়া ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে! এই ধূলিময় ভূমিতে কার না জানি এই চক্র-চিহ্নযুক্ত পদপংক্তি দেখা যাচ্চে? (সম্মুখে জীমূতবাহনকে দেখিয়া) এই পদচিহ্ন নিশ্চয় এই মহাপুরুষেরই হবে।

উজ্জ্বল উষ্ণীষ এঁর শিরে সুশোভিত;
ভুরু-মধ্য-স্থলে রোম রহে বিরাজিত;
রক্তোৎপল সম নেত্র; বক্ষঃস্থল সুবিশাল
মৃগেন্দ্র-সমান;
আর ওই পদদ্বয়ে চক্র-চিহ্ন যখন গো
দেখি বিদ্যমান
তখন নিশ্চয় ইনি বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী
—করেন বিশ্রাম।

না, এতে কোন সন্দেহই নেই, এই সব লক্ষণে মনে হয়, ইনিই সেই জীমূতবাহন। (মলয়বতীকে নিরীক্ষণ করিয়া) আর, ইনিই সেই রাজপুত্রী। (উভয়কে অবলোকন করিয়া) যদি বিধি এঁদের পরস্পরের সহিত মিলন ঘটাতে পারেন, তা হ'লে এত দিনের পর যোগ্যের সহিত যোগ্যেরই সংযোগ হয়। (নিকটে গিয়া নায়কের প্রতি) কল্যাণ হোক্।

নায়ক।—মহর্ষি! আমি জীমূতবাহন, আপনাকে অভিবাদন করি। (উঠিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত)

তাপস।—না না, আর উঠ্‌তে হবে না। দেখুন, অতিথি সকলেরই গুরু, সেই হেতু আপনিই আমাদের পূজ্য। অতএব, কিছুমাত্র কষ্ট করবেন না; যথা-সুখে অবস্থান করুন।

নায়িকা।—মহর্ষি! প্রণাম।

তাপস।—(নায়িকার প্রতি) বৎসে! তোমার অনুরূপ পতি হোক্। 'দেখ, রাজপুত্রি! কুলপতি বিশ্বামিত্র তোমাকে এই কথা বলেছেন,—"মধ্যাহ্ন স্নানের সময় অতীত হয়ে যাচ্চে, অতএব তুমি শীঘ্র এসো"।

মলয়বতী।—যে আজ্ঞে গুরুদেব! (স্বগত) একদিকে গুরুর বচন; অন্যদিকে প্রিয়জনের দর্শন-সুখ; যাই কি না যাই—এই দুয়ের মধ্যে কে যেন আমার হৃদয়কে এখনও দোলাচ্চে। (উঠিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া সানুরাগে নায়ককে দেখিতে দেখিতে তাপ-সের সহিত প্রস্থান)

নায়ক।—(উৎকণ্ঠার সহিত নিশ্বাস ফেলিয়া নায়িকাকে দেখিতে দেখিতে)

ঘন-জঘন-মন্থর-গামিনী ওই
আমা ছাড়ি করিছেন অন্যত্র গমন;
যদিও চলিয়া যান আমা হ'তে দূরে,
হৃদয়ে নিহিত আছে ও-চারু চরণ।

বিদূ।—দেখ সখা, যা দ্রষ্টব্য, তা তো আজ দেখ্‌লে। এখন আবার জঠরাগ্নি এই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপে যেন আরো দ্বিগুণ বেড়ে দাও-দাও করে' জ্বলে' উঠেচে; তা, চল এখন যাওয়া যাক্। ব্রাহ্মণ অতিথি হয়ে মুনিজনের কাছ থেকে কন্দ-ফলমূল কিছু নিয়ে, কোন প্রকারে এখন শরীর ধারণ করা যাক্।

নায়ক।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) এই যে! সূর্য্যদেব নভস্তলের মধ্যস্থলে অধিষ্ঠিত হয়েছেন; দেখ:—

তাপ-ক্লিষ্ট গজপতি কপোল পাণ্ডুর করে
চন্দন ঘর্ষণে;
নিজ-কর্ণ-তাল-বৃন্তে বীজন করিছে বায়ু
আপন আননে;

শুণ্ড দিয়া জলকণা করি' বিকিরণ
বিশেষ করিয়া বক্ষ করিছে সিঞ্চন ;
নিজ ভক্ষ্য শল্লকীর যে দুঃসহ দশা
গজেন্দ্রের সেইরূপ হ'ল যে সহসা।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, মলয়বতী আমাকে আজ্ঞা করলেন,—"ওলো মনোহরিকে! আমার ভাই আর্য্যমিত্র এখনও তো এলেন না; একবার তুই গিয়ে জেনে আয় দিকি তিনি এসেছেন কি না। কে ও এই দিক পানে তাড়াতাড়ি আস্‌চে?—কি? —চতুরিকা?

(দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ)

প্রথমা।—ওলো চতুরিকে! আমাকে না দেখা দিয়ে তাড়াতাড়ি কোথায় যাওয়া হচ্চে?

দ্বিতীয়া।—ওলো মনোহরিকে। আমাকে দিদি-ঠাকরুণ মলয়বতী এই আজ্ঞা করলেন;—"দেখ্ চতুরিকে! ফুল তুলে আজ আমি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছি; তাতে আবার এই শরৎকালের উত্তাপে আরও আমার কষ্ট হচ্চে। দ্যাখ্, তুই চন্দনের লতা-কুঞ্জে গিয়ে সেখানকার চন্দ্রমণি-শিলাতলটিতে নব-কদলীপত্র বিছিয়ে রাখ্।" তা, তাঁর আজ্ঞামত আমি তো সমস্তই করেচি, এখন এই কথা দিদি-ঠাকরুণকে জানিয়ে আসি।

প্রথমা।—তা যদি হয়, তো এখনি গিয়ে তাঁকে জানিয়ে আয়। সেখানে গেলেই তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হবে।

দ্বিতীয়া।—(হাসিয়া স্বগত) এ সে তাপ নয় লো, যে তাতে ঠাণ্ডা হবে। আমার মনে হয়, সেই বিচিত্র রমণীয় চন্দন-লতা-কুঞ্জটি দেখলে তাঁর তাপ আরও বৃদ্ধি হবে। আচ্ছা, তুই তবে যা, আমিও দিদিঠাকরুণকে জানিয়ে আসি, মণি-শিলাতলটি প্রস্তুত হয়েছে।

[প্রস্থান।

(দাসীর সহিত সোৎকণ্ঠা মলয়বতীর প্রবেশ)

মলয়বতী।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) হৃদয়! তখন সে জনের কাছ থেকে লজ্জাবশে ধীরে ধীরে চলে' গিয়ে, আবার তারই কাছে আপনা হতেই যে এখন ফিরে এলি। আরে! তুই কি স্বার্থপর! (প্রকাশ্যে) ওলো চতুরিকে! আমাকে ভগবতীর মন্দিরে নিয়ে চল্।

দাসী।—(স্বগত) চলেচেন চন্দন-লতা-কুঞ্জের দিকে, অথচ মুখে বল্‌চেন ভগবতীর মন্দির। (প্রকাশ্যে) দিদি ঠাকরুণ! তুমি যে চন্দন-লতা-কুঞ্জের দিকে যাচ্চ।

নায়িকা।—(সলজ্জভাবে) ওলো! তুই ঠিক্ মনে করে' দিয়েচিস্। আচ্ছা, আয়, তবে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

দাসী।—এসো দিদিঠাকরুণ, এসো।

নায়িকা।—(অন্য দিকে গমন)

দাসী।—(পিছনে দেখিয়া উদ্বেগ-সহকারে স্বগত) ও মা, কি হবে, দিদিঠাকরুণ যে বড়ই আন-মনা হয়ে পড়েছেন। এ কি! সেই দেবী মন্দিরেই যাচ্চেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) না না দিদিঠাকরুণ, এই দিকে চন্দন-লতা-কুঞ্জ। এইদিক দিয়ে এসো।

নায়িকা।—(অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিয়া তথা-করণ)

দাসী।—এই চন্দন-লতা-কুঞ্জ; এর ভিতরে গিয়ে চন্দ্রমণি-শিলাতলে বস্‌লে তোমার শরীর এখনি জুড়িয়ে যাবে দিদিঠাকরুণ।

উভয়ে।—(উপবেশন)

নায়িকা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তুমি মুগ্ধ হয়ে সে জনের জন্য কি না করলে? আমি অপরাধী হলেও অবলা বলে' আমাকে প্রহার করতে তোমার কি একটু লজ্জা হ'ল না? (প্রকাশ্যে) ওলো! নিবিড় শাখা-পল্লবে আচ্ছন্ন থাকায়, এই চন্দন-লতা-কুঞ্জে সূর্য্য-কিরণ আস্‌তে পারচে না বটে, কিন্তু তবু আমার শরীরের তাপ তো এখনও গেল না।

দাসী।—তোমার তাপের কারণ কি, আমি তা জানি; তুমি কি তা বুঝতে পারচ না দিদি-ঠাকরুণ?

নায়িকা।—(স্বগত) এ যে আমার ভাব বুঝতে

পেরেচে দেখচি। তবু একবার জিজ্ঞাসা করি। (প্রকাশ্যে) ওলো! কি আমি বুঝতে পারচিনে? বল্ দেখি তাপের কারণটা কি?

দাসী।—এই তোমার সেই স্বপ্নে পাওয়া বর—

নায়িকা।—(সহর্ষে ব্যস্তসমস্ত হইয়া এবং দুই তিন পদ অগ্রসর হইয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

দাসী।—(উঠিয়া মুচ্‌কি হাসিয়া) তিনি আবার কে দিদিঠাকরুণ?

নায়িকা।—(সলজ্জভাবে উপবেশন করিয়া অধোমুখে অবস্থান)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, আমি সেই স্বপ্নের দেবী-দত্ত বরের কথা বল্‌ছিলেম। তার পরেই দিদি-ঠাকরুণ তো দেখ্‌লেন, কামদেব ফুল-বাণ সন্ধান করচেন। সেই কামদেবই তোমার তাপের কারণ। তাই, চন্দন-লতাকুঞ্জ স্বভাবতঃ এমন শীতল হয়েও তোমার তাপ দূর করতে পারচে না।

নায়িকা।—চতুরিকা, তুই ঠিকই ঠাউরিচিস্। ওলো, তুই সত্যই চতুরিকা। তোর কাছে তবে আর গোপন করে' কি হবে; তবে শোন্ বলি।

দাসী।—ঠাকরুণ, বল্‌বে আর কি, সবই বলা হয়েচে। আমিও আর অধিক কি বল্‌ব; এই-মাত্র বল্‌চি, এখন কেন মিছে কষ্ট পাও, নিশ্চিন্ত হও, কোন ভয় নেই। আমি যদি চতুরিকা হই, তা হ'লে তুমি নিশ্চয় জানবে দিদিঠাকরুণ, তিনিও তোমার অপেক্ষায় আছেন; তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও তাঁর মনে সুখ নেই, এও আমি লক্ষ্য করেচি।

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) ওলো! আমার অদৃষ্টে কেন এরূপ হ'ল?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! ও কথা বোলো না। মধুসূদন কখনও কি লক্ষ্মীকে বক্ষঃস্থলে না নিয়ে সুখী হ'তে পারেন?

নায়িকা।—দ্যাখ্, সুজন যে হয়, সে প্রিয় বাক্য ছাড়া আর কিছু বল্‌তে জানে না। সখি! তিনি যে তখন একটি মুখের কথা বলে'ও আমাকে তুষ্ট কর্‌লেন না, এতেই আমার আরো কষ্ট হচ্চে। তাই আমার মনে হয়, তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য কিছুই নেই। (রোদন)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, কেঁদো না। (স্বগত) অথবা কেনই বা কাঁদ্‌বেন না। হৃদয়ের কষ্ট ওঁর ক্রমেই বাড়্‌চে। এখন তবে কি করা যায়। অচ্ছা, এই চন্দন-তরুর লতাপল্লব ওঁর হৃদয়ের উপর রেখে দি। (প্রকাশ্যে) বলি শোনো দিদিঠাকরুণ, কেঁদো না। চোখের জল পড়ে' পড়ে' তোমার বুক এমনি গরম হয়ে উঠেছে যে, চন্দন-রস অনবরত পড়ে'ও তার তাপ দূর করতে পার্‌চে না। (কদলী-পত্র লইয়া বীজন)

নায়িকা।—(হস্তের দ্বারা নিবারণ করিয়া) সখি! আমাকে বাতাস কোরো না। এই কদলী-পত্রের বাতাস আমার গরম বোধ হচ্চে।

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, কদলী-পত্রের দোষ দিও না। চন্দন-পল্লব-স্পর্শে শীতল এমন যে কদলী-পত্র, তাও তোমায় নিশ্বাসে গরম হয়ে উঠেচে।

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) সখি! এই তাপ-শান্তির কোন উপায় আছে কি?

দাসী।—দিদিঠাক্‌রুণ, যদি তিনি আসেন, তবেই উপায় হয়।

(নায়ক ও বিদূষকের প্রবেশ)

নায়ক।—

যে চারু নেত্রের দৃষ্টি
—তপোবনে মুনির সম্মুখে,
আশ্রম-পাদপ-তলে
মৃগচর্ম্মে বিহরয়ে সুখে,
সেই নেত্রে সুলোচনা দেখিল আমারে যবে
ফিরায়ে আনন,
তখনি আহত আমি; পুন কেন পুষ্পধনু!
এ শর-বর্ষণ?

বিদূ।—দেখ সখা! এখন আর তোমার সেই ধৈর্য্য কোথায়?

নায়ক।—না, সখা, আমার ধৈর্য্য যায়নি, এখনও আমি সুধীর; কেননা:—

শশাঙ্ক-ধবলা নিশা
আমি কি গো করিনি যাপন?
নীলোৎপল-সউরভ
আমি কি গো করিনি গ্রহণ?
সহ্য কি করি নি আমি মালতী-কুসুম-গন্ধী
প্রদোষের মৃদু সমীরণ?

অথবা গো সরোবরে নলিনীর দল-মাঝে
শুনিনি কি ভ্রমর-গুঞ্জন ?
বিধুরগণের মাঝে অধীর বলিয়া মোরে
কেন তবে কর সম্বোধন ?

(চিন্তা করিয়া) না না, সখা অত্রেয় মিথ্যা বলেনি—হাঁ, আমি অধীরই হয়েচি বটে :—

হইয়া গো এবে আমি প্রিয়া-গত-প্রাণ
সহিতে না পারিলাম অনঙ্গের বাণ
তোমারি সম্মুখে ; তবে, কেমনে গো হায়
বিধুরের মাঝে বলি ধীর আপনায় ।

বিদূ ।—(স্বগত) ইনি যেরূপ অধীরতা প্রকাশ করচেন, তাতে বোঝা যাচ্চে, এঁর হৃদয়ে কি একটা বিষম আবেগ উপস্থিত । আচ্ছা, এখন তবে আর কোন বিষয়ে যাতে এঁর মন যায়, তারই চেষ্টা করা যাক্ । (প্রকাশ্যে) আচ্ছা সখা, গুরুজনের শুশ্রূষা ছেড়ে তুমি লঘু-চিত্তের মত কেন এখানে এলে বল দিকি ?

নায়ক । সখা ! এ কথা তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার বটে ; আর তোমাকে ছাড়া আর কাকেই বা আমি বলি বল । দেখ, স্বপ্নে দেখ্‌লেম, যেন ঐ প্রিয়তমা (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এই চন্দন-লতা-কুঞ্জে চন্দ্রকান্ত-মণি-শিলাতলে মান-ভরে বসে' আছেন, আর কাঁদতে কাঁদতে আমাকে যেন তিরস্কার করচেন ; তাই, এখন আমার ইচ্ছা হয়েছে, স্বপ্নে যেখানে প্রিয়তমার সমাগম অনুভব করেছিলেম, সেই রমণীয় চন্দন-লতা-কুঞ্জে এসে দিবসের শেষভাগ যাপন করি । চল, তবে এখন সেইখানেই যাওয়া যাক্ । (পরিক্রমণ)

দাসী ।—(কাণ পাতিয়া শ্রবণ ও ভয়ব্যস্ত হইয়া) দিদিঠাকরুণ ! কার যেন পদশব্দ শুনচি ।

নায়িকা ।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া আপনাকে দর্শন করিতে করিতে) ওলো ! আমার এইরূপ আকার-প্রকার দেখে কেউ কিছু মনে সন্দেহ করতে পারে । তা চল্, উঠে ঐ রক্তাশোক তরুর আড়াল থেকে দেখা যাক্, লোকটা কে ।

(তথা করণ)

বিদূ ।—এই তো চন্দন-লতা-গৃহ ; এসো তবে, প্রবেশ করা যাক্ ।

(উভয়ের প্রবেশ)

নায়ক ।—

বিনা সেই চন্দ্রাননা চন্দ্রমণি-শিলা-যুতা
এ চন্দন-লতা-গৃহে
নাহি কোন সুখ ।
যেমন গো রজনীর কিছুই লাগে না ভাল
না হেরিলে প্রিয়তমা
চন্দ্রিকার মুখ ॥

দাসী ।—(দেখিয়া) দিদিঠাকরুণ, একটা সুসংবাদ দি ; আর কেউ নয়, তোমার সেই হৃদয়-বল্লভ !

নায়িকা ।—(দেখিয়া হর্ষ ও সাধ্বস-সহকারে) ওলো ! আমার বুক যেন কাঁপচে, আমি এখানে আর থাকতে পারচিনে—হয় তো আমাকে উনি দেখ্‌চেন । আয়, তবে আমরা অন্যত্র যাই । (উৎকণ্ঠা-সহকারে এক পদ গমন করিয়া) ওলো ! আমার বুক কেমন ধড়াস্ ধড়াস্ করচে ।

দাসী ।—(হাসিয়া) অত কাতর হচ্চ কেন ?—এখানে থাকলে তোমাকে কে দেখ্‌তে পাবে ?—না না, তোমার ঐ রক্তাশোক তরুটিকে তুমি ভুলে গেছ দেখ্‌চি, এসো দিদিঠাকরুণ, আমরা ঐখানে গিয়ে বসি । (তথাকরণ)

বিদূ ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দেখ সখা ! এই সেই চন্দ্রমণি-শিলা !

নায়ক ।—(সাশ্রুলোচনে নিশ্বাস ত্যাগ)

দাসী ।—দিদিঠাকরুণ ! কি একটা স্বপ্ন দেখার কথা হচ্চে—তা এসো, আমরা মন দিয়ে শুনি ।

উভয়ে । (শ্রবণ)

বিদূ ।—(হস্তের দ্বারা ঠেলিয়া) সখা ! আমি বল্‌চি কি, এই সেই চন্দ্রমণি-শিলা ।

নায়ক ।—(সাশ্রুলোচনে নিশ্বাস ফেলিয়া) তুমি ঠিকই লক্ষ্য করেছ ।

(হস্তের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) এই সেই :—

চন্দ্রমণি-শিলা, যেথা
প্রিয়া মোর পাণ্ডুর-আননা,
বিলম্ব দেখিয়া মোর,
মান-ভরে হয়ে শিলাসনা,
বাম-গণ্ডে রাখি' নিজ
সুকোমল কিসলয়-কর

সঘনে নিশ্বাস-ফেলি'
—বিস্ফুরিত ঈষৎ অধর—
প্রকাশিয়া মনোভাব
ফেলিলেন অশ্রু নিরন্তর।

অতএব এই চন্দ্রমণি-শিলাতলেই এসো আমরা বসি।

(উভয়ে উপবেশন)

নায়িকা।—(চিন্তা করিয়া) কাকে মনে করে' না জানি এ সব কথা বল্‌চেন—কে সে?

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! আমরা এখন আড়ালে আছি, এখান থেকে ওঁকে দেখা যাক্—আর এখানে থাক্‌লে তোমাকেও উনি দেখ্‌তে পাবেন না।

নায়িকা।—এ বেশ কথা। কোন প্রণয়-কুপিত প্রিয়জনের উদ্দেশে উনি কি বল্‌চেন?

দাসী —দিদিঠাকরুণ! ওরূপ কোন আশঙ্কা কোরো না—আচ্ছা, আবার শোনা যাক্।

বিদূ।—(স্বগত) এই কথাই দেখচি ওঁর ভাল লাগচে; আচ্ছা, এই রকম কথাই তবে কওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) তার পর, তাঁকে কাঁদ্‌তে দেখে তুমি তাঁকে কি বল্লে?

নায়ক।—সখা! আমি তাঁকে এই কথা বল্লেম :—

চন্দ্রকান্ত-শিলা এই অশ্রুতে সিঞ্চিত;
তব মুখ-চন্দ্রোদয়ে হ'ল বিগলিত!

নায়িকা।—(সরোষে) এর পর আর কিছু কি শোন্‌বার আছে? এসো, আমরা এখান থেকে চলে' গিয়ে আর কোথাও যাই।

দাসী।—(হস্ত ধারণ করিয়া) দিদিঠাকরুণ! ও কথা বোলো না। তোমাকেই উনি স্বপ্নে দেখছেন; ওঁর দৃষ্টি আর কারও পরে পড়েনি।

নায়িকা।—না লো, আমার ওতে প্রত্যয় হচ্ছে না—আচ্ছা, কথার শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা যাক্।

নায়ক।—দেখ সখা! এই শিলার উপর তার চিত্র এঁকে কোন প্রকারে আত্মনিবেদন করা যাক্। দেখ, এই গিরি-তট হ'তে কতকগুলি মনঃশিলা-ধাতু-খণ্ড নিয়ে এসো দিকি।

বিদূ।—আচ্ছা, বেশ। (পরিক্রমণ ও মনঃশিলা লইয়া নিকটে আগমন) দেখ সখা! তুমি আমাকে একটা রং আন্‌তে বলেছিলে, আমি দেখ পাঁচ রকম রং এনেছি—এই নেও, ছবি আঁকো। (মনঃশিলাদি অর্পণ)

ঐ বিম্বাধরের যে
অক্ষুণ্ণ পরিপূর্ণ শোভা,
নয়ন-আনন্দদায়ী
প্রিয়ার যে মুখ-চন্দ্র-প্রভা
—তারি এই রেখা মাত্র প্রথম দর্শনে
কি এক অপূর্ব্ব সুখ জনমে গো মনে।

(চিত্রকরণ)

বিদূ।—(কৌতুক-সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া) তিনি চোখের সাম্‌নে নেই, অথচ তাঁর ছবি আঁকা হচ্চে—ওঃ, কি আশ্চর্য্য!

নায়ক।—স্থাপিত সম্মুখে প্রিয়া কলপনা-পটে
—মনে হয় ঠিক্ যেন আছেন নিকটে।
সেই মূর্ত্তি দেখি-দেখি', যদি লিখি চিত্র
তাহাতে বিস্ময় কিবা—কি তাতে বিচিত্র?

নায়িকা।—(সাশ্রুলোচনে) চতুরিকে! কথার শেষটা তো জানা গেল; এখন চল্ যাই মিত্রাবসুর সঙ্গে দেখা করি গে।

দাসী।—(সবিষাদে স্বগত) এঁর কথায় যেন একটা উদাসভাব দেখা যাচ্চে, মনে হচ্চে যেন, ওঁর জীবনে আর মায়া নেই। (প্রকাশ্যে) দিদিঠাকরুণ! মনোহরিকা তো সেইখানেই গেছে, প্রভু মিত্রাবসুও হয় তো এইখানেই আস্‌বেন।

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রা।—পিতা এইরূপ আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন যে, "দেখ বৎস মিত্রাবসু! জীমূতবাহন আমাদের নিকটে থাকায়, আমরা তাকে ভাল করে' পরীক্ষা করেছি; তার চেয়ে যোগ্য বর আর কোথায় পাওয়া যাবে; অতএব তাকেই বৎসা মলয়বতীকে সম্প্রদান কর।" আমিও এখন স্নেহ-পরবশ হয়ে কি এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থান্তর অনুভব করচি। তা ছাড়া :—

যিনি বিদ্যাধর-কুলে তিলকের সম;
প্রাজ্ঞ, সাধুজন-প্রিয়, রূপে অতুলন;
বিনীত, বিদ্বান্ যুবা, মহা-পরাক্রম;
প্রাণি-রক্ষা-তরে যিনি নিজ প্রাণ ত্যজিবারে
সমুদ্যত করুণার বশে;

তাঁরে করিতে গো দান ভগিনীরে, হইয়াছি
অভিভূত বিষাদ হরষে।

আর এ কথাও শুনেছি যে, জীমূতবাহন গৌরী-আশ্রম-সংলগ্ন চন্দন-লতাগৃহে এখন রয়েছেন। এই তো চন্দন-লতাগৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক্।

(প্রবেশ)

বিদূ।—(সভয়ে অবলোকন করিয়া) দেখ সখা! এই কদলীপত্র দিয়ে এই বিচিত্র কন্যাটিকে ঢেকে রাখো; সেই সিদ্ধ-যুবরাজ মিত্রাবসু এইখানে এসেছেন; কি জানি, যদি দেখে ফেলেন।

নায়ক।—(কদলীপত্রে চিত্র আচ্ছাদন)

মিত্রা।—(প্রবেশ করিয়া) কুমার! আমি মিত্রাবসু, প্রণাম করি।

নায়ক।—(দেখিয়া) মিত্রাবসু?—এসো এসো, এইখানে এসো।

দাসী।—দিদিঠাকরুণ! আমাদের প্রভু মিত্রাবসু এসেছেন!

নায়িকা।—ওলো! আমার কি সৌভাগ্য!

নায়ক।—মিত্রাবসু! সিদ্ধরাজ বিশ্বাবসু ভাল আছেন?

মিত্রা।—ভাল আছেন বৈ কি, তাঁর বক্তব্য কথা নিয়ে আমি আপনার নিকট এসেছি।

নায়ক।—তিনি কি কি বলে' পাঠিয়েছেন?

নায়িকা।—শোনা যাক্ কি বলেন। পিতা কি তাঁর কুশল-সংবাদ বলে' পাঠিয়েছেন?

মিত্রা।—(সাশ্রুলোচনে) তিনি এই কথা তাঁর হয়ে আমাকে বল্‌তে বলেছেন:—"দেখ বৎস! মলয়বতী নামে আমার একটি কন্যা আছে, সে এই সিদ্ধরাজ-বংশের জীবন-স্বরূপ; তাকেই আমি তোমার হস্তে সমর্পণ করচি, গ্রহণ কর।"

দাসী।—(হাসিয়া) দিদিঠাকরুণ! এখন যে বড় রাগ কচ্চ না?

নায়িকা।—(সস্মিত ও সলজ্জভাবে অধোমুখী হইয়া অবস্থান) ওলো! হাসিস্‌নে; তুই কি ভুলে গিয়েছিস্, ওঁর হৃদয় এখন অন্য জনে আসক্ত?

নায়ক।—(চুপি চুপি) সখা! বড় যে সঙ্কটে পড়া গেল।

বিদূ।—(চুপি চুপি) এই কন্যা ছাড়া তোমার আর কোথাও মন নেই আমি জানি; এখন তবে যা-তা বলে' ওঁকে বিদায় করে' দাও।

নায়িকা।—(সরোষে স্বগত) হতভাগ্য! কেই বা এ কথা না জানে।

নায়ক।—এরূপ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ আপনাদের সহিত বন্ধন কর্‌তে কার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু, যে চিত্ত এক দিকে গেছে, তাকে অন্যদিকে কি করে' আবার নিয়ে যাই বলুন?—তা তো আমি পারচি নে; তাই, আমি তাঁকে গ্রহণ করতে সাহসী হচ্চি নে।

নায়িকা।—(মূর্চ্ছিতা)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ, ওঠো, ওঠো।

বিদূ।—দেখুন, ইনি পরাধীন; এঁর কাছে প্রার্থনা করে' কি হবে? এঁর গুরুজনের নিকটে গিয়ে প্রার্থনা করুন।

মিত্রা।—(স্বগত) বেশ কথা বলেছে। ইনি গুরুজনের কথা লঙ্ঘন করেন না; তা, এঁর পিতাও এই গৌরী আশ্রমে বাস করেন; সেইখানে গিয়ে এঁর পিতাকে অনুরোধ করি যে, তিনি যেন এই কন্যার পাণিগ্রহণ কর্‌তে এঁকে অনুমতি করেন।

নায়িকা।—(সংজ্ঞালাভ)

মিত্রা।—আমাদের ন্যায় প্রার্থনাকারীদের কিরূপে পরিহার কর্‌তে হয়, কুমার তা বিলক্ষণ জানেন দেখ্‌ছি।

নায়িকা।—(সরোষে হাসিয়া) কি?—এরূপ প্রত্যাখ্যানেও লঘুচিত্ত মিত্রাবসু আবার কথা কচ্চে?

[মিত্রাবসুর প্রস্থান।

নায়িকা।—(আপনাকে দেখিতে দেখিতে স্বগত) এই দৌর্ভাগ্য-মলিন দুঃখময় শরীর ধারণ করে' আর কি হবে? তা, এইখানেই অশোকতরুতে মালতী-লতা-পাশে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করি। হাঁ, সেই ভাল। (অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিয়া) ওলো! দ্যাখ দিকি মিত্রাবসু গেছে কি না, তা হ'লে আমিও এখান থেকে যাই।

দাসী।—(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া স্বগত) ওঁর মনের ভাব অন্য রকম দেখ্‌চি; না, আমি আর যাব না। এইখানে লুকিয়ে থেকে দেখি, উনি কি করেন।

নায়িকা।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া লতা-পাশ লইয়া সাশ্রু-লোচনে) ভগবতি গৌরি! তুমি এখানে তো কিছুই করলে না; তা, জন্মান্তরে যাতে আমাকে এরূপ দুঃখভোগ করতে না হয়, আমার পরে সেই অনুগ্রহ কোরো। (কণ্ঠে পাশ অর্পণ)

দাসী।—(দেখিয়া ভয়-ব্যস্ত হইয়া নিকটে আগমন) মহাশয়! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমার দিদিঠাকরুণ আত্মহত্যা করচেন।

নায়ক।—(ত্রস্তব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

দাসী।—এই অশোক-তরুর তলায়।

নায়ক।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) ইনিই তো সেই আমার মানসপ্রতিমা। (নায়িকার হাত ধরিয়া লতাপাশ দূরে নিক্ষেপ)

কোরো না, কোরো না বালা
এ দুঃসাহস—নহেক উচিত;
কিসলয়-কর তব
লতা হ'তে কর অপনীত!
যে হস্ত অসমর্থ
—এমন কি—কুসুম-চয়নে
—উদ্বন্ধন-তরে তাহা
লতা-পাশ রচিবে কেমনে।

নায়িকা।—(সাধ্বস-সহকারে) ওলো! এ আবার কে? আমার হাত ছাড়ো, হাত ছাড়ো; তুমি আমাকে নিবারণ করবার কে? মরণেও কি তুমি প্রার্থনীয়?

নায়ক।—

হার-লতা-যোগ্য কণ্ঠে যে হস্তে করেছ তুমি
পাশ অরপণ
সেই অপরাধী হস্ত হইয়াছে মৃত, কেন
করিব মোচন?

বিদূ।—ওগো! এঁর আত্মহত্যা করবার কারণটা কি?

দাসী।—তোমার প্রিয়সখাই এর কারণ।

নায়ক।—কি? আমিই এর কারণ?—আমি তো কিছুই জানিনে।

বিদূ।—ওগো! সে কিরূপ বল দেখি।

দাসী।—তোমার প্রিয়সখা তাঁর কোন প্রেয়সীকে ঐ শিলাতলে চিত্র করেন, আর সেই চিত্রিত কন্যার পরে তাঁর এত দূর টান দেখা গেল যে, যখন মিত্রাবসু এঁর পাণিগ্রহণের প্রস্তাব করলেন, তখন উনি তাতে সম্মত হলেন না। তাই, হতাশ হয়েই উনি এইরূপ আত্মহত্যার চেষ্টা করছিলেন।

নায়ক।—(সহর্ষে স্বগত) কি?—ইনিই সেই বিশ্বাবসুর দুহিতা মলয়বতী? তাই সম্ভব, কেননা, রত্নাকর ছাড়া চন্দ্রলেখার আর কোথায় উৎপত্তি হ'তে পারে? হা! আমি কি না শেষে এঁ-হ'তে বঞ্চিত হলেম?

বিদূ।—ওগো! তা যদি হয়, তা হ'লে আমার প্রিয়সখা অনপরাধী; আমার কথায় যদি প্রত্যয় না হয়, তুমি নিজে বরং শিলাতলে গিয়ে একবার দেখে এসো।

নায়িকা।—(সহর্ষে, সলজ্জভাবে নায়ককে দেখিতে দেখিতে নায়ক কর্তৃক হস্ত আকর্ষণ)

নায়ক।—(সস্মিত) শিলাতলে চিত্রিত আমার প্রেয়সীকে যতক্ষণ না তুমি দেখবে, ততক্ষণ আমি তোমার হাত ছাড়্‌ব না। (সকলের পরিক্রমণ)

বিদূ।—(কদলীপত্র সরাইয়া) ওগো! দেখ দেখ, এই এঁর প্রেয়সী।

নায়িকা।—(নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিতভাবে চুপি-চুপি) চতুরিকা, এ যে আমাকেই চিত্র করেছেন।

দাসী।—(চিত্রাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া) দিদি-ঠাকরুণ! কি বল্লে, তোমারই চিত্র?—শুধু তা নয়, এমন সৌসাদৃশ্য যে, দেখ্‌লে বোঝা যায় না যে, তোমার প্রতিবিম্ব শিলাতলে পড়েছে, না তোমাকে কেউ চিত্র করেছে।

নায়িকা।—(হাসিয়া) আমাকে চিত্রেতে দেখিয়ে উনি যে আমাকে দুশ্চরিত্র স্ত্রীলোকদের সামিল করে' তুলেচেন।

বিদূ।—এখন আপনার গান্ধর্ব্ববিবাহ হয়ে গেল। এখন তবে এঁর হাত ছাড়ুন। কে এক জন স্ত্রীলোক তাড়াতাড়ি এই দিকে আস্‌চে।

নায়ক।—(হস্তমোচন)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—(সহর্ষে) দিদিঠাকরুণ, একটা সু-সংবাদ বলি, প্রভু জীমূতবাহনের পিতা এই বিবাহে মত দিয়েছেন।

বিদূ।—(নৃত্য করিতে করিতে) হি হি হি হি!

ওগো! তবে তো এখন প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। না না, দেবী মলয়বতীরও নয়, এ দুজনের কারই নয়—(ভোজন অভিনয় করিয়া) এ কেবল এই ব্রাহ্মণেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল।

দাসী।—(নায়িকার প্রতি) যুবরাজ মিত্রাবসু আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন যে, "আজই মলয়বতীর বিবাহ হবে, অতএব শীঘ্র গিয়ে তাকে নিয়ে এসো"। তা, চল এখন যাওয়া যাক্।

বিদূ।—ঐ দাসী বেটী তো ওকে নিয়ে চলে' গেল; এখন সখার কি এইখানেই থাকা হবে?

দাসী।—বলি অত ব্যস্ত হোয়ো না, তোমাদেরও স্নানের সামগ্রী এল বলে'।

নায়িকা।—(সানুরাগে সলজ্জভাবে নায়ককে দেখিতে দেখিতে পরিজনের সহিত প্রস্থান)

লভিল মলয় গিরি মেরুর সমান দ্যুতি
আবীরে আবীরে;
সিন্দুর হইয়া ধূলি প্রাতঃকাল সন্ধ্যা-শোভা
ধরিল অচিরে।
রক্তমণি নূপুরের রুনু-ঝুনু ধ্বনি সহ
উচ্চৈঃস্বরে গাহে গান
যতেক অঙ্গনা;
তব বাঞ্ছা সিদ্ধ করি'—সিদ্ধ-লোক ওই দেখ
বিবাহের স্নান-বেলা
করিছে ঘোষণা।

বিদূ। (শুনিয়া) দেখ সখা! একটা সুখবর দি; স্নানের সামগ্রী সব এসেছে।

নায়ক।—(সহর্ষে) তা যদি হয়, তা হ'লে এখানে থেকে আর কি হবে? চল, পিতাকে প্রণাম করে' স্নান-ভূমিতেই যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

—

তৃতীয় অঙ্ক

(মত্ত বিচিত্র বিহ্বল-বেশে চষকহস্তে দাসের সহিত বিটের প্রবেশ)

বিট।—নিত্য যে গো পিয়ে সুরা, আর প্রিয়জন-সহ
করয়ে সঙ্গম
সেই দেব বলদেব আর সেই কামদেব
ইঁহারা দুজন।

(ঘুরিয়া) বক্ষে যার প্রিয়তমা মুখে বিরাজিত যার
পদ্ম-গন্ধী সুরা;
নিত্য সঙ্গী দাসী যার, শিরোদেশে ধরে যে গো
মাল্য-পুষ্প চূড়া,

আমি সেই, "শেখরক"—আমার জীবন সফল হোক্!

(পদস্খলন) আরে! কে আমাকে ঠ্যালে? নিশ্চয় নবমালিকা আমার সঙ্গে পরিহাস করচে।

দাস।—কর্ত্তা! সে তো এখনও এখানে আসচে না।

বিট।—(সরোষে) প্রথম প্রহরেই তো মলয়বতীর বিবাহ-কার্য্য শেষ হয়ে গেছে। এখন প্রভাত হ'ল, তবু কেন সে আসচে না? অথবা বিবাহ-মহোৎসবে, আপনার প্রণয়িনী-জনকে নিয়ে সিদ্ধ-বিদ্যাধরেরা কুসুমাকর-উদ্যানে হয় তো সুরা-সুখ সম্ভোগ করচে; আমার বোধ হয়, সেইখানেই নবমালিকা আমার জন্য প্রতীক্ষা করচে। সেইখানেই তবে যাই, নবমালিকা বিনা শেখরকেই বা কিরূপ?

[পদস্খলন-সহকারে প্রস্থান।

দাস।—এই দিক্ দিয়ে কর্ত্তা, এই দিক্ দিয়ে। এই কুসুমাকর-উদ্যান। ভিতরে চলুন কর্ত্তা।

(উভয়ের প্রবেশ)

(বস্ত্র-যুগল স্কন্ধে লইয়া বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—প্রিয়সখার মনোবাঞ্ছা তো পূর্ণ হ'ল। আর শুনলেম নাকি প্রিয়সখাও আজ কুসুমাকর-উদ্যানে যাবেন। তবে আমিও সেইখানে যাই। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো কুসুমাকর-উদ্যান—প্রবেশ করা যাক্।

আরে দুষ্ট মধুকরেরা, তোরা আবার আমাকে কেন আক্রমণ করিস? ও, বুঝেছি। আমি জামাতার বয়স্য বলে', মলয়বতীর আত্মীয়েরা আদর করে' আমাকে রং দিয়ে চিত্রিত করেছে; আর, "সন্তান" ও "শেখর"-পুষ্প আমায় মাথায় বেঁধে দিয়েছে; তাই মধুকরেরা ঝাঁকে ঝাঁকে আমার কাছে আসচে। এই অতি-আদরই যত অনর্থের মূল। এখানে এখন করি কি? অথবা এই যে এক জোড়া রক্তবস্ত্র মলয়বতীর কাছ থেকে পেয়েছি, এতে স্ত্রীবেশ করে', আর উত্তরীয়ের ঘোমটা

পরে' এখন যাওয়া যাক্। দেখা যাক্, মধুকর ব্যাটারা কি করে!

বিট।—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) ওরে দাস! (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া হাসিয়া) ঐ দ্যাখ্, নবমালিকা এসেছে। আমার আস্‌তে দেরী হয়েচে বলে', আমাকে দেখে মান করে' ঘোমটা দিয়ে অন্ত দিকে কোথায় চলেচে দেখ্ না। তা ওর গলা জড়িয়ে ধরে' একবার সাধি। (সহসা নিকটে গিয়া কণ্ঠ ধরিয়া মুখে তাম্বূল দিতে উদ্যত)

বিদূ।—(মদ্য-গন্ধের সূচনায় নিজ নাসিকা টিপিয়া ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া অবস্থান) কি আপদ! সেই মধুকরদের হাত এড়িয়ে আবার এই দুষ্ট মধুকরদের মুখে এসে পড়লেম যে!

বিট।—কি?—মান করে' মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল? (প্রণাম করত বিদূষকের চরণে মাথা রাখিয়া) প্রসন্ন হও নবমালিকে, প্রসন্ন হও!

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—দিদিঠাকরুণ আমাকে এই আজ্ঞা কর্‌লেন :—"দেখ নবমালিকে, কুসুমাকর-উদ্যানে গিয়ে মালিনী 'পল্লবিকা'কে বল, যেন সে আজ তমাল-বীথিকাটি বিশেষ করে' সজ্জিত করে' রাখে। মলয়বতীর সহিত জামাতার সেখানে যাবার কথা আছে।" আমিও পল্লবিকাকে সেই আজ্ঞা শুনিয়ে দিলেম। এখন তবে প্রিয়সখা শেখরককে অন্বেষণ করি—সে নিশ্চয় রাত্রে আমার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (দেখিয়া) এই যে শেখরক। এ কি! একজন অপর স্ত্রীলোককে সাধচে দেখ্‌চি। আচ্ছা, তবে এইখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাক, স্ত্রীলোকটি কে।

বিদূ।—আরে বেটা মাতাল ছোঁড়া! এখানে নবমালিকা কোথায়?

দাসী।—(নিরীক্ষণ করিয়া সস্মিত) শেখরক মদের ঘোরে আমাকে মনে করে' আত্রেয় ঠাকুরকে সাধাসাধি করচে দেখ্‌চি। আচ্ছা, আমি মিথ্যে রাগ দেখিয়ে দুজনের সঙ্গেই তবে একটু মজা করি।

দাস।—(দাসীকে দেখিয়া শেখরককে ঠেলিতে ঠেলিতে) ও কর্ত্তা! ওকে ছেড়ে দেও। ও নবমালিকা নয়। দেখুন, একজন স্ত্রীলোক চক্ষু রক্তবর্ণ

দাসী।—(নিকটে গিয়া) শেখরক! কাকে তুমি সাধাসাধি করচ?

বিদূ।—(অবগুণ্ঠন নামাইয়া) ওগো! আমি একজন হতভাগ্য ব্রাহ্মণ।

বিট।—(বিদূষককে নিরীক্ষণ করিয়া) আরে কপিল মর্কট! তুই শেখরককে প্রতারণা করচিস? ওরে দাস! একে ধরে' রাখ্। আমি ততক্ষণ নবমালিকাকে প্রসন্ন করি।

দাস :—যে আজ্ঞে কর্ত্তা।

বিট।—(বিদূষককে ছাড়িয়া দাসীর পদতলে পতন) প্রসন্ন হও নবমালিকে, আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

বিদূ।—(স্বগত) এই ফাঁকতালে আমি পালাই। (পলায়নে উদ্যত)

দাস।—(যজ্ঞোপবীত ধরিয়া বিদূষককে ধারণ—যজ্ঞোপবীত ছিঁড়িয়া যাওন) আরে! কপিল মর্কট, তুই কোথায় পালাস্? (গলায় চাদর বাঁধিয়া আকর্ষণ)

বিদূ।—ওগো নবমালিকে! অনুগ্রহ করে' আমাকে ছাড়িয়ে দেও।

দাসী।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) যদি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার পায়ে মাথা নোয়াও, তা হ'লে ছাড়িয়ে দি।

বিদূ।—(সরোষে কাঁপিতে কাঁপিতে) কি আশ্চর্য্য, গন্ধর্ব্ব-রাজের মিত্র আমি ব্রাহ্মণ—আমি কি না দাসীবেটীর পায়ে পড়ব?

দাসী।—(অঙ্গুলী নির্দ্দেশে শাসাইয়া সস্মিত) হাঁ, আমি পায়ে পড়িয়ে তবে ছাড়ব। শেখরক! ওঠো (কণ্ঠ ধারণ) তোমার উপরে আমার আর রাগ নেই। দেখ তুমি জামাইয়ের প্রিয়সখাকে নাকাল করেছ, এ কথা শুন্‌লে প্রভু মিত্রাবসু রাগ করতে পারেন। তাই বল্‌চি, এঁকে একটু আদর সম্মান কর।

বিট।—নবমালিকার আজ্ঞা শিরোধার্য্য (বিদূষকের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) ঠাকুর! তোমাকে সম্বন্ধী ঠাউরে আমি সত্যই কি তোমার সঙ্গে পরিহাস করেছি?—কি পরিহাস করেছি, বল দিকি?—এইখানে বোসো সম্বন্ধী।

বিদূ।—(স্বগত) ভাগ্যি এখন এর নেশাটা ছুটে গেছে। (উপবেশন)

বিট।—নবমালিকে! এঁর পাশে তুমিও বোসো— আমরা দুজনে মিলে এঁর আদর সম্মান করি

বিট।—(চষক আনিয়া) ওরে দাস! এই পাত্রটি ভরপূর করে’ সুরা ঢাল্ দিকি।

দাস।—(তথা করণ)

বিট।—(নিজ মাল্য-শিরোভূষণ হইতে কতক-গুলি পুষ্প লইয়া চষকে অর্পণ ও নবমালিকার নিকটে জানু পাতিয়া উপবেশন) নবমালিকে! এটি তুমি আস্বাদ করে’ ওঁকে দেও।

দাসী।—(সস্মিত) আচ্ছা শেখরক। (তথা করিয়া বিটকে অর্পণ)

বিট।—(বিদূষককে চষক অর্পণ) দেখ, এই চষকের সুরা নবমালিকার মুখ-সংসর্গে বিশেষরূপে সুবাসিত হয়েছে—দেখ, শেখরক ছাড়া ইতিপূর্ব্বে আর কেহই এরূপ সুরা আস্বাদ করে নি। অতএব পান কর। এর পর তোমার আর কি সম্মান কর্‌ব বল?

বিদূ।—(অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া) দেখ শেখ-রক, আমি ব্রাহ্মণ।

বিট।—যদি তুমি ব্রাহ্মণ হও, তা হ’লে তোমার পৈতে কোথায়?

বিদূ।—ঐ দাস পৈতেটা টেনে ছিঁড়ে দিয়েচে।

দাসী।—(উচ্চে হাসিয়া) তাই যেন হ’ল, আচ্ছা, দুচারটে বেদ-মন্ত্র বল দিকি।

বিদূ।—এই সুরা-গন্ধে বেদ-মন্ত্র কি তিষ্ঠুতে পারে?—না না, তোমার সঙ্গে বিবাদ করে’ আর কি হবে—এই ব্রাহ্মণ তোমার পায়ে পড়চে। (পায়ে পড়িতে উদ্যত)

দাসী।—(হস্তের দ্বারা নিবারণ করিয়া) না না ঠাকুর, ও কাজ কোরো না। শেখরক! সরে’ যাও, সরে’ যাও, ইনি সত্যিই ব্রাহ্মণ, (বিদূষকের পদতলে পতন) ঠাকুর! রাগ করো না; সম্বন্ধী বোলেই ঐরূপ পরিহাস করেছিলেম!

বিট।—আমিও ওঁকে একটু প্রসন্ন করি। (পায়ে পড়িয়া) ঠাকুর, মাপ কর। দেখ, আমি মদের ঝোঁকে অপরাধ করেছি। এখন আমি নবমালি-কার সঙ্গে মদের আড্ডায় চল্লেম।

বিদূ।—আচ্ছা, আমি মাপ করলেম। তোমরা দুজনে যাও। আমিও প্রিয়সখার সহিত সাক্ষাৎ করি গে।

[দাসীর সহিত বিট ও দাসের প্রস্থান।

বিদূ।—ব্রাহ্মণের অকাল-মৃত্যু ফাঁড়াটা তো এক রকম কেটে গেল। কিন্তু আমি মাতাল ছোঁড়াটার সংসর্গ ও স্পর্শ-দোষে দূষিত—আমি এখন তবে এই দীঘিতে স্নান করে’ শুদ্ধ হই। এই যে, হরি-রুক্মিণীর মত আমার প্রিয়সখাও দেখছি মলয়বতীর হাত ধ’রে এই দিকেই আস্‌চেন। তবে এখন ওঁর কাছেই যাই।

(বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা মলয়বতীকে লইয়া)
পরিজন-সহ নায়কের প্রবেশ।

নায়ক।—(মলয়বতীকে অবলোকন করিতে করিতে সহর্ষে)

তাকাইলে মুখ-পানে
অধোদিকে করে দৃষ্টিপাত;
সম্ভাষণ করিলেও
নাহি কথা কহে মোর সাথ;
সখী-পরিবৃত হয়ে
শয্যা-পরে থাকে জড়সড়;
বলে আলিঙ্গিলে তারে
কম্পমান হয় থর-থর;
সখীরা বাহিরে গেলে,
বাস-গৃহ হ’তে সেও
বাহিরিতে হয় সমুদ্যত;
নবোঢ়া প্রিয়ার এই প্রতিকূল আচরণে
প্রীতি যেন আরো বাড়ে কত।

(মলয়বতীকে দেখিতে দেখিতে) প্রিয়ে মলয়বতি!

উত্তরে হুঁ দিয়া যাই,
মৌনভাবে করি অবস্থান;
দাব-দগ্ধ তনু এই
চন্দ্রাতপে যেন করে স্নান;
দিবস-যামিনী আমি
যার ধ্যানে থাকি অবিরাম
সেই মুখ হেরি এবে
—তপঃ-ফল যেন মূর্ত্তিমান।

নায়িকা।—(চুপি চুপি) দেখ চতুরিকে। শুধু যে ভাল দেখ্‌তে, তা নয়, আবার বেশ প্রিয় কথাও বল্‌তে জানেন।

দাসী।—(হাসিয়া) দিদিঠাকরুণ, উনি সত্য কথাই বল্‌চেন—এতে প্রিয় কথা কি দেখ্‌তে পেলে?

নায়ক।—চতুরিকে! কুসুমাকর-উদ্যানের পথ দেখিয়ে আমাদের নিয়ে চল।

দাসী।—আসুন, এই দিক্ দিয়ে আসুন।

নায়ক।—(পরিক্রমণ করিয়া নায়িকার প্রতি) প্রিয়ে! নিজ ইচ্ছামত ধীরে-সুস্থে চল।

> স্তন-ভারে তনু-মধ্য একে তো কাতর,
> তাহে পুন হার ন্যস্ত তাহার উপর।
> নিতম্বের ভারে উরু শ্রান্ত অবিরাম,
> তাহে পুন তদুপরি রহে কাঞ্চীদাম।
> না সহে উরুর ভার যে চারু চরণে
> তাহাতে নূপুর পুনঃ সহিবে কেমনে?
> দেহের অঙ্গই তব ভূষণবিশেষ
> অলঙ্কার-বহি' কেন মিছে পাও ক্লেশ?

দাসী।—এই সেই কুসুমাকর উদ্যান—প্রবেশ করুন।

(সকলের প্রবেশ)

নায়ক।—(অবলোকন করিয়া) আহা! এই কুসুমাকর উদ্যানের কি চমৎকার শোভা!

> চন্দন-তরুর রস লতা-গৃহ-কুট্টিমেরে
> করে সুশীতল॥
> ধারা-যন্ত্র-গৃহোত্থিত তার ধ্বনি-সহ নাচে
> ময়ূর সকল;
> যন্ত্র হ'তে ছুটি জল হেলায় পড়িয়া পুষ্পে
> —পুষ্প রজে হইয়া রঞ্জিত—
> তরুদের আলবাল পূরণ করিয়া, বেগে
> হয় নিপতিত।

আরও দেখ—

> এই সব মধুকর গীত-রবে লতা-গৃহ
> করি' মুখরিত
> কুসুম-পরাগ মাখি' পট্টবাসে আহা যেন
> হইয়া ভূষিত
> পর্য্যাপ্ত পিইয়া মধু
> মধুকরী সহচরী-সনে
> পানের উৎসবে মাতে
> চারিদিকে আনন্দিত-মনে।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) জয় হোক্! জয় হোক্! কল্যাণ হোক্!

নায়ক।—সখা! অনেকক্ষণ পরে তোমাকে আবার দেখ্‌তে পেলেম।

বিদূ।—দেখ সখা! আমি খুব তাড়াতাড়ি করে' এসেছি। বিবাহমহোৎসব উপলক্ষে সিদ্ধ-বিদ্যাধরেরা মিলে সুরাপান করুচে, তাই দেখ্‌বার জন্য কৌতূহলের বশে এতক্ষণ আমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলাম; সখা! এসো, তুমিও একবার দেখ।

নায়ক।—তাই তো (চারিদিক অবলোকন করিয়া) সখা! দেখ, দেখ:—

> এই বিদ্যাধর সবে সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দন
> করিয়া লেপন,
> দেবদারু-পত্র-মালা নিজ নিজ কণ্ঠদেশে
> করিয়া ধারণ,
> মাণিক্য-ভূষণ-দীপ্ত অতি স্বচ্ছ সূক্ষ্মবাস
> করি' পরিধান
> সিদ্ধাঙ্গনা-সহ মিলি' প্রিয়া-পীত মধুরস
> করিতেছে পান।

আচ্ছা এসো, আমরাও ঐ তমাল-বীথির দিকে যাই। (পরিভ্রমণ)

বিদূ।—এই তো তমাল-বীথি। ইনি চলে' চলে' শ্রান্ত হয়েচেন দেখচি। তা এসো, আমরা স্ফটিকমণি-শিলাতলে বসে' একটু বিশ্রাম করি।

নায়ক।—সখা! তুমি ঠিক্ই লক্ষ্য করেছ:—(নায়িকার হস্ত ধরিয়া) প্রিয়ে! এসো, এইখানে আমরা বসি।

নায়িকা।—আচ্ছা নাথ। (সকলের উপবেশন)

নায়ক।—(নায়িকার মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিতে দেখিতে) প্রিয়ে! কুসুমাকর-উদ্যান দর্শনের কৌতূহলে অনর্থক তোমাকে আমরা কষ্ট দিলেম। কেননা:—

> যে মুখেতে শোভে তব হেন চারু ভুরু-লতা'
> এ অধর পল্লব পাটল।
> —নন্দন-কানন সেই; আর যাহা কিছু দেখি
> বন মাত্র সে সব কেবল॥

দাসী।—(ঈষৎ হাসিয়া বিদূষকের প্রতি) উনি দিদিঠাকরুণের বর্ণনা কেমন করলেন শুন্‌লে তো?—এখন একবার আমি তোমার বর্ণিমেটা করি।

বিদূ।—(সহর্ষে) ওগো! তোমার কথা শুনে আমি বাঁচলেম। তা, আমার প্রতি তুমি একটু অনুগ্রহ কর দিকি। এই বিট্‌-ছোঁড়া আবার না আমাকে বল্‌তে পারে, "তুমি হেন, তুমি তেন, তুমি কপিল মর্কট ইত্যাদি।"

দাসী।—বাসর জাগাবার সময়, আমি তোমাকে দেখেছিলুম—ঘুমের ঘোরে তোমার চোখ বুজে গেছে— তাতে তোমাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—সেই রকম করে' আর-একবার থাকো দিকি—আমি তোমার বর্ণিমেটা করি।

বিদূ।—(তথাকরণ)

দাসী।—(স্বগত) যতক্ষণ ও চোখ্ বুজে থাকবে, ততক্ষণ আমি তমাল-পাতার নীল-রসে ওর মুখটা কালো করে' দি। (উঠিয়া তমাল-পল্লব নিষ্পীড়ন করিয়া বিদূষকের মুখ কালো করিয়া দেওন)

(নায়ক ও নায়িকা বিদূষককে দেখিয়া)

নায়ক।—সখা! তুমিই ধন্য; আমরা থাকৃতে কিনা তোমাকেই বর্ণনা করুচে।

নায়িকা।—(নায়কের মুখ দেখিয়া ঈষৎ হাস্য)

নায়ক।—(নায়িকার মুখ দেখিয়া)

অধর-পল্লবে তব
কুসুম উদ্‌গম—মৃদুহাস;
অন্যত্র—এ নেত্রে মোর
দরশনে ফলের বিকাশ।

বিদূ।—ওগো! তুমি কি করুলে?

দাসী।—কেন, তোমাকে বর্ণ দিয়ে বর্ণনা করুলেম।

বিদূ।—(হস্তের দ্বারা মুখ মার্জ্জন করিয়া লাঠি উঁচাইয়া) আরে বেটী দাসি! জানিস্—এ রাজবাটী—এই দেখ্, তোর আমি কি করি। (নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া) তোমাদের সাম্‌নে কি না আমাকে এইরূপ নাকাল করুলে? এখানে আর থাকৃচি নে—আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

দাসী।—আমার "আত্রেয়" ঠাকুর রাগ করেচেন; আমি যাই—একটু সান্ত্বনা করি গে।

নায়িকা।—ওলো চতুরিকে! আমাকে একলা ফেলে কোথায় যাচ্চিস্?

দাসী।—(ঈষৎ হাসিয়া নায়কের প্রতি) এই রকম একলা যেন উনি চিরকাল থাকেন!

[প্রস্থান।

নায়ক।—(নায়িকার মুখ দেখিতে দেখিতে)

যদি এই মুখ তব ধরিল রক্তিম দ্যুতি
লাগি তাহে তপনের কর;
বিস্তারি' দশন-ছটা তাহে ব্যক্ত হ'ল যদি
প্রস্ফুটিত কমল-কেশর;
—সবই পদ্ম সম যদি কেন তবে নাহি দেখি
মধুপানে রত মধুকর?

নায়িকা।—(হাসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

নায়ক।—(পুনর্ব্বার "যদি এই মুখ তব" ইত্যাদি)

(তাড়াতাড়ি দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—(নিকটে গিয়া) আর্য্য মিত্রাবসু এসেছেন—কোন কার্য্য উপলক্ষে কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

নায়ক।—প্রিয়ে! এখন তোমার নিজ গৃহে যাও, আমি মিত্রাবসুর সহিত সাক্ষাৎ করে' এখনি আস্‌চি।

[দাসীর সহিত নায়িকার প্রস্থান।

(মিত্রাবসুর প্রবেশ)

মিত্রা।—(স্বগত)

জীমূতবাহনের সে শত্রুজনে না পারিনু
করিতে বিনাশ,
রিপু সে হরিল রাজ্য —কেমনে নির্লজ্জ হয়ে
করিব প্রকাশ?

এ কথাটা না জানিয়ে যাওয়াটাও উচিত নয়—জানিয়েই যাই। (প্রকাশ্যে) কুমার!—আমি মিত্রাবসু, প্রণাম করি।

নায়ক।—(মিত্রাবসুকে দেখিয়া) মিত্রাবসু! এইখানে বোসো।

মিত্রা।—(নিরীক্ষণ করিয়া উপবেশন)

নায়ক।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মিত্রাবসু! তোমার এরূপ ক্রুদ্ধভাব দেখ্‌চি যে?

মিত্রা।—হতভাগা মতঙ্গকে বধ করতে ক্রোধের কি প্রয়োজন?

নায়ক।—মতঙ্গ করেছে কি?

মিত্রা।—নিজের মৃত্যু আসন্ন কি না, তাই সে আপনার রাজ্য আক্রমণ করেচে।

নায়ক।—(সহর্ষে স্বগত) এ কথাটা কি সত্য?

মিত্রা।—কুমার! তাকে বিনাশ করুতে আজ্ঞা দিন। অধিক কি বলুব:—

আদেশ পাইলে তব, এই সিদ্ধগণ ব্যোমচারী
বিমানে আরূঢ় হয়ে চারিদিকে বিচরি' বরষা সম

সূর্য্যেরে আচ্ছন্ন করি' আঁধারিয়া মধ্যাহ্ন-দিবস,
যুদ্ধে সদ্য বাহিরিয়া, ক্ষণ-ভয়াকুল রাজাদের
—আর নিজ রাজ্য তব—করিবে গো উদ্ধার এখনি!
অথবা সৈন্যেরই বা কি প্রয়োজন?

একাকীই আমি গিয়া
বেগে অসি করি' আকর্ষণ
—জটা-সম সমুজ্জ্বল
যে অসির প্রদীপ্ত কিরণ—
সিংহ যথা মাতঙ্গেরে
—মতঙ্গেরে আমি সেইমত
সম্মুখ-সংগ্রামে দেখো
এখনি গো করিব নিহত।

নায়ক।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া স্বগত) ও! কি দারুণ কথা। আচ্ছা, এইরূপ বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু! এ তো অল্প বিষয়—তোমার যেরূপ বলবীর্য্য, তাতে কি না তোমাতে সম্ভব? কিন্তু;—

অযাচিত হয়ে যে গো পর-অর্থে স্বশরীর
বিসর্জ্জিতে পারে কৃপাবশে
জীব-হিংসা নিষ্ঠুরতা করিতে গো অনুমতি
রাজ্যতরে কেমনে দিবে সে?

অপিচ:—ক্লেশই আমার শত্রু, ক্লেশ ছাড়া আমার আর কারও পরে শত্রুতা নাই। তুমি যদি আমার প্রিয় কার্য্য কর্‌তে ইচ্ছা কর, তা হ'লে রাজ্যলাভের জন্য যে এত ক্লেশ করচে, সেই কৃপাপাত্র ক্লেশ-পরতন্ত্র ব্যক্তির প্রতি তুমি অনুকম্পা কর।

মিত্রা।—(অমর্ষের সহিত) বলেন কি, যিনি আমাদের এমন উপকারী বন্ধু ও কৃপা পাত্র, তাঁর প্রতি অনুকম্পা কর্‌ব না?

নায়ক।—(স্বগত) কোপাবিষ্ট ব্যক্তির ক্রোধ দুর্নিবার, তাকে এরূপে নিরস্ত করতে পারা যাবে না। আচ্ছা, এইরূপ তবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) মিত্রাবসু! ওঠো, গৃহের অভ্যন্তরে যাওয়া যাক্। সেইখানে গিয়ে তোমাকে সমস্ত বুঝিয়ে বল্‌ব। এখন দিবা অবসান হয়ে এল। দেখ:—

কমল-কলির যে গো সঙ্কোচ ঘুচায়,
কর-জালে পূর্ণ করে যে জন * আশায়,
অশেষ বিশ্বেরে যে গো করে প্রাণ দান,
সিদ্ধেরা দেখিয়া যারে করে স্তুতিগান,
শ্লাঘ্য সেই সূর্য্যদেব, নাহিক সংশয়,
পর-হিত-তরে সদা যাঁহার উদয়॥

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

(রক্তবস্ত্রযুগল লইয়া কঞ্চুকী ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—

অন্তঃপুরবাসি মাঝে
সুব্যবস্থা করিয়া স্থাপন,
পদে পদে দেখি' তাহে
নানা ত্রুটি—নিয়ম-লঙ্ঘন,
জরাতুর বৃদ্ধ আমি
অনুসরি' নৃপ-দণ্ডনীতি
করিতেছি দেখ এবে
সর্ব্বকার্য্যে নৃপ-অনুকৃতি।

প্রতী।—আর্য্য বসুভদ্র! আপনি কোথায় যাচ্ছেন বলুন দিকি?

কঞ্চুকী।—মিত্রাবসুর মাতা-ঠাকুরাণী আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন:—"মলয়বতী ও জামাতার রক্তবস্ত্র নিয়ে তুমি তাদের সঙ্গে দশ রাত্রি বাস করবে। দুহিতা শ্বশুর-বাড়ীতেই আছে।" শুন্‌লেম নাকি জীমূতবাহনও যুবরাজের সহিত আজ সমুদ্র-তীর দেখ্‌তে গেছেন। তা আমি এখন কোথায় যাই?—রাজপুত্রীর কাছে যাই কি জামাতার কাছে যাই—কিছুই তো বুঝ্‌তে পারচি নে।

প্রতী।—মহাশয়! আপনি রাজপুত্রীর কাছেই যান। এতক্ষণে হয় তো সেইখানে জামাতা নিজেই এসে উপস্থিত হয়েছেন।

কঞ্চুকী।—ঠিক্ বলেছ। আচ্ছা, তুমি কোথায় যাচ্ছ বল দিকি?

প্রতী।—মহারাজ বিশ্বাবসু আমাকে এই আদেশ করলেন; "দেখ সুনন্দ! মিত্রাবসুকে গিয়ে বল যে, এই "দীপ-প্রতিপদ" উৎসবে মলয়বতী ও জামাতাকে কিছু উপহার দিতে হবে; তা, এই

* আশা—দিক্ ও প্রত্যাশা।

উৎসবের উপযুক্ত কি দেওয়া যেতে পারে, তুমি এসে স্থির কর।

(জীমূতবাহন ও মিত্রাবসুর প্রবেশ)

জীমূত।—তরু-তৃণ-ভুমি শয্যা ;
সুপবিত্র আসন পাষাণ ;
বাস-গৃহ তরুতল ;
শীতল নির্ঝর-বারি পান ;
কন্দমূল ভোজ্য বস্তু ;
সহচর যেথা মৃগ নব ;
অযাচিত লভ্য যেথা,
সর্ব্বধন সকল বিভব
—হেন বনে এক দোষ ঃ—
সুদুর্লভ সদা প্রার্থী জন ;
না করি' পরোপকার
বৃথা কাটে নিষ্ফল জীবন।

মিত্রা।—(উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) কুমার! শীঘ্র চল, শীঘ্র চল, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের এই সময়।

নায়ক।—(শুনিয়া) ঠিক বলেছ।

মহাকায় জলহস্তী জল করি' তোলপাড়
মহাবেগে ভাসি উঠি' সব,
যত গিরি কন্দরের উদরাভ্যন্তর-মাঝে
তুলি' ঘোর প্রতি-ধ্বনি-রব,
উচ্চে উচ্চে উঠে ধ্বনি যখন গো শ্রুতিপথ
করিয়া ব্যথিত,
তখন এ বেলা-জল —শুভ্র বহু শঙ্খ-সহ
আসিছে নিশ্চিত।

মিত্রা।—আস্চে কি—এসে পড়েচে।—দেখ না—

লবঙ্গ-পল্লব-ভোজী করি মকর-উদ্গারী
সউরভ করিয়া বিস্তার
রত্ন-দ্যুতি-সুরঞ্জিত এই সিন্ধু-বেলা-জল
দেখ কিবা শোভে চমৎকার!

নায়ক।—মিত্রাবসু! দেখ দেখ; এই মলয়-পর্ব্বতের সানুদেশগুলি, শরতের শুভ্রমেঘে আবৃত হিমাচল-শিখরের শোভা ধারণ করেছে।

মিত্রা।—এ মলয়-পর্ব্বতের সানুদেশ নয়, এ হচ্চে মৃত নাগদের স্তূপাকার অস্থি-রাশি।

নায়ক।—(উদ্বেগ-সহকারে) আহা! এতগুলি একসঙ্গে কি করে' ম'ল?

মিত্রা।—কুমার! এরা একসঙ্গে মরে নি; আসল ব্যাপারটি কি তবে শোনো। বিনতানন্দন গরুড় নিজের ডানার বাতাসে, সাগর-তলের সমস্ত জলরাশি তোলপাড় করে', রসাতল থেকে উঠিয়ে প্রতিদিন এক একটি নাগকে আহার করেন।

নায়ক।—(উদ্বেগ সহকারে) কি কষ্ট! কি নিষ্ঠুরতা! তার পর—তার পর?

মিত্রা।—তার পর, সমস্ত নাগ-বংশের বিনাশ আশঙ্কায়, বাসুকি গরুড়কে বল্লেন—

নায়ক।—(সাদরে) বল্লেন, "আমাকেই প্রথমে ভক্ষণ কর।"—না?

মিত্রা।—না না, তা নয়।

নায়ক।—এ ছাড়া আর কি বল্‌তে পারেন?

মিত্রা।—এই কথা বল্লেন—"তোমার আক্রমণের ভয়ে শত সহস্র ভুজঙ্গীর গর্ভস্রাব হয়, শিশুরা পঞ্চত্ব পায়; এইরূপে আমরাও সন্ততি-বিচ্ছেদ ভোগ করি, তোমারও স্বার্থের হানি হয়, অতএব তুমি যে অভিপ্রায়ে নাগ-লোক আক্রমণ কর, তোমার সেই অভিপ্রায় অনুসারেই প্রতি দিন এক একটি নাগ তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব।"

নায়ক।—নাগরাজ বাসুকি পন্নগগণকে তবে আর কৈ রক্ষা করলেন?

সহস্র-মস্তক তিনি— দ্বিসহস্র জিহ্বা-মাঝে
নাহি কি একটি জিহ্বা
তাঁর বিদ্যমান?
—যে জিহ্বা দিয়া তিনি বলেন রিপুর কাছে
"একটি অহির তরে
দিব আমি প্রাণ?"

মিত্রা।—পক্ষিরাজ তাতেই স্বীকৃত হলেন—

নাগ-রাজ এইরূপ করিলে গো নিয়ম স্থাপন,
যে সকল নাগগণে পক্ষিরাজ করেন ভোজন,
তাদেরি এ অস্থি-রাশি —হিমাচল-সম দ্যুতি
করিয়া ধারণ—
দিন দিন হইয়াছে— হইতেছে—আরও কত
হইবে বর্দ্ধন।

নায়ক।—আশ্চর্য্য!

যে ক্ষুদ্র শরীর এই অকৃতজ্ঞ ক্ষণধ্বংসী
অশুচি-আধার,
তারি তরে দেখ সব অজ্ঞানান্ধ মূঢ়জন
করে পাপাচার।

অহো! এই নাগদের অন্তিম দশা কি কষ্টকর! (স্বগত) আমি কি নিজের শরীর দিয়ে একটি নাগেরও প্রাণরক্ষা করতে পারি নে?

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—এই গিরি-শিখরে তো উঠেচি; এখন মিত্রাবসুকে অন্বেষণ করা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া) এই যে, মিত্রাবসু জামাতার নিকটেই আছেন। (নিকটে গিয়া) কুমারদের জয় হোক্!

মিত্রা—সুনন্দ! এখানে কি জন্য আসা হয়েচে?

প্রতী।—(কানে কানে কথন)

মিত্রা।—কুমার! পিতা আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন।

নায়ক।—আচ্ছা, তুমি যাও।

মিত্রা।—এই প্রদেশটি বহু অনিষ্টের স্থান; কুমারেরও এখানে থাকা কর্ত্তব্য নয়।

[প্রস্থান।

নায়ক।—আমি তবে এখন গিরি-শিখর হ'তে নেমে সমুদ্রতীর দেখতে যাই। (পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—হাঁ! বৎস শঙ্খচূড়! তোমাকে আজ বধ করবে আমি কেমন করে' চক্ষে দেখ্‌ব?

নায়ক।—আশ্চর্য্য! এ কি! যেন কোনো স্ত্রীলোকের বিলাপ—স্ত্রীলোকটি কে?—এর ভয়ের কারণই বা কি?—জিজ্ঞাসা করে' জানা যাক্।

(পরিক্রমণ)

(শঙ্খচূড়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একটি বৃদ্ধা কাঁদিতে কাঁদিতে গমন ও একজন দাস বস্ত্রযুগল লইয়া প্রবেশ)

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) ওরে বাছা শঙ্খচূড়! তোকে আজ বধ করবে, আমি কেমন করে' চক্ষে দেখ্‌ব? (চিবুক ধরিয়া) এই মুখচন্দ্রের অভাবে পাতালপুরী যে এখনি অন্ধকার হয়ে যাবে।

শঙ্খ।—মা! কেন এত কাতর হচ্চ—তোমার অবস্থা দেখে আমার বড়ই কষ্ট হচ্চে।

বৃদ্ধা।—(পুত্রের অঙ্গাদি স্পর্শ করিতে করিতে নিরীক্ষণ) বাছা রে আমার! তোর এই সুকুমার শরীর, যে কখন সূর্য্যকিরণ দেখেনি, সেই তোকে কি করে' এই নিষ্ঠুর গরুড় ভক্ষণ করবে?

(কণ্ঠ ধরিয়া রোদন)

শঙ্খ।—মা! কেন দুঃখ কর্‌চ? দেখ:—

জনম হইবামাত্র প্রথমেই অনিত্যতা
ধাত্রীসম নিজ ক্রোড়ে
করেন গ্রহণ;
—জননী তাহার পর; তবে কেন কর শোক?
—এ নহে তো বিলাপের
সমুচিত ক্রম। (যাইতে উদ্যত)

বৃদ্ধা।—বাছা! একটু দাঁড়া, একবার তোর চাঁদ মুখখানি দেখে নি।

দাস।—এসো কুমার শঙ্খচূড়! উনি যতই বলুন না কেন, তোমার তাতে কি হবে? উনি পুত্র-স্নেহে এখন জ্ঞান-হারা,—রাজকার্য্য কিছুই বোঝেন না।

শঙ্খ।—এই আমি যাচ্চি।

দাস।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া স্বগত) আমি তো এঁকে বধ্যশিলার কাছে নিয়ে এসেছি—এখন বধ্য-চিহ্নগুলি দেওয়া যাক্।

নায়ক।—এই তো সেই স্ত্রীলোক। (শঙ্খচূড়কে দেখিয়া) বোধ হয় ওঁরই পুত্র—আচ্ছা ভাল, কাঁদ্‌চেন কেন? বিলাপ করচেন কেন? (চারি দিকে অবলোকন করিয়া) এঁর ভয়ের তো কোন কারণ দেখ্‌চিনে, ভয়ের কারণটা কি, নিকটে গিয়ে জানা যাক্। এদের দুজনের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চল্‌চে—এই কথাবার্ত্তা থেকে কারণটা প্রকাশ হ'তেও পারে—আচ্ছা, আমি তবে এই বৃক্ষ-শাখার আড়াল থেকে শুনি।

দাস।—(সাশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলি হইয়া) স্বামীর এই আদেশ;—তাই এই নিষ্ঠুর কথা আমাকে বল্‌তে হচ্চে।

শঙ্খ।—বল বাপু, বল।

দাস।—নাগরাজ বাসুকি আজ্ঞা করেচেন—

শঙ্খ।—(শিরে অঞ্জলি ধারণ করিয়া সাদরে) মহারাজ কি আজ্ঞা করেছেন?

দাস।—এই রক্ত-বস্ত্র পরিধান করে' বধ্যশিলায়

আরোহণ কর্‌তে হবে। এই রক্ত-বস্ত্র লক্ষ্য করে' গরুড় এখানে এসে আহার কর্‌বেন।

নায়ক।—(শুনিয়া) কি?—এটি বাসুকির পরিত্যক্ত?

দাস।—কুমার! এই বস্ত্রযুগল গ্রহণ কর।

(অর্পণ)

শঙ্খ।—(সাদরে) দেও। (গ্রহণ করিয়া) প্রভুর আদেশ শিরোধার্য্য।

বৃদ্ধা।—(পুত্রের বস্ত্রযুগল দেখিয়া বুক চাপড়াইয়া) ওরে বাছা রে! এ যে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল রে! (মূর্চ্ছিত)

দাস।—গরুড়ের আসবার সময় হয়ে এল। আমি শীঘ্র যাই।

[প্রস্থান।

শঙ্খ।—ওঠ মা! ওঠ!

বৃদ্ধা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রুলোচনে) ওরে আমার বাছা রে! তোকে পেয়ে যে আমার শত আশা পূর্ণ হয়েছিল। আর কি তোকে দেখ্‌তে পাব রে? (কণ্ঠ ধারণ)

নায়ক।—অহো! গরুড়ের কি নিষ্ঠুরতা!—

হইয়া গো মূরছিত অশ্রুবারি বরিষণ
করি' অবিরাম,
বিলাপ করিয়া বহু, নিক্ষেপিয়া চারিদিকে
করুণ নয়ান,
বলে যেন:—"বাছা ওরে! নাহি কেহ পরিত্রাতা
করে তোরে ত্রাণ?"
এ হেন মাতার কোলে যে শিশুটি অবস্থিত
খগেন্দ্র তাহারে এবে
দয়া মায়া তেয়াগিয়া
চঞ্চু অগ্রে করিবে ভক্ষণ;
তাই ভাবি, গরুড়ের কঠিন হৃদয় সেই
নিশ্চয় গো বজ্রের গঠন।

শঙ্খ।—(নিজের অশ্রু নিবারণ করিয়া) মা! এত কাতর হচ্চ কেন?—একটু ধৈর্য ধরে' থাকো।

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) কি করে' বাছা ধৈর্য্য ধর্‌ব?—তুই আমার একমাত্র পুত্র, তাই ভেবেই কি দয়াময় নাগরাজ তোকেই পাঠিয়ে দিলেন?—আমার সংসারে বিচ্ছেদ ঘটেনি দেখেই কি নাগরাজ আমার বাছাটিকে স্মরণ কর্‌লেন? (মূর্চ্ছা)

নায়ক।—(সকরুণভাবে)

আর্ত্ত, কণ্ঠগত-প্রাণ— ত্যাগ করিয়াছে যারে
সকল আত্মীয় বন্ধু জনে—
এ হেন ব্যক্তিরে যদি, ত্রাণ না করি গো আমি
কি ফল শরীর-ধারণে?

আচ্ছা, নিকটে যাওয়া যাক্।

শঙ্খ।—মা! মনকে স্থির কর।

বৃদ্ধা।—বাছা রে আমার! যখন নাগলোকের রক্ষক বাসুকিই তোকে পরিত্যাগ কর্‌লেন, তখন আর কে তোকে পরিত্রাণ কর্‌বে বল্?

নায়ক।—(নিকটে গিয়া) কেন, আমি,—আমিই পরিত্রাণ কর্‌ব।

বৃদ্ধা।—(নায়ককে দেখিয়া সভয়ে উত্তরীয়ের দ্বারা পুত্রকে আচ্ছাদন করিয়া নায়কের নিকটে গিয়া জানু পাতিয়া) বিনতানন্দন, আমাকে বধ কর। তোমার আহারের জন্য নাগরাজ আমাকেই স্থির করেছেন।

নায়ক।—(সাশ্রুলোচনে) আহা! কি পুত্র-বাৎসল্য!

পুত্র-বাৎসল্য-জাত ইহার এ সকাতর
ভাব দরশনে
কঠোর-হৃদয় সেই ভুজঙ্গম-অরাতিরো
দয়া হবে মনে।

শঙ্খ।—মা! ভয় নাই, ইনি নাগদের শত্রু নন। দেখ:—

—নাগের মস্তিষ্ক-ভেদী সুপ্রচণ্ড চঞ্চু যার
বিচর্চ্চিত শোণিত-ধারায়—
কোথায় সে পক্ষিরাজ—আর সৌম্য-শান্তরূপ
সাধুজন—এই বা কোথায়?

বৃদ্ধা।—আমি পুত্র-হত্যার ভয়ে সমস্ত লোকই এখন গরুড়ময় দেখ্‌চি।

নায়ক।—মা! পুনঃপুনঃ আমাকে বল্‌চ কেন—দেখো, আমি সময়কালে তোমার পুত্রকে রক্ষা কর্‌ব।

বৃদ্ধা।—(মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া) বৎস! চিরজীবী হও।

নায়ক।—

কর মাতঃ বধ্যচিহ্ন আমারে অর্পণ;
তাহে নিজ দেহ মোর করি' আচ্ছাদন
রক্ষা করিবারে তব পুত্রটির প্রাণ—
পক্ষিরাজ-আহারার্থে করিব গো দান।

বৃদ্ধা।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) এও যে বড় বিরুদ্ধ কথা; শঙ্খচূড়ের তুল্য তুমিও আমার পুত্র, অথবা পুত্র হ'তেও অধিক; বন্ধুজনেরা যাকে পরিত্যাগ করেছে, আমার সেই পুত্রটিকে নিজ শরীর দিয়ে তুমি রক্ষা করবে?

শঙ্খ।—অহো! এই মহাত্মার মনের গতি লোক-বিপরীত। কেননা:—

যে প্রাণ রক্ষার তরে খাইলা কুক্কুর মাংস
বিশ্বামিত্র চণ্ডালের সম,
যে প্রাণ রক্ষার তরে উপকারী "নাড়ীজঙ্ঘে"
বধিলেন মহর্ষি গৌতম,
প্রতিদিন পক্ষিরাজ আহার করেন নাগ
রক্ষা করিবারে যেই প্রাণ
—সেই প্রাণ, এই সাধু পরের হিতের তরে
তৃণবৎ করিছেন দান?

নায়কের প্রতি) মহাত্মন্! আমার প্রতি কৃপালু হয়ে অকপটে কিরূপে আত্মদান করতে হয়, তা আপনিই দেখালেন; তা এ বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প হয়ে কাজ নেই। দেখুন:—

আমাবিধ ক্ষুদ্র জীব
জনমিছে মরিতেছে কত
পর-হিতে বদ্ধ-কটি
কোথা জন্মে আপনার মত?

তা, এ বিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়ে কাজ নেই—আপনি এ চেষ্টা পরিত্যাগ করুন।

নায়ক।—দেখ শঙ্খচূড়! বহুকালের পর আমি এইবার পরোপকারের অবসর পেয়েছি—এ কার্য্য হ'তে আমাকে বিরত করা তোমার উচিত হয় না। তা, এ বিষয়ে আর ইতস্ততঃ কোরো না—তোমার বধ্য চিহ্নগুলি আমাকে দেও।

শঙ্খ।—মহাত্মন্! কেন নিজ আত্মাকে আপনি বৃথা কষ্ট দিচ্চেন? দেখুন, শঙ্খচূড় কখনই শঙ্খধবল পিতৃকুলকে মলিন করবে না। যদি আমাদের প্রতি আপনার অনুকম্পা হয়ে থাকে, তা হ'লে, এই বিপন্ন জীবন যাতে ত্যাগ করতে না হয়, তার অন্য উপায় চিন্তা করুন।

নায়ক।—এ বিষয়ে আর কি চিন্তা করবার আছে?

তোমার মরণে যে গো হয় ম্রিয়মান্,
তব প্রাণ বাঁচিলে গো বাঁচে যার প্রাণ,
তাহারে বাঁচাতে যদি করহ মনন,
মোর প্রাণে নিজ প্রাণ কর গো রক্ষণ।

এই একমাত্র উপায় আছে, অতএব তুমি শীঘ্র তোমার বধ্য-চিহ্নগুলি আমাকে দেও। এই চিহ্নগুলি ধারণ করে' আমি বধ্যশিলায় আরোহণ করি। তুমিও জননীর সঙ্গে এ প্রদেশ হ'তে ফিরে যাও। কি জানি, যদি এই নিকটস্থ হত্যা স্থান দেখে, স্ত্রীস্বভাব-সুলভ কাতরতা বশে উনি প্রাণত্যাগ করেন। মৃত-নাগ-কঙ্কালপূর্ণ এই মহাশ্মশান কি তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ না?

গরুড়ের সুচঞ্চল চঞ্চু-অগ্র হ'তে যেই
মাংস-খণ্ড হতেছে পতন
তারি লোভে গৃধ্র যত সঞ্চালিয়া পক্ষ, ঘন
অন্ধকারে ছাইল গগন;
অজস্র বহুল বসা হইয়া নিঃসৃত
আমগন্ধী রক্তস্রোতে হতেছে মিশ্রিত:
সেই স্রোতে, শিবা-বক্ত্র-বিনিঃসৃত অগ্নিশিখা
হইয়া পতন
নির্ব্বাণ হইয়া গিয়া সুদি[illegible] ঘোররবে
করিছে স্বনন।

শঙ্খ।—দেখ্‌তে পাচ্চি বৈ কি।

প্রতি দিন নাগাহারে গরুড়ের হয় হেথা
পরম তৃপতি;
এ মহাশ্মশান তাই অস্থি-কপালেতে পূর্ণ
হয় নিতি-নিতি।

নায়ক।—শঙ্খচূড়! তুমি যাও; এ সকল সান্ত্বনার বাক্যে আর কি হবে?

শঙ্খ।—গরুড়ের আস্‌বার সময় হয়ে এল। (মাতার সম্মুখে জানু পাতিয়া) মা! তুমিও এখান থেকে ফিরে যাও।

পুত্র-প্রিয় মাতা ওগো!
জনমিব হেথা যতবার
তুমিই হও গো যেন
জন্ম-জন্ম জননী আমার।

(পদতলে পতন)

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) বাছা! অন্তিমকালের কথা কেন মুখে আন্‌চ?—তোমাকে ছেড়ে বাছা আমার পা যে কোথাও নড়্‌তে চায় না। তোমার সঙ্গে আমি এখানেই থাক্‌ব।

শঙ্খ।—(উঠিয়া) আমিও শীঘ্র ঐ ভগবান দক্ষিণ-গোকর্ণকে প্রদক্ষিণ ক'রে' প্রভু নাগরাজের আদেশ পালন করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

নায়ক।—(দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) এই রক্তবস্ত্র-যুগল ভাগ্যি দৈবাৎ পাওয়া গেল, এইবার আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—মিত্রাবসুর জননী এই বস্ত্রযুগল কুমারকে পাঠিয়েছেন, তা, এই বস্ত্র কুমার পরিধান করুন।

নায়ক।—(সাদরে) দেও।

কঞ্চুকী।—(বস্ত্র অর্পণ)

নায়ক।—(লইয়া স্বগত) মলয়বতীর পাণিগ্রহণ সফল হ'ল। (প্রকাশ্যে) কঞ্চুকি! যাও; দেবীকে প্রণাম জানিও।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা কুমার।

[প্রস্থান।

এই রক্তবস্ত্রযুগ
সমাগত উপযুক্ত ক্ষণে;
পরার্থে ত্যজিব দেহ
—ইথে কত প্রীতি হয় মনে।

(চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) মলয়াচলের শিলারাশি সঞ্চারিত ক'রে' যখন বায়ু প্রবাহিত হচ্চে, তখন মনে হয়, পক্ষিরাজ নিশ্চয়ই নিকটবর্ত্তী।

"সম্বর্ত্ত"-জলদ-সম পক্ষের পংক্তিতে দেখ
সমস্ত গগন আচ্ছাদিত;
বায়ু-বেগে অম্বুরাশি হইল উৎক্ষিপ্ত তীরে
—যেন মহী হইবে প্লাবিত;
প্রলয় আশঙ্কা করি' সহসা দিগ্‌গজ সবে
দেখে ভয়ে হইয়া বিহ্বল;
দ্বাদশ আদিত্য সম দেহের প্রভায় মুহু
দশ দিক্ হইল পিঙ্গল।

তা, চন্দ্রচূড় না আস্‌তে আস্‌তেই, তাড়াতাড়ি এই বধ্যশিলায় উঠে পড়ি। (তথা করিয়া উপবেশন করিয়া স্পর্শসুখ অভিনয়) আহা! এই শিলা কি সুখস্পর্শ!

তত সুখ নাহি হয় মলয়-চন্দন-লিপ্ত
মলয়বতীর আলিঙ্গনে
যত হয় সুখোদয় মনোবাঞ্ছা-সিদ্ধি-আশে
লগ্ন হয়ে এই শিলা-সনে।
পাই নাই তত সুখ শৈশবে মায়ের কোলে
শুইয়া নিঃশঙ্কে
যত সুখ পাইলাম আমি আজি থাকি এই
শিলাতল-অঙ্কে॥

এই যে, গরুড় এসেছেন, আমি এইবার রক্ত-বস্ত্রে শরীর আচ্ছাদন করি।

(গরুড়ের প্রবেশ)

গরুড়।—

নেহারিনু শশাঙ্করে
সশঙ্কিত দর্শনে আমার;
—শেষ-মূর্ত্তি অনন্তরে
সঙ্কুচিত বলয়-আকার;
রথ-অশ্বে হেরি' ত্রস্ত
হইলেন সূর্য্য বিচলিত;
অরুণ অগ্রজ মোর
দেখি' মোরে হইলা হর্ষিত।
তার পর প্রবেশিয়া
প্রজ্বলন্ত মেঘ-ময় নভে
বিস্তারিয়া পক্ষ মোর
—অহি-মাংস আহারের লোভে—
ক্ষণমাত্র আইলাম—উড়িতে উড়িতে
সিন্ধুতীরবর্ত্তী এই মলয়-গিরিতে।

নায়ক।—(সপরিতোষে)

স্বশরীর দানে আজি যে পুণ্য অর্জ্জিনু আমি
বাঁচাইয়া নাগের জীবন
সেই পুণ্য-ফলে যেন পর-হিত-তরে দেহ
জন্ম-জন্ম করি গো ধারণ।

গরুড়।—(নায়ককে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে!

অবশিষ্ট নাগদের প্রাণ-রক্ষা-তরে
সমাগত নাগ এক বধ্যশিলা-পরে।
রক্তাম্বর পরিধান ভয়ে বুক ফাটি' যেন
সেই রক্তে লিপ্ত দেহখানি;
বজ্র-চণ্ড চঞ্চু দিয়া ভেদি' বক্ষ, ভক্ষিবারে
ঊর্দ্ধে এরে ল'য়ে যাই আমি।

(নামিয়া নায়ককে ধারণ, নেপথ্য হইতে
পুষ্প-বৃষ্টি ও দুন্দুভি-নাদ)

গরুড় ।—(সবিস্ময়ে) এ কি!
গন্ধে আমোদিত হয়ে অলি যাহে বসে
—হেন পুষ্প নভ হ'তে এবে কি বরষে?
কিম্বা স্বর্গ হ'তে কি এ দুন্দুভির ধ্বনি
মুখরিত করে দিক্—এবে যাহা শুনি?
(হাসিয়া)
না, বুঝেছি—
মম বেগ-সমীরণে হইয়া কম্পিত
স্বর্গ হ'তে পারিজাত হতেছে পতিত;
"সম্বর্ত্তক"-মেঘ সবে, সংহারের তরে
এইরূপ ঘোরতর গরজন করে।

নায়ক ।—(স্বগত) আ, কি সৌভাগ্য! আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

গরুড় ।—(নায়ককে দেখিয়া)
সর্পের রক্ষক হয়ে এ যে দেখি কোন নর
হেথা উপস্থিত;
সর্পাহার ইচ্ছা তাই আজিকার মত মোর
হ'ল অপনীত।
আচ্ছা, একে তবে নিয়ে, মলয়-পর্ব্বতে উঠে, মনের সাধে আহার করি গে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী ।—
গৃহোদ্যানে যাইলেও হয় গো অনিষ্ট-শঙ্কা
স্নেহবশে স্নেহী জন-তরে;
তাতে তিনি অবস্থিত ভীষণ কান্তারে এবে
—যেথা বহু বিপদ বিচরে।

জীমূতবাহন সমুদ্রতীরের জলোচ্ছাস দেখবার জন্য কুতূহলী হয়ে যাত্রা করেছেন—এখনও তিনি না আসায় মহারাজ বিশ্বাবসু বড়ই চিন্তিত হয়েছেন। আর তিনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন:

"দেখ সুনন্দ! আমি শুনলেম যে, জামাতা জীমূতবাহন নাকি গরুড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ভয়ঙ্কর স্থানে গেছেন! তাই আমি অত্যন্ত ভীত হয়েচি। দেখ, তুমি শীঘ্র জেনে এসো, তিনি নিজ গৃহে ফিরে এসেছেন কি না।" আমি তাই এখন সেখানে যাচ্চি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই তো রাজর্ষি জীমূতবাহনের পিতা জীমূতকেতু কুটীরের অঙ্গনে বসে' আছেন, আর তাঁর সহধর্ম্মিণী ও রাজপুত্রী তাঁর সেবা করচেন।

তরল-তরঙ্গ-ভঙ্গ ফেনময় জল সম
পট্টবস্ত্র করি' পরিধান,
মহিষী আছেন বসি' সুসলিলা সুবিমলা
মহাপুণ্যা জাহ্নবী সমান;
তাঁ-সহ জীমূতকেতু বিরাজিত জলধি-শ্রী
করিয়া ধারণ;
তাঁহার সমীপে বসি' শোভেন মলয়বতী
বেলার মতন।

এখন তবে নিকটে যাওয়া যাক্।

(পত্নী ও বধূর সহিত জীমূতকেতু আসীন)

জীমূত ।—
ভুঞ্জেছি যৌবন-সুখ; করিয়াছি যশঃপূর্ণ
রাজ্যে অধিষ্ঠান;
চান্দ্রায়ণ আদি তপ স্থিরচিত্তে করিয়াছি
আমি অনুষ্ঠান;
শ্লাঘনীয় পুত্র মোর; অনুরূপ বংশজাত
এই পুত্রবধূ;
কৃতার্থ হয়েচি আমি; —চিন্তার বিষয় মোর
এবে মৃত্যু শুধু।

সুনন্দ ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) জীমূতবাহনের—

জীমূতকেতু ।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) কোন পাপ-কথা শুনতে না হয়!

বৃদ্ধা ।—সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হোক্!

মলয়বতী ।—এই দুর্নিমিত্তে আমার হৃদয় কাঁপচে।

জীমূতকেতু।—(বামাক্ষি-স্পন্দনে) বাপু! জীমূতবাহনের কি—?

সুনন্দ।—জীমূতবাহনের সংবাদ জানবার জন্য মহারাজ বিশ্বাবসু আপনাদের কাছে আমাকে পাঠিয়েচেন।

জীমূতকেতু।—কি? সেখানে কি আমার পুত্র নাই?

বৃদ্ধা।—(সবিষাদে) মহারাজ! সেখানে যদি না থাকে, তা হ'লে বাছা আর কোথায় যেতে পারে?

জীমূতকেতু।—বোধ হয়, আমাদের জীবিকা আহরণের জন্য আর কোথাও গিয়ে থাকবে।

মল।—(সবিষাদে স্বগত) আর্য্যপুত্রকে না দেখতে পেয়ে আমার কিন্তু অন্যরূপ আশঙ্কা হচ্চে।

সুনন্দ।—আজ্ঞা করুন, মহারাজকে আমি কি নিবেদন করব।

জীমূতকেতু।—(বাম চক্ষুর স্পন্দন) জীমূতবাহনের আসতে বিলম্ব দেখে আমার হৃদয় ব্যাকুল হয়েচে।

পোড়া বাম চক্ষু ওরে! বার বার কেন তুই
করিস্ স্পন্দন?
ভগবান্ সূর্য্যদেব দূরিত করুন এই
অশুভ স্ফুরণ।

(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া) ত্রিভুবনের যিনি একমাত্র চক্ষু, সেই এই ভগবান্ সহস্রকিরণ জীমূতবাহনের নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন। (দেখিয়া সবিস্ময়ে)

সূর্য্য-দেহ-আভা সম
রক্তচ্ছটা করি' বিকিরণ,
দুরন্ত বায়ু-চালিত
তারকার জ্যোতির মতন,
দৃশ্যমান এ কি বস্তু
—ঝলসিয়া যুগল নয়ন—
নভ হ'তে সম্মুখে
সহসা গো হইল পতন?

—এ কি! পায়ে এসে পড়্‌ল যে!

সকলে।—(নিরীক্ষণ)

জীমূতকেতু।—এ কি! রক্তাক্ত মাংস-লগ্ন কার না জানি এ মাথার মণি?

বৃদ্ধা।—(সবিষাদে) মহারাজ! এ চূড়ামণিটি আমার পুত্রের।

মল।—মা! ও কথা বোলো না।

সুনন্দ।—মহারাজ! এরূপ না জেনে শুনে বিহ্বল হবেন না। নাগরাজদের ভক্ষণ করবার সময় গরুড়ের নখাগ্রে যে সকল শিরোরত্ন উৎপাটিত হয়েছে, সেই শিরোরত্নগুলি এখন আকাশ থেকে পড়চে।

জীমূতকেতু।—দেবি! সুনন্দ ঠিক কথা বলেচে। এইরূপ হওয়াই সম্ভব

বৃদ্ধা।—সুনন্দ! বোধ হয়, এতক্ষণে বাছা তার শ্বশুর-বাড়ীতে এসে থাক্‌বে। তা, তুমি যাও, শীঘ্র জেনে এসো।

সুনন্দ।—যে আজ্ঞা দেবি!

[প্রস্থান।

জীমূতকেতু।—দেবি! এটি নাগ-চূড়ামণিই হবে।

(রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত শঙ্খচূড়ের প্রবেশ)

শঙ্খ।—মহাসিন্ধু-তীরবর্ত্তী "গোকরণ"-শিবলিঙ্গে
প্রণমি' ত্বরিত,
তার পর, দেখ আমি নাগ-বধ্যভূমে আসি
হনু উপনীত।
নখাগ্রে বিদরি' বক্ষ
বিদ্যাধরে ধরিয়া সবলে
উঠিল সে পক্ষিরাজ
উধাও হইয়া নভস্তলে।

(রোদন করিতে করিতে) হা মহাত্মন্! পরম কারুণিক, পরদুঃখ-কাতর নিঃস্বার্থ বান্ধব! কোথায় গেলে তুমি? আমার কথার উত্তর দেও। হতভাগ্য শঙ্খচূড়! তুই করলি কি?

নাগ-পরিত্রাণ-কীর্ত্তি একটি দিনেরো তরে
না পারিলি করিতে অর্জ্জন;
নাগ-অধিপতির সে শ্লাঘ্য আজ্ঞা একটুও
না করিলি তুই রে পালন;
অন্য জন আসি' হেথা আত্ম-প্রাণ সমর্পিয়া
রক্ষণ করিল আজি তোরে;
ধিক্ ধিক্! হায় হায়! এ কি শোচনীয় দশা!
দারুণ বঞ্চিত তুই ওরে!

তা, আমি ক্ষণকালের জন্যও বেঁচে থেকে আমার জীবনকে হাস্যাস্পদ করব না। যাতে আমি তাঁর অনুগামী হতে পারি, এখন তারই চেষ্টা দেখি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক ভূমির দিকে চাহিয়া)

প্রথমে দেখিব, যেথা ভূতল পীড়ন করি'
মোটা মোটা রক্ত-ফোঁটা
অবিরল হয়েচে পতিত ;
তার পর, শিলাতল —যেথা শীর্ণ রক্তকণা
সুদীর্ঘ প্রদেশ ব্যাপি'
ক্রমান্বয়ে হয়েচে প্রস্তৃত ;
সেই সব বন-ভূমি —পিপীলিকা কীট-আদি
হইয়াছে যেথায় সঞ্চিত ;
ধাতু-সুরঞ্জিত দেশ —যেথা রক্ত সুদুর্লক্ষ্য
রঙে রঙে হয়েচে মিলিত ;
সেই ঘন তরু-চূড়া —রক্তের নীলিমা যেথা
আরো যেন হয়েছে বর্দ্ধিত ;
এই ভাবে রক্তধারা
অনুসরি, অতি সূক্ষ্মরূপে
চলিয়াছি আমি এবে
ভেটিতে সে বিহঙ্গম-ভূপে।

বৃদ্ধা।—(ভয়ব্যাকুল হইয়া) মহারাজ! একটি লোক—অরুণ-বর্ণ মুখ—যেন শোকগ্রস্ত হয়ে এই দিকে তাড়াতাড়ি আসচে, তাই আমার হৃদয় আকুল হয়ে উঠেচে। তা, তুমি জিজ্ঞাসা কর, ইনি কে।

জীমূতকেতু।—আচ্ছা দেবি, আমি জিজ্ঞাসা করচি।

(শুনিয়া সহর্ষে হাসিয়া) বোধ হয়, এঁরই মাথার মণি কোন পক্ষী মাথা থেকে তুলে নিয়ে এইখানে ফেলে দিয়েচে।

বৃদ্ধা।—(সপরিতোষে, মলয়বতীকে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা, তুমি বিধবা হও নি—শান্ত হও। যার এরূপ আকৃতি, সে কখন বৈধব্যদুঃখ ভোগ করে না।

মল —(সহর্ষে) মা! এ তোমারি আশীর্ব্বাদের ফল।

জীমূ।—বৎস! ব্যাপারটা কি?

শঙ্খ।—দুঃখ-কষ্টের ভারে, আমার কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাই আমি কিছু বল্‌তে পাচ্চি নে।

জীমূতকেতু।—
সুদুঃসহ পুত্র-শোকে হৃদয় আক্রান্ত,
তাহার সংবাদ বলি' কর মোরে শান্ত।

শঙ্খ।—শুনুন বলি। জাতিতে আমি নাগ—আমার নাম শঙ্খচূড়। গরুড়ের আহারের জন্য

অধিক আর কি বল্‌ব, ধূলিজালে এই রক্তধারার চিহ্ন ক্রমে দুর্লক্ষ্য হয়ে যেতে পারে; অতএব আমি সংক্ষেপে বলি—

কোন বিদ্যাধর সাধু
হইয়া করুণাবিষ্ট-মন
রক্ষিলেন মোর প্রাণ
নিজ প্রাণ করি' সমর্পণ।

জীমূ।—এমন পরহিত-রত আর কে হ'তে পারে? বৎস! স্পষ্ট করে' বল, সে জীমূতবাহন কি না।
হা! আমি অতি হতভাগ্য—আমারি দেখচি সর্ব্বনাশ হয়েচে।

বৃদ্ধা।—বাছা রে আমার! কেন তুই এরূপ করলি?

মল।—আমার দুর্ভাবনাটাই কি তবে সত্যি হ'ল?

(সকলে মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—(সাশ্রুলোচনে) এঁরা নিশ্চয়ই সেই মহাত্মার পিতামাতা! আমিই অপ্রিয় কথা বলে' এঁদের এইরূপ দশা উপস্থিত করেছি। অথবা বিষধরের মুখ হ'তে বিষ ছাড়া আর কি বেরুতে পারে? অহো! যিনি শঙ্খচূড়ের প্রাণদাতা—শঙ্খচূড় তার বেশ প্রত্যুপকার কর'লে যা হোক্। এখন তবে কি আত্মহত্যা করব, না এঁদের সান্ত্বনা করব? শান্ত হোন্ জননি! আশ্বস্ত হোন্।
(উভয়ের সংজ্ঞালাভ)

বৃদ্ধা।—বাছা! ওঠো; কেঁদো না—জীমূতবাহন বিনা আমরা কি করে' বাঁচব? (প্রকাশ্যে) তুমি আমাদের সান্ত্বনা কর।

মল।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) নাথ! কোথায় আবার তোমাকে দেখ্‌তে পাব?

জীমূ।—হা বৎস! গুরুজনের চরণ-সেবা কি করে' করতে হয়, তা সে তুমিই জান্‌তে।

তোমার মাথার মণি
ফেলি দিয়া চরণে আমার
—লোকান্তর হইলেও
ত্যজ নাই তবু শিষ্টাচার।

(চূড়ামণি গ্রহণ করিয়া) হা বৎস! তোমা শুধু এইটুকুমাত্র দেখ্‌তে পেলেম? (হৃদয়ে রাখিয়া

ভক্তিভরে, দূর হ'তে শির অবনত করি,
প্রণমিত' সদা যে গো
আমাদের যুগল চরণ
তার সেই চূড়ামণি —হইলেও শাণে-ঘসা
মসৃণ কোমল—তবু
কেন করে হৃদি বিদারণ ?

বৃদ্ধা।—হা পুত্র জীমূতবাহন! গুরুজন-শুশ্রূষা ছাড়া যার অন্য কোন সুখে রুচি হ'ত না, সেই তুই এখন স্বর্গ-সুখ উপভোগ করবার জন্য, কেমন করে' তোর পিতামাতাদের ছেড়ে চলে' গেলি বল্‌ দিকি ?

জীমূতকেতু।—(সাশ্রুলোচনে) দেবি! কেন এ প্রলাপ-বাক্য বলচ ?—আমরাও কি জীমূতবাহন বিনা এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে পারব ?

মল।—(পদতলে পড়িয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) আমাকে তবে আর্য্যপুত্রের চূড়ামণিটি দিন—আমি এটিকে হৃদয়ে রেখে, জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, হৃদয়ের জ্বালা জুড়াই।

জীমূ।—পতিব্রতে! কেন তুমি এত আকুল হচ্চ ? আমরা সকলেই তো এইরূপ সঙ্কল্প করেছি।

বৃদ্ধা।—মহারাজ! আমরা এখনও তবে কিসের অপেক্ষায় আছি ?

জীমূ।—আর কিছুরই অপেক্ষা নেই। তবে কি না, রক্ষিতাগ্নি অগ্নিহোত্রীদের অন্য অগ্নির দ্বারা সংস্কার বিধেয় নয়। অতএব অগ্নিহোত্র-আধার হ'তে অগ্নি এনে,, এসো আমাদের দেহ প্রজ্বলিত করি।

শঙ্খ।—(স্বগত) হায় হায়! আমারই জন্য সমস্ত এই বিদ্যাধর-বংশ উচ্ছিন্ন হ'ল! আচ্ছা, এইরূপ তবে বলা যাক্‌ (প্রকাশ্যে) তাত! নিশ্চয় না জেনে, এরূপ দুঃসাহসের কাজে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় না। দৈব-লীলার কথা কিছুই বলা যায় না "এ নাগ নয়"—জান্‌তে পেরে সেই নাগশত্রু তাঁকে ছেড়ে দিলেও দিতে পারেন। অতএব আসুন, আমরা ঐ দিকে গরুড়ের অনুসরণ করিগে।

বৃদ্ধা।—দেবতাদের প্রসাদে আমরা যেন পুত্র-মুখ আবার দেখ্‌তে পাই।

মল।—(স্বগত) এ হতভাগিনীর পক্ষে তা নিতান্তই দুর্লভ।

জীমূ।—বৎস! তোমার কথাই যেন সত্য হয়। তুমি অগ্রে গরুড়ের অনুসরণ কর গে। দেখ, আমরা অগ্নিহোত্রী, অগ্নি-আধার হ'তে অগ্নি নিয়ে এখনি যাচ্চি।

(পুত্রবধূর সহিত প্রস্থান।)

শঙ্খ।—আচ্ছা; আমি তবে এখন গরুড়ের অনু-সরণ করি। (সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া)

অদ্রি-মাঝে নব নদী সৃজন করিয়া যেন
রুধিরাক্ত চঞ্চুর প্রহারে,
নেত্র-জ্যোতি-শিখানলে বন-পরিসর যেন
দগধ করিয়া একেবারে,
বজ্র-কঠোর-ঘোর নখপ্রান্ত, ধরাতলে
গাঢ়রূপে করিয়া প্রবিষ্ট,
মলয়-গিরির শৃঙ্গে পন্নগের রিপু ওই
দূর হ'তে হইতেছে দৃষ্ট।

(গরুড় আসীন—তাহার সম্মুখে নায়ক পতিত)

গরুড়।—আজন্ম আমি ভুজঙ্গ-পতিদের আহার করচি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার তো পূর্ব্বে কখন দেখি নি! এই মহাত্মা ব্যথিত হওয়া দূরে থাক, বরং এঁকে যেন আরও প্রহৃষ্ট দেখচি।

ব্যথা-গ্লানি নাহি এঁর যদিও ও-দেহ হ'তে
করিতেছি বহু রক্ত পান;
মাংস-চ্ছেদন-জাত বেদনা সহিয়া তবু
কিবা এঁর প্রসন্ন বয়ান!
পুলক হয় নি লুপ্ত, ইঁহার সমস্ত গাত্রে
লোম-হর্ষ স্পষ্টরূপে হতেচে লক্ষিত;
অপকারী হইলেও, আমি যেন উপকারী
এই ভাবে আমা-পরে দৃষ্টি নিপতিত।

এঁর ধৈর্য্য-বৃত্তি দেখে আমার কৌতূহল হচ্চে—আচ্ছা, এঁকে আর ভক্ষণ করব না। জিজ্ঞাসা করে' দেখি, লোকটা কে।

নায়ক।—ওগো মহাত্মা গরুড়!

শিরামুখ হ'তে ঝরে রক্ত অবিরাম,
এখনো এ দেহে মোর মাংস বিদ্যমান;
তবু নাহি তৃপ্তি তব—কেন গো বল তো;
ভক্ষণে কেন গো তুমি হইলে বিরত ?

গরুড়।—(স্বগত) আশ্চর্য্য, আশ্চর্য্য! এই অবস্থাতেও এঁর কি তেজস্বিতা! (প্রকাশ্যে)

তব হৃদি হ'তে রক্ত চঞ্চু দিয়া করিয়াছি
আমি আহরণ ;
আমার হৃদয়-রক্ত ধৈর্য্য-বলে আহরিলে
তুমি গো এখন।

—অতএব তুমি কে, আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

নায়ক।—তুমি এখন ক্ষুধায় কাতর, এখন তোমার এ শোন্‌বার অবস্থা নয়। আমার মাংস-শোণিত আহার করে' তুমি এখন তৃপ্ত হও।

শঙ্খ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) গরুড়! এ দুঃসাহসের কাজ কোরো না, কোরো না। ইনি নাগানন্দ, এঁকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভক্ষণ কর ; বাসুকি আমাকে তোমার আহারের জন্য পাঠিয়েচেন।

(বক্ষ পাতিয়া দিয়া)

নায়ক।—(শঙ্খচূড়কে দেখিয়া) হায় হায়! শঙ্খচূড় এসে আমার মনোবাঞ্ছা যে ব্যর্থ করে' দিলে।

গরুড়।—(উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া) তোমরা দুজনেই তো দেখ্‌চি বধ্যচিহ্ন ধারণ করেছ ; তোমাদের মধ্যে কে নাগ, আমি তো বুঝতে পারচিনে।

শঙ্খ।—এ স্থলে ভ্রম হইতেই পারে। কিন্তু :—

বক্ষে মোর "স্বস্তি" চিহ্ন, কঞ্চুক শরীরে কি গো
হয় না লক্ষিত ?
তব সনে বাক্যালাপে দুই জিহ্বা মোর কি গো
হয় না গণিত ?
সুতীব্র বিষাগ্নি-ধূমে পরিম্লান-রত্ন কান্তি
এ হেন এই যে মোর ফণা
তা হ'তে—অসহ্য শোকে—বাহিরিছে যে শীৎকার
তাহা কি গো তুমি দেখিছ না ?

গরুড়।—(উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া শঙ্খচূড়ের ফণা দেখিয়া) আচ্ছা, তবে আমি কাকে বধ কর্‌চি, বল দিকি ?

শঙ্খ।—বিদ্যাধর-বংশ-তিলক জীমূতবাহনকে। নিষ্ঠুর হয়ে আপনি কেন এ কাজ কর্‌লেন ?

গরুড়।—(স্বগত) কেন আমি এ কাজ কর্‌লেম ? ইনিই কি সেই বিদ্যাধর-কুমার জীমূতবাহন ?

সুমেরুর শৈল-দেশে,
মন্দরের পর্ব্বত-গুহায়,
হিমাচল-সানুদেশে,
মহেন্দ্র ও কৈলাস-শিলায়,
মলয়ের পূর্ব্বভাগে,
দিগন্তের কানন-সীমায়,
"লোকালোক"-গিরি-চর বৈতালিকগণ
উচ্চকণ্ঠে যশ যাঁর গাহে অনুক্ষণ ?

—তা হ'লে আমি তো মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হয়েচি।

নায়ক।—ওগো ফণি-পতি! তুমি এত উদ্বিগ্ন হ'লে কেন ?

শঙ্খ।—আমি কি অকারণে উদ্বিগ্ন হয়েচি ?

স্বশরীর দান করি' গরুড়ের হস্ত হ'তে
এ মোর শরীর যদি
করিলে রক্ষিত,
পাতাল হইতে তবে আরো নিম্নে রসাতলে
আমারে লইয়া যাওয়া
তোমার উচিত।

গরুড়।—এ কি! করুণার্দ্রচিত্ত হয়ে এই মহাত্মা আমার কবলে পতিত এই নাগের প্রাণ-রক্ষার জন্য আমার সাহায্যার্থে নিজ শরীর অর্পণ কর্‌তে এখানে উপস্থিত! আমি তা হ'লে তো অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেচি। অধিক কি, একজন বোধিসত্ত্ব মহাত্মাকে আমি বধ করচি! এই মহাপাতকের জন্য অগ্নি-প্রবেশ ভিন্ন আর তো কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি নে। কিন্তু এখন অগ্নি কোথায় পাই ? (চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) এই যে! একজন অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এই দিকে আসচেন—আচ্ছা, এখন তবে ওঁরই অপেক্ষায় থাকা যাক্।

শঙ্খ।—কুমার! তোমার পিতামাতা এসেছেন।

নায়ক।—(শশব্যস্ত হইয়া) শঙ্খচূড়! তুমি এখানে বসে' উত্তরীয় দিয়ে আমার শরীর আচ্ছাদন করে' আমাকে ধরে' থাকো ; নচেৎ সহসা আমার এইরূপ অবস্থা দেখ্‌লে মা প্রাণত্যাগ কর্‌তে পারেন।

শঙ্খ।—(পার্শ্বে পতিত উত্তরীয় লইয়া তথাকরণ)

(পত্নী ও বধূ-সমভিব্যাহারে জীমূতকেতুর প্রবেশ)

জীমূতকেতু।—(সাশ্রুলোচনে) হা পুত্র জীমূতবাহন!

"এ জন আত্মীয় মোর ও আমার পর"—ইহা
নহে বটে দয়ার নিয়ম ;
কিন্তু ভাবিলে না তুমি একজন রক্ষণীয়
কিম্বা রক্ষণীয় বহুজন।
নিজ প্রাণ বিসর্জ্জিয়', গরুড়ের হস্ত হ'তে
বাঁচাইতে ভুজঙ্গ-বিশেষ
পিতা, মাতা, আত্ম, বধূ সবারে করিলে বধ
—কুল মোর হইল নিঃশেষ।

বৃদ্ধা।—(মলয়বতীর প্রতি) বাছা! একটুখানি অপেক্ষা কর; অবিরল অশ্রুবিন্দু পড়ে' আগুনটা নিভ-নিভ হয়েচে।

(সকলের পরিক্রমণ)

জীমূতকেতু।—হা পুত্র জীমূতবাহন!

গরুড়।—(শুনিয়া) "হা জীমূতবাহন"—এই কথা বল্‌চে না?—তবে তো ইনিই ওঁর পিতা। তবে কি এই অগ্নিতে প্রবেশ করে' আমি আত্মহত্যা কর্‌ব? আমিই তো ওঁর পুত্রঘাতী—লজ্জায় আমি তাই ওঁর কাছে মুখ দেখাতে পার্‌চিনে। কিন্তু অগ্নি-প্রবেশের কথা ভাবচি কেন, আমি যে এখন সমুদ্র-তীরে রয়েচি।

ত্রিভুবন-গ্রাসোল্লাসে
সে অনল সদা উল্লসিত ;
যে অগ্নি সঞ্চারি' পারে
সূর্য্যেও করিতে কবলিত ;
কাল-জিহ্বাসম সেই
সাগরের বাড়ব-হুতাশনে
প্রজ্বলিত করি তুলি'
মোর পক্ষ-প্রলয়-পবনে,
তাহাতেই দিয়া ঝাঁপ্
দেহ নাশ করি গো এক্ষণে।

(উত্থান করিতে উদ্যত)

নায়ক।—ওগো পক্ষিরাজ! ও চেষ্টা কোরো না! পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ নয়।

গরুড়।—(জানু পাতিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) মহাত্মন্! বল তবে তুমি কে?

নায়ক।—একটু অপেক্ষা কর। আমার পিতা-মাতা এসেচেন, আগে তাঁদের আমি প্রণাম করে' আসি।

গরুড়।—আচ্ছা।

জীমূতকেতু।—(দেখিয়া সহর্ষে) দেবি! আমাদের কি সৌভাগ্য! বৎস জীমূতবাহন বেঁচে আছে; শুধু তা নয়, দেখ, গরুড় শিষ্যের ন্যায় কৃতাঞ্জলি হয়ে ওর উপাসনা করচে।

বৃদ্ধা।—মহারাজ! কৃতার্থ হলেম; এখনও বাছা অক্ষত-শরীর। যাই, বাছার মুখখানি একবার দেখি গে।

মল।—আমার নাথকে আবার আমি দেখতে পাব?—এ যে অতি সুখের কথা, আমার তাই প্রত্যয় হচ্চে না।

জীমূতকেতু।—(নিকটে আসিয়া) এসো বৎস, এসো; আমাকে আলিঙ্গন কর।

নায়ক।—(উত্থান করিতে উদ্যত হওয়ায় উত্তরীয় অঙ্গ হইতে স্খলিত হইয়া মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—কুমার! ওঠো, ওঠো!

জীমূতকেতু।—হা বৎস! আমাকে দেখেও কেন আলিঙ্গন করচ না?

বৃদ্ধা।—ওরে বাছা! একটি মুখের কথা বলে'ও তুই আমাকে আদর করলি নে?

মল।—হা নাথ! গুরুজনদের কি দেখ্‌বে না?

(সকলে মূর্চ্ছিত)

শঙ্খ।—হা হতভাগ্য শঙ্খচূড়! জন্মাবামাত্রই কেন তোর মরণ হয় নি?—তুই যে প্রতিক্ষণে মরণেরও অধিক কষ্ট পাচ্চিস্।

গরুড়।—আমি অতি নিষ্ঠুর, এ সমস্তই আমার অবিবেচনার ফল। আচ্ছা, এইরূপ তবে করা যাক্। (পক্ষ দ্বারা বীজন) উঠুন, মহাত্মা উঠুন।

নায়ক।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) শঙ্খচূড়! তুমি পিতামাতাদের সান্ত্বনা কর।

শঙ্খ।—তাত! উঠুন, উঠুন। জননি উঠুন! (উভয়ের সংজ্ঞা লাভ)

বৃদ্ধা—আমাদের চক্ষের সামনে থেকে দুষ্ট কৃতান্ত কেন তোকে হরণ করলে?

জীমূতকেতু।—দেবি! ও অমঙ্গলের কথা বলো না। বৎস বেঁচে আছে। এখন বধূকে সান্ত্বনা কর।

বৃদ্ধা—(বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া রোদন করিতে করিতে) অমঙ্গল দূর হোক—আমি আর কাঁদব না। মলয়বতি! ওঠো, ওঠো—এই বেলা স্বামীর মুখ দর্শন কর।

মল।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া ও মুখ ঢাকিয়া) হা নাথ!

বৃদ্ধা।—বাছা! ওরূপ কোরো না—অমঙ্গল দূর হয়েচে।

জীমূ (সাশ্রুলোচনে স্বগত)

শেষ অঙ্গটিও লুপ্ত, নিরাশ্রয় হয়ে তাই
ওষ্ঠাগত প্রাণ এবে
হয় গো বাহির;
পুত্রের এ দশা হেরি' সন্তাপে শতধা হয়ে
কেন না বিদীর্ণ হয়
এ মোর শরীর?

মল।—হা নাথ! আমি কি কঠোর! তোমার এই দশা দেখেও কি না আমি প্রাণত্যাগ করচি নে!

বৃদ্ধা।—(নায়কের অঙ্গ সকল স্পর্শ করিতে করিতে গরুড়ের প্রতি) নৃশংস! আমার পুত্রটির এখন এই নবযৌবন, এরই মধ্যে তুই কি না তার শরীরের এই অবস্থা করলি?

নায়ক।—না না, তা নয়, মা! ও আর বিশেষ কি করেচে? প্রকৃত-পক্ষে আমার শরীরের অবস্থা পূর্ব্ব হতেই এইরূপ। দেখ:—

মেদ অস্থি মাংস মজ্জা
রক্তের সমষ্টি দেহ-মাঝে
—বীভৎস-দর্শন যাহা—
তাহে শোভা বল কিবা আছে?

গরুড়।—ওগো মহাত্মা! আমার মনে হচ্চে, আমি যেন ঘোর নরকানলে দগ্ধ হচ্চি। এখন উপদেশ করুন, কি করে' আমি এই পাপ হ'তে মুক্ত হই।

নায়ক।—পিতার আজ্ঞা হ'লে আমি এঁর পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপদেশ দি।

জীমূ।—আচ্ছা দেও বৎস!

নায়ক।—বিনতা-নন্দন! শোনো তবে।

গরুড়।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) আজ্ঞা করুন।

নায়ক।—

প্রাণ-নাশে ক্ষান্ত হও, অনুতাপ করি' কর
হিংসা-জাত পূর্ব্ব-পাপক্ষয়
সকল জীবের প্রতি অভয় করিয়া দান
যত্নে পুণ্য করহ সঞ্চয়;
এইরূপ আচরিলে, না ফলে পাপের ফল
—জীব-হিংসা হ'তে সমুৎপন্ন,
হ্রদমধ্যে বিনিক্ষিপ্ত লবণের কণা যথা
জলস্রোতে হয়ে যায় মগ্ন।

গরুড়।—যে আজ্ঞা।

ছিনু গো শয়নে আমি অজ্ঞান-নিদ্রায়
তুমি এবে জাগাইয়া দিলে গো আমায়।
আজিকে হইতে আমি—করি গো শপথ—
সর্ব্ব-প্রাণি-হত্যা হ'তে হইনু বিরত।
এখন নাগের দল করুক সমুদ্র-মাঝে
সুখে বিচরণ:—
দ্বীপের আকারে কেহ পুলিন-বিপুল-ফণা
করুক ধারণ;
কুণ্ডলী পাকায়ে কেহ করুক আবর্ত্ত-ভ্রান্তি
জলে উৎপাদন;
কূল হ'তে কূলে কেহ অক্লেশে চলিয়া যাক
সেতুর মতন।
তা ছাড়া:—
পদ-প্রান্ত-বিলম্বিত ঘন অন্ধকার-প্রায়
কেশপাশ করিয়া ধারণ,
নব রবি-কর-স্পর্শে কপোল রক্তিম করি'
ঠিক যেন সিন্দূর লেপন,
আয়াসে অলস অঙ্গ —শ্রম-ক্লেশ তবু তার
কিছুমাত্র না করি গণনা
চন্দন-কাননে এই গাউক তোমারি কীর্ত্তি
যত নাগ-যুবতী ললনা।

নায়ক।—সাধু মহাত্মা সাধু! আমি এতে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করি, তুমি সর্ব্বপ্রকারে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হও। (শঙ্খচূড়ের প্রতি) দেখ শঙ্খচূড়! তুমিও এখন নিজ গৃহে ফিরে যাও।

শঙ্খ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া অধোমুখে অবস্থান)

নায়ক।—(নিশ্বাস ফেলিয়া মাতাকে দেখিতে দেখিতে)

গরুড়ের চঞ্চু-অগ্রে নিপাতিত হইয়াছে
তব কলেবর
—ইহা ভাবি' মাতা তব নিশ্চয় তোমার শোকে
আছেন কাতর।

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে) ধন্য সেই জননী—যাঁর

পুত্র গরুড়ের মুখে পড়েও অক্ষতশরীর, আর সেই পুত্রের মুখ এখন তিনি দেখ্‌তে পাবেন।

শঙ্খ।—মা! সে কথা সবই সত্য, যদি কুমার প্রকৃতিস্থ হন।

নায়ক।—(বেদনা প্রকাশ করিয়া) ওহো হো! পরোপকার-সাধন-সুখের সম্ভোগে আমি এতক্ষণ বেদনা কিছুমাত্র অনুভব করি নি; কিন্তু এখন আমার ঘোর মর্ম্মচ্ছেদী যাতনা আরম্ভ হয়েছে।

(মরণাবস্থা)

জীমূতকেতু।—(শশব্যস্ত হইয়া) হা বৎস! কেন এরূপ কর্‌চ?

বৃদ্ধা।—হা! কেন বাছা এরূপ বল্‌চ; রক্ষা কর, রক্ষা কর—এইবার নিশ্চয় দেখ্‌চি, বাছার মৃত্যুদশা উপস্থিত।

মল।—হা নাথ! মনে হচ্চে যেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে' যাচ্চ!

নায়ক।—(কৃতাঞ্জলি হইতে ইচ্ছুক হইয়া) শঙ্খচূড়! আমার দুই হাত একত্র করে' দেও দিকি।

শঙ্খচূড়।—(তথা করত) হায় হায়! জগৎ আজ অনাথ হ'ল!

নায়ক।—(অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে পিতাকে দেখিতে দেখিতে) তাত! জননি! এই আমার শেষ প্রণাম।

এই সব অঙ্গ মোর
আর নাহি এবে সচেতন,
সুস্পষ্ট কথাও এবে
কর্ণ আর না করে শ্রবণ,
হায় হায়! এই চক্ষু
অকস্মাৎ গেল যে মুদিয়া,
পিতা ওগো! অবশ এ
প্রাণ বুঝি যায় বাহিরিয়া।

অথবা নাগের প্রাণ রক্ষা— (পতন)

বৃদ্ধা। হা পুত্র! হা বৎস!—গুরুজন-বৎসল! তুই কোথায় গেলি? উত্তর দে।

জীমূতকেতু।—হা বৎস জীমূতবাহন! হা প্রণয়িজন-বল্লভ! সর্ব্বগুণনিধি!—কোথায় তুমি? উত্তর দেও। (হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া) হায় হায়! কি কষ্ট!

তুমি গেলে লোকান্তরে, তোমার বিহনে ধৈর্য্য
হ'ল নিরাশ্রয়;
তোমার বিহনে বৎস কাহার আশ্রয় লবে
এবে গো বিনয়?
আর কেবা আছে হেথা, ক্ষমা আচরণ করে
তোমার সমান?
লুপ্ত হ'ল বদান্যতা, সত্যই যে সত্য এবে
হ'ল অন্তর্দ্ধান।
কৃপা এবে কৃপাপাত্র
—করিবে সে কোথায় গমন?
তোমার বিহনে পুত্র
শূন্য হ'ল এ বিশ্ব-ভুবন।

মল।—হা নাথ! আমাকে পরিত্যাগ করে' তুমি কোথায় গেলে? মলয়বতি! তুই অতি কঠোর হৃদয়! কার দর্শনের আশায় তুই এখনও বেঁচে আছিস্?

শঙ্খ।—হা কুমার! এই প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়-বল্লভকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে? শঙ্খচূড় নিশ্চয়ই তোমার অনুগামী হবে।

গরুড়।—হায় হায়! এই মহাত্মা গত হলেন। আচ্ছা, আমি তবে এখন করি কি?

বৃদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) ভগবান্ লোকপালগণ! অমৃত সিঞ্চন করে' কোন প্রকারে আমার পুত্রকে তোমরা বাঁচাও।

গরুড়।—(সহর্ষে স্বগত) অমৃতের কথায় বেশ একটা কথা মনে পড়ে' গেল, এইবার মনে হয়, আমার অপযশ নষ্ট হবে। এখন তবে আমি ত্রিদশপতি ইন্দ্রের কাছে গিয়ে আমার প্রার্থনা জানাই গে। তিনি যে অমৃতবর্ষণ কর্‌বেন, তাতে শুধু জীমূতবাহন কেন—পূর্ব্বভক্ষিত অস্থিশেষ সমস্ত নাগদেরই আমি বাঁচাতে পারব। আর, যদি তিনি অমৃত না দেন, তা হ'লে আমি:—

মহা-বেগবান, পটু, বায়ু-তুল্য পক্ষভরে
উঠি নভে, পিব আমি
সমস্ত সাগর;
মোর নেত্রানল-দাহে প্রদীপ্ত দ্বাদশ সূর্য্য
মূরছি পড়িবে ভূমে
হইয়া কাতর;
চঞ্চুতে করিব চূর্ণ, ইন্দ্রবজ্র, যম-দণ্ড,
গদা কুবেরের;

দেবগণে জিনি' যুদ্ধে অমৃত প্রদেশ এক
সৃজিব গো ফের।

আমি তবে চল্লেম।

[সগর্ব্বে পরিক্রমণ করত প্রস্থান।

জীমূ।—বৎস শঙ্খচূড়! এখনও কেন দাঁড়িয়ে আছ? কাষ্ঠ আহরণ করে' আমার পুত্রের চিতা রচনা কর;—ঐ সঙ্গে আমরাও যাব।

বৃদ্ধা।—বাছা শঙ্খচূড়! শীঘ্র প্রস্তুত কর। দেখ, তোমার ভ্রাতা আমাদের ছেড়ে একাকী রয়েছেন।

শঙ্খ।—যে আজ্ঞে। আপনাদের আগে আমিই যাব। (উঠিয়া চিতা রচনা করিয়া) জননি! এই চিতা সজ্জিত হয়েছে।

জীমূ।—দেবি! আর রোদনে কি ফল? এখন ওঠো, চিতায় আরোহণ করা যাক্।

(সকলের উত্থান)

মল।—(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া দেখিতে দেখিতে) ভগবতি গৌরি! তুমিই আজ্ঞা করেছিলে, বিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী আমার পতি হবেন। তবে এই হতভাগিনীর জন্য তুমি কেন অলীক-বাদিনী হ'লে বল দিকি?

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী।—মহারাজ জীমূতকেতু! এরূপ দুঃসাহসের কাজ কোরো না।

জীমূ।—এ কি! অমোঘ-দর্শনা গৌরী যে!

গৌরী।—(মলয়বতীর প্রতি) বৎসে! বল দিকি আমি কিসে অলীক-বাদিনী হলেম? (নায়কের নিকটে গিয়া কমণ্ডলু হইতে জলসিঞ্চন করিয়া)

নিজের জীবন দিয়া জগতের হিত তুমি
করেছ সাধন,
—তোমা পরে তুষ্ট আমি, বাঁচিয়া ওঠো গো বৎস
জীমূতবাহন॥

নায়ক।—(উত্থান)

জীমূ।—(সহর্ষে) দেবি! কি সৌভাগ্য! ঐ দেখ, বৎস আবার বেঁচে উঠেছে।

বৃদ্ধা।—সে ভগবতীরই প্রসাদে।

নায়ক।—(গৌরীকে দেখিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া) এ কি! অমোঘ-দর্শনা ভগবতী যে!

অখিল-জন বাঞ্ছিত বর-প্রদায়িনি!
প্রণত জনের দুঃখ-ক্লেশ-সংহারিণি!
—শরণ্যা সবার!
বিদ্যাধরগণ-পূজ্যা গৌরি ও গো! নমি আমি
চরণে তোমার॥

(গৌরীর পদতলে পতন)

সকলে।—(ঊর্দ্ধদিকে দর্শন)

গৌরী।—রাজন্! জীমূতকেতো! জীমূতবাহনকে আর এই অস্থিশেষ নাগদের বাঁচাবার জন্য অনুতাপগ্রস্ত পক্ষিরাজই দেবলোক হ'তে এই অমৃত বৃষ্টি করাচ্চেন। (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না?

দীপ্তমণি-প্রভা-জালে যাহাদের শিরোদেশ
সদা উদ্ভাসিত
—হেন বিষধর সবে শঙ্খচূড়-নাগ-সহ
হইয়া মিলিত
অমৃত-রসের লোভে রসনাগ্রদ্বয় দিয়া
ভূতল লেহিয়া
গিরি-নদী-স্রোত-সম মহাবেগে বক্র পথে
আঁকিয়া-বাঁকিয়া
চলিয়া গো অবশেষে দেখ মহা-জলধিতে
এবে পশে গিয়া।

(নায়কের প্রতি) বৎস জীমূতবাহন! কেবলমাত্র জীবনদানই তোমার উপযুক্ত পুরস্কার নয়; এই তোমার আর একটি পুরস্কার:—

এ মোর মানস হ'তে স্বেচ্ছাকৃত রত্ন-কুম্ভে
সুপবিত্র জল আনি' তুলি'
—মিশ্রিত হয়েছে যাতে হংস অঙ্গ-বিকম্পিত
কনক-কমল-রেণুগুলি—
সেই জলে আমি নিজে অভিষেক-কার্য্য তব
বিধিমতে করি' সমাপন,
বিদ্যাধর-চক্রবর্ত্তী —এই পদ তোমারে গো
প্রীত হয়ে করিনু অর্পণ।

আরো এখন দেখ্‌তে পাচ্চি, শারদশশীর ন্যায় অভিনব রাজন হস্তে, মণি-প্রভা-বিরচিত ইন্দ্রধনু-তুল্য বিবিধ ভূষণ অঙ্গে ধারণ করে', হতভাগ্য "মতঙ্গ" প্রভৃতি বিদ্যাধরপতিগণ পূর্ব্বার্দ্ধ-কায়া ভক্তি-ভরে আনমিত করে' বারম্বার আমাকে নমস্কার

করচে। তা, এখন বল, তোমার কি আকাঙ্ক্ষা আছে।

নায়।—এর পরেও আমার কি কোন আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে?

পক্ষিরাজ-ভয় হ'তে এই শঙ্খচূড় আজি
হইল রক্ষিত;
গরুড় পাইল শিক্ষা; পূর্ব্বে যে ভুজঙ্গগণ
হইল ভক্ষিত,
তাহারাও সবে এবে অমৃতের বরষণে
হইল জীবিত;
আমি বাঁচিলাম বলি' পিতা মাতা না করিলা
প্রাণ বিসর্জ্জন;
চক্রবর্ত্তি-পদ পেনু, পাইলাম আরো আমি
তোমার দর্শন;
এর পর আরো কিবা থাকিতে পারে গো-মোর
বাসনা এখন?

—তথাপি নটের এই প্রার্থনাটি যেন পূর্ণ হয়।

হরষিত শিখীদের তাণ্ডবের তরে
মেঘ যেন যথাকালে বরষণ করে।
বিগত-বিপদ হয়ে
এ-রাজ্যের যত প্রজাগণ
না করি' পরের দ্বেষ
পুণ্য যেন করে আহরণ;
আর আত্ম-বন্ধু-মাঝে
মনস্সুখে থাকি' অনুক্ষণ
আমোদ-প্রমোদে কাল
সদা যেন করে গো যাপন।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

ধনঞ্জয়-বিজয়

[ব্যায়োগ]

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

ধনঞ্জয় বিজয়, ব্যায়োগ-জাতীয় রূপক। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার, ডিম, ঈহামৃগ, অঙ্ক, বীথি ও প্রহসন—রূপকের এই দশটি ভেদ। অতএব ব্যায়োগ এই দশের মধ্যে একটি। ব্যায়োগ এক অঙ্কে সমাপ্ত হয়। ইহা স্বল্প স্ত্রী-জন-সংযুক্ত; গর্ভ ও বিমর্ষ—এই দুইটি সন্ধি ইহাতে থাকে না। ইহার পাত্রগণের মধ্যে পুরুষবর্গ অধিক। ইহার নায়ক কোন প্রখ্যাত পুরুষ কিম্বা দেবতা হওয়া চাই। কোন ঐতিহাসিক যুদ্ধ-ব্যাপারই ইহার আখ্যান-বস্তু। হাস্য, শৃঙ্গার ও শান্তি রস ইহাতে বর্জ্জিত। এই ধনঞ্জয়-বিজয় কাপ্যায়ন-ব্রাহ্মণ-বংশীয় যোগ-শাস্ত্রের উপদেষ্টা নারায়ণ উপাধ্যায়ের পুত্র কাঞ্চনাচার্য্যের প্রণীত। এই ব্যায়োগ নাটকখানি জয়দেব নামক কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আদেশ-লিপি অনুসারে গঙ্গাধর-মিশ্র প্রভৃতির চিত্ত-বিনোদনার্থ শরৎকালে অভিনীত হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে জয়দেব নামে কনৌজের এক জন রাজা ছিলেন। ইনি সেই জয়দেব কি না বলা দুষ্কর! গঙ্গাধর-মিশ্রও এক জন সুলেখক বলিয়া খ্যাত। ধনঞ্জয়-বিজয় কাব্যাংশে উচ্চ দরের না হউক, ইহার সংস্কৃত অতীব সুললিত ও প্রাঞ্জল। ব্যায়োগের দৃষ্টান্তস্বরূপ আর অন্য সকল রচনাই বিলুপ্ত কিম্বা দুষ্প্রাপ্য; কেবল এই ব্যায়োগখানি এখনও পর্য্যন্ত কাল-কবলে পতিত হয় নাই।

পাত্রগণ

সূত্রধার।
পারিপার্শ্বিক।
বিরাট-অমাত্য।
অর্জ্জুন (নায়ক)।
বিরাট-রাজকুমার (অর্জ্জুনের সারথি)।
ইন্দ্র।
দুর্য্যোধন।
বিদ্যাধর।
যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব।
বিরাট রাজা।
প্রতিহারী।
পত্রবাহক দূত।

ধনঞ্জয়-বিজয়

[ব্যায়োগ]

নান্দী

হরি-মূর্ত্তি বরাহের দংষ্ট্র শোভে আতপত্র দণ্ডের মতন,
হেমাদ্রি-শেখরা পৃথ্বী ছত্র-শোভা তাহে যেন করয়ে ধারণ,
সেই বরাহের দংষ্ট্র তোমা সবাকারে সদা করুক রক্ষণ।

অপিচ :—

প্রণত-জনের যিনি বিপদ-নাশিনী
সেই সে চণ্ডিকা-দেবী মহিষমর্দ্দিনী
মহিষ মস্তকে ন্যস্ত করিলা চরণ,
ছাইল মহিষ শৃঙ্গে নখের কিরণ ;
নব-জলধরে যথা আঁকা ইন্দ্রধনু
সেইরূপ শোভে সেই মহিষের তনু ;
মহিষ-মস্তক-ন্যস্ত দেবীর সে পদ
বিনাশুক তোমাদের সকল বিপদ।

অপিচ :—

গুরু-পাদ পদ্ম-রেণু যে চক্ষুর হয় সিদ্ধাঞ্জন
সেই তব জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হোক্ অনুক্ষণ।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) অহো ! কি রমণীয় প্রভাত ! দেখ না কেন :—

নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী বিশ্বজয়ী কামের জননী
বিকচ কমল-মাঝে নিদ্রাবেশে যাপিলা যামিনী।
নিদ্রাভঙ্গ হ'ল এবে ; জাগি' উঠি মরালের দল
উঠায় পটহ-ধ্বনি ঝাপটিয়া পক্ষ অবিরল ;
প্রাঙ্গণে তাহার সনে ভৃঙ্গী গাহে গাথা সুমঙ্গল।

(পুনর্ব্বার চারিদিক অবলোকন করিয়া) অহো ! কি রমণীয় এই শরতের আরম্ভকাল !

সরোবরে বিকশিত কমল-মুকুল
হরিয়া হৃদয়-মন করিছে আকুল।

অপিচ :—

নিষ্কম্পা পৃথিবী এবে,—তার সাথে তৃণ-শাদ্বল ;
দুর্দ্দিন-রহিত নভ, ইন্দু তারা সুব্যক্ত বিমল।
নদীতট কাশাঙ্কিত, জল-রাশি স্বচ্ছ নিরাময়,
পদ্ম প্রস্ফুটিত সরে, দিক্ দশ শুভ্র অতিশয়।
হরি, এ শারদী শোভা দেখিতে নিশ্চয়
উঠিলেন জাগি' এবে, হেন মনে লয়।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) পত্রহস্তে ও কে আস্‌চে ?

(পত্রিকা-হস্তে দূতের প্রবেশ ও পত্রদান)

সূত্রধার।—(নিরূপণ পূর্ব্বক পত্রপাঠ)

শ্রীমান্ জয়দেবের চরিত্র অতীব প্রশংসনীয়।
কিবা অর্থী প্রতি-অর্থী—লক্ষ লক্ষ যতই আসুক
উভয়েরি প্রতি তাঁর চিত্ত রহে অপরাঙ্মুখ।
শুধু তিনি পরাঙ্মুখ পরস্ত্রীর প্রতি,
তার সনে কভু নাহি করেন সঙ্গতি।
তাঁর কাছে অকপটে, দু-ই তুলাকণা-সম গণ্য :—
ক্রুদ্ধ হ'লে, শত্রু সৈন্য—স্বর্ণরাশি, হইলে প্রসন্ন।

তিনি প্রসন্ন হয়ে, রঙ্গমণ্ডন নামক নাটকে এই আদেশ কর্‌চেন :—

"লক্ষ্মীবক্ষ আলিঙ্গিয়া ছিলেন মুরারি ;
ফুল্ল-পদ্ম সুশোভিত এ হেন শরতে,
গতনিদ্র হয়ে তিনি করেন শিথিল
যোগনিদ্রা-অনুরাগ, অখিল লোকের
নহে কি উৎসব-কাল এবে উপস্থিত ?

অতএব আপনি বীররসাদ্ভুত কোন রূপক অভিনয় করে' গদাধর প্রমুখ আমাদের পরিষদ্-মণ্ডলীর আনন্দবর্দ্ধন করুন।" না জানি সে রূপকটি কি ? (স্মরণ করিয়া) ও ! বুঝেছি।

কোন কবি-মুনি-কুলে, ধাত্রীসম নিজে সরস্বতী
পুত্ররে শিখান্ বাণী, মনোহর সুমধুর অতি।
সেই কুলে সমুৎপন্ন নারায়ণ উপাধ্যায় নাম,
জিনিয়া সহস্র বাদী "বাদীশ্বর" উপাধিটি পান্।

পিচ :—
হইয়াও সর্ব্বত্যাগী, অভয় যে করে দান
যোগিসম সর্ব্বভূতগণে
—রবি শুধু করে ভয়, পাছে স্বমণ্ডল ভেদ
হয় তার যোগের সাধনে—
এ হেন সে "নারায়ণ"—"কাঞ্চন" তাহার পুত্র
সর্ব্বগুণ-প্রিয় অতিশয়
—যাহার রসনা'পরে রহে যেন বিরাজিত
একাধারে বিশ্ব-বিদ্যালয়।

তাঁরই কৃত "ধনঞ্জয়-বিজয়" নামক ব্যায়োগ আজ
ভিনয় করতে হবে। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন
রিয়া) কে আছ ওখানে ?

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি।—কি আজ্ঞা করচেন গুরুদেব !

সূত্রধার।—ধনঞ্জয়-বিজয়ের অভিনয়ে যারা সুনি-
ণ, সেই নটদের ডাকো দিকি।

পারি।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সূত্রধার।—(পূর্ব্বদিক্ অবলোকন করিতে
রিতে)

কি অপূর্ব্ব তেজোময় এই ভানু !—কালবশে
দীর্ঘকাল ছিল অনুদিত ;
উত্তীর্ণ-প্রতিজ্ঞ সেই অর্জ্জুনের মত এবে
পূর্ব্বদিকে হ'ল প্রকটিত।

(বিরাট-অমাত্যের সহিত অর্জ্জুনের প্রবেশ)

অর্জ্জুন।—(সোৎসাহে) দৈব এখন অনুকূল দেখা
চ্ছে। কেননা,—

খুঁজিতেছিনু গো যারে—সেই লতা এবে দেখ
চরণে লগন ;
যার তরে রণযাত্রা—স্বয়ং আসি' উপস্থিত,
সেই দুর্য্যোধন।

সূত্রধার।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) এই
য, শ্যামলক নামে নট অর্জ্জুন-বেশে এখানে উপস্থিত
হয়েছেন। আমি তবে এখন অন্য পাত্রদের শিক্ষা
দিয়ে প্রস্তুত করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা

নায়ক।—(সহর্ষে)
গোরক্ষণ হ'ল, আর শত্রুদের ঘোর অপমান ;
আর হ'ল উপকারী বিরাটের সন্তোষ-বিধান ;
যেথানে একটি মাত্র পর্য্যাপ্ত রণোৎসব-তরে
—মোর ভাগ্যে দেখ সেথা, মিলিয়াছে তিন
একত্তরে।

অপিচ :—
মানী জন শত্রুবৈর করিয়া নির্ব্বাণ
পূর্ণ করেন তাঁর যেই মনস্কাম
তাহাই জানিবে তাঁর সম্পত্তি বিভব,
তাই তাঁর একমাত্র মহামহোৎসব।

অমাত্য।—দেব ! এরা তো সংগ্রামের উপযুক্ত
পাত্র নয়।

"কালকেয়" অসুরেরে যে করিল ধ্বংস,
—"নিবাতকবচ"-আদি অসুরের বংশ ;
যাহার সংগ্রামে তুষ্ট শূলী সে ভৈরব
সেই তুমি—তোমা কাছে কি তুচ্ছ কৌরব !

নায়ক।—সাধু সুযোধন সাধু !
যে অখিল সাম্রাজ্য পূর্ব্বপুরুষেরা তব
নিজ ভুজ-পরাক্রমে করিয়া অর্জ্জন
—লভিলে সহজে তুমি খেলিয়া কপট পাশা ;
আজি পুন ভিল্ল সম হরিছ গোধন ?
মোদের সে কুলগুরু—শুভ্রযশঃ-শশধর,
নিশ্চিত লজ্জিত আজি তোমার কারণ।

অমাত্য।—দেব !
সুযোধন-আচরণে, শশি-শির হ'ল অবনত
তব আচরণে আজি হোক্ তাহা পরম উন্নত।

নায়ক।—(চিন্তা করিয়া) নগরের নিকটে যে
সমরোপকরণ-সকল রাখা হয়েছিল, সেইগুলি আন্‌বার
জন্য তো কুমারকে পাঠান হয়েছে—তিনি সারথি
হবেন বলেও তো অঙ্গীকার করেছেন, তবে তাঁর এত
বিলম্ব হচ্ছে কেন ?

(বিরাট-কুমারের প্রবেশ)

কুমার।—দেব! আপনার আদেশ-মত সমস্ত কাজ করা হয়েছে। এখন আপনি রথে আরোহণ করুন।

নায়ক—(অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রথারোহণ)

অমাত্য।—(সবিস্ময়ে নায়ককে অবলোকন করিয়া)

বিরচিত রণোচিত অঙ্গের ভূষণ;
পরিহিত পরিচ্ছদ দিব্য সুশোভন;
মেঘ-আবরণ-শূন্য শরতের তীক্ষ্ণ রবি-সম
বিরাজেন রাজপুত্র অরজুন অতুল-বিক্রম।

(পুনর্ব্বার নিপুণরূপে অবলোকন করিয়া)

জলধর-ধ্বনি জিনি' হ্রেষারব করে অশ্বগণ;
দক্ষিণ চরণে ভূমি মুহুর্মুহু কররে খনন;
পুচ্ছ সঞ্চালনে ব্যক্ত ঔৎসুক্য রণযাত্রা-তরে,
সমগ্র জয়শ্রী হবে বশীভূত ভুজবলভরে।

নায়ক।—অমাত্য! আমরা এখন গোধন প্রত্যানয়নের জন্য যাচ্ছি, তুমি ততক্ষণ গোহরণোদ্বিগ্ন পৌরজনকে আশ্বাসিত কর।

অমাত্য।—যে আজ্ঞে দেব!

[প্রস্থান।

নায়ক।—(কুমারের প্রতি) যতক্ষণ না গাভীগণ বহু দূরে চলে' যায়, ততক্ষণ অশ্বদের সবেগে চালাও।

(কুমারের তথাকরণ)

নায়ক।—(রথবেগ নিরীক্ষণ করিয়া)

নিজ খুর-বিদলিত বসুধারে করিতে সান্ত্বন
আলিঙ্গন করি' তারে যেন বেগে ধায় অশ্বগণ;
গমনের বেগ হেরি' হেন লয় চিতে
—পদ যেন বহির্গত বদন হইতে।

অপিচ :—

এখনি হেলায় অশ্ব বেগভরে ধায় দ্রুতগতি,
রথচক্র-ক্ষুণ্ণ পথ দেখা যায় ছিন্ন ভিন্ন অতি।
যদিও গো ধূলিজাল উৎক্ষিপ্ত অনুকূল বাতে।
—সম্মুখে না যেতে চায় ক্লিষ্ট হয় অশ্বপদাঘাতে॥

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওরে গোপালেরা, তোরা নিরাশ হোস্‌নে।

যখনি গো-বৎসগণ কারুণ্য-রসে হৃদি
করিয়া সিঞ্চন
জননীর পথ চাহি' সকরুণ হম্বারবে
ছাইবে গগন;
যখনি গো শিশু সবে উৎসুক হইয়া, দুগ্ধ
চাহিবেক করিবারে পান,
তখনি গাভীরা হেথা আসিবে নিশ্চয় জেনো,
মনস্তাপ করহ নির্ব্বাণ।

নেপথ্যে।—আমাদের মহাপ্রমাদ উপস্থিত।

কুমার।—আয়ুষ্মন্! নিশ্চয়ই অদূরে কুরু-সৈন্য। কেননা :—

বয়োবৃদ্ধ কপোতের কণ্ঠপ্রভা করিয়া ধারণ
অশ্বখুরাহত ধূলি পুরোভাগে ছাইল গগন।
বাক্যে প্রয়োজন কিবা; গন্ধোদ্গারী মন্দানিল
করিছে প্রচার
—করি-গণ্ড-মদ ধারা চারি ধারে সুপ্রচুর
হতেছে বিস্তার।

নায়ক।—কুরু-সৈন্য এইবার সুব্যক্ত। দেখ না কেন :—

চঞ্চল চামরবৃন্দ; উত্তোলিত শ্বেত ছত্রচয়;
কুন্ত-অস্ত্র উৎক্ষিপ্ত;—পলায় পাখীরা পেয়ে ভয়।
বেগভরে পূর্য্যমাণ শঙ্খধ্বনি করিয়া শ্রবণ
সংত্রস্ত অরণ্যমৃগ প্রাণভয়ে করে পলায়ন;
তাই বলি, সুনিশ্চিত কুরুসৈন্য করে আগমন।

(বাহুর প্রতি সোৎসাহে)

সুদুর্গম বনভূমে, ধূলায় যে বাহু ধূসরিত,
পাঞ্চালীর আলিঙ্গনে, বহুদিন যে বাহু বঞ্চিত,
নির্লজ্জভাবে যে গো কাষ্ঠাঞ্জন-সমুচিত
দস্তের বলয়ে সুবেষ্টিত
—বহুদিন পরে দেখি শত্রুর সম্মুখে আসি'
সেই বাহু হয় সমুদিত।

(নেপথ্যে)

ধৃতধনু দর্প, কিবা সাক্ষাৎ সাহস যেন,
বীররস মূর্ত্তিমান, না গণি' দুরযোধন,
কে আসে একাকী ওই?—অন্য কেহ নাহি
সাথে,—
জয়লক্ষ্মী আসে যেন ধনুর্লতা লয়ে হাতে।

(উভয়ে শ্রবণ করতঃ)

কুমার।—আয়ুষ্মন্! এরূপ উদার বাক্য কার না জানি?

নায়ক।—আমাদের প্রথম গুরু কৃপাচার্য্যের।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

হইলেন শূলপাণি তুষ্ট যার দ্বন্দ্বযুদ্ধ-বলে,
সেই সে পাণ্ডব ওই—খাণ্ডবে যে তর্পিল অনলে ;
আরো দেখ আছে এই মহাপুরুষের দুই হাতে
সুস্পষ্ট কিণ-চিহ্ন—উৎপন্ন ছিলার আঘাতে।

অপিচ :—

স্খলিত নিখিল শস্ত্র—বাহুমাত্র আছে অবশেষ,
যুঝিছে দ্বিগুণ তবু—রণোৎসাহ কমে নাই লেশ ;
এ হেন যে বীরবরে ত্রিপুরারি করি' নিরীক্ষণ,
আকৃষ্ট হইলা রণে ছদ্মরূপ করিয়া ধারণ,
কিন্তু অবশেষে তাড়াতাড়ি দেখাইলা নিজ ত্রিনয়ন
যাহাতে চিনিয়া তাঁরে ভক্তিবেশে ছাড়ি দেন রণ।

এ অর্জ্জুনই বটে—কেননা :—

হেলায় করিল যে গো সুদুস্তর সাগর লঙ্ঘন,
—জানকী-বিরহ-তপ্ত রাম দুঃখ করিল হরণ,
তপন-মণ্ডল যে গো জাতমাত্র করেছিল গ্রাস,
—রাক্ষস-রাজের পুর দগধিয়া করিল বিনাশ,
ঔষধি-পর্ব্বতরাজি বল-ভরে করি' উৎপাটিত
যে করিল সউমিত্রি লক্ষ্মণেরে পুনরুজ্জীবিত
সেই সে পবন-পুত্র দেখ হনূমান
উঁহার রথের ধ্বজে এবে বিদ্যমান।

(উভয়ে শ্রবণ করিয়া)

কুমার।—আয়ুষ্মন্!

বৈদর্ভী-গর্ব্বিত বাক্য করিয়া রচনা,
বীর-রস চিত্তমাঝে করি' উত্তেজনা,
বল দেখি, তোমা প্রতি পুত্রের মতন
কে করে গো পক্ষপাত এবে প্রদর্শন ?

নায়ক।—কুমার! পুত্রের মতন কি বল্‌চ—আমি তো সত্যই আচার্য্যের পুত্র।

(নেপথ্যে)

কর্ণ! ধর ধনু তূর্ণ, কৃপ হোন্ অগ্রণী সমরে ;
দ্রোণ তুমি, ভৃগু-প্রাপ্ত অস্ত্রশিক্ষা দেও গো সত্বরে।
দ্রোণপুত্র! কর রণে কুরুরাজ-আনন্দ-বর্দ্ধন ;
উচিত করুন কাজ রণমাঝে শান্তনুনন্দন।
কেননা, এ শম্ভু-শিষ্য অর্জ্জুন নিশ্চিত
তোমাদের সম্মুখেতে এবে উপস্থিত।

নায়ক।—(সানন্দে) যুদ্ধের অঙ্গ, স্বয়ং কুরুরাজই তবে কুরু-সৈন্যের যোদ্ধাদের উদ্যোগী হ'তে বল্‌চেন।

কুমার।—দেব! শত্রু-সৈন্যের যোদ্ধাদের স্বরূপই বা কিরূপ, বীর্য্যই বা কিরূপ, সে-সমস্ত সারথির জানা কর্ত্তব্য।

নায়ক।—দেখ, ঐ সর্প-ধ্বজায় ওঁর কুটিলতা বিলক্ষণ সূচিত হচ্চে।

চন্দ্রবংশ-কলহে যে প্রথম অঙ্কুর বলি' খ্যাত ;
সৌজন্য-গন্ধ মাত্র চিত্ত যার নহে অবগত ;
সেই এই কুরুরাজ, বিষ-জল-অগ্নি-আদি-যোগে
নিয়ত আজন্ম কাল মো-সবার বিনাশ-উদ্‌যোগে।

কুমার।—আচ্ছা, ওঁর দক্ষিণে যিনি, উনি কে ?

নায়ক।—(সবিস্ময়ে)

রোষ-কষায়িত উগ্র হইলেও ভীমের নয়ন,
তাঁহার সমক্ষে যে গো পাঞ্চালীর বক্ষঃস্থল হ'তে,
ভুজঙ্গ-নির্ম্মোক-সম আকর্ষিল লজ্জার বসন,
—ধৃষ্ট-অগ্রগণ্য সেই দুঃশাসন ক্ষুদ্র ওই রথে।

কুমার।—এ অপেক্ষা ধৃষ্টতা আর কি হ'তে পারে ?

নায়ক।—এদিকে দেখ। (প্রণাম সহকারে)

যিনি দীপ্ত প্রভাকর-প্রভার সমান,
স্বর্ণ-বেদীপরে যাঁর পূজ্য অধিষ্ঠান,
যিনি উপনিষদের পূর্ণ-শ্রী করেন ধারণ,
কৌরবের ইনি সেই গুরুদেব খ্যাতনামা দ্রোণ।

কুমার।—এঁকে মহানুভব বলে' মনে হচ্ছে।

নায়ক।—এ দিকে দেখ।

উগ্রচণ্ড চূড়া যাঁর ললাটে ভূষিত ;
স্বয়ং শঙ্কর সম যিনি গো লক্ষিত ;
—মূর্ত্তিমান অস্ত্রবেদ, দুর্দ্ধর্ষ বিষম ;
দ্রোণপুত্র ইনি সেই—প্রিয়সখা মম।

কুমার।—আর কে কোথায় আছে, বলুন।

নায়ক।—

ধনুর্ব্বেদ নিবেশিত কলসের প্রায় যাঁর
ধ্বজ-চূড়াদেশে ;
ধ্বজে স্বর্ণকমণ্ডলু :— ইনি সেই কৃপাচার্য্য
জানিবে বিশেষে।

কুমার।—কুরুরাজের সন্নিধানে যুদ্ধার্থীর ন্যায় লক্ষিত হচ্চেন উনি কে ?

নায়ক।—অমর্ষ-সহকারে)

আচরিল সুযোধন যত কিছু দুর্নীতি
যার বাহুবলে ;
পরশুরামের যে গো গোপনে হইল শিষ্য
বিপ্র বলি' ছলে ;
প্রসন্ন হইয়া, যারে ইন্দ্রদেব শক্তি-অস্ত্র
করিলেন দান ;
এই সেই সূতাত্মজ নীচকুলে জন্মিয়াও
মহা-অভিমান।

কুমার।—(উপহাস করিয়া) ঘোষযাত্রায় গন্ধর্ব্বের সহিত যুদ্ধে এই ধ্বজের প্রভাব বিলক্ষণ জানা গিয়েছিল !

নায়ক।—(প্রণাম পূর্ব্বক)

অপর অঙ্গনাগণে—ব্রহ্মচর্য্যে—করিয়া বর্জ্জন,
শুক্লকেশচ্ছলে যে গো শুভ্র কীর্ত্তি করে আলিঙ্গন ;
দ্বন্দ্বযুদ্ধে স্পষ্টরূপে জামদগ্ন্যে যে করিল জয়
—সেই এই দেবব্রত পিতামহ, ভীষ্ম মহোদয়।

সারথি, অশ্বদের দ্রুত চালাও, দ্রুত চালাও।

(নেপথ্যে)

এই সব বৈমানিক হয়েছেন সমুৎসুক
সমর দর্শনে ;
ধনঞ্জয় ! এবে তব বাহুবল প্রদর্শন
কর এই রণে।

(বিদ্যাধরের সহিত ইন্দ্র ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

ইন্দ্র।—(সবিস্ময়ে)

বলীর যে বাগ্‌যুদ্ধ বলহীন বহুজন-সনে
—একে তাই ভয়ঙ্কর ; তাতে যদি—
ভাবি দেখ মনে—
অনেক বলীর সাথে অস্ত্র-যুদ্ধ হয় সংঘটন,
তাহা হ'লে আরো কত নিদারুণ হয় সেই রণ।

(পুনর্ব্বার সবিস্ময়ে)

একা রথী অর্জ্জুন, অসংখ্য সে প্রতিরথিদল ;
রাজ্যমদে চির-দৃপ্ত কর্ণ-আদি কৌরব সকল ;
আহা হা ! তথাপি বৎস, রণমাঝে পশিল দেখ না,
বলীর উদ্রিক্ত তেজ নাহি করে বিপদ গণনা।

কুমার।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) দেব ! স্বয়ং কুরুপতি আসচেন।

নায়ক।—আমার মনোরথ তা হ'লে পূর্ণ হ'ল।

(রথারূঢ় দুর্য্যোধনের প্রবেশ)

দুর্য্যোধন।—(নায়ককে দেখিয়া সক্রোধে)

বনবাস-ক্লেশ সহি' বিতৃষ্ণা হয়েছে কি গো
আপন জীবনে ?
নতুবা নির্ভীক একা যুঝিতে উদ্যত কেন
বহুজন-সনে ?

নায়ক।—(উপহাস সহকারে)

নিবাতকবচাসুর আর কালকেয়-আদি
অসুরেরে একাই যে করিল নিধন ;
হরিল একাই যে গো সুভদ্রারে, একাই যে
অনলে আহুতি দিল খাণ্ডবের বন ;
সে পার্থের এই পন্থা নহে অভিনব রণে
—কুরুরাজ ! ইহা তুমি জেনো বিলক্ষণ।

দুর্য্যোধন।—এরূপ উপহাসের প্রয়োজন নাই। উপস্থিত সংগ্রামই পরীক্ষার নিকষ-প্রস্তর।

নায়ক।—(হাস্য সহকারে)

পলাও গো কুরুনাথ ! এ দ্যূত নহে গো তাহা
যাহে তুমি দ্রৌপদীরে
দাসী করি' জিনিলে হেলায়।
এ ক্ষত্রিয় দ্যূত-ক্রীড়া ;—শরের শলাকা ইথে
সগর্ব্বে নিক্ষেপ করা
শক্রশর-পাশার-খেলায়॥

দুর্য্যোধন।—(সক্রোধে)

করিদন্ত-বিনির্ম্মিত বলয়ে ভূষিত [illegible] যার
বহুদিন করিয়াছে ধনুর অভ্যাস পরিহার,
সেই তুমি পশ' গিয়া নর্ত্তন আলয়,
সংগ্রাম বীরের কার্য্য—রমণীর নয়।

কুমার।—(উল্লাস সহকারে) মহাশয় ! চির-পরিত্যক্ত ধনুর অভ্যাস যে বল্‌চেন, তা ঠিকই বটে।

তোমারে বাঁধিল যবে বাসব-প্রেরিত সেই
দুর্ব্বিজয় গন্ধর্ব্ব-খেচর
যুধিষ্ঠির-আজ্ঞানতে বেড়িলা তাদের পার্থ
সৃজি' যেন বাণের পঞ্জর।
সে সময়ে তুমি নৃপ ছিলে গো বিহ্বল
দেখিতে পাওনি তাই পার্থ-ধনুর্ব্বল।

বিদ্যাধর।—দেব ! এই বৎসটি দেখচি কথায় পরিপক্ক।

ইন্দ্র।—ইনি নিশ্চয়ই রাজপুত্র।

দুর্য্যোধন।—সারথি! বিপ্রজনোচিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। দেখ, এই ভূমিটি বড়ই অসমান। এসো আমরা রথ-সঞ্চালনের উপযোগী সমতল ভূমিতে অবতরণ করি।

নায়ক।—কুরুপতির যা অভিরুচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

বিদ্যাধর।—(নায়কের রথ নির্দ্দেশ করিয়া) দেব!—

তব পুত্র অর্জ্জুনের রথ-অশ্ব-খুরোত্থিত
ধূলির পতাকা যায় দেখা ;
প্রতিপক্ষ-বক্ষো-রূপ মন্থন-দণ্ডোদ্‌ভব
অনলের যেন ধূম-লেখা।

ইন্দ্র।—বাপু, তুমি দেখছি একজন মহাকবি।

বিদ্যাধর।—দেব! অর্জ্জুন নিকটে যাওয়ায় কুরুদের মধ্যে মহা কোলাহল উপস্থিত। দেখুন না :—

তুরঙ্গের হ্রেষাধ্বনি, মাতঙ্গের জিত-ঘন
বৃংহিতের রব,
জ্যাঘাত-উত্থিত নাদ, পটহ-মঙ্গল শব্দ
—উদ্দাম ভৈরব,
মদ-গজ-সমূহের স্কন্ধ-ঘণ্টাধ্বনি ঘোর
—এই সব কোলাহল করিয়া শ্রবণ,
আলিঙ্গিতে মৃত বীরে, করিতেছে ত্বরা, দেখ
বীরবৃন্দ-অনুরক্ত সুরাঙ্গনাগণ।

প্রতীহারী।—দেব! ওরা যে শুধু কোলাহলে প্রবৃত্ত, তা নয়, কুরু-সৈন্য আপনার আক্রমণকারী পুত্রের অভিমুখে অগ্রসর হয়েছে। দেখুন, অর্জ্জুনের আকর্ণ-আকৃষ্ট কঠোর-কোদণ্ড-মুখ-নিঃসৃত শর-নিকরে কুরুবীরদের মধ্যে কেহ বা ছিন্ন-দেহ, কেহ বা ভগ্নধনু, কেহ বা ভগ্নশির, কেহ বা বিদ্ধনেত্র, কেহ বা ভগ্নবাহু, কেহ বা বিক্ষত-বক্ষ—এইরূপ সব দেখা যাচ্ছে।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে) এই বৎসটি দেখচি একেবারে সিদ্ধহস্ত।

বিদ্যাধর।—দেব! দেখুন, দেখুন।

মদবারি বরষিয়া গজগণ ধরে যেন
জলদের রূপ ;
ইন্দ্রধনু-সম শোভে এই সব সমুজ্জ্বল
বিচিত্র কার্ম্মুক ;
ছত্র বিলুণ্ঠিত ভূমে "ভেক্‌-ছাতি" শিলীন্ধ্র যেমতি
অস্ত্র-বরষণজাত স্ফুলিঙ্গ সে খদ্যোতের জ্যোতি ;
উজ্জ্বল নারাচ-অস্ত্র যেন রণভূমির রশনা ;
মেঘাচ্ছন্ন ভাদ্র যেন শর-ব্যাপ্ত কুরুদল-সেনা।

অপিচ :—

তব পুত্র অর্জ্জুনের বজ্রনিভ শরাঘাতে,
নূতন কেতকী-শুভ্র
করিদন্ত, খণ্ডিত আমূল।
ত্রাসে শুষ্ক মদধারা করীর কপোল-দেশে,
করীকে করিণী বলি'
তাই তো সহসা হয় ভুল।

ইন্দ্র।—(তুষ্ট হইয়া)

শঙ্করের শিষ্য সে গো, "কালকেয়"-অসুরাদি
যে করে সংহার ;
যদুনাথ-সনাথ যে ;—কৌরবে জিনিয়া বল'
কি শ্লাঘা তাহার ?

প্রতীহারী।—দেখুন দেব!

বাণ-হত হস্তীদের গাঁঠে গাঁঠে শিরা আছে যত
তাহে লাগাইয়া মুখ—গহ্বর গভীর—
নাচাইয়া করাঙ্গুলী, কণ্ঠদেশে মাখিয়া রকত,
একটি পিশাচ-কন্যা পিতেছে রুধির।
এই সব বেগগামী মত্ত মাতঙ্গের দল
—যার বেগে মাহুতেরা নিশ্বাস-আকুল,
যার পৃষ্ঠে ধ্বজরাজি—কেকাপিচ্ছ-সুরঞ্জিত—
বেগভরে প্রকাশয়ে দীপতি অতুল ;
—বিদ্রাবিত হয়ে তারা তব পুত্র-শরাঘাতে,
ক্রোধোন্মত্ত ইতস্ততঃ করয়ে ভ্রমণ,
তব বজ্রাঘাতে ভীত ঘূর্ণ্যমান গিরি যেন
—এই ভ্রান্তি চিত্ত-মাঝে করি' উৎপাদন।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে দর্শন)

প্রতীহারী।—দেব! দেখুন, দেখুন। অজস্র নিক্ষিপ্ত শরের আঘাতে গজ ও নরদেহ হ'তে যে রক্তপাত হচ্চে, সেই রক্তপানে তৃপ্ত হয়ে রাক্ষস ও যোগিনীগণ আপনার পুত্রের বিজয়ে অভিনন্দন করচে।

ইন্দ্র।—তবে তো নিশ্চয়ই জয় হবে, কেননা, ওরা সত্যাশিষ—ওদের আশীর্ব্বাদ কখন মিথ্যা হয় না।

বিদ্যাধর।—(চিন্তা করিয়া) দেব! ঘোর যুদ্ধ উপস্থিত। দেখুন, দেখুন।

কাটা-মুণ্ড-খুলী-মাঝে যেই শোণিতের সিন্ধু
নিরন্তর হয় বহমান,
শুণ্ড-মৃণালের যোগে—ওই দেখ যোগিনীরা
নিঃশেষে করিছে তাহা পান।
আর, তারা বাহু তুলি' রণজয়ী অর্জ্জুনের প্রতি
পুনঃ পুনঃ স্বস্তিবাদ করিতেছে হয়ে হৃষ্ট অতি।

অপিচ :—

ভুরুর ভ্রূকুটি-ভঙ্গ, ক্রোধে আঁখি সমধিক
বিস্ফারিত—অরুণ বরণ,
স্বেদজলে পরিলুপ্ত তিলকের রেখা, আর
অধরোষ্ঠ করিছে দংশন,
—হেন শ্মশ্রুময় মুণ্ড শত্রুবীরবর্গদের
ছিন্ন তব পুত্র-অস্ত্র-ধারে,
ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ক্ষণমাত্রে নভস্তল
আচ্ছন্ন করে একেবারে।

(পুনর্ব্বার সবিস্ময়ে অবলোকন করিয়া)

দেব! দেখুন।

ছিন্ন-শির কোন বীর, ওই হোথা প্রফুল্ল আননে
করিছে তাণ্ডব-নৃত্য, যত সব সুরাঙ্গনা সনে।
যেমন করাভিনয়, দৃষ্টি চলে ঠিক্ সেই মতো,
নৃত্যের উৎসাহ তেজ, তাহে কিবা হয় গো ব্যকত।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে) যা' দেখছি, তাতে মন জয়-পরাজয়ের মধ্যে যেন আন্দোলিত হচ্চে।

অসহায় একা যে গো মায়াবী কুরুর সাথে
করিতেছে রণ
—সেই সে অর্জ্জুন বীর; আর তাঁর শত্রুপক্ষে
যত বীরগণ
—এই সব বীরদের স্বপতিত্বে বরণের কাজে
সাপত্ন্য-কলহ দেখ বাধিয়াছে সুরনারী-মাঝে।

বিদ্যাধর।—তাই বটে। (অন্যত্র অবলোকন করিয়া) দেব! দেখুন, দেখুন।

দূর হ'তে নিবারিয়া অন্য শর, ছুটে বেগে
আগ্নেয়াস্ত্র—যার পরশনে
সূর্য্য-অশ্ব গতি-ভ্রষ্ট; —তাদের স্থাপিতে পথে
সূর্য্য-সূত আকুল গগনে।

প্রখ্যাত সে অগ্নি-অস্ত্র প্রবীণ শান্তনু-পুত্র
করিলা মোচন।
যাহার প্রভাব হ'তে উৎপন্ন হইয়া সদ্য
কাল-হুতাশন
ব্যোম-মার্গ করে গ্রাস প্রলয়-আশঙ্কা চিতে
করি উৎপাদন।

প্রতীহারী।—দেব! এই ভগবান্ হুতাশন আমাদেরও নিকটবর্ত্তী।

বিদ্যাধর।—ভদ্রে! ভয় নাই, অর্জ্জুনের কাছে এ এমনই কি ব্যাপার?

নীল কালাঞ্জন প্রায় তমঃ-পুঞ্জে করি' ব্যাপ্ত
অন্তরীক্ষ-তল,
বিদ্যুৎ-দ্যুতিতে করি' ধবলিত সমস্ত সে
দিকের মণ্ডল,
করি-শাবকের সম ঘোর-ধ্বনি মেঘ হ'তে
স্থূল ধারা করিয়া সৃজন,
বারুণাস্ত্র দেখ ওই অনায়াসে করে নাশ
অগ্নি-অস্ত্র-জাত হুতাশন।

ইন্দ্র।—বৎসটি আমাদের মহানুভাব সন্দেহ নাই।

প্রতীহারী।—দেব! সম্প্রতি রাধাপুত্র কর্ণ ভুজঙ্গাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। যাদের মুখে দুইটি করাল লোল জিহ্বা, যা হ'তে নিঃসৃত গরল-ধূম-লেখা ফণা-রত্নদের সহিত সংসক্ত, যাদের কিরণচ্ছটা ইন্দ্র-ধনুর অনুকরণ করচে, যাদের দর্শনমাত্রে সমস্ত পৃথিবীমণ্ডল বিহ্বল, প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল দগ্ধ—এইরূপ সর্প-সমূহ ঐ অস্ত্র হ'তে নির্গত হয়েছে।

বিদ্যাধর।—তাই তো :—

সজ্জনের সখ্য-সম যাহা দীর্ঘ অতি,
খল-চিত্ত সম যার সুকুটিল গতি,
যোগিজন-সম যে গো চরে নভস্তল,
স্বস্তিক সমান যার ফণার মণ্ডল,
মণি-জ্যোতি উদ্ভাসিত নৃপতির মত,
স্বরগস্থ ভোগী-সম সুখ-ভোগে রত,
—এ হেন ভুজঙ্গ-সব অস্ত্র হ'তে হইয়া উৎপন্ন
সমস্ত এ দিক্-চক্র একেবারে করিল আচ্ছন্ন।

ইন্দ্র।—যে সব সর্প খাণ্ডব দাহে শত্রুরূপে পরিণত হয়, তারাই কি এখন দংশনে প্রবৃত্ত হয়েচে?

বিদ্যাধর।—হতাশ হবেন না, ঐ দেখুন, অর্জ্জুন আবার গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করেছেন।

যার পদাঘাতে বায়ু বহি' বেগভরে
উৎপাটিত করে উর্দ্ধে যত মহীধরে
সূর্য্য-উপকণ্ঠ-স্পর্শী মহাকায় ভুজঙ্গেরে
চঞ্চু দিয়া যে করে দংশন ;
দুর্য্যোধনে বিনাশিতে প্রভূত বিক্রম যার
—এ হেন এ তীক্ষ্ণ পক্ষিগণ
কুলগুরু কৃপ দ্রোণ আর নিজ সারথির
করিতেছে তুষ্টি সম্পাদন।

ইন্দ্র।—(সহর্ষে) তার পর—তার পর ?

প্রতীহারী :—ঐ দেখুন, দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়ে দ্রোণ এখন বারণ-বাণ আপনার পুত্রের প্রতি প্রয়োগ কর্‌লেন।

বিদ্যাধর।—(সম্যক্ অবলোকন করিয়া) হাঁ, বৈনায়ক-অস্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে বটে। দেখুন, দেখুন।

সিন্দুর-অরুণ রাগে সুরঞ্জিত মস্তক যাহার,
যাহার দশনে বিদ্ধ ঘন-ঘোর জলদ-সম্ভার,
যার শুণ্ড সঞ্চালিত বায়ু-বেগভরে
নক্ষত্র তারকারাজি উৎক্ষিপ্ত অম্বরে,
যার পদাঘাতে কাঁপে যত কুল-গিরি,
গণেশাস্ত্র-বিনিঃসৃত হেন মত্ত করী
—তা সবে গগনতল গেছে দেখ ভরি'।

ইন্দ্র :—তার পর—তার পর ?

বিদ্যাধর :—পার্থ এইবার সিংহাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। দেখুন দেখুন।

দংষ্ট্রের জ্যোতিতে যার খচিত গগন,
জটার বিস্তার যার অতীব ভীষণ,
সুদীর্ঘ লাঙ্গুল যার উর্দ্ধে উত্তোলিত,
গুহা-মাঝে যার ঘোরনাদ সঞ্চারিত,
—এ হেন যতেক সিংহ—গজ-কুম্ভ করি' বিদারণ
রক্তপানে বিবশাঙ্গ—গজগণে করয়ে নিধন।

ইন্দ্র।—তা হ'লে জয়ের আর অল্পই অবশিষ্ট।

বিদ্যাধর।—দেব! তা নয়—বরং বলুন, জয়ের আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

বধিয়া ভীষ্মের অশ্ব—আর গুরু-দ্রোণ-সারথিরে,
বিদরি কর্ণের রথ—সংজ্ঞাহীন করি' কৃপ-বীরে,
ছেদন করিয়া অশ্বত্থামার ধনুক,
আর রণে কুরু-সৈন্যে করিয়া বিমুখ
তব পুত্র অন্বেষয়ে এবে দুর্য্যোধনে
—প্রাণভয়ে যে হইল পরাঙ্মুখ রণে।

প্রতীহারী।—এইবার তবে দুর্য্যোধনের মরণ উপস্থিত।

বিদ্যাধর।—না, না, তা নয়।

সংগ্রামে বিমুখ যেই, তার' পরে ইন্দ্রপুত্র ;
অর্জ্জুনের শস্ত্র কভু না হয় পতিত ;
রতন-মুকুট শুধু, ফেলিলেন পাড়ি ভূমে
কিঞ্চিৎ কোপাগ্নি মাত্র করি' উত্তেজিত।

(নেপথ্যে)

ওগো কর্ণ-সখা দুর্য্যোধন!

পাঞ্চালীর অপমানে ক্ষুভিত হইয়া যদি
নাহি করিতেন আর্য্য
প্রতিজ্ঞা—গদায় তব উরু ভাঙিবার,
যেরূপ নিপুণভাবে সুতীক্ষ্ণ শর দিয়া
মুকুট পাড়িনু তব
সেরূপেই লইতাম মস্তকো তোমার।

প্রতীহারী।—দেব! আপনার পুত্রের কথা তো শুন্‌লেন।

ইন্দ্র।—(সবিস্ময়ে)

দৈব হ'লে অনুকূল কি না করে মঙ্গল-বিধান ?
ক্রুদ্ধ-ভীম-প্রতিজ্ঞাও বাঁচাইল দুর্য্যোধন-প্রাণ।

বিদ্যাধর।—দেব! দুর্য্যোধনের মুকুট উৎপাটিত হওয়ায় কর্ণ প্রভৃতি কুরুরা অর্জ্জুনকে চারিদিকে বেষ্টন করেছে।

ইন্দ্র।—(শঙ্কা-সহকারে) তার পর—তার পর ?

বিদ্যাধর :—দেব! এইবার আপনার পুত্র প্রস্বাপন-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন।

প্রথমে তো নেত্রদ্বয় একেবারে হয় নিমীলিত ;
ক্রমে শ্বাসবায়ুপূর্ণ-কণ্ঠ হ'তে ধ্বনি বিনিঃসৃত ;
পরে, ধনু-অগ্রভাগ গণ্ডস্থলে করি' আরোপণ,
নিদ্রা যায় কুরু-সৈন্য ঠিক যেন মৃতের মতন।

ইন্দ্র।—পরিশ্রান্ত যোদ্ধাদের এই তো উচিত। তার পর—তার পর ?

বিদ্যাধর :—

ছাড়ি' শুধু ভীষ্মদেবে বিবসন করিল সবার ;
পরে, চক্ষু রগড়িয়া জাগি তারা পলায় লজ্জায়।

অপিচ :—

জিনিয়া কৌরব-সৈন্য গাভীবৃন্দ গোপগণে
হইল অর্পিত,
বিজয়ীরে দেখ সবে করে অভিনন্দন
হয়ে পুলকিত।
আর যত পৌরজন —পুরোত্থিত ধূলিজালে
আকুল নয়ান—
বলে "আসে পার্থ ওই," —এই বলি' যায় তারা
হয়ে আগুয়ান।

ইন্দ্র।—(অবলোকন করিয়া) যা দ্রষ্টব্য,তা দেখলেম।

(নায়ক ও সারথির প্রবেশ)

নায়ক।—(সারথিকে দেখিয়া) কুমার!

কুরুরাজে জিনি' রণে অন্তঃকরণ মোর
হরষিত হয় নাই তত,
যতটা হইল আজি—বিরাটকুমার ওগো—
হেরি তব শরীর অক্ষত।

সারথি।—আপনি যখন রক্ষক, তখন আর দুর্লভ কি থাকতে পারে?

ইন্দ্র।—(আবেগ-সহকারে) যা' দ্রষ্টব্য,তা' দেখ্‌লেম।
[প্রস্থান।

নায়ক।—(তুষ্ট হইয়া) সারথি!

দুঃশাসন করিল যা, কুরু-সন্নিধানে
—পাঞ্চালীকে বিবসনা, বল প্রয়োগিয়া,
—প্রতিশোধ আমি তার লয়েছি এখানে
নিদ্রামগ্ন কুরুদের বসন হরিয়া।

সারথি।—হাঁ, তার প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হয়েচে।

সংগ্রাম-মৃত্যুতে বটে হয় দুঃখ ক্ষত-জাত,
কিন্তু সুখ আসে তার পরে;
মানভঙ্গ-শল্য থাকে নিহিত আজন্মকাল
মানীদের গভীর-অন্তরে।

নায়ক।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

ঐ দেখ, মাঙ্গলিক দ্রব্যাদি লয়ে অনুজগণের সহিত আর্য্য আস্‌চেন।

(যথানির্দ্দিষ্ট যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেব এবং সপরিবারে বিরাটের প্রবেশ)

যুধিষ্ঠির।—মৎস্যরাজ! দেখ, দেখ :—

রথ-তুরঙ্গম-রজে, শ্মশ্রুজাল ধূসর-বরণ;
শ্রমজল-কণিকায়, সর্ব্ব-অঙ্গ হতেছে স্ফুরণ;
অক্লান্ত অবিশ্রান্ত ঘোরতর সংগ্রামের মাঝে,
জয়শ্রী-শোভন-বক্ষ, পার্থ ওই দেখ গো বিরাজে।

বিরাট।—

বিদ্যায় শোভয়ে বিপ্র, জয়শ্রীতে ক্ষত্র শোভা পায়,
অনুকূল দানে লক্ষ্মী, কুলবধূ শোভে গো লজ্জায়।

নায়ক।—(সসম্ভ্রমে) এ কি! আর্য্য যে। (রথ হইতে নামিয়া যথোচিত অভিবাদন)

সকলে।—(অভিনন্দন)

একা হর হরিলেন রিপুর ত্রিপুর ঘোর রণে;
একা রাম বধিলেন খরাদিরে দণ্ডকের বনে;
একা তুমি রণ-মাঝে কুরু-সৈন্যে জিনিলে গো পার্থ!
শুনিনি দেখিনি আর ইহা ছাড়া পুরুষ চতুর্থ।

নায়ক।—সে শুধু আপনাদেরই প্রসাদে।

বিরাট।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) রাজপুত্র! দেখ, দেখ :—

বৎসের দর্শনে যার ক্ষীরধারা ঝরে ধরাতলে,
—এ-হেন এ গাভীবৃন্দ দুগ্ধে ধরা সিঞ্চনের ছলে,
চন্দ্রকর-স্পরধিনী—শুভ্র স্বচ্ছ অতি—
সৃজিল নূতন এক কীর্ত্তি মূর্ত্তিমতী।

(অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া)

সভা-মাঝে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশপাশ
আকর্ষিল বলে।
তারি শোধ নিলে তুমি দুর্যোধন-মুকুটেরে
পাড়ি ভূমিতলে॥

ভীম।—(সক্রোধে) ওগো রাজন্‌!—তার প্রতিশোধ এ নয়।

গদা দিয়া দুঃশাসন-বক্ষ বিদারিয়া
কদুষ্ণ রুধির তার সদ্য করি' পান,
সেই রক্ত-লিপ্ত বেণী দ্রৌপদীর বন্ধন করিয়া
ভীমই করিবেক তার সমুচিত প্রতিশোধ দান।

যুধিষ্ঠির।—ভাই! তোমার অসাধ্য কি আছে?

"সৌগন্ধিকরণ"-শ্রী যে করিল হেলায় হরণ,
হেলায় করিল যে গো হিড়িম্ব রাক্ষসে নিধন,
আটকি' রাখিবে কেবা এ-হেন বীরের বিক্রম?

ভীম।—(শুনিয়া সানুনয়ে) শুনুন আর্য্য, আমি কখনই ক্ষমা করব না।

যুধিষ্ঠির।—ক্ষমার কাল অতীত—এখন বিক্রমের কাল উপস্থিত। অনুনয়ে প্রয়োজন নাই।

বিরাট।—(যুধিষ্ঠিরের প্রতি)

অযোগ্য করমে তুমি নিযুক্ত ছিলে গো এখানে,
ক্ষমাপাত্র আমি, রাজা!—
অপরাধী হয়েছি অজ্ঞানে;
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমা-যোগ্য তব সন্নিধানে।

নায়ক।—রাজন্!—তুমি আমাদের অপকার কর-নি—উপকারই করেচ। কেননা—

হীন-কর্ম্মে আমাদের না রাখিলে তোমার সকাশে,
কভু নাহি ধর্ম্মরাজ থাকিতেন অজ্ঞাত-নিবাসে।

বিরাট।—(নায়কের প্রতি) রাজপুত্র!

সাপ্তপদী-গত সখ্য হয় যে প্রণয়ে
সে প্রণয় তব কাছে যাচি সবিনয়ে;
উত্তরা দুহিতা মম—হে রাজকুমার!
আজ হ'তে পুত্রবধূ হইল তোমার॥

নায়ক।—আপনার যা অভিরুচি।

যে লক্ষ্মী স্বয়ং গৃহে করে আগমন
কোন্ মূঢ় তাঁরে বল না করে গ্রহণ?
অযাচিত ইষ্টলাভ জানিবে নিশ্চয়
দৈবের প্রসাদ ভিন্ন আর কিছু নয়।

বিরাট।—আর আমি তোমার কি প্রিয় কার্য্য কর্‌তে পারি বল।

নায়ক।—

উত্তীর্ণ অজ্ঞাতবাস; কর্ণ, দুর্য্যোধন-আদি
বিজিত হইল রণভূমে;
স্ত্রীরত্ন দুহিতা তব —মোর পুত্র অভিমন্যু
বিবাহিত হ'ল তার সনে;
গাভীগণ প্রত্যানীত; তুমি গো হইলে মোর
পরম সুহৃৎ শ্লাঘনীয়;
ভাবিয়া পাই না কিছু —কি আছে অধিক আর
তব কাছে মোর প্রার্থনীয়।

তথাপি এইটুকু যেন হয়:—

সৌজন্য-অমৃত-সিন্ধু বহমান হউক সতত;
বীরব্রত হয়ে সবে হয় যেন পর-হিতে রত।
পর-গুণ-বরণনে হয় যেন সবে বহুভাষী;
—মৌনব্রত হয়ে যেন লুকায় আপন-গুণ-রাশি।
আপদে যেন গো কেহ নাহি হয় ধৈর্য্য-বিরহিত,
সম্পদের আবির্ভাবে কেহ যেন না হয় গর্ব্বিত।
বিষময় বাক্য যদি বলে কোন দুর্ম্মুখ দুর্জ্জন,
বিষণ্ণ তাহাতে যেন নাহি হয় সজ্জন-আনন।

অপিচ—

সু-কবির চিত্তে হোক্ সারস্বত চক্ষুর উন্মেষ;
কৃতীরা যেন না করে অপরের গুণেতে বিদ্বেষ;
গ্রাম্য-কবিদের প্রতি প্রণয় করিয়া পরিত্যাগ
সু-কবি-সূক্তিতে হোক্ নৃপতিগণের অনুরাগ।

বিরাট।—তথাস্তু।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি শ্রীকাঞ্চনাচার্য্য-বিরচিত ধনঞ্জয়-বিজয় নামক ব্যায়োগ।

সমাপ্ত

রত্নাবলী নাটক

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

অনুবাদকের মন্তব্য

রত্নাবলী-নাটিকা কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ দেবের প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কিন্তু কাব্য-প্রকাশের গ্রন্থকার বলেন, ইহা তাঁহার স্বরচিত নহে। কাহারও মতে ইহা ধাবক-কবির রচিত, কাহারও মতে কাদম্বরী-প্রণেতা বাণভট্টের রচিত।

শ্রীহর্ষ-দেবের রাজত্বকাল-নির্ণয় সম্বন্ধেও পণ্ডিতগণের মধ্যে মতান্তর দেখা যায়। পণ্ডিতবর উইলসন সাহেব বলেন, কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষ-দেব ১১১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১১২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু ডাক্তার হল্ সাহেব বলেন, শ্রীহর্ষ-দেব খৃষ্টাব্দ ৬১০ হইতে ৬৫০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। জর্ম্মাণ পণ্ডিতও এবার এই মতের পক্ষপাতী। এই মতটি গ্রহণ করিলে রত্নাবলী নাটিকা খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া স্থির করিতে হয়। ইহার এক শতাব্দী পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল। এই নাটিকায় বর্ণিত নায়ক-নায়িকার প্রণয়-বিলাস-চিত্রে কতকটা কালিদাসের শকুন্তলার ছায়া উপলব্ধি হয়।

কাশ্মীর-রাজ শ্রীহর্ষ-দেবের আর এক নাম, শীলাদিত্য (দ্বিতীয়)। ইনি প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের বংশধর। প্রসিদ্ধ চীন-পর্য্যটক "হুয়েনৎসাং" ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তখন শ্রীহর্ষ-দেব সমস্ত উত্তর-ভারতের সার্ব্বভৌমিক সম্রাট্ ছিলেন। খুব সম্ভব, শ্রীহর্ষ-দেবের সভা-কবি রত্নাবলী-রচয়িতা তখনকার রাজ-ঐশ্বর্য্য স্বচক্ষে দেখিয়াই বৎস রাজার "দন্ত তোরণ," "স্ফটিক-মণি-ভবন" প্রভৃতি স্থাপত্য-বৈভবের উল্লেখ করিয়াছেন।

এই নাটিকাটি পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়, এখন যেরূপ এখানে ফাল্গুন চৈত্র মাসে দোলোৎসব হইয়া থাকে, তখন সেইরূপ মদনোৎসব হইত এবং এখনকার মত তখনও সেই সময়ে "আবীর-খেলা" হইত। প্রভেদ এই, শ্রীকৃষ্ণের পূজা না হইয়া তখন মদন-দেবের পূজা হইত। কোন্ সময় এ দেশে মদনোৎসব রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দোলোৎসব আরম্ভ হয়, ইহা একটি ঐতিহাসিক রহস্য।

এই নাটিকার পাত্রগণের মধ্যে বৎস-রাজ ও দেবী বাসবদত্তার চরিত্র অতি পরিস্ফুটভাবে চিত্রিত হইয়াছে। একদিকে রাজা বিলাস-পরায়ণ, লঘুচিত্ত ও অন্যাসক্ত; পক্ষান্তরে, রাণী একনিষ্ঠা, ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা। সর্ব্বাপেক্ষা দেবী বাসবদত্তার চিত্র অতি উৎকৃষ্ট বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ অতি নিপুণভাবে সম্পাদিত হইয়াছে। একদিকে যেমন তিনি তেজস্বিনী, অভিমানিনী, উদ্ধতা, পক্ষান্তরে তেমনি আবার কোমল-হৃদয়া, সুবৎসলা ও উদারভাবাপন্না। বিদূষক বসন্তকের চরিত্রেরও একটু বিশেষত্ব আছে—উহার "ভাঁড়ামি"র মধ্যেও একটু সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। এই নাটিকাটি কবিত্ব-অংশে উচ্চদরের না হইলেও, নাট্যাংশে যে ইহা উৎকৃষ্ট, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহার নাটকীয় সংস্থান-গুলি ও ঘটনার পাকচক্র কতকটা আধুনিক নাটকের ন্যায়—সেইজন্য, এখনকার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইবার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগী। ইহার ঘটনাগুলি সেরো রকমের এবং ইহার পরিণতি-সাধনে কোন অলৌকিক শক্তির আশ্রয়গ্রহণ করা হয় নাই। পাত্রগণও সকলেই সাধারণ মনুষ্যের রক্ত মাংসে গঠিত। আশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে, কোন সন্ন্যাসি-দত্ত ঔষধির দ্বারা নবমল্লিকা অকালে প্রস্ফুটিত করা হয় এবং একজন যাদুকর ভোজবাজির সাহায্যে আকাশে দেবদেবীর নৃত্য ও প্রাসাদে অগ্নিকাণ্ড প্রদর্শন করে। ইহার মধ্যে কোনটাই অলৌকিক কিংবা অসম্ভব নহে।

"রত্নাবলী" একটি নাটিকা। নাটিকাগুলি চারি অঙ্কে বিভক্ত হইয়া থাকে।

পাত্রগণ

পুরুষ-বর্গ			স্ত্রী-বর্গ		
বৎস	...	কৌশাম্বীর রাজা।	বাসবদত্তা	...	বৎস-রাজের মহিষী।
যৌগন্ধরায়ণ	...	বৎস-রাজের অমাত্য।	সাগরিকা (রত্নাবলী)		সিংহল-রাজকুমারী।
বসন্তক	(বিদূষক)	রাজার বয়স্য।	কাঞ্চনমালা	...	মহিষীর প্রধানা পরিচারিকা।
বসুভূতি	...	সিংহল-রাজের অমাত্য।			
বাভ্রব্য	...	বৎস-রাজের কঞ্চুকী (সিংহল-রাজের নিকট প্রেরিত দূত)	সুসঙ্গতা	...	সাগরিকার সখী।
			নিপুণিকা মদনিকা চূত-লতিকা	...	মহিষীর পরিচারিকাগণ।
সংবরণ-সিদ্ধি	...	যাদুকর।			
বিজয়-বর্ম্মা	...	বৎস-রাজার সেনাপতি।	বসুন্ধরা	...	প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

বিক্রম-বাহু ... সিংহলের রাজা, রত্নাবলীর পিতা ও বাসবদত্তার মাতুল।

রুমণ্বান ... বৎস-রাজের সেনাপতি।

রত্নাবলী নাটক

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

স্তন-ভারে আনমিতা
গিরিজা গেলেন যবে শম্ভু-আরাধনে,
পদাঙ্গুলে ভর দিয়া
পুষ্পাঞ্জলি শিরে তাঁর দিবেন যতনে
অমনি ত্রিনেত্র তাঁর
পড়িল তাঁহার পরে অনুরাগ-ভরে।
পারবতী পুলকিতা
সাধ্বস-কম্পিত-তনু—স্বেদ-বিন্দু ঝরে।
লজ্জা-বশে থতমত
পুষ্পাঞ্জলি হস্ত হ'তে হইল পতন
সেই শম্ভু তোমাদের করুন রক্ষণ।

অপিচ :—
প্রথম সঙ্গম-কালে
সত্বর যাইয়া গৌরী মনের ঔৎসুক্যে
ফিরিয়া আইলা লাজে,
সখীজন বলি'-কহি' আনয়ে সম্মুখে।
গিরিজারে পেয়ে হর
হাসিতে হাসিতে করে আলিঙ্গন দান,
গৌরী তাহে পুলকিতা
—সরস সাধ্বস-বশে তনু কম্পমান।
—এহেন পার্ব্বতী তোমা করুন কল্যাণ॥

অপিচ :—
ক্রোধোদ্দীপ্ত ত্রিনয়নে করি' দৃষ্টিপাত
নির্ব্বাপিত করিলা ত্রিবহ্নি একসাথ।
ভয়ার্ত্ত যাজকগণ পড়ে ভূমিতলে,
ভূতেরা উষ্ণীষ-বস্ত্র কাড়ি লয় বলে।
স্তুতি করে দক্ষ—পত্নী করেন ক্রন্দন,
দেবগণ ভয়ে সবে করে পলায়ন।
হাসিতে হাসিতে শিব দেবীর সকাশ
দক্ষ-যজ্ঞনাশ-কথা করেন প্রকাশ।
—রক্ষুন এহেন শিব নাশি' ভয়ত্রাস॥

অপিচ :—
চন্দ্রের হউক জয়, প্রণমি গো সুরগণ পদে,
দ্বিজোত্তম যেন সবে লোকযাত্রা করে নিরাপদে।
পৃথিবী হয় গো যেন
ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ, শস্যে ফলবতী।
শশাঙ্ক-সুন্দর প্রভু
নরেন্দ্র-চন্দ্রের তাপ ভুঞ্জে বসুমতী॥

নান্দীর পর

সূত্রধর।—অতি-প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। অদ্য এই বসন্তোৎসবে, বহুমান-সহকারে আহূত হয়ে, শ্রীহর্ষদেবের যে সকল পাদপদ্মোপজীবী রাজগণ এখানে সমবেত হয়েছেন, তাঁরা আমাকে এই কথা বল্‌চেন; "আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব কর্ত্তৃক অপূর্ব্ব আখ্যানে অলঙ্কৃত যে রত্নাবলী নাটিকা রচিত হয়েছে, তার কথা আমরা শ্রবণ-পরম্পরায় শ্রুত আছি, কিন্তু তার অভিনয় কখন দেখিনি। অতএব সর্ব্বজন-হৃদয়ানন্দ সেই রাজার প্রতি সম্মান এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই নাটিকাটি আপনারা যথাবৎ অভিনয় করুন।" (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এসো, আমরা তবে এখন বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে এঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ করি। (সভা অবলোকন করিয়া) এই যে! বেশ বোধ হচ্চে, সভাস্থ সমস্ত লোকের মন এখন বিলক্ষণ আকৃষ্ট হয়েছে।

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি,
পরিষৎ গুণগ্রাহী, বৎস-রাজ-চরিত সুন্দর।
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে,
সুচারু আখ্যান-বস্তু, গুণিগণ সবে একত্তর,
লভিতে বাঞ্ছিত ফল এই তো গো পূর্ণ অবসর।

এখন তবে গৃহে যাই এবং গৃহিণীকে আহ্বান করে' সঙ্গীতাদি আরম্ভ করে' দি (পরিক্রমণ করত নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ। এইবার তবে প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া) বলি ও গিন্নি! একবার এই দিকে এসো তো।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—এই যে আমি এসেছি। কি করতে হবে, আজ্ঞা কর।

সূত্র।—দেখ, রাজারা "রত্নাবলী" দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছেন। অতএব তোমরা সবাই বেশ-ভূষা পরিধান করে' এসো।

নটী।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উদ্বেগ-সহকারে) তুমি তো এখন নিশ্চিন্ত আছ, তুমি কেন অভিনয় কর না। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে একটিমাত্র দুহিতা। তাতে আবার কোন দেশান্তরবাসীকে কন্যাদান করবে বলে' তুমি বাগ্‌দত্ত হয়েছ। এরূপ দূর-দেশস্থ পাত্রের সহিত কি করে' তার পাণিগ্রহণ হবে, এই চিন্তাতে আমার মনে একটুকুও স্ফূর্ত্তি নেই—তবে এখন কি করে' অভিনয় করি বল দিকি?

সূত্র।—দেখ:—

থাকে যদি দ্বীপান্তরে
সাগরের মধ্যে কিম্বা দিগন্ত-সীমায়,
বিধি হ'লে অনুকূল
যেথায় থাক্ না আনি মিলন ঘটায়।

(নেপথ্যে)

সাধু, ভরত-শিষ্য সাধু। তাই বটে—তার কোন সন্দেহ নাই। ("থাকে যদি দ্বীপান্তরে" ইত্যাদি পাঠকরণ)।

সূত্র।—(কর্ণপাত করত নেপথ্যের দিকে অবলোকন করিয়া) বলি ও ঠাকরুণ! তবে আর বিলম্ব করুচ কেন? ঐ দেখ, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যৌগন্ধরায়ণের ভূমিকাটি গ্রহণ করেছে। এসো তবে, আমরাও পরবর্ত্তী ভূমিকাগুলির জন্য সজ্জিত হই গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

বিষ্কম্ভক।

(সহর্ষে যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ)

যৌগ।—তাই বটে। তার কোন সন্দেহ নাই। ("থাকে যদি দ্বীপান্তরে" ইত্যাদি পাঠ করিয়া) তা নইলে,—একজন সিদ্ধপুরুষের কথায় বিশ্বাস করে' যে সিংহলেশ্বর-দুহিতার হস্ত প্রার্থনা করা হয়েছিল, সেই কন্যাটি ভগ্নপোত হয়ে সমুদ্র জলমগ্ন হয়েও কি করে' একটা ফলকের আশ্রয় পেলেন বল দিকি? আর কৌশাম্বী দেশের বণিক, সিংহল হ'তে ফিরে আসবার সময় কি করেই বা তাঁকে সেই অবস্থায় দেখতে পেলেন?—আর, রত্নমালা-চিহ্ন দেখে চিনতে পেরে কি করেই বা তাকে এখানে নিয়ে এলেন? (সহর্ষে) এতে সর্ব্বপ্রকারেই আমাদের প্রভুর সৌভাগ্য সূচিত হচ্চে। (চিন্তা করিয়া) আমিও তাঁকে সগৌরবে দেবীর হস্তে সমর্পণ করে' ভালই করেছি। আবার, এ কথাও শুনলেম, আমাদের "বাভ্রব্য" কঞ্চুকী নাকি সিংহলেশ্বরের অমাত্য বসুভূতির সহিত কোন প্রকারে প্রাণে প্রাণে সমুদ্র-তীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আর, সেই সময়ে কৌশল-রাজ্য জয়ের জন্য সেনাপতি রুমণ্বান্ যাচ্ছিলেন, তাঁর সঙ্গেও নাকি তাঁদের দেখা হয়। তা, প্রভুর এই কার্য্যটি তো প্রায় এক রকম নিষ্পন্ন করেছি, তবু যেন আমার মন সন্তুষ্ট হচ্চে না। ওঃ! ভৃত্য-ভাবের অশেষ কষ্ট!

প্রভুর উন্নতি-আশে
স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়ে এ কার্য্যেতে হইয়াছি ব্রতী।
দৈব-ও সহায় এবে,
অভ্রান্ত সিদ্ধের কথা, প্রভু-ভয়ে তবু ভীত অতি॥

(নেপথ্যে কলরব)

(কর্ণপাত করিয়া) এই যে, মৃদুমধুর মৃদঙ্গবাদ্যের সঙ্গে পুরবাসীদের সঙ্গীত-ধ্বনি শোনা যাচ্চে। তাই বুঝি, এই মদন-মহোৎসবে, পৌরজনের আমোদ-প্রমোদ দেখবার জন্য রাজা প্রাসাদের দিকে যাত্রা করলেন? এই যে, প্রভু প্রাসাদের উপরে উঠেছেন দেখ্‌চি।

ক্ষান্ত হয়ে যুদ্ধালাপে
পৌরজন-চিত্তবাসী সুবৎসল বৎস-দেশ-নাথ
দেখিতে নিজ উৎসব
সাক্ষাৎ কন্দর্প যেন সমুদিত বসন্তক-সাথ।

এখন তবে গৃহে গিয়ে আরব্ধ কার্য্যটা কিরূপে শেষ করা যায়, তার চিন্তা করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

বসন্তোৎসব-বেশধারী রাজা ও বিদূষক প্রাসাদোপরি আসীন।

রাজা।—(সহর্ষে অবলোকন করিয়া) সখা বসন্তক!

বিদূ।—আজ্ঞা করুন মহারাজ!

রাজা।—

জিত-শত্রু রাজা এই,
সুযোগ্য সচিবে ন্যস্ত এ রাজ্যের ভার,
সম্যক্-পালিত প্রজা,
প্রশমিত উপদ্রব সর্ব্ব-অত্যাচার।
প্রদ্যোৎ তনয়া সেই
প্রেয়সী বাসবদত্তা রাণী,
তুমি বসন্তক ওগো
প্রিয়সখা বসন্ত সমানি।
করুন সে কামদেব
নামে মাত্র তুষ্টি অনুভব,
এ তাঁর উৎসব নহে
—আমারি এ মহান্ উৎসব।

বিদূ।—(সহর্ষে) মহারাজ! তা নয়। আপনি যে উৎসবের কথা বল্‌চেন, আমি বলি, সে আপনারও নয়, কামদেবেরও নয়, সে শুধু এই ব্রাহ্মণ বটুরই উৎসব। সে কথা থাক্। এখন ঐ দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন দিকি মহারাজ:—পৌরজনেরা কেমন মধুপানে মত্ত হয়ে, কামিনী-জনের স্বেচ্ছাকৃত কণ্ঠলগ্ন হয়ে, পিচ্‌কারি দিয়ে পরস্পরের গায়ে জল-প্রহার কর্‌চে—আর, নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে চারিদিকে ঘোরতর গর্জ্জন করচে। মাদলের উদ্দাম বাদ্য-নিনাদে রথ্যা-মুখ মুখরিত—বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছন্ন—এই সমস্ত মিলে মদনোৎসবের কেমন অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!

বিকীর্ণ আবীর-চূর্ণে আহা যেন অরুণ-উদয়
কুঙ্কুমের চূর্ণে দেখ পীতবর্ণ চারিদিক্‌ময়।
স্বর্ণ-আভরণ-আভা "কিঙ্কিরাত"-পুষ্প ফুটে কত,
গুচ্ছ-গুচ্ছ-পুষ্প-ভারে তরু-শির কিবা অবনত।
বেশ দেখি হয় মনে
কুবের-ভাণ্ডার যেন মানে পরাজয়।
জন-পরিচ্ছদ সব
খচিত কাঞ্চন-দ্রবে পীতবর্ণময়।
—কৌশাম্বে অপূর্ব্ব হেন শোভার উদয়॥

অপিচ:—

ধারা-যন্ত্র হ'তে মুক্ত
সমুদায় জলরাশি চারিধার করয়ে প্লাবন,
খেলিতে আবীর-খেলা
পদ-বিমর্দ্দনে সদ্য কর্দ্দমিত গৃহের প্রাঙ্গণ।
উদ্দাম প্রমদা যত
তাদের কপাল বাহি' পড়ে ঝরি সিন্দুরের জল,
তাহে পদ হয়ে সিক্ত
সিন্দুর করিয়া তোলে সমুদয় কুট্টিমের তল।

বিদূ।—(দেখিয়া) আবার ঐ দেখুন মহারাজ! রসিক নাগরেরা বারবিলাসিনীদের গায়ে পিচ্‌কারি করে' জল দিচ্চে, আর ওরা অম্‌নি শীৎকার শব্দ করে' কত রকম অঙ্গভঙ্গি করচে।

রাজা।—(দেখিয়া) তাই তো—তুমি তো ঠিক লক্ষ্য করেছ।

বিকীর্ণ আবীর-জালে
চারিদিক্ ঘন অন্ধকার,
মণিময় ভূষণের
মণি হ'তে রশ্মির বিস্তার।
এই ধারা-যন্ত্রগুলি
বিস্তারিত ফণার আকৃতি,
—পাতাল-ভুজঙ্গলোক
মনে করি' দেয় যেন স্মৃতি।

বিদূ।—(দেখিয়া) দেখুন মহারাজ! মদনিকা ও চূত-কলিকা মদন-বসন্তের ভাব প্রকাশ করে' কেমন নাচ্‌তে নাচ্‌তে এই দিকে আস্‌চে।

(গাহিতে গাহিতে ও নাচিতে নাচিতে দুইজন দাসীর প্রবেশ)

মদনিকা।—(গানকরণ)

মানিনী মানের খিল ঈষৎ করি' শিথিল,
ফুটায়ে অমুত চূত—মদনের প্রিয় দূত,
বহে কিবা দক্ষিণ-পবন।

টে বকুল-সৌরভ, চাহে তরুণী বল্লভ,
চয়ে চেয়ে পথ তার না পারি থাকিতে আর
ভ্রমে শেষে বন-উপবন।
থমেতে ঋতু মধু জন-চিত্ত করে মৃদু,
শ্চাৎ কুসুম-শর বুঝি দিব্য অবসর
ফুল-বাণে বেঁধে প্রাণ-মন॥

রাজা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) ওহো হো! এদের ত্যগীত বড়ই মধুর!

স্তনভরে ক্ষীণ-মধ্য
ভাঙ্গে বুঝি—তাহে নাহি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করি'
উন্মত্ত হইয়া নাচে
—পুষ্পদাম-শোভা ত্যজি' এলাইয়া পড়য়ে কবরী।
চরণে নূপুর ওই
দ্বিগুণ দ্বিগুণতর ফুকারিয়া করিছে ক্রন্দন।
অঙ্গের স্পন্দন-ভরে
কণ্ঠহার অবিরত বক্ষোদেশ করিছে তাড়ন॥

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখুন মহারাজ, আমিও ঐ কোমর-বাঁধা মেয়েগুলর মধ্যে গিয়ে নৃত্য-গীত করে' মদনোৎসবের মান রক্ষা করি।

রাজা।—(সস্মিত) তাই কর সখা।

বিদূ।—যে আজ্ঞে। (উঠিয়া নর্ত্তকীদের মধ্যে গিয়া নৃত্য) ওগো মদনিকে, ওগো চূতলতিকে, আমাকে এই "চচ্চরী" গীতটি শিখিয়ে দেও না।

মদ।—(হাসিয়া) আরে মুখ্খু, এ তো "চচ্চরী" গীত নয়।

বিদূ।—তবে এটা কি?

মদ।—আরে মুখ্খু, একে বলে "দ্বিপদীখণ্ড!"

বিদূ।—(সহর্ষে) বেশ বেশ! যে চিনির খণ্ডে মোয়া কিম্বা নাড়ু তৈরী হয়, তাই তো?

মদ। (হাসিয়া) আরে না মুখ্খু, এতে মোয়াও হয় না—নাড়ুও হয় না।

বিদূ।—(সবিষাদে) ওতে যদি মোয়াও না হয়, নাড়ুও না হয়, তবে ওতে আমার কাজ কি—আমি বরং তার চেয়ে রাজার কাছে যাই। (তথা করণ)

উভয়।—(টানাটানি)

বিদূ।—(টানাটানি)

উভয়।—(হাত ধরিয়া) আরে অপেয়ে! নৃত্য-গীত না করে' যাচ্চিস্ কোথা? (বিবিধ প্রকারে তাড়না)

বিদূ।—(হাত ছিনাইয়া লইয়া পলাইয়া রাজার নিকট আগমন) মহারাজ! আজ খুব নাচন নেচে এসেছি যা হোক্।

রাজা।—নৃত্য-গীত হ'ল সখা?

বিদূ।—নৃত্য-গীত? বাপ রে! যে টানাটানি, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি, এই ঢের!

চূত।—দেখ মদনিকে, আজ অনেকক্ষণ ধরে' নাচ-গান করা গেছে, এখন, দেবী মহারাজকে যে কথা বলতে বলেছেন, এসো, আমরা এই বেলা তাঁকে সেই কথাটা বলি গিয়ে।

মদ।—চূতকলিকে, ঠিক্ মনে করে' দিয়েছ, চল যাওয়া যাক্।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবী মহারাজকে এই আজ্ঞা করেছেন—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া সলজ্জে) না না—এই নিবেদন করেছেন—

রাজা।—(হাসিয়া সাদরে) মদনিকে! "দেবী আজ্ঞা করেছেন" এই কথাটি বড় মিষ্টি—বিশেষতঃ আজকের এই মদনোৎসবের দিনে।

বিদূ।—আরে বেটী, বল্ না—দেবী কি আজ্ঞা করেছেন?

দাসীদ্বয়।—দেবী এই কথা বল্লেন যে, "মদনোদ্যানে রক্ত-অশোকের তলায় যে মদন-দেবের প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, আজ আমি সেখানে গিয়ে তাঁর পূজা-অর্চ্চনা করব, মহারাজও যেন সেইখানে উপস্থিত থাকেন।"

রাজা।—বয়স্য, কি আর বল্‌ব—এ যে দেখছি, এক উৎসবের পর আর এক উৎসব উপস্থিত!

বিদূ।—তবে চলুন মহারাজ, সেইখানেই যাওয়া যাক্—তা হ'লে এই ব্রাহ্মণসন্তানও কিঞ্চিৎ স্বস্তি-বাচনের ভাগ পায়।

রাজা।—দেবীকে বল গে, আমি এখনি মদনোদ্যানে গিয়ে উপস্থিত হচ্চি।

দাসীদ্বয়।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—এসো বয়স্য—আমরা নীচে নেমে যাই।

(উভয়ের প্রাসাদ হইতে অবতরণ)

রাজা।—বয়স্য! মদনোদ্যানের পথটা দেখিয়ে দেও।

বিদু।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে সেই মদনোদ্যান—আসুন, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। (সবিস্ময়ে) দেখুন মহারাজ, আপনার অভ্যর্থনার জন্য আজ যেন মদনোদ্যান, মলয়-মারুত-আন্দোলিত মুকুলিত সহকার-মঞ্জরীর পরাগ-জালে একটি চন্দ্রাতপ প্রস্তুত করে' রেখেছে; আর, মত্ত মধুকর-নিকরের মধুর ঝঙ্কারের সহিত কোকিলের ললিত আলাপ মিলিত হয়ে, কি অপূর্ব্ব সুখাবহ সঙ্গীতই উচ্ছ্বসিত হচ্ছে!

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আহা! মদনোদ্যানের কি অপূর্ব্ব শোভা!—

পল্লব প্রোদগতি
আহা কিবা তাম্ররুচি করয়ে ধারণ,
শাখা-পরে অলি-বৃন্দ
মধুর অস্ফুট রবে করয়ে গুঞ্জন।
বিচলিত শাখা সবে
ঘূর্ণিত-মস্তকে দোলে মলয়-আহত,
মধুকালোচিত মধু
পান করি' মত্ত যেন বন-তরু যত।

অপিচ:—

বকুলের পাদমূল
তরুণীর মুখ-মদ্যে হয় গো সিঞ্চিত,
বকুল-কুসুম-বৃষ্টি
সেই গন্ধে তাই বুঝি হয় সুরভিত।
তরুণীর মুখশশী
মধুপানে ঈষৎ অরুণ,
বহুদিন পরে আজি
ফুটাইল চম্পক-কুসুম।
তরুণীর পদাঘাতে
অশোকের মূলে হয় নূপুর-ঝঙ্কার
অলিকুল করে গান
করি অনুকরণ সে শবদ তাহার।

বিদু।—(কর্ণপাত করিয়া) দেখুন মহারাজ! এ নূপুর-ধ্বনি মধুকরদের অনুকরণ নয়—এ দেবীর সহচরীদের প্রকৃত নূপুর-ধ্বনি।

রাজা।—বয়স্য! তুমি ঠিক্ ঠাউরেছ।

(রাজ-বিভবোচিত পরিজন-পরিবৃত হইয়া বাসবদত্তার, কাঞ্চনমালার ও পূজোপকরণ-হস্তে সাগরিকার প্রবেশ)

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা! মদনোদ্যানের পথটা আমাকে দেখিয়ে দে তো।

কাঞ্চ।—এই দিক্ দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক দিয়ে।

বাস।—(পরিক্রমণ করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, যেখানে ভগবান্ মদনদেবের পূজা কর্‌তে হবে, সেই রক্ত-অশোকগাছটি এখান থেকে কত দূর?

কাঞ্চ।—ঠাক্‌রুণ, আমরা তার খুব নিকটে এসেছি। ঐ দেখ্‌ছেন না, আপনার সেই মাধবী-লতাটি যাতে রাতদিনই কত ফুল ফুটে থাকে, আর ঐ নবমল্লিকা লতা যার ফুল অকালে ফুটবে বোলে মহারাজ প্রতিদিন কত যত্ন করেন—ঐ দুটি ছাড়ালেই সেই অশোকগাছটি দেখা যাবে—ঐ দেখুন এইবার দেখা যাচ্চে।

বাস।—তবে আয়, আমরা ঐখানেই যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক্ দিয়ে আসুন দেবি!

(সকলের পরিক্রমণ)

বাস।—এই তো সেই রক্তাশোক গাছ, এইখানে আজ আমার পূজা কর্‌তে হবে। ওলো কাঞ্চনমালা, পূজার সামগ্রীগুলি তবে এইখানে নিয়ে আয়।

সাগ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) দেবি! এই দেখুন, সব আয়োজন প্রস্তুত।

বাস।—(সাগরিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এই দাসীটা একটা আপদ হয়েছে। ও যাতে ওঁর চোখে না পড়ে, তার জন্য ওকে এত করে' লুকিয়ে রাখি—আর ঐ কি না আজ ওঁর চোখের সাম্‌নে এসে পড়ল। আচ্ছা, এই রকম করে' ওকে বলি। (প্রকাশ্যে) ওলো সাগরিকা! আজ লোকজন সবাই মদন-মহোৎসবে ব্যস্ত, তুই কেন বল দেখি সারিকাটিকে ছেড়ে এখানে চলে' এলি?—পূজার সমস্ত সামগ্রী কাঞ্চনমালার হাতে দিয়ে তুই শীগ্‌গির ফিরে যা।

সাগ।—যে আজ্ঞা দেবি। (কিয়ৎ পদ যাইয়া স্বগত) আমি তো সারিকাটিকে সুসঙ্গতার হাতে রেখে এসেছি। এখন আমার বড় জান্‌তে ইচ্ছে

চ্চে—পিতার অন্তঃপুরে ভগবান্ অনঙ্গদেবের যে কম পূজা-অর্চ্চনা হয়, এখানেও সেই রকমটি হয় কি।—আড়াল থেকে এই সমস্ত আমার দেখ্‌তে হবে। তক্ষণ না পূজার সময় হয়, ততক্ষণ আমিও ভগবান্ দন-দেবের পূজার জন্য ফুল তুলি।

(পরিক্রমণ করত অবলোকন ও কুসুম চয়ন)

বাস।—কাঞ্চনমালা! এই অশোক-তলায় ভগবান্ মদনদেবের প্রতিষ্ঠা কর্ দিকি।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞে ঠাকরুণ। (তথা করণ)

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) খুন মহারাজ, যখন নূপুরের শব্দ থেমে গেছে, তখন শ্চয়ই বোধ হচ্চে, অশোক-তলায় দেবী এসেছেন।

রাজা।—বয়স্য! ঠিক্ ঠাউরেছ। দেখ, দেবী াজ কেমন :—

কুসুম-কোমলা মূর্ত্তি,
ক্ষীণতর মধ্যদেশ রক্ত-উপবাসে,
শোভে ধনুর্যষ্টি-সম
—যাহা ওই আছে তোথা মদনের পাশে।

এসো, তবে আমরা ওঁর নিকটে এগিয়ে যাই।

রাজা।—(নিকটে অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে বাসবদত্তে!

বাস—(দেখিয়া) এই যে মহারাজ তুমি! য় হোক্! আসন গ্রহণ করে' এই স্থানটি একবার লঙ্কৃত কর দিকি, এসো, এই আসনটিতে বোসো।

রাজা।—(উপবেশন)

কাঞ্চ।—ঠাকুরুণ! এইবার কুসুম-কুঙ্কুম-চন্দনাদি দিয়ে রক্তাশোক গাছটিকে স্বহস্তে সাজিয়ে ভগবান্ মদনদেবের পূজা আরম্ভ করুন।

বাস।—পূজার সামগ্রীগুলি নিয়ে আয় দিকি।

কাঞ্চ।—(সামগ্রী আনয়ন)

বাস।—(তথা করণ)

রাজা।—প্রিয়ে বাসবদত্তে!

সদ্যঃস্নানে পূত-কান্তি,
কৌসুম্ভ-রঞ্জিত-রাগে সমুজ্জ্বল সুচারু বসন
—পূজিছ মদনে তুমি;
নব-কিশলয়-শোভী তরু-হ'তে লতাটি যেমন
হইয়া উদ্ভব শোভে,
তেমতি অতুল শোভা প্রিয়ে আজি করেছ ধারণ।

অপিচ :—

মদনের পূজা-তরে
পরশিছ অশোকেরে প্রিয়ে ওই চারু হস্তে তব
—মনে হয় আহা যেন
তরু হ'তে উদ্‌ভিন্ন মৃদুতর অপর পল্লব।

অপিচ :—

অনঙ্গ অনঙ্গ বলি'
নিশ্চয় সে মনে মনে নিন্দে আপনায়,
কেননা, এখন আর
ও-হস্ত-পরশ-সুখ পাইবে না হায়।

কাঞ্চ।—ঠাকুরুণ, ভগবান্ মদনদেবের পূজা তো হয়ে গেল, এইবার মহারাজের রীতিমত পূজা-সৎকার আরম্ভ করুন।

বাস।—আচ্ছা, পূজার কুসুম-চন্দনাদি এইখানে তবে নিয়ে আয়।

কাঞ্চ।—দেবি, এই দেখুন, সমস্ত প্রস্তুত।

বাস।—(রাজাকে পূজাকরণ)

সাগ।—(কুসুম-হস্তে স্বগত) হায় হায়! ফুল তোল্‌বার লোভে আমার বড় বিলম্ব হয়ে গেল—এখন এই সিন্ধুবার গাছের আড়াল থেকে দেখা যাক্। (দৃষ্টিপাত করিয়া) আহা! ইনি সাক্ষাৎ কন্দর্প-দেব—এমন রূপ তো আমি কখনও দেখিনি। আমাদের পিতার অন্তঃপুরে শুধু চিত্রিত মদনের পূজা হয়—আজ আমি মদনকে প্রত্যক্ষ কর্‌লেম। আমিও তবে এইখান থেকে এই ফুলগুলি দিয়ে ভগবান্ মদনদেবের পূজা করি। (পুষ্প নিক্ষেপ) ভগবন্ কুসুমায়ুধ! তোমাকে প্রণাম। আজ যেন তোমার এই দর্শন শুভ-দর্শন হয়—আজ যেন এই দর্শন অব্যর্থ হয়—আহা! আজ যা দেখ্‌বার, তা দেখ্‌লেম। (প্রণামকরণ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! একবার দেখেও আশ মিট্‌চে না—আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে। এখন যাতে আমাকে কেউ দেখ্‌তে না পায়, এই ভাবে এখান থেকে চলে' যেতে হবে। (কতিপয় পদ গমন)

কাঞ্চ।—(বিদুষকের প্রতি) ঠাকুর, আপনিও আসুন—আপনিও স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন।

বিদূ।—(সম্মুখে অগ্রসর)

বাস।—(কুসুম-চন্দনাদি দান করিয়া) ঠাকুর! এই স্বস্তিবাচন গ্রহণ করুন। (অর্পণ)

বিদূ।—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক্!

(নেপথ্যে বৈতালিকের পঠন)

আকাশের পর-পারে
যায় রবি অস্তাচলে নিঃক্ষেপিয়া সমস্ত কিরণ।
সন্ধ্যা-সমাগমে এবে,
ওই দেখ সমাগত সভাস্থলে যত নৃপজন।
পদ্মদ্যুতি-অপহারী
চরণ করিতে সেবা, সাধিতে চরম নেত্র-সুখ,
—উদয়ন-চন্দ্রোদয়
দেখিবারে চেয়ে আছে নৃপজন হয়ে ঊর্দ্ধমুখ।

সাগ।—(শুনিয়া, সহর্ষে ফিরিয়া আসিয়া, সতৃষ্ণ-নয়নে দেখিয়া স্বগত) কি?—ইনিই সেই রাজা উদয়ন, পিতা যাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছেন! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা! ওঁকে দর্শন করে' অবধি, দাসী-কার্য্যে রত আমার এই হীন শরীরও যেন এখন গৌরবের বস্তু বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! সন্ধ্যা হয়ে গেছে, উৎসবের আমোদে মত্ত হয়ে তা আমরা এতক্ষণ লক্ষ্যই করি নি। দেবি, ঐ দেখ:—

রমণীর পাণ্ডু মুখে
যথা তার হৃদিস্থিত প্রিয়জন হয় অনুমিত,
সেইরূপ পূর্ব্বদিক্
উদয়-গিরিতে-ঢাকা নিশানাথে করিছে সূচিত।

দেবি! এখন ওঠো—গৃহে যাওয়া যাক্।

(উত্থান করিয়া সকলের পরিক্রমণ)

সাগ।—কি! দেবী চলে' গেলেন? এই বেলা আমিও তবে শীঘ্র যাই। (রাজাকে সতৃষ্ণভাবে দেখিয়া ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা আমার অদৃষ্ট! প্রিয়তমকে আরও খানিকক্ষণ দেখ্‌তে পেলেম না?

[প্রস্থান।

রাজা।—(পরিক্রমণ করত)
দেবি! দেখ দেখ—
শশি-শোভা-তিরস্কারী
হেরি' তব মুখপদ্ম, সহসা মলিনা সরোজিনী।
লজ্জায় মুকুল-লীনা
ভৃঙ্গাঙ্গনা, বারাঙ্গনা সখীদের গীতধ্বনি শুনি'॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের উদ্যান।

(সারিকা-পিঞ্জর-হস্তে ব্যতিব্যস্তা সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সুসং।—আঃ! আমার হাতে সারিকাটি ফেলে দিয়ে প্রিয়সখী সাগরিকা না জানি কোথায় গেল।
(অন্য দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই যে, নিপুণিকা এই দিকে আস্‌চে, ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা করে' দেখি।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—(স্বগত) আমি মহারাজের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছি, এইবার দেবীকে সেই কথা নিবেদন করি গে। (পরিক্রমণ)

সুসং।—সখি নিপুণিকে! যেন কিসের বিস্ময়ে মগ্ন হয়ে আমাকে না দেখেই আমার পাশ দিয়ে চলে' যাচ্চ—কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

নিপু।—এ কি! সুসঙ্গতা যে! সখি, তুমি ঠিকই ঠাউরেছ। আমার বিস্ময়ের কারণ কি, শোনো বলি। আজ শ্রীপর্ব্বত হ'তে শ্রীখণ্ড দাস নামে একজন সন্ন্যাসী পুরুষ এসেছেন। তাঁর কাছ থেকে মহারাজ অকালে ফুল ফোটাবার একটা দ্রব্যগুণ শিখে নিয়েছেন। আর আজি নাকি সেই দ্রব্যটি দিয়ে তাঁর পালিত নব মল্লিকাটিকে একেবারে ফুলে ফুলে ভরিয়ে দেবেন। এই বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য দেবী আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তুমি কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

সুসং।—প্রিয়সখী সাগরিকাকে খুঁজ্‌তে।

নিপু।—সখি, আমি দেখলেম, সাগরিকা চিত্র-ফলক ও রঙের পেঁটরা নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে কদলীবনের মধ্যে প্রবেশ করুচে। তুমি সখি, সেইখানে তবে যাও। আমি ঠাকরুণের ওখানে চল্লেম।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কদলী-কুঞ্জ।

(চিত্রোপকরণ হস্তে প্রেমাসক্তা সাগরিকার প্রবেশ)

সাগ।—হৃদয়! শান্ত হ! শান্ত হ! দুর্লভ জনকে কেন এরূপ পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা?—কেন তার এ বৃথা পণ্ডশ্রম? তা ছাড়া, যাকে দেখে তার এরূপ সন্তাপ উপস্থিত, তাকেই তুই আবার দেখ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চিস্?—এ তোর কিরূপ মূঢ়তা বল্ দেখি? ওরে নিষ্ঠুর হৃদয়! যে আজন্ম তোর সঙ্গে একত্র বর্দ্ধিত, তাকে ছেড়ে তুই কি না আজ এক জন অপরিচিত ব্যক্তিতে আসক্ত হ'লি—তোর কি লজ্জা হয় না? অথবা তোর কি দোষ, অনঙ্গের শরাঘাত ভয়েই তুই বুঝি এইরূপ কর্‌চিস্?—আচ্ছা, তবে আমি অনঙ্গ-দেবকেই ভর্ৎসনা করি। (সাশ্রু-লোচনে, কৃতাঞ্জলি-হস্তে, নতজানু হইয়া) ভগবান্ কুসুমায়ুধ! সমস্ত সুরাসুরকে জয় করে' শেষে কি না তুমি এক জন অবলা রমণীকে বাণ-প্রহার কর্‌তে উদ্যত হ'লে এতে কি তোমার লজ্জা হয় না? (চিন্তা করিয়া) হা! এ হতভাগিনীর নিশ্চয়ই মরণ উপস্থিত—আর, তারই দেখ্‌চি এই অশুভ সূচনা। (চিত্র-ফলক অবলম্বন করিয়া) তা, যতক্ষণ না কেউ এখানে আসে, ততক্ষণ প্রিয়তমকে চিত্রে দর্শন করে' মনের সাধ মেটাই (স্তম্ভিতভাবে, এক-মনা হইয়া, ফলক গ্রহণ পূর্ব্বক নিঃশ্বাস ত্যাগ) তাঁর দর্শনের আর তো কোন উপায় নেই। কিন্তু আমার হাত যে থর্‌থর্ করে' কাঁপচে। যাই হোক্, এখন কোন প্রকারে তাঁর চিত্রটি এঁকে তাঁকে দর্শন করি। (চিত্রকরণ)

(সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সুসং।—এই তো কদলী-কুঞ্জ, এইবার তবে প্রবেশ করি। প্রবেশ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়সখী সাগরিকা!—খুব আগ্রহের সহিত একমনে কি একটা লিখ্‌চে, আমাকে দেখ্‌তেও পাচ্চে না। আচ্ছা, আমাকে না দেখ্‌তে পায়, এম্‌নি ভাবে আড়াল থেকে দেখি কি লিখ্‌ছে। (আস্তে আস্তে পৃষ্ঠের পশ্চাতে গমন ও দেখিয়া সহর্ষে স্বগত) বাঃ! এ যে মহারাজের চিত্র দেখ্‌চি। বাঃ সাগরিকা, বেশ! তাও বলি, কমল-সরোবর ছেড়ে রাজ-হংসীর কি আর কোথাও ভাল লাগে?

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) চিত্রটি তো আঁক্‌লেম, কিন্তু চোখের জলে যে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চিনে। (মুখ উঠাইয়া অশ্রু নিবারণ করিতে করিতে সুসঙ্গতাকে দেখিতে পাইয়া ওড়নার মধ্যে চিত্র লুকাইয়া সস্মিতভাবে) এ কি! প্রিয়সখি সুসঙ্গতা যে! (উঠিয়া হস্ত ধারণ করত) সখি সুসঙ্গতে, এইখানে বোসো!

সুসং।—(উপবেশন করিয়া চিত্রফলকটি বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া দর্শন) সখি, এ কাকে তুমি এঁকেচ বল দিকি?

সাগ।—(সলজ্জ) এটি সেই মদনোৎসবের ভগবান্ অনঙ্গদেবের চিত্র।

সুসং।—(সস্মিত) বাঃ! সখি, তোমার কি গুণপণা! কিন্তু এই চিত্রটি কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বলে' মনে হচ্চে। আচ্ছা দেখ, আমি এর পাশে রতির ছবি এঁকে রতিপতির সঙ্গে রতির মিলন ঘটিয়ে দি। (রং লইয়া রতিচ্ছলে সাগরিকার চিত্র রচনা)

সাগ।—(দেখিয়া সরোষে) সখি, আমাকে কেন তুমি এখানে আঁক্‌লে?

সুসং।—(হাসিয়া) কেন অকারণে রাগ করচ সখি? তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ, তেমনি রতি এঁকেছি। ও ছাড়া তোমার মনে যদি আর কিছু থাকে, তবে ও সব কথা রেখে দিয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত আমাকে খুলে বল।

সাগ।—(সলজ্জা স্বগত) প্রিয়সখী দেখ্‌চি সমস্তই জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি, আমার বড় লজ্জা কর্‌চে, দেখো যেন আর কেউ না টের পায়।

সুসং।—সখি, লজ্জা কোরো না, এইরূপ কন্যা-রত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক। তা যাতে আর কেউ না এ কথা টের পায়, তা আমি কর্‌ব। তবে, এই মেধাবী সারিকাটির দ্বারা প্রকাশ হ'লেও হ'তে পারে। আমাদের মধ্যে যে কথা হ'ল—তার অক্ষরগুলি শিখে' পাছে সে অন্যের সামনে আওড়ায়, সেই এক ভয়।

সাগ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখি ! আমারও সেই ভাবনা।

(মদনাবস্থার ভাবভঙ্গী প্রকাশ)

সুসং।—(সাগরিকার বক্ষে হস্ত দিয়া) সখি, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর—আমি ঐ দীঘি হ'তে পদ্মপত্র মৃণাল প্রভৃতি এখনি নিয়ে আস্‌চি। (প্রস্থান করত পুনঃ প্রবেশ এবং পদ্মপত্রে শয্যা রচনা করিয়া অবশিষ্ট পদ্মপত্রগুলি সাগরিকার বক্ষোদেশে নিক্ষেপ)

সাগ।—সখি, এই পদ্মপত্র ও মৃণাল-বলয়গুলি এখান থেকে নিয়ে যাও, ওতে আমার কি হবে?—কেন তুমি বৃথা কষ্ট কচ্চ বল দিকি? শোনো বলি, আমার—

বাসনা-দুর্ল্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ।

(মূর্চ্ছা)

সুসং।—(সকরুণভাবে) প্রিয়সখি সাগরিকা, ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর।

(নেপথ্যে)

সোনার শিকল ছিঁড়ি,
বাকি টুকুরাটি তার গলায় করিয়া
পোষা বানরটা ওই
অশ্বশালা হ'তে পলায় ছুটিয়া।
হেলায় যাইছে চলি
আঁচট-ঘুঙ্গুরগুলি বাজে তার পায়।
ভয়াকুলা নারীগণ,
অশ্বপাল পথে আসি' পিছে পিছে ধায়।
বানরটা খেয়ে তাড়া
ভয়ে ভয়ে দেখ অবশেষে
লঙ্ঘিয়া দুয়ার সব
নৃপের মন্দিরে আসি' পশে॥

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার)

অন্তঃপুরে ক্লীবগণ
যাদের গণে না কেহ মনুষ্য বলিয়া
পলায় প্রাণের ভয়ে
না মানি সরম-লজ্জা উলঙ্গ হইয়া।
বামন সে ভয়ত্রাসে
কঞ্চুকী-কঞ্চুক-মাঝে প্রবেশি লুকায়,
কিরাত সীমান্তবাসী
স্বনাম সার্থক করি' তারাও পলায়।
কুব্জগণ নীচু হয়ে গুড়ি গুড়ি যায়
চোখে পড়ে পাছে তার—এই আশঙ্কায়॥

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া, সম্মুখে অবলোকন করিয়া, ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া সাগরিকার হস্ত-ধারণ পূর্ব্বক) সখি, ওঠো ওঠো, ঐ দেখ, দুষ্ট বানরটা এই দিকে আস্‌চে।

সাগ।—এখন তবে কি করা যায়?

সুসং।—এস, আমরা ঐ তমাল কুঞ্জের অন্ধকারে প্রবেশ করি—যতক্ষণ না বানরটা চলে' যায়, ততক্ষণ আমরা ঐখানেই থাকি।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিয়া সভয়ে দেখিতে দেখিতে একান্তে অবস্থান)

দৃশ্য।—উদ্যানের অপর অংশ।

সাগ।—সুসঙ্গতা, তুমি চিত্রফলকটা ফেলে এলে?—যদি কেউ দেখ্‌তে পায়।

সুসং।—আর এখন চিত্রফলক নিয়ে কি করবে? —ঐ দেখ, সেই "দধি-ভক্ত-লম্পট" নামে বানরটা এইমাত্র খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে গেল, আর আমাদের "মেধাবিনী" সারিকাটিও দেখ ঐ দিকে উড়ে যাচ্চে। এসো, আমরা পিছনে পিছনে দৌড়ে গিয়ে পাখীটাকে ধরি গে। ও যেরূপ অক্ষর কণ্ঠস্থ করতে পারে, তাতে কি জানি যদি আমাদের কথা-বার্ত্তা কারও সামনে বলে' ফ্যালে।

সাগ।—হাঁ সখি, চল যাওয়া যাক্ (পরিক্রমণ)

(নেপথ্যে)

হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

সাগ।—(দেখিয়া) সেই দুষ্ট বানরটা আবার বুঝি এই দিকে আস্‌চে।

সুসং।—(দেখিয়া হাস্য করত) সখি, ভয় নেই, ও মহারাজার সহচর বসন্তক ঠাকুর।

(বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! সাবাস্ রে শ্রীখণ্ড দাস সন্ন্যাসী, সাবাস!

সাগ।—(সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া) সখি সুসঙ্গতে, ন দেখ বার যোগ্য পুরুষ বটে।

সুসং।—ওঁকে দেখে এখন কি হবে। সারি-টা পালিয়ে গেছে, এখন তাকে ধর্‌তে যাওয়া ক্ চল।

বস।—সাবাস্ রে শ্রীখণ্ড দাস সন্ন্যাসী, সাবাস্ ল তোরে! সেই দ্রব্য দেবামাত্রই নবমল্লিকাটি প-পল্লবে একেবারে ছেয়ে গেছে—আহা, কি াভাই হয়েছে—দেখে মনে হয় যেন দেবীর পালিত ধবীলতাটিকে উপহাস করচে। এখন তবে মহা-জের কাছে গিয়ে এই সংবাদটা দি। (পরিক্রমণ রত অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ হর্ষোৎ-লোচনে এই দিকেই আস্‌চেন। এমনি ওঁর শ্বাস জন্মেছে যে, যদিও এখনও নবমল্লিকা লতাটিকে খেন নি, তবু ওর ফুল-ফোটা যেন প্রত্যক্ষ দর্শন রুচেন। এখন তবে ওঁর কাছে এগিয়ে যাই। নির্গত হইয়া রাজার অভিমুখে গমন)

দৃশ্য।—উদ্যানের অপর অংশ।

(পূর্ব্বোক্তভাবে রাজার প্রবেশ)

জা।—(সহর্ষে)

প্রেমাসক্তা নারীসম
উদ্যানের চারুলতা সে নব-মল্লিকা
উদ্দাম প্রাচুর্য্য-ভরে
প্রস্ফুটিত এবে তার যৌবন-কলিকা।
পাণ্ডুর বদন-কান্তি,
আধো-ফোটা পুষ্প মুখে বিষাদ-জৃম্ভণ,
সৌরভ-নিঃশ্বাস ছাড়ি
হৃদয়-বেদনা সদা করে নিবেদন।
এ হেন লতায় হেরি' সপত্নী ভাবিয়া
নিশ্চয় দেবীর নেত্র উঠিবে রাঙিয়া।

বিদূ।—(সহসা সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্! য় হোক্! মহারাজ, আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন—সেই ষোষধি দেবামাত্রই নবমল্লিকা লতাটি পুষ্প-পল্লবে কেবারে ছেয়ে গেছে।

রাজা।—বয়স্য, তাতে কি কোন সন্দেহ হ'তে রে? আমি জানি, মণি-মন্ত্রৌষধির অচিন্তনীয় ভাব। দেখ

জনার্দ্দন-কণ্ঠে মণি হেরি' শত্রু পলায় সমরে,
মন্ত্র-বলে বশীভূত ভুজঙ্গম ভূতলে বিচরে।
পূর্ব্বেতে লক্ষ্মণবীর—আর যত কপি-সৈন্যগণ
বাঁচিল ঔষধি-ঘ্রাণে—ইন্দ্রজিৎ করিলে নিধন।

আচ্ছা, এখন তবে সেই লতাটির কাছে আমাকে নিয়ে চল—সেটিকে দেখে আমার চক্ষু সার্থক করি।

বিদূ।—(সোৎসাহে) এই দিক্ দিয়ে মহারাজ—এই দিক্ দিয়ে।

রাজা।—তুমি আগে আগে যাও।

উভয়ে।—(সগর্ব্বে পরিক্রমণ পূর্ব্বক)

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া, সভয়ে ফিরিয়া আসিয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভয়-ব্যাকুলভাবে) মহারাজ, এখান থেকে পালানো যাক্।

রাজা।—কেন বল দিকি?

বিদূ।—দেখুন, ঐ বকুলগাছে একটা ভূত আছে।

রাজা।—দূর মূর্খ—ভয় নেই—এখানে আবার ভূত কোথায়?

বিদূ।—দেখুন, ওখানে কে যেন পষ্ট-পষ্ট করে' অক্ষর উচ্চারণ করুচে। যদি আমার কথায় না বিশ্বাস হয়, একটু এগিয়ে গিয়ে শুনুন মহারাজ।

রাজা।—(তথা করিয়া শ্রবণ)

স্পষ্টাক্ষর কথাগুলি,
নারী-কণ্ঠ, সুমধুর বাণী,
—মনে হয় মৃদুস্বরে
কহিছে সারিকা ক্ষুদ্র প্রাণী।

(ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ ও নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া) এই যে, সারিকাই তো।

বিদূ।—(বিচার করিয়া) তাই তো, এ যে সত্যিই সারিকা।

রাজা।—(সস্মিত) তাই বটে বয়স্য।

বিদূ।—মহারাজ, আপনি বড় ভীতু, আপনি ওকে ভূত মনে করেছিলেন?

রাজা।—দূর মূর্খ! নিজে ভয় পেয়ে শেষে আমার নামে দোষ?

বিদূ।—আচ্ছা, তাই যদি হয়, আমাকে আট্‌কাবেন না বল্‌চি (সরোষে যষ্টি উত্তোলন করিয়া সারিকার প্রতি) আরে বেটি, তুই কি মনে কচ্চিস্ সত্যিই বসন্তক ভয় পেয়েছে?—এই দেখ, খলের মন যেমন আঁকা-বাঁকা, আমার এই লাঠি তেমনি—রোস্

—এর একঘায়ে তোকে পাকা কদ্‌বেলটির মত বকুলগাছ থেকে এখনি মাটিতে পেড়ে ফেল্‌চি। (লাঠির দ্বারা মারিতে উদ্যত)

রাজা।—(নিবারণ করিয়া) আরে মূর্খ! দেখ দিকি, কেমন মিষ্টিমিষ্টি করে' কথা বল্‌চে, কেন ওকে ভয় দিচ্চ? থামো, এখন ওর কথাগুল শোনা যাক্। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া)

বিদূ।—মহারাজ, ও আর কি বল্‌বে—ও বল্‌চে, এই ব্রাহ্মণকে কিছু খেতে দেও।

রাজা।—পেটুকের খাওয়া বই আর কথা নেই, ও সব পরিহাস রেখে দিয়ে এখন সত্যি বল দিকি সারিকাটি কি বল্‌চে।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) মহারাজ শুন্‌লেন ও কি বল্‌চে?—ও এই কথা বল্‌চে—"সখি, আমাকে কেন তুমি আঁক্‌লে"?—"কেন অকারণে রাগ করছ সখি। তুমিও যেমন মদন এঁকেছ, আমিও দেখ তেমনি রতি এঁকেছি!"—মহারাজ! এ কি ব্যাপার? —এর অর্থ কি?

রাজা।—বয়স্য, আমার মনে হয়, কোন রমণী অনুরাগবশত নিজ হৃদয়-বল্লভের চিত্র এঁকে, কামদেবের চিত্র ব'লে সখীর কাছে ভাঁড়িয়ে ছিল; তার সখীও চিন্‌তে পেরে, রতির চিত্র আঁক্‌বার ছলে তাকেই চিত্রিত করেছে।

বিদূ।—(হাতে তুড়ি দিয়া) ঠিক ঠাউরেছেন মহারাজ, এই কথাই ঠিক্।

রাজা।—বয়স্য, একটু চুপ কর, ঐ শোন, আবার কথা কচ্চে। (উভয়ের শ্রবণ)

বিদূ।—আবার বল্‌চে:—"সখি, লজ্জা কোরো না, এরূপ কন্যারত্নের এইরূপ বরে অভিলাষ হওয়াই স্বাভাবিক।" তা, মহারাজ, যার চিত্র এঁকেছে, সে কন্যাটি নিশ্চয়ই দেখ্‌বার যোগ্য।

রাজা।—তা হোক্, আগে কথাগুলা মনোযোগ দিয়ে শোনা যাক্—কৌতূহল চরিতার্থ করবার ঢের সময় আছে।

বিদূ।—মহারাজ, আপনার পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব রেখে দিন—ওর কথা বোঝা আপনার কর্ম্ম নয়। আমি ওর মুখে কথাগুলি শুনে সমস্ত আপনার কাছে ব্যাখ্যা করে' বল্‌চি। (উভয়ে কর্ণপাত)

বিদূ।—শুন্‌লেন কি বল্‌চে? বল্‌চে—"সখি, এই পদ্মপত্র মৃণাল-বলয় এখান থেকে নিয়ে যাও। ওতে আমার কি হবে, কেন মিথ্যে কষ্ট কচ্চ বল দিকি।"

রাজা।—শুধু শুন্‌লেম, তা নয়—ওর তাৎপর্য্যও বুঝেছি।

বিদূ।—এখনও বেটী কুর্‌কুর্ কুর্‌কুর্ করে' কি বল্‌চে। রসুন্—আমি শুনে সমস্ত আপনাকে ব্যাখ্যা করে' বল্‌চি।

রাজা।—ঠিক্ বলেছ—এখনও কি কথা বল্‌চে বটে (পুনর্ব্বার কর্ণপাত করিয়া)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সারিকাটি এবার চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের মত, যেন কি একটা বেদ-মন্ত্র আওড়াচ্চে।

রাজা।—বয়স্য, বল দিকি কথাটা কি বল্লে, আমি অন্যমনস্ক ছিলেম—ঠিক্ ধর্‌তে পারি নি।

বিদূ।—ও বল্‌চে:—

বাসনা দুর্ল্লভ জনে,
লজ্জা গুরুতর অতি, তাহে পুন পরবশ মন,
বিষম প্রণয় সখি,
এবে মোর মরণ শরণ শুধু মরণ শরণ।

রাজা।—(সস্মিত) বয়স্য, তোমার মত ব্রাহ্মণ ছাড়া এ রকম বেদমন্ত্রে পণ্ডিত আর কে বল!

বিদূ।—বেদ-মন্ত্র নয়?—তবে এটা কি?

রাজা।—এ একটা কবিতার শ্লোক।

বিদূ।—আচ্ছা, এই শ্লোকটির অর্থ কি বলুন দিকি মহারাজ?

রাজা।—দেখ বয়স্য, কোন পূর্ণ-যৌবনা রমণী নিজ প্রিয়তমকে লাভ কর্‌তে না পেরে, জীবনে উদাসী হয়ে এই কথা বলেছে।

বিদূ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) বাঁকা কথাটা একটু সোজা করেই বলুন না যে "আমাকে লাভ কর্‌তে না পেরে"। নৈলে এমন আর কে আছে—যার চিত্র দেখে মদন বলে' ভ্রম হ'তে পারে? (হাতে তালি দিয়া উচ্চ হাস্য)

রাজা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) দূর মূর্খ, হাহা করে' হেসে বেচারা পাখীটিকে উড়িয়ে দিলে —ঐ দেখ উড়ে কোথায় চলে' গেল।

বিদূ।—(দেখিয়া) কোথায় আর যাবে, ঐ কদলী-কুঞ্জে নিশ্চয় গেছে—তা চলুন মহারাজ, ঐ দিকে যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—কদলী-কুঞ্জ

রাজা।—

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে,
শুক-শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ
—ভাগ্যবান্ হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে।

বিদূ।—এই কদলী-কুঞ্জ, আসুন আমরা প্রবেশ
[illegible]।

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, সেই সারিকাটার
[illegible]ষণ করে' আর কি হবে, আসুন এই কদলী-
[illegible]র শিলাতলে বসে' একটু বিশ্রাম করা যাক্।
[illegible]ন, দক্ষিণের বাতাসে কদলীর এই নূতন পাতা-
[illegible] কেমন দুলুচে, আর কদলী-তলাটিও কেমন
[illegible] হয়েছে।

রাজা।—আচ্ছা, তোমার যা অভিরুচি।

(উপবেশন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

হৃদে ধরি' দুর্নিবার মদন-সন্তাপ
কামিনী বলে গো যাহা নিজ সখীজনে
শুক-শিশু, সারী পুন করে তা' আলাপ,
—ভাগ্যবান্ হয় ধন্য শুনিয়া শ্রবণে।

বিদূ।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) ঐ দেখুন
[illegible]রাজ, সেই সারিকার খাঁচাটা এইখানে পড়ে'
[illegible]ছ। বোধ হয়, সেই দুষ্ট বানরটা খাঁচার দরজাটা
দিয়ে চলে' গেছে।

রাজা।—ওটা কি খাঁচা?—বয়স্য, ভাল করে'
[illegible]রে দেখ দিকি।

বিদূ।—যে আজ্ঞে, দেখ্‌চি।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)

এ কি!—এ যে একটা চিত্র-ফলক! আচ্ছা, এটা
[illegible]য় নেওয়া যাক্ (গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক
প্রকাশ)

রাজা।—(সকৌতুকে) বয়স্য, ওটা কি?

বিদূ।—মহারাজ, আপনার অদৃষ্ট ভাল; আমি
বল্‌ছিলেম তাই—আপনার চিত্রই এতে আঁকা
[illegible] বটে; নৈলে আর কার চিত্র মদনের চিত্র বলে'
[illegible] চালিয়ে দেওয়া যায় বলুন?

রাজা।—(সহর্ষে দুই হাত বাড়াইয়া) দেখি সখা,
দেখি।

বিদূ।—না, আমি দেখাব না। সেই কন্যা-
টিরও চিত্র এতে আঁকা আছে, বিনা পারিতোষিকে
কি এমন কন্যা-রত্নকে দেখান যায়?

রাজা।—(বলয় অর্পণ করিয়া সবলে গ্রহণ পূর্ব্বক
দর্শন) (দেখিয়া সবিস্ময়ে) দেখ বয়স্য:—

লীলায় টলায়ে পদ্ম
রাজ-হংসী পশে যেন মানস-সরসী
—চিত্রপটে চিত্রগতা
মম প্রেমে পক্ষপাতী কে গো এ রূপসী?
এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণশশি-মুখখানি করিয়া নির্ম্মাণ
নিমীলিত পদ্মাসনে
কায়-ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান।

(সাগরিকা ও সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সাগ।—সখি সুসঙ্গতে! সারিকাকে তো
পাওয়া গেল না—চল এখন শীঘ্র কদলীকুঞ্জে গিয়ে
চিত্র-ফলকটা নিয়ে আসা যাক্।

সুসং।—আচ্ছা চল। (অগ্রসর হইয়া কদলী-
কুঞ্জের নিকটে আগমন)

বিদূ।—আচ্ছা মহারাজ, রমণীটিকে এরূপ নত-
মুখী করে' চিত্রিত করেচে কেন বলুন দিকি?

সুসং।—(কর্ণপাত করিয়া) বসন্তকের কথা
যখন শোনা যাচ্চে, তখন মহারাজও বোধ হয় ঐখানেই
আছেন—তা, এসো, আমরা কদলীর বেড়ার আড়াল
থেকে ওঁদের দেখি। (উভয়ে কর্ণপাত করিয়া
অবস্থান)

রাজা।—দেখ বয়স্য—

এ হেন অপূর্ব্বতর
পূর্ণ-শশি-মুখ-খানি করিয়া নির্ম্মাণ
নিমীলিত পদ্মাসনে
কায়ক্লেশে বিধি যেন করে অবস্থান।

সুসং।—সখি, তোমার অদৃষ্ট ভাল, ঐ দেখ,
তোমার হৃদয়-বল্লভ তোমার রূপের বর্ণনা করচেন।

সাগ।—(সলজ্জে) কেন আমাকে উপহাস
করুচ সখি?

বিদূ।—(রাজাকে ঠেলিয়া) আচ্ছা, রমণীটিকে
নতমুখী করে' কেন চিত্রিত করা হয়েছে, আমি বলুব?

রাজা।—বয়স্য, সারিকাটি যে পূর্ব্বেই তা বলে' দিয়েছে।

সুসং।—সখি, সারিকাটি দেখ্‌চি এর মধ্যেই তার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে।

বিদূ।—চিত্রটি দেখে আপনার নেত্র-সুখ হচ্চে কি না বলুন দিকি?

সাগ।—(সাধ্বস-সহকারে স্বগত) না জানি এর কি উত্তর দেন—আমি যে এখন জীবনমরণের মধ্যস্থলে রয়েছি।

রাজা।—বয়স্য, নেত্র-সুখের কথা কি বল্‌চ—আমার নেত্রের দশা যা হয়েছে, তা তোমায় বলি শোনো!

কষ্টে ছাড়ি' উরু-যুগ
বিলম্বে ভ্রমিয়া ক্রমে নিতম্ব-প্রদেশ,
বিষম ত্রিবলিবৃত
মধ্য-দেহে আসি' পরে হয় অনিমেষ।
ক্রমে উঠি ধীরে ধীরে
তুঙ্গ স্তনে, শেষে এই তৃষিত নয়ন
বাষ্পস্রাবী নেত্র তার
ব্যগ্রভাবে বারম্বার করে নিরীক্ষণ।

সুসং।—শুন্‌লে সখি?

সাগ।—সেই শুনুক—যার চিত্রবিদ্যার এত প্রশংসা হচ্চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, যাঁকে পেলে এ হেন সুন্দরীরাও সৌভাগ্য মনে করে, তাঁর নিজের উপর কেন এত অবজ্ঞা বলুন দিকি?—মহারাজ, কি আশ্চর্য্য! আপনি কি এই চিত্রটিতে আপনার সাদৃশ্য দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

রাজা। (নিরীক্ষণ করিয়া) ইনি যে সযত্নে আমাকেই চিত্রিত করেছেন, তা কি আর আমি দেখ্‌তে পাচ্চিনে সখা?

আঁকিতে আঁকিতে ছবি
নেত্র হ'তে চিত্রে পড়ে অশ্রুজল তাঁর
ও কর-পরশে যেন
দেখা দেছে স্বেদবিন্দু দেহেতে আমার।

বিদূ।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখুন মহারাজ, এইখানে পদ্মপত্র ও মৃণালের শয্যা পড়ে' আছে—এতে বোধ হয়, সুন্দরীর বিলক্ষণ মদনাবস্থা উপস্থিত।

রাজা।—সখা, তুমি ঠিক ঠাউরেছ। তাই বটে:—

পীন স্তন-জঘনের লাগি ঘরষণ
পত্রগুলি-ধরিয়াছে মলিন বরণ।
কটির নিম্ন ভাগে যে পাতাটি স্থিত
তাহার বরণ দেখ এখনো হরিত।
শিথিল ভুজলতার প্রক্ষেপ-তাড়নে
ছড়িভঙ্গ পত্রগুলি ছড়ায় শয়নে।
তাই এ পঙ্কজ-দল-শয়ন-রচনা
কৃশাঙ্গীর মনোজ্বালা করয়ে সূচনা।

বিশাল নলিনী পত্র
রাখিল বিছায়ে বুঝি বক্ষের মাঝারে,
অতি-তাপে তাই উহা
ম্লান-রেখা ধরিয়াছে মণ্ডল-আকারে।
স্তন-পরিমাপ ইথে
হইতেছে পরকাশ দেখ বিলক্ষণ,
যে পত্রে ঢাকিল মধ্য
তাহে শুধু নাহি ব্যক্ত মদন-লক্ষণ।

বিদূ।—(মৃণাল-মালা গ্রহণ করিয়া) দেখুন মহারাজ, তাঁর পীনস্তন হ'তে এই কোমল মৃণাল-মালাটি পড়ে' শুকিয়ে গেছে।

রাজা।—(গ্রহণ করিয়া বক্ষে রাখিয়া ও বুদ্ধি-বিভ্রমবশতঃ) শোনো বলি জড়-প্রকৃতি!

হইয়া গো পরিচ্যুত কুচ-কুম্ভ হ'তে তাঁর
সত্য কি তাপিত-চিত্ত তুমি গো মৃণাল-হার?
সূক্ষ্ম তন্তু একটিও
যে নিবিড় স্তন-মাঝে নাহি পায় স্থান
সেখানে কেমনে বল
তুমি গিয়া সহজে করিবে অধিষ্ঠান?

সুসং।—(স্বগত) আহা! অনুরাগের আবেশে মহারাজ পাগলের মত কত কি অসম্বদ্ধ কথা বল্‌তে আরম্ভ করেছেন—আর এখন অপেক্ষা করে' থাকা উচিত হয় না। আচ্ছা, তবে এইরূপ বলি (প্রকাশ্যে) সখি, যাঁর জন্য তুমি এখানে এসেছ, তিনি তোমার সম্মুখেই উপস্থিত।

সাগ।—(কোপের ভাণ করিয়া) আমি আবার কার জন্য এখানে এসেছি—আর, কেই বা এখানে উপস্থিত?

সুসং।—(হাসিয়া) না না, আর কিছু বল্‌চিনে

—সেই চিত্রফলকটির জন্ম কি না এসেছ, তাই বল্‌চি —তা, সেই চিত্রফলকটি এইবার খুঁজে নেও না।

সাগ।—(সরোষে) আমি তোমার ও-সব কথা কছু বুঝ্‌তে পারি নে। তুমি যদি ও রকম করে' ল, তা হ'লে আমি এখান থেকে চলে' যাব বল্‌চি। গমনে উদ্যত)

সুসং।—সখি, রাগ কর কেন, একটু দাঁড়াও না —আমি বরং ঐ কদলী-কুঞ্জ থেকে চিত্র-ফলকটা ৎখনি নিয়ে আস্‌চি।

সাগ।—আচ্ছা, যাও সখি!

সুসং।—(কদলী-কুঞ্জ-অভিমুখে পরিক্রমণ)

বিদূ।—(সুসঙ্গতাকে দেখিয়া ভয়-ব্যস্তভাবে) হারাজ! চিত্র-ফলকটা শীঘ্র লুকোন, শীঘ্র লুকোন! দবীর পরিচারিকা সুসঙ্গতা আস্‌চে।

রাজা।—(বস্ত্রে ফলক আচ্ছাদন)

সুসং।—(নিকটে অগ্রসর হইয়া) মহারাজের য় হোক্!

রাজা।—এসো সুসঙ্গতে—এইখানে বোসো।

সুসং।—(উপবেশন)

রাজা।—সুসঙ্গতে, কি করে' জান্‌লে, আমি ৎখানে আছি?

সুসং।—(হাসিয়া) শুধু তা নয় মহারাজ—আমি চত্রফলকের কথা পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্তই জান্‌তে পরেছি—আমি এখনি গিয়ে দেবীর কাছে সমস্ত থা বলে' দিচ্চি। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ।—(জনান্তিকে সভয়ে) দেখুন মহারাজ, র পক্ষে সকলি সম্ভব, দাসী-বেটী বড় মুখরা, ওকে কছু পারিতোষিক স্বীকার করুন।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেছ!

(সুসঙ্গতার হস্ত ধারণ করিয়া) দেখ সুসঙ্গতে, ও কছুই নয়—ও একটা আমরা রঙ্গ-তামাসা করছিলেম, বুঝ্‌লে?—ও সব কথা বলে' দেবীর মনে কারণে কষ্ট দিও না। এই লও তোমার পারিতোষিক।

সুসং।—মহারাজ! ও কাণের গহনায় আমার কাজ নেই। মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি রূপ সামগ্রী ঢের পেয়েছি। মহারাজ, কোন ভয় নই; আমি কেন এসেছি, তবে বলি শুনুন;—এই চত্রফলকে আমার প্রিয়সখী সাগরিকার ছবি এঁকেছি লে' প্রিয়সখী আমার উপর রাগ করে' ঐখানে দাঁড়িয়ে আছেন—এখন আপনি গিয়ে ওঁর হাতটি ধরে' যদি একটু সান্ত্বনা করেন, তা হ'লেই আমার যথেষ্ট পুরস্কার হবে।

রাজা।—(ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া) কোথায় কোথায়?—তিনি কোন্‌খানে আছেন?

সুসং।—এই কদলী-কুঞ্জের বেড়ার আড়ালে।

রাজা।—(সহর্ষে) কোথায়?—সেইখানে আমাকে নিয়ে চল।

সুসং।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

[কদলীকুঞ্জ হইতে সকলের প্রস্থান।

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া সহর্ষে, সাধ্বস-ভরে স্বগত) ওঁকে দেখে বুকের মধ্যে কি একরকম কচ্চে, আর এক পাও যেন নড়তে পার্‌চিনে—এখন করি কি?

বিদূ।—এই চিত্রফলকটা আমি নিয়ে রাখি—কি জানি, আবার যদি এতে কোন কাজ হয়! (সাগরিকাকে দেখিয়া) হি হি হি হি! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এমন কন্যারত্ন তো মনুষ্য-লোকে দেখা যায় না; মনে হয়, এঁকে সৃষ্টি করে' প্রজাপতিও বিস্মিত হয়েছিলেন।

রাজা।—সখা, আমারও তাই মনে হয়।

জগত-ললাম-রূপা এই ললনায় বিধি
করিয়া সৃজন,
বিস্ফারিয়া নেত্র তাঁর—ম্লান-দ্যুতি যার কাছে
পঙ্কজ-আসন—
বিস্ময়ের বশে বিধি নাড়িতে নাড়িতে নিজ
মস্তক-নিচয়
চতুর্মুখে এক-কালে "সাধু সাধু" আপনারে
বলিলা নিশ্চয়।

সাগ।—(সকোপে সুসঙ্গতাকে অবলোকন করিয়া) সখি, এই বুঝি তোমার চিত্র-ফলক? (যাইতে উদ্যত)

রাজা।—ও-দৃষ্টি যদিও তব, রোষ-ভরে হতেছে পতন
শোনো গো মানিনি!
এ-দৃষ্টি সখীর তবু, রুক্ষভাব না করে ধারণ
—স্নিগধ এমনি।
যেও না করিয়া ত্বরা স্খলিত চরণে
ও গুরু নিতম্ব তব ব্যথিবে গমনে।

সুসং।—মহারাজ, উনি বড় অভিমানিনী, ওঁকে আপনি হাতে ধরে’ সান্ত্বনা করুন।

রাজা।—(সানন্দে) তুমি ঠিক্ বলেছ। (সাগরিকাকে হস্তে ধারণ করিয়া স্পর্শ-সুখের অভিনয়)

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, আজ আপনার যে লক্ষ্মীলাভ হ’ল,এরূপ আপনার ভাগ্যে কখন ঘটে নি।

রাজা।—বয়স্য, সে কথা সত্য।

মূর্তিমতী লক্ষ্মী ইনি,
করতল যেন পারিজাতের পল্লব।
নাহিক অন্যথা তাহে,
স্বেদচ্ছলে আহা যেন ঝরে সুধা-দ্রব।

সুসং।—সখি, তুমি এখন বড় কঠোর হয়েছ; মহারাজ অমন করে’ তোমাকে ধরে’ আছেন, তবু তোমার রাগ গেল না?

সাগ।—(সভ্রূভঙ্গে) সুসঙ্গতা, তুমি কি থাম্‌বে না?

রাজা।—দেখ, তোমার সখীর উপর এতক্ষণ রাগ করে’ থাকা উচিত নয়।

বিদূ।—ওগো, তুমি ক্ষুধিত ব্রাহ্মণের মত রাগ করে’ আছ কেন বল দেখি?

সুসং।—সখি, তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কব না।

রাজা।—দেখ, সমপ্রাণা সখীর প্রতি তোমার এরূপ করা উচিত নয়।

বিদূ।—ইনি যে দেখ্‌ছি দ্বিতীয় বাসবদত্তা!

রাজা।—(সচকিতভাবে সাগরিকার হস্ত ত্যাগ)

সাগ।—(ভয়-ব্যাকুল হইয়া) সুসঙ্গতে! এখানে থেকে এখন কি করব?

সুসং।—সখি, এসো, আমরা এই কদলী-বীথির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

রাজা।—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) কৈ?—বাসবদত্তা কোথায়?

বিদূ।—কৈ, আমি তো জানিনে মহারাজ! আমার তখন বড় রাগ হয়েছিল, তাই বলেছিলেম, “ইনি দেখ্‌চি দ্বিতীয় বাসবদত্তা।”

রাজা।—দূর মূর্খ!

দৈবযোগে কোনরূপে
পেয়ু যদি ব্যক্ত-রাগ রতন-মালায়,
যেমন পরিব গলে
—হস্ত হ’তে ভ্রষ্ট তুই করিলি তাহায়।

(বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

বাস।—বলি ও কাঞ্চনমালা, এখান থেকে মহারাজের পালিত নবমল্লিকা-লতাটি কত দূর?

কাঞ্চ।—ঐ কদলীকুঞ্জ ছাড়িয়ে ঐ দেখা যাচ্চে।

বাস।—আমাকে সেই দিকে নিয়ে চল্।

কাঞ্চ।—এই দিক্ দিয়ে ঠাক্‌রুণ,এই দিক্ দিয়ে।

রাজা।—বয়স্য, প্রিয়তমাকে এখন কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় বল দেখি?

কাঞ্চ।—ঠাকরুণ, মহারাজের কথা যখন শোনা যাচ্চে, তখন বোধ হয়, ঠাকরুণের জন্যই মহারাজ ঐখানে অপেক্ষা করচেন। আসুন তবে ঐদিকে এগিয়ে যাওয়া যাক্।

বাস।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্।

রাজা।—(চুপি চুপি) বয়স্য,চিত্রফলকটা লুকিয়ে ফ্যালো।

বিদূ।—(লইয়া বগলের ভিতর লুকাইয়া)

বাস।—মহারাজ, নবমল্লিকার কি ফুল ধরেছে?

রাজা—(সবিস্ময়ে) আমরা তোমার আগে এখানে এসেছি, এসে তোমাকে দেখ্‌তে পাই নি। দেবি, তোমার আস্‌তে বড় বিলম্ব হয়ে গেছে—এসো, এখন আমরা দুজনে মিলে লতাটি দেখি গে।

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মহারাজ, তোমার মুখের ভাবেই জানা যাচ্চে, নবমল্লিকার ফুল ধরেছে—তবে আর গিয়ে কি হবে?

বিদূ।—ফুল যদি ধরে’ থাকে, সে তো আমাদেরই জিৎ।—আমাদেরই জিৎ—আমাদেরই জিৎ!—আমাদেরই জিৎ! (বাহু প্রসারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে, কক্ষ হইতে চিত্রফলক পতন ও তৎপ্রযুক্ত বিপদ্‌গ্রস্ত)

রাজা।—(আড়ালে বসন্তের মুখের পানে চাহিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশে ইঙ্গিত করণ)

বিদূ।—(জনান্তিকে) রাগ কর্‌বেন না মহারাজ, এর যা উত্তর দিতে হয়, আমি দেব।

কাঞ্চ।—(ফলকটি গ্রহণ করিয়া) ঠাকরুণ, দেখুন, এই চিত্রফলকে কার চিত্র আঁকা।

বাস।—(নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) এ তো

।হারাজ—আর ও তো সাগরিকা। (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি রাগের হাসি হাসিয়া) মহারাজ! কে এ চিত্র আঁকলে ?

রাজা।—(অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া বসন্তকের াতি চুপি চুপি) বয়স্য, এখন কি বলি ?

বিদূ—(চুপি চুপি) কোন চিন্তা নেই—আমি ত্তর দিচ্চি। (প্রকাশ্যে বাসবদত্তার প্রতি) ঠাক-ণ, অন্য কিছু ভাব্‌বেন না। আমি মহারাজকে ৃছিলেম, আপনাকে আপনি আঁকা বড় কঠিন ; । এই কথা শুনেই মহারাজ এই চিত্র-বিদ্যার পরিচয় লেন।

রাজা।—বসন্তক যা বল্লেন, তাই বটে।

বাস।—(ফলক নিরীক্ষণ করিয়া) তোমার শে আর একটি যে চিত্র রয়েছে, এটি কি বসন্তক কুরের বিদ্যে ?

রাজা।—(অপ্রতিভ-ভাবে ঈষৎ হাসিয়া) এ াধ হয় কেউ মন থেকে এঁকেছে—একে আমি র্ব্বে কখন দেখি নি।

বিদূ।—আমিও পৈতে ছুঁয়ে শপথ কর্‌চি, একে র্ব্বে কখন দেখি নি।

কাঞ্চ।—(চুপি চুপি অন্তরালে) ঠাকরুণ, ।ন কখন ঘুণ ধরে' অক্ষরের মত দেখায়, কিন্তু সলে তা অক্ষর নয়। এ স্থলে বোধ হয় তাই টছে। তা, আর রাগ করে' কি হবে ?

বাস।—(চুপি চুপি আড়ালে) না কাঞ্চনমালা, ঘুণাক্ষরের ঘটনা নয়। তোর সরল মন, তুই । বাঁকা কথা কি বুঝ্‌বি বল্—ও যে সে লোক নয় ও বসন্তক ঠাকুর! (প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) ারাজ, এই চিত্র দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার মাথা া কর্‌চে—তুমি সুখে থাকো—আমি চল্লেম। ঠিয়া গমনোদ্যত)

রাজা।—(আঁচল ধরিয়া) দেবি !

"শান্ত হও" এই কথা বলিব কি করে'
যদি না করিয়া থাকো রাগ মোর পরে
যদি বলি "হেন কর্ম্ম করিব না আর"
তবে পষ্ট করা হয় দোষের স্বীকার।
যদি বলি "নহি দোষী"
—মিথ্যা বলি' তুমি তাহা ভাবিবে গো মনে।
এখন কি করি আমি,
কি বলিব নাহি জানি, ওগো প্রিয়তমে॥

বাস।—(সবিনয়ে অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া) মহারাজ, অন্য কিছু মনে কোরো না—সত্যই আমার মাথা ধরেচে—আমি তবে এখন যাই।

[প্রস্থান।

বিদূ।—আ, বাঁচা গেল। অকাল-বাদল বাসবদত্তা চলে' গেলেন, আপনার পক্ষে ভালই হ'ল।

রাজা।—দূর মূর্খ! এখন আর আহ্লাদ করে' কাজ নেই। দেবীর মনে মনে বিলক্ষণ রাগ হয়েছে, তা কি বুঝ্‌তে পার নি ? দেখ—

ললাটে ভ্রূভঙ্গ হ'ল সহসা উদ্‌গত,
তাহা ঢাকিবারে মুখ করিলেন নত।
মর্ম্মভেদী হাসিটুকু করিয়া বর্ষণ।
একটি না কহিলেন নিষ্ঠুর বচন।
অশ্রুজলে বিজড়িত নয়ন তাঁহার
কিছুতেই মেলিতে না পারিলেন আর।
যদিও মুখেতে তাঁর প্রকটিত রাগ,
তবু না ত্যজিলা দেবী স্নেহ-নম্র ভাব।

বিদূ।—দেবী বাসবদত্তা তো চলে' গেছেন, এখন তবে মহারাজ কেন মিছে অরণ্যে রোদন কর্‌চেন বলুন দিকি ?

রাজা।—আরে মূর্খ, দেবী রাগ করেছেন, তা কি তুমি লক্ষ্য কর নি ? এখন তাঁকে সান্ত্বনা করা ভিন্ন আর উপায় নেই। এসো, এখন তবে অন্তঃপুরে গিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা করি গে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—প্রাসাদের অভ্যন্তরস্থ ঘর

(মদনিকার প্রবেশ)

মদ।—(আকাশে) কৌশাম্বিকে ! মহারাজার কাছে কাঞ্চনমালা আছে কি না দেখেছিস্ ? (কর্ণপাত করত শ্রবণ করিয়া) কি বল্‌ছিস্ ?—খানিকক্ষণ সেখানে থেকে এইমাত্র চলে' গেছে ? কোথায় তবে এখন তাকে খুঁজে বেড়াই ? (সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে ! কাঞ্চনমালা এই দিকেই আস্‌চে। ওর কাছে এগিয়ে যাওয়া যাক্।

(কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কাঞ্চ।—(দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সাবাস্ রে বসন্তক—সাবাস ! সন্ধি-যুদ্ধের ফন্দিতে তুই যৌগন্ধরায়ণকেও ছাড়িয়ে উঠেছিস্।

মদ।—(সস্মিতভাবে অগ্রসর হইয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, বসন্তক আজ এমন কি কাজ করেছে, যাতে তার এত প্রশংসা হচ্ছে ?

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, ও কথায় তোর দরকার কি ?—সে কথা তুই পেটে রাখ্‌তে পার্‌বি নে।

মদ।—আমি পা ছুঁয়ে দিব্যি কর্‌চি, আমি কারও সামনে প্রকাশ কর্‌ব না।

কাঞ্চ।—আচ্ছা, তবে বলি শোন্। আজ রাজবাড়ী থেকে ফিরে আস্‌বার সময়, চিত্রশালার দুয়ারের কাছে বসন্তক ও সুসঙ্গতার কথাবার্ত্তা শুন্‌তে পেলেম।

মদ।—(সকৌতুকে) কিসের কথাবার্ত্তা সখি ?

কাঞ্চ।—বসন্তক সুসঙ্গতাকে বল্‌ছিল, "দেখ সুসঙ্গতা, সাগরিকা ছাড়া মহারাজের আর কোন অসুখের কারণ নেই—এখন কিসে তার প্রতিকার হ'তে পারে, ভেবে দেখ দিকি।"

মদ।—তাতে সুসঙ্গতা কি বল্লে ?

কাঞ্চ।—তাতে সে এই কথা বল্লে, "রাণী-ঠাকুরুণ চিত্রফলকের ব্যাপারে নিতান্ত ভীত হয়ে, সাগরিকাকে আমার হাতে সমর্পণ করেছেন; আর, আমাকে খুসি কর্‌বার জন্য আপনার কাপড় চোপড়ও দান করেছেন। এখন, রাণী ঠাকুরুণের বেশে সাগরিকাকে সাজিয়ে, আর আমি কাঞ্চনমালার বেশ পরে', আজ সন্ধ্যার সময় সাগরিকাকে রাজার কাছে নিয়ে যাব ঠিক করেছি—আর আপনিও এইখানে আমাদের জন্য অপেক্ষা করে' থাকবেন। তার পর, মাধবীলতা-মণ্ডপে তার সঙ্গে মহারাজের মিলন হবে।"

মদ।—ধাথ্ সুসঙ্গতা, তুই ভারি খারাপ, ঠাকরুণ আমাদের এত ভালবাসেন,—আর, তুই কি না তাঁকে এই রকম করে' ঠকাচ্চিস্!

কাঞ্চ।—ওলো মদনিকা, তুই এখন কোথায় যাচ্চিস্ বল্ দিকি ?

মদ।—মহারাজের অসুখ করায় তুমি তাঁর কুশল সংবাদ জান্‌তে গিয়েছিলে—কিন্তু তোমার এত বিলম্ব দেখে, দেবী আবার আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

কাঞ্চ।—ঠাকরুণের মন বড়ই সরল যে, তিনি কথায় এখনও বিশ্বাস কর্‌চেন। (পরিক্রমণ কর অবলোকন করিয়া) এই যে ! মহারাজ অসুখে ছল করে' নিজের মদনাবস্থা গোপন করে', দর তোরণ-মণ্ডপে দিব্যি বসে' আছেন দেখ্‌চি—আ এখন এই কথাটা ঠাকরুণকে জানিয়ে আসি।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—তোরণ-মণ্ডপ

মদন-পীড়িত রাজা উপবিষ্ট।

রাজা।—(উৎকণ্ঠার সহিত নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

শোন্ হৃদি বলি তোরে,
এবে সহ্য কর্ এই মদন-সন্তাপ;
উপশম নাহি যদি
কেন রে করিস্ তবে বৃথা পরিতাপ।
এমনি গো মূঢ় আমি,
পাইনু যদি বা সেই চন্দন-পরশ-কর,
কেন না রাখিনু আহা
বহুক্ষণ ধরি' তায় এ বক্ষের উপর।

অহো! কি আশ্চর্য্য!

স্বভাবত দুর্লক্ষ্য চঞ্চল-পরাণ,
তব স্মর কেমনে করিয়া
বিঁধিলেন তারে, করি' অমোঘ সন্ধান
সব তাঁর শরগুলি দিয়া।

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) শোনো ওগো ফুল-ধনু!

এ কথা প্রসিদ্ধ আছে, মদনের পঞ্চবাণ
নিয়ত করয়ে লক্ষ্য আমাবিধ বহু জনপরে;
তার বিপরীতে করি' অনেক শর-সন্ধান
পঞ্চত্ব ঘটাও কেন, এক জনে বিঁধি তব শরে?

(চিন্তা করিয়া) আমার যে এইরূপ অবস্থা হয়েছে, তার জন্য আমি ততটা ভাবিনে, কিন্তু সাগরিকাকে দেখে দেবীর যে মনে মনে অত্যন্ত রাগ হয়েছে আমার এখন সেই ভাবনা। বোধ হয়, এখন প্রিয় আমার—

লাজে অধোমুখ সদা
—মনে ভাবে, তার কথা জানে সর্ব্বজনে,

শুনিলে আলাপ কারো
—তারি কথা কহিতেছে এই ভাবে মনে।
সখীরা হাসিলে মৃদু
লাজে হয় আরক্তিম বদন-মণ্ডল,
হৃদয়ে নিহিত শঙ্কা
প্রিয়া মোর সততই বিকল বিহ্বল।

বসন্তককে তাঁর সংবাদ জান্‌তে পাঠিয়েছি—
 সে এত বিলম্ব কর্‌চে ?

(হৃষ্ট-মুখে বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—(সপরিতোষে) হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ! এই
দটা শুন্‌লে প্রিয়সখার যতটা আহ্লাদ হবে, সমস্ত
শাম্বী রাজ্য পেলেও ততটা হয় কি না সন্দেহ।
বার তবে সখাকে এই সংবাদটা দিই গে যাই।
রিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে! সখা
 এই দিক্ পানেই চেয়ে আছেন, তখন নিশ্চয়
ার জন্যই প্রতীক্ষা কর্‌চেন। এইবার তবে
টে যাই, (সম্মুখে আসিয়া) জয় হোক্ মহারাজ!
টা সুসংবাদ আছে—আপনি যা চাচ্ছিলেন, তা
ছে।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা, প্রিয়তমা সাগরিকার
ল তো ?

বিদূ।—(সগর্ব্বে) তিনি স্বয়ং এসে এখনি সে
 আপনাকে জানাবেন।

রাজা।—(সপরিতোষে) বল কি সখা, প্রিয়ার
লাভ হবে ?

বিদূ।—(সাহঙ্কারে) হবে না তো কি ?—অব-
হবে। এই যে আপনার ক্ষুদ্র অমাত্যটিকে
চেন—ইনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতির পিতামহ!

রাজা।—(হাসিয়া) সখা, সে কথা বড় মিথ্যা
তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এখন সমস্ত
পূর্ব্বিক বল দেখি শুনি।

বিদূ।—(কাণে কাণে কথন)

রাজা।—(সপরিতোষে) এই লও তোমার
রতোষিক।—(হস্ত হইতে বলয় প্রদান)

বিদূ।—(বলয় পরিধান করিয়া আপনাকে নিরী-
করিয়া) এই খাঁটি সোনার বালাটি হাতে পরে'
ন ব্রাহ্মণীকে দেখাই গে যাই।

রাজা।—(হাত ধরিয়া নিবারণ) সখা, এর পর
ও—এখন না, এখন কত বেলা হয়েছে বল দেখি ?

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ দেখুন মহারাজ, সন্ধ্যা-বধূর সঙ্কেতে, ভগবান্ সহস্র-রশ্মি অনুরাগের আবেশে চঞ্চল-চিত্ত হয়ে অস্তাচল-শিখর-কাননে সন্ধ্যা-বধূর অভিসারে যাত্রা কর্‌চেন।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) সখা, তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ, দিবা অবসান হয়েছে বটে।

সমস্ত ভুবন ভ্রমি', অতিক্রমি' অতি দীর্ঘ পথ,
এক-চক্র সূর্য্যদেব অস্তাচলে থামাইলা রথ।
প্রভাতে না পান পাছে আরোহিতে নিজ রথোপরি,
চিন্তাভারে ভারাক্রান্ত এই কথা মনে মনে করি',
সন্ধ্যাগমে আকর্ষিয়া অবশিষ্ট ছিল যত কর
তা দিয়া যোজিলা পুন দিক্-চক্রে স্বর্ণময় অর।

অপিচ :—

অস্তাচল-শিরে ভানু নিজ কর করিলা স্থাপন
পদ্মিনী-প্রত্যয়-তরে কহিল্লা এ শপথ-বচন ;—
"যাই তবে কমল-নয়নে, দেখ সময় হইল মোর ;
জাগাইব কাল পুন—এবে থাকো নিদ্রায় বিভোর"।

এখন তবে চল—সেই সঙ্কেত-স্থান মাধবীলতা-মণ্ডপে গিয়ে প্রিয়তমার প্রতীক্ষা করা যাক্।

বিদূ।—বেশ বলেছেন মহারাজ। (উত্থান) (দেখিয়া) দেখুন মহারাজ, ঘন-ঘোর অন্ধকারে পূর্ব্বদিক্‌টা ক্রমশ ছেয়ে আস্‌চে—মনে হচ্চে যেন, কতকগুল স্থূলকায় বন-বরাহ ও মহিষের দল গায়ে পাঁক মেখে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে ; আর, ফাঁক্-ফাঁক্ গাছগুলও যেন এখন খুব নিবিড় বলে' মনে হচ্চে।

রাজা।—(সহর্ষে চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া) সখা, তুমি ঠিক্ লক্ষ্য করেছ। তাই বটে :—

প্রথমে পূরব-দিক্,
পরে পরে অন্য দিক্-চয়,
ক্রমে গিরি, তরু, পুরী,
—আচ্ছাদন করি' সমুদয়
হর-কণ্ঠ-দ্যুতি-হর
মহা ঘোর আঁধার গহন
ক্রমে হয়ে গাঢ়তর
লোক-দৃষ্টি করিল হরণ।

সখা, এখন আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিক্ দিয়ে মহারাজ, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) দেখুন মহারাজ, ঐ যেখানে মেলাই গাছপালায় অন্ধকারের পিণ্ডি পাকিয়ে আছে, ঐটি বোধ হয় "মকরন্দ" উদ্যান—কিন্তু এখন অন্ধকারে পথ কিছুই লক্ষ্য হচ্চে না।

রাজা।—(গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া) সখা, তুমি আগে চল—এ পথ আমার বেশ জানা আছে।

এই সেই চম্পকের শ্রেণী,
এই সে সুন্দর সিন্ধুবার,
নিবিড় বকুল-বীথী,
এই তো সে পাটলের সার।
নানাবিধ চিহ্ন হেরি',
করি নানা গন্ধের আঘ্রাণ,
দ্বিগুণ হোক্ না তম,
তবু পাব পথের সন্ধান।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—মাধবীলতা-মণ্ডপ

বিদূ।—আমরা মাধবীলতা-মণ্ডপেই এসেছি বটে। দেখুন না কেন, অলিকুল বকুলফুলে বসে' কেমন গুন্ গুন্ করে' গান করুচে; বকুলের সৌরভে চারিদিক্ কেমন আমোদিত হয়েছে; আর, এই মরকত-মণিময় মসৃণ শিলাতলের উপর চলে' কেমন আরাম বোধ হচ্চে। আপনি তবে এইখানে ততক্ষণ বসুন, আমি সাগরিকাকে দেবীর বেশ পরিয়ে এখনি এখানে নিয়ে আস্‌চি।

রাজা।—তুমি তবে শীঘ্র যাও।

বিদূ।—মহারাজ, অত উতলা হবেন না—আমি এলেম বলে'।

[প্রস্থান।

রাজা।—আচ্ছা, আমিও ততক্ষণ এই মরকত-শিলার বেদীর উপর বোসে প্রিয়ার প্রতীক্ষায় থাকি।

(উপবেশন করিয়া চিন্তিতভাবে)

অহো! নিজ গৃহিণী ছেড়ে নব রমণীর প্রতি কামী জনের কি আশ্চর্য্য পক্ষপাত! বোধ হয়, তার কারণ:—

সঙ্কেত-গামিনী নারী
সশঙ্কিতা হয়ে আসি' সঙ্কেতের স্থানে,
প্রেমের বিশদ দৃষ্টি
নাহি পারে নিঃক্ষেপিতে নায়ক-বয়ানে।
কণ্ঠ আলিঙ্গনকালে
না ছোঁয়ায় পয়োধর রসাবেশভরে,
যত্নে ধরি' রাখিলেও
বারম্বার তারা শুধু "যাই যাই" করে।
যদিও গো এইরূপ
রসভঙ্গ করে তারা হৃদয়-আতঙ্কে,
তবু তাই লাগে ভাল
—আরো যেন উত্তেজিত করে গো অনঙ্গে।

আঃ! বসন্তক এত বিলম্ব করুচে কেন? তবে কি দেবী বাসবদত্তা এ-সব বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেছেন?

দৃশ্য—রাজ-অন্তঃপুর

(বাসবদত্তা ও কাঞ্চন-মালার প্রবেশ)

বাস।—শোন্ কাঞ্চনমালা, আমার বেশ পরে' সত্যই কি সাগরিকা মহারাজের উদ্দেশে অভিসারে যাবে?

কাঞ্চ।—ঠাকুরুণের কাছে আমরা কি মিথ্যে বল্‌তে পারি? অত কথায় কাজ কি, চিত্রশালার দুয়োরের সাম্‌নে বসন্তকঠাকুর এখনো বসে আছে, তাকে দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পারবেন, আমাদের কথা সত্যি কি না।

বাস।—তবে চল্ সেইখানে যাই।

কাঞ্চ।—এই দিক্ দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—চিত্র-শালার দ্বারদেশ

বসন্তক মুড়িসুড়ি দিয়া মুখ ঢাকিয়া উপবিষ্ট।

বিদূ।—(কর্ণপাত করিয়া) চিত্রশালার দ্বারে যখন পদশব্দ শোনা যাচ্চে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হচ্চে, সাগরিকা এসেছে।

কাঞ্চ।—ঠাকুরুণ, এই চিত্র-শালা, এইখানে একটু অপেক্ষা করুন—আমি বসন্তককে একটু জানান্ দি। (হাতে তুড়ি দিয়া)

বিদূ।—(ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সহর্ষে অগ্রসর হ'য়া) সুসঙ্গতা, তোমার বেশটি তো ঠিক্ কাঞ্চন-মালার মত হয়েছে—এখন সাগরিকা কোথায় বল দেখি?

কাঞ্চ।—(অঙ্গুলীর দ্বারা প্রদর্শন) ঐ যে!

বিদূ।—বাঃ! এ যে পষ্ট দেবী বাসবদত্তা।

বাস।—(সভয়ে স্বগত) আমাকে চিন্‌তে পেরেছে না কি—তবে আমি যাই। (যাইতে উদ্যত)

বিদূ।—বলি ও সাগরিকা, কোথায় যাচ্ছ, এই দিকে এসো না।

বাস।—(হাসিয়া কাঞ্চনমালাকে অবলোকন)

কাঞ্চ।—(মুখ আড়াল করিয়া অঙ্গুলীর দ্বারা বিদূষককে তর্জ্জন) দেখ্ হতভাগা! যা বল্লি, তা যেন স্মরণ থাকে।

বিদূ।—সাগরিকা, চল চল—আর বিলম্ব না। ঐ দেখ, পূর্ব্বদিকে ভগবান্ চন্দ্রদেবের উদয় হচ্ছে।

বাস।—(ব্যস্তসমস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া) ভগবান্ শশাঙ্কদেব! তোমাকে প্রণাম করে' এই অনুনয় করি, আরও খানিকক্ষণ তুমি প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকো—আমি ওর ভাবগতিকটা একবার দেখে নি।

(সকলের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—মাধবী-লতামণ্ডপ

রাজা।—(উৎকণ্ঠিতচিত্তে স্বগত) এখনি প্রিয়ার সহিত মিলন হবে, তবু আমার মন কেন এত উৎকণ্ঠিত হচ্চে? অথবা—

মদনের তীব্র তাপে আদিতে যত না
নিকট হইলে আরো অধিক যাতনা।
প্রাবৃটে দিবস যবে আসন্ন-বর্ষণ,
আরো সমধিক তাপ করে উৎপাদন।

বিদূ।—(শুনিয়া) দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখা তোমার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে আস্তে আস্তে কি কথা বল্‌চেন শোনো। তুমি এখানে দাঁড়াও, আমি ওঁকে জানিয়ে আসি, তুমি এসেছ।

বাস।—(মাথা নাড়িয়া ইঙ্গিতে সম্মতি দান)

বিদূ।—(রাজার নিকট আসিয়া) মহারাজ, আর দেখ্‌চেন কি, আমি সাগরিকাকে এনেছি।

রাজা।—(সহর্ষে সহসা উত্থান করিয়া) কোথায় তিনি?—কোথায় তিনি?

বিদূ।—(সভ্রূভঙ্গে) ঐ যে।

রাজা।—(অগ্রসর হইয়া) প্রিয়ে সাগরিকে!

শীতাংশু বদন তব
উৎপল-নয়ন, পাণি পঙ্কজের সম,
রম্ভাগর্ভ উরু-যুগ,
ও তোমার বাহু দুটি মৃণাল-উপম।
সন্তাপ-হারিণি অয়ি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরি!
অসঙ্কোচে আলিঙ্গন দেও শীঘ্র করি'।
অনঙ্গ-তাপেতে এবে দহে মোর চিত,
আলিঙ্গন-দানে তাপ কর নির্ব্বাপিত।

বাস।—(সাশ্রুলোচনে, মুখ ফিরাইয়া) দেখ্ কাঞ্চনমালা, উনি নিজমুখে এই রকম করে' বল্লেন, আবার না জানি কোন্ মুখে আমার সঙ্গে কথা কবেন। আশ্চর্য্য!

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া) ঠাক্‌রুণ, এই যখন কর্‌তে পার্‌লেন, তখন নির্লজ্জ পুরুষদের কোনও কাজই অসাধ্য নেই।

বিদূ।—দেখ সাগরিকা, প্রিয়সখার সঙ্গে মন খুলে আলাপ কর্‌চ না কেন? এখনও সেই নিত্য-রুষ্টা দেবী বাসবদত্তার দুর্ব্বচনে প্রিয়সখার কাণ ঝালাপালা হয়ে আছে, এখন তোমার মিষ্টি কথা শুন্‌লে ওঁর কাণ জুড়িয়ে যাবে।

বাস।—(মুখ ফিরাইয়া, রাগের হাসি মুখে ব্যক্ত করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা! আমিই কটুভাষিণী, আর বসন্তক ঠাকুরের কথা বড় মিষ্টি।

কাঞ্চ।—(মুখ ফিরাইয়া অঙ্গুলীর দ্বারা তর্জ্জন করত) হতভাগা! এ কথাটাও মনে থাকে যেন!

বিদূ।—(দেখিয়া) সখা, দেখ দেখ, কুপিত কামিনীর কপোলের মত, কেমন পূর্ব্বদিকে ভগবান্ শশাঙ্ক দেবের উদয় হয়েছে।

রাজা। (নিরীক্ষণ করিয়া ব্যগ্রভাবে) প্রিয়ে, দেখ দেখ:—

ও তব বদন-চাঁদ
এ চাঁদের মুখ-কান্তি সরবস্ব করেছে হরণ।
প্রতীকার তরে তাই
ঊর্দ্ধবাহু নিশানাথ শৈলশিরে করে আরোহণ॥

কিন্তু এইরূপ উদয় হয়ে উনি কি আপনারই মূঢ়তা প্রকাশ কর্‌চেন না?

ও চন্দ্র-বদন তব
করে না কি পদ্ম-প্রভা ম্লান?
জগজন-চিত্ত-মাঝে
করে না কি আনন্দ-বিধান?
মদনের উদ্দীপন
হয় না কি তব দরশনে?
অমৃতের দর্প যদি
নিশানাথ করে মনে মনে
তাহাও তো আছে জানি
ওই তব বিম্বাধর-কোণে।

বাস।—(সরোষে অবগুণ্ঠন অপসারিত করিয়া) মহারাজ, সত্যই আমি সাগরিকা, সাগরিকা-চিন্তায় উন্মত্ত হয়ে তুমি এখন সকলই সাগরিকাময় দেখ্‌চ।

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া মুখ ফিরাইয়া) কি সর্ব্বনাশ! এ যে দেবী বাসবদত্তা, এ কি ব্যাপার সখা?

বিদূ।—(সবিষাদে) আর কিছুই নয়—এখন আমারই প্রাণ-সংশয় উপস্থিত।

রাজা।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া উপবেশন) প্রিয়ে বাসবদত্তে! রাগ কোরো না—লক্ষীটি, রাগ কোরো না।

বাস।—(সম্মুখে অশ্রুপাত করিয়া) ছি! মহারাজ, আমাকে ও কথা বোলো না—ও সব কথা আর একজনকে বল। ও কথা আমাকে বলা শোভা পায় না।

বিদূ।—(স্বগত) ও কথার উত্তরে কি বলি এখন —আচ্ছা, এই বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেবি, আপনি অতি উদার-চরিত্র, সখার এই প্রথম অনুরোধটি অনুগ্রহ করে' মার্জ্জনা করুন।

বাস।—দেখ বসন্তক ঠাকুর, মহারাজের এই প্রথম মিলনের সময়ে বাধা দিয়ে আমিই অপরাধী হয়েছি, ওঁর তো কোন অপরাধ নেই।

রাজা।—আমার অকার্য্যটি স্বচক্ষে দেখেছেন, এখন কি বলি, যা হোক, তবু একটা কথা বলে' দেখি। দেবি!

আমি অপ্রতিভ লাজে, চরণে মস্তক পাতি'
লাক্ষা-জাত তাম্ররাগ এখনি গো মুছাব যতনে,
কোপ-রাহু-গ্রাসে তাম্র তব মুখচন্দ্র-ভাতি,
তাহাও হরিতে পারি, যদি চাহ করুণ-নয়নে।

(পদতলে পতন)

বাস।—(হস্ত দ্বারা নিবারণ করিয়া) ও কি মহারাজ—ওঠ ওঠ, সে অতি নির্লজ্জ, যে আর্য্যপুত্রের-হৃদয়ের ভাব জেনেও আবার রাগ করে; নাথ, তুমি সুখে থাকো, আমি চল্লেম। (যাইতে উদ্যত)

কাঞ্চ।—ঠাক্‌রুণ, ক্ষান্ত হোন্, মহারাজ পায়ে পড়লেন, আর কি রাগ কর্‌তে আছে? মহারাজকে এই অবস্থায় রেখে চলে' গেলে শেষে আবার কষ্ট পাবেন।

বাস।—দূর হ, তুই ভারি নির্ব্বোধ! পরে আবার কিসের কষ্ট? চল্ তবে এখন যাওয়া যাক্।

[প্রস্থান।

রাজা।—দেবি! আমার পরে একটু প্রসন্ন হও ("আমি অপ্রতিভ লাজে" ইত্যাদি পুনঃ পঠন।)

বিদূ।—এখন উঠুন, দেবী বাসবদত্তা চলে' গেছেন, এখন আর কেন মিছে অরণ্যে রোদন করেন?

রাজা।—(মুখ তুলিয়া) এ কি! প্রসন্ন না হয়েই দেবী চলে' গেলেন?

বিদূ।—এ তাঁর প্রসন্নভাব নয় তো কি। এখনও যে আমরা অক্ষতশরীরে আছি, এতেই তাঁর যথেষ্ট প্রসন্নতা প্রকাশ পাচ্ছে।

রাজা।—দূর মূর্খ! তুই আবার উপহাস কর্‌চিস্? তো হ'তেই তো এই সব বিপদ উপস্থিত হ'ল!

দিন দিন প্রণয়ের আদর-যতনে
প্রীতি যাঁর উঠিয়াছে চূড়ান্ত সীমায়,
সেই তিনি দেখিলেন আপন নয়নে
অকৃত-পূরব মোর অকার্য্যটি হায়!
সহিতে না পারি' ইহা
প্রিয়া করিবেন আজি প্রাণ বিসর্জ্জন,
বড়ই অসহ্য হয়
উচ্চতম প্রণয়ের দারুণ পতন।

বিদূ।—দেবী যেরূপ রুষ্ট হয়েছেন, তাতে তিনি কি করেন বলা যায় না। আমার মনে হয়, সাগরিকার প্রাণ বাঁচানো দুষ্কর হবে।

রাজা।—সখা আমিও তাই ভাবচি। হা প্রিয়ে সাগরিকে!

(বাসবদত্তা-বেশধারিণী সাগরিকার প্রবেশ)

সাগ। —(উদ্বেগ সহকারে) ভাগ্যি আমি মহি-র বেশভূষা পরেছিলেম, তাই সঙ্গীত-শালা হ'তে রিয়ে আস্‌তে পেরেছি, কেউ আমাকে দেখ্‌তে ায় নি। যা হোক্, এখন কি করি? (সাশ্রুনয়নে ন্তা)

বিদূ।—মহারাজ! অমন মূঢ়ের মত হতবুদ্ধি ়ে আছেন কেন? একটা প্রতীকারের উপায় ন্তা করুন।

রাজা।—সেই বিষয়ই তো চিন্তা কর্‌চি। দেবীর সন্নতা ভিন্ন আর অন্য কোন উপায় দেখিনে। খন তবে চল, সেইখানেই যাওয়া যাক্। পরিক্রমণ)

সাগ।—(সাশ্রুলোচনে মনে মনে বিচার) বরং ্বন্ধনে প্রাণ-ত্যাগ কর্‌ব, তবু অভিসারের ান্ত দেবী জান্‌তে পেরেছেন জেনেও সুসঙ্গতার ় অপমানিত হয়ে জীবন ধারণ কর্‌ব না। এখন ে অশোক-তলায় গিয়ে আমার মনের বাসনা ্ করি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(শুনিয়া) একটু থামুন, একটু থামুন, ার যেন পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে। আমার াধ হচ্চে, দেবীর অনুতাপ হওয়ায় আবার এখানে াসেছেন।

রাজা।—সখা, আমি জানি, দেবীর উদার অন্তঃ-রণ, দেখ দিকি তাই বা যদি হয়।

বিদূ।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

সাগ।—(অগ্রসর হইয়া) এই মাধবীর লতায় স তৈরী করে' অশোকগাছে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ রি। পিতা, তুমি কোথায়—মা, তুমি কোথায়? ই হতভাগিনী অনাথা তোমাদের কাছে জন্মের মত দায় নিচ্চে।

বিদূ।—(দেখিয়া) এ আবার কে? এই যে বী বাসবদত্তা। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে) ারাজ, রক্ষা করুন রক্ষা করুন, দেবী বাসবদত্তা দ্ধনে আত্মহত্যা কর্‌চেন।

রাজা। —(ব্যস্তসমস্তভাবে অগ্রসর হইয়া) সখা, াথায় তিনি—কোথায় তিনি?

বিদূ।—ঐ যে।

রাজা।—(কণ্ঠ হইতে ফাঁস সরাইয়া) এ কি ভয়া-নক দুঃসাহসের কাজ! এ অকার্য্য কেন কর্‌চ প্রিয়ে?

তব কণ্ঠে পাশ হেরি' প্রাণ মোর হ'ল কণ্ঠগত,
স্বার্থ-চেষ্টা পরিহরি' এ কার্য্যেতে হও গো বিরত।

সাগ —(রাজাকে দেখিয়া) ও মা! এই যে মহারাজ! (সহর্ষে স্বগত) এ কি! এঁকে দেখে যে আবার আমার বাঁচ্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে।—না না, তা কখনই হবে না। যা হোক্, এই শেষ দেখা দেখে নিলেম—কৃতার্থ হ'লেম—এখন সুখে মর্‌তে পারব। (প্রকাশ্যে) ছাড় মহারাজ, আমাকে ছাড়। এ অভাগিনী পরাধীনা, মরবার এমন অবসর আর পাব না। তুমিও মহারাজ দেবীর নিকট আপনাকে আর অপরাধী কোরো না (পুন-র্ব্বার কণ্ঠে ফাঁস লাগাইতে উদ্যত)

রাজা।—(সহর্ষে নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! আমার প্রিয়া সাগরিকা যে! (কণ্ঠ হইতে ফাঁস অপসারিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ)

ক্ষান্ত হও দুঃসাহসে—এ নহে উচিত,
লতা-পাশ কণ্ঠ হ'তে ত্যজহ ত্বরিত।
শোনো ওগো প্রাণেশ্বরি
তব কণ্ঠে পাশ হেরি' যায় বুঝি এ মোর জীবন
ক্ষণতরে মোর কণ্ঠে
তব বাহুপাশ দিয়া নিবারো গো তাহারে এখন

(বাহুপাশে কণ্ঠ জড়াইয়া স্পর্শসুখ অভিনয় পূর্ব্বক বিদূষকের প্রতি) সখা, একেই বলে "বিনা মেঘে বর্ষণ"।

বিদূ।—এইরূপই হয়ে থাকে। তবে কি না, দেবী বাসবদত্তা অকাল-বাদলের মত এসে পড়লে এমনটি আর হয় না।

(বাসবদত্তা ও কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

বাস।—ওলো কাঞ্চনমালা, অমন করে' মহা-রাজ আমার পায়ে পড়লেন, তবু তা ভ্রূক্ষেপ না করে' চলে' এলেম—এখন মনে হচ্চে, কাজটা বড় নিষ্ঠুর হয়েছে। তাই একবার নিজে গিয়ে তাঁর সাধ্য-সাধনা কর্‌ব মনে করচি।

কাঞ্চন।—এমন কথা দেবী নৈলে আর কে বল্‌তে পারে? বরং মহারাজ দুর্জ্জনের মত ব্যবহার

কর্‌তে পারেন—কিন্তু দেবী তা কখনই পারেন না।—এই দিক্ দিয়ে দেখি, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

রাজা।—অয়ি সরলে! এখনও আমার প্রতি উদাসীন?—আমার মনের বাসনা পূর্ণ করবে না?

কাঞ্চ।—(কাণ পাতিয়া) ঠাকুরুণ! নিকটে মহারাজের কথা শুনতে পাচ্চি, বোধ হয়, তিনিও আবার সাধ্য সাধনার জন্য এখানে এসেছেন। তবে ঠাকুরুণ, এইবার এগিয়ে চলুন!

বাস।—(সহর্ষে) আচ্ছা, উনি না জান্‌তে পারেন, আস্তে আস্তে পিঠের দিকে গিয়ে, গলা জড়িয়ে ধরে' ওঁকে সান্ত্বনা করি।

বিদূ।—ওগো সাগরিকা, চুপ করে' আছ কেন, এখন প্রাণ খুলে মহারাজের সঙ্গে কথা কও না।

বাস।—(শুনিয়া সবিষাদে) কাঞ্চনমালা! এই যে, সাগরিকাও এইখানে আছে দেখ্‌চি। আগে সব শোনা যাক, তার পর ওখানে যাওয়া যাবে এখন। (তথা করণ)

সাগ।—মহারাজ, তোমার এ মিথ্যা আদর দেখিয়ে কাজ কি? তোমার প্রাণাধিকা মহিষীর কাছেই বা আপনাকে কেন আবার অপরাধী করবে বল দেখি?

রাজা।—দেখ, সাগরিকা, তুমি যা বল্‌চ, তা ঠিক্ নয়। কেন না—

শ্বাস-প্রশ্বাসের ভরে
কাঁপিলে সে কুচ-যুগ কাঁপি গো অমনি,
মৌন যদি দেখি তাঁরে
সবিনয়ে প্রিয়ভাষে তুষি গো তখনি,
ভ্রূভঙ্গ দেখিলে মুখে
অমনি চরণে তাঁর হই গো পতন,
রাখিতে মহিষী-মান
স্বভাবত করি তাঁর শুশ্রূষা-যতন।
প্রণয়-বন্ধন-হেতু
সেই অনুরাগ মোর হয়েছে বর্দ্ধিত
সেই সে প্রকৃত প্রেম
একমাত্র তোমা পরে করেছি স্থাপিত।

বাস।—(নিকটে আসিয়া সরোষে) মহারাজ! এ কথা তোমারি যোগ্য বটে!

রাজা।—(দেখিয়া অপ্রতিভভাবে) দেবি, আমাকে অকারণে কেন তিরস্কার কচ্চ? বেশ-সাদৃশ্যে প্রতারিত হয়ে, তোমাকে মনে করেই এখানে এসেছিলেম, আমাকে ক্ষমা কর। (চরণে পতন)

বাস।—(সরোষে) ও কি কর মহারাজ—ওঠো ওঠো! এখনও কি মহিষীর মান রাখ্‌বার জন্য এই কষ্ট কচ্চ?

রাজা।—(স্বগত) দেবী এ কথাটাও শুনেছেন দেখ্‌চি। তবে এখন নিরুপায়—উনি যে আবার প্রসন্ন হবেন, এ আশাও আর নাই।

(অধোমুখে অবস্থান)

বিদূ।—দেবি! বেশ-সাদৃশ্য দেখে মনে করে-ছিলেম, আপনিই বুঝি আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন, তাই সখাকে আমিই এখানে ডেকে এনেছিলেম। যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তো এই লতার ফাঁসটি দেখুন। (লতাপাশ প্রদর্শন)

বাস।—(সকোপে) ওলো কাঞ্চনমালা, এই লতাপাশ দিয়ে এই ব্রাহ্মণটাকে বেঁধে নিয়ে আয় তো, আর ঐ দুষ্ট মেয়েটাও যেন আগে আগে যায়।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা ঠাকুরুণ (বসন্তকের গলায় লতাপাশ বাঁধিয়া তাড়না) হতভাগা এখন আপ-নার কুকার্য্যের ফলভোগ কর্। "দেবীর দুর্ব্বচনে কাণ ঝালাপালা হয়ে আছে" তখন যে বলিছিলি, এখন সে কথা মনে পড়ে তো? সাগরিকা, তুমিও আগে আগে চল।

সাগ।—(স্বগত) হায়! আমি কি পাপিষ্ঠ, ইচ্ছা-সুখে মর্‌তে পেলেম না?

বিদূ।—(সবিষাদে) মহারাজ! দেবীর আদেশে বন্ধন-দশায় পড়েছি—এই অনাথ ব্রাহ্মণকে যেন মনে থাকে। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত)

(বাসবদত্তা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সাগরিকা ও বসন্তককে ধৃত করিয়া কাঞ্চন-মালার সহিত প্রস্থান।)

রাজা।—(সখেদে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দীর্ঘকাল রোষহেতু দেবীর বদনে
নাহি আর সে মধুর মৃদু-স্নিগ্ধ হাসি,
সাগরিকা ত্রস্তা অতি দেবীর তর্জ্জনে,
বসন্তকে লয়ে গেল বাঁধি' গলে ফাঁসি।
সবারই বেদনা প্রাণে যারই মুখে চাই,
ক্ষণকাল তরে হৃদে শান্তি নাহি পাই।

তবে আর এখানে থেকে কি ফল, এখন অন্তঃ-
ই যাই। দেখি দেবীকে যদি আবার প্রসন্ন
তে পারি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য।—অন্তঃপুর

রত্নমালা-হস্তে সাশ্রুলোচনে সুসঙ্গতার প্রবেশ)

সুসং।—(করুণভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হা
াসখি সাগরিকা! তুমি এমন লজ্জাবতী, সখী-
বৎসলা, উদার-চরিত্র, সৌম্যদর্শনা, তুমি কোথায়
ল?—আমার কথার উত্তর দেও। (রোদন)
(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন ও নিঃশ্বাস ফেলিয়া)
র পোড়া বিধি! তুই কি নিষ্ঠুর!—এমনতর
মান্য রূপলাবণ্য দিয়ে যদি তাকে প্রথমে নির্ম্মাণ
লি, তবে আবার তার এরূপ অবস্থা কেন কর্‌লি
দিকি? প্রিয়সখী সাগরিকা জীবনে হতাশ হয়ে
রত্নমালাটি আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছে;
। আমাকে বলে' দিয়েছে, কোন একজন ব্রাহ্মণকে
ট দান কর্‌বে। এখন তবে একজন ব্রাহ্মণের
ষণ করি।

(হৃষ্ট হইয়া বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—হি হি হি হি! আজ প্রিয়সখা দেবী
বদত্তাকে প্রসন্ন করেছেন; তাই দেবী তুষ্ট হয়ে
ার বন্ধন মোচন করে', স্বহস্তে মেঠাই মণ্ডা দিয়ে
ার উদরটি পরিপূর্ণ করেছেন; আর, এই এক
ম পট্টবস্ত্র, আর এই কাণের অলঙ্কারটিও দিয়ে-
। এখন তবে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে
। (পরিক্রমণ)

সুসং।—(রোদন করিতে করিতে সহসা নিকটে
সিয়া) ওগো বসন্তক ঠাকুর, একটু দাঁড়াও দিকি।

বিদূ।—(দেখিয়া) এ কি! সুসঙ্গতা যে! এখানে
চ কেন? সাগরিকা কি আত্মঘাতী হয়েছে?

সুসং।—কি হয়েছে বলি শোনো। বেচারা
রিকাকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন,
রূপ একটা জনরব রাষ্ট্র করে' দিয়ে, অর্দ্ধ-রাত্রিতে
কোথায় যে তাকে নিয়ে গেলেন, কিছুই বল্‌তে
পারি নে।

বিদূ।—(সোদ্বেগে) হা! সাগরিকা, তোমার
কি অসামান্য রূপলাবণ্য, আহা, তোমার মুখের কি
মৃদু-মৃদু মধুর কথা, তুমি এখন কোথায় গেলে?
একবারটি আমার কথার উত্তর দেও। ওঃ! দেবী
কি নিষ্ঠুর কাজই করেছেন!

সুসং।—দেখ বসন্তক ঠাকুর, প্রিয়সখী জীবনে
হতাশ হয়ে এই রত্নমালাটি আমার হাতে দিয়ে বল্লেন,
এইটি বসন্তক ঠাকুরকে দিও। তা তুমি এই রত্ন-
মালাটি গ্রহণ কর।

বিদূ।—(সাশ্রুলোচনে সকরুণভাবে কর্ণ আচ্ছা-
দন করিয়া) সুসঙ্গতে! তোমার ও কথা শুনে
রত্নমালাটি নিতে কি আর হাত সরে?

(উভয়ে রোদন)

সুসং।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) না, তা হবে না
ঠাকুর, অনুগ্রহ করে' এটি গ্রহণ কর্‌তেই হবে।

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা দেও, মহারাজ
সাগরিকার বিরহে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন, এইটি
দেখ্‌লেও কতকটা তাঁর সান্ত্বনা হবে।

সুসং।—(বসন্তকের হস্তে রত্নমালা প্রদান)

বিদূ।—(গ্রহণ করত নিরীক্ষণ করিয়া সবিস্ময়ে)
তিনি এই রত্নমালাটি কোথায় পেলেন বল্‌তে পার?

সুসং।—ঠাকুর, আমারও কৌতূহল হওয়ায়
আমি তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেম।

বিদূ।—তাতে তিনি কি বল্লেন?

সুসং।—তাতে সখী ঊর্দ্ধদিকে চোখ করে',
নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বল্লেন, "সুসঙ্গতে, এখন
তোমার এ কথায় প্রয়োজন কি"—এই বলে' কাঁদ্‌তে
লাগ্‌লেন।

বিদূ।—যদিও সাগরিকা নিজ মুখে বলেন নি,
তবু এই বহুমূল্য দুর্ল্লভ অলঙ্কারটি দেখে মনে হয়,
তিনি সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভবা। সুসঙ্গতে, মহারাজ এখন
কোথায় বল দিকি?

সুসং।—দেখ ঠাকুর, মহারাজ এইমাত্র দেবীর
মহল থেকে বেরিয়ে স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে গেলেন।
আচ্ছা ঠাকুর, তুমি এখন যাও। আমিও দেবীর
সেবায় চল্লেম। [প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য।—স্ফটিক-শিলা-মণ্ডপে
রাজা আসীন।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া)

কত রূপ ছল করি'
তাঁর কাছে শপথ করিনু শত শত,
যোগাইয়া মন তাঁর
প্রিয়-বাক্য বলি' তাঁরে তুষিলাম কত,
অপ্রতিভ কত যেন
তাঁহার চরণ-তলে হইনু পতন,
সখীরা বলিল কত
তবু তাঁর প্রসন্নতা পেনু না তখন।
রোদন করিয়া এবে
অশ্রুজলে কোপ দেবী করিলা ক্ষালন॥

(সোৎকণ্ঠে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) দেবী তো এখন প্রসন্ন হয়েছেন, এখন কেবল সাগরিকার চিন্তাতেই আমার মন ব্যাকুল।

পঙ্কজ-কোমল-তনু সেই মোর প্রিয়া,
আলিঙ্গিনু তারে নব অনুরাগ-ভরে,
দ্রব হয়ে মদনের শর-ছিদ্র দিয়া
পশিল সে তনু যেন প্রাণের ভিতরে।

(চিন্তা করিয়া) হায়! আমার বিশ্রাম-স্থান যে বসন্তক, তাকেও দেবী আট্‌কে রাখ্‌লেন—এখন তবে কার কাছে অশ্রু মোচন করি?

(বসন্তকের প্রবেশ)

বস।—(পরিক্রমণ করত অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এই যে আমার প্রিয়সখা—উৎকণ্ঠায় ক্ষীণ হয়ে, মুখশ্রীর লাবণ্য যেন দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মত আরও বৃদ্ধি হয়েছে—এইবার তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্! দেবীর হাতে পড়েও আপনাকে যে আবার চক্ষে দেখ্‌তে পেলেম, এই আমার পরম ভাগ্যি।

রাজা।—(দেখিয়া) এই যে, বসন্তক এসেছ যে; এসো সখা, আমাকে আলিঙ্গন কর।

বিদূ।—(আলিঙ্গন করিয়া) দেখুন মহারাজ, দেবী আমার পরে আজ বড় প্রসন্ন।

রাজা।—তোমার বেশভূষাতেই দেবীর প্রসন্নতার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এখন বল দিকি, সাগরিকার সংবাদ কি?

বিদূ।—(অপ্রতিভভাবে অধোমুখে অবস্থান

রাজা।—সখা, বল্‌ছ না যে?

বিদূ।—অপ্রিয় সংবাদ, তাই বল্‌তে পারচি মহারাজ।

রাজা।—(সোদ্বেগে শশব্যস্ত হইয়া) অপ্রি কিরূপ সখা? তবে কি সত্যই প্রিয়তমা প্রাণত্যা করেছেন? হা! প্রিয়ে সাগরিকে! (মূর্চ্ছা)

বিদূ।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) মহারাজ, শান্ত হোন্, শান্ত হোন্।

রাজা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সাশ্রুলোচনে)

বলি শোন্ প্রাণ ওরে!
যা চলি' ছাড়িয়া মোরে—নরাধম আমি,
গেল যেথা প্রিয়া মোর
দয়া করি' শীঘ্র তাঁর হ রে অনুগামী।
না যাস্ যদি রে মূঢ়,
পড়ে' থাক্ হেথা হয়ে ব্যর্থ-মনোরথ,
গজেন্দ্র-গামিনী ধনী
এতক্ষণে গেল চলি' বহুদূর পথ।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, অন্য কিছু ভাব্‌বেন্ না, সে হতভাগিনীকে দেবী উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, এইরূপ লোকমুখে শোনা যাচ্চে, তাই বল্‌ছিলাম অপ্রিয় সংবাদ।

রাজা।—কি? উজ্জয়িনীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন? আশ্চর্য্য! আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি দেবীর ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই। সখা, কে তোমাকে এ কথা বল্লে?

বিদূ।—সুসঙ্গতা। তা ছাড়া, সাগরিকা এই রত্নমালাটি কি উদ্দেশে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তা জানি নে।

রাজা।—আর কি উদ্দেশ্য—আমার সান্ত্বনার জন্য পাঠিয়েছেন। আচ্ছা সখা, দেও দিকি দেখি।

বিদূ।—(রত্নমালা প্রদান)

রাজা।—(গ্রহণ করত রত্নমালাটি নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়ে স্থাপন)

কণ্ঠ-আলিঙ্গন লভি'
পুন সেই কণ্ঠ হ'তে হয়েছে স্খলিত,
তুল্যাবস্থা কি না মোর,
তাই সখী-সম মোরে করে আশ্বাসিত।

সখা, এইটি তুমি গলায় পর, তা দেখেও আমার কটা সান্ত্বনা হবে।

বিদু।—যে আজ্ঞে মহারাজ! (কণ্ঠে পরিধান)

রাজা।—(সাশ্রুলোচনে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) সখা, য়ার সঙ্গে আমার আর এ জন্মে দেখা ব না।

বিদু।—(সভয়ে চারিদিক অবলোকন করিয়া) রাজ, অত চেঁচিয়ে কথা কবেন না; কি জানি, ীর লোকজন যদি এখানে কেউ থাকে।

(বেত্র-হস্তা প্রতীহারী বসুন্ধরার প্রবেশ)

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় ক্। সেনাপতি রুমণ্বানের ভাগিনেয় বিজয়বর্ম্মা একটা কথা নিবেদন কর্‌বার জন্য দ্বারে উপস্থিত।

রাজা।— তাঁকে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

বসু।—যে আজ্ঞে মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া য়বর্ম্মার সহিত পুনঃ প্রবেশ) মহারাজ, বিজয়বর্ম্মা সছেন (বিজয়বর্ম্মার প্রতি) মহাশয়, আপনি রাজের সম্মুখে এগিয়ে যান।

বিজয়।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় ক্! সৌভাগ্যক্রমে রুমণ্বান্ বিজয়ী হয়েছেন।

রাজা।—(পরিতুষ্ট হইয়া) বিজয়বর্ম্মন্! কোশল-্য কি জয় হয়েছে?

বিজয়।—আজ্ঞা হাঁ, মহারাজের প্রবলপ্রতাপে হয়েছে।

রাজা।—সাধু রুমণ্বান্ সাধু! অতি অল্পসময়ের াই তুমি একটি বৃহৎ কার্য্য সমাধা করেছ। বিজয়-্, এখন বল, আমি আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত তে চাই।

বিজয়।—মহারাজ, শ্রবণ করুন। আমরা প্রথমে মহারাজের আদেশ-অনুসারে এখান হ'তে নির্গত। তার পর, কিছু দিনের মধ্যেই বহুসংখ্যক গজ--পদাতি প্রভৃতির দুর্জ্জয় বৃহৎ সৈন্য সঙ্গে নিয়ে, ানে কোশল-রাজ অবস্থিতি করছিলেন, সেই গিরি দুর্গের দ্বার অবরোধ করে' সেইখানেই -সন্নিবেশ করা গেল।

রাজা।—তার পর?—তার পর?

বিজয়।—তার পর, রুমণ্বানের এই আক্রমণ-া নিতান্ত অসহ্য হওয়ায়, কোশল-রাজ মহা দর্পে -ভূয়িষ্ঠ নিজ অসংখ্য সৈন্য সজ্জিত করলেন।

বিদু।—ওগো চট্‌পট্ করে' বলে' ফ্যালো না, আমার বুকটা যে ধড়াস্ ধড়াস্ করচে।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিজয়।—তার পর কোশল-রাজ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে

বিন্ধ্য হ'তে বাহিরিয়া
করিতে সম্মুখ-যুদ্ধ হৈলা উপস্থিত,
অসংখ্য পদাতি-গজে
দ্বিতীয় বিন্ধ্যের সম করিলা বেষ্টিত।
হেনকালে রুমণ্বান্
গজ-পৃষ্ঠে শত্রু-মাঝে পড়িলা ঝাঁপিয়া,
মদমত্ত গজরাজ
চলিল অরাতি-দলে চরণে দলিয়া।
হানিতে হানিতে বাণ
জয়াশায় রুমণ্বান্ চলিলেন রুখে,
মুহূর্ত্তের মাঝে তিনি
হইলেন উপস্থিত নৃপতি-সম্মুখে।
শস্ত্রাঘাতে শিরস্ত্রাণ করি' লণ্ডভণ্ড,
শত্রু-মুণ্ড মুহূর্ত্তে করিলা খণ্ড খণ্ড!
রক্তনদী বহে গেল, অস্ত্র-ঝন্‌ঝনা,
ছুটিল কবচ হ'তে আগুনের কণা,
মুখ্য-সৈন্য হ'লে নষ্ট, আহ্বানিলা নৃপে দর্প-ভরে—

রাজা।—কি বলিলে?—মুখ্য সৈন্যনষ্ট মোর
সম্মুখ-সমরে?

বিজয়।—একা বধিলেন সেই গজারোহী ভূপে
শত শরে॥

বিদু।—জয় মহারাজের জয়! আমাদের জয়—আমাদের জয়! (নৃত্য)

রাজা।—সাধু কোশল-পতি সাধু! শ্লাঘ্য তোমার মৃত্যু, যখন শত্রুরাও তোমার এইরূপ পৌরুষের প্রশংসা কর্‌চে। তার পর—তার পর?

বিজয়।—মহারাজ! তার পর রুমণ্বান্ আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়বর্ম্মাকে কোশল-রাজ্যে স্থাপন করে', শস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হস্তিভূয়িষ্ঠ অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে ধীরে ধীরে এই দিকে যাত্রা কর্‌লেন। বোধ করি, তিনি আগতপ্রায়।

রাজা।—বসুন্ধরে, যৌগন্ধরায়ণকে বল, বিজয়-বর্ম্মাকে আমার প্রসাদ-স্বরূপ যথোচিত পারিতোষিক যেন তিনি প্রদান করেন।

বসু।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[বিজয়বর্ম্মার সহিত প্রস্থান।

(কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কাঞ্চ।—দেবী আমাকে এই কথা বল্লেন যে, "যাও কাঞ্চনমালা, এই যাদুকরকে মহারাজের কাছে নিয়ে যাও" (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এই যে মহারাজ। এখন তবে ঐখানে এগিয়ে যাই।

(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! মহারাজ, দেবী আমাকে এই আজ্ঞা কর্লেন, "উজ্জয়িনী থেকে সম্বর-সিদ্ধি নামে একজন যাদুকর এসেছে, তা কাঞ্চনমালা, তুমি তাকে নিয়ে গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেও।" তাই মহারাজ, আমি এসেচি।

রাজা।—যাদুকরকে শীঘ্র নিয়ে এসো, আমার তাকে দেখ্‌তে ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া চামর-ধারী যাদুকরকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

কাঞ্চ।—এই দিকে মহাশয়, এই দিকে।

যাদুকর।—(পরিক্রমণ)

কাঞ্চ।—ইনিই মহারাজ সেই যাদুকর। (যাদুকরের প্রতি) আপনি মহারাজের সাম্‌নে এগিয়ে যান।

যাদুকর।—(সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! (ময়ূরপুচ্ছের চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে বিবিধ প্রকারে হাস্য করিয়া)

যাঁহার প্রসাদে লাভ করিয়াছি ঐন্দ্রজাল নাম,
যাঁহার প্রসাদে এবে সুপ্রতিষ্ঠ মোর যশোমান,
সেই ইন্দ্রে "সম্বর" অসুরে দোঁহে করি গো প্রণাম।

মহারাজ আজ্ঞা করুন কি কর্‌তে হবে—

ধরায় শশাঙ্ক কিম্বা ব্যোমে গিরিরাজ,
সলিলে অনল কিম্বা মধ্যাহ্নেতে সাঁঝ,
বলুন কি ঘটাব বলুন মহারাজ,
এখনি হইবে সিদ্ধ নিমিষের মাঝ।

অথবা :—

বহু বাক্য আড়ম্বরে কিবা বল কাজ?
যা কিছু হৃদয়ে বাঞ্ছা দেখিবারে আজ

বিদূ।—মহারাজ, মনোযোগ দিয়ে দেখুন। যেরূপ বাক্যাড়ম্বর দেখ্‌ছি, ও তো সবই কর্‌তে পারে।

রাজা।—দেখ বাপু, তুমি একটু অপেক্ষা কর। কাঞ্চনমালা, তুমি দেবীকে গিয়ে বল, "তোমার সেই যাদুকরটি এসেছে—আর এখানকার সমস্ত লোকজনকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—তুমি এখানে এসো, দুজনে আমরা একত্র বোসে এই ভোজবাজি দেখ্‌ব"।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (প্রস্থান করিয়া বাসবদত্তার সহিত প্রবেশ)

বাস।—দেখ কাঞ্চনমালা, যাদুকরটি উজ্জয়িনী থেকে এসেছে বোলেই ওর উপর আমার এত টান্।

কাঞ্চ।—বাপের বাড়ীর লোকদের উপর ঠাক্‌রুণের খুব আদর-যত্ন আছে কি না, তাই। এই দিক দিয়ে ঠাক্‌রুণ, এই দিক্ দিয়ে।

কাঞ্চ।—মহারাজ, দেবী এসেছেন। (বাসবদত্তার প্রতি) আসুন দেবি!

বাস।—(সম্মুখে আসিয়া) জয় হোক্!

রাজা।—দেবি! এ লোকটা তো নানাপ্রকার আস্ফালন কর্‌চে—এসো এখন এইখানে বোসে ওর কাণ্ড-কারখানা সব দেখা যাক্।

বাস।—(উপবেশন)

রাজা।—বাপু, এইবার তবে ভোজ-বাজি আরম্ভ করে' দেও।

যাদুকর।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করত চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে)

হরিহর ব্রহ্মা আদি যত দেবগণ,
আর ওই দেবরাজে করি যে দর্শন।
সিদ্ধ বিদ্যাধর আদি, সুর-বধূ-সাথে
ওই দেখ শূন্যে সব নৃত্যামোদে মাতে।

(সকলের সবিস্ময়ে দর্শন)

রাজা।—(ঊর্দ্ধে দেখিয়া আসন হইতে অবতরণ) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিদূ।—বাহবা! বাহবা!

রাজা।—দেবি,
ওই দেখ ব্রহ্মা বসি' সরোজ-আসনে,
শশাঙ্ক-শেখর ওই শঙ্কর গগনে।

ওই ইন্দ্র ঐরাবতে—আর যত সুর
নাচে সুরাঙ্গনা-সাথে—চরণে নূপুর।

বাস।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বিদূ।—(মুখ ফিরাইয়া অন্যের অগোচরে) ...র বেটা! দেবতা অপ্সরা এ সব দেখিয়ে কি ..., যদি মহারাজকে তুষ্ট কর্‌তে চাস্, তবে সাগ...াকে এনে দেখা।

(বসুন্ধরার প্রবেশ)

বসু।—(রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া) মহা...জর জয় হোক্! অমাত্য যৌগন্ধরায়ণের নিবেদন ..., "বিক্রমবাহু তাঁর প্রধান অমাত্য বসুভূতিকে ...ানে পাঠিয়েছেন, এখন দিব্য অবসর-সময়, ... সময়ে তাঁকে দর্শন দেওয়া মহারাজের কর্ত্তব্য, ...মিও কার্য্য শেষ করে' এখনি আস্‌ছি।

বাস।—মহারাজ! এই ভোজবাজিটা এখন ...মিয়ে দেও। মাতুলগৃহ হ'তে অমাত্য-প্রধান ...ভূতি এসেছেন, তাঁকে মহারাজের একবার দর্শন ...ত হবে।

রাজা।—আচ্ছা, দেবি, তাই হবে। (যাদুকরের ...তি) বাপু, এখন তুমি একটু বিশ্রাম কর।

যাদুকর।—(পুনর্ব্বার চামর ঘুরাইতে ঘুরাইতে) আজ্ঞা দেব। (প্রস্থান করিতে করিতে) আমার ...র একটি খেলা আছে, মহারাজকে তা অবিশ্যি ...রে' দেখতে হবে।

রাজা।—আচ্ছা, পরে দেখা যাবে।

বাস।—কাঞ্চনমালা, ওকে তোমার সঙ্গে নিয়ে ...য়ে সমুচিত পারিতোষিক দিতে বল।

কাঞ্চ।—যে আজ্ঞা দেবি!

[যাদুকরের সহিত প্রস্থান।

রাজা।—বসন্তক, তুমি এগিয়ে গিয়ে যথোচিত ...াদরের সহিত বসুভূতিকে এখানে নিয়ে এসো।

বিদূ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

বিদূ।—এই দিক্ দিয়ে অমাত্যবর, এই দিক দিয়ে।

বসু।—(চারি দিকে অবলোকন করিয়া) অহো! ...সেশ্বরের কি অতুল প্রভাব!

হেরিয়া বিস্মিত আমি,
বিমোহিত সঙ্গীত শ্রবণে।
দেখে এই রাজসভা দাঁড়ায়ে নীরবে,
বিস্ময়ে দেখেছি বটে সিংহল-বিভবে,
তবু এ প্রকোষ্ঠ-দেশে দ্বারস্থ হইয়া
গ্রাম্য-সম কুতূহলী আছি দাঁড়াইয়া।

বাভ্রব্য।—(স্বগত) অনেক দিনের পর প্রভুকে আজ দেখ্‌বো। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে যে, কি বলব। মনে হচ্ছে যেন আমার কি এক প্রকার অবস্থান্তর উপস্থিত।

ভৃত্য-ভাবোচিত ভয়ে
বার্দ্ধক্যের কম্প আরো অধিক প্রকাশ,
একে তো অস্পষ্ট দৃষ্টি
আনন্দাশ্রু-বারি ঝরি' আরো দৃষ্টি-নাশ।
একে তো স্খলিত বাণী
গদগদ ভাবে আরো জড়াইয়া যায়,
জড়তা না করি' দূর
বরং এ আনন্দ হ'ল জরার সহায়।

বিদূ।—(অগ্রবর্ত্তী হইয়া) এই দিকে অমাত্যবর, এই দিকে।

বসু।—(বিদূষকের কণ্ঠে রত্নমালা দেখিয়া তাহাকে চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমার মনে হয়, এটি সেই রত্নমালা, যা মহারাজ রাজকুমারীকে যাবার সময়ে দিয়েছিলেন।

বাভ্র।—আজ্ঞা হাঁ, সেই রকমটি মনে হচ্ছে বটে। তবে কি বসন্তককে জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌বো কোথা থেকে এটি পেলেন?

বিদূ।—(রাজাকে দেখাইয়া) ইনিই বৎসরাজ, অমাত্যবর, সম্মুখে এগিয়ে যান্।

বসু।—(সম্মুখে আসিয়া) জয় মহারাজের জয়!

রাজা।—(গাত্রোত্থান করিয়া) প্রণাম অমাত্যবর।

বসু।—প্রভুত কল্যাণ হোক্!

রাজা।—অমাত্যের জন্য আসন—আসন।

বিদূ।—(আসন আনিয়া) এই যে আসন। বস্‌তে আজ্ঞা হোক্ অমাত্যবর!

বসু।—(উপবেশন)

কঞ্চু।—মহারাজ, বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বসু।—(বসিয়া) দেবি! বাভ্রব্যের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বিদূ।—অমাত্যবর! দেবী বাসবদত্তা আপনাকে প্রণাম কর্‌চেন।

বাস।—প্রণাম, আর্য্য!

বসু।—আয়ুষ্মতি! বৎস-রাজ-সদৃশ পুত্রলাভ কর।

রাজা।—আর্য্য বসুভূতি! মহারাজ সিংহলেশ্বরের সমস্ত কুশল তো?

বসু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া ও নিশ্বাস ফেলিয়া) মহারাজ, হতভাগ্য আমি কি বল্‌ব জানি না।—(অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সবিষাদে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! না জানি এখন বসুভূতি কি বল্‌বেন।

রাজা।—বসুভূতি! বল, কি হয়েছে—আমাকে আর উৎকণ্ঠিত কোরো না।

বাভ্র।—(চুপি চুপি) কিছুকাল পরে যা বল্‌তেই হবে, তা এখনই কেন বলুন না।

বসু।—(সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ, কিছুতেই সে কথা বল্‌তে পার্‌চিনে—তবু, না বল্লেই বা করি কি। শুনুন তবে। একজন সিদ্ধপুরুষ গুণে বলেছেন, রত্নাবলী নামে সিংহলেশ্বরের দুহিতার যিনি পাণিগ্রহণ কর্‌বেন, তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন।

রাজা।—তার পর?—তার পর?

বসু।—সেই বিশ্বাসে যৌগন্ধরায়ণ মহারাজের জন্য সিংহল-রাজের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করেন, কিন্তু পাছে বাসবদত্তার মনে কষ্ট হয়, তাই বৎস-রাজকে কন্যাদান কর্‌তে তিনি সম্মত হলেন না।

রাজা।—(চুপি চুপি) দেবি, তোমার মাতুলের অমাত্য এ সব কি অলীক কথা বল্‌চেন?

বাস।—(মনে মনে বিচার করিয়া) মহারাজ, জানি না এ স্থলে কার কথা অলীক।

বিদূ।—তার পর কি হ'ল?

বসু।—তার পর, দেবী বাসবদত্তা অগ্নিদাহে প্রাণত্যাগ করেছেন, এই কথা যৌগন্ধরায়ণ সিংহল-বাসীদের মধ্যে রটিয়ে দিয়ে পরে বাভ্রব্যকে সিংহলে পাঠিয়ে দেন। বাভ্রব্য গিয়ে পুনর্ব্বার রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। আমাদের সহিত একেবারে সম্বন্ধ লোপ না হয়, এই মনে করে' সিংহলেশ্বর সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করে' কন্যাদানে প্রতিশ্রুত হন। তার পর মহারাজকে সম্প্রদান করবার জন্য রত্নাবলীকে এইখানে নিয়ে আস্‌ছিলেম, এমন সময়ে সমুদ্র-পথে অর্ণব-যান ভগ্ন হওয়ায় তিনি জলমগ্ন হয়ে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হলেন। (কাঁদিতে কাঁদিতে অধোমুখে অবস্থান)

বাস।—(সাশ্রু-লোচনে) হায় হায়! কি সর্ব্বনাশ! রত্নাবলী হতভাগিনী ভগিনী আমার, তুমি এখন কোথায়?—আমার কথার উত্তর দেও।

রাজা।—দেবি, ধৈর্য্য ধর—ধৈর্য্য ধর। দৈবের গতি বোঝা ভার। তার সাক্ষী দেখ না কেন, পোত ভগ্ন হয়েও এঁরা অক্ষত শরীরে আবার ফিরে এসেছেন। (বসুভূতি ও বাভ্রবকে অঙ্গুলীর দ্বারা দেখাইয়া)

বাস।—সে কথা ঠিক্—কিন্তু আমার কি তেমন কপাল?

রাজা।—(চুপি চুপি) বাভ্রব্য, এ কি ব্যাপার? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারচি নে।

বাভ্র।—মহারাজ, ঐ শ্রবণ করুন :—

(নেপথ্যে ভীষণ কোলাহল)

("আগুন লেগেছে"—"আগুন লেগেছে" ইত্যাদি)

হর্ম্ম্যোপরি জলে শিখা
কনক-শিখর-শোভা ধরি';
জলিয়া উদ্যান-তরু
তীব্র তাপে দিক্ যায় ভরি'!
কোথাও বা ক্রীড়া-গিরি
ধূম-যোগে জলদ-শ্যামল,
দাহ-ভয়াকুলা নারী,
অন্তঃপুরে ভীষণ অনল।
"দেবী দগ্ধ অগ্নিদাহে"
যে কথা সিংহলে প্রচারিত
সত্য করে' তুলি' তাহা
যেন এই অগ্নি সমুত্থিত।

(সকলে ব্যস্তসমস্ত হইয়া দর্শন)

রাজা।—কি?—অন্তঃপুরে অগ্নি? (ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে গাত্রোত্থান করিয়া) কি?—বাসবদত্তা দগ্ধ হয়েছেন?

বাস।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! পার্শ্বে দেবী বসে' আছেন, ভয়-ব্যাকুল হয়ে আমি তা লক্ষ্য করি নি।

(দেবীর হস্তগ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন)

দেবি! ভয় নাই, ভয় নাই।

বাস।—মহারাজ, আমি আমার নিজের জন্য নে! আমি নির্দ্দয় হয়ে সাগরিকাকে এখানে -বদ্ধ করে' রেখেছি—তারই সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

রাজা।—কি! দেবি, সাগরিকার সর্ব্বনাশ ত? এখনি আমি যাচ্ছি।

বসু।—মহারাজ, অকারণে কেন আপনি পতঙ্গ-অবলম্বন করুচেন?

ভ্রব্য।—মহারাজ! বসুভূতি ঠিক্ই বলেছেন।

বিদূ।—(রাজার উত্তরীয় ধরিয়া) মহারাজ, ওরূপ সের কাজ করুবেন না, করুবেন না।

রাজা।—(উত্তরীয় ছাড়াইয়া লইয়া) আরে মূর্খ, কার সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তা দেখেও এখন নিজের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করব? (অনলে ও ধূমে অভিভূত)

শান্ত হও ক্ষান্ত হও
ধূমোদগার কোরো না অনল!
দেখি কেন তুমি
প্রকটিছ শিখার মণ্ডল?
প্রলয়দহন-সম
প্রিয়ার বিরহ-দাহে দগ্ধ যেই জন
দেখি হে অনল
কি তার করিতে পার করিয়া দহন?

স।—হা, এ কি হ'ল! আমার কথায় উনি ও ঝাঁপ দিলেন? আমি আর কেন তবে আমিও ওঁর সঙ্গে যাই।

—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক অগ্রগামী হইয়া) তবে পথ প্রদর্শক হয়ে আগে আগে যাই।

।—কি! বৎসরাজ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ ? রাজকুমারীর এই বিপদ দেখে আমিই করে' নিশ্চেষ্ট থাকি—ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তবে আপনাকে আহুতি দি।

।—(সাশ্রুলোচনে) হা মহারাজ! কেন ভরতকুলকে সংশয়ের তুলাদণ্ডে নিক্ষেপ ? অথবা বৃথা বচসায় কাজ কি, আমিও র অনুরূপ কাজ করি।

(সকলের অগ্নি-প্রবেশ)

।—(দক্ষিণ বাহুর স্পন্দন উপলব্ধি করিয়া) (সম্মুখে অবলোকন এবং হর্ষ ও উদ্বেগ-সহকারে) এই যে! সাগরিকা অগ্নির নিকটবর্ত্তী, আমি এখনি গিয়ে ওঁকে উদ্ধার করি।

(শৃঙ্খল-বদ্ধা সাগরিকার প্রবেশ)

সাগ।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আঃ, বেশ হয়েছে! চারিদিকে আগুন জ্বলে' উঠেছে—আজ আমার কষ্টের অবসান হবে।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) দেখ প্রিয়ে! আমার প্রতি তুমি কি এখনও উদাসীন?

সাগ।—(রাজাকে দেখিয়া স্বগত) এ কি, আমার প্রাণেশ্বর যে—এঁকে দেখে আবার যে আমার বাঁচবার ইচ্ছে হচ্চে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাজা।—ক্ষণকাল সহ্য কর,
হতেছে বহুল ধূমোদ্গম।
(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)
হায় হায়! জ্বলিতেছে
স্তন হ'তে স্খলিত বসন।
(দেখিয়া)
বারম্বার কেন তুই হোস্ রে স্খলিত?
(সুস্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)
এ কি প্রিয়ে! এখনো যে তুমি শৃঙ্খলিত।
চল চল নিয়ে যাই তোমারে সত্বর,
আমা-পরে কর ন্যস্ত শরীরের ভর।

(কণ্ঠে লইয়া নিমীলিত-নয়নে স্পর্শ-সুখের অভিনয়)

অহো! মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত সন্তাপ দূর হল। প্রিয়ে! আর কোন ভয় নাই।

দেখ প্রিয়ে!
অগ্নি লাগিলেও গাত্রে দহনে অক্ষম,
তব স্পর্শে সর্ব্ব-তাপ হয় উপশম।

(নেত্র উন্মীলিত করিয়া নিরীক্ষণ পূর্ব্বক)

কি আশ্চর্য্য!
কোথায় সে অগ্নিকাণ্ড?—না দেখি তো আর,
অন্তঃপুর ধরে যে গো পূর্ব্বেরি আকার।
(বাসবদত্তাকে দেখিয়া)
কোথায় প্রিয়া?—এ কি! এ যে অবন্তি-রাজ-

বাস।—(রাজার শরীর স্পর্শ করিয়া সহর্ষে) আ, বাঁচা গেল! মহারাজের শরীর বেশ অক্ষত আছে।

রাজা।—এই যে বাভ্রব্য!

বাভ্রব্য।—মহারাজের জয় হোক্! কি সৌভাগ্য! আমরা সবাই বেঁচে গিছি।

রাজা।—এই যে বসুভূতি!

বসু।—মহারাজের কি সৌভাগ্য!

রাজা।—এই যে সখা!

বিদূ।—মহারাজের জয়-জয়কার হোক্!

রাজা।—(মনে মনে বিচার করিয়া)

এ কি ব্যাপার?—কিছুই তো বুঝ্‌তে পারচিনে —এ কি স্বপ্ন-বিভ্রম, না ইন্দ্রজাল?

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, কিছুমাত্র সন্দেহ নেই, এ নিশ্চয় সেই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মনে নেই মহারাজ?—সে যাদুকর ব্যাটা বলেছিল "আমার আর একটা খেলা আছে, তা মহারাজের অবিশ্যি করে' দেখ্‌তে হবে"।—এই সেই খেলা আর কি।

রাজা।—দেবি! তোমার আদেশ-ক্রমেই সাগরিকাকে এখানে আনা হয়েছে।

বাস।—(হাসিয়া) মহারাজ! সে সব আমি জানি।

বসু।—(সাগরিকাকে দেখিয়া চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, আমাদের রাজকুমারীর সহিত এঁর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে না?

বাভ্র।—হাঁ, আমারও তাই মনে হয়।

বসু।—(প্রকাশ্যে রাজার প্রতি) এই কন্যাটি কোথা হ'তে পেলেন মহারাজ?

রাজা।—দেবী জানেন।

বসু।—দেবি! এই কন্যাটিকে কোথা হ'তে পেলেন?

বাস।—দেখ অমাত্য, সাগর হ'তে পাওয়া গেছে, এই কথা বোলে যৌগন্ধরায়ণ এঁকে আমার হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন। তাই এঁকে আমরা সাগরিকা বলে' ডাকি।

রাজা।—(স্বগত) কি?—যৌগন্ধরায়ণ মহিষীর হাতে সোঁপে দিয়েছিলেন? আমাকে না জানিয়ে তিনি কি কিছু করবেন?

বসু।—(চুপি চুপি) দেখ বাভ্রব্য, বসন্তকের

—এ দুটোই মিল্‌চে, অতএব ইনিই নিশ্চয় সিংহলেশ্বরের দুহিতা রত্নাবলী। (নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে) বৎসে রাজকুমারি রত্নাবলি! তোমার এইরূপ অবস্থা হয়েছে?

সাগ।—(বসুভূতিকে দেখিয়া সাশ্রু-লোচনে) এ কি! অমাত্য বসুভূতি যে!

বসু।—হায়! হায়! কি সর্ব্বনাশ!—আমি কি হতভাগ্য!

(ভূতলে পতন)

সাগ।—হা! পিতা, তুমি কোথায়?—মা, তুমি কোথায়?—এই হতভাগিনীর কথার উত্তর দেও। (ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিতা)

বাস।—(শশব্যস্তভাবে) কঞ্চুকি! ইনিই কি আমার ভগিনী রত্নাবলী?

কঞ্চুকী।—হাঁ দেবি!

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) শান্ত হও বোন্, শান্ত হও।

রাজা।—কি? মহাকুল-সম্ভব সিংহলেশ্বর বিক্রমবাহুর ইনি আত্মজা?

বিদূ।—(রত্নমালা দেখিয়া স্বগত) আমি প্রথমেই বুঝেছিলেম, সামান্য লোকের এরূপ অলঙ্কার কখনই হ'তে পারে না।

বসু।—(গাত্রোত্থান করিয়া) শান্ত হও রাজকুমারি! শান্ত হও। ঐ দেখ, তোমার জন্য তোমার ভগিনী কত কাতর হয়েছেন। ওঁকে তুমি একবার আলিঙ্গন কর।

রত্না।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া ও রাজাকে আড়-চক্ষে দেখিয়া স্বগত) আমি কত অপরাধ করেছি—এখন কি করে' দেবীর কাছে মুখ দেখাব?

বাস।—(সাশ্রু লোচনে বাহু প্রসারণ করিয়া) এসো বোন্, এসো—আমি তোমার প্রতি কত নিষ্ঠুরতা করেছি—সে সব ভুলে গিয়ে এখন আমাকে ভগিনীর স্নেহ চক্ষে একবারটি দেখ। (কণ্ঠ আলিঙ্গন)

(রত্নাবলীর পদস্খলন)

বাস।—(চুপি চুপি) দেখ মহারাজ, আমার নিষ্ঠুরতার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত, এর বন্ধনটা

রাজা।—(সপরিতোষে) এখনি খুলে দিচ্ছি।

(সাগরিকার বন্ধন মোচন)

বাস।—যৌগন্ধরায়ণই আমার এই সমস্ত নিষ্ঠু-রতার মূল। কারণ, তিনি সমস্ত বৃত্তান্ত জেনেও আমাকে কিছু বলেন নি।

(যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ)

যৌগ।—(স্বগত)

আমার বচন শুনি'
সাগরিকায় মহিষী দিলেন আশ্রয়,
সপত্নীরে জুটাইয়া
দেবীরে বিচ্ছেদ-কষ্ট দিলাম নিশ্চয়।
হলে প্রভু পৃথ্বীপতি
অবশ্য দেবীর হবে আনন্দ তখন,
তবুও লজ্জায় আমি
কিছুতে পারিতেছি না দেখাতে বদন।

অথবা কি করা যায়, আমি যেরূপ স্বামি-ভক্তি-ব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে অত্যন্ত মাননীয় ব্যক্তির অনুরোধেও স্বামীর হিতসাধনে নিরস্ত থাকা যায় না।

(নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে মহারাজ, এইবার তবে নিকটে যাই। (সম্মুখে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্! (পদতলে পড়িয়া) আমি একটা কাজ মহারাজকে না জানিয়েই করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজা।—না জানিয়ে কি কাজ করেছ মন্ত্রি, আমাকে বল।

যৌগ।—মহারাজ আসন গ্রহণ করুন, আমি সমস্ত নিবেদন করচি। (রাজার সহিত সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

যৌগ।—মহারাজ, শুনুন তবে। একজন সিদ্ধ-পুরুষ এই ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, যিনি সিংহলেশ্বরের এই দুহিতার পাণিগ্রহণ করবেন, তিনি সার্ব্বভৌম রাজা হবেন। সেই কথায় বিশ্বাস করে' আমি মহারাজের জন্য সিংহলেশ্বরের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করি, কিন্তু দেবী বাসবদত্তার মনোবেদনা হবে বোলে তিনি কিছুতেই তাতে সম্মত হন নি।

রাজা।—তখন তুমি কি করলে?

যৌগ।—(সলজ্জভাবে) তখন, দেবী বাসবদত্তা গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়েছেন, সিংহলবাসীদের মধ্যে এইরূপ একটা জনরব রটিয়ে দিয়ে, বাভ্রব্যকে সিংহলেশ্বরের নিকট পাঠিয়ে দিলেম।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তার পর কি হ'ল, আমি শুনেছি। কিন্তু কি মনে করে' সাগরিকাকে দেবীর হস্তে অর্পণ করলে বল দিকি?

বিদূ।—আমাকে না বল্লেও আমি ওঁর অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পেরেছি, অন্তঃপুরে থাক্‌লে সহজে মহারাজের চোখে পড়বে কি না, তাই আর কি।

রাজা।—দেখ যৌগন্ধরায়ণ, তোমার অভিপ্রায় বসন্তক ঠিকই বুঝেছেন।

যৌগ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—আমার মনে হয়, এই ভোজবাজির ব্যাপারটাও তোমার মন্ত্রণাতেই হয়েছে!

যৌগ।—মহারাজ এইরূপ কৌশল না করলে, অন্তঃপুরে শৃঙ্খলবদ্ধা সাগরিকাকে মহারাজই বা কি করে' দেখ্‌বেন, আর বসুভূতি পূর্ব্বে যাঁকে কখনও দেখেন নি, তিনিই বা কি করে' তাঁকে চিন্‌তে পার-বেন? (হাসিয়া) এখন দেবী তো ওঁকে ভগিনী বোলে জানতে পেরেছেন, এখন ভগিনীর প্রতি দেবীর যা কর্ত্তব্য, দেবী তা করুন।

বাস।—(সস্মিত) অমাত্য-মহাশয়, স্পষ্ট করেই বলুন না কেন "রত্নাবলীকে তুমি এইবার মহারাজের হাতে সমর্পণ কর"।

বিদূ।—দেবি, আপনি অমাত্যের মনের ভাব ঠিকই বুঝেছেন।

বাস।—(হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া) এসো রত্নাবলী, এসো। তুমি আর আমার সপত্নী নও—তুমি এখন আমার ভগিনী, এসো। (স্বকীয় আভরণে সাগরি-কাকে ভূষিত করিয়া এবং তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক, রাজার সমীপে আগমন)

মহারাজ, এই নেও, রত্নাবলীকে তোমার হাতে সমর্পণ কর্‌লেম।

রাজা।—(সহর্ষে হস্ত প্রসারণ করিয়া) দেবীর প্রসাদ কে না সাদরে গ্রহণ করে? (সাগরিকাকে গ্রহণ)

বাস।—দেখ মহারাজ, এঁর জ্ঞাতি-কুটুম্ব দূর-দেশে আছেন, এঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করবে, যাতে উনি তাঁদের স্মরণ করবার অবসর পর্য্যন্ত না পান।

রাজা।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

বিদূ।—(সহর্ষে নৃত্য) হি হি হি হি! মহা-
জর জয় হোক্! এতক্ষণে সমস্ত পৃথিবীটা সখার
গত হ'ল।

বসু। রাজকুমারি, দেবী বাসবদত্তাকে প্রণাম
।

রত্নাবলী।—(তথা করণ)

বাভ্র।—দেবি! যথার্থই আপনি দেবী শব্দের
য।

বাস।—(রত্নাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) রত্না-
।! আজ হ'তে তুমিও দেবী-পদে অভিষিক্ত
ল।

বাভ্র।—এখন আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হ'ল।

যৌগ।—এখন বলুন, মহারাজের আর কি প্রিয়
র্য্য করতে পারি?

রাজা। এর পর প্রিয় কার্য্য আর কি হতে পারে?

হলেন বিক্রম-বাহু আত্মীয় আমার,
লভিলাম প্রিয়া মোর—অবনীর সার,
—সার্ব্বভৌম প্রভুত্বের যিনি গো নিদান,
দেবীও ভগিনী-লাভে হরষিত-প্রাণ।

হইল কোশল-জয়,
থাকিতে গো তোমা-সম অমাত্য প্রবর
কি আছে অভাব মোর
যার তরে লালায়িত হইবে অন্তর?

যা হোক্, এখন এইমাত্র প্রার্থনা :—

ইন্দ্রদেব যথা-কালে বরষিয়া জল
করুন্ প্রচুর শস্যে পূর্ণ ধরাতল।
ইষ্ট-যাগে সদ্বিপ্র তুষুন দেবগণে,
কাটুক সুখেতে কাল সজ্জন-সঙ্গমে।
বজ্রবৎ সুদুর্জ্জয় খল বাক্য-বাণ
নিঃশেষ হইয়া যেন করে অন্তর্দ্ধান।

ইতি রত্নাবলী সমাপ্ত।

প্রিয়দর্শিকা

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

প্রিয়দর্শিকা একটি ক্ষুদ্র নাটিকা। রত্নাবলী ও নাগানন্দ যাঁহার রচনা, সেই রাজা শ্রীহর্ষদেবই এই নাটিকার রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, এই সকল গ্রন্থ তাঁহার নিজের নহে,—উহা তাঁহার সভাপণ্ডিত "কাদম্বরী"কার বাণভট্টের রচনা। রচনা যাঁহারই হউক না কেন, এই নাটিকার রচয়িতা যে একজন সুনিপুণ নাট্য-কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এইটা দেখা যায়, ইহাতে কবিতা-শ্লোকের বেশী বাড়াবাড়ি ও আড়ম্বর নাই। এই নাটিকাখানি, গ্রন্থকারের অপর দুইটি নাটিকা অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট নহে। বরং ইহাকে নাট্যাংশে উৎকৃষ্ট বলা যাইতে পারে। ইহার বস্তু-বিন্যাসে কোন অলৌকিক কিম্বা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার ঘটনাগুলি বেশ স্বাভাবিকভাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রত্নাবলীর বৎসরাজ, বাসবদত্তা, ইহাতেও আছে; কিন্তু উহাদের চরিত্র চিত্রে একটু যেন বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। রত্নাবলী ও নাগানন্দের আখ্যান-বস্তু কথাসরিৎসাগর হইতে গৃহীত। কিন্তু ইহার আখ্যান-বস্তু কবির স্বকপোল-কল্পিত। ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিতের ন্যায় এবং কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায় ইহাতেও "নাটকের মধ্যে নাটকের" অবতারণা আছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতে, শ্রীহর্ষদেব সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েন।

এই নাটিকায় মহিষীর জন্ম-বিবরণ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। মহিষী বাসবদত্তাকে কোথাও প্রদ্যোত-তনয়া, কোথাও বা মহাসেনের দুহিতা বলা হইয়াছে। ইহার যথাযথ বিবরণ, টিপ্পনীযোগে যথাস্থানে প্রদত্ত হইল। আমার বোধ হয়, এই সুন্দর নাটিকাটি বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না; প্রচলিত থাকিলে, উইল্‌সন্ সাহেবের প্রসিদ্ধ "হিন্দুথিয়েটর"- গ্রন্থে অবশ্যই ইহার উল্লেখ থাকিত।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।

কঞ্চুকী (বিনয়-বসু)—অঙ্গরাজ-দৃঢ়বর্ম্মার কঞ্চুকী।

বৎসরাজ (উদয়ন)—নায়ক; কৌশাম্বির রাজা।

বিদূষক।—(বসন্তক)

বিজয়সেন—বৎসরাজের সেনাপতি।

রুমণ্বান্—বৎসরাজের একজন মন্ত্রী।

স্ত্রীবর্গ

প্রতীহারী (যশোধরা)

বাসবদত্তা—বৎসরাজের মহিষী।

ইন্দীবরিকা, কাঞ্চনমালা—দাসী।

আরণ্যকা (প্রিয়দর্শিকা)—দৃঢ়বর্ম্মার দুহিতা; নায়িকা।

মনোরমা।—পরিচারিকা ও আরণ্যকার সখী।

সাঙ্কৃত্যায়নী।—রাজবাটীর কোন মাননীয়া বৃদ্ধা।

প্রিয়দর্শিকা

নাটিকা

পাণিগ্রহ-অনুষ্ঠানে ধূমাকুল দৃষ্টি যাঁর,
অথচ উৎফুল্ল আঁখি
হর-ভাল-ইন্দুর ময়ূখে ;
অতি সমুৎসুক যিনি হেরিতে আপন বরে
কিন্তু লজ্জানত-মুখী
পুরোহিত ব্রহ্মার সম্মুখে ;
যিনি ঈর্ষ্যান্বিতা অতি নখেন্দু-দর্পণে হেরি,
—হরের মস্তকে গঙ্গা
করে অবস্থান ;
তবু হর-ছায়া-স্পর্শে রোমাঞ্চিত তনু যাঁর
সেই গৌরী তোমাদের
করুন কল্যাণ।

অপিচ :—

কৈলাসাদ্রি, দশানন করিলেন ঊর্দ্ধে উত্তোলিত
ভূতদের কৌতূহল তাহাতে হইল উত্তেজিত ;
কুমার সে কার্ত্তিকেয় মাতৃক্রোড়ে পশিলা সভয়,
শিবাঙ্গ-ভূষন সর্প হইল গো রুষ্ট অতিশয়।
অদ্রি-ভারে দশানন শ্রান্ত-পদ, অবসন্ন-কায়,
তবুও উঠায়ে তাহা পাতাল-গরভে চলি' যায়।
এই সব দেখি' যিনি হইয়াও অতিশয় রুষ্ট
অতিভীতা পার্ব্বতীর আলিঙ্গনে হইলেন হৃষ্ট
—সেই সে শঙ্কর শিব বিপদ-নাশন
তোমা-সবাকারে এবে করুন রক্ষণ।

নান্দীর পর

সূত্রধার।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ শ্রীহর্ষদেবের পাদপদ্মোপজীবী যে সকল রাজা নানা দিগ্‌-দেশ হ'তে এখানে এসেছেন, তাঁরা আজ আমাকে, এই বসন্তোৎসবে, বহু সমাদর-পূর্ব্বক আহ্বান করে' বল্লেন :—"আমরা লোকপরম্পরায় শুনেছি, আমাদের প্রভু শ্রীহর্ষদেব, অপূর্ব্ব-আখ্যান-বস্তু-অলঙ্কৃত "প্রিয়দর্শিকা" নামে একটি নাটিকা রচনা করেছেন ; কিন্তু আমরা তার অভিনয় দেখি নি। অতএব আমাদের প্রতি সম্মান কিম্বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করে' সর্ব্বজনপ্রিয় সেই রাজার রচিত নাটকাটি তুমি অভিনয় কর।" এখন তবে আমি সাজসজ্জা সমস্ত প্রস্তুত করে' যথাভিলষিত কার্য্যটি সম্পাদন করি গে। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি, উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মন বিলক্ষণ আকৃষ্ট হয়েছে। কেননা :—

শ্রীহর্ষ নিপুণ কবি ; পরিষৎ গুণগ্রাহী ;
বৎসরাজ-আখ্যায়িকা
অতিশয় জনচিত্তহর ;
নাট্যে দক্ষ মোরা সবে ; বস্তুই পর্য্যাপ্ত একা,
তাহে পুন সর্ব্বগুণ
মোর ভাগ্যে হেথা একত্তর।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে! প্রস্তাবনা আরম্ভ কর্‌বামাত্রই আমার অভিপ্রায় বুঝে, অঙ্গাদিপতি "দৃঢ়বর্ম্মার" কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করে', আমার ভ্রাতা এই দিকে আস্‌চেন। আমিও তবে, তার পরের ভূমিকাটি গ্রহণ করি গে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা

বিষ্কম্ভক।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—(শোককষ্ট প্রকাশ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস) ওঃ! কি কষ্ট!—কি কষ্ট!

রাজার বিপদ, আর বন্ধুর বিয়োগ-দুঃখ,
দেশচ্যুতি, সুদুর্গম-পথ-ক্লেশ কত,
—দীর্ঘজীবনের এই কটু ও নিষ্ফল ফল
করিতেছি আস্বাদন আমি অবিরত।

(শোক-সহকারে ও সবিস্ময়ে) রঘু দিলীপ-নহুষ তুল্য সেই অপ্রতিহতশক্তি দৃঢ়বর্ম্মা, কলিঙ্গরাজের প্রার্থনা সত্বেও, নিজ দুহিতাকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করুলেন, তাই হতভাগা কলিঙ্গরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে একটা রন্ধ্র পেয়েই সহসা এসে দৃঢ়বর্ম্মাকে বন্দী করুলে; তিনি সেই বন্ধন হ'তে এখনও মুক্ত হন নি। এ কথা সত্য হ'লেও সহসা যেন বিশ্বাস হয় না। ওঃ! দৈব আমাদের প্রতি কি নিষ্ঠুর! সে যাই হোক্, আমার প্রভুর যাতে কথা রক্ষা হয়, সেই হেতু রাজকুমারীকে কোন প্রকারে বৎসরাজের সমীপে উপনীত করে' প্রভুকে নিজ বাক্য-ঋণ হ'তে মুক্ত করুব মনে করুলেম—এবং এই মনে করে', কলিঙ্গরাজের সেই প্রলয়-কালবৎ দারুণ আক্রমণের সময়, রাজকুমারীকে উঠিয়ে নিয়ে, দৃঢ়বর্ম্মার মিত্র আরণ্য-রাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে স্থাপন করুলেম। সেখান থেকে বেশী দূর নয়—অগস্ত্যতীর্থে স্নান করুতে গিয়েছি, এমন সময় ক্ষণেকের মধ্যে, বৎসরাজের সৈন্য সেখানে হঠাৎ এসে বিন্ধ্যকেতুকে ও তাঁর সমস্ত লোকজনকে বধ করে' তাঁর গৃহ অগ্নিসাৎ করুলে।—এখন তাঁর কি অবস্থা হয়েছে, কিছুই জানিনে। সেই সমস্ত স্থান আমার নিকট বিশেষ-রূপে পরিচিত হলেও সেই দস্যুরা রাজকুমারীকে যে কোথায় নিয়ে গেল, আমি কিছুই জানিনে। তাকে পুড়িয়ে মারুলে কি না, তাই বা কে বলুতে পারে। হতভাগ্য আমি এখন করি কি? (চিন্তা করিয়া) তবে লোকমুখে এই কথা শুনেছি যে, সেই বৎসরাজ* বন্ধনাগার হ'তে পলায়ন করে' † প্রদ্যোত-তনয়া বাসবদত্তাকে হরণ করে', কৌশাম্বীতে এসেছেন। সেইখানেই কি এখন যাব?

(আত্ম-অবস্থা দর্শনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস) রাজকুমারীকে সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে পারলেম না—এখন সেখানে গিয়ে কি বলুব? ওহো! আজ বিন্ধ্যকেতু আমাকে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন:—"ভয় নাই, পূজনীয় মহারাজ দৃঢ়বর্ম্মা এখনও জীবিত আছেন—কিন্তু তাঁর শরীর শত্রুর প্রহারে একেবারে জর্জ্জরিত।" এখন তবে আমি প্রভুর নিকটে গিয়ে, তাঁর চরণ-সেবায় আমার এই অবশিষ্ট জীবন-কালকে সার্থক করি।—ওঃ! কি শরতের উত্তাপ! আমার জীবনে অনেক দুঃখ-সন্তাপ সহ্য করেছি, তবুও এই তীব্রতা এখন আমার অনুভব হচ্ছে।

* বন্ধন-বিমুক্ত রবি কন্যারে পাইয়া, পরে
তুলারাশি আরোহিয়া
স্বধাম লভিয়া দেয় প্রখর উত্তাপ।
ঠিক্ যেন বৎসরাজ কন্যারত্ন করি লাভ
কারা হ'তে পলাইয়া
নিজ ধামে গিয়া ধরে স্বকীয় প্রতাপ॥

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

প্রথম অঙ্ক

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—

ভৃত্যদের অবিকৃত প্রভুভক্তি হ'য়ু অবগত;
—মন্ত্রীদের বুদ্ধি আর; জানিনু কে মিত্র অনুগত;
পৌরজন-অনুরাগ জানিলাম আরো গো অধিক;
যুদ্ধ-বিগ্রহের কাজে হইলাম পূর্ণ সাহসিক;
লভিলাম নারীরত্ন; নিকাম পরম-সমান
বন্ধন হইতে সখা দেখ আমি কি না পাইলাম।

বিদূষক।—(সরোষে) তুমি সেই অবস্থা বন্ধন-দশার প্রশংসা করুচ? তুমি কি এখন ভুলে গেছ? মনে করে' দেখ, নবধৃত গজপতির মতন তোমার পায়ের শিকলের ঝন্ ঝন্ শব্দ হচ্চে, আর মধ্যে-মধ্যে পদস্খলন হচ্চে—শূন্য-হৃদয়ে অসহ্য মনস্তাপ ভোগ করুচ—রোষবশে স্তম্ভিত-দৃষ্টি হয়ে, ভূতলে ক্রমাগত সবলে করাঘাত করুচ—অনিদ্রায় রজনী যাপন করচ—এ সমস্ত কি ভুলে গেলে সখা?

---

* ইতিমধ্যে উজ্জয়িনীর রাজা মহাসেন বৎসরাজকে ছল-ক্রমে কারারুদ্ধ করেন। তাহার ইতিহাস পাঠক পরে অবগত হইবেন।

† এই নাটিকায় অন্যত্র, বাসবদত্তার পিতার নাম "মহাসেন" বলা হইয়াছে।

* এই কবিতাটি দ্ব্যর্থবাচক। রবির পক্ষে কন্যা-রাশিতে গমন, বৎসরাজের পক্ষে কন্যারত্ন লাভ। রবির পক্ষে তুলা রাশি; বৎসরাজের পক্ষে উচ্চ স্থান। রবির পক্ষে নিজ ধাম অর্থে নিজ তেজ; বৎসরাজের পক্ষে নিজ ধাম অর্থে নিজ গৃহ।

রাজা।—বসন্তক! তুমি অতি দুর্জ্জন—নিন্দা করাই দেখ্‌ছি তোমার স্বভাব। দেখ:—

দেখিলে শুধুই ঘোর কারা-অন্ধকার,
না দেখিলে দ্যুতি সেই মুখ-চন্দ্রমার;
ব্যথিল তোমারে শুধু নিগড় স্বনন,
না শুনিলে তার সেই মধুর বচন;
কারারক্ষী-ভ্রূকুটিটি আছে শুধু মনে,
সুস্নিগ্ধ কটাক্ষ তার না ভাবো এক্ষণে;
বন্ধনের দোষ্‌ই তুমি দেখিছ অশেষ,
প্রদ্যোতপুত্রীর গুণ নাহি দেখ লেশ।

বিদূষক।—(সগর্ব্বে) ওগো, যদি বন্ধনই সুখের হয়, তবে দৃঢ়বর্ম্মাকে কারাবদ্ধ করেছ বলে' তুমি কলিঙ্গরাজের উপর রাগ কর কেন?

রাজা।—(হাসিয়া) ধিক্ মূর্খ! সবাই তো আর বৎসরাজ নয় যে, বাসবদত্তাকে নিয়ে কারাগার থেকে পলায়ন করবে। এখন সে কথা থাক্। অনেক দিন হ'ল, বিন্ধ্যকেতুকে আক্রমণ করবার জন্য বিজয়সেনকে পাঠান হয়েছে; আজ পর্য্যন্ত কেউ সেখান থেকে ফিরে এল না। আচ্ছা, অমাত্য রুমধান্‌কে ডেকে আনো দিকি। তাঁর সঙ্গে আমি একটু বাক্যালাপ করতে চাই।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—মহারাজের জয় হোক্! বিজয়সেন আর রুমধান দুজনেই দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাজা।—তাঁদের উভয়কেই নিয়ে এসো।

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

(রুমধান্ ও বিজয়সেনের প্রবেশ)

রুমধান্।—(চিন্তা করিয়া)

আজ্ঞামাত্র চলি গিয়া ভৃত্যগণ কোন কার্য্য-বশে,
বিনা-দোষে দোষী-সম রাজগৃহে ভয়ে ভয়ে পশে।
(নিকটে অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্!

রাজা।—(আসন নির্দ্দেশ করিয়া) রুমধান্! এই দিকে বোসো।

রুমধান্।—(সস্মিত উপবেশন) বিন্ধ্যকেতু-বিজয়ী এই বিজয়সেন মহারাজকে প্রণাম কর্‌ছেন।

(বিজয়সেনের তথাকরণ)

রাজা।—(সাদরে আলিঙ্গন করিয়া) সমস্ত কুশল তো?

বিজয়সেন।—প্রভুরই প্রসাদে।

রাজা।—বিজয়সেন, বোসো।

বিজয়।—(উপবেশন)

রাজা।—বিজয়সেন! এখন বিন্ধ্যকেতুর সমস্ত বৃত্তান্ত বল'।

বিজয়।—মহারাজ! কি আর বল্‌বো! প্রভু কুপিত হ'লে যেরূপ ঘটে, তাই হয়েছে।

রাজা।—তবু, সবিস্তারে শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

বিজয়সেন।—মহারাজ! তবে শ্রবণ করুন। মহারাজের শ্রীচরণের আদেশক্রমে, করি-তুরঙ্গ-পদাতি-সৈন্যের সহিত যাত্রা করে' পথ সুদীর্ঘ হলেও, তিন দিবসের মধ্যে তা অতিক্রম করে', প্রভাত সময়ে অতর্কিতভাবে বিন্ধ্যকেতুর উপর গিয়ে পড়্‌লেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিজয়সেন।—তার পর, তিনিও আমাদের তুমুল সৈন্য কোলাহলে জাগ্রত হয়ে সিংহের ন্যায় বিন্ধ্য-কন্দর হ'তে নির্গত হয়ে নিজের কত বল-বাহন আছে, তার তত্ত্বাবধান না করেই হাতের কাছে উপস্থিত যে সহায় পেলেন, তাদের নিয়েই স্বনাম ঘোষণা কর্‌তে কর্‌তে সহসা আমাদের আক্রমণ কর্‌লেন।

রাজা।—(রুমধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সস্মিত) এ বিন্ধ্যকেতুরই উপযুক্ত! তার পর, তার পর?

বিজয়সেন।—তার পর "ওই তিনি" এই কথা বলে' দ্বিগুণ বলবিক্রম ও উৎসাহের সহিত আক্রমণ করে', সেই নিঃশেষ-সহায় বিন্ধ্যকেতু একাকী আমাদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ কর্‌তে লাগ্‌লেন।

রাজা।—সাধু বিন্ধ্যকেতু! সাধু! সাধু!

বিজয়সেন।—আর অধিক কি বর্ণনা কর্‌ব মহারাজ, সংক্ষেপে নিবেদন করি—

বক্ষের পেষণে পিষি' পদাতিক সৈন্যদের
করি' চুর-চুর,
শরজালে, অশ্ব-সৈন্যে ত্রস্ত-মৃগ-দল সম
করি দিয়া দূর,
সর্ব্বত্র ছুঁড়িয়া অস্ত্র, শেষে খড়্গ খুলিয়া সত্বর,
কদলী-কানন-সম কাটিতে লাগিলা করি-কর।

এইরূপে একা বীর ত্রিবর্গ সৈন্যের বলে
হইয়া আকুল,

কৃপাণ-কিরণে করি' উদ্ভাসিত আপনার
স্কন্ধ সুবিপুল,
শত শত শস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত-উরু-বক্ষ,
অতি ক্লান্ত শ্রমে,
বহুক্ষণ ধরি যুঝি, অবশেষে বিন্ধ্যকেতু
হত হ'ল রণে।

রাজা।—দেখ কুমণ্বান্! সৎপুরুষোচিত মার্গ অনুসরণ করে' বিন্ধ্যকেতু মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। তাঁর মরণে আমরা নিতান্তই লজ্জিত।

কুমণ্বান্।—মহারাজ! আপনার ন্যায় গুণ-পক্ষপাতী ব্যক্তিরা শক্রর গুণ দর্শনেও আনন্দিত হন।

রাজা। দেখ বিজয়সেন! বিন্ধ্যকেতুর কোন সন্তানাদি আছে কি—যাকে পরিতোষের ফলস্বরূপ আমরা কিছু পুরস্কার দিতে পারি?

বিজয়সেন।—মহারাজ! সে কথাও শ্রীচরণে নিবেদন করুচি। এইরূপে সবন্ধুপরিবারে বিন্ধ্যকেতু নিহত ও তাঁর সহধর্ম্মিণী অনুমৃতা হ'লে সেই শূন্য জনপদের সেই শূন্য স্থানে, বিন্ধ্যকেতুর গৃহে, উচ্চকুলোদ্ভবার ন্যায় লক্ষিত একটি কন্যা "হা তাত, হা তাত" এইরূপ করুণস্বরে বিলাপ করুচে দেখা গেল; তাঁকেই বিন্ধ্যকেতুর দুহিতা মনে করে' আমরা নিয়ে এসেছি। তিনি দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন মহারাজের যেরূপ আদেশ হয়।

রাজা।—(প্রতীহারীর প্রতি) দেখ যশোধরা তুমি যাও; তুমি গিয়ে তাঁকে বাসবদত্তার হস্তে সমর্পণ কর, আর দেবীকে বল, তিনি যেন তাঁকে সর্ব্বদা ভগিনী-ভাবে দেখেন; বিশিষ্ট-বংশের কন্যার ন্যায় তাঁকে যেন নৃত্য গীত বাদ্য সমস্ত শিক্ষা দেওয়া হয়; আর বিবাহযোগ্যা হ'লে আমাকে যেন তিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

প্রতীহারী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।—

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—

বারবিলাসিনীদের সলিল-মজ্জন-ক্রীড়া-তরে
স্নানীয় মঙ্গল দ্রব্য সুসজ্জিত স্নানভূমি'পরে।
উৎকৃষ্ট স্বর্ণকুম্ভ উঠায় যখনি তারা
করিয়া আয়াস,
অমনি বসন খসি' অনাবৃত শুভ্র স্তন
হয় পরকাশ।

রাজা—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এই যে, ভগবান্ সহস্ররশ্মি নভোমণ্ডলের মধ্যস্থলে এসেছেন। এখন:—

তাপিয়া ভানুর তাপে শফরী-মৎস্য দলে-দল,
লাফায়ে লাফায়ে উঠি' উজলয়ে দীর্ঘিকার জল।
যদিও শিথিল নৃত্যে— তবু শিখী, ছত্রাকার
পিচ্ছ তার করে প্রসারিত;
আলবাল-জললুব্ধ মৃগশিশু, তরুদের
ছায়া-চক্রে হয় উপনীত।
গজের ত্যজিয়া গণ্ড এবে মধুকর
প্রবেশ করয়ে তার কর্ণের ভিতর।

ওঠো ওঠো, কুমণ্বান্! গৃহের অভ্যন্তরে গিয়ে বিজয়সেনের যথোচিত আদর-সৎকার করে' কলিঙ্গ-রাজের উচ্ছেদের জন্য তাঁকে এখনি পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—ইন্দীবরিকা আমাকে বল্লে, "দেখ ঠাকুর, দেবী বাসবদত্তা উপবাস-নিয়ম পালন করে-চেন, আর স্বস্তি-মন্ত্র পড়বার জন্য তোমাকে ডাক্-চেন। আচ্ছা, তবে এখন ফোয়ারা-বাগানের দীঘিতে স্নান ক'রে সেখানে গিয়ে কুক্‌ড়োর মত চীৎকার করি গে। নইলে আমাদের ব্রাহ্মণেরা রাজবাড়ীতে দান-দক্ষিণা পায় কি করে'? আমার প্রিয় বয়স্যও আজ বিরহ-কষ্ট দূর করবার জন্য সেই ফোয়ারা-বাগানেই গেছেন। এখন তবে তাঁর সঙ্গেই গিয়ে যথোচিত অনুষ্ঠানাদি করি গে।

(সোৎকণ্ঠে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—

উপবাস-ব্রত-বিধি করিয়া পালন
তনুটি হয়েছে ক্ষীণ, না সরে বচন;

প্রভাতের ইন্দু-সম পাণ্ডুবর্ণ-মুখ,
নব-অনুরাগ-বশে মিলনে উৎসুক ;
—এ হেন সে প্রেয়সীরে করিতে দর্শন
সোৎকণ্ঠ হয়ে আছে আজি মোর মন।

বিদূষক।—(নিকটে গিয়া) স্বস্তি হোক্! কল্যাণ হোক্!

রাজা।—(দেখিয়া) বসন্তক, আজ তোমাকে যে এত হৃষ্ট দেখ্‌চি?

বিদূষক।—দেবী আজ ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করবেন।

রাজা।—তোমার তাতে কি?

বিদূষক।—(সগর্ব্বে) ওগো! এইরূপ ব্রাহ্মণেরই অর্চ্চনা হবে। যে রাজবাড়ী—চতুর্ব্বেদী, পঞ্চবেদী, ষড়্‌বেদী এইরূপ সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণে তোলপাড়, সেই রাজবাড়ীতে আমিই আজ দেবীর কাছ থেকে স্বস্তির দান-সামগ্রী পাব।

রাজা।—(হাসিয়া) বেদের সংখ্যা নির্দ্দেশেই তোমার ব্রাহ্মণ্য বিলক্ষণ বোঝা গেছে। তা এস মহাব্রাহ্মণ, এখন ধারাগৃহ-উদ্যানে * যাওয়া যাক্।

বিদূষক।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

রাজা।—তুমি আগে আগে যাও।

বিদূষক।—এই যাই। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) দেখ দেখ সখা! এই ফোয়ারা-বাগানের কেমন শোভা হয়েচে। শিলাতলের উপর বিবিধ সুকুমার কুসুম অবিরল পড়্চে, পরিমল নিলীন ভ্রমরের ভরে বকুল মালতী লতাগুলি যেন একেবারে ভেঙে পড়্চে—কমলগন্ধে মারুত উদ্দাম হয়ে চারিদিকে জেগে উঠেছে— † "বন্ধূক"-বন্ধনে তমাল এরূপ ঘন আচ্ছন্ন যে, তাতে সূর্য্যের আলোক প্রবেশ কর্‌তে পার্‌চে না।

রাজা।—বয়স্য, তুমি ঠিক্ বলেচ। আরও দেখ, এখানে :—

সেফালির বৃন্তগুলি ক্ষুদ্র প্রবালের মত
ভূমিতল ছায় ;
সপ্তচ্ছদের গন্ধ গজ-মদ-গন্ধ বলি'
ভ্রান্তি জনমায় ;
ফুল-পদ্ম-রজে অন্ধ সিন্দূরাগে সুরঞ্জিত
অলিগণ তায়
সুরাপানে হয়ে মত্ত হইয়াও বাক্যহীন
কি যেন কি গায়।

বিদূষক।—আরো দেখ সখা, এই সপ্তচ্ছদ গাছ থেকে কুসুমরাশি কেমন অবিরলধারে পড়্ছে।—যদিও এখন বর্ষার অবসান,—তবু ঠিক্ যেন পত্রপুঞ্জের মধ্য হ'তে জলবিন্দু ঝরে ঝরে পড়্চে।

রাজা।—তোমার উপমাটি সুন্দর হয়েচে। বর্ষার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে বটে। দেখ না কেন ;

হরিয়া শিরীষ শোভা বৃন্ত-বিগলিত যত
বন্ধূক কুসুমচয়
ছেয়েছে শাদ্বল ;
মরকত-চূর্ণ দিয়া ক্ষালিত হয়েছে যেন
সদ্য-বিনির্ম্মিত চারু
কুট্টিম বিমল ;
বর্ষা গত, তবু যেন শত ইন্দ্রগোপ কীটে
আচ্ছন্ন হয়েছে এই
মৃদু ভূমিতল।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—দেবী বাসবদত্তা আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন :—"ওলো ইন্দীবরিকে! অগস্ত্য মহর্ষিকে আজ আমার অর্ঘ্য দিতে হবে—তা তুই যা, কতকগুলি শেফালিকা-ফুলের মালা শীঘ্র নিয়ে আয়। আর এই আরণ্যকাও গিয়ে দীর্ঘিকার কমলগুলি সূর্য্যের উত্তাপে মুদিত না হ'তে হ'তেই তুলে নিয়ে আসুক। ও বেচারা দীর্ঘিকাটি কোথায়, তা জানে না। ওকে সঙ্গে নিয়ে তুই যা।" (নেপথ্যাভিমুখে দেখিয়া) এসো আরণ্যকা, এই দিকে এসো।

(আরণ্যকার প্রবেশ)

আরণ্যকা।—(উদ্বেগ-ভরে সাশ্রুনেত্রে স্বগত) আমি অমন উচ্চবংশে জন্মে চিরকাল অন্যদের আজ্ঞা করেছি, এখন কি না আমাকে অন্যের আজ্ঞা-মত কাজ কর্‌তে হচ্চে। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই। অথবা আমারই দোষ। কেননা, এ সমস্ত জেনেও আমি আত্মহত্যা করি নি। অথবা, যা হবার নয়, তাই আমি ভাবচি। কিন্তু এখন এও ভাল। আমার যে মহাকুলে জন্ম, এ কথা প্রকাশ করে' আপনাকে লঘু কর্‌ব না। এখন উপায় কি? যা আমাকে কর্‌তে বল্‌চে, তাই করি।

* ফোয়ারা-বাগান।
† বাঁধুলী ফুল।

দাসী।—এই দিকে এসো আরণ্যকা।

আরণ্যকা।—এই আস্‌চি (শ্রান্তভাবে) ওলো! দীর্ঘিকা কি এখনও অনেক দূরে?

দাসী।—ঐ শিউলি-গাছের ঝোপে ঢাকা পড়েচে। তা এসো, এইবার আমরা নামি।

(অবতরণ)

রাজা।—বয়স্য! তুমি আর কি ভাবচ?—আমি তোমাকে বল্‌চি, বর্ষার সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

("হরিয়া শিরীষ-শোভা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

বিদূষক।—(সক্রোধে) ওগো! তুমি তো এখন এটা-ওটা দেখে মনের উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য আত্মবিনোদন করচ; কিন্তু এই ব্রাহ্মণের যে স্বস্তি-অনুষ্ঠানের বেলা বয়ে যায়। আমি তো এখন শীঘ্র দীর্ঘিকায় স্নান করে' দেবীর নিকটে যাই।

রাজা।—আরে মূর্খ! আমরা যে দীর্ঘিকার পারেই এসেচি। এইরূপ নানাবিধ ইন্দ্রিয়সুখে মত্ত হয়ে তুমি দেখ্‌ছি তা লক্ষ্য করনি। দেখ:—

দয়িত নূপুর সম হংসধ্বনি তুষিছে শ্রবণ;
তটতরু-রন্ধ্রে হেরি' সৌধশ্রেণী মোহিত নয়ন;
পদ্ম-পরিমল গন্ধে ঘ্রাণসুখ চিত্তে জনমায়;
বারি-স্পর্শ-সুশীতল সমীরণে শরীর জুড়ায়।

এখন তবে চল; দীর্ঘিকার তীরের দিকে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) দেখ, দেখ বয়স্য!

উপবন-দেবতার স্ফুট-পদ্ম দীপ্তিহারা
অতিস্বচ্ছা দৃষ্টির মতন
এই যে গো দীর্ঘিকাটি —ইহার দর্শনে আজি
অতিশয় প্রীত মোর মন॥

বিদূষক।—(কৌতুক সহকারে) দেখ, দেখ বয়স্য, এখানে কুসুম-পরিমল সুরভিত-বেণীরূপ মধুকর-শ্রেণী; অরুণ হস্তপল্লব, উজ্জ্বলতনু ও কোমল বাহুলতারূপ বিক্রম-লতা—এই সবে সত্যই মনে হয়, এখানকার উদ্যান-দেবতা যেন এখানে সশরীরে বিচরণ করচেন।

রাজা।—(সকৌতুকে দেখিয়া) এ উদ্যানটি নাকি অতিশয় সুন্দর, তাই একে আমরা নানা ভাবে কল্পনা করি। আসলে যে কি বস্তু, তা আমি এখনও জানি নে। দেখ:—

শোভিছে কমল করে —ইনি কি গো লক্ষ্মী-দেবী
উদ্যানের মাঝে সমুদিত?
ভুবন দর্শন-তরে পাতাল হইতে কি গো
নাগ-কন্যা হেথা সমুত্থিত?
মিথ্যা কল্পনা মোর —কেননা এমন রূপ
পাতালে কোথায়?
এ কি তবে মূর্ত্তিমতী গগনের কৌমুদী
উদিল হেথায়?
কিন্তু তাও অসম্ভব —জ্যোছনা কেমনে হবে
প্রকাশ দিবায়?

বিদূষক।—(নিরীক্ষণ করিয়া) ও নিশ্চয়ই দেবীর পরিচারিকা ইন্দীবরিকা। এসো, আমরা এই ঝোপের আড়ালে থেকে দেখি।

(উভয়ের তথাকরণ)

দাসী।—(পদ্মপত্র গ্রহণ করিয়া) আরণ্যকে! তুমি পদ্মগুলি তোলো। আর আমি এই পদ্মপত্রের মধ্যে শিউলিফুলগুলি নিয়ে দেবীর কাছে যাই।

রাজা।—বয়স্য! ওদের দুজনের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা চল্‌চে, মন দিয়ে শোনা যাক্। এইখানেই হয় তো আসল কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে।

দাসী।—(গমন)

আরণ্যকা।—ওলো ইন্দীবরিকে! তোকে ছেড়ে আমি এখানে একলা থাক্‌তে পারব না।

দাসী।—(হাসিয়া) আজ দেবীর কাছে যা শুনলেম, তা হ'লে তো আমাকে ছেড়ে চিরকাল তোমার এইখানেই থাক্‌তে হবে।

আরণ্যকা।—(সবিষাদে) দেবী কি বলেছেন?

দাসী।—এই কথা বলেছেন:—"আমাকে মহারাজ বলেছিলেন, বিন্ধ্যকেতু-দুহিতা যখন বিবাহযোগ্যা হবে, তখন যেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়। এখন তাই মহারাজকে আমার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে; তিনি যেন এখন তার জন্য একটি ভাল বর খুঁজে দেন।"

রাজা।—(সহর্ষে) ইনিই সেই বিন্ধ্যকেতুর দুহিতা? (অনুতাপ সহকারে) আহা! এঁর দর্শনে

আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলেম? ইনি কুমারী—এঁকে দেখ্‌তে কোন দোষ নাই। অসঙ্কোচে এখন তবে দেখা যাক।

আরণ্যকা।- (সরোষে কর্ণদ্বয় ঢাকিয়া) আচ্ছা, তুই যা, তোর আবল্‌ তাবল্‌ কথা আমি শুন্‌তে চাই নে।

দাসী।—(অপসৃত হইয়া পুষ্পচয়ন)

রাজা।—আহা! কি ধীরতার সহিত—নিজ উচ্চবংশের কেমন সুন্দর পরিচয় দিলেন! সেই ধন্য, যে এঁর অঙ্গস্পর্শ-সুখের ভাজন হবে।

আরণ্যকা।—(কমল চয়ন)

বিদূষক।—ওগো! বয়স্য!—দেখ দেখ। আশ্চর্য্য!—আশ্চর্য্য! উনি নিজ করপল্লবে জল সরিয়ে সরিয়ে কমলগুলি তুল্‌চেন—ঐ কর-পল্লবের প্রভা, কমল বনের শোভাকেও যেন উপহাস কর্‌চে।

রাজা।—বয়স্য! সে কথা সত্য। দেখ—

দৃষ্টি অতি মনোরম —যেন অবিচ্ছন্ন ধারে
সুধাবিন্দু হয় বরিষণ।
স্তনের বসন খসি' কি-এক অপূর্ব্ব দৃশ্য
সহসা গো হয় উদ্‌ঘাটন!
এ যে গো অদ্ভুত অতি:—এই সব বিকসিত পদ্ম
হেন চন্দ্র-কর-স্পর্শে মুকুলিত হইল না সদ্য।

আরণ্যকা।—(ভ্রমর তাড়াইয়া) কি জ্বালা! কি জ্বালা! এই দুষ্ট ভ্রমরগুল কমল-বন—নীলোৎপল-বন ছেড়ে এসে আমাকে দেখ না বিরক্ত কর্‌চে। ওলো ইন্দীবরিকে! (ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া) আমাকে রক্ষা কর্‌—রক্ষা কর্‌! এই দুষ্ট মধুকরেরা ভারি জ্বালাতন কর্‌চে।

বিদূষক।—ওহে, তোমার মনোরথ পূর্ণ হয়েচে। সেই দাসী বেটী যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণ তুমি চুপি চুপি কাছে এগিয়ে যাও। জলের মধ্যে পদসঞ্চারণ-শব্দ শুনে মনে কর্‌বে, ইন্দীবরিকা আস্‌চে—আর তাই মনে ক'রে তোমার হাত ধর্‌বে।

রাজা।—ঠিক্‌ বলেছ সখা! সময়োচিত পরামর্শ দিয়েছ। (আরণ্যকার সমীপে গমন)

আরণ্যকা।—(পদশব্দ শুনিয়া) ইন্দীবরিকে! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়! দুষ্ট ভ্রমরগুলা আমাকে ভারি জ্বালাতন কর্‌চে। (রাজার হস্ত অবলম্বন)

রাজা।—(আরণ্যকার কণ্ঠ ধারণ)

আরণ্যকা।—(উত্তরীয় মুখ হইতে অপনীত করিয়া রাজাকে না দেখিয়া, ভ্রমরদিগের প্রতি দৃষ্টি-পাত)

রাজা।—(নিজ উত্তরীয়ের দ্বারা ভ্রমর তাড়াইয়া)

অয়ি ভীরু ত্যজ ভয়! পরিমলে হয়ে লুব্ধ
তব মুখপদ্মে বসে
এই অলিগণ;
ত্রাস-বিচঞ্চল-দৃষ্টি আয়ত-লোচনে ওগো!
ওদের যদিও তুমি
কর বিসর্জ্জন,
পদ্মবন-লক্ষ্মী তুমি —তোমারে কেমনে বল
করিবে গো পরিত্যাগ
উহারা এখন।

আরণ্যকা।—(রাজাকে দেখিয়া সাধ্বস-সহকারে) এ কি এ কি! এ তো ইন্দীবরিকা নয়। (সভয়ে রাজার নিকট হইতে সরিয়া গিয়া) ইন্দীবরিকে! শীঘ্র আয়, শীঘ্র আয়। আমাকে রক্ষা কর্‌।

বিদূষক।—ওগো! যিনি সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণে সমর্থ, সেই পরিত্রাতা তোমার নিকটে থাক্‌তে তুমি কি না ইন্দীবরিকাকে ডাক্‌চ!

রাজা।—("ত্যজ ভয় ওগো ভীরু" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

আরণ্যকা।—(রাজাকে দেখিয়া সস্পৃহ ও সলজ্জ-ভাবে স্বগত) নিশ্চয় ইনিই সেই মহারাজ, যাঁর সঙ্গে পিতা আমার বিবাহ দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। পিতার পক্ষপাত, যোগ্য পাত্রেই হয়েছিল দেখ্‌চি। (আকুলভাবে অবস্থান)

দাসী।—দুষ্ট ভ্রমরেরা বুঝি, আরণ্যকাকে বিরক্ত কর্‌চে। আমি এখনি গিয়ে তাড়িয়ে দিচ্চি। আরণ্যকে! ভয় নেই, আমি আস্‌চি।

বিদূষক।—ওহে, পালাও, পালাও, ঐ ইন্দীবরিকা আস্‌চে। এই সব ব্যাপার দেখে গিয়ে ও দেবীর কাছে সমস্ত বলে' দেবে। (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এসো, আমরা এই কদলীগৃহের মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ থাকি। (উভয়ের তথাকরণ)

দাসী।—(নিকটে গিয়া, আরণ্যকার কপোলদ্বয় স্পর্শ করিয়া) ওলো আরণ্যকে! এই ভ্রমরেরা যে তোমাকে বিরক্ত কর্‌চে, এতে তাদের দোষ নেই, এ তোমার কমল-বদনেরই দোষ। (হাত ধরিয়া) তা এসো, আমরা এখন যাই। বেলা গেছে। (গমন)

আরণ্যকা।—(কদলী-গৃহাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওলো ইন্দীবরিকে! দীঘির জলটা এমনি ঠাণ্ডা যে আমার কোমর আড়ষ্ট হয়ে গেছে। একটু আস্তে আস্তে যাওয়া যাক্।

দাসী।—আচ্ছা। [প্রস্থান।

বিদূষক।—ওগো। এসো, আমরা বেরিয়ে পড়ি। দাসী বেটী তাকে নিয়ে চলে গেছে।

(তথাকরণ)

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কি! চলে' গেছে? সখা বসন্তক! বাঞ্ছিত বস্তুকে, হতভাগ্যেরা কখনই নির্ব্বিঘ্নে লাভ করে না (অবলোকন করিয়া)

বদ্ধ-মুখ হইয়াও কণ্টকিত-তনু এই
কমল-কানন
মৃদু কর-পল্লবের স্পর্শ-সুখ করে ব্যক্ত
তবুও কেমন।

(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) সখা, এখন কি উপায়ে তাকে পুনর্ব্বার দেখা যায়?

বিদূষক।—এখন পুতুলটি ভেঙে রোদন কর্‌চ—এই মূর্খ ব্রাহ্মণের কথামত কাজ তুমি কর্‌লে না।

রাজা।—কি আমি করি নি?

বিদূষক।—তুমি ভুলে গেছ, আমি বলেছিলেম, কোন কথা না বলে' চুপি চুপি নিকটে এগিয়ে যাও। আর তুমি কি না এই সঙ্কট-সময়ে, মিথ্যা পাণ্ডিত্য-মূর্খতা প্রকাশ করে', "অয়ি ভীরু, ত্যজ ভয়" ইত্যাদি কটু বাক্যে ভর্ৎসনা কর্‌লে। এখন আবার কেন কাঁদতে বসেছ? এখন আবার, কি উপায়ে দেখা হবে, জিজ্ঞাসা কর্‌চ কেন?

রাজা।—মূর্খেরাই সান্ত্বনাকে ভর্ৎসনা বলে' থাকে।

বিদূষক।—এ স্থলে কে মূর্খ, তা বিলক্ষণ জানা গেছে। তা এ সব কথায় আর কি হবে? ভগবান্ সূর্য্যদেব এখন অস্তাভিলাষী হয়েছেন। এসো, এখন আমরা ঘরের ভিতর প্রবেশ করি।

রাজা।—(দেখিয়া) তাই ত, সন্ধ্যা হয়ে এলো যে! এখন—

হরি' পদ্মবনচ্ছাতি প্রিয়তমা-সম ওই
দিন-লক্ষ্মী গেলেন চলিয়া;
মোর এই চিত্ত সম— রবি-বিম্বে যেন রাগ
দেখা দেয় অধিক করিয়া;
চক্রবাক্-সম আমি সহচরী-ধ্যানে মগ্ন
দীর্ঘিকার ধারে;
অন্তর-ভুবন মম সহসা আচ্ছন্ন হ'ল
ঘোর অন্ধকারে।

[সকলের প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো।—দেবী বাসবদত্তা এইরূপ আজ্ঞা কর্‌লেন:—"ওলো, মনোরমে! সাঙ্কৃত্যায়নী, আর্য্যপুত্র আর আমি—আমাদের * বৃত্তান্ত-কথা নাট্যনিবদ্ধ করে' যে নাটকটি অভিনয় করা হচ্চে—আর আজ যার শেষ অংশটি অভিনয় হবে, সেই নাটকটি তোরা কৌমুদী-উৎসবে অভিনয় করিস্।" কিন্তু আমার প্রিয়সখী আরণ্যকা সেদিন ভারি অন্যমনস্ক ভাবে অভিনয় কর্‌ছিল। আজ যদি বাসবদত্তার ভূমিকা নিয়ে সেইরূপ অন্যমনস্কভাবে থাকে, তা হলে দেবী রাগ কর্‌বেন। তাকে দেখ্‌তে পেলে একটু ভর্ৎসনা কর্‌তে হবে। কিন্তু কোথায় সে? এই যে,

---

* বৎসরাজ উদয়ন-কর্তৃক বাসবদত্তা হরণের বৃত্তান্তটি "কথা-সরিৎসাগরে" এইরূপ আছে—

উজ্জয়িনী-রাজ মহাসেন বৎসরাজের শত্রু হইলেও, বৎসরাজের হস্তে নিজ-দুহিতা বাসবদত্তাকে সমর্পণ করিবেন বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হয়েন, কিন্তু পাছে বৎসরাজ অস্বীকৃত হন এই আশঙ্কায় তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। বৎসরাজ উদয়ন মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের হস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, অনেক সময় বনে বনে মৃগয়া করিয়া বেড়াইতেন। এই অবস্থায়, মহাসেন তাঁহাকে বন্দী করিবেন স্থির করিলেন। মহাসেন একটি দারুময় হস্তী নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে কতিপয় শস্ত্রধারী পুরুষ স্থাপন করতঃ সেই মৃগয়া-ভূমিতে পাঠাইয়া দিলেন। বৎসরাজ দৈবক্রমে সেই হস্তীর সম্মুখে আসিয়া পড়ায়, শস্ত্রধারী পুরুষেরা ঐ কৃত্রিম হস্তীর উদর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। পরে, বৎসরাজ মহাসেনের নিকট আনীত হইলে, মহাসেন বৎসরাজের হস্তে নিজ-দুহিতা বাসবদত্তাকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, আমার দুহিতাকে গন্ধর্ব্ব-বিদ্যা শিক্ষা দিলে, আমি তোমাকে মুক্তিদান করিব।

দীর্ঘিকা-তীরে আরণ্যকা, কি বল্‌তে বল্‌তে কদলী-কুঞ্জে প্রবেশ কর্‌চে। তা, এই ঝোঁপের আড়াল থেকে শোনা যাক্‌, ও আপন-মনে কি বল্‌চে।

(আরণ্যকা প্রেমাকুল চিত্তে কদলীকুঞ্জে আসীনা)

আরণ্যকা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হৃদয়! দুর্লভ জনকে প্রার্থনা করে' কেন তুই আমাকে কষ্ট দিচ্চিস?

মনো।—ও যে অন্যমনস্ক ভাবে থাকে—এই তার কারণ। ও চায় কি?—মন দিয়ে শোনা যাক্‌।

আরণ্যকা।—(সাশ্রুনেত্রে) কি? মহারাজ কেন এত সুন্দর হলেন?—সুন্দর হয়েই তো আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! অথবা আমারি ভাগ্যের দোষ, মহারাজের কোন দোষ নেই।

মনো।—(সাশ্রুনেত্রে) কি? মহারাজই ওর প্রার্থনার বিষয়? ভাল প্রিয়সখি, ভাল! তোমার উচ্চ বংশেরই যোগ্য এই অভিলাষ।

আরণ্যকা।—এখন কার কাছে আমার এই দুঃখের কথা বলে' কষ্টের লাঘব করি? হাঁ, আমার প্রিয়সখী মনোরমা আছে—তাতে আমাতে তো এক-প্রাণ। কিন্তু লজ্জায় তার কাছেও বল্‌তে পার্‌ব না। এখন মরণ ছাড়া আমার কষ্ট নিবারণের আর অন্য উপায় কি আছে?

মনো।—(সাশ্রুনেত্রে) হায়! হায়! বেচারীর ভালবাসাটা দেখ্‌চি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে।

আরণ্যকা।—(অভিলাষ-সহকারে) এই সেই স্থান—যেখানে ভ্রমরেরা আমাকে জ্বালাতন করায় মহারাজ আমার হাত ধরে' বলেছিলেন "ত্যজ' ভয় অয়ি ভীরু!"

মনো—(সহর্ষে) কি?—মহারাজও তবে একে দেখেছেন? আমার সখীর যাতে প্রাণ বাঁচে, সর্ব্বপ্রকারে তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। এখন তবে কাছে গিয়ে সান্ত্বনা করি। (সহসা নিকটে উপস্থিত হইয়া) আমার কাছে বল্‌তে তোমার লজ্জা তো হ'তেই পারে।

আরণ্যকা।—(সলজ্জভাবে স্বগত) ছি ছি ছি, সমস্তই শুনে ফেলেচে দেখ্‌চি!—তবে এখন ওর কাছে প্রকাশ করাই ভাল। (প্রকাশ্যে) প্রিয়সখি! আমার উপর রাগ কোরো না, রাগ কোরো না। এ আমার লজ্জারই দোষ!

মনো।—(সহর্ষে) সখি! ভয় নেই। আচ্ছা, বল দিকি, সত্যই কি মহারাজ তোমাকে দেখেচেন?

আরণ্যকা।—(লজ্জায় অধোমুখী হইয়া) প্রিয়-সখি! তুমি তো সবই শুনেছ।

মনো।—যদি মহারাজ তোমাকে দেখে থাকেন, তা হ'লে আর কেন দুঃখ কর্‌চ? তিনি আবার তোমাকে দেখ্‌বার জন্য নিশ্চয়ই আকুল হবেন।

আরণ্যকা।—তোমরা সখীকে ভালবাসো বলেই সখীর স্নেহে তুমি এই কথা বল্‌চ। তিনি দেবীর গুণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে আছেন—তাঁতে এ কি কখন সম্ভব?

মনো।—(হাসিয়া) ওলো হাবি! মধুকরের কমলিনীতে অনুরাগ থাক্‌লেও, মালতীকে দেখে সে কি স্থির থাক্‌তে পারে? ওদের যে নিত্য নূতনে লোভ।

আরণ্যকা।—যা হবার নয়, সে কথায় আর কি হবে? তা চল, এখন যাওয়া যাক্‌। শরতের তাপে আমার গা এত তেতে উঠেছে যে, তাপটা কিছুতেই শরীর থেকে যাচ্চে না।

মনো।—সখি, তুমি দেখ্‌চি ভারি লাজুক। কিন্তু এরূপ অবস্থাতে আত্ম-গোপন করাটাও ঠিক নয়।

আরণ্যকা।—(মুখ অবনত করণ)

মনো।—আমি তোমার সখী—আমার কাছে মনের কথা কেন লুকচ্চ বল দিকি? পুষ্পশরের অবিরত শর-পতনের শব্দের মত দিবারাত্রই তোমার নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্চে, এতে কি তোমার মনের কথা ব্যক্ত হচ্চে না? (স্বগত) কিন্তু না—এখন তিরস্কারের সময় নয়। এখন পদ্মপত্র এনে ওর বুকের উপর রেখে দি। (উঠিয়া দীর্ঘিকা হইতে পদ্মপত্র লইয়া আরণ্যকার হৃদয়ে স্থাপন) ধৈর্য্য ধর সখি, ধৈর্য্য ধর।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—আরণ্যকার উপর প্রিয়বয়স্যের অত্যন্ত অনুরাগ জন্মেছে। এমন কি, তিনি এখন রাজকার্য্য ত্যাগ করে' দর্শনের উপায়-চিন্তাতেই আত্মবিনোদন কর্‌চেন। (চিন্তা করিয়া) কোথায় গেলে এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'তে পারে?—হাঁ, সেই দীর্ঘিকাতে গিয়েই তার অন্বেষণ করা যাক্‌। (পরি-ক্রমণ)

মনো।—(শুনিয়া) যেন কার পদশব্দের মত শোনা যাচ্চে। কদলী-গাছগুলির আড়াল থেকে দেখা যাক্, লোকটা কে।

(উভয়ে সেইরূপ করিয়া দর্শন)

আরণ্যকা।—ও যে সেই মহারাজের পার্শ্বচর ব্রাহ্মণ।

মনো।—কি?—বসন্তক? (সহর্ষে স্বগত) আহা! তাই যেন হয়!

বিদূ।—(চারিদিক্ অবলোকন করিয়া) এখন আরণ্যকা সত্যই আরণ্যকা হয়ে পড়ল না কি?

মনো।—(সস্মিত) সখি! রাজ-বয়স্য তোমারি উদ্দেশে কি কথা বল্চে। এখন মন দিয়ে শোনা যাক্।

আরণ্যকা।—(সস্পৃহ ও সলজ্জভাবে শ্রবণ)

বিদূ।—(উদ্বেগ-সহকারে) বিষম মদন-সন্তাপে প্রিয়বয়স্য তো একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছেন—তাঁর কথামত আমি দেবী বাসবদত্তা, * পদ্মাবতী ও অন্যান্য দেবীদের গৃহ অন্বেষণ করেছি—কিন্তু তাকে তো কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। পূর্ব্বে একবার দীর্ঘিকাতে দেখেছিলেম, তাই মনে করে' এখানে দেখতে এলেম। কিন্তু সে যে এখানেও নেই। এখন তবে কি করা যায়?

মনো।—শুনলে প্রিয়সখি?

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) ভাল কথা, বয়স্য আমাকে বলেছিলেন, 'যদি তাঁকে অন্বেষণ করে' না পাও, তা হ'লে অন্ততঃ তাঁর করতল-স্পর্শসুখে যে সকল পদ্মপত্র দ্বিগুণতর শীতল হয়েচে, সেই সকল পদ্মপত্র দীর্ঘিকা থেকে তুলে নিয়ে এসো। এখন সে পদ্মপত্র কোন্‌গুলি, তা জানা যায় কি করে'?

মনো। এইবার আমার অবসর হয়েচে! (নিকটে গিয়া বিদূষকের হাত ধরিয়া) বসন্তক! এসো, আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি।

বিদূ।—(সভয়ে) কার কাছে তুমি জানাবে?—দেবীর কাছে না কি?—না না, আমি কিছুই বলিনি।

মনো।—বসন্তক, ভয় নেই। আরণ্যকার জন্য তোমার প্রিয় বয়স্যের যেরূপ অবস্থা হয়েছে বলে' তুমি বর্ণনা করলে, মহারাজের জন্য আমার প্রিয়সখীরও সেইরূপ অবস্থা হয়েছে। তা, এই দেখ দেখ। (নিকটে গিয়া আরণ্যকাকে প্রদর্শন)

বিদূ।—(দেখিয়া সহর্ষে) আমার পরিশ্রম সফল হ'ল। কল্যাণ হোক্!

আরণ্যকা।—(সলজ্জভাবে পদ্মপত্রগুলি সরাইয়া ফেলিয়া উত্থান)

মনো।—দেখ বসন্তক ঠাকুর! তোমার দর্শন-মাত্রেই প্রিয়সখীর জ্বর ছেড়ে গেল—উনি এখন আপনা হ'তেই পদ্মপত্রগুলি সরিয়ে ফেল্‌চেন। তা ঠাকুর, এইগুলি তুমি নিয়ে যাও!

আরণ্যকা।—(আবেগ-ভরে) সখি! তুমি পরিহাস করতে বড় ভালবাসো। কেন আমাকে লজ্জা দেও বল দিকি? (কিঞ্চিৎ মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

বিদূ।—(সবিষাদে) থাক্ এখন ও-পদ্মপত্রগুলি। তোমার প্রিয়সখী দেখ্‌চি একটু বেশি-রকম লাজুক। তা হ'লে এঁদের দুজনের মধ্যে মিলন ঘটবে কি করে'?

মনো।—(একটুখানি চিন্তা করিয়া সহর্ষে) বসন্তক! তাই বটে। (কানে কানে কথন)

বিদূ।—বেশ বলেছ প্রিয়সখি, বেশ বলেছ। (চুপি চুপি) তোমরা এখন সাজসজ্জা কর, আমি ইতিমধ্যে বয়স্যকে নিয়ে এখানে উপস্থিত হচ্চি।

[প্রস্থান।

মনো।—ওগো মানিনি! ওঠো, ওঠো। সেই নাটকের শেষ অংশটা আজ আমাদের অভিনয় করতে হবে। তা চল, এখন প্রেক্ষাগারে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো প্রেক্ষা-গার। এসো, আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। (প্রবেশ করিয়া অবলোকন) বেশ, বেশ। সবই তো প্রস্তুত। এখন দেবী এলেই হয়।

(সবিভবে সপরিজন দেবী ও সাঙ্কৃত্যায়নীর প্রবেশ)

বাসবদত্তা।—আহা! ভগবতি, তোমার কি কবিত্ব! এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত তুমি নাটকে এমন নিপুণভাবে নিবদ্ধ করেছ যে, আমাদের নিজ বৃত্তান্ত হলেও, অভিনয় দেখে আমাদের কৌতূহল যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্চে; মনে হচ্চে যেন এর কিছুই আমরা পূর্ব্বে দেখি নি!

* 'কথা-সরিৎসাগর' গ্রন্থে এই পদ্মাবতী মগধ-রাজ প্রদ্যোতের দুহিতা, আর বাসবদত্তা উজ্জয়িনী-রাজ মহাসেনের দুহিতা।

সাঙ্কৃত্যায়নী।—বৎসে! এ আশ্রয়েরই গুণ। যে অসার কাব্য লোকে বাধ্য হয়ে শ্রবণ করে, তাও আশ্রয়ের গুণে শ্রুতিসুখকর হয়। দেখ:—

যৎসামান্য বস্তুটিও উৎকর্ষ করে লাভ
মহতের আশ্রয় লভিয়া;
যথা এই ছার ভস্ম লভে ভূষণের গুণ
মত্তগজ-কুম্ভতটে গিয়া।

বাসবদত্তা।—(সস্মিত) ভগবতি! নিজ জামাতাকে সবাই ভালবাসে—এ তো জানা কথা। তা এখন ও-সব কথা ছেড়ে নাটকটা দেখা যাক্।

সাঙ্ক।—আচ্ছা! ইন্দীবরিকে! ওদের প্রেক্ষাগৃহে আস্‌তে বল।

দাসী।—আস্‌তে আজ্ঞা হোক রাণীঠাকরুণ, আসতে আজ্ঞা হোক!

(সকলের পরিক্রমণ)

সাঙ্ক।—(দেখিয়া) আহা, এই প্রেক্ষাগৃহের কি শোভা!

শতরত্ন-সুশোভিত স্বর্ণস্তম্ভ কিবা শোভমান!
তাহাতে রয়েছে লগ্ন পরিপুষ্ট মুকুতার দাম।
রূপে জিনি' অপসরা আছে বসি' যতেক যুবতী
এ হেন এ প্রেক্ষাগার শোভে সুর-বিমান যেমতি।

মনোরমা ও আরণ্যকা।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ রাণীঠাকুরাণীর জয় হোক্!

বাসবদত্তা।—মনোরমে! রাত হয়ে আস্‌চে; তুমি যাও; শীঘ্র গিয়ে সাজ-সজ্জা কর।

উভয়ে।—যে আজ্ঞে দেবি।

[প্রস্থান।

বাসবদত্তা।—দেখ আরণ্যকে! আমার অঙ্গের এই আভরণগুলি নিয়ে সাজঘরে গিয়ে তুমি বেশভূষা করে' এসো। আর দেখ মনোরমে! "নল-গিরি" নামক হস্তীটি উপহার পেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে আমার পিতা আর্য্য-পুত্রকে যে আভরণগুলি দিয়েছিলেন, সেইগুলি ইন্দীবরিকার কাছ থেকে নিয়ে তুমিও এমন করে' সাজসজ্জা কর যাতে মহারাজের মতন ঠিক্ দেখ্‌তে হয়।

[মনোরমা ইন্দীবরিকার নিকট হইতে আভরণাদি লইয়া আরণ্যকার সহিত প্রস্থান।

ইন্দীবরিকা।—এই আসন। বস্‌তে আজ্ঞে হোক্ রাণীঠাকরুণ!

বাসবদত্তা।—(আসন নির্দ্দেশ করিয়া) বসুন ভগবতি!

(উভয়ের উপবেশন)

(সাজসজ্জা করিয়া কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী:—

ব্যবস্থা বিধান করি, দণ্ডনীতি-দণ্ড ধরি'
অন্তঃপুর-জনদের করি গো রক্ষণ;
জরাতুর বৃদ্ধ আমি —বিস্খলিত পদে পদে—
করিতেছি সরবথা নৃপানুকরণ।

ওগো, তোমরা শোনো! অসংখ্য শত্রুসৈন্যকে যিনি পরাভূত করেছেন, সেই যথার্থনামা "মহাসেন" আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করলেন, "দেখ কঞ্চুকি, তুমি অন্তঃপুরে গিয়ে এই আদেশ প্রচার কর, আগামী কল্য 'উদয়নের' উপলক্ষে আমরা উৎসব করব। অতএব উৎসবানুরূপ উজ্জ্বল-বেশধারী পরিজনের সহিত তোমরা সবাই মদনোদ্যানে উপস্থিত হবে।"

সাঙ্কৃত্যায়নী।—(কঞ্চুকীকে নির্দ্দেশ করিয়া) রাজপুত্রি! এইবার অভিনয় আরম্ভ হয়েচে। দর্শন কর।

কঞ্চুকী।—তা, আমি শুধু এই আদেশ করব, —"তোমরা সেখানে সপরিজনে যাবে; কিন্তু বেশ-ভূষা করে' যাবে,—এ কথা আমি বলব না। কেননা:—

চরণে নূপুর দিয়া, কাঞ্চীলতা দিয়া ভূষি'
নিতম্ব-মণ্ডল,
স্তনদেশে পরি' হার, বাহুদ্বয়ে বাজুবন্দ,
শ্রবণে কুণ্ডল,
করেতে বলয় পরি', "স্বস্তিক"-ভূষণ আর
কবরী-কুন্তলে,
মহিষীর দাসীজনো হয় যে লক্ষিত এই
উৎসবের স্থলে।

এ স্থলে নূতন কিছুই করবার নেই; কেবল প্রভুর আদেশ বলেই আমার বল্‌তে হচ্চে। মহারাজের এই শেষ আদেশটি রাজপুত্রীকে তবে নিবেদন করি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে বাসবদত্তা

গন্ধর্ব্বশালায় প্রবেশ করলেন, আর বীণা-হস্তে কাঞ্চনমালা তাঁর পিছনে পিছনে গেল। এখন তবে ওঁকে বলি গে যাই। (পরিক্রমণ)

(বাসবদত্তা-বেশে আরণ্যকা ও বীণাহস্তে কাঞ্চনমালা আসীনা)

আরণ্যকা।—ওলো কাঞ্চনমালা! বীণাচার্য্যের আস্‌তে এখনও এত দেরী হচ্চে কেন?

কাঞ্চনমালা।—রাজকুমারি! তিনি একজন পাগলকে দেখে, ও তার কথা শুনে, আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাস্‌চেন।

আরণ্যকা।—(হাত-তালি দিয়া হাস্য) ওলো! সমানই সমানের চিত্তরঞ্জন করে, ওরা তবে দুজনেই পাগল।

সাংকৃত্যায়নী।—ও দেখছি রাজকুমারীর বেশ ধারণ করেছে। তা হ'লে ও অবশ্যই রাজকুমারীর ভূমিকাই অভিনয় করবে।

কঞ্চুকী।—(নিকটে আসিয়া) রাজকুমারি! মহারাজ আজ্ঞা করলেন, কাল আমাদের বীণা বাজানো শুন্‌বেন। তা হ'লে, তুমি বীণায় নূতন তার চড়িয়ে রেখো।

আরণ্যকা।—তুমিও তবে শীঘ্র বীণাচার্য্যকে পাঠিয়ে দিও।

কঞ্চুকী।—আমি গিয়ে বৎসরাজকে এখনি পাঠিয়ে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

আরণ্যকা।—কাঞ্চনমালে! আমার বীণাটা নিয়ে এসো—বীণার তারগুলি কিরূপ আছে, একবার পরীক্ষা করে' দেখি।

(কাঞ্চনমালা কর্ত্তৃক বীণা অর্পণ—আরণ্যকা বীণাটি কোলে লইয়া সুর বাঁধিতে প্রবৃত্ত)

(বৎসরাজের বেশে সজ্জিত হইয়া মনোরমার প্রবেশ)

মনো।—(স্বগত) মহারাজের আস্‌তে বড় বিলম্ব হচ্চে। বসন্তক কি তাঁকে বলে নি? অথবা দেবীর ভয়ে আস্‌চেন না। এখন যদি আসেন তো বেশ হয়।

(অবগুণ্ঠিত হইয়া রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—

পূর্ব্ব-মত শশধর নাহি দহে আমারে এখন;
অজস্র নিঃশ্বাসে কষ্ট নাহি পাই পূর্ব্বের মতন;
ওষ্ঠ নহে উষ্ণ এবে, চিত্ত মোর নহে শূন্য,
আলস্য নাহিক অঙ্গে আর;
বাঞ্ছিত যে বস্তু—তার ঐকান্তিক ধ্যানেতেও
লঘু হয় পূর্ব্বদুঃখ-ভার।

বয়স্য, মনোরমা বেশ একটা পরামর্শ দিয়েছে; সে বল্লে:—"এখন দেবী, মহারাজের দর্শনপথ হতে আমার প্রিয়সখীকে সযত্নে রক্ষা কর্‌চেন, এখন মিলনের শুধু একটি পন্থা আছে। আজ রাত্রে দেবীর সমক্ষে 'উদয়ন-চরিত্র'-নামক নাটকটির অভিনয় হবে। তাতে আরণ্যকা বাসবদত্তা সাজবে। আর আমি বৎসরাজ। তিনি যা-যা করেছিলেন, আমার সব শিখে রাখ্‌বার কথা। কিন্তু আপনি যদি স্বয়ং এসে নিজ ভূমিকা গ্রহণ করেন, তা হ'লে আপনি মিলনের উৎসবটা সহজেই উপভোগ কর্‌তে পারেন।"

বিদূষক।—আমি তোমাকে ঠিক্ বল্‌চি, ওই দেখ, মনোরমা তোমার বেশ পরে' দাঁড়িয়ে আছে। যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, নিকটে গিয়ে বরং ওকে জিজ্ঞাসা কর।

রাজা।—(মনোরমার নিকটে গিয়া) যা বসন্তক বল্‌চে, তা কি সত্যি?

মনো।—মহারাজ, তাই বটে। আপনার আভরণগুলি আমি পরেছি। (আভরণগুলি অঙ্গ হইতে খুলিয়া রাজাকে সমর্পণ)

রাজা।—(নিজ অঙ্গে পরিধান)

বিদূষক।—রাজার দাসীও এই সব অভিনয় কর্‌চে। এ যে দেখ্‌চি গুরুতর ব্যাপার হয়ে উঠ্‌ল!

রাজা।—(হাসিয়া) দূর মূর্খ! এ পরিহাসের সময় নয়। তুমি এখন চুপি চুপি চিত্রশালায় যাও। মনোরমার সহিত আমি কিরূপ অভিনয় করি, তুমি সেখানে থেকে দেখ গে। (উভয়ে তথাকরণ)

আরণ্যকা।—কাঞ্চনমালা, এখন বীণা থাক্। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা।—কি জিজ্ঞাসা করে, শোনা যাক্। (অবহিত হইয়া শ্রবণ)

কাঞ্চনমালা।—রাজকুমারি! কি জান্‌তে চাও বল।

আরণ্যকা—সত্যই কি পিতা এইরূপ বলেছেন যে, বীণা বাজাবার সময় যদি বৎসরাজ আমাকে

হরণ কর্‌তে পারেন, তা হ'লেই তিনি বন্ধন হ'তে মুক্ত হবেন।

রাজা।—(তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া সহর্ষে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থি-বন্ধন)*

তাই বটে। তার সন্দেহ কি।

পরিজন-সহ সেই প্রদ্যোত-রাজার করি'
বিস্ময়োৎপাদন,
বীণাবাদনেতে রতা বাসবদত্তায় শীঘ্র
করিব হরণ।

এই বন্দোবস্তটি যৌগন্ধরায়ণ পূর্ব্ব হতেই করে' রেখেছেন।

বাসবদত্তা।—(সহসা উঠিয়া) আর্য্যপুত্রের জয় হোক্!

রাজা।—(স্বগত) দেবী আমাকে চিন্‌তে পেরেচেন নাকি?

সাঙ্কৃত্যায়নী।—(সস্মিত) রাজকুমারি! ব্যস্ত হয়ো না। এ শুধু নাট্যাভিনয়।

রাজা।—(সহর্ষে স্বগত) আঃ! বাঁচা গেল।

বাসবদত্তা।—(অপ্রতিভ-ভাবে মুচ্‌কি হাসিয়া উপবেশন) এ মনোরমা নাকি? আমি মনে করে-ছিলাম, আর্য্যপুত্র।—বাহবা মনোরমা বাহবা! অভিনয়টি সুন্দর হয়েচে।

সাঙ্কৃ।—রাজকুমারি! এ স্থলে তোমার ভ্রান্তি জন্মানো আশ্চর্য্য নয়। দেখ :—

সেই নেত্রানন্দ রূপ, সেই সে উজ্জ্বল বেশ,
সেই মত্ত-গজ-তুল্য গতি,
সেই লীলাভঙ্গী, সেই জলদ গম্ভীর স্বর,
সেই বল-বিক্রম-শকতি।
কেমন নিপুণ ভাবে, অভিনয় করে ওই দাসী,
যেন স্বয়ং বৎসরাজ, প্রত্যক্ষ গো দেখা দিলা আসি।

বাসব।—ওলো ইন্দীবরিকে! কারাবদ্ধ অব-স্থাতেই আর্য্যপুত্র আমাকে বীণা বাজাতে শিখিয়ে-ছিলেন। তাই বলি, নীলোৎপল-মালা দিয়ে ওঁর শৃঙ্খল বানিয়ে দে।

(মস্তক হইতে খুলিয়া নীলোৎপল-মালা অর্পণ)

(ইন্দীবরিকা সেইরূপ করিয়া, পুনর্ব্বার আসিয়া যথাস্থানে উপবেশন)

* কোন দুঃসাধ্য কার্য্যসাধনের জন্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করা রীতি ছিল।

আরণ্যকা।—কাঞ্চনমালা, বল বল; সত্যই কি পিতা বলেছিলেন, "যদি বীণা বাজাবার সময় বৎসরাজ আমাকে হরণ করেন, তা হ'লে অবশ্যই তাঁর বন্ধন মোচন হবে।"

কাঞ্চন।—তাই বটে রাজকুমারি! যাতে বৎস-রাজের আদর লাভ কর্‌তে পার, এখন তুমি তাই কর।

রাজা।—আমার যা অভিলাষ, তা দেখ্‌ছি, কাঞ্চনমালার দ্বারাই সম্পাদিত হ'ল।

আরণ্যকা।—তা যদি হয়, বীণাটি আমি সযত্নে বাজাব। (গাইতে গাইতে বীণা-বাদন)

ঘন-বন্ধনের জালে অবরুদ্ধ হেরিয়া সে
মানস-গগন,
রাজহংস ইচ্ছা করে লয়ে যেতে দয়িতারে
আপন-ভবন।

বিদূ।—(নিদ্রিত)

মনো।—(হাত দিয়া ঠেলিয়া) বসন্তক! দেখ, দেখ, আমার প্রিয়সখী অভিনয় কর্‌চেন।

বিদূ।—(সরোষে) দূর বেটি! তুই আমাকে ঘুমুতে দিবিনে? যে অবধি প্রিয়বয়স্য আরণ্যকাকে দেখেছেন, সেই অবধি দিবারাত্রে আমার নিদ্রা নাই। এখন তবে, আর কোথাও গিয়ে ঘুমই। (প্রস্থান করিয়া অন্যত্র শয়ন)

আর।—(পুনর্ব্বার গায়ন)

অভিনব অনুরাগে করিয়াছে মত্ত যারে
প্রতিকূল কাম
—এ হেন সে মধুকরী মধুকর-সদনে সে
হয়ে যাচ্যমান,
প্রিয়দরশন সেই প্রিয় মধুকরে
উৎসুক হয়েছে এবে দেখিবার তরে।

রাজা।—(তৎক্ষণাৎ শুনিয়া সহসা নিকটে আসিয়া) সাধু রাজকুমারি সাধু! কি সুন্দর গান! কি সুন্দর বীণা-বাদন!

গীত-বাদ্যে দশবিধ মুখ্য ধাতু করি' প্রকটিত,
সুস্পষ্ট ত্রিধা লয়—দ্রুত মধ্য আর বিলম্বিত,
গোপুচ্ছ-আদি ক্রমে ত্রিত্র যতি করি' সম্পাদন,
শাস্ত্র-অনুগত তিন বাদ্যরীতি হ'ল প্রদর্শন।

আরণ্যকা।—(বীণা হস্তে উত্থান করিয়া রাজাকে

সাভিলাষ-দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে) আশ্চর্য্য মহাশয়! প্রণাম করি।

রাজা।—(সস্মিত) আমি যা ইচ্ছা করি, তাই যেন তোমার হয়।

কাঞ্চন।—(আরণ্যকার আসন নির্দ্দেশ করিয়া) এইখানেই বসুন আচার্য্য মহাশয়!

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) রাজকুমারী এখন কোথায় বস্‌বেন?

কাঞ্চন।—(সস্মিত) এখন তো আপনি বিদ্যাদানে রাজকুমারীর মান বাড়িয়েছেন, অতএব এখন উনি আচার্য্যের আসনে বস্‌বার যোগ্য।

রাজা।—এই অর্দ্ধ আসনে উনি বস্‌তে পারেন। রাজকুমারি! বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

আরণ্যকা।—(কাঞ্চনমালার দিকে চাহিয়া)

কাঞ্চন। (সস্মিতা) রাজকুমারি! বোসো না, তাতে দোষ কি? তুমি একজন শিষ্য বৈ তো নয়।

আরণ্যকা।—(সলজ্জভাবে) ভগবতি! এ ব্যাপারটা নিতান্তই কল্পিত। আমি সে সময়ে আর্য্য-পুত্রের সঙ্গে কখনই একাসনে বসি নি।

রাজা।—রাজকুমারি! পুনর্ব্বার আমার শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে। বীণাটি আর একবার বাজাও দিকি।

আর।—(সস্মিত) কাঞ্চনমালা! অনেকক্ষণ বাজিয়ে আমার বড় পরিশ্রম হয়েচে। আমার অঙ্গুলি শ্রান্ত হয়ে পড়েচে। আমি আর বাজাতে পারচিনে।

কাঞ্চন।—আচার্য্য মহাশয়! রাজকুমারী বড় শ্রান্ত হয়েচেন। দেখুন, ওঁর গালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েচে, আর হাত কাঁপ্‌চে। এখন উনি একটু বিশ্রাম করুন।

রাজা।—কাঞ্চনমালা, তুমি ঠিক বলেছ (হস্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক)

আর—(হস্ত অপসারণ)

বাসব।—(ঈর্ষ্যা-কোপ সহকারে) ভগবতি! এটাও তুমি বেশি বেশি করেছ। আমি কাঞ্চনমালার কাব্য-কৌশলে ভুলি নে।

সাঙ্ক।—(হাসিয়া) বৎসে! কাব্যে এইরূপই হয়ে থাকে।

আর।—(কুপিতার ন্যায়) কাঞ্চনমালা, তুই যা এখান থেকে। তোকে আমার আর ভাল লাগচে না।

কাঞ্চন।—(সস্মিতা) আচ্ছা, আমার এখানে থাকাটা যদি তোমার ভাল না লাগে তো আমি যাই।

[প্রস্থান।

আর।—(সভয়ে) না না, যেও না কাঞ্চনমালা, যেও না; আচ্ছা, আমি ওঁর হাতে হাত রাখ্‌চি।

রাজা।—(আরণ্যকার হস্ত গ্রহণ করিয়া)
শিশির-পরশে সদ্য পদ্মকলি হ'ল কি শীতল?
অকালে কেমনে বলি সুশীতল উষার এ ফল?
নখচন্দ্র হ'তে কি গো ঝরে হিম?—
কিন্তু সে যে দাগী অতিশয়;
অমৃত ঝরিছে তবে স্বেদচ্ছলে—
ইহাতে গো নাহিক সংশয়।

অপিচ:—

যে হস্ত, রক্তিম রাগে জিনিয়াছে নব কিসলয়,
সেই হস্ত অনুরাগে রঞ্জিল গো এ মোর হৃদয়।

আরণ্যকা।—(স্পর্শ-পুলকিত হইয়া) ছি ছি ছি! এই মনোরমাকে স্পর্শ করে' আমার সর্ব্বাঙ্গে মহা-অনর্থ উপস্থিত।

বাসবদত্তা।—(সহসা উঠিয়া) ভগবতি! আর আমি এ অলীক ব্যাপার দেখ্‌তে পারি নে।

সাঙ্কৃত্যায়নী।—রাজপুত্রি! এই গান্ধর্ব্ব-বিবাহ ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত। এতে লজ্জার বিষয় কি আছে? তা ছাড়া, এ নাট্যাভিনয়। অসময়ে রসভঙ্গ করে' উঠে যাওয়াটা ঠিক্ নয়।

বাসব।—(পরিক্রমণ)

ইন্দীবরিকা।—(দেখিয়া) দেবি! বসন্তক চিত্রশালার দ্বারে ঘুমচ্চে।

বাসব।—(নিরীক্ষণ করিয়া) তাই তো, বসন্তকই তো। (চিন্তা করিয়া) ঐখানে তবে রাজাও বোধ হয় আছেন। ওকে জাগিয়ে দেখা যাক্। (জাগাইয়া)

বিদূষক।—(নিদ্রাজড়-ভাবে উঠিয়া সহসা দেখিয়া) প্রিয় বয়স্য অভিনয় করে' এসেছেন কি—না এখনও তিনি অভিনয় করুচেন?

বাসব।—(সবিষাদে) কি! আর্য্যপুত্র অভিনয় করুচেন? মনোরমা এখন কোথায়?

বিদূ।—এই চিত্রশালাতেই আছে

মনো।—(সভয়ে স্বগত) দেবী বোধ হয় আর কিছু মনে করে' এই কথাটা জিজ্ঞাসা করুলেন, আর

এই মূর্খ বটুটা উল্টে বুঝে দেখছি একটা মহা বিভ্রাট্ বাধালে।

বাসব।—(সরোষে হাসিয়া) বাহবা মনোরমা বাহবা! তুমি বেশ অভিনয় করেছ।

মনো।—(সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে চরণে পতন) দেবি! এতে আমার দোষ নেই। ঐ হতভাগা যে দাঁড়িয়ে আছে, ওই জোর করে' অলঙ্কারগুলি নেবার জন্য আমাকে আঁট্‌কিয়েছিল। আমি এত চেঁচালাম, ওই মূর্খটার চীৎকারে আমার গলার শব্দ কেউ শুন্‌তে পেলে না।

বাসব।—ওলো! ওঠ্। আমি সব বুঝেচি! এই আরণ্যকা-বৃত্তান্ত-ঘটিত নাটকে বসন্তকই সূত্রধার।

বিদূষক।—আপনি মনে মনেই ভেবে দেখুন না, কোথায় আরণ্যকা আর কোথায় বসন্তক!

বাসব।—মনোরমা!—ওকে বেশ করে' বেঁধে রেখে তুই আয়। নাট্যাভিনয়টা আবার দেখা যাক্।

মনো।—(স্বগত) এখন বাঁচা গেল! (বিদূষকের হাত বাঁধিয়া প্রকাশ্যে) হতভাগা! এখন তোর নষ্টামির ফল ভোগ কর্!

বাসব।—(সভয়ে নিকটে আসিয়া) আর্য্যপুত্র! এই অমঙ্গল দূর হোক্! (চরণ হইতে নীলোৎপল-মালা খুলিতে খুলিতে উৎপ্রাস-সহকারে) আমি মনোরমা মনে করে' নীলোৎপলের মালায় তোমাকে বাঁধ্‌তে বলেছিলুম, আমাকে ক্ষমা করবে।

আরণ্যকা।—(সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইয়া)

রাজা।—(সহসা উঠিয়া বিদূষক ও মনোরমাকে দেখিয়া স্বগত) দেবী আমাকে জান্‌তে পেরেছেন দেখ্‌চি। (লজ্জিত)

সাঙ্কৃত্যায়নী।—(সকলকে দেখিয়া সস্মিত) এ কি! এ যে আর একটা নাট্যাভিনয় উপস্থিত। আমাদের মত লোকের এখানে এখন থাকাটা উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

রাজা।—(স্বগত) এরূপ ধরণের রাগ তো আমি আগে কখন দেখিনি। এ স্থলে দেখ্‌চি সাধ্যসাধনায় কোন ফল হবে না। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) দেবি! রাগ কোরো না।

বাসব।—আর্য্যপুত্র! কে রাগ করেছে?

রাজা।—কি?—তুমি রাগ কর নি?

স্নিগ্ধদৃষ্টি হইলেও তাম্ররুচি এবে ও-নয়ন;
হ'লেও মাধুর্য্যযুত - গদগদ প্রত্যেক বচন।
যদিও নিঃশ্বাস বহে বেশ নিয়মিত,
স্তনোৎকম্পে তবু উহা স্পষ্ট সুলক্ষিত।
অন্তরের কোপ তব চাপিছ চেষ্টায়,
তবু উহা মুখ-ভাবে স্পষ্ট দেখা যায়।

(পদতলে পড়িয়া) প্রসন্ন হও,—প্রসন্ন হও।

বাসব।—দেখ আরণ্যকা! তুমি রাগ করেছ মনে করে,' "প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও"—এই কথা আর্য্যপুত্র বল্‌চেন। তুমি তবে নিকটে এসো। (হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

আরণ্যকা।—(সভয়ে) দেবি! আমি তো এর কিছুই জানি নে!

বাসব।—আরণ্যকে! তুমি জান না বটে? আচ্ছা, আমি তোমায় এখনি জানাচ্চি। ইন্দীবরিকে! ওকে বন্দী কর্।

বিদূষক)—দেখুন, আজ কৌমুদী-উৎসবে আপনার চিত্তরঞ্জনের জন্য মহারাজ এই নাট্যাভিনয়ের অনুষ্ঠান করেছেন।

বাসব।—দেখ, তোমাদের এই কুব্যবহারে আমি উপহাসাস্পদ হয়েচি।

রাজা।—দেবি! অন্য কিছু কল্পনা ক'রো না।

ভ্রূভঙ্গে ললাট-শশী কেন মিছামিছি বল
হয় কলঙ্কিত?
বাত-বিকম্পিত পুষ্প* "বন্ধুজীব" সম কেন
অধর স্ফুরিত?
স্তন-ভরে সমধিক বিকম্পিত মধ্য তব
কেন ক্লিষ্ট শ্রমে?
রঞ্জিতে ও চিত্ত তব করিয়াছি ক্রীড়া, কোপ
ত্যজ' প্রিয়তমে।

দেবি! প্রসন্ন হও। (পদতলে পতন)

বাসবদত্তা।—ওলো! অভিনয় শেষ হয়েছে। এখন তবে চল্—অন্তঃপুরে যাওয়া যাক্।

[প্রস্থান।

* দুপাটি ফুল।

রাজা।—(দেখিয়া) এ কি! প্রসন্ন না হয়েই দেবী চলে' গেলেন যে!

মুখ-পানে তুলি' আঁখি দেখি যবে উভয়েরে
—দেবী ও প্রিয়ার;
স্বেদজলে ভাঙা ভাঙা একের ভ্রূভঙ্গ, রোষে
ভীষণতর ভায়,
অপরের মৃগ আঁখি ভয়-ত্রাসে থাকি থাকি
লাফায়ে লাফায়ে যেন ওঠে;
একদিকে ভীত আমি, অন্যদিকে সমুৎসুক
পড়িয়াছি বিষম সঙ্কটে।

এখন তবে শয়ন-গৃহে গিয়ে দেবীকে প্রসন্ন কর্‌বার উপায় চিন্তা করি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

(মনোরমার প্রবেশ)

মনোরমা।—(সোদ্বেগে) কি আশ্চর্য্য! দেবীর রাগ এখনও গেল না। প্রিয়সখী আরণ্যকা এত দিন কারারুদ্ধ হয়ে আছেন, তবু তার উপর তাঁর দয়া হ'ল না। (সাশ্রুনেত্রে) কিন্তু সে বেচারী বন্ধনক্লেশে যত না কষ্ট পাচ্চে, মহারাজের দর্শনে নিরাশ হয়ে তা-অপেক্ষা অধিক কষ্ট পাচ্চে। তার এতই কষ্ট হয়েছে যে, সে আজ আত্মহত্যা কর্‌তে যাচ্ছিল; কোন প্রকারে তাকে আমি নিবারণ করেছি। এই কথা মহারাজকে নিবেদন কর্‌বার জন্য বসন্তককেও বলে' এসেছি।

(কাঞ্চনমালার প্রবেশ)

কাঞ্চনমালা।—ভগবতী সাঙ্কৃত্যায়নীকে তো কোথাও খুঁজে পেলেম না। (দেখিয়া) এই যে মনোরমা; একেও একবার জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (নিকটে আসিয়া) মনোরমা! তুমি কি জান, ভগবতী সাঙ্কৃত্যায়নী এখন কোথায়?

মনোরমা।—(দেখিয়া অশ্রুমার্জ্জন করিয়া) ওলো কাঞ্চনমালা, তাঁকে আমি দেখেছি। তোর প্রয়োজনটা কি?

কাঞ্চনমালা।—আজ দেবী অঙ্গারবতী একটা পত্র পাঠিয়েছেন। সেই পত্র পাঠ করে' দেবী অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভারি দুঃখ কর্‌তে লাগলেন! তাঁর সান্ত্বনার নিমিত্ত ভগবতীকে আমি খুঁজে বেড়াচ্চি।

মনোরমা।—ওলো! সেই পত্রে কি লেখা আছে?

কাঞ্চনমালা।—"আমার যে ভগিনী, তিনি তোমার জননী-সমান। আর তাঁর পতি দৃঢ়বর্ম্মা তোমার পিতৃতুল্য। এ কথাও কি তোমাকে আবার বলতে হবে? হতভাগা কলিঙ্গরাজ বৎসরাধিক তাঁকে কারাবদ্ধ করে' রেখেছে। এই অনিষ্ট-বৃত্তান্ত শুনে তোমার স্বামীর উদাসীনত্ব অবলম্বন করা উচিত নয়।"—এই কথা তাতে লেখা আছে।

মনোরমা।—ওলো কাঞ্চনমালা! মহারাজ আজ্ঞা করেছিলেন, এই বৃত্তান্ত কেউ যেন দেবীকে পড়ে' না শুনায়, তবে এ লেখা তাঁকে কে শুনালে?

কাঞ্চনমালা।—তাঁকে এই পত্র পড়ে' শোনালে তিনি চুপ করে' রইলেন, তার পর আমার হাত থেকে নিয়ে তিনি নিজেই পড়্‌লেন।

মনোরমা।—তুমি তবে যাও। দেবী এখন ভগবতীরই সঙ্গে দন্তবলভীতে আছেন।

কাঞ্চনমালা।—হাঁ, আমি এখন তবে দেবীর কাছেই যাই।

[প্রস্থান।

মনোরমা।—অনেকক্ষণ হ'ল আমি আরণ্যকার কাছ থেকে এসেছি। নিজ জীবনের উপর সে বেচারীর নিতান্তই বিতৃষ্ণা জন্মেছে। কি জানি যদি সে ইতিমধ্যেই আত্মহত্যা করে। আগে সেইখানেই যাই।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(সবিভবে সপরিজনে সাঙ্কৃত্যায়নীর সহিত উদ্বিগ্না বাসবদত্তা আসীনা)

সাঙ্কৃত্যায়নী।—রাজপুত্রি! উদ্বিগ্ন হয়ো না। বৎসরাজ এরূপ কখনই নন। তোমার মেসো-মহাশয়ের এইরূপ অবস্থা জেনেও বৎসরাজ কি কখন নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন?

বাসবদত্তা।—(সাশ্রুনেত্রে) ভগবতি! তুমি এখন নিতান্ত অবুঝের মত কথা বল্‌চ। তিনি যখন

আমাকেই আর চান না, তখন আমার আত্মীয়দের তাঁর কিসের প্রয়োজন? মাসীমা আমাকে যা লিখেছেন, তা ঠিকই। তিনি কিন্তু এখনও জানেন না যে, বাসবদত্তার আর এখন সেরূপ মান-মর্য্যাদা নেই। তুমি তো আরণ্যকা-বৃত্তান্ত সমস্ত প্রত্যক্ষ করেছ। তুমি এ কথা কি করে' বল্‌চ ভগবতি?

সাঙ্কৃত্যায়নী।—আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি, তাই তোমাকে বল্‌চি। কৌমুদী-মহোৎসবে তোমাকে হাসাবার জন্যই তিনি এইরূপ আমোদ করেছিলেন।

বাসবদত্তা।—ভগবতি, সে কথা সত্যি। তিনি এমনি আমার মুখ হাসিয়েচেন যে, ভগবতি, তোমার সম্মুখেও লজ্জিত হয়ে আমাকে কোন প্রকারে থাক্‌তে হচ্চে। তাঁর কথায় আর কি প্রয়োজন? এতটাও যে বল্লেম, সেও ভগবতীকে ভালবাসি বলে'। (রোদন)

সাঙ্কৃত্যায়নী।—রাজপুত্রি! কেঁদো না। বৎস-রাজ এরূপ কখনই নন। (দেখিয়া) ওই যে তিনি এসেছেন। এখন আর রাগ কোরো না। ওঁকে মার্জ্জনা কর।

বাসবদত্তা।—দেখ মনোরমা! ভগবতীর এই-রূপ ইচ্ছে।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—বয়স্য! এখন কি উপায়ে প্রিয়ার বন্ধন-মোচন করা যায়, বল দিকি?

বিদূষক।—ওগো বয়স্য, হতাশ হয়ো না। আমি তার উপায় বল্‌চি।

রাজা।—(সহর্ষে) বয়স্য! সে উপায়টা কি শীঘ্র বল।

বিদূষক।—ওগো, তুমি তো অনেক যুদ্ধ করেছ, তোমার অসীম বাহুবল; তোমার অনেক গজ তুরঙ্গ পদাতি আছে—তোমার সৈন্যবলের সঙ্গে যুদ্ধে কে আঁটতে পারে? এই সমস্ত সৈন্যবল একত্র করে' অন্তঃপুর আক্রমণ করে' আরণ্যকাকে কারাগার থেকে উদ্ধার করা যাক্।

রাজা।—তুমি যা পরামর্শ দিলে, তা হ'তে পারে না;—তা অশক্য।

বিদূষক।—এতে এমন কি আছে যা অশক্য? কেন না, সেখানে কুব্জ, বামন, বৃদ্ধ, কঞ্চুকী ছাড়া একটি অপর মনুষ্য নেই।

রাজা। (অবজ্ঞা সহকারে) দূর মূর্খ। কি অসম্বদ্ধ প্রলাপ বল্‌চ? দেবীর প্রসন্নতা ভিন্ন তার মুক্তিলাভের আর অন্য উপায় নাই। দেবীকে কি করে' প্রসন্ন করা যায়, তাই বল।

বিদূষক।—ওগো! তবে একমাস উপবাস করে' জীবন ধারণ কর। এইরূপ কর্‌লে দেবী চণ্ডী প্রসন্ন হবেন।

রাজা।—(হাসিয়া) পরিহাস রেখে দেও। বল, দেবীকে কি উপায়ে প্রসন্ন করা যায়।

> হাসি' ধৃষ্টজন-সম, পথ আটকিয়া
> প্রিয়ার ধরিব কি গো গলা জড়াইয়া?
> কিম্বা কি তুষিব তাঁরে মিষ্ট কথা কয়ে?
> অথবা পড়িব পায়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে?
> সত্য কহিতেছি সখা,—না পাই ভাবিয়া
> সাধিতে হইবে তাঁরে কিরূপ করিয়া।

এসো তবে। দেবীর ওখানেই যাওয়া যাক্।

বিদূষক।—তুমি যাও। আমি বন্ধন থেকে কোন প্রকারে মুক্ত হয়ে এসেছি, আমি আর যাচ্চি নে।

রাজা।—(হাসিয়া কণ্ঠ ধরিয়া বলপূর্ব্বক ফিরা-ইয়া আনিয়া) আরে মূর্খ! এসো এসো। (পরি-ক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, দেবী দন্ত বলভীর ভিতরে রয়েছেন। এইবার তবে নিকটে যাই। (সলজ্জভাবে নিকটে গমন)।

বাসবদত্তা।—(শ্রান্তভাবে আসন হইতে উত্থান)

রাজা।—

> কেন এ সম্ভ্রম প্রিয়ে?— আসন ছাড়িলে কেন
> ওঠা তো উচিত নয় এরূপ প্রকারে।
> সুপ্রসন্ন দৃষ্টি মাত্রে হৃত হয় চিত্ত যার,
> অত্যাদরে অপ্রতিভ কেন কর তারে।

বাসবদত্তা।—(মুখ নিরীক্ষণ করিয়া) আর্য্যপুত্র! তুমি এখন অপ্রতিভ হয়েছ?

রাজা।—প্রিয়ে! আমার অপরাধ স্বচক্ষে দেখেও যে তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হবার চেষ্টা কর্‌চ, এতে আমি সত্যই লজ্জিত হয়েচি।

সাঙ্কৃত্যায়নী।—(আসন নির্দ্দেশ করিয়া) মহা-রাজ! আসন গ্রহণ করুন।

রাজা।—(আসন নির্দ্দেশ ক[illegible] [প্রস্থান। এইখানে বোসো।

বাসবদত্তা।—(ভূমিতে উপ[illegible]

রাজা।—আঃ! ভূমিতে বস্‌লে কেন দেবি! আমিও তবে ঐখানে বসি। (ভূমিতে উপবেশন করিয়া কৃতাঞ্জলি) প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। আমি তোমার নিকট কৃতাঞ্জলি হয়ে আছি, তবুও তুমি মনের অভ্যন্তরে কোপ বহন কর্‌চ?

ললাটে ভ্রূভঙ্গ নাই— করিতেছ কেবলি রোদন;
অধরে স্ফুরণ নাই— শুধু ঘননিশ্বাস পতন;
কথায় উত্তর নাই— কি যেন কিসের ধ্যানে
আছ নতমুখে।
এ তব নীরব কোপ প্রচ্ছন্ন প্রহার-সম
বাজে যে গো বুকে॥
প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও।
(পদতলে পতন)

বাসব।—তুমি তো এখন খুব সুখে আছ, এ দুখিনীকে কেন আর কষ্ট দেও? ওঠো, কে রাগ করেছে?

সাঙ্কৃ।—উঠুন মহারাজ! ওতে কি হবে?—ওঁর উদ্বেগের অন্য কারণ আছে।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) ভগবতি! অন্য কি কারণ?

সাঙ্কৃ।—(কর্ণে কথন)

রাজা।—(হাসিয়া) তা যদি হয়, তা হ'লে উদ্বেগের কোন কারণ নাই। সে বিষয় আমিও অবগত হয়েছি। কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেলে তার পর দেবীকে সুসংবাদ দিয়ে তুষ্ট কর্‌ব, এইরূপ মনে করেছিলেম—তাই ওঁকে আর কিছু বলি নি। নৈলে, দৃঢ়বর্ম্মার এই বৃত্তান্ত শুনে আমি কি চুপ্ করে' থাক্‌তে পারি? কিছুদিন হ'ল, আমি এই সংবাদটি পেয়েচি। সংবাদের কথাগুলি এই:—

বিজয়সেনাদি মম মহাবল বীর-সৈন্যগণ
কলিঙ্গের বহির্দ্দেশ করিলেক যবে আক্রমণ
হত-বল কলিঙ্গ সে, দুর্গ-মাঝে পশিল সহসা,
প্রাকারই আশ্রয় হ'ল—বিনা অন্য সহায়-ভরসা।
আক্রমিলে এইরূপে আমাদের শৌর্য্যশালী
অশ্বগজ-নরসৈন্যগণ,
নিঃশেষিত-সৈন্য হয়ে এবে সেই দাসপুত্র
দাস-সম রহে নিরুদ্যম।
আজি হোক্, কালি হোক্ মম সৈন্য সর্ব্বতঃ
দুর্গ ভগ্ন করিয়া ঝটিতি,
বন্দী কিম্বা রণে হত করিয়াছে কলিঙ্গরে
—শীঘ্রই শুনিবে ভগবতি।

সাঙ্কৃ।—রাজপুত্রি! আমি তো তোমাকে প্রথমেই বলেছিলেম যে, বৎসরাজ এর প্রতিবিধান না করে' থাক্‌তে পার্‌বেন না।

বাসব।—যদি এই সুসংবাদ—

প্রতী।—মহারাজের জয় হোক্! দৃঢ়বর্ম্মার কঞ্চুকীর সহিত বিজয়সেন একটা সুসংবাদ দেবার জন্য হর্ষোৎফুল্ললোচনে দ্বারদেশে অপেক্ষা করচেন।

বাসব।—(সস্মিত) ভগবতি! আমার মনে হচ্চে, আর্য্যপুত্র এমন কোন কাজ করেছেন—যাতে আমি পরিতুষ্ট হই।

সাঙ্কৃ।—আমি বৎসরাজের পক্ষপাতিনী—এ স্থলে আমি কোন কথা কব না।

রাজা।—তাঁদের দুজনকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা!

[প্রস্থান।

(বিজয়সেন ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

বিজয়।—ওগো কঞ্চুকী! আজ প্রভুর শ্রীচরণ দর্শন করব, এই মনে করে'—তোমাকে সত্য বল্‌ছি—আমার কি একপ্রকার অনুপম আনন্দ হচ্চে।

কঞ্চুকী।—বিজয়সেন! সে কথা যথার্থ। দেখ:—

এমনি তো ভৃত্যজন অতিশয় প্রীত হয়
প্রভু-দরশনে;
তাতে পুনঃ অরি-নাশে সিদ্ধ-কাম তুমি এবে
প্রভু-আজ্ঞা-ক্রমে।

উভয়ে।—(নিকটে আসিয়া) প্রভুর জয় হোক্!

রাজা।—(উভয়কেই আলিঙ্গন)

কঞ্চুকী।—মহারাজ! একটা সুসংবাদ দি।

হতভাগা কলিঙ্গরে করিয়া নিধন,
মোদের প্রভুরে করি' রাজ্যে সংস্থাপন,
আজি এ বিজয়সেন মহারাজের আদেশ
পালিলেন যথাযথ—নাহি ত্রুটি-লেশ।

বাসব।—ওগো ভগবতি! এই কঞ্চুকীকে চিন্‌তে পারচ?

সাঙ্কৃ।—চিন্‌ব না কেন? যার হাত দিয়ে তোমার মাসীমা পত্র পাঠিয়েছিলেন।

রাজা।—সাধু! বিজয়সেনের দ্বারা একটা মহা ব্যাপার অনুষ্ঠিত হ'ল।

বিজয়।—(মহারাজের পদতলে পতন)

রাজা।—দেবি! একটা সুসংবাদ দি, দৃঢ়বর্ম্মা স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েচেন।

বসব।—(সহর্ষে) অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ।—এইরূপ শুভ ব্যাপারে, এই রাজবাটীতে এই কাজগুলি করা অবশ্য কর্ত্তব্য:—(রাজাকে নির্দ্দেশপূর্ব্বক বীণাবাদন অভিনয় করিয়া) গুরুপূজা, (নিজের যজ্ঞোপবীত দেখাইয়া) ব্রাহ্মণসৎকার (আরণ্যকাকে সূচিত করিয়া) আর, সর্ব্ববন্ধন-মোচন।

রাজা।—(হাতে তুড়ি দিয়া চুপি চুপি) সাধু বয়স্য সাধু!

বিদূ।—ভগবতি! তুমি এ বিষয়ে কোন কথা কইচ না কেন?

বাসব।—(সাঙ্কৃত্যায়নীকে অবলোকন করিয়া সস্মিত) আরণ্যকাকে দেখ্‌চি হতভাগা নিশ্চয়ই বন্ধনমুক্ত কর্‌বে।

সাঙ্কৃ।—সে বেচারীকে বন্ধ করে' রেখে আর কি হবে?

বাসব।—ভগবতীর যা অভিরুচি।

সাঙ্কৃ।—তা যদি হয়, আমি এখনি গিয়ে তার বন্ধন মোচন করচি।

[প্রস্থান।

কঞ্চুকী।—মহারাজ দৃঢ়বর্ম্মা আর একটা কথা মহারাজকে জানাতে বলেছেন। "আপনার প্রসাদে যথাভিলাষ সমস্তই সম্পন্ন হয়েচে। আমার এই প্রাণ আপনারই, এখন আপনি তাকে যথেচ্ছা নিয়োগ কর্‌তে পারেন।"

রাজা।—(সলজ্জভাবে অধোমুখে অবস্থান)

বিজয়।—মহারাজ! দৃঢ়বর্ম্মা আপনার প্রতি যে কি পর্য্যন্ত প্রীত হয়েছেন, তা আমি কথায় বল্‌তে পারিনে।

কঞ্চুকী।—আপনি আমাদের দুহিতা প্রিয়দর্শি-কাকে বিবাহ না করে' এমনি গ্রহণ করায় তার সহিত আমার ভ্রষ্টান্ন-সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছিল এবং সেই জন্য বড়ই দুঃখিত হয়েছিলেম। কিন্তু আপনি বাসবদত্তাকে বিবাহ করে' আমাদের সে দুঃখ অপ-নীত করেছেন।

বাসব।—(সাশ্রুনেত্রে) কঞ্চুকী-মহাশয়! আমার ভগিনী ভ্রষ্টা কি করে' হ'ল?

কঞ্চুকী।—রাজপুত্রি! সেই হতভাগা কলিঙ্গ-রাজের আক্রমণকালে যখন অন্তঃপুরজন সবাই পলায়ন কর্‌ছিল, সেই সময় সেই স্থানে প্রিয়দর্শি-কাকে ভাগ্যক্রমে আমি দেখ্‌তে পেলেম—মনে কর্‌লেম, এ সময়ে তার এখানে থাকা উচিত নয় —এই মনে করে' তাকে নিয়ে বৎসরাজের নিকট প্রস্থান কর্‌লেম। তার পর, বিশেষরূপে চিন্তা করে' বিন্ধ্যকেতুর হস্তে তাকে সমর্পণ করে' আমি চলে' এলেম। ফিরে যেতে না যেতেই শুনলেম, সেই স্থানটি ধ্বংস ও বিন্ধ্যকেতু নিহত হয়েছে।

রাজা।—(সস্মিত) বিজয়সেন! তুমি কি বল?

কঞ্চুকী।—তার পর সেখানে ফিরে গিয়ে আমি তার অন্বেষণ করলেম—কিন্তু কোথাও দেখ্‌তে পেলেম না। সেই অবধি এখন পর্য্যন্ত জানিনে, সে কোথায় আছে।

(মনোরমার প্রবেশ)

মনো।—দেবি! সে বেচারীর এখন প্রাণ-সংশয় উপস্থিত।

বাসব।—(সাশ্রুনেত্রে) কি! তুমিও প্রিয়দর্শি-কার বৃত্তান্ত জান না কি?

মনো।—না, আমি প্রিয়দর্শিকার বৃত্তান্ত কিছুই জানিনে। আমাদের আরণ্যকা মন্তের ছুতো করে' বিষ আনিয়ে তাই পান করেছে—আর পান করে' এখন তার প্রাণ-সংশয় উপস্থিত। তাই আমি নিবেদন কর্‌তে এসেছি। এখন দেবী তাকে রক্ষা করুন। (রোদন করিতে করিতে পদতলে পতন)

বাসবদত্তা।—(স্বগত) হা ধিক্! এই আরণ্য-কার বৃত্তান্ত শুনে আমার প্রিয়দর্শিকা-জনিত দুঃখও অন্তরিত হ'ল। লোকগুলো ভারি দুষ্ট! হয় তো আমাকে মিথ্যা করে' বল্‌চে। এ স্থলে এইরূপ বলাই উচিত। (প্রকাশ্যে) দেখ্ মনোরমা! তাকে শীঘ্র এইখানে নিয়ে আয়। আর্য্যপুত্র নাগলোকে গিয়ে বিষবিদ্যা শিখেছিলেন—তিনি এ বিষয়ে খুব নিপুণ।

মনোরমা।—

[প্রস্থান।

(বিষ-ক্লিষ্টা আরণ্যকাকে ধারণ করিয়া মনোরমার পুনঃপ্রবেশ)

আরণ্যকা।—ওলো মনোরমা! এখন কেন আমাকে অন্ধকারের মধ্যে নিয়ে যাচ্চিস্?

মনোরমা।—(সবিষাদে) হায় হায়! বিষ ওর দৃষ্টিতেও সংক্রমণ করেছে। দেবি! শীঘ্র ওকে বাঁচান।—শীঘ্র ওকে বাঁচান। বিষটা প্রবল হয়ে উঠেছে।

বাসবদত্তা।—(ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া রাজার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) মহারাজ! ওঠো! বেচারী মোলো—আর বিলম্ব নেই।

সকলে।—(দর্শন)

কঞ্চুকী।—(দেখিয়া) আমাদের রাজকুমারী প্রিয়দর্শিকার সঙ্গে এঁর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে দেখ্‌চি। (বাসবদত্তাকে নির্দ্দেশ করিয়া) রাজপুত্রি! এ কন্যাটি কোত্থেকে এল?

বাসবদত্তা।—মহাশয়! ইনি বিন্ধ্যকেতুর দুহিতা; বিন্ধ্যকেতুকে বধ করে' বিজয়সেন এঁকে নিয়ে এসেছেন।

কঞ্চুকী।—তাঁর দুহিতা কোথায়? এ তো আমার রাজকুমারী। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমি কি হতভাগ্য! (ভূতলে পতিত হইয়া আবার উত্থান করত) রাজপুত্রি! এই সেই প্রিয়দর্শিকা তোমার ভগিনী।

বাসবদত্তা।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর, আমার ভগিনীর মৃত্যু উপস্থিত।

রাজা।—আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও। আচ্ছা, আমরা দেখ্‌চি। ও! কি কষ্ট. কি কষ্ট!

ঘন মকরন্দ-রস ক্রমে ঘনাইল দেখি',
কমল-কলিকা-মধু
ভৃঙ্গ যেই করিবে গো পান,
অমনি পড়িয়া হিম বিদলিত করে তারে;
মনোবাঞ্ছা নাহি ফলে,
বিধি যদি কভু হয় বাম।

মনোরমা।—ওকে জিজ্ঞাসা কর দিকি ওর স্পর্শ-বোধ আছে কি না?

মনোরমা।—সখি! তুমি কি কিছু টের পাচ্চ? (সাশ্রুনেত্রে পুনর্ব্বার তাকে সঞ্চালন করিয়া) সখি! আমি বল্‌চি—তুমি কি কিছু টের পাচ্চ?

প্রিয়দর্শিকা।—(অস্পষ্টরূপে) এতেও যখন মহারাজকে দেখতে পেলেম না—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া ভূতলে পতন)

রাজা।—(সাশ্রুনেত্রে)

মুদিলে ও-নেত্র-যুগ, মম দিক্ হয় অন্ধকার;
কণ্ঠ ওঁর হ'লে রুদ্ধ, কষ্টে সরে বচন আমার;
শ্বাস বদ্ধ হ'লে ওঁর, তনু মোর হয় গো আড়ষ্ট;
সমস্ত এ বিষ-কষ্ট মনে হয়—আমারি গো কষ্ট।

বাসবদত্তা।—(সাশ্রুনেত্রে) প্রিয়দর্শিকা! ওঠো ওঠো! ওই দেখ মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। এখনও কি ওর চৈতন্য হয় নি? আমি অপরাধ করেছি ব'লে তুমি কি আমার সঙ্গে কথা কচ্চ না? প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও। ওঠো, ওঠো। আর আমি অপরাধ কর্‌ব না। হা হতবিধি! না জানি আমি কি অনিষ্ট করেছি—যার দরুণ আমার ভগিনী প্রিয়দর্শিকার এই অবস্থা হয়েছে। (প্রিয়দর্শিকার উপরে পতন)

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! তুমি হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে আছ কেন? নিরাশ হবার এ সময় নয়। জানাই আছে, বিষের বিষম গতি। এখন তোমার বিদ্যার প্রভাবটা দেখাও না।

রাজা।—ঠিক্ কথা। (প্রিয়দর্শিকাকে অব-লোকন করিয়া) এতক্ষণ আমি হতবুদ্ধি হয়ে ছিলেম। এইবার আমি ওঁকে বাঁচিয়ে তুল্‌চি। জল, জল।

বিদূষক।—(প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) ওগো! এই জল!

রাজা।—(নিকটে গিয়া, প্রিয়দর্শিকার উপর হস্ত রাখিয়া মন্ত্রপাঠ)

প্রিয়দর্শিকা।—(ধীরে ধীরে উত্থান)

বাসবদত্তা।—আ! বাঁচা গেল, এইবার আমার ভগিনী বেঁচে উঠেছেন।

বিজয়সেন।—ওঃ! মহারাজের কি বিদ্যাপ্রভাব!

কঞ্চুকী।—মহারাজের নরেন্দ্রতা * সর্ব্বত্রই অপ্র-তিহত।

প্রিয়দর্শিকা।—(ধীরে ধীরে উঠিয়া, উপবেশন করিয়া, হাই তুলিতে তুলিতে নৈরাশ্যের সহিত অস্পষ্ট-রূপে) মনোরমা! আমি অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি!

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! তোমার বৈদ্যগিরি সম্পূর্ণরূপে সফল হয়েছে।

প্রিয়দর্শিকা।—(অনুরাগের সহিত রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সলজ্জভাবে কিঞ্চিৎ অধোমুখী হইয়া অবস্থান)

* নরেন্দ্রের অন্য অর্থ বিষবৈদ্য।

বাসবদত্তা।—(সহর্ষে) আর্য্যপুত্র! এখনও কেন ওঁর বিকৃত ভাব দেখ্‌চি?

রাজা।—(সস্মিত)

এখনো হয়নি এঁর দৃষ্টি স্বাভাবিক;
এখনো হয়নি বাক্য স্পষ্ট সমধিক;
স্বেদ-কণা-কণ্টকিত তনু অবসন্ন;
স্তন-ভার ক্লেশকর কম্পন-জন্য;
তাই বলি দেহে বিষ এখনো সঞ্চিত;
এখনো সমস্ত বিষ হয়নি শমিত।

কঞ্চুকী।—(প্রিয়দর্শিকাকে নির্দ্দেশ করিয়া) রাজকুমারি! এই তোমার পিতার আজ্ঞাকারী ভৃত্য। (পদতলে পতন)

প্রিয়দর্শিকা।—(অবলোকন করিয়া) এ কি! বিজয়-বসু কঞ্চুকীমহাশয় যে! হা! পিতা আমার!—মা আমার! কোথায় গো তোমরা?

কঞ্চুকী।—রাজকুমারি! কেঁদো না। তোমার পিতা ভাল আছেন। বৎসরাজের প্রভাবে রাজ্যেরও পূর্ব্ব অবস্থা হয়েছে।

বাসব।—(সাশ্রুনেত্রে) এসো প্রিয়দর্শিকা, এখন তোমার ছদ্মবেশ ত্যাগ কর। এখন তোমার ভগিনী-স্নেহের পরিচয় দেও। (কণ্ঠ ধারণ করিয়া) আ! এখন যেন আমি দেহে প্রাণ পেলেম।

বিদূষক।—আপনি তো ভগিনীর কণ্ঠ ধারণ করে' বেশ পরিতুষ্ট আছেন—কিন্তু বৈদ্যের পারিতোষিকটা কি একেবারেই বিস্মৃত হলেন?

বাসব।—না বসন্তক, আমি বিস্মৃত হইনি।

বিদূষক।—(রাজাকে নির্দ্দেশ করিয়া সস্মিত) ওগো বৈদ্য! হাত বাড়াও। পারিতোষিকস্বরূপ ওঁর ভগিনীর হাতটি তোমাকে দেওয়াব।

রাজা।—(হস্ত প্রসারণ)

বাসব।—(প্রিয়দর্শিকাকে হস্তে সমর্পণ)

রাজা।—(হাত গুটাইয়া লইয়া) না না থাক, আগে বল, তুমি এখন একটু প্রসন্ন হয়েছ কি না?

বাসব।—বলি, তুমি না-নেবার কে? প্রথমেই তো পিতা এঁকে তোমায় দান করেছিলেন।

বিদূ।—ওগো! দেবী হচ্চেন মাননীয়া ব্যক্তি; ওঁর কথা অগ্রাহ্য কোরো না।

বাসব।—(রাজার হস্ত সবলে আকর্ষণ করিয়া প্রিয়দর্শিকাকে অর্পণ)

রাজা।—(সস্মিত) দেবী যা করেন; আমাদের সাধ্য নাই যে, ওঁর কথার অন্যথা করি।

বাসব।—আর্য্যপুত্র! এর পর তোমার আর কি প্রিয় কার্য্য কর্‌ব বল।

রাজা।—এর পর আর কি প্রিয় আছে? দেখ:—

নিজরাজ্যে দৃঢ়বর্ম্মা হইলেন পুনর্ব্বার
দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত;
কোপবশে চিত্ত তব আমা হ'তে হইলেও
দূরে অপনীত,
প্রসন্ন হইল আজি; তোমার ভগিনী, পুন
লভিল জীবন;
আরো দেখ, তার সাথে শুভক্ষণে এবে তব
ঘটিল মিলন;
কি আর আছে গো প্রিয়,—ওগো প্রিয়তমা!—
যার তরে আমি এবে করিব প্রার্থনা।

তথাপি এইরূপ যেন হয়:—

ইষ্ট বৃষ্টি বরষিয়া ধরায় প্রচুর শস্য
বাসব করুন উৎপাদন;
বিধিমতে যজ্ঞ করি' করুন বিপ্রেরা সব
দেবতার তুষ্টি সম্পাদন;
সজ্জনের সমাগম, আ-কল্পান্তকাল যেন
স্থিরভাবে হয় বিবর্দ্ধিত;
বজ্রলিপ্ত সুদুঃসহ খলজন-বাক্য যেন
একেবারে হয় নিঃশেষিত॥

[সকলের প্রস্থান

সমাপ্ত

মুদ্রা-রাক্ষস

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

মুদ্রা-রাক্ষসের
শেষ ভাগে ভরত-
বাক্যের মধ্যে এক স্থলে
"ম্লেচ্ছৈরুদ্বিজ্যমানাঃ" এই শব্দ-গুলি
আছে—ইহা হইতে উইলসন সাহেব সিদ্ধান্ত
করিয়াছেন, যে সময়ে মুসলমানদিগের আক্রমণ
আরম্ভ হয়, খৃষ্টাব্দের সেই একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর
মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রা-রাক্ষস রচিত হয়। কিন্তু পণ্ডিতবর
কাশীনাথ ত্রিম্বক্ তেলং তাঁহার মুদ্রা-রাক্ষসের উপক্রমণিকায়
বলেন, ম্লেচ্ছশব্দে শুধু যে মুসলমান বুঝায়, ইহার সমর্থক আনুসঙ্গিক
অন্য কোন প্রমাণ নাই। মুদ্রা-রাক্ষসে কুমার "মলয়কেতু"ও ম্লেচ্ছ বলিয়া
বর্ণিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার পিতা "পর্ব্বতক"-রাজার শ্রাদ্ধাদিরও উল্লেখ আছে।
তা ছাড়া, একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছিল। পক্ষান্তরে,
মুদ্রা-রাক্ষস পাঠ করিয়া এইরূপ প্রতীতি হয়, সে সময়েও বৌদ্ধদিগের প্রতি লোকের বিলক্ষণ
শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। একস্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে—"চন্দনদাসের সাধু ব্যবহারে 'অর্হৎগণও' তিরস্কৃত
হইয়াছেন।" এইরূপ বিবিধ যুক্তি অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতবর তেলং খৃষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দী মুদ্রা-রাক্ষসের
রচনা-কাল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। আমারও এই সিদ্ধান্তটি সমীচীন বলিয়া মনে হয়।
মৃচ্ছকটিকের ন্যায় মুদ্রা-রাক্ষসেও সে সময়কার রীতিনীতি আচার-ব্যবহারের কতকটা
আভাষ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, ইহার বিশেষত্ব এই, ইহা ঐতিহাসিক ভিত্তির
উপর প্রতিষ্ঠিত এবং রাজনৈতিক চক্রান্তই ইহার আখ্যান-বস্তু। ইহাতে
আদি-রসের প্রসঙ্গমাত্র নাই—এবং পাত্রগণের মধ্যে, চন্দনদাসের স্ত্রী
ও দুই জন প্রতীহারী—ইহা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোক নাই।
ইহা সত্বেও, পাঠকের আগ্রহ ও কৌতূহল কবি যে সজাগ রাখিতে
পারিয়াছেন, ইহা কবির কম ক্ষমতার কথা নহে।
পাত্রগণের চরিত্রও অতি নিপুণভাবে চিত্রিত
হইয়াছে। বিশেষতঃ চাণক্য ও রাক্ষসের
চরিত্র-বৈসাদৃশ্য অতীব পরিস্ফুট রেখায়
অঙ্কিত হইয়াছে। এরূপ ধরণের
নাটক শুধু সংস্কৃত-সাহিত্যে
কেন, অন্য সাহিত্যেও
বিরল নয়।

গোড়ার কথা

চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে মহানন্দ মগধের রাজা ছিলেন। শকটার নামে তাঁহার এক মন্ত্রী ছিল। কোন কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা মহানন্দ শকটারকে একবার কারাবদ্ধ করেন। সেই অবধি শকটার প্রতিশোধ লইবার মানসে নানা প্রকার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন দেখিলেন, একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার ব্রাহ্মণ একান্তমনে কুশমূল উন্মূলিত করিয়া তক্র ঢালিয়া দিতেছে। জিজ্ঞাসা করায় সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"কিয়দ্দিন হইল, এই পথে বিবাহ করিতে যাইতেছিলাম, পদতলে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইয়া ক্ষতাশৌচ হওয়াতে তাহার ব্যাঘাত হইয়াছে। আমি সেই নিমিত্ত এখানকার সমস্ত কুশমূল উৎপাটিত করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।" এইরূপ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে মনে করিয়া তাহাকে বলিলেন:—"যদি আপনি নগরে চতুষ্পাঠী করিয়া অবস্থান করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে আমি এই দণ্ডেই বহুসংখ্য লোক নিযুক্ত করিয়া প্রান্তরটি কুশ-শূন্য করিয়া দিই।" তাহাতে তিনি সম্মত হইয়া, নগরে গিয়া অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ইনিই বিষ্ণুগুপ্ত চাণক্য। ইতিমধ্যে মহানন্দের পিতৃশ্রাদ্ধের দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। শকটার চাণক্যকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক রাজবাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকে পাত্রীয় আসনে বসাইয়া স্বয়ং কোন কার্য্য-ব্যপদেশে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। মহানন্দ সেইখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শাস্ত্র-নিষিদ্ধ একজন কৃষ্ণবর্ণ ব্রাহ্মণ পাত্রীয় আসনে উপবিষ্ট, এবং কে আনিয়াছে সবিশেষ শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া শিখাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্য বলিলেন, "সভ্যগণ! তোমরা সাক্ষী থাকিলে, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন নন্দবংশ ধ্বংস করিতে না পারি, ততদিন আমার এই শিখা এইরূপই রহিল।" তাহার পরেই, তিনি অভিচার-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া রাজাকে ও রাজপুত্রগণকে বিনাশ করিলেন এবং সিংহাসনাধিকারী—পরে তপোবনবাসী—রাজ-ভ্রাতা সর্ব্বার্থসিদ্ধিকে অন্য উপায়ে হত্যা করিয়া, শকটারের পরামর্শ-অনুসারে ক্ষৌরকার-পত্নীর গর্ভসম্ভূত রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে রাজ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে, চন্দ্রগুপ্ত-দ্বেষী নন্দানুরক্ত সুযোগ্য অমাত্য রাক্ষস যাহাতে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন, তাহারই চক্রান্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এখান হইতেই নাটকের ঘটনা আরম্ভ।

পাত্রপাত্রীগণ

পুরুষবর্গ

চন্দ্রগুপ্ত। (বৃষল) (মৌর্য্য)—পাটলীপুত্রের রাজা।
চাণক্য। (বিষ্ণুগুপ্ত) (কৌটিল্য) চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী।
রাক্ষস। ভূত-পূর্ব্ব রাজা নন্দের অমাত্য।
মলয়কেতু। পর্ব্বত-রাজের পুত্র।
ভাগুরায়ণ। মলয়কেতুর কপট মিত্র—চাণক্যের লোক।
নিপুণক।
সিদ্ধার্থক।
জীবসিদ্ধি। (ক্ষপণক) (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী)
সমিদ্ধার্থক।
বিষ্ণুদাস।
} চাণক্যের চর।
শার্ঙ্গরব। চাণক্যের শিষ্য।
চন্দনদাস।
শকটদাস।
} রাক্ষসের মিত্র।
চন্দনদাসের পুত্র।
বিরাধ গুপ্ত। রাক্ষসের চর।
প্রিয়ম্বদক। রাক্ষসের ভৃত্য।
বৈহীনর। চন্দ্রগুপ্তের কঞ্চুকী।
জাজলী। মলয়কেতুর কঞ্চুকী।
দূত, কর্ম্মচারী, রক্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীবর্গ

চন্দনদাসের স্ত্রী।
শোনোত্তরা। চন্দ্রগুপ্তের প্রতীহারী।
বিজয়া। মলয়কেতুর প্রতীহারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

নন্দ। পাটলীপুত্রের ভূত-পূর্ব্ব রাজা।
পর্ব্বতক। প্রথমে চন্দ্রগুপ্তের মিত্র রাজা—পরে চাণক্য-কর্ত্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হয়েন।
সর্ব্বার্থসিদ্ধি। নন্দের মৃত্যুর পর, রাক্ষস-কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত।
বৈরোধক। পর্ব্বতকের ভ্রাতা।
প্রধানগণ, রাজন্যবর্গ, বৈতালিক ইত্যাদি।

স্থান

পাটলীপুত্র (কুসুমপুর) (পুষ্পপুর) এবং মলয়কেতুর শিবির।

মুদ্রা-রাক্ষস

প্রথম অঙ্ক।

নান্দী।

"কে গো এই ভাগ্যবতী তব শির-পরে ?"
জিজ্ঞাসেন পার্ব্বতী দেব মহেশ্বরে।
"শশি-কলা শিরে মোর" শোনো গো পার্ব্বতি !
"শশি-কলা ধরে নাম শিরে যে যুবতী ?"
"পরিচিত শশিকলা ভুলিলে কেমনে ?"
"ইন্দু নহে—নারী-কথা সুধাই এক্ষণে।"
"বলুক বিজয়া তবে সত্য কি না বটে।"
গঙ্গারে লুকাতে পার্ব্বতীর নিকটে
করিলেন যিনি এই শাঠ্য-আচরণ
সেই বিভু তোমাদের করুন রক্ষণ॥

অপিচ—

যথেচ্ছ-পাদবিক্ষেপে
পাছে পৃথ্বী হয় অবনত
তাই হর নৃত্যকালে
গতি তাঁর করেন সংযত।
প্রকাশিতে নাট্য-ভঙ্গী
বাহু যায় ত্রিলোক ছাড়ায়ে
তাই তিনি ভয়ে ভয়ে
একটুকু রাখেন গুটায়ে।
অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবর্ষী
নেত্র পাছে করয়ে দাহন
কারো পানে দৃষ্টিপাত
না করেন তাই ত্রিলোচন।
আধারের অনুরোধে
যিনি গো করেন নৃত্য কুণ্ঠিত হইয়া
সে ত্রিপুরজয়ী দেব
পালুন তোমারে সবে করুণা করিয়া।

(নান্দ্যন্তে)

সূত্রধার।—অতিপ্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই। মহারাজ উপাধিধারী পৃথুর পুত্র—সামন্ত বটেশ্বর দত্তের পৌত্র, কবিবর বিশাখদত্ত-প্রণীত "মুদ্রা-রাক্ষস" নাটকখানি উপস্থিত সভাসদ্‌গণ আমাকে অভিনয় করতে আদেশ করেছেন। এই সভাস্থ কাব্য-বিশারদ পণ্ডিতদের সমক্ষে অভিনয় করে' আমারও বিলক্ষণ পরিতোষ হবে সন্দেহ নাই।

কৃষি হয় ফলবতী
অজ্ঞ জনও যদি বীজ সুক্ষেত্রেতে বুনে
ধান্যের প্রাচুর্য্য কভু
অপেক্ষা নাহিক রাখে কৃষকের গুণে।

এখন তবে ঘরে গিয়ে গৃহিণীকে ডেকে আনি। আর, সমস্ত গৃহ-জনদের নিয়ে সঙ্গীত-কার্য্য আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া) এই তো আমাদের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) একি ! আজ আমাদের গৃহে যেন কি একটা মহোৎসব হচ্চে—বাড়ীর লোকজন সবাই স্ব স্ব-কর্ম্মে অত্যন্ত ব্যস্ত—ব্যাপারখানা কি ?—তাই বটে :—

বহি' আনে জল কেহ,
ঘষিতেছে কেহ শিলে সুগন্ধী চন্দন,
কেহ গাঁথে ফুলমালা
বিচিত্র কুসুম দিয়া বিচিত্র বরণ,
কেহ বা পিষিছে দ্রব্য
মুসল প্রহার করি' আধার-শিলায়
"হু হু" করি' মুহুর্মুহু
হুঙ্কারিছে প্রত্যেক সে মুসলের ঘায়॥

আচ্ছা, গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)

ওগো মোর গুণবতি !
সংসারের স্থিতি-গতি, ত্রিবর্গ-সাধিকে !
মম গৃহ-নীতি-গুরু !
আছে কার্য্য, শীঘ্র করি' এসো এইদিকে॥

(নটীর প্রবেশ)

এই যে আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয়, অনুগ্রহ করে' বল।

সূত্র।—ঠাকরুণ, আজ্ঞার কথা এখন থাক্। পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের ভোজনে নিমন্ত্রণ করে' আমাকে কি আজ অনুগৃহীত করেছ—না, কোন বাঞ্ছিত অতিথির আগমনে এই সমস্ত পাকের আয়োজন হচ্চে?

নটী।—হাঁ গো হাঁ, পূজ্যপাদ ব্রাহ্মণদের আজ নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কেন বল দিকি?

নটী।—আজ ভগবান্ চন্দ্রের গ্রহণ, তাই নিমন্ত্রণ করেছি।

সূত্র।—কে বল্লে, আজ গ্রহণ?

নটী।—নগরের লোকজন সবাই এই কথা বল্‌চে।

সূত্র।—ওগো ঠাকরুণ! আমি অত্যন্ত শ্রম স্বীকার করে' জ্যোতিঃশাস্ত্রের চৌষট্টি অঙ্গ অধ্যয়ন করেছি—ব্রাহ্মণদের উদ্দেশে যে পাককার্য্য আরম্ভ হয়েছে, এখনি তা' বন্ধ করে' দেও। চন্দ্রগ্রহণ হবে বোলে তোমাকে নিশ্চয় কেউ ঠকিয়েছে। দেখ না কেন:—

কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে গো চাহে গ্রাসিবারে—

(অর্দ্ধোক্তি)

(নেপথ্যে)

আঃ! আমি এখানে থাক্‌তে চন্দ্রকে কে বলপূর্ব্বক গ্রাস করতে চায় শুনি?

সূত্র।— কেতু সহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও ইচ্ছা করে গ্রাসিবারে
বুধ-যোগে রক্ষিত সে—কে পারে তাহারে?

নটী।—ওগো! কে বল দিকি পৃথিবীতে থেকে রাহুর আক্রমণ হ'তে চন্দ্রকে রক্ষা করতে চাচ্চেন?

সূত্র।—গিন্নি! সত্য কথা বলতে কি, আমিও ঠিক্ ঠাওরাতে পারি নি। আচ্ছা, আর একবার মনোযোগ দিয়ে শুনি—কণ্ঠস্বরে বুঝতে পারব ব্যক্তিটা কে।

কেতুসহ পাপগ্রহ পূর্ণ চন্দ্রমারে
সবলে যদিও সে গো চাহে গ্রাসিবারে,
বুধযোগে রক্ষিত সে, কে পারে তাহারে?

নেপথ্যে।—আঃ! আমি থাক্‌তে চন্দ্র বলপূর্ব্বক কে গ্রাস করতে চায়?

সূত্র।—(শুনিয়া) আঃ! এইবার বুঝতে পেরেছি।—কৌটিল্যের অবতার চাণক্য।

নটী।—(ভয়ের অভিনয়)

সূত্র।— চাণক্য কুটিল-মতি ক্রোধানলে যার
নন্দ-বংশ দগ্ধ হয়ে হল ছারখার।
চন্দ্রের গ্রহণ কি তা বুঝিনু এখন,
মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তে শত্রু করে আক্রমণ।

এসো এখন আমরা এখান থেকে প্রস্থান করি।

[প্রস্থান।

(ইতি প্রস্তাবনা)

(মস্তকের মুক্ত শিখা হস্তে বুলাইতে বুলাইতে চাণক্যের প্রবেশ)

চাণক্য।—আমি থাক্‌তে চন্দ্রগুপ্তকে বলের দ্বারা পরাভব করতে কে ইচ্ছা করে শুনি?

প্রসারিত মুখ যার
দ্বিরদ-শোণিত-পানে রক্ত শোভা ধরে
সেই মুখে শোভে পুন
দন্ত যার বিনিন্দিয়া নব-শশধরে।
এ হেন সিংহেরে নাশি'
সন্ধ্যারুণ দন্ত তার কার সাধ্য হরে?

অপিচ:—

নন্দকুল-কাল-সর্প-কোপানল হ'তে
যে ভীষণ ধূম-লতা ওঠে ব্যোম-পথে
সেই এই শিখা মোর বাঁধি পুন আমি
অদ্যাপি না করে ইচ্ছা কোন্ মৃত্যু-কামী?

অপিচ:—

উল্লঙ্ঘন করি' এই
নন্দকুল-দাবানল-প্রজ্বলিত কোপের প্রতাপ
সহসা পতঙ্গ সম
আত্মপর না ভাবিয়া কোন্ মূঢ় দিবে তাহে ঝাঁপ?

শার্ঙ্গরব!—শার্ঙ্গরব!

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

চাণ।—বৎস! আমি এইখানে বসতে চাই।

শিষ্য।—না না গুরুদেব! নিকটেই প্রকোষ্ঠশালার দ্বারে বেত্রাসন আছে, সেইখানে বস্‌লেই ভাল হয়।

চাণ।—কোন কার্য্যবিশেষে আমার মন এখন অভিনিবিষ্ট—তার জন্যই আমার এই আকুলতা। আর সেই জন্যই আমি আসন আন্‌তে বলেছিলেম—শিষ্যের প্রতি গুরুজনের স্বাভাবিক কঠোরতা বশতঃ নয়। (উপবেশন করিয়া স্বগত) ভাল, পৌরজনদের মধ্যে এ কথা কি করে' প্রকাশ হ'ল যে, রাক্ষস নন্দবংশ ধ্বংস হওয়ায় অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-আকাঙ্ক্ষী পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতুকে সমস্ত নন্দরাজ্য দানের প্রলোভনে প্রোৎসাহিত করে' তাঁর সহিত সন্ধিস্থাপন করেছেন এবং মলয়কেতুর অধীনস্থ বৃহৎ সৈন্যের সাহায্যে মৌর্য্য-চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন। আমি নন্দবংশ উচ্ছেদ করব বলে' যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তা সকলের কাছে প্রকাশ হলেও আমি যখন সেই দুস্তর প্রতিজ্ঞা-সিন্ধু উত্তীর্ণ হ'তে সমর্থ হয়েছি—তখন এই আক্রমণের কথা প্রকাশ হলেও আমি কি তা দমন করতে পারব না?

আমিই করেছি ম্লান
রিপুদল-যুবতীর চারু চন্দ্রানন,
আমিই তো নীতি-বায়ে
মোহভস্ম চৌদিকে করিনু বিকিরণ,
মন্ত্রি-দ্রুম করি' শূন্য
খেদাইনু তাহা হ'তে ছিল যত মাননীয়
পৌর দ্বিজদল।
নন্দকুলাঙ্কুরে দহি'
(শ্রান্তি-বশে নহে)—হবে দাহ্যাভাবে শান্ত মোর
কোপ-দাবানল॥'

অপিচ:—

যাহারা আমারে দেখি'
ব্রাহ্মণ-আসন-চ্যুত অতি নিরুপায়,
রাজভয়ে নত মুখে
অস্ফুট বচনে পূর্ব্বে করে "হায় হায়,"
এখন দেখুক তারা:—
সিংহ যথা গজরাজে উচ্চ হ'তে পাড়ে ভূমিতলে,
সবংশে নন্দেরে আমি
সেইরূপ করিয়াছি সিংহাসন-চ্যুত নীতি-বলে।

সেই আমি এখন প্রতিজ্ঞার উত্তীর্ণ হয়েও চন্দ্রগুপ্তের অনুরোধে আবার অস্ত্র ধারণ করেছি।

হৃদয়ের রোগসম
ভুবনের অন্তঃশত্রু নন্দবংশে করি' উন্মূলিত
সরসীতে পদ্ম যথা
মৌর্য্যবংশে রাজ-লক্ষ্মী করিয়াছি স্থির-প্রতিষ্ঠিত।
কোপ-প্রীতি প্রত্যেকের
ভিন্ন দুই সার-ফল, একনিষ্ঠ মনে
তুল্যরূপে দেখ আমি
বিভাগ করিয়া দেছি শত্রু-মিত্রজনে।

কিন্তু রাক্ষসকে হস্তগত করতে না পারলে, নন্দবংশের উচ্ছেদই বা কি করে' হবে, চন্দ্রগুপ্তের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীই বা কিরূপে স্থাপিত হবে? (চিন্তা করিয়া) ওঃ! নন্দবংশের উপর রাক্ষসের অসীম ভক্তি; নন্দবংশের অঙ্কুরটি মাত্র জীবিত থাক্‌তে, চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণে কখনই তিনি সম্মত হবেন না। তা, নন্দবংশের শেষ অঙ্কুর সর্ব্বার্থসিদ্ধি, তপোবনে গিয়ে তাপস-ধর্ম্ম অবলম্বন করলেও, আমরা তো তাকে নিহত করেছি। এখন রাক্ষস, ম্লেচ্ছরাজ-মলয়কেতুকে রাজ্য অঙ্গীকার করে' তাঁর সাহায্যে আমাদের উচ্ছেদার্থ বিপুল উদ্যোগ করচেন। (আকাশ-পানে চাহিয়া) সাধু! অমাত্য রাক্ষস সাধু! মন্ত্রীর মধ্যে তুমি বৃহস্পতি!—কেন না:—

বৈষয়িক লোক যত
ধনীর করয়ে সেবা অর্থ-লালসায়,
বিপদেও হয় সাথী
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে এই প্রত্যাশায়।
কিন্তু যারা ভক্তি-বশে
প্রভু মৃত হইলেও উপকার করিয়া স্মরণ,
নির্লোভ নিঃস্বার্থ হয়ে
প্রভু-দত্ত কার্য্য-ভার অকাতরে করয়ে বহন
—সমগ্র ধরণী-মাঝে সুদুর্লভ হেন কৃতী জন।

তাঁকে হস্তগত করতে এই জন্যই আমাদের এত যত্ন—কি করলে তিনি অনুগ্রহ করে' চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন, এখন আমাদের সেই চেষ্টা। কেন না:—

কি হবে তাহারে লয়ে
ভক্তিযুক্ত হয়ে যে গো নির্ব্বুদ্ধি দুর্ব্বল?
বুদ্ধি-পরাক্রমশালী
ভক্তিহীন হয় যদি, তাহে বা কি ফল?

বুদ্ধি পরাক্রম ভক্তি
তিন গুণই যেই জনে করে অধিষ্ঠান
সেই তো নৃপের ভৃত্য
সম্পদে বিপদে—অন্তে কলত্র-সমান।

আমিও এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য নিদ্রিত নই—যাতে তিনি মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন, তার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করচি। তার দৃষ্টান্ত :—চন্দ্রগুপ্ত কিম্বা পর্ব্বতক এই উভয়ের একজনকে বিনাশ করলেই চাণক্যের বিষম অনিষ্ট-সাধন করা হয়, এই মনে করে' রাক্ষস চাণক্যের পরমোপকারী মিত্র নিরীহ নির্দ্দোষ পর্ব্বতেশ্বরকে বিষকন্যা প্রয়োগ করে' হত্যা করেছেন—এইরূপ একটা জনাপবাদ লোক-প্রত্যয়ার্থ প্রচার করে' দেওয়া গেছে।

এ দিকে আবার ভাগুরায়ণ, "তোমার পিতাকে চাণক্যই বধ করেছেন" এই কথা পর্ব্বতক-পুত্র মলয়-কেতুকে গোপনে বলে,' তার মনে ভয়-সঞ্চার করে' দিয়ে, এখান থেকে তাঁকে স্থানান্তরে অপসারিত করেছেন। রাক্ষস এ কথা বুঝতে পেরে বুদ্ধির দ্বারা নিবারণ করলেও করতে পারেন, কিন্তু রাক্ষসই যে তার পিতাকে বধ করেছেন, এই জনাপবাদ কিছুতেই নিরাকৃত হবার নয়। তা ছাড়া, কে আমাদের স্বপক্ষ, কে বিপক্ষ, তা অনুসন্ধান করে' জান্‌বার জন্য, নানা দেশের ভাষাভিজ্ঞ, বেশাভিজ্ঞ,আচার-ব্যবহারজ্ঞ, বিবিধ-চিহ্নধারী গুপ্তচর নিযুক্ত করা গেছে। কুসুম-পুর-নিবাসী নন্দামাত্যের সুহৃদ্গণ কোথায় যাতায়াত করে—কি কার্য্য করে, সমস্ত অনুসন্ধান করা তাদের কাজ। এই সমস্ত উপায় অবলম্বন করে' চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী ভদ্রভট্ট প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা অভীষ্ট-সাধনে কৃতকার্য্য হয়েছেন। আর, শত্রু-নিয়োজিত বিষ-প্রযোক্তাদের দুশ্চেষ্টার প্রতিবিধানার্থ, নৃপতি-সন্নিধানে পরীক্ষিত-ভক্তি বিশ্বাসী লোক সকল নিযুক্ত করা গেছে। তা ছাড়া, ইন্দুশর্ম্মা নামে একটি ব্রাহ্মণ আমাদের সহাধ্যায়ী মিত্র, তিনি শুক্রাচার্য্যকৃত দণ্ডনীতি এবং চৌষট্টি অঙ্গের জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিলক্ষণ প্রবীণতা অর্জ্জন করেছেন। নন্দবংশোচ্ছেদের প্রতিজ্ঞার পর, আমি তাঁকে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর বেশে কুসুমপুরে পাঠাই। এখন, নন্দের সমস্ত অমাত্যদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছে। বিশেষতঃ তাঁর উপর রাক্ষসের বিলক্ষণ বিশ্বাস জন্মেছে। তাঁর দ্বারা এখন আমাদের বিশেষ কাজ হবে। এ পর্য্যন্ত আমরা এমন কোন উপায় অবলম্বন করিনি—যা পরিহাসের যোগ্য। চন্দ্রগুপ্ত আমাকেই প্রধান মন্ত্রী করে', সমস্ত রাজ্যতন্ত্র-ভার আমার স্কন্ধেই আরোপিত করে', নিজে সর্ব্বদাই উদাসীনভাবে থাকেন। কিন্তু তাও বলি, রাজকার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধানের কষ্ট যে রাজার ভোগ করতে হয় না, সেই রাজাই সুখী। কেন না :—

স্বয়ং আহরিয়া বলি
ভুঞ্জিলেও তাহে ক্লেশ আছে স্বভাবত
গজেন্দ্র নরেন্দ্র তাই
দুঃখ-ভারে অবসন্ন হয়েন সতত।

দৃশ্য।—রাজপথ

(যমপট হস্তে চরের প্রবেশ)

চর।— প্রণম' যমের পদে
অন্য দেবে আমাদের বল কি বা কাজ,
অন্য-দেব-ভক্তদের
প্রস্ফুরন্ত প্রাণ হরি' লন যমরাজ।

অপিচ :—
থাকিলে যমেতে ভক্তি
দুর্জ্জনেরো হাতে নাহি মনুষ্যের ভয়,
সবারে মারেন যিনি
তাঁ হ'তেই আমাদের প্রাণ-রক্ষা হয়।

এখন তবে এই গৃহে প্রবেশ করে' যম-পট দেখিয়ে গান আরম্ভ করে' দি। (পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—চাণক্যের গৃহ

শিষ্য।—(দেখিয়া) বাপু! এ গৃহে প্রবেশ নিষেধ।

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ কার গৃহ?

শিষ্য।—আমাদের গুরুদেব সুগৃহীত-নামা চাণক্য ঠাকুরের।

চর।—(হাসিয়া) ওহে ব্রাহ্মণ! এ তো তবে আমার ধর্ম্মভ্রাতার গৃহ, আমাকে প্রবেশ করতে দেও—আমি তোমার গুরুদেবকে কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিতে চাই।

শিষ্য।—(সক্রোধে) ধিক্ মূর্খ! আমাদের গুরু-দেবের চেয়েও কি তুমি ধর্ম্মজ্ঞ?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! রাগ কোরো না। সকলেই যে সব জানে, তা তো নয়—তা তোমার গুরুদেবও

কোন কোন বিষয় জানেন, আবার মাদৃশ লোকেরও কোন কোন বিষয় জানা আছে।

শিষ্য।—(সক্রোধে) আরে মূর্খ! আমাদের গুরুদেবের সর্ব্বজ্ঞতা তুই অপহরণ করতে চাস?

চর।—অহে ব্রাহ্মণ! যদি তোমার গুরুদেব সকলই জানেন, আচ্ছা, তবে তিনি বলুন দিকি, চন্দ্র কার অপ্রিয়?

শিষ্য।—গুরুদেবের এ সব জেনে কি হবে?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ, এ জেনে কি হবে, তা তোমাদের গুরুদেবই বিলক্ষণ জানেন—তোমার সোজা বুদ্ধিতে বোধ হয় তুমি এইটুকুই বোঝো যে, চন্দ্র কমলদেরই অপ্রিয়।

পদ্মের চাঁদের রূপে দ্বেষ নিরবধি
পূর্ণ-কলা হইলেও তাহার বিরোধী।

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) "চন্দ্রগুপ্তের যারা বিদ্বেষী, তাদের আমি জানি" এই হচ্চে ওর কথার গূঢ় তাৎপর্য্য।

শিষ্য।—আরে মূর্খ! এ সব অসম্বদ্ধ প্রলাপবাক্য বলচ কেন?

চর।—ওহে ব্রাহ্মণ! এ সব কথা পরে সুসম্বদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে।

শিষ্য।—কি করে' সুসম্বদ্ধ হবে?

চর।—যদি তেমন শ্রোতা ও জ্ঞাতা পাই, তা হ'লে।

চাণ।—(দেখিয়া) বাপু! স্বচ্ছন্দে গৃহে প্রবেশ কর—সেরূপ লোক এখানেই পাবে।

চর—আচ্ছা। (প্রবেশ পূর্ব্বক নিকটে গিয়া) জয় হোক্ ঠাকুরের!

চাণ।—(দেখিয়া স্বগত) আঃ! কার্য্যের এত বাহুল্য হয়ে পড়েছে, নিপুণককে কিসের অনুসন্ধানে নিযুক্ত করেছি, তা মনে পড়চে না। হাঁ, এইবার মনে পড়েছে, প্রজাদের মন বোঝবার জন্য নিপুণককে নিযুক্ত করেছিলেম। (প্রকাশ্যে) এসো বাপু, এইখানে বোসো।

চর।—যে আজ্ঞা। (ভূতলে উপবেশন)

চাণ।—বাপু! তোমাকে যে কাজে নিযুক্ত করেছিলেম, তার সমস্ত বৃত্তান্ত এখন বল দিকি। প্রজারা কি চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত?

চর।—অনুরক্ত বৈ কি। বিরাগ-কারণগুলি আপনি সমস্তই তো দূর করেছেন, এখন প্রজারা সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সকলেই দৃঢ় অনুরক্ত। কিন্তু এই নগরে শুধু তিনটি লোক আছেন, যাঁরা পূর্ব্ব হতেই রাক্ষসের সহিত স্নেহ-সম্মান-সূত্রে বদ্ধ—কেবল তাঁদেরই মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের চন্দ্র-শ্রী সহ্য হচ্চে না।

চাণ।—(সক্রোধে) বরং বল না কেন, তাদের পক্ষে তাঁদের নিজের জীবনই অসহ্য হয়ে উঠেছে। বাপু, তাদের নাম কি তুমি জান?

চর।—আপনার নিকট সেই অশ্রুত-নাম ব্যক্তিদের কথা কি করে' নিবেদন করি?

চাণ।—সেই জন্যই তো আরো শুন্‌তে চাই।

চর।—শুনুন তবে; প্রথম শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই বৌদ্ধসন্ন্যাসী ক্ষপণক।

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই ক্ষপণক? (প্রকাশ্যে) তার নাম কি?

চর।—তার নাম জীবসিদ্ধি।

চাণ।—আমাদের শত্রুপক্ষের বিষম পক্ষপাতী সেই বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী, তুমি কি করে' জান্‌লে?

চর।—কেন না, তিনিই তো অমাত্য রাক্ষসের প্রযুক্ত বিষ-কন্যা পর্ব্বতেশ্বরকে এনে দেন।

চাণ।—(স্বগত) জীবসিদ্ধি তো আমারই চর। (প্রকাশ্যে) বাপু! তার পর, আর কে?

চর।—আর একজন হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্য শকটদাস নামে একজন কায়স্থ।

চাণ।—(হাসিয়া স্বগত) কায়স্থ?—সে তো ক্ষুদ্র প্রাণী। যা হোক্, সামান্য শত্রুকেও অবজ্ঞা করা উচিত নয়। তার উচ্ছেদের জন্য আমি সুহৃদ্-ছদ্মবেশী সিদ্ধার্থকে নিযুক্ত করেছি। (প্রকাশ্যে) তৃতীয় ব্যক্তিটি কে শুনি?

চর।—(হাসিয়া) তৃতীয় ব্যক্তি হচ্চে—অমাত্য রাক্ষসের দ্বিতীয় হৃদয়-তুল্য পুষ্পপুর-নিবাসী মণিকার শ্রেষ্ঠী, নাম চন্দনদাস, যার গৃহে অমাত্য রাক্ষস আপনার স্ত্রীপুত্রকে রেখে নগর হ'তে পলায়ন করেছেন।

চাণ।—(স্বগত) তবে নিশ্চয়ই সে রাক্ষসের পরম সুহৃৎ। আত্মীয়-সমান না হ'লে, স্ত্রীপুত্রকে কখনই তার কাছে রেখে যেত না। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, বাপু, তুমি জান্‌লে কি করে' চন্দনদাসের গৃহে রাক্ষস তাঁর স্ত্রীপুত্রকে রেখে গেছেন?

চর।—ঠাকুর, এই অঙ্গুলী-মুদ্রা দেখ্‌লেই আপনি সমস্ত অবগত হ'তে পারবেন। (মুদ্রা প্রদান)

চাণ।—(মুদ্রা লইয়া অবলোকন ও পাঠ করণ) এ যে রাক্ষসের নাম দেখ্‌চি। (সহর্ষে স্বগত) যা হোক্, রাক্ষসের অঙ্গুলী-মুদ্রাটি তো আমাদের হস্তগত হ'ল। (প্রকাশ্যে) অঙ্গুলীমুদ্রাটি কি করে' পেলে বল দিকি?

চর।—ঠাকুর, শুনুন তবে বলি। আমাকে তো আপনি পৌরজনের ভাব-চরিত্র জান্‌বার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। তাই আমি এই যম-পট হাতে করে' ঘরে ঘরে প্রবেশ করি, কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারে না—একদিন, ঘুরে ঘুরে শেষে মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের গৃহে প্রবেশ করলেম। আর, সেখানে যমপট খুলে গান গাইতে আরম্ভ করলেম।

চাণ।—তার পর, তার পর?

চর।—তার পর, একটা পর্দ্দার ভিতর থেকে পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক সৌম্যদর্শন একটি কুমার, বালক-সুলভ কৌতুকোৎফুল্ল-নয়নে বেরিয়ে আস্‌ছিল, এমন সময় সেই পর্দ্দার ভিতর থেকে "আহা হা, বেরিয়ে গেল গো, বেরিয়ে গেল" এইরূপ ভয়ত্রস্তা স্ত্রীলোকদের একটা ঘোরতর কলরব শোনা গেল। তার পর, একটি স্ত্রীলোক দ্বারদেশ হ'তে একটুখানি মুখ বার করে' বালকটিকে ভর্ৎসনা করে' কোমল বাহুলতা দিয়ে তাকে ধরলেন। কুমারকে ধরতে গিয়ে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত পুরুষ-অঙ্গুলীমাপে গঠিত এই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি তাঁর অজ্ঞাতসারে হস্ত হ'তে অঙ্গনে স্খলিত হয়ে প্রণামোদ্যত নববধূর ন্যায় আমার পায়ের কাছে গড়িয়ে এসে পড়ল। দেখ্‌লেম, অমাত্য রাক্ষসের নামাঙ্কিত, তাই অঙ্গুরী-মুদ্রাটি নিয়ে এসে শ্রীচরণে অর্পণ করলেম। এই রকম করে'ই এই মুদ্রাটি হস্তগত হয়েছে।

চাণ।—বাপু! সমস্ত শুনলেম—এখন তুমি প্রস্থান কর। এই পরিশ্রমের পুরস্কার শীঘ্রই পাবে।

চর।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। [প্রস্থান।

চাণ।—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!

(শার্ঙ্গরবের প্রবেশ)

শিষ্য।—গুরুদেব! আজ্ঞা করুন।

চাণ।—বৎস! মসীপাত্র ও পত্র নিয়ে এসো।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! এই মসীপাত্র ও পত্র।

চাণ।—(লইয়া স্বগত) এখন কি লিখি। এই লিপির দ্বারা রাক্ষসকে জয় করতে হবে।

(প্রতীহারী শোনোত্তরার প্রবেশ)

প্রতী।—জয় হোক, ঠাকুরের জয় হোক!

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) এই শুভসূচক জয়-শব্দ গ্রহণ করলেম। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! কি জন্য এসেছ বল দিকি? প্রয়োজনটা কি?

প্রতী।—ঠাকুর! মহারাজ চন্দ্রশ্রী চন্দ্রগুপ্ত, কমল-মুকুলাকার অঞ্জলি স্বমস্তকে স্থাপন করে' ঠাকুরের শ্রীচরণে এই নিবেদন করচেন:—"আপনার আদেশানুসারে আমি মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরের পারলৌকিক কার্য্য সমাধা করতে ইচ্ছা করি—তিনি যে সকল আভরণ অঙ্গে ধারণ করতেন, সেইগুলি আমি গুণবান্ ব্রাহ্মণদের দান করলেম।"

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু বৃষল, সাধু! তুমি যা ব'লে পাঠিয়েছ, তা আমার হৃদয়ের কথা। (প্রকাশ্যে) দেখ শোনোত্তরে! বৃষলকে আমার নাম করে' এই কথা বলবে:—"সাধু বৎস, সাধু, লোক-ব্যবহারে তুমি বিলক্ষণ অভিজ্ঞ, অতএব তোমার যা অভিপ্রায়, সেইমত অনুষ্ঠান কর। পর্ব্বতেশ্বরের ধৃতপূর্ব্ব ভূষণাদি গুণবান্ ব্রাহ্মণদের দান করবে বল্‌চ—আচ্ছা, আমি স্বয়ং যাদের গুণ পরীক্ষা করেছি, সেই সকল ব্রাহ্মণদের তোমার নিকট পাঠাচ্চি।"

প্রতী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। [প্রস্থান।

চাণ।—শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে' বিশ্বাবসুদের তিন ভাইকে বল, বৃষলের কাছ থেকে আভরণাদি নিয়ে আমার সহিত যেন সাক্ষাৎ করে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব! [প্রস্থান।

চাণ।—(স্বগত) পত্রের শেষাংশে তো এই কথাটা লিখ্‌তে হবে—পূর্ব্বাংশে কি লেখা যায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, মনে পড়েছে! চরদের কাছ থেকে আমি জান্‌তে পেরেছি, ম্লেচ্ছরাজের সৈন্য-মধ্যে প্রধানতম পাঁচটি রাজা পরম ভক্তি-সহকারে রাক্ষসের আনুগত্য স্বীকার করেছে। তারা হচ্চে:—

কুলূত দেশের পতি, চিত্রবর্ম্মা নাম;
নৃসিংহ মলয়াধিপ, নাম সিংহনাদ;

কাশ্মীর-দেশাধিরাজ, নাম পুষ্করাক্ষ ;
শত্রুদমন সিন্ধুদেশ-রাজ সিন্ধুসেন ;
প্রচুর-তুরঙ্গ-বল পারসীক-রাজ
মেঘাক্ষ নামেতে খ্যাত ; এই পঞ্চ নাম
লিখিলাম হেথা—অতঃপর চিত্রগুপ্ত
কি আর করিবে ?—আমি করিনু সে কাজ।

(চিন্তা করিয়া) অথবা নামগুলি এখন না লেখাই ভাল। কেন না, তারা এখনও প্রকাশ্যরূপে রাক্ষসের সঙ্গে যোগ দেয় নি। (প্রকাশ্যে) শার্ঙ্গরব ! শার্ঙ্গরব !

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—গুরুদেব, আজ্ঞা করুন।

চাণ।—ব্রাহ্মণের হস্তাক্ষর, যত্ন করে' লিখ্‌লেও, প্রায়ই অস্পষ্ট হয়ে থাকে। অতএব আমার নাম করে' সিদ্ধার্থককে বল :—(কানে কানে) এই পত্রের লিখিত কথাগুলি যার জন্য লেখা হয়েছে, স্বয়ং তারই পাঠ্য—শকটদাসের দ্বারা লিখিয়ে নিয়ে, শিরোনামা না দিয়ে, আমার নিকট পত্রখানি যেন নিয়ে আসে। চাণক্য লিখ্‌তে বলেছে, এ কথা যেন শকটদাসকে না বলা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। [প্রস্থান।

চাণ।—(স্বগত) যাক্‌, মলয়কেতু এইবার পরাজিত হবে।

(লিপি হস্তে সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধার্থক।—জয় হোক্‌, ঠাকুরের জয় হোক্‌! ঠাকুর! শকটদাসের স্বহস্তে লেখা এই সেই লিপি।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া নিরীক্ষণ) বাঃ! কি সুন্দর হাতের লেখা। (পাঠ করিয়া) দেখ বাপু, এই মুদ্রাটি দিয়ে এখন এইটি মুদ্রিত কর দিকি।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। (তথা করিয়া) ঠাকুর, এই নিন্‌ মুদ্রিত লিপিখানি—এখন, আর কি করতে হবে, আজ্ঞা করুন।

চাণ।—দেখ বাপু! আমার নিজের একটি কাজে তোমাকে নিযুক্ত করতে চাই।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) ঠাকুর, সে আপনার অনুগ্রহ। আজ্ঞা করুন, দাসের দ্বারা কি কাজ হ'তে পারে।

চাণ।—দেখ বাপু! প্রথমে তো বধ্যস্থানে গিয়ে, সরোষে ঘাতকদের ডান চোখ টিপে ইঙ্গিত করবে, তারা সেই ইঙ্গিত গ্রহণ করে' ভয়ের ছলে যখন ইতস্তত পলায়ন করবে, তখন শকটদাসকে সেখান থেকে নিয়ে এসে রাক্ষসের নিকট উপস্থিত করবে। রাক্ষস সুহৃদের প্রাণরক্ষায় পরিতুষ্ট হয়ে তোমাকে পারিতোষিক দিলে তা গ্রহণ করে,' কিছুকাল রাক্ষসের সেবক হয়ে থাক্‌বে। তার পর শত্রুরা যখন নগরের নিকটবর্ত্তী হবে, তখন আমার এই কার্য্যটি তোমাকে করতে হবে। (কানে কানে—"এই এই")

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা ঠাকুর।

চাণ।—শার্ঙ্গরব !—শার্ঙ্গরব !

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

চাণ।—আমার নাম করে' কালপাশিককে আর দণ্ডপাশিককে বল্‌বে :—"বৃষলের আদেশ—এই জীবসিদ্ধি নামে বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী যে রাক্ষসের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে বিষকন্যার দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে, দোষ-ঘোষণা করে' অপমানের সহিত যেন তাকে নগর হ'তে নির্ব্বাসিত করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (পরিক্রমণ)

চাণ।—আর একটু দাঁড়াও বৎস! আর একজন শকটদাস নামে কায়স্থ, যে রাক্ষসের দ্বারা নিযুক্ত হয়ে, আমাদের শরীরের অনিষ্ট-চেষ্টায় নিয়ত তৎপর, দোষ-ঘোষণা করে' তাকেও যেন শূলে দেওয়া হয় আর তার গৃহজনদেরও যেন কারাবদ্ধ করা হয়।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। [প্রস্থান।

চাণ।—(চিন্তা করিয়া স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস কি গৃহীত হবে?

সিদ্ধা।—ঠাকুর, গৃহীত—

চাণ।—(সহর্ষে স্বগত) কি আশ্চর্য্য! রাক্ষস গৃহীত? (প্রকাশ্যে) বাপু! কে গৃহীত বল্‌চ?

সিদ্ধা।—আমি বল্‌ছিলেম, ঠাকুরের আদেশ তো গৃহীত হ'ল, এখন আমি কার্য্য-সিদ্ধির চেষ্টায় যাই।

চাণ।—(অঙ্গুরী-মুদ্রাঙ্কিত লিপি অর্পণ করিয়া) বাপু সিদ্ধার্থক, তুমি যাও—তোমার কার্য্য যেন সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধা।—যে আজ্ঞা। [প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—গুরুদেব! কালপাশিক ও দণ্ডপাশিক গুরুদেবের নিকট নিবেদন করচেন:—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়েছে।

চাণ।—বেশ বেশ। বৎস! মণিকার-শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে আমি এখন দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া চন্দন-দাসের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিক্ দিয়ে শেঠ্‌জি, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দন।—(স্বগত) নিষ্ঠুর চাণক্য ডেকেছেন, এ কথা শুন্‌লে নির্দ্দোষ জনেরও শঙ্কা হয়—আমি তো তাতে দোষী। আমি তাই ধনসেন প্রভৃতি তিনটি বণিককে বলেছি, "কি জানি, যদি চাণক্য দুরাচার আমার গৃহে প্রবেশ করে, তাই তোমরা সাবধানে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে আমার গৃহ হ'তে অন্যত্র নিয়ে যাও, আমার যা হবার, তা হবে।"

শিষ্য।—ওগো শেঠ্‌জি—এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—এই যে আমি এসেছি (উভয়ের পরিক্রমণ)।

শিষ্য।—গুরুদেব! এই চন্দনদাস শ্রেষ্ঠী।

চন্দ।—(সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্, ঠাকুরের জয় হোক্!

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) এসো এসো শেঠ্‌জি, এই আসনে বোসো।

চন্দ।—(প্রণাম করিয়া) ঠাকুরের কি না জানা আছে—এখানে আদর-অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি নাই। কিন্তু আমি অতি তুচ্ছলোক, এরূপ উচ্চ আসনে বস্‌বার যোগ্য নই—অতএব আমি এই ভূতলেই বসি।

চাণ।—শেঠ্‌জি, ও কথা বোলো না—আমাদের সহিত তুমি সমান আসনে বস্‌বার যোগ্য—অতএব তুমি এই আসনে উপবেশন কর।

চন্দ।—(স্বগত) এর কোন অভিসন্ধি আছে। (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞা। (উপবেশন)

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি চন্দনদাস, বাণিজ্য ব্যবসায়ে বেশ লাভ হচ্চে তো?

চন্দ।—হাঁ, ঠাকুরের প্রসাদে আমাদের বাণিজ্য নির্ব্বিঘ্নে চলচে।

চাণ।—আচ্ছা, বল দেখি শেঠ্‌জি, প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের দোষ কীর্ত্তন করবার সময় পূর্ব্ব-রাজাদের স্তুতিবাদ কি এখনও করে?

চন্দ।—(কান ঢাকিয়া) ছি ছি! ও পাপ কথা মনেও করতে নেই; শারদ নিশা-সমুদিত পূর্ণিমার চন্দ্র চন্দ্রগুপ্তকে দেখে চন্দ্রশ্রী অপেক্ষা প্রজাগণ অধিক আনন্দ উপভোগ করে।

চাণ।—ভাল, তাই যদি হয়, সন্তুষ্ট প্রজাদের নিকট রাজারা প্রিয়-কার্য্যের প্রত্যাশা কি করতে পারেন না?

চন্দ।—ঠাকুর আজ্ঞা করুন, আমাদের নিকটে কত অর্থ চান?

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি, এ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য, নন্দের রাজ্য নয়। অর্থলোভী নন্দের কেবল অর্থ-সম্বন্ধ,তাতেই তাঁর প্রীতি উৎপন্ন হ'ত—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের তা নয়, তোমাদের সুখেই তাঁর সুখ।

চন্দ।—(সহর্ষে) ঠাকুর, আমাদের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি, কিসে সেই প্রীতি উৎপন্ন হয়, তা তো তুমি জিজ্ঞাসা করলে না?

চন্দ।—কিসে হয়, আজ্ঞা করুন ঠাকুর।

চাণ।—সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাজাদের প্রতি অবিরুদ্ধ ব্যবহারে।

চন্দ।—এরূপ রাজ-বিরোধী বলে' ঠাকুর কাউকে কি জানেন?

চাণ।—প্রথমতঃ তুমিই তো একজন।

চন্দ।—(কানে আঙ্গুল দিয়া) ও পাপ কথা মুখে আন্‌তে নেই—অগ্নির সহিত তৃণের বিরোধ কিরূপে সম্ভব হ'তে পারে?

চাণ।—এই যেমন তুমি বিরোধ করচ—তুমি তো রাজার অনিষ্টকারী রাক্ষসের গৃহজনকে তোমার নিজ গৃহে এনে এখনও রক্ষা করচ।

চন্দ।—ঠাকুর, এ কথা সমস্তই অলীক; কোন দুরাচার ঠাকুরকে এ সব কথা বলেছে?

চাণ।—ওগো শেঠ্‌জি, কেন বৃথা আশঙ্কা করচ? চিরকালই পূর্ব্বরাজার অনুচরগণ প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পৌরজনদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাদের গৃহে গৃহজনদের ফেলে দেশান্তরে প্রস্থান করে, তাতে তাদের তো কোন দোষ হয় না। তবে, তাদের লুকিয়ে রাখাটাই দোষের বিষয়।

চন্দ।—সে কথা সত্য। সেই সময়ে অমাত্য

রাক্ষসের গৃহজনেরা আমাদের গৃহে ছিলেন বটে।

চাণ।—প্রথমে বল্লে "সে সমস্তই অলীক"—তার পর এখন বল্‌চ "সেই সময়ে ছিলেন বটে"—এই বচন দুটি যে পরস্পর-বিরোধী।

চন্দ।—আমি স্বীকার করচি, এ সমস্তই আমার বাক্‌-ছল মাত্র।

চাণ।—ওগো শেঠজি! রাজা চন্দ্রগুপ্ত ছলনার কথা গ্রহণ করেন না, এখন তবে রাক্ষসের গৃহ-জনকে বিনা-ছলে আমাদের হাতে সমর্পণ কর।

চন্দ।—আমি তো নিবেদন করেছি, সেই সময়ে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমাদের গৃহে ছিলেন।

চাণ।—এখন তবে কোথায় গেছেন?

চন্দ।—জানি নে কোথায় গেছেন।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) জান না বটে? ওগো শেঠজি, মস্তকের উপর ফণী—দূরে তার প্রতিকার—বুঝ্‌লে? তা ছাড়া, নন্দকে যেমন বিষ্ণুগুপ্ত—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)

চন্দ।—(স্বগত) উপরেতে ঘন ঘোর মেঘের গর্জ্জন
সুদূরে দয়িতা, এ কি হ'ল গো বিষম?
দিব্যৌষধি হিমালয়ে, শিরে ভুজঙ্গম॥

চাণ।—দেখ শেঠজি, অমাত্য রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে উচ্ছেদ করবেন, এ কথা মনেও কোরো না। দেখ—জীবিত থাকিতে নন্দ

বক্রনাসা পরাক্রান্ত সুনীতিজ্ঞ যত ছিল সু-সচিবগণ
করিতে পারেন নাই

(জান তো সকলি তুমি) সুচঞ্চলা রাজশ্রীর স্থৈর্য্য সম্পাদন।

জগৎ-আনন্দকর

এখন সে চন্দ্রকর স্থিরতা করিয়া লাভ, সমভাবে হয় বিকিরণ;

কেমনে এখন বল

চন্দ্রসম চন্দ্রগুপ্ত রাজা হ'তে মনোহর দীপ্তি তার করিবে হরণ?

অপিচ—

("দ্বিরদ-শোণিত-পানে" ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত কবিতা পাঠ)

চন্দ।—(স্বগত) এরূপ শ্লাঘা করা আপনাকেই শোভা পায়, কেন না, আপনি ফলের দ্বারাই তার পরিচয় দিয়েছেন।

(নেপথ্যে)

(ভীড় সরাইয়া দিবার জন্য হাক-ডাক্‌ শব্দ)

চাণ।—(শার্ঙ্গরব! জান দিকি ব্যাপারটা কি।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব! (প্রস্থান করিয়া পুনঃপ্রবেশ) গুরুদেব! রাজা চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধিকে অপমানের সহিত নগর হ'তে নির্ব্বাসিত করা হচ্চে।

চাণ।—বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী? আহা আহা!—না, ঠিক্‌ই হয়েছে, এখন রাজদ্রোহিতার ফল ভোগ করুক। ওগো শেঠজি চন্দনদাস—দেখ্‌লে তো, রাজানিষ্টকারীর রাজাই তীক্ষ্ণ দণ্ডদাতা—এখনও সুহৃদ্বাক্য হিত বিবেচনায় গ্রহণ কর। রাক্ষসের গৃহজনকে সমর্পণ কর, তা হ'লে চিরকাল তুমি রাজপ্রসাদ উপভোগ করতে পারবে।

চন্দ।—আমার গৃহে অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন নাই।

(নেপথ্যে কলরব)

চাণ।—শার্ঙ্গরব! জান দিকি আবার কি হ'ল।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! রাজাজ্ঞাক্রমে রাজদ্রোহী কায়স্থ শকটদাসকে শূলে দেবার জন্য নিয়ে যাচ্চে।

চাণ।—স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করুক। ওগো শেঠজি, রাজার অনিষ্ট করলে রাজা এইরূপ তীক্ষ্ণ দণ্ড বিধান করেন—তুমি যে রাক্ষসের স্ত্রীকে গোপন করে' রেখেছ, সে দোষ তোমার কখনই তিনি ক্ষমা করবেন না। অতএব পর-কলত্রের বিনিময়ে এখন আত্ম-কলত্র ও আত্ম-জীবন রক্ষা কর।

চন্দ।—আমাকে ভয় দেখাচ্চেন কি? অমাত্য রাক্ষসের গৃহজন আমার গৃহে বাস্তবিক যদি থাক্‌ত, তবু তাদের আমি সমর্পণ করতেম না—তাতে এখন তো তারা নেই।

চাণ।—চন্দনদাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প?

চাণ।—(স্বগত) সাধু চন্দনদাস, সাধু!

সুলভ হ'লেও অর্থ, পর লাগি দেয় যে জীবন
অমন দুষ্কর কর্ম্ম * "শিবি" বিনা কে করে সাধন?

* "শিবি" নামক উশীনর রাজার পুত্র কপোত-রক্ষার্থ ও শ্যেনপক্ষীর সন্তোষার্থ নিজের হৃদয়-মাংস দান করিয়াছিলেন।

(প্রকাশ্যে) চন্দনদাস! এই তোমার সঙ্কল্প?

চন্দ।—হাঁ, এই আমার স্থির সঙ্কল্প?

চাণ।—(সক্রোধে) দুরাত্মা দুষ্ট বণিক! এইবার তবে রাজকোপ ভোগ কর।

চন্দ।—(বাহু প্রসারণ করিয়া) আমি প্রস্তত আছি। ঠাকুর! আপনার অধিকার-অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান করুন।

চাণ।—(সক্রোধে) শার্ঙ্গরব! আমার নাম করে', কালপাশিক ও দণ্ডপাশিককে বল, এই দুষ্ট বণিককে যেন যথোচিত শাস্তি দেওয়া হয়।—না না না—একটু দাঁড়াও—তাদের না বলে' দুর্গ-পাল ও বিজয়পালকে এই কথা বল:—তার গৃহ-রক্ষিত ধনাদি গ্রহণ করে', পুত্র-কলত্রের সহিত যেন ওকে কারারুদ্ধ করা হয়। আমি ততক্ষণ রাজাকে এই সব কথা জানিয়ে আসি। তিনি নিশ্চয়ই সর্ব্বস্ব-হরণ দণ্ড ও প্রাণদণ্ডের আদেশ করবেন।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। এই দিক্ দিয়ে শেঠ্‌জি, এই দিক্ দিয়ে।

চন্দ।—(উত্থান করিয়া) ঠাকুর! আসি তবে। আমার সৌভাগ্য, মিত্রের কার্য্যে আমার প্রাণ যাচ্চে—নিজের দোষে নয়।

(পরিক্রমণ করিয়া শিষ্যের সহিত প্রস্থান।

চাণ।—(সহর্ষে) যাক্—রাক্ষস এইবার হস্তগত। কেন না,

রাক্ষসের এ বিপদে অপ্রিয় বস্তুর মত
অক্লেশে চন্দন-দাস ত্যজিতেছে প্রাণ;
চন্দন-বিপদে পুন, করিবে রাক্ষস-মন্ত্রী
নিশ্চয় আপন প্রাণে অতি তুচ্ছ জ্ঞান।

(নেপথ্যে কলরব)

চাণ।—শার্ঙ্গরব!

(শিষ্যের প্রবেশ)

শিষ্য।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

চাণ।—ব্যাপারটা কি জান দিকি। (প্রস্থান করিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! সিদ্ধার্থক বধ্যশকটদাসকে নিয়ে বধ্যভূমি হ'তে পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) সাধু সিদ্ধার্থক সাধু! কার্য্য তবে আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) কি! পালিয়েছে? (সক্রোধে) বৎস, ভাগুরায়ণকে বল, শীঘ্র তাকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—(প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ) গুরুদেব! ভাগুরায়ণও পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) কার্য্য-সিদ্ধির জন্যই গেছে। (সক্রোধে প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখিত হয়ে আর কি হবে, আমার নাম করে' ভদ্রভট্, পুরুষদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা এদের সবাইকে বল, শীঘ্র গিয়ে দুরাত্মা ভাগুরায়ণকে ধরে' আনে।

শিষ্য।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (প্রস্থান করিয়া সবিষাদে পুনঃ প্রবেশ)—গুরুদেব, দুঃখের কথা কি আর বল্‌ব—সকল প্রজাই প্রাণভয়ে আকুল; ভদ্রভট্ প্রভৃতি তারাই সর্ব্বাগ্রে রজনী প্রভাত হবামাত্রই পলায়ন করেছে।

চাণ।—(স্বগত) তাদের পথ নির্ব্বিঘ্ন হোক্! (প্রকাশ্যে) বৎস! দুঃখ করে' আর কি হবে? দেখ:—

গেছে যারা হৃদে কিছু করিয়া ধারণ
যাক্ তারা—কি করিবে?—বৃথাই শোচন!
এখনো যাহারা আছে—যায় যাক্ চলি,
থাকে যেন শুধু মোর বুদ্ধিটি কেবলি;
—যে বুদ্ধি-প্রভাবে নন্দ-বংশ হ'ল ক্ষয়,
যে বুদ্ধি-প্রভাবে শক্র করিলাম জয়,
যে বুদ্ধি অভীষ্ট কার্য্য করিতে সাধন
শতাধিক সৈন্য-বল করে গো ধারণ।

(উত্থান করিয়া আকাশে) এইবার দুরাত্মা ভদ্র-ভট্ প্রভৃতিকে ধৃত করব। (স্বগত) দুরাত্মা রাক্ষস! তুই এখন আর কোথায় যাবি?

অরণ্যের গজসম, উত্তেজিত বল-মদে
স্বচ্ছন্দে করিতেছিস একাকী বিহার।
সাধিতে রাজার কার্য্য, আবদ্ধ করিব গুণে
বশীভূত করি' তোরে বুদ্ধিতে আমার॥

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(রাক্ষস-ভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ—সাঁপুড়িয়ার ছদ্মবেশে রাক্ষসের চর বিরাধগুপ্তের প্রবেশ)

সাপু।—

জানে যারা তন্ত্র-যুক্তি,
চক্রাকারে গণ্ডি দিয়া খনয়ে ভূতল,
রক্ষিতে পারে গো মন্ত্র,
সর্পরাজ তাহাদেরি জীবিকা-সম্বল ॥

(আকাশে)

আমি কে, তাই জিজ্ঞাসা করচেন মহাশয়?—আমি সাঁপুড়ে, আমার নাম জীর্ণবিষ। কি বলচেন? আপনিও সাপ খেলাতে ইচ্ছা করেন? আপনার ব্যবসায় কি? কি বলচেন?—আপনি রাজকুল-সেবক? তবে আপনিও সাপ নিয়ে খেলেন বটে। কি বলচেন? কেন তাই জিজ্ঞাসা করচেন? তার কারণ:—যে সাঁপুড়েরা মন্ত্রৌষধে নিপুণ নয়, বিনা-অঙ্কুশে যারা মত্ত গজরাজের উপর আরোহণ করে—অধিকার লাভ করে' যে রাজসেবকেরা গর্ব্বিত হয়, এই প্রকারের লোক নিশ্চয়ই বিনাশ পায়। এ কি! দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই যে চলে' গেল। (পুনর্ব্বার আকাশে) আপনি আবার কি জিজ্ঞাসা করচেন?—আমার প্যাটরায় কি আছে, তাই জিজ্ঞাসা করচেন? মশায়, এতে সর্প আছে—এতেই আমার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি বল্‌চেন? দেখতে চান্? ক্ষান্ত হোন্, ও ইচ্ছা করবেন না, দেখাবার স্থান এ নয়। যদি নিতান্তই দেখবার কৌতূহল হয়ে থাকে, তবে এই গৃহের মধ্যে আসুন, দেখাই। কি বলচেন?—এ অমাত্য রাক্ষসের গৃহ?—ওখানে আমাদের মত লোকের প্রবেশ নিষেধ? তবে আপনি যান্ মশায়; ব্যবসার খাতিরে আমার এখানে প্রবেশ আছে। এ কি! এও যে চলে গেল।' (আকাশের দিকে তাকাইয়া স্বগত) চন্দ্রগুপ্তের পক্ষাবলম্বী চাণক্যকে দেখে মনে হয়, রাক্ষসের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হবে; আবার, মলয়কেতুর পক্ষাবলম্বী রাক্ষসকে দেখে মনে হয়, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য বুঝি যায়-যায়।

মৌর্য্যকুল-স্থির-লক্ষ্মী
দৃঢ়বদ্ধ চাণক্যের বুদ্ধি-রজ্জু দিয়া।
রাক্ষস দিতেছে টান
উপায়-হস্তের মুঠে সে রজ্জু ধরিয়া ॥

এই দুই জন সুনীতি-কুশল সচিবের বিবাদে নন্দ-কুল-রাজলক্ষ্মী সংশয়াকুল হয়ে উঠেছেন।

মহারণ্যে দুই গজ হ'লে যুদ্ধে রত
ভয়ার্ত্তা করিণী যথা করে ইতস্তত,
সেইরূপ রাজলক্ষ্মী হয়ে অনিশ্চয়
ইতস্তত করি' ক্লেশ পান অতিশয়।

যাই হোক্, এখন অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে একবার দেখা করে' আসি। [প্রস্থান।

দৃশ্য।—রাক্ষসের গৃহ

(অনুচর-পরিবৃত হইয়া রাক্ষস সচিন্তভাবে আসীন)

রাক্ষ।—(উর্দ্ধদিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

নীতি ও বিক্রমগুণে বৃষ্ণি-কুল সম যেই কুল
চিরকাল করিয়াছে রিপুদলে সমূলে নির্ম্মূল,
বিপুল সে নন্দ-কুলে উচ্ছেদ করিলা বিধি
নির্দ্দয় হইয়া
আকুল এ চিন্তা-ভরে দিবা-রাত্রি আমি যে গো
রয়েছি জাগিয়া।
কিন্তু বৃথা চিন্তা মোর—বৃথা এ কল্পনা,
—বৃথা যথা ভিত্তি-বিনা চিত্রের রচনা।

অথবা,

পরের হইয়া দাস
নীতিতে আমি যে মন করেছি নিবেশ
তাহার কারণ নহে
ভক্তির বিস্মৃতি কিম্বা বিষয়ে আবেশ,
প্রাণের প্রচ্যুতি-ভয়,
কিম্বা আপনার কোন গৌরব-বাসনা,
একমাত্র হেতু তার
শত্রু বধি' মৃত সে রাজার আরাধনা।

(আকাশের দিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রু-নয়নে) ভগবতি কমলালয়ে! তুমি আদপে গুণজ্ঞ নও।

আনন্দের হেতু সেই নন্দে করি ত্যাগ
বৈরী মৌর্য্যপুত্রে তব কেন অনুরাগ?
মদগন্ধী গজ-নাশে মদধারা যায় যথা চলে'
নন্দনাশে তব লয় কেন বল হ'ল না চপলে।
অপিচ, বলি ওগো নীচ-কুলোদ্ভবে!
খ্যাত-কুলোদ্ভব নৃপ
হয়েছে কি দগ্ধ সবে এ ধরণীর মাঝে?
তাই কি রে পাপীয়সী
পতিত্বে বরিলি তুই কুলহীন রাজে?

অথবা:—

চপল কুসুম-কাশ পুরন্ধ্রীর মতি
পুরুষের গুণ-জ্ঞানে বিমুখ সে অতি।

আর, দেখিস্ অবিনীতে! তোর আশ্রয়কে উন্মূলিত করে' আমি তোর মনোরথ ব্যর্থ করব। (চিন্তা করিয়া) যা হোক্, আমি চন্দনদাসের গৃহে গৃহজনকে রেখে নগর হ'তে বেরিয়ে এসে ভালই করেছি। গৃহজনকে সেখানে রেখে এলেম তার কারণ:—কুসুমপুরে রাক্ষস আবার ফিরে আসবে—সে বিষয়ে সে নিতান্ত উদাসীন নয়—এই কথা ভেবে আমাদের সহকার্য্যকারী রাজপুরুষগণের উদ্যম শিথিল হবে না। তীক্ষ্ণ বিষপ্রয়োগী ব্যক্তি সংগ্রহ করে' তাদের দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণবধ এবং শত্রুদের মধ্যে ভেদ-সাধন করবার জন্য শকটদাসের বিপুল ধন-কোষ তো সঞ্চিত আছে। প্রতিক্ষণ শত্রুদের বৃত্তান্ত জানবার জন্য এবং তাদের ভেদ-সাধন করবার জন্য সুহৃদ্বর জীবসিদ্ধি প্রভৃতিরাও নিযুক্ত আছে। আর অধিক কি চাই?

মহারাজ যারে প্রিয় আত্মজ ভাবিয়া
পুষিলেন এত দিন যতন করিয়া
সেই চন্দ্রগুপ্ত ব্যাঘ্র-শিশুর সমান
সবংশে হরিল নন্দ-রাজের পরাণ।
বুদ্ধি-শরে এবে তার করিব গো মর্ম্ম বিদারণ
বর্ম্ম হয়ে দৈব যদি ঈর্ষ্যা-ভরে না করে রক্ষণ।

(মলয়কেতুর কঞ্চুকী জাজলির প্রবেশ)

কঞ্চু।—

চাণক্য-নীতিতে যথা, নন্দ-বংশ হয়ে ধ্বংস,
প্রতিষ্ঠিত রাজ্যে মৌর্য্যকুল;
তেমতি বার্দ্ধক্যে মোর, কামনা হইয়া নষ্ট
আমাতে গো ধর্ম্ম বদ্ধমূল।
অমাত্য রাক্ষস যথা, করি বিধিমতে চেষ্টা
তবু নাহি পারে জিনিবারে,
তেমতি আমারো লোভ, ভোগে বুদ্ধি লভিয়াও
তবু ধর্ম্ম নাশিতে না পারে।

(দেখিয়া) এই যে অমাত্য রাক্ষস। (পরিক্রমণ করিয়া নিকটে অগ্রসর) অমাত্যের কল্যাণ হোক্।

রাক্ষ।—জাজলি, নমস্কার! দেখ প্রিয়ম্বদক, এর জন্য একটা আসন নিয়ে এসো।

প্রিয়ং।—এই যে আসন—বসুন মশায়।

কঞ্চুকী।—(উপবেশন করিয়া) কুমার মলয়কেতু অমাত্যকে এই কথা জানাতে বলেছেন:—অনেক দিন হ'তে আপনি সর্ব্বপ্রকার দেহ-সংস্কার পরিত্যাগ করায় কুমার মলয়কেতুর হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে। স্বামি-গুণ সহসা বিস্মৃত হওয়া আপনার পক্ষে দুষ্কর বটে, তবু কুমারের এই অনুরোধটি আপনার রক্ষা করা কর্ত্তব্য (আভরণাদি দেখাইয়া) অমাত্য! এই আভরণগুলি কুমার নিজ অঙ্গ হ'তে খুলে আপনার জন্য পাঠিয়েছেন—এইগুলি অনুগ্রহ করে' আপনি ধারণ করুন।

রাক্ষ।—দেখুন জাজলি, আমার নাম করে' কুমারকে বলবেন, কুমারের গুণপক্ষপাতী হয়ে আমি স্বামী-গুণও বিস্মৃত হয়েছি। কিন্তু

যাবৎ না সমুদয়
রিপুদল একেবারে করি' নিঃশেষিত,
তব স্বর্ণ-সিংহাসন
"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদে আমি করি প্রতিষ্ঠিত,
তাবৎ শোনো গো নৃপ
শত্রু-অপমান-গ্রস্ত এই দীন দেহে
কিছুমাত্র অলঙ্কার
কেমনে ধারণ আমি করিব বল হে॥

কঞ্চু।—এরূপ অনুরোধ কুমার আর কাহাকেও করেন না—অন্যের পক্ষে এ অতি দুর্লভ—অতএব আপনি তাঁর এই প্রথম অনুরোধটি মান্য করুন।

রাক্ষ।—মহাশয়, কুমারের ন্যায় আপনার বাক্যও অলঙ্ঘনীয়—অতএব আপনি আদেশ-অনুযায়ী কার্য্য করুন।

কঞ্চু।—(ভূষণাদি পরাইয়া দিয়া) আপনার

কল্যাণ হোক্! এখন তবে আমার কাজে যাই।

রাক্ষ।—প্রণাম মহাশয়!

কঞ্চু।—আমার কাজে চল্লেম।

[প্রস্থান।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! জেনে এসো তো, আমার সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য কে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে?

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়িয়াকে দেখিয়া) কে গো তুমি?

সাঁপু।—বাপু! আমি সাঁপুড়ে, আমার নাম জীর্ণবিষ—অমাত্যকে আমি সাপ-খেলা দেখাতে চাই।

প্রিয়ং।—দাঁড়াও—আমি অমাত্যকে জানিয়ে আসি। (রাক্ষসের নিকট গিয়া) মন্ত্রী-মশায়, একজন সাঁপুড়ে আপনাকে সাপ-খেলা দেখাতে চাচ্চে।

রাক্ষ।—(বামাক্ষির স্পন্দন-সূচনায় স্বগত) এ কি! প্রথমেই সর্প-দর্শন? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! সাপখেলা দেখতে আমার কৌতূহল নেই—ওকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়ে বিদায় কর।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া সাঁপুড়ের নিকট আসিয়া) দর্শন করে' আর কি হবে—অদর্শনেই এই তোমার ফললাভ হ'ল।

সাঁপু।—বাপু! আমার নাম করে' অমাত্যকে বল, আমি শুধু সর্পোপজীবী নই, আমি একজন কবিও বটে, তা যদি অমাত্য দর্শন দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত না করেন, তবে অনুগ্রহ করে' অন্ততঃ এই পত্রটি পাঠ করুন।

প্রিয়ং।—(পত্র লইয়া রাক্ষসের নিকট আগমন) অমাত্য-মশায়, সেই সাঁপুড়ে বল্চে, সে কেবল সর্পোপজীবী নয়—সে একজন কবিও বটে—যদি দর্শন দিয়ে অনুগৃহীত না করেন, তবে অন্ততঃ এই পত্রখানি পাঠ করুন। (পত্র-প্রদান)

রাক্ষ।—(পত্র লইয়া পাঠ)

অতীব নিপুণ ভাবে, সমগ্র কুসুমরস পিইয়া ভ্রমর
করে যাহা উদ্গিরণ, অন্যের তাহাই হয় অতি কার্য্যকর।

রাক্ষ।—(স্বগত) ও! "আমি কুসুমপুর-বৃত্তান্ত অবগত হয়েছি, আমি আপনার চর"—শ্লোকটির এই মর্ম্মার্থ। প্রভূত কার্য্যের ব্যস্ততায় চরদের কথা ভুলে গিয়েছিলেম—এখন আবার মনে পড়েছে। সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে বিরাধগুপ্ত বোধ হয় কুসুমপুর থেকে এসেছে। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক, ঐ সুকবিটিকে এইখানে নিয়ে এসো—ওঁর মুখ হ'তে ভাল ভাল সুমিষ্ট বচন শুন্তে হবে।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা। (সাঁপুড়ের নিকটে গিয়া) আসুন মশায়।

সাঁপু।—(নিকটে আসিয়া অবলোকন করিয়া স্বগত) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস।

অমাত্য রাক্ষস ইনি;
—আশঙ্কা করিয়া লক্ষ্মী যাঁহার উদ্যম,
মৌর্য্যরাজ-কণ্ঠদেশে
শ্লথ বাম বাহুলতা করিয়া স্থাপন
আছেন ফিরায়ে মুখ;
যদিও দক্ষিণ বাহু সবলে জড়িত স্কন্ধ-সনে
গাঢ় আলিঙ্গন-ভরে;—
তবু সেই বাম বাহু, অঙ্কে খসি পড়ে ক্ষণে ক্ষণে
—মৌর্য্যরাজ-বক্ষোদেশ নাহি ধরে গাঢ় আলিঙ্গনে।
(প্রকাশ্যে) অমাত্যের জয় হোক!

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে বিরাধ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া স্মরণ হওয়ায়) প্রিয়ম্বদক! এখন সাপ-খেলা দেখে একটু আমোদ ভোগ করা যাক্। পরিজনেরা এখন বিশ্রাম করুক—তুমিও তোমার কাজে যাও।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা।

[পরিজনবর্গের প্রস্থান।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এই আসনে বোসো।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—(কষ্টের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! মহারাজের পাদপদ্মোপজীবী ভৃত্যদের এখন এই অবস্থা। (রোদন)

বিরা।—অমাত্য! দুঃখ করে' কি হবে? আমার বিশ্বাস, শীঘ্রই আপনি আমাদের পুরাতন অবস্থা আবার ফিরিয়ে আন্‌বেন।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এখন কুসুমপুরের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা কর।

বিরা।—অমাত্য! কুসুমপুরের তো বিস্তীর্ণ বৃত্তান্ত—এখন কোন্ কথা থেকে আরম্ভ করব, বলুন।

রাক্ষ।—চন্দ্রগুপ্তের নগর-প্রবেশ করা হতে,

আমার তীক্ষ্ণবিষদায়ী চরেরা কি কি কাজ করলে, আমি সমস্ত শুনতে চাই।

বিরা।—এই আমি বল্‌চি শুনুন:—চাণক্যের বুদ্ধিতে চালিত হয়ে, শক যবন কিরাত কাম্বোজ পারসীক বাহ্লীক প্রভৃতি চন্দ্রগুপ্ত ও পর্ব্বতেশ্বরের সৈন্যসাগরে—প্রলয়ের জলপ্লাবনের মত—সমস্ত কুসুমপুর একেবারে অবরুদ্ধ।

রাক্ষ।—(শস্ত্র আকর্ষণ করিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে) আমি থাক্‌তে কার সাধ্য কুসুমপুর অবরোধ করে? প্রবীরক! প্রবীরক!

প্রাকারের চারিধারে
ধনুর্দ্ধারী লোক শীঘ্র করহ স্থাপন,
শত্রু-করি-ভেদ-ক্ষম
গজবৃন্দ পুরদ্বার করুক রক্ষণ,
ত্যজিয়া মরণ-ভয়
নাশিতে দুর্ব্বল শত্রু বাসনা যাদের,
মোর সনে একপ্রাণে
অভিলাষ করে যারা অভীষ্ট যশের,
নির্গত হউক তারা
পুর হ'তে, বিলম্ব না করি' তিলার্দ্ধেক।

বিরা।—অমাত্য মশায়! উদ্বিগ্ন হবেন না—আমি পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত বর্ণনা করছিলেম।

রাক্ষ।—ও!—পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত? আমি মনে করছিলেম, বর্ত্তমানের কথা বল্‌চ। (শস্ত্র ত্যাগ করিয়া সাশ্রুলোচনে) হা মহারাজ নন্দ! সেই সময়ে তুমি আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করতে, আমার তা বিলক্ষণ স্মরণ আছে।

মেঘনীল গজ-ঘটা যেথায় চলিছে,
"রাক্ষস যেন গো যায় এখনি তথায়।"
চঞ্চল তরঙ্গগতি অশ্বসৈন্য যেথা,
"এখনি রাক্ষস যেন সেই স্থানে ধায়।"
"বিপক্ষ-পদাতি-সৈন্য নাশুক রাক্ষস,"
এইরূপ কত আজ্ঞা দিতেন অজস্র।
জান নাকি, স্নেহসূত্রে হেথা অবস্থিত
একা হইয়াও আমি ছিলাম সহস্র?
—তার পর, তার পর?

বিরাধ।—তার পর, চারি দিক্ হ'তে পুষ্পপুর অবরুদ্ধ দেখে, পৌরদিগের প্রতি আচরিত এই অত্যাচার আর সইতে না পেরে, সেই অবস্থায় পৌরজনের অনুরোধে, সুড়ঙ্গ দিয়ে মহারাজ সর্ব্বার্থসিদ্ধি তপোবনে পলায়ন করলেন। প্রভুর অবর্ত্তমানে আমাদের সৈন্য-মণ্ডলীর প্রযত্ন শিথিল হয়ে গেল—তখন শত্রুগণ জয়ঘোষণা করতে লাগল। নগরের মধ্যে থাক্‌লে শত্রুগণ নানাপ্রকার বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে মনে করে' অমাত্য আপনিও তো সুড়ঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলেন এবং নন্দরাজ্য পুনঃস্থাপন ও চন্দ্রগুপ্তের নিধনের জন্য বিষকন্যা-প্রয়োগের ব্যবস্থা করলেন—কিন্তু দৈবক্রমে সেই বিষকন্যার দ্বারাই নিরপরাধ পর্ব্বতেশ্বর নিহত হলেন।

রাক্ষ।—সখা, দেখ, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!
অর্জ্জুনে বধিতে কর্ণ
"একপুরুষ-ঘাতিনী" শক্তি রাখে ঠিক্ করি',
কৃষ্ণের সন্তোষ-তরে
নাশে ঘটোৎকচে উহা, পার্থে পরিহরি!
সেইরূপ বিষকন্যা
রক্ষিত হইয়াছিল চন্দ্রগুপ্ত-তরে,
চাণক্যের কল্যাণার্থে
নিহত করিল শেষে পর্ব্বতেশ্বরে।

বিরা—অমাত্য! দৈবের এ স্থলে স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পাচ্চে, কি করা যায় বলুন।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, পিতা নিহত হ'লে, তাঁর কুমার মলয়কেতু কুসুমপুর হ'তে পলায়ন করলেন। পর্ব্বতক-ভ্রাতা বৈরোধকের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেওয়া হ'ল যে, এ হত্যাকাণ্ড চাণক্যের দ্বারা সাধিত হয় নি। তার পর, চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন, এইরূপ ঘোষণা করে' দেওয়া হ'ল। দুর্ম্মতি চাণক্য কুসুমপুরনিবাসী সমস্ত সূত্রধারদের আহ্বান করে' বল্লেন, "দৈবজ্ঞের কথা-অনুসারে আজই অর্দ্ধরাত্রি-সময়ে চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন। অতএব প্রথম-দ্বার হ'তে আরম্ভ করে' সমস্ত রাজভবন তোমরা এখনি সংস্কার কর।" তাতে সূত্রধারেরা বল্লে,—"মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নন্দভবনে প্রবেশ করবেন, প্রথমে জান্‌তে পেরেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কনক-তোরণ, স্থাপনাদি কার্য্যের দ্বারা প্রথমেই রাজদ্বারের সংস্কার শেষ করেছেন, এখন ভবনের অভ্যন্তরে সংস্কার আবশ্যক।" আদেশের অপেক্ষা

না করেই রাজভবন-দ্বারের সংস্কার করা হয়েছে শুনে চাণক্যবটু পরিতুষ্ট হয়ে দারুবর্ম্মার নৈপুণ্যের প্রশংসা করলেন এবং শীঘ্রই "সমুচিত পারিতোষিক পাবে" এইরূপ তাকে বল্লেন।

রাক্ষ।—(উদ্বেগ সহকারে) সখা! চাণক্য-বটুর পরিতোষ শেষে কোথায় রইল?—আমি জানি, দারু-বর্ম্মার সমস্ত প্রযত্ন হয় বিফল, নয় অনিষ্ট-ফলে পরিণত হয়েছে। এইরূপ বুদ্ধিমোহে অথবা অতিমাত্র রাজ-ভক্তি-প্রযুক্ত কাল-প্রতীক্ষা না করেই যে সে এই সংস্কারাদি কার্য্য করেছিল, তার দরুণ চাণক্য-বটুর মনে বিলক্ষণ সংশয় উপস্থিত হয়। তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, দুর্ম্মতি চাণক্য শুভ লগ্নে অর্দ্ধ-রাত্রিসময়ে চন্দ্রগুপ্তের নন্দভবনে প্রবেশ হবে, এইরূপ শিল্পী ও পুরবাসীদের মনে ধারণা করিয়ে দিলেন। সেই সময় উপস্থিত হ'লে, পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতাকে চন্দ্র-গুপ্তের সহিত একাসনে বসিয়ে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভাগ করা হ'ল।

রাক্ষ।—পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত রাজ্যাংশভাগ পর্ব্বতেশ্বরের ভ্রাতা বৈরোধককে কি তবে সত্যই দেওয়া হয়েছিল?

বিরা।—দেওয়া হয়েছিল বৈ কি অমাত্য।

রাক্ষ।—(স্বগত) চিরধূর্ত্ত চাণক্যবটু সেই নির-পরাধ পর্ব্বতেশ্বরের গুপ্তবধ সাধন করে', যে অপযশের ভাগী হয়েছিল, সেই অপযশ পরিহারার্থ, লোকের নিকট তার প্রতিপত্তি-লাভের এইরূপ চেষ্টা। (প্রকাশ্যে) তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, প্রথমে তো প্রকাশ করা হয়েছিল, চন্দ্রগুপ্তই অর্দ্ধরাত্রে ভবন-প্রবেশ করবেন—কিন্তু তা না হয়ে, দুর্ম্মতি চাণক্যের আদেশ-ক্রমে, তুষার-স্বচ্ছ মুক্তাহার-পরিশোভিত উজ্জ্বল বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদিত করে', মণিময় উজ্জ্বল মুকুট মস্তকে এবং সুগন্ধ কুসুমমালা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় তির্য্যক্‌ভাবে বক্ষঃস্থলে ধারণ করে' বৈরোধক, চন্দ্রগুপ্তের বাহন চন্দ্রলেখা নামক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করলেন। চন্দ্র-গুপ্তের অনুচর রাজলোক তাঁর অনুগমন করতে লাগল—চির-পরিচিত লোকেরাও বৈরোধককে চিনতে পেরে চন্দ্রগুপ্ত বলে' ভ্রম করতে লাগল। বৈরোধক হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করে' অতি-বেগে নন্দভবন-প্রবেশে প্রবৃত্ত হলেন। অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত দারুবর্ম্মা নামে সূত্রধার তাকে চন্দ্রগুপ্ত ভেবে তার নিধনের জন্য যন্ত্র-তোরণ পূর্ব্ব হতেই সজ্জিত করে' রেখেছিল। তার পর, বাহনস্থিত চন্দ্রগুপ্তের অনুযাত্রী ভূপালগণ পুরদ্বারের বাইরে বাহনদের থামিয়ে রাখলেন—কেবল বৈরোধকই একাকী অগ্রসর হলেন। তার পর, অমাত্য! আপনারই নিযুক্ত "বর্ব্বরক" নামে চন্দ্রগুপ্তের মাহুত, কনক-শৃঙ্খল-বিলম্বিত কনক-দণ্ড হ'তে একটি গুপ্ত ছোরা টেনে বার করলে।

রাক্ষ।—উভয়েরই যত্ন অস্থানে প্রযুক্ত।—তার পর, তার পর?

বিরা। তার পর, ছুরিকা আকর্ষণের সময়, মাহুতের জঘনাঘাতে উত্তেজিত হয়ে করিণী অতি বেগে চলতে লাগল। তার পর, যেরূপ মন্দগতিতে হস্তিনী পূর্ব্বে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই গতি-অনুসারেই প্রথমে লক্ষ্যস্থির করা হয়, কিন্তু এই সময়ে হস্তীর গতি আবার দ্রুত হওয়ায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে অসময়ে যন্ত্র-তোরণ পতিত হ'ল—তাই দেখে দারুবর্ম্মা ছুরিকা বার করে', চন্দ্রগুপ্ত মনে করে' বৈরোধককে আঘাত করতে উদ্যত হ'ল; কিন্তু তাতে কৃতকার্য্য না হয়ে বর্ব্বরক বেচারাকে বধ করলে। তার পর, দারুবর্ম্মা মনে করলে, যন্ত্র-তোরণপাতে কার্য্যসিদ্ধি হ'ল না, চন্দ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক নিশ্চয়ই তার প্রাণদণ্ড হবে—এই মনে করে', শীঘ্র উত্তুঙ্গ তোরণদেশে আরোহণ করে' যন্ত্র-চালনের মূল-বীজ সেই লৌহ-কীলকটি উঠিয়ে নিয়ে করিণী-পৃষ্ঠারূঢ় সেই নিরপরাধ বৈরোধককে চন্দ্রগুপ্ত-ভ্রমে নিহত করলে।

রাক্ষ।—কি সর্ব্বনাশ! দুইটি বিষম অনর্থ উপস্থিত হ'ল। চন্দ্রগুপ্ত নিহত হল না—নিহত হ'ল বৈরোধক আর বর্ব্বরক। (আবেগ-সহকারে স্বগত) এরা তো নিহত হ'ল না, দৈব আমাদেরই নিহত করলেন। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এখন সেই সূত্রধার দারুবর্ম্মা কোথায়?

বিরা।—বৈরোধকের সম্মুখে যে সব পদাতিরা ছিল, তারা লোষ্ট্রাঘাতে তাকে বধ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রু-লোচনে) কি কষ্ট! কি কষ্ট! আহা! প্রিয় সুহৃদ দারুবর্ম্মা আমাকে ছেড়ে চলে' গেলেন? আচ্ছা, সেই ভিষক্‌ অভয়-দত্ত কি কাজ করলেন?

বিরা।—অমাত্য, তাঁর যা করবার, তিনি সমস্তই করেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) দুর্ম্মতি চন্দ্রগুপ্ত কি নিহত হয়েছে?

বিরা।—না অমাত্য, দৈবক্রমে তিনি বেঁচে গেছেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) তবে যে তুমি পরিতুষ্ট হয়ে বল্লে সমস্তই করেছেন, তার অর্থ কি?

বিরা।—অমাত্য! তিনি চন্দ্রগুপ্তের জন্ম বিষচূর্ণ-মিশ্র ঔষধ প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু দুর্ম্মতি চাণক্য কনক-পাত্রে তার বর্ণান্তর উপলব্ধি করে চন্দ্রগুপ্তকে বল্লে—"বৃষল! বৃষল! এ ঔষধে বিষ আছে, পান কোরো না।"

রাক্ষ।—এই বটুটা ভারি শঠ। আচ্ছা, তার পর সেই বৈদ্যের কি হ'ল?

বিরা।—সে ঔষধ সেই বৈদ্যকেই পান করান হ'ল—আর তাতেই তার মৃত্যু হ'ল।

রাক্ষ।—(সবিষাদে) আহা হা! তা হ'লে বল না কেন, মহান্ বিজ্ঞানরাশিই গত হয়েছেন। আচ্ছা, চন্দ্রগুপ্তের শয্যা-সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী প্রমোদকের কি হ'ল?

বিরা।—সেও নিহত হয়েছে।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) কি রকম করে'?

বিরা।—সে লোকটা অতি মূর্খ। অমাত্য! আপনারই প্রদত্ত বিপুল অর্থরাশি লাভ করে', বিপুল ব্যয়-সহকারে সে সম্ভোগ আরম্ভ করেছিল। তার পর, "কোথা হ'তে তোমার এত প্রভূত ধনাগম হ'ল"—এই কথা তাকে জিজ্ঞাসা করায় পরস্পর-বিরোধী সে অনেক কথা বল্লে—তাতে দুর্ম্মতি চাণক্য কোন বিচিত্র উপায়ে তাকে বধ করতে আদেশ করলেন।

রাক্ষ।—(সোদ্বেগে) এ স্থলেও দৈব আমাদের কার্য্যের প্রতিবন্ধক হলেন। আচ্ছা, রাজ-শয়ন-গৃহের অভ্যন্তরস্থ সুরঙ্গে অবস্থান করে' আমাদের নিযুক্ত বীভৎসক প্রভৃতি কর্ম্মচারীরা, নিদ্রিতাবস্থায় চন্দ্রগুপ্তকে যে বধ করবে বলেছিল, তার কি হ'ল?

বিরা।—অমাত্য, সে অতি দারুণ বৃত্তান্ত।

রাক্ষ।—(সাবেগে) দারুণ বৃত্তান্ত কিরূপ? দুর্ম্মতি চাণক্য তো জান্‌তো না, সুরঙ্গের মধ্যে তাদের বাস?

বিরা।—জান্‌তো বৈ কি।

রাক্ষ।—কি করে' জানলে?

বিরা।—প্রথমে চন্দ্রগুপ্ত ভবনে যেই প্রবেশ করলেন, অমনি দুরাত্মা চাণক্য শয়ন-গৃহের চারিদিক্ ভাল করে' দেখে নিলে। তার পর একটা ছিদ্র হ'তে, ভাতের কণা নিয়ে এক সার পিঁপড়ে বেরিয়ে আস্‌চে দেখতে পেয়ে মনে করলে, অবশ্যই ঘরে মনুষ্য আছে, তাই ঘরের ভিতরে আগুন ধরিয়ে দিলে। বীভৎসক প্রভৃতি বেরোবার পথ না পেয়ে গৃহ-দাহে দগ্ধ হয়ে নিহত হ'ল।

রাক্ষ।—(সাশ্রু-লোচনে) সখা! দেখ, চন্দ্রগুপ্তের অদৃষ্টগুণে সবাই নিহত হ'ল।

চন্দ্রগুপ্ত বধ-তরে বিষময়ী যে কন্যায়
নিজে আমি করিনু প্রেরণ,
রাজ্যার্দ্ধভাগী নৃপ পর্ব্বতক, দৈববশে
তাহাতেই হইল নিধন।
নিয়োজিনু যাহাদের মহারাজ চন্দ্রগুপ্তে
বধিবারে যন্ত্র-বিষ-বলে,
তারাই মরিল আগে; আমার নীতিতে দেখ
মৌর্য্যের শুভই শুধু ফলে।

বিরা।—অমাত্য! তবু, যে কাজ আরম্ভ করা গেছে, তা ছাড়া উচিত নয়। দেখুন অমাত্য:—

বিঘ্ন-ভয়ে কার্য্যারম্ভ কভু নাহি করয়ে অধম,
আরম্ভিয়া বাধা পেয়ে ক্ষান্ত হয় যে জন মধ্যম,
পুনঃ পুনঃ বাধা পেয়ে তবু যে না প্রারব্ধরে ছাড়ে
তাহারি উত্তম গুণ, সকলে উত্তম বলে তারে।

অপিচ:—

অনন্ত-শরীরে কি গো হয় নাকো ভূধারণ-ক্লেশ?
তবু তো নিঃক্ষেপ নাহি করে কভু ধরণীরে "শেষ।"
দিবাপতি-গতিতে কি—বল দেখি—নাহি পরিশ্রম?
তবু তো নিশ্চলভাবে নাহি থাকে সূর্য্য কদাচন॥
লজ্জা নাহি পায় কি গো শ্লাঘ্য জন ত্যজি' অঙ্গীকার?
—অঙ্গীকার পালনই তো সাধুদের চির-কুলাচার॥

রাক্ষ।—সখা! প্রারব্ধ কার্য্য ত্যাগ করা উচিত নয়—এ খুব ঠিক্ কথা। তার পর, তার পর?

বিরা।—সেই অবধি দুর্ম্মতি চাণক্য সহস্রগুণে অধিক সাবধান হয়ে, "এ ব্যক্তি হ'তে চন্দ্রগুপ্তের এই অনিষ্ট হবে" এইরূপ পূর্ব্ব হ'তেই আশঙ্কা করে' কুসুমপুর-নিবাসী নন্দামাত্যের অনুগত তাবৎ লোককেই নিগৃহীত করলেন।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) আচ্ছা বয়স্য, কে কে নিগৃহীত হ'ল বল দিকি?

বিরা।—অমাত্য! প্রথমেই তো বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী জীবসিদ্ধি অপমানের সহিত নগর হ'তে নির্ব্বাসিত হ'ল।

রাক্ষ।—(স্বগত) এ দণ্ড তার পক্ষে অসহ নয়। তার পরিবার নেই—তার পক্ষে স্থানচ্যুতি বিশেষ কষ্ট-কর হবে না। (প্রকাশ্যে) সখা, কি অপরাধে তার নির্ব্বাসন হ'ল?

বিরা।—"সে দুরাত্মা রাক্ষসের কথা-মত বিষ-কন্যা দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে"—এই অপরাধে।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু চাণক্য সাধু!

নিজ অপযশ তব করি' পরিহার,
চাপাইলে আমাপরে সব দোষভার।
অর্দ্ধরাজ্যভাগী সেই পর্ব্বতেশে নাশি'
এক নীতি-বীজে তব বহু ফল-রাশি।

(প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

বিরা।—তার পর, "চন্দ্রগুপ্তকে বধ করবার জন্য শকটদাস, দারুবর্ম্মা প্রভৃতিকে নিয়োজিত করেছিল"—এই কথা ঘোষণা করে' দিয়ে শকটদাসকে শূলে চড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) হা সখা শকটদাস! তোমার এরূপ মৃত্যুদণ্ড নিতান্তই অন্যায়। তবে স্বামীর জন্য তুমি প্রাণ দিয়েছ, তাই তোমার জন্য শোক করা উচিত নয়। এ স্থলে আমরাই শোচনীয়; যেহেতু, নন্দবংশ ধ্বংস হবার পরেও আমরা বাঁচতে ইচ্ছা করচি।

বিরা।—অমাত্য! সে কথা ঠিক নয়—আর কিছুর জন্য না হোক, স্বামীর কার্য্য-সাধনার্থেই আমাদের এখনও জীবন ধারণ করা প্রয়োজন।

রাক্ষ।—সখা!

এই জন্য আমরাও করিয়াছি জীবনে বাসনা
—না করে কৃতঘ্নজন মৃতরাজে কভু আরাধনা।

সখা, আর আর সুহৃদদের কি বিপদ ঘটল বল দিকি—আমি এখন সবই শুনতে প্রস্তুত।

বিরা।—তার পর, চন্দনদাস ভীত হয়ে, অমাত্য! আপনার পুত্রকলত্র-পরিবারকে স্থানান্তরিত করলেন।

রাক্ষ।—সখা, তা হ'লে চন্দনদাস ক্রূর-মতি চাণক্য-বটুর বিরুদ্ধে কাজ করেছেন।

বিরা।—অমাত্য! সুহৃদের বিরুদ্ধে কাজ করলে আরও অন্যায় হ'ত।

রাক্ষ।—তার পর, তার পর?

বিরা।—তার পর, চাণক্য-বটুর অনুরোধ-ক্রমেও যখন অমাত্যের পুত্র-কলত্রকে চন্দনদাস সমর্পণ করলেন না, তখন চাণক্য-বটু কুপিত হয়ে—

রাক্ষ।—নিশ্চয়ই তাঁকে বধ করলেন।

বিরা।—না অমাত্য! বধ করেন নি, কিন্তু গৃহের ধনসম্পত্তি সমস্ত হস্তগত করে' পুত্র-কলত্রের সহিত তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন।

রাক্ষস।—পরিতুষ্ট হয়ে তুমি এ কথা বলচ—এতে পরিতোষের বিষয় কি আছে? রাক্ষসের পুত্র-কলত্র স্থানান্তরিত হয়েছে, এ কথা বলাও যা, পুত্র-কলত্রের সহিত রাক্ষস কারারুদ্ধ হয়েছে; এ কথা বলাও তা।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক! শকটদাস দ্বার-দেশে উপস্থিত।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! এ কি সত্য?

প্রিয়ং।—অমাত্যের ভৃত্যেরা কি কখন মিথ্যা বলতে পারে?

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! এ কি ব্যাপার?

বিরা।—অমাত্য! যে ব্যক্তি রক্ষা হবার, ভবিতব্যতাই তাকে রক্ষা করে।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! সত্যই যদি এসে থাকে, তবে কেন বিলম্ব করচ—তাকে শীঘ্র নিয়ে এসো।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞা অমাত্য। [প্রস্থান।

(শকটদাস এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

শক।—(দেখিয়া স্বগত)

মৌর্য্য যেন বদ্ধমূল
—ভীম শূল হেরিলাম প্রোথিত ভূতলে,
মর্ম্মঘাতী বধ্যমালা
মৌর্য্যলক্ষ্মীরূপে যেন পরিলাম গলে।
নন্দ-বধ-কালে ঘোর
অশ্রাব্য ঘোষণা-বাদ্য শ্রবণে শুনিয়া
পূর্ব্ব হ'তে হয়ে আছে
হৃদয় কঠিন মোর—গিয়াছে সহিয়া,
—তাই মর্ম্মাহত মোর হয় নাই হিয়া।

(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ঐ যে অমাত্য রাক্ষস।

নন্দ-ক্ষয় হইলেও স্বামীতে অক্ষয় ভক্তি,
সাধন করেন স্বামি-কাজ,
স্বামিভক্তদের ইনি পরম দৃষ্টান্ত হয়ে
পৃথ্বী-মাঝে করেন বিরাজ।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) অমাত্যের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সখা শকটদাস! কুটিলমতি চাণক্যের দৃষ্টিগোচর হয়েও তুমি যে আবার আমার দৃষ্টিগোচর হ'লে, এ আমার পরম সৌভাগ্য বল্‌তে হবে। এসো আমাকে আলিঙ্গন কর।

শক।—(তথাকরণ)

রাক্ষ।—(শকটদাসকে আলিঙ্গন করিয়া) এই আসনে বোসো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (উপবেশন)

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! কোন্ ব্যক্তি হ'তে আমি আজ এই হৃদয়ানন্দ লাভ করলেম বল দেখি?

শক।—(সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া) অমাত্য! প্রিয়সুহৃদ সিদ্ধার্থক ঘাতকদের তাড়িয়ে দিয়ে বধ্য-স্থান হ'তে আমাকে নিয়ে এসেছেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) বাপু সিদ্ধার্থক, আমাদের এই প্রিয়সখার তুমি যার-পর-নাই উপকার করেছ—এর সমুচিত প্রতিদান আর কি হ'তে পারে—তবু এইগুলি দিচ্চি, গ্রহণ কর।

(নিজ গাত্র হইতে ভূষণাদি খুলিয়া সিদ্ধার্থককে প্রদান)

সিদ্ধা।—(গ্রহণ করিয়া পদতলে পতিত হইয়া স্বগত) এখন তবে আমি প্রভু চাণক্যের আদেশ অনুসারে কাজ করি। (প্রকাশ্যে) অমাত্য! এখানে আমি এই প্রথম এসেছি, এখানে আমার এমন কেউ পরিচিত লোক নেই, যার কাছে অমাত্যের এই পারিতোষিক উপহারগুলি রেখে নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। তাই আমার ইচ্ছা, অমাত্যের মুদ্রায় মুদ্রিত করে' অমাত্যের ভাণ্ডারেই এগুলি রাখা হয়। যখন আমার প্রয়োজন হবে, তখন আবার আমি নেব।

রাক্ষ।—আচ্ছা, তাতে আপত্তি কি, শকটদাস! তাই কর।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (মুদ্রা দেখিয়া জনান্তিকে) অমাত্য! এই মুদ্রাটি যে আপনার নামাঙ্কিত।

রাক্ষ।—(দেখিয়া সবিষাদে মনে মনে বিচার করত স্বগত) আহা! আমার উৎকণ্ঠা দূর করবার জন্য, নগর হ'তে প্রস্থান করবার সময়, ব্রাহ্মণী আমার হাত থেকে এটি নিয়েছিলেন। আচ্ছা, এর হাতে কি করে' এল? (প্রকাশ্যে) বাপু সিদ্ধার্থক! এটি কোথা থেকে পেলে বল দিকি?

সিদ্ধা।—অমাত্য! চন্দনদাস নামে কুসুমপুর-নিবাসী একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী আছেন। তাঁর গৃহ-দ্বারে এটি পড়েছিল—আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলেম।

রাক্ষ।—সম্ভব।

সিদ্ধা।—অমাত্য! কিসে সম্ভব মনে করলেন?

রাক্ষ।—সখা! ধনীদের দ্বারেই এইরূপ হস্তচ্যুত দ্রব্য পাওয়া যায়।

শক।—সখা সিদ্ধার্থক! অমাত্য-নামাঙ্কিত এই মুদ্রাটি তুমি দেও, অমাত্য অর্থ দিয়ে তোমাকে পরিতুষ্ট করবেন।

সিদ্ধা।—অমাত্য এই মুদ্রাটি অনুগ্রহ করে' গ্রহণ কর্‌লেই আমার যথেষ্ট পরিতোষ হবে—আমি আর কোন পারিতোষিকের প্রার্থী নই। (মুদ্রা সমর্পণ)

রাক্ষ।—দেখ সখা শকটদাস! তোমার অধিকার-ভুক্ত কার্য্যে এই মুদ্রাটি ব্যবহার কোরো।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য।

সিদ্ধা।—অমাত্য! একটা কথা নিবেদন করব কি?

রাক্ষ।—বাপু! বিশ্বস্তভাবে অসঙ্কোচে বল।

সিদ্ধা।—অমাত্য তো জানেনই, দুর্ম্মতি চাণক্যের কোন অপ্রিয় কাজ করে' পাটলীপুত্রে পুনর্ব্বার প্রবেশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; তাই আমার ইচ্ছা, এখানে থেকেই অমাত্যের শ্রীচরণ সেবা করি।

রাক্ষ।—বাপু, সে তো সুখের বিষয়। তোমার মত প্রিয় মিত্রকে কাছে রাখাই আমার ইচ্ছা—তুমি আপনিই যখন সেইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে, তখন আর সে বিষয়ে তোমাকে আমার অনুরোধ করতে হ'ল না। হাঁ, তুমি আমার কাছেই থাকো।

সিদ্ধা।—(সহর্ষে) অনুগৃহীত হলেম।

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! সিদ্ধার্থকের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও।

শক।—যে আজ্ঞা অমাত্য।

[সিদ্ধার্থকের সহিত প্রস্থান।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! কুসুমপুরের অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা এখন বল দিকি। কুসুমপুর-নিবাসী চন্দ্রগুপ্তের প্রজাদের উপর আমাদের ভেদ-কার্য্য কি আরম্ভ হয়েছে?

বিরা।—হাঁ অমাত্য! হয়েচে বৈ কি; যথাক্রমে প্রধান প্রধান রাজপুরুষদের উপর ভেদ-নীতি প্রয়োগ করা যাচ্চে। এখন রাজার সঙ্গে মন্ত্রীর মনান্তর হবার উপক্রম হয়েছে।

রাক্ষ।—সখা, তাঁদের মধ্যে মনান্তরের কারণ কি বল দেখি।

বিরা।—অমাত্য! এই তার কারণ। মলয়কেতুর পলায়নের পর থেকে চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে নিঃশত্রু মনে করে' চাণক্যের মনে আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হচ্চেন না, আবার চাণক্যও এখন জয়গর্ব্বে গর্ব্বিত, তিনিও চন্দ্রগুপ্তের আজ্ঞা ভঙ্গ করে' চন্দ্রগুপ্তের মনে বিরক্তি উৎপাদন করতে সঙ্কুচিত হচ্চেন না। এ তো আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।

রাক্ষ।—সখা বিরাধগুপ্ত! তবে তুমি আবার সাঁপুড়ের ছদ্মবেশে কুসুমপুরে যাও। সেখানে বৈতালিক-ব্যবসায়ী স্তনকলস নামে আমার একটি সুহৃদ বাস করেন। তুমি গিয়ে আমার নাম করে' তাঁকে বল, চন্দ্রগুপ্ত যে আজকাল চাণক্যের আজ্ঞা ভঙ্গ করচেন, সেই বিষয়ে তিনি প্রশংসা-সূচক শ্লোক পাঠ করে' চন্দ্রগুপ্তকে যেন উত্তেজিত করেন। তার যা ফল হয়, অতি গোপনে উষ্ট্রারোহী দূতের দ্বারা আমাকে সংবাদ পাঠিও।

বিরা।—যে আজ্ঞা অমাত্য। [প্রস্থান।

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—অমাত্যের জয় হোক্! অমাত্য! শকটদাস এই কথা আমাকে জানাতে বল্লেন, এই তিনটি অলঙ্কার একজন বিক্রী করতে এনেছে; তা, এইগুলি আপনি একবার দেখুন।

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) ওঃ! এগুলি যে মহামূল্য অলঙ্কার। বাপু! শকটদাসকে বল, বিক্রেতাকে যথোচিত মূল্য দিয়ে এগুলি যেন গ্রহণ করা হয়।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

রাক্ষ।—আমিও ততক্ষণ একজন উষ্ট্রারোহীকে কুসুমপুরে পাঠাই। (উঠিয়া) দুরাত্মা চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের ভেদসাধন কি হবে?—আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় কি না দেখা যাক্।

মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্ত
সর্ব্বরাজ-অধিরাজ হয়ে এবে আছে তেজ-ভরে,
"আমারি আশ্রয়ে রাজা
চন্দ্রগুপ্ত"—চাণক্যেরো এই গর্ব্ব জাগিছে অন্তরে।
একজন রাজ্য-লাভে
হইয়াছে কৃতকার্য্য—অন্যজন প্রতিজ্ঞার কাজে;
উভয়ের সফলতা
এই অবসর লভি ঘটাইবে ভেদ দোঁহা-মাঝে॥

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য।—পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদ।

(বৈহিনার কঞ্চুকীর প্রবেশ)

শোন্ বলি তৃষ্ণা ওরে! যে সব ইন্দ্রিয়-যোগে
রূপাদি বিষয় নিরূপিয়া
লভিস্ জনম তুই, হত সেই চক্ষু আদি;
এবে রুদ্ধ তাহাদের ক্রিয়া।
আজ্ঞাবহ অঙ্গগুলি
ত্যজিয়াছে ক্রমে ক্রমে পটুতা আপন,
জরা আসি' মূর্দ্ধে তব
সবলে করেছে দেখ্ চরণ স্থাপন,
মিছে তবে কেন মোরে করিস্ দহন।

(পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ওহে সুগাঙ্গ-প্রাসাদের তত্ত্বাবধায়ক কর্ম্মচারিগণ! সুগৃহীতনামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তোমাদের এই আদেশ করচেন:—কুসুমপুরে যে অতি রমণীয় কৌমুদী-মহোৎসব আরম্ভ হয়েছে, তা আমি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি। অতএব "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদের উপরে আমাদের দর্শন-যোগ্য স্থান সকল নির্দ্দিষ্ট কর।—সে সমস্ত ঠিক্ করতে তোমাদের বিলম্ব হচ্চে কেন? (আকাশে শ্রবণ)

প্রত্যুত্তর।—"আপনি বলেন কি মহাশয়! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদী-উৎসব করতে নিষেধ করেছেন, তা কি আপনি জানেন না?"

কঞ্চুকী।—(আকাশে) আরে হতভাগারা! তোদের মরণ উপস্থিত দেখ্ছি—ও সব বাজে কথা রেখে দিয়ে উৎসবের শীঘ্র আয়োজন কর্।

প্রাসাদের স্তম্ভরাজি ধূপের বিমল গন্ধে
হোক্ সুরভিত,
পূর্ণচন্দ্রকরোজ্জ্বল চামরে শোভিত হোক্—
মাল্যে বিভূষিত।
প্রাসাদ-কুট্টিম-ভূমি রাজসিংহাসন-ভারে
বহুদিন বিমূর্চ্ছিত-প্রায়
সপুষ্প চন্দন-বারি সিঞ্চিয়া তাহার পরে,
শীঘ্র করি' শান্ত কর তায়।

উত্তর।—কি?—শীঘ্র আমাদের এই সমস্ত উদ্যোগ কর্তে বল্চেন?

কঞ্চুকী।—(আকাশে) শীঘ্র কর, শীঘ্র কর, ঐ দেখ মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই দিকে আস্চেন।

যাঁর পিতা নন্দরাজ
সুদৃঢ় অঙ্গের বলে মহাভারক্ষম,
বিষম দুর্গম পথে
ধরণীর গুরুভার করিলা বহন,
এ নব-বয়সে দেখ
তিনি এবে বহিতে উদ্যত সেই উচ্চ গুরুভার:
মনস্বী সুশিক্ষাবলে
সহেন সতত ক্লেশ—কভু না করেন পরিহার।

(প্রতিহারীর সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(স্বগত) রাজাকে বাধ্য হয়ে শাস্ত্র-বিহিত রাজধর্ম্মের অনুসরণ করতে হয়—সুতরাং রাজা পরাধীন—তাঁর পক্ষে রাজত্ব অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার।

পরার্থের অনুষ্ঠানে
স্বার্থপরতাতে করে নৃপেরে জড়িত,
নিজস্বার্থ তেয়াগিলে
নৃপের নৃপত্ব পুনঃ হয় অন্তর্হিত।
আপনার স্বার্থ হ'তে
পরার্থেরে যদি কেহ প্রিয় করি' গণে
তবে সে তো পরাধীন,
সুখাস্বাদ কোথা পাবে পরাধীন জনে?

তা ছাড়া, আত্মসংযমী আত্মবান্ রাজাদের পক্ষে রাজলক্ষ্মী নিতান্ত দুরারাধ্যা।

উপাসক তীক্ষ্ণ হ'লে উদ্‌বিগ্ন লক্ষ্মীর পরাণ,
মৃদু হ'লে পর-অপমান-ভয়ে করেন প্রস্থান,
মূর্খেরে করেন ঘৃণা,
অধিক বিদ্বান্ হ'লে নাহি হয় প্রেমের উচ্ছ্বাস,
শূরে দেখি' পান ভয়,
নিতান্ত হইলে ভীরু তাহারে করেন উপহাস।
আদরিণী বেশ্যা-সম
লক্ষ্মীরে সেবিতে হয় অতিকষ্টে হয়ে তাঁর দাস॥

তার পরে আবার, "আমার সহিত কৃত্রিম কলহ করে' কিছুকাল স্বতন্ত্রভাবে রাজ-কার্য্য করবে" এই-রূপ আবার ঠাকুর আমাকে উপদেশ করেছেন। এই পাতকের কাজ কি করে, তিনি আমার কাছ থেকে স্বীকার করিয়ে নিলেন? অথবা, ঠাকুরের উপদেশ-অনুসারে কাজ করে' করে', আমার চিত্ত নিতান্ত পরাধীন হয়ে পড়েছে।

এই ভূমণ্ডল-মাঝে সৎকার্য্য করিলে শিষ্য
গুরু নাহি করে নিবারণ,
মোহবশে যদি কভু, পথ ছাড়ি যায়, তারে
ফিরায় গো গুরুর শাসন।
সুশিক্ষিত সাধু জন
অবাধে স্বাধীন ভাবে বিচরে সতত,
আমিই রয়েছি শুধু
স্বাতন্ত্র্য-বিমুখ হয়ে পর-পদানত।

(প্রকাশ্যে) দেখ বৈহীনরা, সুগাঙ্গ-প্রাসাদে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

(রাজার পরিক্রমণ)

দৃশ্য—"সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ, এই সুগাঙ্গ-প্রাসাদ। ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

রাজা।—(আরোহণ করিয়া চারিদিকে অব-লোকন করত) আহা! শরৎকালের শোভা-সৌন্দর্য্যে দিঙ্‌মণ্ডল কি রমণীয় ভাব ধারণ করেছে!

বর্ষা-অপগমে ছায় শুভ্র মেঘ-খণ্ডগুলি
শীর্ণ বালু-তট সম
চারিদিকে সমাকীর্ণ কল-কল্লোলকারী
সারসের সমাগম॥

রজনীতে পরিব্যাপ্ত বিচিত্র নক্ষত্ররাজি
বিকচ কুমুদ-প্রায়,
দীর্ঘ দশদিক হেন নভস্তল হ'তে ঝরি'
নদীরূপে বহে যায়॥

অপিচ :—

উচ্ছলিত জল-দলে উপদেশি' না লঙ্ঘিতে
স্বনির্দ্দিষ্ট পথ
সুপ্রচুর শস্য-ভারে শালি-ধান্য-শিখা-গুলি
করি' অবনত,
উগ্র-বিষ-সম সেই ময়ূরগণের মদ
করিয়া হরণ
বিনয়ের উচ্চ শিক্ষা শরৎ সকল জনে
করে বিতরণ।

অপিচ :—

পতি সে বহু-বল্লভ
—অপ্রসন্না গঙ্গা তাই থাকে ঈর্ষ্যা-ভরে
রতি-কথা-সুচতুরা
শরৎ দূতীর ন্যায় তাঁরে শান্ত করে।
যতনে প্রসন্ন করি'
মার্গে আনি' কোনমতে কৃশাঙ্গী দেবীকে
লয়ে যায় তাঁরে সিন্ধু-পতির সমীপে।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! কুসুম-পুরে আজ কৌমুদী-উৎসবের উদ্যোগ দেখচি নে কেন? আচ্ছা, বৈহীনরা, আমার নাম করে' কুসুমপুরে আজ কৌমুদী-মহোৎসবের ঘোষণা করে' দিয়েছিলে তো?

কঞ্চু।—মহারাজ, ঘোষণা করেছিলেম বৈ কি।

রাজা।—তবে কেন পৌরজনেরা আমাদের আদেশ-অনুসারে কাজ করচে না?

কঞ্চু।—(কান ঢাকিয়া) সে কি কথা মহারাজ? মহারাজের আজ্ঞা ইতিপূর্ব্বে কেহই লঙ্ঘন করতে সাহস করে নি—আজ কি না তা পৌরজনেরা লঙ্ঘন করবে?

রাজা।—তবে, বৈহীনরা, এখনও পৌরজনদের উৎসবে প্রবৃত্ত দেখচি না কেন? দেখ :—

মন্দ-জঘন অলস-গতি বারাঙ্গনা যত
কথা-চতুর নাগর-সনে না শোভয়ে পথ।
পরস্পরে স্পর্দ্ধা করি' গৃহের বিভবে
শ্রীগৃহজনে প্রধান জনে না যাচ্ছে উৎসবে।

কঞ্চু।—মহারাজ, তাই বটে।

রাজা।—কি বল্‌চ?

কঞ্চু।—হাঁ, তাই বটে মহারাজ।

রাজা।—স্পষ্ট করে' বল, এর কারণ কি?

কঞ্চু।—মহারাজ, কৌমুদী-উৎসব এবার নিষিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—(সক্রোধে) আঃ! কে নিষেধ করলে?

কঞ্চু।—মহারাজ! আর অধিক নিবেদন করতে আমরা অক্ষম।

রাজা।—চাণক্য নিশ্চয়ই এরূপ রমণীয় দৃশ্য হ'তে দর্শকগণকে বঞ্চিত করেন নি?

কঞ্চু।—মহারাজ! প্রাণের মায়া ছেড়ে অন্য আর কে মহারাজের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করতে পারে বলুন?

রাজা।—শোনোত্তরে! আমি উপবেশন করতে ইচ্ছা করি।

প্রতী।—মহারাজ! এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) দেখ বৈহীনরা! চাণক্য-ঠাকুরকে দেখতে চাই।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—চাণক্যের ভবন। কোপ-মিশ্রিত চিন্তাসহকারে চাণক্য আসীন।

চাণ।—(স্বগত) হতভাগ্য দুরাত্মা রাক্ষস কি করে' আমার সহিত স্পর্দ্ধা করে?

চাণক্য অপমানিত
কুপিত ভুজঙ্গসম পুর হ'তে করিয়া প্রস্থান
নন্দেরে বধিয়া যথা
মৌর্য্যরাজ চন্দ্রগুপ্তে করিলেন সিংহাসন দান,
সেইরূপ বুদ্ধিবলে
চন্দ্র-গুপ্ত-চন্দ্রশোভা করিবেন রাক্ষস হরণ?
এই চেষ্টা তাঁর এবে
বুদ্ধির প্রভাবে তিনি করিবেন মোরে অতিক্রম।

(আকাশে) রাক্ষস! রাক্ষস! এ দুশ্চেষ্টা হ'তে তুই বিরত হ।

নহে এই চন্দ্রগুপ্ত গর্ব্বিত নৃপতি নন্দ
—কুমন্ত্রি-চালিত রাজ্য যার,
তুমিও চাণক্য নহ, এটুকু সাদৃশ্য শুধু
—উভয়েরি শত্রুতা অপার।

শত্রুর বিশ্বাস লভি' মোর ভৃত্য আছে যিরি
"পর্ব্বত"-নন্দনে,
সিদ্ধার্থক-আদি চর রয়েছে নিযুক্ত মোর
আদেশ-পালনে।

ভেদ-কার্য্যে পটু আমি, কৃত্রিম কলহ করি'
চন্দ্রগুপ্ত সাথে
এক্ষণে করিব চেষ্টা মলয়-কেতু রাক্ষসে
ভেদ ঘটে যাতে।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—ওঃ! রাজসেবায় অশেষ কষ্ট!
প্রথমে রাজার ভয়
পরে সচিবের—পরে রাজ-প্রিয়জনে,
পরে ধূর্ত্তগণে ভয়
—অনুগ্রহ পায় যারা রাজার ভবনে।
গাল-মন্দ সহি' যে গো
দৈন্য-হেতু অন্ন-তরে ঊর্দ্ধমুখে থাকে
কৃত-বুদ্ধি পণ্ডিতেরা
কুক্কুরজীবিকা বলে তার ব্যবসাকে।

(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো চাণক্যের গৃহ—এইবার তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) মরি মরি! রাজাধিরাজ-মন্ত্রীর কি চমৎকার গৃহ-ঐশ্বর্য্য!

কোথাও বা দেখা যায়
গুঁড়াতে গোময়-শুষ্ক আছে নোড়ানুড়ি,
কোথাও বা রহে পড়ি
শিষ্যগণ-আহরিত কুশ ঝুড়ি ঝুড়ি,
গৃহের প্রাচীর জীর্ণ,
গৃহ-চাল পড়েছে ঝুঁকিয়া,
ছাঁইচের প্রান্ত ঢাকা
শুকানো সমিৎ-কাষ্ঠ দিয়া।

যা হোক্, বৃষল চন্দ্রগুপ্তই এই মন্ত্রীর উপযুক্ত রাজা।—কেন না :—

দৈন্য-হেতু, মিষ্টভাষী
সত্যবাদী কৃতী সাধুগণ
গুণহীন রাজারেও
অবিরাম করে আরাধন।

এই ধন-লোভ হেতু
সম্পূর্ণ প্রভাব রহে তাদের উপর
নিস্পৃহ নিশ্চেষ্ট জন
প্রভুগণে তৃণ-সম করে অনাদর।

(দেখিয়া সভয়ে) এই যে চাণক্য-ঠাকুর!

লোক পরাজয় করি'
সাধন করিয়া যিনি এক-ই সময়ে
নন্দ মৌর্য্য উভয়ের
উদয়াস্ত—শীত গ্রীষ্ম আনিলা পর্য্যায়ে,
—সেই সে চাণক্য মন্ত্রী
সহস্র-রশ্মির তেজ করি' অতিক্রম,
বিরাজেন নিজ তেজে
প্রকাশিয়া চারিদিকে অতুল বিক্রম।

(ভূমিতলে নতজানু হইয়া) মন্ত্রি-মহাশয়ের জয় হোক্!

চাণ।—(অবলোকন করিয়া) বৈহীনরা! কি প্রয়োজনে তোমার আগমন?

কঞ্চু।—মহাশয়! নৃপতিগণের প্রণতিকালে তাঁদের শিরস্থ মণিমাণিক্যের রশ্মিপ্রভায় যে চরণযুগল পিঙ্গলীকৃত হয়, সেই পাদপদ্মে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রণিপাত পুরঃসর এই কথা নিবেদন করচেন, কার্য্যান্তরের বাধা যদি না থাকে, তবে মহাশয়ের সহিত তিনি একবার সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছা করেন।

চাণ।—বৃষল আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান? বৈহীনরা! আমি যে কৌমুদী উৎসব নিষেধ করেছি, এ কথা তাঁর শ্রবণ-গোচর হয় নি তো?

কঞ্চু।—শ্রবণগোচর হয়েছে বৈ কি।

চাণ।—(সক্রোধে) আঃ! কে এ কথা তাঁকে বল্লে?

কঞ্চু।—(সভয়ে) মহাশয়, শান্ত হোন্। তিনি স্বয়ং "সুগাঙ্গ" প্রাসাদ-শিখরে গিয়ে দেখেছেন, কুসুম-পুরবাসীরা কৌমুদী-উৎসবের জন্য কিছুমাত্র উদ্যোগ করচে না।

চাণ।—আঃ! বুঝেছি।—দাঁড়াও। ভাল, আমার

অবিদ্যমানে তুমিই বৃষলের রোষানল উদ্দীপিত করেছ—না আর কেউ?

কঞ্চু।—(সভয়ে নীরবে অধোমুখে অবস্থান)

চাণ।—ওঃ! চাণক্যের উপর রাজ-পরিজনের কি ভয়ানক বিদ্বেষ!—আচ্ছা, এখন বৃষল কোথায় আছেন?

কঞ্চু।—(সভয়ে) "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ হতেই মহারাজ আমাকে আপনার পাদ-পদ্ম-সমীপে পাঠিয়েছেন।

চাণ।—(উঠিয়া) কঞ্চুকি! সুগাঙ্গ-প্রাসাদের পথে আমাকে নিয়ে চল।

কঞ্চু।—এই দিক্ দিয়ে, মহাশয়—এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য।—সুগাঙ্গ-প্রাসাদ।

কঞ্চু।—এই "সুগাঙ্গ"-প্রাসাদ। মহাশয় ধীরে ধীরে আরোহণ করুন।

চাণ।—(আরোহণ করত অবলোকন করিয়া স্বগত) এই যে! বৃষল সিংহাসনে বসেছেন দেখ্‌ছি! বেশ, বেশ!

রাজ-ব্যবহারে অজ্ঞ
নন্দরাজ বঞ্চিত যে অতি-উচ্চ রাজ-সিংহাসনে
তাহে অধ্যাসিত এবে
চন্দ্রগুপ্ত, সমকক্ষ হয়ে তুল্য-নৃপগণ সনে ;
—জনমে পরম প্রীতি দেখ ওগো ইথে মোর মনে।

(অগ্রসর হইয়া) বৃষলের জয় হোক্!

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উঠিয়া চাণক্যের পা ধরিয়া) ঠাকুর! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।

চাণ।—(হস্তধারণ করিয়া) ওঠো বৎস, ওঠো।

শিলাস্ত-স্খলিত বার
সুরধুনী-ধারাপাত শীকর-শীতল
সেই যে শৈলেন্দ্র-গিরি,
তাহা হ'তে আরম্ভি' আসুক নৃপদল।
বহু রাগে সুরঞ্জিত
মণি-দীপ্ত দক্ষিণের সিন্ধু-উপকূল,
সে হ'তে করিয়া সুরু
আসুক আহবে যত নৃপতির কুল।
আসি তারা ভয়ে ভয়ে
চরণ-যুগলে তব হইয়া প্রণত
পদাঙ্গুলী-রন্ধ্রভাগ
চূড়া-রত্ন-প্রভা-পূর্ণ করুক সতত।

রাজা।—ঠাকুরের প্রসাদে আমি এই সমস্তই উপভোগ করচি। উপবেশন করুন ঠাকুর!

চাণ।—বৃষল! আমাকে কি জন্য আহ্বান করা হয়েছে, বল দিকি?

রাজা।—ঠাকুরের দর্শনে আপনাকে সুখী করব, এই অভিপ্রায়ে।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল! বিনয়ে প্রয়োজন নাই। প্রভুরা কখনই অধিকারস্থ কর্ম্মচারীকে বিনা প্রয়োজনে আহ্বান করেন না। অতএব, প্রয়োজনটা কি, স্পষ্ট করে' বল।

রাজা।—কৌমুদী-উৎসব নিষেধের উপকারিতা ঠাকুর কিরূপ বুঝেছেন, তাই জান্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—(ঈষৎ হাসিয়া) বৃষল, তবে দেখচি, তিরস্কারের জন্যই আমাকে ডাকা হয়েছে।

রাজা।—শিব শিব! সে কি কথা? না, না ঠাকুর, তিরস্কারের জন্য নয়।

চাণ।—তবে কিসের জন্য?

রাজা।—উপদেশ লাভের জন্য।

চাণ।—বৃষল! তা হ'লে অবশ্য উপদেষ্টার অভিপ্রায়-অনুসারে উপদিষ্ট ব্যক্তির চলা কর্ত্তব্য।

রাজা।—ঠাকুর, তাতে আর সন্দেহ কি, কিন্তু আমি জানি, নিষ্প্রয়োজনে ঠাকুর কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না—তাই আমি এই প্রশ্ন করেছিলেম।

চাণ।—বৃষল, তুমি ঠিক বুঝেছ। চাণক্য বিনা প্রয়োজনে স্বপ্নেও কোন কাজ করেন না।

রাজা।—তাই ঠাকুর, শিষ্যভাবেই আমি এই বাচালতা প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছি।

চাণ।—শোনো বৃষল! অর্থশাস্ত্রকারেরা ত্রিবিধ রাজ্য-তন্ত্রের বর্ণনা করেন। যথা :—রাজায়ত্ত, সচিবায়ত্ত এবং উভয়ায়ত্ত। এখন, সচিবায়ত্ত তন্ত্রের অনুসন্ধানে তোমার কি প্রয়োজন? যেহেতু, আমিই সেই জন্য নিযুক্ত হয়েছি—সে সব জানা আমারই কাজ।

রাজা।—(কুপিতভাবে মুখ ফিরাইয়া)

(নেপথ্যে বৈতালিক-দ্বয়ের পঠন)

প্রথম ।—

বিকসিত কাশ-পুষ্পে শুভ্র কান্তি ধরেছে আকাশ,
মনে হয় শিব-দেহে ভস্ম-শোভা হয় পরকাশ।
শীতাংশুর অংশু-জালে মেঘ-রাশি হয় অপসৃত,
—হর-ভাল-চন্দ্রকরে করি-চর্ম্ম-মালিন্য দূরিত।
দশদিক হইয়াছে কৌমুদীর কিরণে উজ্জ্বলা
—মহাদেব-কণ্ঠে শোভয়ে ধবল মুণ্ড-মালা।
রাজ-হংস দলে দলে কুতূহলে করে বিচরণ
হর-হাস্য-বিকসিত দশন-শ্রী করিয়া ধারণ;
—শিবরূপী এ শরৎ সর্ব্ব-দুঃখ করুক হরণ।

অপিচ :—

অলস নয়ন যিনি
সবে মাত্র করি' উন্মীলন
রত্ন-দীপ-প্রভা হ'তে
ফিরাইয়া রাখেন আনন,
অঙ্গ-ভঙ্গ জৃম্ভণেতে
নয়ন ভরিয়া উঠে নীরে
তাইতে এখন যাঁর
দৃষ্টি-কার্য্য চলে ধীরে ধীরে,
নাগাঙ্কে শয়ন যাঁর,
বিশাল ফণার উপধান,
—সেই সে অনন্ত-শয্যা
এবে যিনি ছাড়িবারে চান,
নিদ্রাভঙ্গে নেত্র রাঙ্গা,
বক্র দৃষ্টি হতেছে পতন
—হেন হরি তোমাদের
চিরকাল করুন রক্ষণ।

দ্বিতীয় ।—

কোন হেতু কোন জনে
তেজের আধার করি' গড়েন বিধাতা।
মদস্রাবী গজরাজে
মৃগরাজ নিজ তেজে জয় করি' যথা
প্রকাশে বিজয়-গর্ব্ব,
সেইরূপ সিংহাসনে সার্ব্বভৌমগণ
সহিতে না পারে কভু
আজ্ঞাভঙ্গ প্রজাদের শোনো গো রাজন্!

অপিচ—

ভূবনের উপভোগে
প্রভু নহে প্রভু বলি' খ্যাত,
প্রভু বলি' মানি তারে
আজ্ঞা যার অটুট অক্ষত।

চাণ।—(শুনিয়া স্বগত) প্রথমটি তো কোন দেবতা-বিশেষের স্তুতিচ্ছলে শরৎকালের গুণ-ঘোষণা—তার পর আশীর্ব্বচনে সেটি শেষ হয়েছে। দ্বিতীয়টির তাৎপর্য্য কি, বুঝ্‌তে পারলেম না। (চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝেছি। এ লোকটি রাক্ষসের নিয়োজিত। ওরে দুরাত্মা রাক্ষস! এ তুই বেশ জানিস্, কুটিল-নীতি চাণক্য এখনও জাগ্রত।

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এই দুই জন বৈতালিককে শত সহস্র সুবর্ণ-মুদ্রা দিতে বল।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ। (উঠিয়া পরিক্রমণ)

চাণ।—(সক্রোধে) বৈহীনরা! দাঁড়াও—যেও না। দেখ বৃষল! এই অপাত্রে কেন এত অর্থ বিসর্জ্জন করচ?

রাজা।—(সকোপে) ঠাকুর! আপনি প্রত্যেক বিষয়েই আমার ইচ্ছায় বাধা দেন—আমি দেখছি, এ আমার রাজ্য নয়—এ আমার কারাগার।

চাণ।—যে রাজারা রাজকার্য্য নিজে দেখেন না, তাঁদের সম্বন্ধে এই সব দোষ ঘটতেই পারে। যদি তোমার এই সব সহ্য না হয়, তা হ'লে তুমি এখন হ'তে নিজেই কেন শাসন-কার্য্যের ভার নাও না।

রাজা।—আচ্ছা, আমি এখন হ'তে রাজ-কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করব।

চাণ।—সে ভাল কথা। আমিও তা হ'লে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হ'তে পারি।

রাজা।—আচ্ছা, এখন তবে কৌমুদী-উৎসব-নিষেধের প্রয়োজন কি, শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! আমিও শুন্‌তে ইচ্ছা করি, কৌমুদী-উৎসব অনুষ্ঠানের প্রয়োজনটা কি?

রাজা।—আমার আজ্ঞা যাতে অব্যাহত থাকে, এই তো প্রথম প্রয়োজন।

চাণ।—বৃষল, কৌমুদী-উৎসবের নিষেধে যাতে তোমার আজ্ঞা অব্যাহত থাকে, আমারও সেই প্রয়োজন। কেন না—

তমালের কিশলয়ে
যার শ্যাম তট-বন রহে সুশোভিত,
চটুল তিমি-কুলে
যাহার অন্তর-জল সদাই ক্ষুভিত,

সেই চারি সিন্ধু হ'তে
আসি' শত অবনত নরপতিগণ
যে আদেশ সমাদরে
পুষ্প-মালা-সম শিরে করয়ে ধারণ,
সেই সে প্রভুর আজ্ঞা
আমা হ'তে নাহি যে গো হতেছে পালিত
এতেই প্রকাশ পায়
—অসীম প্রভুত্ব তব বিনয়-ভূষিত।

রাজা।—আচ্ছা, অন্য কি প্রয়োজন, তাও শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—তাও আমি বলচি, শোনো।

রাজা।—বলুন।

চাণ।—শোনোত্তরে! শোনোত্তরে! আমার নাম করে' কায়স্থ অচল-দত্তকে বল, ভদ্রভট্ট প্রভৃতির নাম যাতে লেখা আছে, সেই পত্রখানি যেন সে পাঠিয়ে দেয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) মহাশয়, এই সেই পত্র।

চাণ।—(গ্রহণ করিয়া) বৃষল! শোনো।

রাজা।—আমি শুনচি—বলুন।

চাণ।—"স্বস্তি।—সুগৃহীত-নামা মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী প্রধান পুরুষগণ যাঁরা এখান হইতে পলায়ন করিয়া মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের নামের সংখ্যা-পত্র।

তার মধ্যে প্রথমেই গজাধ্যক্ষ ভদ্রভট্ট; অশ্বাধ্যক্ষ পুরুষ-দত্ত; প্রধান দৌবারিক চন্দ্রভানুর ভাগিনেয় হিঙ্গুরাত; মহারাজের কুটুম্বজন মহারাজ বলগুপ্ত; মহারাজের শৈশব-ভৃত্য রাজসেন; সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ; মালব-রাজপুত্র রোহিতাক্ষ; ক্ষত্রগণ-প্রধান বিজয়বর্ম্মা—ইতি।" (স্বগত) প্রকৃত কথা, আমরা এই কয়জনেই মহারাজের কার্য্য সম্বন্ধে নির্ব্বাহ করচি। (প্রকাশ্যে) এই তো গেল পত্র—

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, এদের বিরাগের হেতুগুলি আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

চাণ।—শোনো বৃষল, আমি বলচি। ভদ্রভট্ট ও পুরুষ-দত্ত হস্তী ও অশ্বপালের অধ্যক্ষ, উভয়েই মদ্যপায়ী, লম্পট ও অত্যন্ত মৃগয়াসক্ত; তাই আমি তাদের পদচ্যুত করি। তারা আবার সেই সব পদে নিযুক্ত হয়ে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত অত্যন্ত লুব্ধ-প্রকৃতি, তারা এখানে যথেষ্ট অর্থ পাচ্ছিল না, সেখানে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করতে পারবে মনে করে' তারাও মলয়কেতুর আশ্রিত হয়েছে। আর তোমার শৈশব-ভৃত্য রাজসেন, তোমার প্রসাদে, কোষ হস্তী অশ্ব প্রভৃতি বিপুল ঐশ্বর্য্য সহসা লাভ করে', পাছে আবার সে সকলের উচ্ছেদ হয়, এই আশঙ্কায় সেও মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আর এই যে আর একজন সেনাপতি সিংহবল-দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভাগুরায়ণ, এর সহিত পর্ব্বতেশ্বরের অত্যন্ত সৌহার্দ্দ হয়। সেই অনুরাগ-বশতঃ, বিষকন্যা দ্বারা পর্ব্বতেশ্বরকে চাণক্যই হত্যা করেছে, এইরূপ বলে' মলয়কেতুকে গোপনে ভয় দেখিয়ে, তাকে এখান থেকে স্থানান্তরিত করে। তার পর, তোমার অনিষ্টকারী চন্দনদাস প্রভৃতি নিগৃহীত হ'ল দেখে, পাছে সেও নিজ দোষের জন্য দণ্ডিত হয়, এই আশঙ্কায় সেও পলায়ন করে' মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে। মলয়কেতুও মনে করলে, এই তো আমার প্রাণরক্ষা করেছে; তাই কৃতজ্ঞ হয়ে, পিতৃ-পরিচিত পৈতৃক আমলের লোক ভেবে, ঠিক আপনার অব্যবহিত নিম্নের যে অমাত্য-পদ, সেই পদে তাকে নিযুক্ত করে। আর, রোহিতাক্ষ ও বিজয়-বর্ম্মা এই দুই জন বড় অভিমানী—তুমি তাদের জ্ঞাতিবর্গকে বহু সম্মান দেওয়ায়, তারা তা সহ্য করতে না পেরে তারাও মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে।—তাদের বিরাগের এই সমস্ত হেতু।

রাজা।—দেখুন ঠাকুর, বিরাগের এই সকল হেতু জান্‌তে পেরেও শীঘ্র কেন আপনি তার প্রতিবিধান করেন নি?

চাণ।—বৃষল, আমি তার প্রতিবিধান করতে পারি নি।

রাজা।—কৌশলের অভাবে, না কোন প্রয়োজন-সাধনের অপেক্ষায় পারেন নি?

রাজা।—কৌশলের অভাব কি করে' হবে? প্রয়োজনের অপেক্ষাই এর কারণ।

রাজা।—ভাল, অপ্রতিবিধানের কি প্রয়োজন হয়েছিল, শুনতে ইচ্ছা করি।

চাণ।—বৃষল! শোনো এবং শুনে বিচার কর।

রাজা।—আচ্ছা, আমি উভয়ই করচি—আপনি বলুন।

চাণ।—দেখ বৃষল, বিরক্ত প্রজাদের সম্বন্ধে দুই

প্রকার প্রতিবিধানের উপায় আছে—অনুগ্রহ আর নিগ্রহ। অনুগ্রহ হচ্চে—পদচ্যুত ভদ্রভট্ট ও পুরুষদত্তদের স্ব স্ব পদে পুনঃস্থাপন করা। কিন্তু ওরূপ ব্যসন-দোষাক্রান্ত অযোগ্য ব্যক্তিদের যদি স্বপদে পুনঃস্থাপন করা যায়, তা হ'লে সকল রাজ্যের যে মূল হস্তী অশ্বাদি, তার ক্ষয় হয়। আর, হিঙ্গুরাত ও বলগুপ্ত এই দুই জন লুব্ধপ্রকৃতির লোককে সমস্ত রাজ্য-সম্পদ দিয়ে পরিতুষ্ট করলেও তারা কখন অনুগৃহীত বোধ করবে না। রাজসেন ও ভাগুরায়ণ—এই দুই জন ধনপ্রাণ-নাশের ভয়ে ভীত, এদের অনুগ্রহ করবার অবকাশ কোথায়? আর, রোহিতাক্ষ ও বিজয়বর্ম্মা এরা নিজ কুটুম্বদের সম্মানে আপনাদের অপমানিত মনে করে। এই দুইটি অভিমানী ব্যক্তিদের প্রতি কিরূপ অনুগ্রহ করলে তবে এরা প্রীত হয়, তা তো বুঝতেই পারচ। অতএব এ সব স্থলে অনুগ্রহ চলে না। এখন নিগ্রহের কথা বলি, শোনো। নন্দের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য লাভ করেই যদি আমরা সহোত্থায়ী প্রধান পুরুষবর্গকে দণ্ডের দ্বারা পীড়ন করি, তা হ'লে নন্দকুলানুরক্ত প্রজাদের অবিশ্বাস-ভাজন হ'তে হয়। অতএব এ স্থলে নিগ্রহও চলে না। আবার আমাদের যে সকল ভৃত্যপক্ষ শত্রুর অনুগৃহীত, তারা রাক্ষসের উপদেশ শুনতেই উন্মুখ। এখন আমরা বৃহৎ ম্লেচ্ছ-রাজ-সৈন্যে পরিবেষ্টিত এবং পর্ব্বতক-পুত্র মলয়কেতু আমাদের আক্রমণ করতে উদ্যত। এ সময় আমাদের আয়াসকষ্টের সময়—উৎসবের সময় নয়। অতএব এখন আমাদের দুর্গসংস্কার আরম্ভ করতে হবে—এখন কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠানে কি ফল?—এই জন্যই উৎসব নিষেধ করা হয়েছে।

রাজা।—এতেও অনেক প্রশ্ন করবার আছে।

চাণ।—বৃষল, মন খুলে প্রশ্ন কর, আমারও অনেক কথা বল্‌বার আছে।

রাজা।—আমি এই জিজ্ঞাসা করচি—

চাণ।—আমি তার উত্তরে এই বল্‌চি—

রাজা।—যে ব্যক্তি আমাদের সকল অনর্থের হেতু, সেই মলয়কেতু যখন পলায়ন করলে, তখন ঠাকুর, আপনি সে বিষয়ে উপেক্ষা করলেন কেন?

চাণ।—বৃষল! মলয়কেতুর পলায়নে উপেক্ষা না করলে দুটি পন্থার মধ্যে একটি পন্থা অবলম্বন করতেই হ'ত। হয় অনুগ্রহ, নয় নিগ্রহ। যদি নিগ্রহ করা হ'ত তা হ'লে আমাদের দ্বারাই পর্ব্বতক নিহত হয়েছে, লোকের মনে এইরূপ বিশ্বাস হ'ত—আর এই কৃতঘ্নতা-অপবাদে আমাদের নিজেরই তা হ'লে পোষকতা করা হ'ত। পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত অর্দ্ধরাজ্য দিতে হবে বলে' আমরা যে তার বিনাশ-সাধন করেছি, এতেও আমাদের কৃতঘ্নতা-অপরাধ সপ্রমাণ হ'ত—এই সব কারণেই আমি তার পলায়নে উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—ঠাকুর, আচ্ছা, এ যেন হ'ল। রাক্ষস এ নগর হ'তে চলে' গিয়ে নগরের বাহিরে যে এখন অবস্থান করচেন, এ বিষয়েও তো আপনার উপেক্ষা প্রকাশ পায়—এ বিষয়ে ঠাকুরের উত্তর কি?

চাণ।—নিজ প্রভুর প্রতি অচল অনুরাগ বশতঃ রাক্ষস নগরে বহুকাল বাস করে—আর অনেক দিন একত্রে থাকায়, চরিত্রজ্ঞ নন্দানুরক্ত প্রজাবর্গের সে বিশ্বাস-ভাজন হয়। বুদ্ধি-পৌরুষ-সমন্বিত, সহায়সম্পদ-যুক্ত, কোষ-বল-বিশিষ্ট রাক্ষস নগরের মধ্যে থাকলে, মহান্ আভ্যন্তরিক শত্রুতার সৃষ্টি হওয়া সম্ভব; কিন্তু নগর হ'তে দূরীকৃত হ'লে, যদিও বহিঃশত্রুতার উৎপত্তি হ'তে পারে, তবু তার প্রতিবিধান ততটা দুঃসাধ্য নয়। এই জন্য তারও পলায়নে আমি উপেক্ষা করেছিলেম।

রাজা।—এখানে তাকে রেখে কেন বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হ'ল না?

চাণ। আচ্ছা, কেন তাকে দূরীকৃত করা হয়েছে, শোনো। হৃদয়নিহিত শেল যে কারণে নানা উপায়ে উদ্ধৃত করা হয়, সেই কারণেই তাকে নগর হ'তে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। তাকে দূরীকৃত করার প্রয়োজন কি, তা এই বল্লেম।

রাজা।—ঠাকুর, তাঁকে বলপূর্ব্বক কেন ধৃত করা হ'ল না?

চাণ।—বৃষল, বলের দ্বারা রাক্ষসকে নিগৃহীত করলে সে যদি আত্মহত্যা করত, কিম্বা আমাদের দ্বারাই নিহত হ'ত, তা হ'লে সে দুটিই দোষের বিষয় হ'ত। দেখ বৃষল—

অতিমাত্র আক্রমণে
যদি হয় তার প্রাণনাশ
সে নহে উচিত কাজ;
ছাড়া পাইলেও আছে ত্রাস
—পাছে নাশে হেন ব্যক্তি
আমাদের সেনা-মুখ্য-দলে॥

বন-গজ-সম তাই
বশ করা উচিত কৌশলে ॥

রাজা।—আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে পারিনে; যাই হোক্, এ স্থলে অমাত্য রাক্ষসই অধিকতর প্রশংসনীয় বলে' আমার মনে হয়।

চাণ।—(সক্রোধে) "আপনার অপেক্ষা" এই বলে'ই বাক্যটা শেষ কর না কেন।—কিন্তু তা নয়। দেখ বৃষল, সে কি এমন কাজ করেছে?

রাজা।—যদি তা না জানেন, তবে শ্রবণ করুন। সেই মহাত্মা—

মোদেরি বিজিত পুরে, পা দিয়া মোদেরি গলে,
রহিলেন ইচ্ছা যত দিন;
আমাদের সৈন্যদের বিজয়-ঘোষণা-রব
ব্যাঘাতিয়া করিলেন ক্ষীণ।
বিপুল সুনীতি-বলে ঘটালেন আমাদের
মনের সংশয়;
—নিজ পক্ষ-লোক-পরে—বিশ্বাস্য হলেও—আর
বিশ্বাস না হয়।

চাণ।—(হাসিয়া) বৃষল, রাক্ষস এই সব করেছে?

রাজা।—তা বৈ কি। অমাত্য রাক্ষসই তো এই সব করেছে।

চাণ।—বৃষল! এখন তবে জানলেম, নন্দকে উচ্ছেদ করে' আমি যেমন তোমাকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছি, তেমন রাক্ষসও তোমাকে উচ্ছেদ করে' মলয়কেতুকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছে।—তাই না?

রাজা।—আমাকে তিরস্কার করে' কি ফল? দেখুন ঠাকুর, সে সব দৈবের কাজ, তাতে আপনার কি হাত আছে?

চাণ।—দেখ, বৃষল! তুমি পরগুণ-দ্বেষী।

কোপে বিকম্পিত-শিখা
হস্তের অঙ্গুলী-অগ্রে করিয়া মোচন,
সর্বজন-সমক্ষেতে
কে করিল রিপু-নাশ-প্রতিজ্ঞা ভীষণ?
সেই সে প্রতিজ্ঞা পালি'
অতুল ঐশ্বর্য্যশালী নন্দরাজ-কুলে,
—রাক্ষসেরি সনমুখে—
কে বল তো পশুসম বধিল সমূলে?

অপিচ:—

সুদীর্ঘ নিষ্কম্প পক্ষ
গৃধ্রগণ চক্রাকারে উড়িছে আকাশে,
ঢাকিয়া ভানুর প্রভা
চিতাধূম মেঘাচ্ছন্ন করে দিক্-দশে,
শ্মশানের জীবগণে
বিতরি' আনন্দ, নন্দ-দেহ-চিতানল
অদ্যাপি নেবেনি দেখ
—বহু বসা-হব্য লভি' এখনও উজ্জ্বল।

রাজা।—এও অন্যে করেছে।

চাণ।—অন্য কে শুনি?

রাজা।—নন্দকুল-বিদ্বেষী দৈবের দ্বারাই এ কাজ হয়েছে।

চাণ।—মূর্খের নিকটেই দৈবের প্রমাণ গ্রাহ্য।

রাজা।—যারা জ্ঞানবান্, তারাই নিরহংকারী।

চাণ।—(ক্রোধ অভিনয় করিয়া) বৃষল! বৃষল! আমাকে তুমি সামান্য ভৃত্যের ন্যায় দমন করতে চাও? এই দেখ, বদ্ধশিখা মোচন করতে আবার আমার হস্ত ধাবমান (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া)

আরোহিতে প্রতিজ্ঞায়
এ চরণ আবার ধাবিত।
নন্দ-বিনাশের পর
যে রোষাগ্নি ছিল প্রশমিত
(আসন্ন মরণ নাকি)
পুন তা করিছ প্রজ্বলিত?

রাজা।—(আবেগ-সহকারে স্বগত) এ কি! মন্ত্রিবর সত্যই যে কুপিত হয়েছেন।

পক্ষ্মের স্পন্দন ঘন, অরুণ-বরণ আঁখি
অশ্রুজলে তবু প্রক্ষালিত,
ভূরুভঙ্গে ধূম-রাশি, নেত্র-মাঝে রোষানল
ঘোরতর হেরি প্রজ্বলিত।
মনে হয়, ধরা যেন রুদ্রের সে তাণ্ডবের
রুদ্ররস করিয়া স্মরণ,
চাণক্যের পদাঘাতে থরথর কাঁপি' তবু
কোন মতে করে তা বহন।

চাণ।—(কৃত্রিম কোপ সংহরণ করিয়া) বৃষল! বৃষল! উত্তর প্রত্যুত্তরে প্রয়োজন নাই। যদি আমা অপেক্ষা রাক্ষসকে তুমি যোগ্যতর বিবেচনা কর, তবে এই শস্ত্র তাকেই দেও (শস্ত্রত্যাগ করিয়া উঠিয়া আকাশে লক্ষ্য বদ্ধ করিয়া স্বগত) রাক্ষস! রাক্ষস!

যে বুদ্ধির দ্বারা তুমি কৌটিল্যের বুদ্ধিকে পরাজয় করতে চাও, তোমার সেই বুদ্ধির এই তো চূড়ান্ত সীমা।

দেখ শঠ-চূড়ামণি রাক্ষস!
চাণক্য হইতে ভক্তি করি' বিচলিত
মৌর্য্যেরে জিতিবে সুখে—করি' স্থিরীকৃত,
যে ভেদ ঘটাতে তুমি হয়েছ উন্মত্ত,
তব বিনাশেই তাহা হবে পরিণত। [প্রস্থান।

রাজা।—দেখ বৈহীনরা! এখন হ'তে, চাণক্যের মন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে' চন্দ্রগুপ্ত স্বয়ং রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করবেন, এই কথা তুমি প্রজাদের বুঝিয়ে বলবে।

কঞ্চু।—(স্বগত) "ঠাকুর" এই উপপদটি ব্যবহার না করে', মহারাজ শুধু "চাণক্য" বল্লেন কেন? তবে কি চাণক্য সমস্ত অধিকার হ'তে বিচ্যুত হয়েছেন? যদি তা হয়ে থাকেন, মহারাজের তাতে কোন দোষ নেই। কেন না:—

নৃপ করে যদি কোন মন্দ আচরণ
সে দোষ মন্ত্রীর বলি' জানে সর্ব্বজন।
গজ দুষ্ট বলি' যদি অপবাদ হয়,
নিষাদি-প্রমাদে ঘটে সে দোষ নিশ্চয়।

রাজা।—বৈহীনরা, তুমি ভাবচ কি?

কঞ্চু।—না মহারাজ, কিছুই ভাবচি নে। তবে কি না, বড় সুখের বিষয়, আমাদের প্রভু এখন প্রকৃত প্রভু হলেন।

রাজা।—(স্বগত) আমাদের মধ্যে যে কৃত্রিম কলহ হ'ল, লোকে যদি তা সত্য বলে' বিশ্বাস করে, তা হ'লে ঠাকুরের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। (প্রকাশ্যে) শোনোত্তরে! এই শুষ্ক কলহে আমার মাথা ধরে' গেছে। শয়ন-গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—আসুন মহারাজ, আসুন।

রাজা।—(সিংহাসন হইতে উত্থান করিয়া স্বগত)

আর্য্যেরি আদেশক্রমে
লঙ্ঘিয়াছি তাঁহার গৌরবে,
তবু যেন ইচ্ছা হয়
পশি এবে ধরণী-গহ্বরে।
সত্যই যাহারা করে
গুরুদেবে ঘোর অপমান
লজ্জায় তাদের হৃদি
কেন নাহি হয় দুইখান?

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

(পথিক-বেশধারী দূতের প্রবেশ)

দূত।—ওঃ!
পথ চলি' চলি' শত যোজন-অধিক
কদর্য্য কঠিন স্থানে কে বল গো যায়?
এ হেন দুষ্কর পথে কে হয় পথিক
যদি সে গো নিজ প্রভু-আজ্ঞা নাহি পায়।

এখন তবে অমাত্য রাক্ষসের গৃহে যাই। ওগো দরোয়ানজি। দরোয়ানজি! কে আছ গো?—মন্ত্রি-মশায়কে খবর দেও। বল, করভক চটপট্ কাজ সেরে পাটুলীপুত্র থেকে ফিরে এসেছে।

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌ।—বাপু, চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না। রাজ-কার্য্যের চিন্তায় রাত্রি জাগরণ করে' মন্ত্রিমশায়ের শিরঃপীড়া হয়েছে, তাই এখনও শয্যা ত্যাগ করেন নি। এখন একটু এখানে অপেক্ষা কর। অবসর বুঝে তাঁকে খবর দেওয়া যাবে।

দূত।—আচ্ছা বাবা, যা তোমার ইচ্ছে।

(রাক্ষস শয্যার উপর বসিয়া চিন্তামগ্ন—শকটদাস আসনে বসিয়া নিদ্রিত)

রাক্ষস।—সব কার্য্যে দৈব বলী
—মনে সদা করি আন্দোলন;
চাণক্য কুটিল-মতি
বুদ্ধি তার করি গো চিন্তন।
যতই উপায় করি
সে করে যে সকলি নিহত,
কি করি না পাই ভাবি'
জাগরণে নিশি হয় গত।

অপিচ,
যেমতি নাটককার
প্রথমে করিয়া স্বল্প কার্য্যের সূচনা
পশ্চাতে করেন তিনি
সেই স্বল্প সূত্র হ'তে বিস্তৃত রচনা,

বীজ-গত গূঢ় ফল
বীজ হ'তে ক্রমে ক্রমে তোলেন ফুটায়ে,
প্রতিকূল কার্য্যগুলি
বিস্তারিয়া অবশেষে আনেন গুটায়ে,
সাধিতে এ সব কার্য্য
যেমন তাঁহার হয় কষ্ট অনুভব,
তাঁর মত আমাদেরো
সমান কার্য্যের ক্রম—কষ্ট সেই সব।
সেই দুরাত্মা চাণক্য-বটুও—

(দৌবারিক অগ্রসর হইয়া)

দৌবা।—জয় হোক্! জয় হোক্!

রাক্ষ।—যদি সেই চাণক্য-বটুও আমাদের প্রতারিত করিতে সমর্থ হয়ে থাকে—

দৌবা।—মন্ত্রী মহাশয়!

রাক্ষ।—(বামাক্ষি-স্পন্দন সূচনায় স্বগত) তবে দেখ্‌ছি চাণক্যবটুরই জয়। "আমাদের প্রতারিত করতে যদি সমর্থ হয়ে থাকে" এই কথা বল্‌বামাত্রই—বাম চক্ষুর স্পন্দনে কথাটা যেন সত্য বলে' প্রতিপাদিত হ'ল। তবু উদ্যম ত্যাগ করা উচিত নয়। (প্রকাশ্যে) বাপু, কি বল্‌তে চাও?

দৌবা।—মন্ত্রিমশায়! করভক পাটলীপুত্র থেকে এসেছে—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।

রাক্ষ।—তাকে এখনি নিয়ে এসো।

দৌবা।—যে আজ্ঞা। বাপু! ঐখানে মন্ত্রী মহাশয় আছেন—তুমি এগিয়ে যাও।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

কর।—(রাক্ষসের নিকট অগ্রসর হইয়া) মন্ত্রী মহাশয়ের জয় হোক্!

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এসো বাপু করভক এসো—এইখানে বোসো।

কর।—যে আজ্ঞে। (ভূতলে উপবেশন)

রাক্ষ।—(স্বগত) এত কাজের বাহুল্য হয়েছে—কি কাজে একে পাঠিয়েছিলেম, মনে হচ্চে না। (চিন্তা)

দৃশ্য।—রাজপথ।

(বেত্রহস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ)

ব্যক্তি।—সরে' যাও, সরে' যাও, লোকজন তফাৎ হও—

সে অতি দূরের কথা
দেবতা কি ভূদেবের কাছে আগমন,
অভাগার পক্ষে দেখ
দুর্লভ—এমন কি,—দূরেরো দর্শন।

আকাশে।—কি বল্‌চ?—"কেন আমাদের তাড়িয়ে দিচ্চেন?" এই কথা বল্‌চ? অমাত্য-রাক্ষসের শিরঃপীড়া হয়েছে বলে' কুমার মলয়কেতু তাঁকে দেখতে আস্‌চেন—তাই তোমাদের সরিয়ে দিচ্চি।

[বেত্রধারী পুরুষের প্রস্থান।

ভাগুরায়ণের সহিত মলয়কেতু এবং তৎপশ্চাৎ কঞ্চুকীর প্রবেশ)

মল।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) আজ দশটি মাস হ'ল পিতার কাল হয়েছে। আমার পৌরুষকে ধিক্ যে, আমি তাঁর উদ্দেশে আজও এক-অঞ্জলি জল দিতে পারলেম না। কিন্তু না—আমি পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি।

পিতৃশোকে মাতা যথা
রতন-বলয় ভাঙ্গি' বক্ষের তাড়নে
—ধূলায় অলক রুক্ষ—
লুটাইলা ধরামাঝে করুণ ক্রন্দনে,
শত্রু-স্ত্রীর সেই দশা
আগে আমি করিব বিধান,
তার পরে পিতৃদেবে
পিণ্ডজল করিব প্রদান।
বীরের উচিত তার
নিজ স্কন্ধে করিয়া বহন
—হয়, রণে প্রাণ দিয়া
পিতৃ-পথে করিব গমন;
নয়, মাতৃ-নেত্র হ'তে
অশ্রুজল আকর্ষণ করি'
সেই অশ্রু দিব আনি'
রিপু-বধূ-জন-নেত্রোপরি।

(প্রকাশ্যে) দেখ জাজলি! আমার নাম করে' আমার অনুযাত্রী রাজাদের বল, আমি একাকী অমাত্য রাক্ষসের নিকট অতর্কিতভাবে সহসা গিয়ে তাঁর প্রীতি উৎপাদন করব—অতএব তাঁরা যেন আর কষ্ট করে' আমার সঙ্গে না আসেন।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা কুমার। (পরিক্রমণ করিয়া আকাশে) ভোঃ ভোঃ রাজন্যবর্গ! কুমারের এই আদেশ, আপনারা যেন কেউ কুমারের অনুগামী না হন। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, কুমারের আদেশ শোন্‌বামাত্র সকল রাজাই ফিরে চলে' গেলেন। দেখুন কুমার!

থামাইল কেহ অশ্ব টানিয়া বলিন,
গরবে উঠায় অশ্ব গ্রীবা সুবঙ্কিম।
সম্মুখের দুই পা নভোদেশে উঠে
—আকাশ খুঁড়িছে যেন নিজ খুর-পুটে।
কেহ বা থামায় নিজ মত্ত গজরাজে
অমনি নীরব ঘণ্টা—আর নাহি বাজে।
সিন্ধু যথা বেলা-সীমা
কিছুতেই নাহি পারে করিতে লঙ্ঘন
সেইরূপ তব আজ্ঞা
নৃপগণ না পারে করিতে অতিক্রম।

মল।—জাজলি, তুমিও লোকজনের সঙ্গে ফিরে যাও। একলা কেবল ভাগুরায়ণ আমার সঙ্গে আসুক।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা কুমার।

[লোকজনের সহিত প্রস্থান।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ! ভদ্রভট্ট প্রভৃতি এখানে এসে আমাকে বলেছিল যে, "দুরাত্মা চাণক্য যার মন্ত্রী, সেই চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় ত্যাগ করে' যে আমরা কুমারের আশ্রয়ে এসেছি, সে কেবল কুমারের কমনীয় গুণ দেখে, আর কুমারের সেনাপতি কুমার-সেনের উদ্যোগে। অমাত্য-রাক্ষসের এতে কোন হাত নেই।" কিন্তু আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেও এ কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারলেম না।

ভাগু।—কুমার! এর অর্থ তো বড় দুর্বোধ নয়। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, কোন বিজিগীষু পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করতে হ'লে, তার প্রিয় ও হিতৈষী ব্যক্তিরই মধ্যবর্ত্তিতা লোকে অবলম্বন করে' থাকে।—এ তো [illegible] কথা।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ! অমাত্য রাক্ষস তো আমাদের প্রিয়তম সখা ও পরম হিতৈষী বন্ধু উভয়ই।

ভাগু।—কুমার! সে কথা সত্য, কিন্তু অমাত্য রাক্ষস চাণক্যেরই বদ্ধবৈরী—চন্দ্রগুপ্তের নয়। তাই, যদি কখন চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের জয়-গর্ব্ব সহ্য করতে না পেরে তাকে মন্ত্রি-পদ হ'তে রহিত করেন, তা হ'লে নন্দকুলের প্রতি রাক্ষসের চিরভক্তিবশতঃ চন্দ্রগুপ্তকে সেই নন্দেরই বংশধর মনে করে', স্বপদ ও সুহৃদ্‌জনের আশায় অমাত্য রাক্ষস আবার চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে যোগ দিলেও দিতে পারেন এবং চন্দ্রগুপ্তও রাক্ষসকে পিতৃ-পরম্পরাগত মন্ত্রী মনে করে', তাঁর সঙ্গে সন্ধি করতেও সম্মত হ'তে পারেন। "এরূপ যদি ঘটে, তবে কুমার আমাদেরও বিশ্বাস করবেন না"—এই তাঁদের কথার মর্ম্মার্থ।

মল।—ঠিক্ কথা। দেখ সখা ভাগুরায়ণ, অমাত্য রাক্ষসের গৃহে আমাকে নিয়ে চল।

ভাগু।—এই দিক্ দিয়ে কুমার, এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

ভাগু।—এই অমাত্য রাক্ষসের গৃহ। প্রবেশ করুন কুমার।

মল।—আচ্ছা, এসো।

(উভয়ের প্রবেশ)

রাক্ষ।—হাঁ, মনে পড়েছে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু! কুসুমপুরে বৈতালিক স্তনকলসকে কি দেখেছিলে?

করভক।—দেখেছিলেম বৈ কি মন্ত্রী মশায়।

মল।—(শুনিয়া) দেখ ভাগুরায়ণ, এখন কুসুম-পুরের কথাবার্ত্তা হচ্চে। আমরা আর নিকটে যাব না। এখান থেকেই শোনা যাক্।—কেন না:—

একভাবে মন্ত্রিগণ
গোপনে কহেন কথা নিজ ইচ্ছা-সুখে,
মন্ত্র-ভঙ্গ-ভয়ে তাহা
অন্যভাবে প্রকাশেন রাজার সম্মুখে।

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার, এইখানে থেকেই শোনা যাক্।

রাক্ষ।—বাপু! সে কার্য্যটি কি সিদ্ধ হয়েছে?

করভক।—অমাত্যের প্রসাদে তা সিদ্ধ হয়েছে।

ভাগু।—কুমার, অমাত্যের কথাবার্ত্তার মর্ম্ম তলিয়ে পাওয়া ভার—আমি তো এখনও ঠিক ধরতে পারচি নে। যাই হোক্, এখন মনোযোগ দিয়ে শুনুন কুমার।

রাক্ষ।—আমি সমস্ত সবিস্তারে শুনতে চাই!

কর। শুনুন মন্ত্রিমশায়, আপনি তো আমাকে এই আজ্ঞা করেছিলেন যে, "দেখ করভক! আমার নাম করে' বৈতালিক স্তনকলসকে বলবে, 'দুর্ম্মতি চাণক্য যে যে বিষয়ে আজ্ঞাভঙ্গ করেছে, সেই সেই বিষয়ে চন্দ্রগুপ্তকে উত্তেজিত করবার জন্য শ্লোক রচনা করে' তাঁর সামনে যেন পাঠ করা হয়'।"

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর। তার পর আমি পাটলীপুত্রে গিয়ে বৈতালিক স্তনকলসকে অমাত্যের এই কথা বল্লেম।

রাক্ষ।—তার পর?

কর।—পৌরজনেরা নন্দবংশের বিনাশে বিষণ্ণ থাকায়, তাদের পরিতোষের জন্য চন্দ্রগুপ্ত কুসুমপুরে কৌমুদী-উৎসবের অনুষ্ঠান করতে বলেন। তারা এই উৎসব-আমোদ চিরকাল করে' এসেছে, তাই তারা—প্রিয় বন্ধুর পুনর্দর্শনের মত—এই আদেশ সাদরে গ্রহণ করলে।

রাক্ষ।—(সাশ্রু-নয়নে) হা মহারাজ নন্দ!

শোনো ওগো নৃপ-শশি!

কুমুদ-আনন্দদায়ী থাকিলেও চন্দ্র

জগত-আনন্দ তুমি

—তোমা-বিনা কিসে হবে কৌমুদী-আনন্দ?

তার পরে কি হ'ল বাপু?

কর।—তার পর, হতভাগা চাণক্য, পৌরজনের সাধের সেই কৌমুদী-উৎসব বন্ধ করে' দিলে। তাতে স্তনকলস চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবার জন্য একটি পরিপাটী শ্লোক পাঠ করলেন।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সাধু সখা স্তনকলস সাধু! উপযুক্ত কালে যে বীজ বপন করা যায়, সময়ে তার ফল অবশ্যই ফলে।

সদ্যঃ ক্রীড়ারস-ভঙ্গ যদি কভু ঘটে,

অসহ্য হয় গো তাহা ক্ষুদ্রেরো নিকটে।

লোকাতীত তেজ ধরে যেই নৃপবর

তার পক্ষে সহ্য করা আরো তা দুষ্কর।

মল।—সে কথা সত্য।

রাক্ষ।—তার পর—তার পর?

কর।—তার পর, আজ্ঞাভঙ্গ-হেতু চন্দ্রগুপ্ত মনে মনে কুপিত হয়ে, প্রসঙ্গক্রমে অমাত্য রাক্ষসের গুণ-কীর্ত্তন করে', শেষে চাণক্য-হতভাগাকে পদচ্যুত করলেন।

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, এই গুণকীর্ত্তনে রাক্ষসের প্রতি চন্দ্রগুপ্তের বিশেষ ভক্তি প্রকাশ পাচ্চে।

ভাগু।—কুমার! গুণকীর্ত্তন অপেক্ষা চাণক্যকে পদচ্যুত করায় এই ভক্তি আরও বেশি প্রকাশ পাচ্চে।

রাক্ষ।—দেখ বাপু! এই কৌমুদী-উৎসবের নিষেধই কি চন্দ্রগুপ্তের কোপের একমাত্র কারণ—না, তা ছাড়া আরও কিছু আছে?

মল।—দেখ সখা ভাগুরায়ণ, কোপের অন্য কোন কারণ আছে কি না, জেনে কি ফল?

ভাগু।—কুমার! চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান, নিষ্প্রয়োজনে কি তিনি চন্দ্রগুপ্তকে রাগিয়ে দেবেন? এ পর্য্যন্ত কৃতজ্ঞ চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের গৌরব কখন লঙ্ঘন করেন নি। অনেক কারণে ওঁদের মধ্যে মনান্তর না ঘটলে কখন এতদূর গড়ায় না।

কর।—মন্ত্রিমশায়! রাগের কারণ আরও কিছু আছে।

রাক্ষ।—কি?—কি?—আর কি কারণ?

কর।—প্রথমতঃ কুমার মলয়কেতু ও রাক্ষসের পলায়ন চাণক্য উপেক্ষা করেছিলেন। সেই এক কারণ।

রাক্ষ।—(সহর্ষে) সখা শকটদাস! এইবার চন্দ্রগুপ্ত নিশ্চয় আমার হস্তগত হবেন; চন্দন-দাসের বন্ধন-মোচন, আর স্ত্রী-পুত্রের সহিত তোমারও মিলন হবে।

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! "চন্দ্রগুপ্ত এইবার আমার হস্তগত হবে" এই কথা যে উনি বল্লেন, এর অর্থ কি?

ভাগু।—যে চন্দ্রগুপ্তকে চাণক্য ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে, সেই চন্দ্রগুপ্তকে আবার ফিরে পাবার সম্ভাবনা হয়েছে—এই অর্থ, আবার কি?

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু, পদচ্যুত হয়ে বটু এখন কোথায় আছে?

কর।—পাটলীপুত্রেই আছে।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) কি বল্লে বাপু?—সেইখানেই আছে? তপোবনেও যায় নি—আর কোন প্রতিজ্ঞাতেও বদ্ধ হয় নি?

কর।—মন্ত্রিমহাশয়, তপোবনে যাবেন, এইরূপ শুন্‌তে পাই।

রাক্ষ।—(আবেগ-সহকারে) এ কথা সত্য বলে' বোধ হয় না। দেখ:—

ধরণীর ইন্দ্র যিনি সেই নন্দরাজ
শ্রেষ্ঠাসন হ'তে তারে নিষ্কাশিল যবে
সেই অপমান বটু নারিল সহির্তে।
এবে, নিজ-কৃত-রাজা সেই মৌর্য্য হ'তে
বল দেখি অপমান কেমনে সে সবে?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! চাণক্য তপোবনে গেলে কিম্বা প্রতিজ্ঞারূঢ় হ'লে তাতে চন্দ্রগুপ্তের কি লাভ?

ভাগু।—কুমার! এ তো সহজেই বোঝা যায়—যতক্ষণ চাণক্য-হতভাগা চন্দ্রগুপ্ত হ'তে দূরে থাকবে, ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্তের লাভ। ততক্ষণই চন্দ্রগুপ্ত স্বাধীন-ভাবে কাজ করতে পারবে।

শক।—দেখুন অমাত্য! এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে? এ তো বেশ বোঝা যাচ্চে। দেখুন না কেন অমাত্য—

যে নৃপতি ইন্দুদ্যুতি-চূড়ামণি-বিভূষিত রাজগণ-শিরে
রাখেন চরণ নিজ, তিনি কি গো
আজ্ঞাভঙ্গ সহিবেন ধীরে?
কৌটিল্য কোপন বটে
—দৈবাৎ করিয়া পূর্ণ—জানে সে গো
প্রতিজ্ঞার ক্লেশ,
প্রতিজ্ঞা-ব্যাঘাত-ভয়ে
প্রতিজ্ঞায় সে গো আর কভু নাহি করিবে প্রবেশ।

রাক্ষ।—সখা শকটদাস! সে কথা সত্য। আচ্ছা, তুমি যাও—করভকের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও গে।

শক।—যে আজ্ঞে।

[করভকের সহিত প্রস্থান।

রাক্ষ।—আমিও গিয়ে এখন একবার কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করব মনে করচি।

মল।—আমিই আপনাকে দেখতে এসেছি।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া) এই যে কুমার নিজেই এসেছেন। (আসন হইতে উত্থান করিয়া) এই আসনে বস্‌তে আজ্ঞা হোক্ কুমার!

মল।—আমি বস্‌চি। আপনিও বসুন। (উভয়ের উপবেশন)

মল।—আপনার শিরোবেদনাটা কি আরাম হয়েছে?

রাক্ষ।—এখনও পর্য্যন্ত "কুমার" শব্দের স্থলে "অধিরাজ" শব্দ বসাতে পারলেম না—শিরোবেদনা আর কি করে' যাবে বলুন?

মল।—আপনি যে কার্য্য স্বয়ং অঙ্গীকার করেছেন, তা কখনই আমার দুষ্প্রাপ্য হবে না। তবে এখন সৈন্য-সামন্ত সমস্ত প্রস্তুত রেখে, শত্রুদের মধ্যে যতদিন না একটা বিভ্রাট উপস্থিত হয়, ততদিন কিছু-কাল আমাদের এইরূপ উদাসীনভাবে থাক্‌তে হবে।

রাক্ষ।—কুমার! আর কাল-হরণের অবকাশ কোথায়?—শীঘ্র শত্রুকে জয় করে' যশস্বী হোন্।

মল।—অমাত্য, শত্রুর কোন বিভ্রাটের কথা কি আপনি জান্‌তে পেরেছেন?

রাক্ষ।—বিলক্ষণ জান্‌তে পেরেছি।

মল।—কিরূপ বলুন দিকি।

রাক্ষ।—আর অন্য বিভ্রাট কি—সচিব-বিভ্রাট। চন্দ্রগুপ্ত চাণক্য হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন।

মল।—দেখুন অমাত্য! সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বোলেই ধর্ত্তব্য নয়।

রাক্ষ।—দেখুন কুমার, অন্য রাজাদের পক্ষে সচিব-বিভ্রাট বিভ্রাট বলে' গণ্য না হ'তে পারে—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে তা নয়।

মল।—দেখুন মহাশয়! আর যার পক্ষে যা হোক্, চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে সেটা আদপেই বিভ্রাট নয়।

রাক্ষ।—কেন বলুন দিকি?

মল।—চাণক্যের দোষেই চন্দ্রগুপ্ত প্রজাদের বিরাগ-ভাজন হয়েছে। প্রজারা প্রথমে চন্দ্রগুপ্তেরই অনুরক্ত ছিল। এখন সেই সব দোষ নিরাকৃত হ'লে আবার তারা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করবে।

রাক্ষ।—তা নয় কুমার। দেখুন, দুই প্রকারের প্রজা দেখা যায়। এক চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী—আর এক নন্দবংশের অনুরক্ত লোক। চাণক্যের দোষই চন্দ্রগুপ্তের সহোত্থায়ী প্রজাদের বিরাগের হেতু—নন্দ-বংশের অনুরক্ত প্রজাদের সে হেতু নয়। কৃতঘ্ন

চন্দ্রগুপ্ত পিতৃকুলগত সমস্ত নন্দকুলকে বধ করায় নন্দকুলের অনুরক্ত প্রজারা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী বটে—কিন্তু তাদের নিজের কেহ আশ্রয় না থাকায় তারা দায়ে পড়ে' চন্দ্রগুপ্তের অনুগত হয়েছে। এখন সেই প্রজারা যদি মনে করে, আর কারও কর্তৃক শত্রু-হস্ত হ'তে উদ্ধারের সম্ভাবনা আছে, তা হ'লে তারা তখনই চন্দ্রগুপ্তকে ছেড়ে তারই পক্ষ আশ্রয় করবে। দেখুন, আমরা যে কুমারের পক্ষ আশ্রয় করেছি—আমরাই তো তার দৃষ্টান্ত-স্থল।

মল।—আচ্ছা অমাত্য! এখন যে চন্দ্রগুপ্তকে আক্রমণ করবার অবসর হয়েছে আপনি বল্‌চেন, সচিব-বিভ্রাটই কি তার একমাত্র কারণ—না আরও অন্য কারণ আছে?

রাক্ষ।—আরও অনেক কারণ আছে। কিন্তু এইটিই সর্ব্বপ্রধান।

মল।—অমাত্য, সর্ব্বপ্রধান কেন বলুন দিকি? এখন কি চন্দ্রগুপ্ত অন্য মন্ত্রীর হস্তে রাজকার্য্যভার এবং সেই সঙ্গে আপনাকে সমর্পণ করে' স্বয়ং এর প্রতিবিধানে অসমর্থ?

রাক্ষ।—হাঁ, তিনি এখন অসমর্থ।

মল।—তার কারণ কি?

রাক্ষ।—তার পক্ষে স্বায়ত্ত-তন্ত্রের রাজ্যশাসন অসম্ভব। দুরাত্মা চন্দ্রগুপ্ত, সচিবের অধীনে নিয়ত থেকে তার চক্ষু বিকল হয়ে গেছে—সে লোকব্যবহার নিজে কিছুই দেখ্‌তে পায় না, তবে স্বয়ং প্রতিবিধান করতে আর কিরূপে সমর্থ হবে? যেহেতু:—

মন্ত্রী, রাজা—এই দুটি পায়ে ভর দিয়া,
রাজ-লক্ষ্মী সোজা হয়ে থাকে দাঁড়াইয়া।
স্ত্রী-স্বভাব-হেতু পরে
সহিতে না পারি' দেহ-ভার
এক-পায়ে ভর দিয়া
অন্যটিরে করে পরিহার।

অপিচ—

স্তনপায়ী অতিশিশু স্তন-ছাড়া হয়ে যথা
ক্ষণকাল না পারে থাকিতে।
লোক-জ্ঞান-মূঢ় নৃপ সচিব-বিচ্ছিন্ন হয়ে
মুহূর্ত্ত না পারে গো তিষ্ঠিতে॥

মল।—(স্বগত) ভাগ্যি আমি সচিবায়ত্ত নই! (প্রকাশ্যে) দেখুন অমাত্য, যদিও এখন বহুকারণে সচিব-বিভ্রাটগ্রস্ত শত্রুকে আক্রমণ করবার সুযোগ হয়েছে, তবু আমাদের সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ কখনই হবে না।

রাক্ষ।—কুমার আমি বল্‌চি, সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হবে। কেন না:—

উৎকৃষ্ট সৈন্য তব,
তুমি নৃপ যুঝিতে উন্মুখ;
নন্দ-অনুরক্ত পুর,
পদচ্যুত চাণক্য বিমুখ।
মৌর্য্যরাজ অভিনব,
আর আমি স্বাধীন—
(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত) কৌশলী
যুদ্ধ-মার্গ-মন্ত্রণায়;
প্রভু! এবে সুসাধ্য সকলি,
আর কোন বাধা নাই
—তব ইচ্ছা অপেক্ষা কেবলি।

মল।—অমাত্য, যদি এইটিই আক্রমণের উপযুক্ত সময় বলে' আপনার বিবেচনা হয়, তবে আর বসে' কেন?—দেখুন:—

অত্যুন্নত মত্ত-গজ,
ভ্রমর ঝঙ্কারে যার গায়,
ঘন-ঘোর শ্যামকান্তি
তট ভাঙে যার দন্ত-ঘায়,
—হেন শত গজ পিবে
শোণ-কান্তি শোণ-নদী-নীর।
তুঙ্গকূল সেই শোণ
—স্রোতো-বলে ভাঙ্গে যার তীর
—উপকণ্ঠ-তরু-শ্যাম;
উঠায়ে তরঙ্গ-কোলাহল
নদীরে খনিত করি'
বহমান বেগে যার জল।

অপিচ—

মদমিশ্র বারি-ধারা, শুণ্ড দিয়া উদ্গারিয়া
বৃষ্টিসম করিতে করিতে বরিষণ,
(বিন্ধ্যে ঘেরে মেঘ যথা) গম্ভীর গর্জ্জন-রবে
গজবৃন্দ নগরেরে করিবে বেষ্টন।

[ভাগুরায়ণের সহিত মলয়কেতুর প্রস্থান।

রাক্ষ।—ওহে! কে আছ ওখানে?

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক! জেনে এসো তো—জ্যোতিষিকদের মধ্যে কে দ্বারে উপস্থিত আছে?

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান করিয়া জৈন সন্ন্যাসীকে দেখিয়া পুনঃ প্রবেশ)

মন্ত্রী মশায়, জ্যোতিষিকদের মধ্যে সেই ক্ষপণক জীবসিদ্ধি আছেন।

রাক্ষ।—(অশুভ সূচনায় স্বগত) প্রথমেই ক্ষপণকের দর্শন? (প্রকাশ্যে) তার বীভৎসতা ঘুচিয়ে তাকে এখানে নিয়ে এসো।

(ক্ষপণক জীবসিদ্ধির প্রবেশ)

ক্ষপ।—মোহ-ব্যাধি-বৈদ্য সেই, মহামান্য "অর্হতে"র
পালহ আদেশ।
প্রথমেই কটু বটে, পরে উপাদেয় কিন্তু
তাঁর উপদেশ॥

(নিকটে অগ্রসর হইয়া)
উপাসকের ধর্ম্মলাভ হোক!

রাক্ষ।—দেখ বাপু! আমাদের যাত্রা-কাল নির্দ্ধারণ করে' দেও দিকি।

ক্ষপ।—(চিন্তা করিয়া) দেখ উপাসক! যাত্রা-মুহূর্ত্ত আমি অবধারণ করেছি। মধ্যাহ্নকাল হ'তে আরম্ভ করে' সপ্তকলা-নিবৃত্ত যে পূর্ণিমা তিথি, সেই শোভন তিথিতে উত্তরদিক হ'তে দক্ষিণদিকে যাত্রা করলে মঘাদি সপ্ত নক্ষত্র দক্ষিণ দিকে অবস্থিতি করবে।

অপিচ:—
ভানু হ'লে অস্তগামী,
পূর্ণশশী হইলে উদয়,
উদি' কেতু অস্ত হ'লে
বুধলগ্নে যাত্রার সময়।

রাক্ষ।—বাপু, কিন্তু তিথিটা শুভ বলে' মনে হচ্চে না।

ক্ষপ।—দেখ উপাসক!

একগুণ তিথি-ফল,
চারি গুণ ফল নক্ষত্রের,
লগ্নের চৌষট্টি গুণ
সিদ্ধান্ত এই জ্যোতিষের।

অপিচ:—
সুলগ্ন হইবে লগ্ন,
ক্রূর গ্রহে কর পরিহার।
চন্দ্র-বলে হও বলী
—হইবে গো বহু উপকার॥

রাক্ষ।—দেখ বাপু, অপরাপর জ্যোতিষীদের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে' দেখ।

ক্ষপ।—উপাসক! তুমি পরামর্শ কর। আমি এখন গৃহে চল্লেম।

রাক্ষ।—দেখ বাপু, রাগ কোরো না।

ক্ষপ।—আমি রাগ করি নি।

রাক্ষ।—তবে কে রাগ করেছে?

ক্ষপ।—(স্বগত) ভগবান্ কৃতান্ত—যিনি আত্ম-পক্ষকে ত্যাগ করিয়ে আমার ন্যায় শত্রুপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাচ্চেন।

[ক্ষপণকের প্রস্থান।

রাক্ষ।—প্রিয়ম্বদক, কত বেলা হ'ল দেখ তো।

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) সূর্য্যদেব অস্ত হব-হব কচ্চেন।

রাক্ষ।—(আসন হইতে উত্থান করিয়া দর্শন) তাই তো, ভগবান্ সূর্য্যদেব সত্যই যে অস্তোন্মুখ হয়েছেন।

উদয় হইলে ভানু
উপবন-তরুচ্ছায়া ক্ষণ-অনুরাগে
সুদূর পশ্চিমদিকে
দিনমণি সাথে সাথে যায় আগে আগে।
অস্তাচলে গেলে ভানু—
পুন সেই ছায়া ফিরি আসে গো তখনি,
বিভব হইলে গত
ভৃত্যেরা ছাড়িয়ে যায় প্রভুরে এমনি।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য।—মলয়কেতুর শিবির।

(পত্র ও অলঙ্কার-সম্বলিত থলিয়া ও মুদ্রা লইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধা।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

দেশ-কাল-কুম্ভ হ'তে, বুদ্ধির সলিল-সেকে
হইয়া সিঞ্চিত
চাণক্যের নীতি-লতা, করিবে গো গুরুফল
আজি প্রসবিত।

চাণক্যের প্রথম-লিখিত অমাত্য-রাক্ষসের মুদ্রাঙ্কিত পত্রখানি তো আমি সঙ্গে নিয়েছি। আর, তাঁরই মুদ্রাঙ্কিত এই গহনার পেঁট্‌রা। আমি তো পাটুলীপুত্রে চলেছি—এখন তবে যাওয়া যাক্। এ কি! ক্ষপণক আস্‌চে যে! এই অশুভ দর্শনটা সূর্য্যদেবকে দর্শন ক'রে কাটিয়ে দি।

(ক্ষপণকের প্রবেশ)

প্রণমি "অর্হং"-পদে
—সেই সব অসামান্য মহাজ্ঞানী জন—
অলৌকিক মার্গ ধরি'
এ লোকে করেন যারা সিদ্ধি অন্বেষণ।

সিদ্ধা।—প্রণাম পরিব্রাজক মহাশয়!

ক্ষপ।—উপাসক! তোমার ধর্ম্মলাভ হোক! স্বয়ত্নে সমুদ্র পার হবে, এইরূপ যেন তোমার মনের গতি দেখছি।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়, আপনি তা জান্‌লেন কি করে'?

ক্ষপ।—এ আর জান্‌তে কি!—তোমার যে এই পথ—নৌকার কর্ণধারের মত ঐ পত্রখানিতেই সূচিত হচ্চে।

সিদ্ধা।—আপনি অবশ্য জানেন, আমি দেশান্তরে যাচ্চি। তা, বলুন দিকি পরিব্রাজক মশায়, আজকের দিনটা কেমন?

ক্ষপ।—উপাসক! আগে মাথা মুড়িয়ে তার পর নক্ষত্রের ফলাফল জিজ্ঞাসা করচ?

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মশায়! আপাতত যদি কিছু ফলাফল ঘটে' থাকে তো বলুন। যদি আমার অনুকূল হয়, তবে অগ্রসর হব—নৈলে এখান থেকেই ফিরে যাব।

ক্ষপ।—অনুকূলই হোক্ বা প্রতিকূলই হোক্, আপাতত তো মলয়কেতুর শিবিরে কোন উপাসকই মুদ্রা-চিহ্ন না দেখিয়ে যেতে পার্‌চে না।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! বলুন দিকি এর কারণ কি?

ক্ষপ।—উপাসক! শোনো, প্রথমে তো এই মলয়কেতুর শিবিরে লোকের অবারিত দ্বার ছিল—এখন কুসুমপুর নিকটবর্ত্তী হয়েছে, এখন মুদ্রা-চিহ্ন ব্যতীত কাকেও প্রবেশ কিম্বা প্রস্থান করতে অনুমতি দেওয়া হচ্চে না। তবে যদি ভাগুরায়ণের দেওয়া মুদ্রা-নিদর্শন তোমার কাছে থাকে, তবে বিশ্বস্ত-মনে যাও, নতুবা গমনে ক্ষান্ত হয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে থাকো। তা না হ'লে, প্রহরি-স্থানের অধ্যক্ষ তোমার হাত-পা-বেঁধে তোমাকে এখনি রাজবাড়ীতে নিয়ে যাবে।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়! আপনি কি জানেন না, আমি সিদ্ধার্থক—অমাত্য রাক্ষসের পারিষদ্? আমার মুদ্রা-নিদর্শন না থাক্‌লেও কার সাধ্য আমাকে আট্‌কে রাখে?

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষসেরই হও বা খক্কসেরই পারিষদ্ হও, বিনা মুদ্রা-নিদর্শনে তোমার বেরোবার উপায় নেই।

সিদ্ধা।—পরিব্রাজক মহাশয়, রাগ করবেন না, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমার কার্য্যসিদ্ধি হয়।

ক্ষপ।—উপাসক, যাও—তোমার যেন কার্য্যসিদ্ধি হয়। আমিও পাটুলীপুত্রে যাবার মুদ্রা-নিদর্শন ভাগুরায়ণের কাছ থেকে পাবার প্রতীক্ষায় আছি।

(ভাগুরায়ণ এবং তাঁহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ একজন অনুচরের প্রবেশ)

ভাগু।—(স্বগত) ওঃ! চাণক্য-নীতির কি বিচিত্রতা!

কভু পরিস্ফুট-লক্ষ্য,
কভু বা সে দুর্ব্বোধ গভীর,
কখন সম্পূর্ণ-অঙ্গ,
কখন বা কৃশাঙ্গ-শরীর।

কখন বা ভ্রষ্ট-বীজ,
কভু বা অপর্য্যাপ্ত ধরে ফল-ভার
—নিয়তির সম অহো
নীতিজ্ঞ জনের নীতি বিচিত্র আকার!

(প্রকাশ্যে) দেখ বাপু ভাস্বরক! কুমারের ইচ্ছা নয়, আমি দূরে থাকি। অতএব এই আস্থান-মণ্ডপে আমার আসন রেখে দেও।

অনুচর।—এই আসন, বসুন মশায়।

ভাগু।—(বসিয়া) যে কেউ মুদ্রা-নিদর্শন পাবার জন্য আমার সহিত দেখা করতে চাবে, তাকেই তুমি আমার কাছে নিয়ে আস্‌বে। বুঝ্‌লে?

অনুচর।—যে আজ্ঞে মশায়। [প্রস্থান।

ভাগু।—(স্বগত) আহা! কুমার মলয়কেতু আমাকে এত স্নেহ করেন, তাঁকেই কি না আমার প্রতারণা করতে হবে। ওঃ!—কি দুষ্কর কার্য্য। কিন্তু আবার—

লজ্জা কুল যশোমানে
হইয়া বিমুখ একেবারে
ধন-লোভে ধনীকে যে
বিক্রয় করেছে আপনারে,
বিচার-অক্ষম সেই পরতন্ত্রজনা
কেমনে গো হিতাহিত করে বিবেচনা?

(প্রতীহারী-অনুসৃত মলয়কেতুর প্রবেশ)

মল।—(স্বগত) ওঃ! রাক্ষসের উপর আমার এতটা সন্দেহ হয়েছে যে, আমি কিছুই ঠিক বুঝ্‌তে পারচিনে।

সেই সে রাক্ষস-মন্ত্রী
নন্দকুলে দৃঢ় ভক্তি অনুরাগ যার
—চাণক্য হইলে দূর—
নন্দবংশী মৌর্য্যেতে কি মিলিবে আবার?
কিম্বা গণি' মোর ভক্তি
তাঁর প্রতি, প্রতিজ্ঞা পালিবে মন্ত্রিবর?
—কুম্ভকার-চক্র সম
এই চিন্তা চিত্তে মোর ভ্রমে নিরন্তর॥

(প্রকাশ্যে) বিজয়া! ভাগুরায়ণ কোথায়?

প্রতীহারী।—যারা শিবির থেকে বেরিয়ে যেতে চায়, তাদের তিনি মুদ্রা-নিদর্শন দিচ্চেন—তিনি এখন এই কাজেই আছেন।

মল।—দেখ বিজয়া, তোমার যেন পায়ের শব্দ না হয়, ভাগুরায়ণ মুখ ফিরিয়ে আছে, আমি পিছন থেকে ওর চোখ টিপে ধরি।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

(ভাস্বরকের প্রবেশ)

ভাস্ব।—মশায়! ইনি ক্ষপণক, মুদ্রার নিমিত্ত মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ করতে চান।

ভাগু।—নিয়ে এসো।

ভাস্ব।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(ক্ষপণকের প্রবেশ)

ক্ষপ।—উপাসকদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হোক্‌!

ভাগু।—(অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি! রাক্ষসের মিত্র জীবসিদ্ধি যে! (প্রকাশ্যে) পরিব্রাজক রাক্ষসের কোন প্রয়োজনে যাওয়া হচ্চে না কি?

ক্ষপ।—(কানে আঙুল দিয়া) ছি ছি, ও কথা বলবেন না। আমি এমন স্থানে যাচ্চি, যেখানে রাক্ষস কিম্বা পিশাচের নাম পর্য্যন্ত শোনা যায় না।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনার সুহৃদের উপর অত্যন্ত অভিমান হয়েছে দেখছি। রাক্ষস আপনার কাছে কিসে অপরাধী?

ক্ষপ।—উপাসক! রাক্ষস আমার প্রতি কোন অপরাধই করেন নি। আমি আমার নিজের কাছেই অপরাধী।

ভাগু।—পরিব্রাজক মশায়! আপনি আমার কৌতূহল বৃদ্ধি করচেন।

মল।—(স্বগত) আমারও।

ভাগু।—মশায়, ব্যাপারটা কি, আমি শুন্‌তে ইচ্ছা করি।

মল।—(স্বগত) আমিও।

ক্ষপ।—উপাসক! সে কথা শুনে কি হবে?

ভাগু।—পরিব্রাজক! যদি গোপনীয় কথা হয়, তবে থাক্‌।

ক্ষপ।—গোপনীয় কথা নয়।

ভাগু।—তবে বলুন।

ক্ষপ।—উপাসক! গোপনীয় নয় বটে, কিন্তু একটা বড় নৃশংস ব্যাপার। তাই বল্‌তে চাই নে।

ভাগু।—পরিব্রাজক, আমিও তবে মুদ্রা-নিদর্শন দেব না।

ক্ষপ।—(স্বগত) ভাগুরায়ণ শুনতে প্রার্থী হয়েছে, ওকে বলা উচিত। (প্রকাশ্যে) কি করা যায়—নিরুপায়। আচ্ছা বলচি—শোনো তবে।

ক্ষপ।—হতভাগ্য আমি যখন প্রথমে পাটলীপুত্রে এসে বাস করলেম, তখন রাক্ষসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। সেই সময়ে রাক্ষস গূঢ় বিষকন্যা-প্রয়োগে মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরকে বধ করে।

মল।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) কি? রাক্ষস পিতাকে বধ করেছে—চাণক্য নয়?

ভাগু।—পরিব্রাজক! তার পর—তার পর?

ক্ষপ।—তার পর, চাণক্য-হতভাগা আমাকে রাক্ষসের মিত্র বলে' আমাকে অপমানের সহিত নগর হ'তে নির্ব্বাসিত করে' দিলে। এখন আবার রাক্ষস, আমি যাতে জীবলোকে না থাকি, তার একটা কি উপায় করচে। রাক্ষস সর্ব্বপ্রকার অকার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ।

ভাগু।—দেখ পরিব্রাজক, প্রতিশ্রুত অর্দ্ধ-রাজ্য দানের অনিচ্ছাবশতঃই চাণক্য-হতভাগা এই অকার্য্য সাধন করে;—রাক্ষস করেছে বলে' তো আমরা শুনি নি।

ক্ষপ।—(কানে আঙ্গুল দিয়া) রামো! চাণক্য বিষ-কন্যার নামও জানে না। সেই দুষ্ট-বুদ্ধি রাক্ষসই এই অকার্য্য করেছে।

ভাগু।—পরিব্রাজক! এ বড় দুঃখের বিষয়। এই নেও মুদ্রা-নিদর্শন—এসো, এই কথা আমরা কুমারকে জানাই।

মল।—(অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া)

শুনিয়াছি সখা ওগো!
শ্রবণ-বিদারী এই দারুণ বচন—
রাক্ষস-সুহৃদ্ যাহা
রিপু-রাক্ষসের কথা বলিল এখন।
বহুদিন গত, তবু
পিতৃ-বধে কষ্ট হল দ্বিগুণ বর্দ্ধন॥

ক্ষপ।—(স্বগত) এই যে, মলয়কেতু-হতভাগা শুনেছে যে—ভালই হয়েছে। আমার উদ্দেশ্য সফল হ'ল। [প্রস্থান।

মল।—(আকাশে) রাক্ষস! এ কি তোমার উচিত?

"ইনি মোর প্রিয় মিত্র"
নিশ্চিত জানিয়া ইহা—নিরুদ্বিগ্ন-মন
সর্ব্বকার্য্য তোমাপরে
বিশ্বাস করিয়া পিতা করেন অর্পণ,
—সেই সে পিতারে বধি'
অশ্রুজলে ভাসাইলি সর্ব্ব বন্ধুজনে,
রাক্ষস—সার্থক নাম
এত দিন পরে আজি জানিলাম মনে।

ভাগু।—(স্বগত) ঠাকুর আদেশ করেছিলেন, "রাক্ষসের যাতে প্রাণরক্ষা হয়, তা করবে।" আচ্ছা, তাই তবে করা যাক্। (প্রকাশ্যে) কুমার! অত উদ্বিগ্ন হবেন না। কুমার আসন গ্রহণ করলে কুমারকে কিছু নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।

মল।—(উপবেশন করিয়া) সখা, কি বল্‌বে বল।

ভাগু।—দেখুন কুমার, সাবধান গৃহস্থ লোকেরা যেরূপ স্বেচ্ছাবশতঃ কাজ করেন, অর্থশাস্ত্রব্যবহারীরা তা পারেন না। তাঁরা রাজ্যের স্বার্থের জন্য অরি-মিত্র-উদাসীন সম্বন্ধে যথা-শাস্ত্র ব্যবস্থা করেন। দেখুন, সেই সময়ে রাক্ষসের ইচ্ছা ছিল—সর্ব্বার্থসিদ্ধি রাজা হন। সুগৃহীতনামা মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর চন্দ্রগুপ্ত অপেক্ষাও প্রবল, সুতরাং তা হ'তে স্ব-উদ্দেশ্যসাধনের ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা থাকায় রাক্ষস তাঁকেও আপনার পরম শত্রু বোলে মনে করতেন। অতএব, সেই সময়ে রাক্ষস যে এই কাজ করেছিলেন, তাতে তাঁর বিশেষ দোষ দেখা যায় না। দেখুন কুমার:—

রাজ্য-প্রয়োজন-বশে মিত্রজনে শত্রু করে
—শত্রুজনে মিত্র করে নীতি।
এই জনমেই যেন জন্মান্তর ঘটায় সে
বিলোপিয়া পূর্ব্বগত-স্মৃতি॥

অতএব এই বিষয়ে রাক্ষসকে এখন তিরস্কার না করাই ভাল। যে পর্য্যন্ত না আপনার নন্দরাজ্য-লাভ হয়, সে পর্য্যন্ত রাক্ষসকে বরং অনুগ্রহই করতে হবে। তার পর তাঁকে রাখা কি ত্যাগ করা, তাঁর কার্য্য দেখেই কুমার পরে স্থির করবেন।

মল।—আচ্ছা, তাই হোক্। সখা, তুমি ঠিক্ বিবেচনা করেচ—নৈলে রাক্ষসকে এখন বধ করলে প্রজাদের ক্ষোভের কারণ হবে এবং আমাদের বিজয়-লাভেও সন্দেহ থাক্‌বে।

(একজন রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—জয় হোক্, কুমারের জয় হোক্! মশায়ের এই প্রহরিস্থানের অধ্যক্ষ দীর্ঘচক্ষু শ্রীচরণে এই নিবেদন করচে ঃ—এই ব্যক্তি মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে পত্রহস্তে শিবির হ'তে বেরুচ্ছিল, আমরা একে ধৃত করে' এনেছি, মশায় একবার একে স্বচক্ষে দেখুন।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, তাকে নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(রক্ষীর অগ্রে অগ্রে বদ্ধ-হস্ত সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধা।—(স্বগত)

নিজগুণে তুষ্ট করে—দোষে নাহি মতি
—এই সব প্রভুভক্তে করি গো প্রণতি।

রক্ষী।—(অগ্রসর হইয়া) মশায়,এই সেই ব্যক্তি।

ভাগু।—(দেখিয়া) বাপু! এ কি একজন আগন্তুক, না কারও আশ্রিত ব্যক্তি?

সিদ্ধা।—মশায়, আমি অমাত্য রাক্ষসের একজন পার্শ্বচর ভৃত্য।

ভাগু।—আচ্ছা বাপু, মুদ্রা-নিদর্শন না নিয়ে কেন তবে শিবির হ'তে বেরুচ্চ?

সিদ্ধা।—মশায়, কোন গুরুতর কার্য্যের অনুরোধে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্চে।

ভাগু।—এত কি গুরুতর কার্য্য যে, রাজ-শাসন লঙ্ঘন করে' যাচ্চ?

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! পত্রখানা দিতে বল।

সিদ্ধা।—(ভাগুরায়ণকে পত্র অর্পণ)

ভাগু।—(সিদ্ধার্থকের হস্ত হইতে পত্র লইয়া মুদ্রা দর্শন) কুমার! এই পত্র, আর এই রাক্ষসের নামাঙ্কিত এই মুদ্রা।

মল।—মুদ্রাটি নষ্ট না করে' পত্র উদ্‌ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

ভাগু।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

মল।—(গ্রহণ করিয়া পঠন) "স্বস্তি! কোন স্থান হইতে, কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিবিশেষকে যথা-স্থানে এই কথা অবগত করিতেছে। আমাদের বিপক্ষকে দূর করিয়া সত্যবান্ আপনি সত্যবাদিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সম্প্রতি আমাদের যে সকল বান্ধবগণের সহিত আপনার প্রথম সন্ধির প্রস্তাব হইয়াছিল, পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত সেই প্রতিজ্ঞা উৎসাহপূর্ব্বক পালন করিয়া হে সত্যসন্ধ! আপনি তাদের প্রীতি উৎপাদন করুন। পরে আপনকার প্রতি ইঁহাদের অনুরাগ-সঞ্চার হইলে, স্বাশ্রয়-বিনাশে ইহারা উপ-কারীরই শরণাপন্ন হইবে। একটি কথা সত্যবান্ আপনি বিস্মৃত না হইলেও আপনাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার এই বান্ধবদের মধ্যে কেহ কেহ বিপক্ষের কোষ,—কেহ বা বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী। আমাকে যে তিনটি অলঙ্কার পাঠাইয়াছেন, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। পত্রের শূন্যতা-দোষ পরি-হারের নিমিত্ত, আমিও যৎকিঞ্চিৎ পাঠাইতেছি, গ্রহণ করিবেন; এবং অতি বিশ্বস্ত পরমাত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ আর যাহা কিছু বাচিক শ্রবণ করিবেন।"

মল।—সখা ভাগুরায়ণ! এ পত্রের মর্ম্মার্থ কি?

ভাগু।—বাপু সিদ্ধার্থক, এ পত্রখানি কার লেখা?

সিদ্ধা।—আমি তো তা জানিনে মশায়।

ভাগু।—ধূর্ত্ত! তুমি পত্র নিয়ে যাচ্চ, অথচ জান-না কার পত্র?—আচ্ছা, ও কথা যাক্—তোমার প্রমুখাৎ বাচিক কে শুনবে বল দেখি?

সিদ্ধা।—(ভয়ের অভিনয়) আপনি।

ভাগু।—কি!—আমি?

সিদ্ধা।—আপনিই তো আমাকে ধৃত করেছেন—কিন্তু কি কথা, আমি কিছুই জানি নে।

ভাগু।—(সক্রোধে) এইবার জানবে। বাপু ভাসুরক! একে বাহিরে নিয়ে গিয়ে, যতক্ষণ না [illegible] কথা বলে, ততক্ষণ প্রহার কর।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে। (সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রস্থান এবং পুনঃ প্রবেশ করিয়া) মারতে মারতে এর বস্ত্র হ'তে নামমুদ্রাঙ্কিত একটা অলঙ্কারের পেটিকা প'ড়ে গেল।

ভাগু।—(দেখিয়া) কুমার—এতেও রাক্ষসের নাম মুদ্রাঙ্কিত।

মল।—এই সেই দ্রব্য—যাতে পত্রের শূন্যতা পূরণ হয়েছে। এই মুদ্রাটিও অক্ষত রেখে, পেটিকা উদ্‌ঘাটন করে' আমাকে দেখাও।

ভাগু।—(সেইরূপ করিয়া প্রদর্শন)

মল।—(দেখিয়া) এ কি! এ যে সেই আভরণ-গুলি, যা আমি নিজ অঙ্গ হ'তে খুলে রাক্ষসকে পাঠিয়েছিলেম। এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে, এই পত্র রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকেই লিখচে।

ভাগু।—কুমার, এইবার সংশয় একেবারে দূর হবে। বাপু, আবার প্রহার কর তো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে মশায়। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) প্রহার কর্‌তে কর্‌তে এই ব্যক্তি বল্লে, "স্বয়ং কুমারের নিকট আমি নিবেদন করব।"

মল।—নিয়ে এসো।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে কুমার! (প্রস্থান করিয়া সিদ্ধার্থককে লইয়া প্রবেশ)

সিদ্ধা।—(পদতলে পড়িয়া) যদি অভয় দেন তো সমস্ত কুমারের নিকট বলি।

মল।—বাপু! তুমি পরাধীন ব্যক্তি—তোমার দোষ কি—আমি অভয় দিচ্চি—তুমি যা জানো, সমস্ত অসঙ্কোচে বল।

সিদ্ধা।—শুনুন কুমার! অমাত্য রাক্ষস এই পত্র নিয়ে চন্দ্রগুপ্তের নিকট আমাকে যেতে বলেছেন।

মল।—বাপু! এখন, বাচিক কি বল্‌বার আছে, তাও শুন্‌তে চাই।

সিদ্ধা।—কুমার!—অমাত্য রাক্ষস আমাকে এইরূপ বল্‌তে আদেশ করেছেন:—কুলুতার রাজা চিত্রবর্ম্মা, মলয়-দেশের রাজা সিংহনাদ, কাশ্মীর দেশের রাজা পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সিন্ধুসেন, আর পারসীকের রাজা মেঘাক্ষ;—এর মধ্যে প্রথম যে তিন জনের নাম কর্‌লেম, তাঁরা মলয়কেতুর বিষয়-সম্পত্তির প্রার্থী,—আর দুই জন কোষ ও হস্তিবলের প্রার্থী। আর, মহারাজ আপনি যেরূপ চাণক্যকে দূর করে' আমার প্রীতি উৎপাদন করেছেন, সেইরূপ এঁদেরও পূর্ব্ব-কথিত প্রার্থনাগুলি পূর্ণ করুন—রাজ-সদনে এই আমার নিবেদন।

মল।—(স্বগত) কি!—চিত্রবর্ম্মা প্রভৃতিও আমার বিদ্বেষী?—তবে রাক্ষসের প্রতি এদেরও বিশেষ অনুরাগ? (প্রকাশ্যে) বিজয়া, অমাত্য রাক্ষসের সঙ্গে আমি দেখা কর্‌তে চাই।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। [প্রস্থান।

দৃশ্য—রাক্ষসের গৃহ।

রক্ষিগণ-পরিবৃত রাক্ষস আসনস্থ হইয়া চিন্তা-মগ্ন।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমাদের সৈন্যবল চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবলের সহিত সম্পূর্ণ সমান কি না, ঠিক জান্‌তে না পার্‌লে আমার মনে আর শান্তি নাই। কেননা:—

স্বপক্ষের লোক যত স্বপক্ষেরি অনুগত
বিপক্ষে একান্ত বীত-রাগ
—এ যদি জানিতে পাই, নিশ্চিত জানিব তবে
আমাদেরি ধ্রুব জয়লাভ।
কিন্তু যদি স্বতঃ তারা আয়ত্ত না হয়,
—বশে আনা দেখাইয়া শুধু লোভ-ভয়,
দু-পক্ষেরি হয় যদি—স্বপক্ষের যাহা প্রতিকূল—
তাহা হ'লে আমাদের পরাজয়, নাহি তাহে ভুল।

কিন্তু না—চন্দ্রগুপ্তের প্রতি যাদের বিদ্বেষ-কারণ জানা গেছে—ভেদোপায়ে পূর্ব্ব হতেই যাদের স্বপক্ষে আনা গেছে, প্রায় তাদের দ্বারাই আমাদের সৈন্য-মণ্ডলী পূর্ণ—তবে কেন জয়লাভে বৃথা সন্দেহ করচি? (প্রকাশ্যে) প্রিয়ম্বদক! আমার নাম করে' কুমারের পক্ষাবলম্বী রাজাদের বল, এখন আমরা প্রতিদিন কুসুমপুরের নিকটবর্ত্তী হচ্চি—অতএব এখন সৈন্য বিভাগ করে' যাত্রা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে বিভাগ করবে:—

সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে, খস-মগধের সৈন্য
করুক গমন।
গান্ধার-যবন-পতি—এঁদের যতনে মধ্যে
করিবে স্থাপন।
তাহার পশ্চাতে যান্ শক-নরপতিগণ
চেদি-হূন-সাথে।
অবশিষ্ট কৌলুতাদি রাজ-লোকে পরিবৃত
কুমার পশ্চাতে॥

প্রিয়ং।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—জয় হোক্, অমাত্যের জয় হোক্! কুমার অমাত্যকে দেখতে ইচ্ছা করেন।

রাক্ষ।—বাপু! একটু দাঁড়াও—কে আছে ওখানে?

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—আজ্ঞে!

রাক্ষ।—শকটদাসকে বল, কুমার আমাকে পরিধানের জন্য যে আভরণ দিয়েছিলেন, সেগুলি না পরে' কুমারের সহিত সাক্ষাৎ করাটা উচিত হয় না—অতএব যে তিনটি অলঙ্কার ক্রয় করা হয়েছিল, তার মধ্য হ'তে একটি যেন তিনি আমাকে পাঠিয়ে দেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা অমাত্য। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ; অমাত্য, এই সেই অলঙ্কার।

রাক্ষ।—(অবলোকন করিয়া এবং আপনাকে অলঙ্কৃত করিয়া উত্থান) বাপু, রাজবাড়ীর পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল।

প্রতী।—এই দিক্ দিয়ে অমাত্য, এই দিক্ দিয়ে।

রাক্ষ।—(স্বগত) উচ্চ পদ নির্দ্দোষ পুরুষের পক্ষেও ভয়ের বিষয়। কেননা :—

প্রথমে তো সেব্য হ'তে সেবকের ভয়ের উদয়,
পরে প্রভু-পার্শ্বচর—তা হ'তেও মনে-মনে ভয়।
উচ্চ-পদ ভৃত্য-জনে সতত করয়ে দ্বেষ দুরজন-কুল,
মহোচ্চ-পদস্থ ভৃত্য পতনের ভয়ে তাই সদা চিন্তাকুল।

প্রতী।—(পরিক্রমণ করিয়া) অমাত্য! এইখানে কুমার আছেন—এই দিকে আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এই যে কুমার।

পাদাগ্রে স্থাপন করি' নিশ্চল সে শূন্য-দৃষ্টি
—নাহি যাহে বিষয়-গ্রহণ
সুদুর্ব্বহ গুরুতর কার্য্য-ভারে নত মুখ
হস্তোপরি করেন বহন।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) জয় হোক্, কুমারের জয় হোক্!

মল।—প্রণাম মহাশয়! এই আসনে বস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

রাক্ষ।—(উপবেশন)

মল।—অমাত্য, আমি অনেকক্ষণ আপনাকে না দেখ্‌তে পেয়ে উদ্বিগ্ন আছি।

রাক্ষ।—যাত্রার উদ্যোগে ব্যস্ত থাকায় কুমারের এই তিরস্কার আমার শুন্‌তে হ'ল।

মল।—যাত্রার কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুনতে ইচ্ছা করি।

রাক্ষ।—কুমারের অনুগত রাজাদের এইরূপ আদেশ করা গেছে, ("সর্ব্বাগ্রে আমার পিছে" ইত্যাদি পঠন।)

মল।—(স্বগত) এতে জানা যাচ্চে, আমার বিনাশের জন্য যারা চন্দ্রগুপ্তের আরাধনা করুচে, তারাই আমাকে ঘিরে থাক্‌বে। দেখুন মহাশয়, এমন কোন ব্যক্তি কি আছে যে, কুসুমপুরে এখন যাতায়াত করুচে?

রাক্ষ।—এখন আর সেখানে যাতায়াতের প্রয়োজন নাই—সে প্রয়োজনের অবসান হয়েছে।

মল।—(স্বগত) বোঝা গেল। (প্রকাশ্যে) তা যদি হয়, তবে কেন আপনি পত্র লিখে কুসুমপুরে লোক পাঠাচ্চেন?

রাক্ষ।—(দেখিয়া) এ কি! সিদ্ধার্থক যে।—বাপু, ব্যাপারখানা কি?

সিদ্ধা।—(সাশ্রুলোচনে লজ্জিতভাবে) অমাত্য! আমার উপর রাগ করবেন না। আমাকে এমনি প্রহার করলে যে, অমাত্যের সেই গুপ্ত কথাটি আমি আর পেটে রাখতে পারলেম না।

রাক্ষ।—বাপু! সে গুপ্ত কথাটি কি?—আমি তো কিছুই জানি নে।

সিদ্ধা।—প্রহার না করলে আমি কখনই—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া অধোমুখে অবস্থান।)

মল।—ভাগুরায়ণ! প্রভুর সামনে এ ব্যক্তি ভীত ও লজ্জিত হয়েছে, তাই বল্‌চে না। তুমি স্বয়ং অমাত্যকে সমস্ত বল।

ভাগু।—যে আজ্ঞা কুমার। অমাত্য! ও এই কথা বল্‌চে, "রাক্ষস আমাকে পত্র দিয়ে চন্দ্রগুপ্তের কাছে পাঠাচ্চেন, আর মুখেও কিছু বল্‌তে বলেছেন"।

রাক্ষ।—বাপু সিদ্ধার্থক! এ কথা কি সত্য?

সিদ্ধা।—(লজ্জা অভিনয়) তাড়িত হয়ে আমি এই কথা বলেছি।

রাক্ষ।—কুমার! এ কথা মিথ্যা। তাড়িত হ'লে কি না বলা যায়?

মল।—ভাগুরায়ণ! পত্র দেখাও—আর, ও ব্যক্তি অমাত্যের নিজ ভৃত্য, বাচিক যা বল্‌বার, ওঁর কাছে অবশ্যই বল্‌বে।

ভাগু।—(পত্র দেখাইয়া পাঠ) "স্বস্তি! কোন স্থান হইতে" ইত্যাদি।

রাক্ষ।—কুমার—কুমার—এ নিশ্চয়ই শত্রুর প্রয়োগ।

মল।—পত্রের শূন্যতা পূরণের জন্য মহাশয় আবার আভরণ পাঠিয়েছেন।—এ শত্রুর প্রয়োগ কি করে' হবে? (আভরণ প্রদর্শন)

রাক্ষ।—(আভরণ নিরীক্ষণ করিয়া) কুমার! আমি এ কখনই পাঠাই নি—এটি আপনি আমাকে দান করেছিলেন, পরে কোন কারণে সন্তুষ্ট হয়ে

পারিতোষিক-স্বরূপ আমি এটি সিদ্ধার্থককে দিই।

ভাগু।—দেখুন অমাত্য, যে আভরণ কুমার নিজ গাত্র হ'তে খুলে আপনাকে দিয়েছিলেন, তা কি পরিত্যাগের যোগ্য?

মল।—আবার আপনি লিখেছেন—"আমার পরম আত্মীয় সিদ্ধার্থকের প্রমুখাৎ বাচিক অবগত হবেন।"

রাক্ষ।—বাচিক কথা কে বলে' পাঠাচ্ছে?—এ লেখাই বা কার?—এ পত্র তো আমি দিই নি।

মল।—এ তবে কার মুদ্রা?

রাক্ষ।—কুমার, ধূর্ত্তেরা জাল-মুদ্রাও তৈরী করতে পারে।

ভাগু।—কুমার, অমাত্য ঠিক্ বল্‌চেন। বাপু সিদ্ধার্থক! এ পত্র কার লেখা?

সিদ্ধা।—(রাক্ষসের মুখের দিকে তাকাইয়া অধোমুখে অবস্থান)

ভাগু।—মিথ্যা কেন আবার মার খেয়ে মরবে—বলে' ফ্যালো।

সিদ্ধা।—মহাশয়! শকটদাসের লেখা।

রাক্ষ।—কুমার! শকটদাস যদি লিখে থাকে, তবে সে আমারই লেখা বল্‌তে হবে।

মল।—বিজয়া! শকটদাসকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা কুমার।

ভাগু।—(স্বগত) চাণক্য-ঠাকুরের চরেরা এমন কোন কথা বলে না, যার অর্থ অনিশ্চিত। শকটদাস এসে যদি এই পত্র চিন্‌তে পারে, তা হ'লে পূর্ব্ব-কথা সমস্ত প্রকাশ করে' দেবে। কেননা, আমিই তাকে দিয়ে এই পত্র লিখিয়েছিলেম। তা হ'লে মলয়কেতু সন্দিহান হয়ে এই অভিযোগের বিষয়ে আর ততটা আদর করবেন না। (প্রকাশ্যে) কুমার! শকটদাস কখনই অমাত্য রাক্ষসের সাম্‌নে এ পত্র তার লেখা বলে' স্বীকার করবে না, অতএব তার লিখিত অন্য এক পত্র আনা হোক্—তা হ'লে তার সঙ্গে অক্ষর মিল করে' দেখ্‌লেই সব জানা যাবে।

মল।—বিজয়া! আচ্ছা, তাই করা হোক্।

ভাগু।—কুমার, আর তার মুদ্রাটিও যেন আনা হয়।

মল।—আচ্ছা, অন্য পত্র ও মুদ্রা দুই নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে কুমার। (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) এই শকটদাসের স্বহস্তে লেখা পত্র ও মুদ্রা।

মল।—(দেখিয়া) মহাশয়! অক্ষরের বেশ মিল দেখা যাচ্ছে।

রাক্ষ।—(স্বগত) হাঁ, লেখার অক্ষরে মিল আছে বটে। আচ্ছা, শকটদাস তো আমার মিত্র—কিন্তু এই পত্রের অক্ষরে যে তার বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্চে। তবে কি সত্যই এ পত্র শকটদাসের লেখা?

নশ্বর অর্থের লোভে, অবিনাশী যশোমানে
দিয়া জলাঞ্জলি
স্ত্রী-পুত্রের স্মরি' দশা, প্রভুভক্তি বন্ধুত্ব কি
ভুলিল সকলি?

না—তার আর কোন সন্দেহ নাই।

তারই এ অঙ্গুলী-মুদ্রা,
সিদ্ধার্থক মিত্র শকটের
অন্য পত্রে সাক্ষ্য দেয়
—এ পত্র তাহারি হাতের।
স্পষ্ট জানা যায় ইথে, ভেদপটু দীনচেতা
শকট বাঁচাতে নিজ প্রাণ
শত্রু সনে দিয়া যোগ, ভর্ত্তৃ-স্নেহে পরাঙ্মুখ
—করেছে এ কার্য্য অনুষ্ঠান।

মল।—(দেখিয়া) আর্য্য! তিনটি অলঙ্কার যা শ্রীমান্ পাঠিয়েছিলেন, আর যা আপনার হস্তগত হয়েছে বলে' পত্রে উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে এটি কি একটি? (নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) কি! যে আভরণ পূর্ব্বে পিতা পরিধান করতেন, এ কি তাই না? (প্রকাশ্যে) এই অলঙ্কার কোথা হ'তে আপনি পেলেন?

রাক্ষ।—বণিকদের নিকট ক্রয় করেছিলেম।

মল।—বিজয়া! তুমি এই ভূষণ চিন্‌তে পারচ?

প্রতী।—(নিরীক্ষণ করিয়া সাশ্রু-লোচনে) চিন্‌তে পারচি বৈ কি। এ তো মহারাজ পর্ব্বতেশ্বর পূর্ব্বে অঙ্গে ধারণ করতেন।

মল।—(সাশ্রুলোচনে) হা তাত!

কুলের ভূষণ ওগো! ভূষণ-বল্লভ তুমি,
এ ভূষণ তব গাত্রোচিত
ইহাতে শোভিতে তুমি শরৎ-প্রদোষ যথা
সমুজ্জ্বল নক্ষত্র-ভূষিত।

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! এই ভূষণগুলি পূর্ব্বে

পর্ব্বতেশ্বর পরিধান করতেন, এই কথা বল্‌চে? (প্রকাশ্যে) তবে নিশ্চয় চাণক্যের প্রয়োগেই সেই বণিক এইগুলি আমাকে বিক্রয় করে' থাক্‌বে।

মল।—যে ভূষণগুলি আমার পিতা পূর্ব্বে পরিধান করতেন এবং পরে চন্দ্রগুপ্তের হস্তগত হয়, সেগুলি তুমি বণিকদের নিকট ক্রয় করেছ—এ কথা সঙ্গত বলে' মনে হয় না। অথবা তা হ'তেও পারে।

কুটিল কৃতঘ্ন তুমি, অধিক লাভের আশা
মনে মনে সঙ্গোপনে করিয়া পোষণ,
চন্দ্রগুপ্ত হ'তে ক্রয়, করেছ এ অলঙ্কার
মূল্য-রূপে আমাদের করি' নির্দ্ধারণ।

রাক্ষ।—(স্বগত) ওঃ! কি পাকা চালই চেলেচে!

"এ পত্র আমার নহে"—কেমনে এ উত্তর দি
মুদ্রাঙ্কটি যখন আমার।
"শকট সৌহার্দ্দ-সূত্র করিয়াছে ছিন্ন"—এই
প্রত্যয় বা হইবে কাহার?
"চন্দ্রগুপ্ত নরপতি, ভূষণ বিক্রয় করে"
—এও বা কি হয় গো সম্ভব?
ইতর-উত্তর চেয়ে, দোষের স্বীকার ভাল
এই স্থলে হইয়া নীরব॥

মল।—এখন আমি আর্য্যকে এই কথা জিজ্ঞাসা করি—

রাক্ষ।—যে আর্য্য, তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, আমি তো এখন অনার্য্য হয়ে পড়েছি।

মল।—

চন্দ্রগুপ্ত প্রভু-পুত্র, আমি তব মিত্র-পুত্র
অনুগত সেবা-পরায়ণ।
মৌর্য্য অর্থদাতা তব, তুমি বুদ্ধিদাতা মোর,
—করি তব মতানুসরণ॥
সেথা তব [illegible] সসম্মান দাস্য-মাত্র
—হেথা পূর্ণ প্রভুত্ব তোমার।
অধিক কি স্বার্থ-লোভে, তবে তুমি কর এবে
হেন নীচ অনার্য্য ব্যভার?

রাক্ষ।—কুমার! আমার বিরুদ্ধে এইরূপে দোষের অভিযোগ করে' আবার আপনিই তো তার উচিত উত্তর দিলেন। ("চন্দ্রগুপ্ত প্রভু-পুত্র" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পঠন)

মল।—(পত্র, অলঙ্কার, স্থলিকা প্রভৃতি দেখাইয়া) আচ্ছা, এ সব তবে কি?

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) এ সব বিধাতার বিড়ম্বনা—চাণক্যের নয়। কেননা :—

তিরস্কার-পাত্র শুধু
যদিও গো মোরা ভৃত্যগণ,
তথাপি যে সাধু রাজা
উপকার করিয়া স্মরণ
ভৃত্যেরে ভাবিতো মনে
ঠিক্ নিজ পুত্রের মতন
—সদসদ্-বিবেচক সেই নৃপে পাপ-বিধি
করিল বিনাশ
—সর্ব্ব-পৌরুষ-নাশী সেই সে বিধিরি এই
কৌতুক-বিলাস।

মল।—(সক্রোধে) কি! এখনও নিজের দোষ ঢাকবার জন্য বল্‌চ, এ সমস্ত বিধাতার বিড়ম্বনা—তোমার কোন দোষ নেই?

তীব্রবিষ সুবিষম, বিষকন্যা করিয়া প্রয়োগ
বিশ্বস্ত পিতায় তুমি করিলে নিধন।
গৌরবের মন্ত্রিপদে, শত্রুসনে দিয়া এবে যোগ
বেচিতেছ আমা-সবে মাংসের মতন॥

রাক্ষ।—(স্বগত) এ যে আবার গণ্ডের উপর বিস্ফোটক। (প্রকাশ্যে কান ঢাকিয়া) শিব শিব! এ পাপ-কথা মুখে আন্‌তেও নেই! আমি পর্ব্বতেশ্বরের প্রতি বিষ-কন্যা প্রয়োগ করি নি—আমি নির্দ্দোষ।

মল।—কে তবে পিতাকে বধ করলে?

রাক্ষ।—এ স্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত।

মল।—(সক্রোধে) এ স্থলে দৈবকে প্রশ্ন করা উচিত?—ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে নয়?

রাক্ষ।—(স্বগত) কি! জীবসিদ্ধিও চাণক্যের চর? হা! কি সর্ব্বনাশ! শত্রু চাণক্য আমার হৃদয় পর্য্যন্ত আক্রমণ করেছে দেখ্‌চি!

মল।—(সক্রোধে) সেনাপতি শিখরসেনকে জানিয়ে এসো, এই পাঁচ জন রাজা এই রাক্ষসের সহিত সৌহার্দ্দ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমার প্রাণবধ করে' চন্দ্রগুপ্তের শরণাপন্ন হবে বলে' ইচ্ছুক হয়েছে :—কৌলুত-রাজ চিত্রবর্ম্মা, মলয়-নরপতি সিংহনাদ, কাশ্মীর-রাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুরাজ সুষেণ,

পারসীক-রাজ মেঘাক্ষ—এই পাঁচ জন। এদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান প্রথম তিন জন যারা আমার রাজ্য-কামনা করে, গভীর গর্ত্তের মধ্যে তাদের ছাই-চাপা দিয়ে পুতে ফেলা হোক্; আর দুই জন যারা আমার হস্তিবলের অভিলাষী, হস্তীর দ্বারাই তাদের বধ করা হোক্।

রক্ষী।—যে আজ্ঞে কুমার। [প্রস্থান।

মল।—(সক্রোধে) রাক্ষস!—শোনো—আমি বিশ্বাস-ঘাতক রাক্ষস নই, আমি মলয়কেতু; যাও, সর্ব্বান্তঃকরণে চন্দ্রগুপ্তের আশ্রয় গ্রহণ কর গে।

এসেছ রাক্ষস তুমি
চাণক্য মৌর্য্যের সনে হইয়া মিলিত
—এ ত্রিবর্গ দুর্নীতিরে
অক্লেশে করিতে পারি আমি উন্মূলিত।

ভাগু।—কুমার, আর কাল হরণ করে' কি হবে? কুসুমপুর অবরোধ করতে এখনি আমাদের সৈন্যগণ যাত্রা করুক।

সুগন্ধী লোধ্রের চূর্ণে সুরঞ্জিত হয় যেই
ধবল কপোল-দেশ গৌড়-নারীদের
—ধূসর করিয়া তাহা, মলিন করিয়া তুলি',
সুনীল ভ্রমর-কান্তি কুঞ্চিত কেশের
—গজ-মদ-জল-সিক্ত দলিত ভূতল হ'তে
ধূলারাশি—অশ্ব-খুর-পুট-সমুত্থিত—
ছাইয়া গগনতল, আচ্ছন্ন করিয়া পুরী
শত্রুর মস্তকে গিয়া হউক পতিত।

[পরিজন-সমভিব্যাহারে মলয়কেতুর প্রস্থান।

রাক্ষ।—(মনের আবেগে) হা ধিক্! কি কষ্ট! চিত্রবর্ম্মাদি সেই নির্দ্দোষ ব্যক্তিদেরও প্রাণদণ্ড হ'ল? তবে কি রাক্ষস, রিপু-বিনাশের চেষ্টা না করে' এত দিন ধরে' শুধু সুহৃদ্‌নাশেরই চেষ্টা করলে? হায়! আমি কি হতভাগ্য! এখন কি করি?

যাব কি গো তপোবনে?
—না হইবে তপে শান্ত বৈর-পূর্ণ মন
জীবিত থাকিতে রিপু;
তবে কি করিব ভর্ত্তৃ-পথানুসরণ?
—স্ত্রীজনের যোগ্য সে যে;
অসি-হস্তে রণক্ষেত্রে হব কি পতন?
—কৃতঘ্ন হইব, যদি
"চন্দনে"রে কারা হ'তে না করি মোচন॥

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক

দৃশ্য—পাটলীপুত্র।

(অলঙ্কৃত হইয়া সিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সিদ্ধা।—জলদ-সুনীল-কান্তি
কেশিঘাতী কেশবের জয়!
লোক-লোচন-চন্দ্রমা
চন্দ্রগুপ্ত নৃপতির জয়!
যে করে সকল জয়
প্রতিপক্ষে করি' প্রতিহত
সে আর্য্য-চাণক্যনীতি
—তার জয় ঘোষো অবিরত।

এখন তবে বহুকালের প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি গে। (পরিক্রমণ করিয়া অবলোকন) এই যে, প্রিয়সখা এই দিকেই আসচেন। আমি তবে এগিয়ে যাই।

(সমিদ্ধার্থকের প্রবেশ)

সমি।—চিত্ত দহে পান-ভূমে,
প্রাণ কাঁদে গৃহোৎসবে।
মিত্রের বিরহে মিত্র
বিভবে কি সুখ লভে?

আমি শুনলেম, মলয়কেতুর শিবির হ'তে প্রিয়সখা সিদ্ধার্থক এসেছেন। এখন তবে তাঁর অন্বেষণ করা যাক্। (পরিক্রমণ ও নিকটে অগ্রসর হইয়া) এই যে সিদ্ধার্থক। সুখে আছ তো প্রিয়সখা? (উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন)

সিদ্ধা।—(দেখিয়া) প্রিয়সখা সমিদ্ধার্থক, তুমি এখানে কি করে' এলে? (নিকটে আসিয়া) সুখে আছ তো প্রিয়সখা?

সমি।—সখা, তুমি এত দিনের পর প্রবাস থেকে ফিরে এলে। আমাকে কোন সংবাদ না দিয়েই অন্যত্র চলে' গিয়েছিলে—এতে আর আমার সুখ কোথায় বল?

সিদ্ধা।—রাগ কোরো না সখা, রাগ কোরো না। আমাকে দেখবামাত্রই চাণক্য এই আজ্ঞা করলেন, "দেখ সিদ্ধার্থক, তুমি যাও, গিয়ে এই সুসংবাদটি প্রিয়দর্শন চন্দ্রগুপ্তকে জানিয়ে এসো।"

তাঁকে সংবাদটি দেবামাত্র তিনি আমাকে এই পারিতোষিক দিলেন—তার পরেই সখা, তোমাকে দেখবার জন্য আমি তোমার গৃহে যাচ্ছিলেম।

সমি।—যদি আমাকে শোনাতে কোন আপত্তি না থাকে, তা হ'লে আমি সেই সুসংবাদটি শুনতে ইচ্ছা করি।

সিদ্ধা।—প্রিয়সখা, এমন কি কথা আছে—যা তোমার কাছে অবক্তব্য। আচ্ছা শোনো তবে বলি। দেখ, চাণক্য-ঠাকুরের নীতিতে হতবুদ্ধি হয়ে হতভাগ্য মলয়কেতু রাক্ষসকে তো দূর করে' দিলে, আর পাঁচজন প্রধান-প্রধান রাজাকেও বধ করলে। তার পর, সেই অদূরদর্শী কুমারের দুরাচারে, তার সৈন্যগণের মধ্যে অনেকেই ভয়-চঞ্চল হয়ে উঠল; আর, নিজ ধন-সম্পত্তি রক্ষার্থ ব্যগ্র হয়ে তাঁর শিবির-ভূমি ত্যাগ করে' তারা চলে' গেল। তাতে, তাঁর সৈন্যবলেরও বিলক্ষণ লাঘব হ'ল। তার পর, যাঁরা নিজ নিজ রাজ্যে ফিরে যাচ্ছিলেন—সেই ভদ্রভট, পুরুদত্ত, হিঙ্গুরাত, বলগুপ্ত, রাজসেন, ভাগুরায়ণ, রোহিতাক্ষ, বিজয়বর্ম্মা প্রভৃতি প্রধানগণ মলয়কেতুকে ধৃত করে' কারাবদ্ধ করলেন।

সমি।—লোকে বলে, ভদ্রভট্ প্রভৃতি এরা চন্দ্রগুপ্তের বিদ্বেষী হয়ে মলয়কেতুর আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। কি করে' তবে এখন কু-কবির নাটকের মত উপক্রমে একরূপ হয়ে উপসংহারে অন্যরূপ হ'ল?

সিদ্ধা।—সখা, শোনো তবে, আমার এই চাণক্য-ঠাকুরের নীতি দৈবগতিরই ন্যায় অশ্রুত-গতি।

সমি।—সখা! তার পর—তার পর?

সিদ্ধা।—তার পর চাণক্য-ঠাকুর এই নগর হ'তে বেরিয়ে, সংগ্রামের উৎকৃষ্ট উপকরণ-সকল সঙ্গে নিয়ে, রাজ-শূন্য অসংখ্য রাজসৈন্য হস্তগত করলেন।

সমি।—সখা, এ ঘটনা কোথায় হ'ল?

সিদ্ধা।—যেখানে :—

অতি-মদ-দর্প-ভরে, শত শত মহাকায়
প্রমত্ত বারণ
করিছে বৃংহিত ধ্বনি, সজল জলদ-শোভা
করিয়া ধারণ
কশার প্রহার-ভয়ে, মুক্তসাজে সুসজ্জিত
তুরঙ্গ অযুত
হইয়া কম্পিত-তনু, রণভূমে প্রাণপণে
ছুটিয়াছে দ্রুত।

সমি।—আচ্ছা, ও সব কথা থাক্। ভাল, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, সর্ব্বজনের সমক্ষে চাণক্য পদচ্যুত হয়ে, আবার সেই মন্ত্রিপদে কি করে' আরূঢ় হলেন বল দিকি?

সিদ্ধা।—তুমি দেখছি মূর্খের মত কথা কচ্চ। যে চাণক্যের বুদ্ধি-কৌশল অমাত্য রাক্ষস পর্য্যন্ত ধরতে পারে নি, তার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে ইচ্ছা করচ?

সমি।—আচ্ছা, অমাত্য-রাক্ষস এখন কোথায়?

সিদ্ধা।—সখা, অমাত্য-রাক্ষস, সেই প্রলয়-কোলাহল বৃদ্ধি হ'লে মলয়কেতুর শিবির হ'তে নির্গত হয়ে, এই কুসুমপুরেই এসেছেন। উন্দুর নামে এক-জন চর বরাবর তাঁর পিছনে পিছনে এসে এই সংবাদটি চাণক্য-ঠাকুরকে নিবেদন করে।

সমি।—আচ্ছা ভাল, অমাত্য রাক্ষস নন্দরাজ্য প্রতিস্থাপন করবার উদ্দেশে বেরিয়ে, শেষে অকৃতকার্য্য হয়ে, আবার এই কুসুমপুরে এলেন কেন বল দিকি?

সিদ্ধা।—সখা, আমার বোধ হয়, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে।

সমি।—সত্য, চন্দনদাসের স্নেহানুরোধে? আচ্ছা, চন্দনদাস মুক্ত হয়েছে কি না, তা কি জান?

সিদ্ধা।—সখা, সে হতভাগ্যের আবার মুক্তি কোথায়? চাণক্য আমাদের দুজনকে আজ্ঞা করেছেন, "তাকে বধ্য-স্থানে নিয়ে গিয়ে বধ করবে।"

সমি।—(সক্রোধে) সখা, কি আশ্চর্য্য! চাণক্য কি আর কোন ঘাতক পেলেন না যে, নৃশংস কার্য্যে আমাদেরই নিযুক্ত করলেন?

সিদ্ধা।—জীবলোকে বাস করবার যার ইচ্ছা আছে, সে কখনই চাণক্যের আদেশ লঙ্ঘন করে না। তবে চল, চণ্ডালের বেশ ধারণ করে', চন্দনদাসকে বধ্য-স্থানে নিয়ে যাওয়া যাক্। [উভয়ের প্রস্থান]

(ইতি প্রবেশক)

দৃশ্য—বন-ভূমি।

(রজ্জু হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ)

ব্যক্তি।—ষড় গুণ-যোগে দৃঢ়
পাশ-মুখ যার পরিপাটী অতিশয়
অরাতি-বন্ধন-পটু
সে চাণক্য-নীতি-রজ্জু—তার জয় জয়।

যে স্থানের কথা উন্দুর চাণক্যকে বলেছিল, এই তো সেই স্থান। চাণক্যের আদেশ অনুসারে রাক্ষসের সঙ্গে এইখানেই দেখা করতে হবে। এ কি! অমাত্য-রাক্ষস কাপড়ে মুখ ঢেকে এই দিকেই যে আসচেন। এখন তবে এই জীর্ণ উদ্যানের তরুর আড়াল থেকে দেখি, কোথায় উনি আসন গ্রহণ করেন। (পরিক্রমণ করিয়া সেইরূপ অবস্থান)

(অবগুণ্ঠিত হইয়া শঙ্কিতভাবে রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষ।—(সাশ্রুলোচনে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

কাতরা আশ্রয়-নাশে—কুলটা যে রাজলক্ষ্মী
গোত্রান্তরে গত,
ত্যজি ভক্তি প্রজাগণ, গতানুগতিকভাবে
তারি অনুগত।
বিশ্বস্ত আত্মীয়-জন, না লভিয়া নিজ নিজ
পৌরুষের ফল,
কার্য্য-ভার সব ত্যজি', শিরোহীন সর্প-সম
বিমূঢ় অচল।

অপিচ।—

দুশ্চারিণী রাজলক্ষ্মী, কুলীন ভুবন-পতি
নিজ পতি ছাড়ি',
নীচকুলোদ্ভব সেই বৃষল—করিয়া ছল
হইল তাহারি।
তাহাতে হইলা স্থির, কি করিব মোরা?—যাহা
নিশ্চিত মোদের
তাহাও করিল ব্যর্থ, এমনি বিদ্বেষ-বুদ্ধি
দারুণ দৈবের।
লভিয়া অযোগ্য মৃত্যু, নন্দ-মহারাজ হ'ল
পরলোক-গত,
পর্ব্বত-রাজের হয়ে, কত যত্ন কত চেষ্টা
করিনু নিয়ত।
হইলে নিহত তিনি, লইনু পুত্রের পক্ষ—
তাতেও বিফল।
নন্দ-রাজকুল-রিপু নহে তো চাণক্য বটু
—দৈবই কেবল॥

অহো! সেই ম্লেচ্ছ মলয়কেতুর কোন বিবেচনা নাই। কেননা:—

মৃত হইলেও প্রভু, যে করে প্রভুর সেবা
করি' প্রাণপণ,
অক্ষত-শরীরে সে কি, প্রভু-বৈরী সনে করে
মিত্রতা-বন্ধন?
বিবেক-বিমূঢ় ম্লেচ্ছ, না করিল বিবেচনা
ইহা কোনমতে,
দৈব-উপহত-বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতেই যায়
বিপরীত পথে॥

যদিও এখন আমি শত্রুর হস্তগত, তবু চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কখনই সন্ধি করব না—তা অপেক্ষা বনবাসী হওয়াও শ্রেয়। আমি প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারলেন না—এই অপযশ বরং ভাল, তবু শত্রুর বাক্য-গঞ্জনা কখনই সহ্য করতে পারব না। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া সাশ্রুলোচনে) এই সেই নগরের উপকণ্ঠ-ভূমি, যেখানে মহারাজ পদচারণা করতেন—তাঁর চরণ-স্পর্শে উদ্যানটি যেন এখনও পবিত্র হয়ে আছে।

এইখানেই:—

দ্রুতগামী অশ্বপৃষ্ঠে, বল্গা শিথিল করি',
ধনুছিলা করি' আকর্ষণ,
ইতস্তত মহারাজ, করিতেন ধনু হ'তে
চল-লক্ষ্যে বাণ বিমোচন।
এই সে উদ্যান-মাঝে, রাজাদের সনে তাঁর
হইত আলাপ।
সেই নৃপগণ-বিনা, পুষ্প-পুর-ভূমি এবে
করে গো বিলাপ।

হতভাগা আমি এখন কোথায় যাই? (দেখিয়া) আচ্ছা, ঐ যে জীর্ণ উদ্যানটি দেখা যাচ্ছে, ঐ উদ্যানে প্রবেশ করে' কারও কাছ থেকে চন্দনদাসের সংবাদটা জানা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া স্বগত) কি আশ্চর্য্য! মানুষের কখন্ কি অবস্থা হয়, পূর্ব্ব হ'তে কিছুই জানা যায় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে যবে, বেষ্টিত হইয়া আমি
নরপতিগণে
রাজাধিরাজের মত, হতেম পুরীর বার—
উদ্যান-ভ্রমণে,
তখন গো পৌরজন, নবোদিত ইন্দু-সম
করিত গো অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ,
এখন সেই সে আমি, জীর্ণোদ্যানে চৌরসম
ভয়ে দ্রুত করিছি প্রবেশ।

কিন্তু এ তো হবারই কথা—যাঁর প্রসাদে আমার সেই অবস্থা ঘটেছিল, তিনি যে এখন নাই। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) অহো! এই জীর্ণ উদ্যানের এখন আর কোন সৌন্দর্য্য নেই। এখন এখানে:—

ভাঙে যথা নদীকূল—মহা-অট্টালিকা সব
গিয়াছে পড়িয়া,
পরিশুষ্ক সরোবর—সুহৃদের নাশে যথা
সাধু-জন-হিয়া।
ফলহীন বৃক্ষ সব—প্রতিকূল দৈব-বশে
কৌশল যেমতি,
তৃণেতে আচ্ছন্ন ভূমি—কুনীতি-চালিত যথা
অজ্ঞ-জন-মতি।

অপিচ এখানে:—

তীক্ষ্ণ পরশুর ঘায়ে, তরু-শাখা-অঙ্গমাঝে
হইয়াছে ক্ষত,
তাহাতে কপোত বসি' অস্ফুট ক্রন্দন-স্বরে
কূজে অবিরত।
বন্ধুর ব্যথায় ব্যথী, নিশ্বাস করিয়া ত্যাগ
যেন ফণিগণ
ত্যজিয়া নির্ম্মোক নিজ, বস্ত্র-খণ্ডে ক্ষত-স্থান
করে আচ্ছাদন।
আহা! এই সব নিরীহ তরুগণ:—
অন্তঃশরীর-শুষ্ক, কীট-ক্ষতি-শোক হৃদে
করিছে বহন।
ছায়ার বিরহে ম্লান, বিপদের গুরুভারে
চিন্তায় মগন
—বৈরাগ্য-উদয়ে যেন, শ্মশান-প্রদেশে তারা
করিবে গমন।

আমার দুঃসময়ের উপযুক্ত আসন—এই ভগ্নাগ্র শিলাতলে একটু বসা যাক্। (উপবেশন করিয়া শ্রবণ) এ কি! শঙ্খ ও ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে নান্দী-ধ্বনি শোনা যাচ্চে না?—হাঁ, তাই তো।

বাদ্য-মিশ্র নান্দী-রবে, ভরপুর হয়ে আছে
শ্রোতার শ্রবণ,
সৌধ অট্টালিকা সব, পিইয়া তা' অপর্য্যাপ্ত
করে উদ্গিরণ।
সেই মহাধ্বনি যেন
কৌতূহলে হইয়া অধীর
দিক্-দৈর্ঘ্য দেখিবারে
হইয়াছে ঘরের বাহির।

(চিন্তা করিয়া) হাঁ, বুঝেছি, মলয়কেতু বন্দী হওয়ায় রাজবাটীর লোকেরা আনন্দধ্বনি করচে। মৌর্য্যকুলের কতটা আনন্দ হয়েছে, এতে তার বেশ পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। (সাশ্রুলোচনে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

রিপুর সৌভাগ্য-কথা
দৈব মোরে শুনায়েছে সব,
আনিয়া নিকটে মোর
দেখায়েছে রিপুর বিভব,
এবে দেখি যত্ন তার
করাইতে হৃদে অনুভব।

ব্যক্তি।—এই যে, বসে' আছেন দেখ্‌ছি। এই-বার তবে চাণক্য-ঠাকুরের আজ্ঞা-মত কাজ করি। (রাক্ষসের সম্মুখে রজ্জুপাশে উদ্বন্ধনের উদ্যোগ)

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) এ কি! এ লোকটা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার চেষ্টা করচে কেন? নিশ্চয় আমার মত এও তবে একজন হতভাগ্য ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক্। (নিকটে অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যে) বাপ্ হে! তুমি করচ কি?

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) প্রিয়সখার বিনাশে শোকগ্রস্ত ব্যক্তি যা করে' থাকে, আমি তাই করচি।

রাক্ষ।—(স্বগত) প্রথমে দেখেই আমি বুঝে-ছিলেম, এ একজন আমার মতন হতভাগ্য দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি। আচ্ছা, একে জিজ্ঞাসা করে' দেখি। (প্রকাশ্যে) ওহে বাপু, আমাদের দু-জনেরই সমান অবস্থা। যদি বিশেষ গোপনীয় না হয়, তা হ'লে আমি শুনতে ইচ্ছা করি, তুমি কেন আত্মহত্যা করতে যাচ্চ।

ব্যক্তি।—(নিরীক্ষণ করিয়া) এ গোপনীয়ও নয়, বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও নয়। প্রিয়সখার বিনাশে আমার হৃদয় এতটা কাতর হয়েছে যে, মরণের বিলম্ব আর তিলার্দ্ধ সহ্য হচ্চে না।

রাক্ষ।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) সুহৃদের বিপদে আমি যে পরের মত উদাসীন হয়ে আছি, এ যেন সেই জন্যই আমাকে তিরস্কার করচে। (প্রকাশ্যে) বাপু,

যদি গোপনীয় কথা না হয়—কিম্বা বিশেষ গুরুতর ব্যাপারও না হয়, তা হ'লে আমি শুনতে ইচ্ছা করি, তোমার দুঃখের কারণটা কি।

ব্যক্তি।—মহাশয় যখন বারবার জিজ্ঞাসা করচেন, কি করি, আচ্ছা তবে বলি শুনুন। এই নগরে জিষ্ণুদাস নামে একজন শ্রেষ্ঠ বণিক আছেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) জিষ্ণুদাস তো চন্দনদাসের পরম মিত্র।

ব্যক্তি।—তিনি আমারও প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) এ যে বলচে, ওর প্রিয়বন্ধু। তবে তো বেশ হয়েছে। যার সঙ্গে এতটা নিকট-সম্বন্ধ, সে অবশ্যই চন্দনদাসের বৃত্তান্তও বলতে পারবে।

ব্যক্তি।—(সাশ্রুলোচনে) সম্প্রতি তিনি দীন-দরিদ্রদের ধনাদি বিতরণ করে' অগ্নিপ্রবেশ করবেন মনে করে' নগর হ'তে বেরিয়েছেন। আমার যাতে সেই প্রিয়-সখার অশ্রোতব্য কথা শুনতে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করব বলে' এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—আচ্ছা বাপু—তোমার সুহৃদের অগ্নি-প্রবেশের হেতু কি? ঔষধের অতীত, দুরারোগ্য কোন মহাব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন কি?

ব্যক্তি।—না মশায়, তা নয়, তা নয়।

রাক্ষ।—অগ্নিতুল্য বিষতুল্য রাজ-ক্রোধে তাড়িত হয়ে কি এ কাজ করচেন?

ব্যক্তি।—মহাশয়—না না না—ও পাপ কথা মুখে আনবেন না—এ রাজ্যে চন্দ্রগুপ্তের নিষ্ঠুর ব্যবহার নাই।

রাক্ষ।—তোমার বন্ধু কি কোন দুর্লভ পর-নারীতে আসক্ত?

ব্যক্তি।—(কর্ণ ঢাকিয়া) শিব শিব!—তা নয় মশায়। নীতি-পরায়ণ বণিকজনের এ দোষ কখনই নাই—বিশেষতঃ জিষ্ণুদাসের।

রাক্ষ।—আপনি যেমন সুহৃদের নাশে উদ্বন্ধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তিনিও কি তেমনি নিজ সুহৃদের বিনাশে অগ্নি-প্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন?

ব্যক্তি।—হাঁ, তাই বটে।

রাক্ষ।—(আবেগ-ভরে স্বগত) চন্দনদাসের তিনি প্রিয় সুহৃদ্—শুধু এই জন্যই তাঁর বিনাশে তিনি অগ্নি-প্রবেশে প্রবৃত্ত হয়েছেন? এ কথা শুনে স্নেহ-পক্ষপাত বশতঃ আপনার হৃদয় তো বিচলিত হতেই পারে। (প্রকাশ্যে) কি করে' চন্দনদাসের প্রাণনাশ হ'ল এবং তাঁর বন্ধুও প্রাণত্যাগ করতে কিরূপে কৃতসঙ্কল্প হলেন, সমস্ত বিস্তারিত শুনতে ইচ্ছা করি।

ব্যক্তি।—আমি অতি মন্দভাগ্য, আমার মরণের বিঘ্ন হচ্চে। আমি যাই।

রাক্ষ।—বাপু, যদি আমাকে শোনাতে আপত্তি না থাকে তো বল।

ব্যক্তি।—এতই যদি শুনতে ইচ্ছা, আচ্ছা তবে বলচি।

রাক্ষ।—বাপু, বল, আমি মন দিয়ে শুনচি।

ব্যক্তি।—এই নগরে চন্দনদাস নামে একজন মণিকার শ্রেষ্ঠী বাস করেন।

রাক্ষ।—(সবিষাদে স্বগত) আমার আত্মহত্যার দ্বার দৈব এইবার দেখচি উদ্ঘাটন করবেন। হৃদয়! স্থির হও, না জানি আরও কি দুঃখের কথা শুনতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোনা যায় বটে, তিনি মিত্রবৎসল সাধু পুরুষ—তাঁর কি হয়েছে?

ব্যক্তি।—তিনি জিষ্ণুদাসের প্রিয়বন্ধু।

রাক্ষ।—(স্বগত) আমার হৃদয়ে যেন বজ্রপাত হচ্চে। (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর?

ব্যক্তি।—তার পর, জিষ্ণুদাস বন্ধু-স্নেহের অনুরূপ এই কথা চন্দ্রগুপ্তকে বল্লেন—

রাক্ষ।—বল, কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—"মহারাজ! আমার গৃহে সমস্ত পরিবার ভরণ-পোষণের উপযুক্ত পর্যাপ্ত অর্থ আছে, তার বিনিময়ে আমার প্রিয়সুহৃদ্ চন্দনদাসকে আপনি মুক্ত করুন"—এই কথা বল্লেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) সাধু জিষ্ণুদাস সাধু! আহা! তুমিই যথার্থ মিত্র-স্নেহের পরিচয় দিয়েছ।

যে ধনের তরে দেখ, পিতা পুত্রগণে, আর
পুত্রেরা পিতায়,
সুহৃদ্ সুহৃদ্-জনে, প্রতারণা করি' ত্যজে
স্নেহ-মমতায়
—সেই প্রিয় ধন তুমি বন্ধুর বিপদে সদ্য
ত্যজিতে প্রবৃত্ত
বণিকের মায়া ছাড়ি; সার্থক তোমার অর্থ,
ধন্য তব চিত্ত।

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বাপু, তাঁর সেই কথায় চন্দ্রগুপ্ত কি বল্লেন?

ব্যক্তি।—মশায়, তার পর চন্দ্রগুপ্ত উত্তর করলেন, "দেখ শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস, আমি অর্থের নিমিত্ত চন্দনদাসকে কারারুদ্ধ করি নি; ইনি অমাত্য রাক্ষসের গৃহ-জনকে নিজ গৃহে লুকিয়ে রেখেছেন, অনেক অনুরোধ সত্বেও আমাদের হাতে সমর্পণ করেন নি, তাই ওঁকে কারারুদ্ধ করেছি। এখন যদি তাদের সমর্পণ করেন, তা হ'লে এখনি তাঁর মুক্তি হয়। অন্যথা, তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতে আমরা বাধ্য হব।" অন্য লোকেও যাতে তাঁর দৃষ্টান্তে এরূপ কাজ না করে, তাই তাঁকে বধ্য-স্থানে আনা হয়েছে। শ্রেষ্ঠী জিষ্ণুদাস এই অশ্রাব্য সংবাদ শোনবার পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করবেন বলে' অগ্নি-প্রবেশের উদ্দেশে নগর হ'তে নির্গত হয়েছেন। প্রিয়সখার এই অশ্রাব্য সংবাদ আমারও যাতে শুনতে না হয়, তাই আমিও উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করবার নিমিত্ত এই জীর্ণ উদ্যানে এসেছি।

রাক্ষ।—চন্দনদাসকে এখনও বোধ হয় বধ করে নি?

ব্যক্তি।—না মহাশয়, এখনও তাঁকে বধ করে নি। এখনও অমাত্য রাক্ষসের গৃহজনকে সমর্পণ করতে তাঁকে ক্রমাগত বলা হচ্চে। কিন্তু বারবার বলা সত্বেও, মিত্র-বাৎসল্য-বশতঃ তিনি কিছুতেই তাদের সমর্পণ করচেন না। এই জন্যই তাঁর প্রাণদণ্ডের এত বিলম্ব হচ্চে।

রাক্ষ।—(সহর্ষে স্বগত) সাধু সখা চন্দনদাস সাধু!

তব সখা নাহি কাছে,
তবু তুমি রক্ষিছ শরণাগত জনে,
সাধু গো চন্দনদাস!
শিবি-রাজ সম যশ অর্জ্জিলে এক্ষণে।

(প্রকাশ্যে)।—বাপু যাও, এখনি গিয়ে জিষ্ণুদাসের অগ্নি-প্রবেশ নিবারণ কর গে। আমিও গিয়ে চন্দনদাসকে মৃত্যু-মুখ হ'তে উদ্ধার করি গে।

ব্যক্তি।—আচ্ছা মশায়, চন্দনদাসকে কি উপায়ে মৃত্যু হ'তে উদ্ধার করবেন?

রাক্ষ।—(খড়্গ আকর্ষণ করিয়া) এই খড়্গের দ্বারা।

দেখ এই খড়্গ মোর, মেঘ-মুক্ত আকাশের
শুভ্র মূর্ত্তি করে গো ধারণ,
যুদ্ধোৎসাহে পুলকিত, চির-কর-ধৃত হয়ে
যার সনে সখ্যের বন্ধন।
সময়ের নিকষেতে, রিপু-যুদ্ধে যার বল
বহু-পরীক্ষিত,
মিত্র-স্নেহাকুল আমি—সহসা সে যুদ্ধে মোরে
করে নিয়োজিত।

ব্যক্তি।—মশায়, শুনেছি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের জীব[ন] নাকি বিষম সংশয়াপন্ন, কিন্তু ঠিক্ কি ঘটেছে, নিশ্[চয়] এখনও কিছু বলতে পারচিনে। (দেখিয়া ও পদতলে পড়িয়া) আপনি সুগৃহীতনামা অমাত্য-রাক্ষস কি না অনুগ্রহ করে' আমাকে বলে' আমার সংশয় দূ[র] করুন।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু, ওঠো! আমি স্বচক্ষে আমা[র] প্রভুর বিনাশ দেখেছি, আমি আমার সুহৃদ-বিনাশের হেতু, আমি অতি অনার্য্য। হাঁ বাপু, আমি সেই সার্থক-নামা রাক্ষস বটে।

ব্যক্তি।—(সহর্ষে পুনর্ব্বার পদতলে পড়িয়া) শান্ত হোন্—শান্ত হোন্! আর্য্য! আজ আমার শুভদিন—আজ আমি কৃতার্থ হলেম।

রাক্ষ।—ওঠো বাপু, ওঠো। আর কাল হরণ করে' কি হবে? জিষ্ণুদাসকে বল গে, এই রাক্ষস চন্দনদাসকে মৃত্যু হ'তে উদ্ধার করতে এখনি যাচ্চে। ("দেখ এই খড়্গ মোর" ইত্যাদি পাঠ করিয়া খ[ড়্গ] আকর্ষণ পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

ব্যক্তি।—(চরণে পতিত হইয়া) শান্ত হোন্, শান্ত হোন্, অমাত্য মহাশয়। কিছু দিন হ'ল, এই নগরে চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে শকটদাসের প্রাণ-দণ্ডের আজ্ঞা দিয়েছিলেন। কিন্তু কে একজন এসে বধ্যস্থান হ'তে তাঁকে বলপূর্ব্বক নিয়ে প্রস্থান করে। এইরূপ প্রমাদ ঘটায় চন্দ্রগুপ্ত মহা ক্রুদ্ধ হয়ে ঘাতককে বধ করে' নিজ রোষাগ্নি নির্ব্বাণ করেন। সেই অবধি ঘাতকেরা অস্ত্রধারী কোন পুরুষকে অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে দেখতে পেলেই আপনাদের জীবন-রক্ষার জন্য, বধ্যস্থানে পৌঁছবার পূর্ব্বেই অর্দ্ধ-পথে বধ্যদের প্রাণবধ করে। অতএব আপনি যদি অস্ত্রধারী হয়ে সেখানে যান, তা হ'লে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসের মৃত্যু-কাল আরো এগিয়ে দেওয়া হবে। [প্রস্থান।

রাক্ষ।—(স্বগত) অহো! চাণক্য-বটুর নীতিমার্গ অতীব দুর্ব্বোধ! কেননা:—

যদি সে শকটদাস, চাণক্যের অভিমতে
আনীত হইয়া থাকে আমার হেথায়,
কোন্ অভিপ্রায়ে তবে, ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে
নিহত করিল সেই ঘাতক জনায় ?
পক্ষান্তরে কেন পুনঃ, সেরূপ কৃত্রিম পত্র
করে প্রকটিত ?
—কিছুই বুঝিতে নারি, সংশয়-তরঙ্গে চিত্ত
ঘোর আন্দোলিত ॥
খড়্গ-ব্যাপারের এই নহে গো সময়।
ঘাতকে বধিলে আমি, চন্দনদাসের হবে
মরণ নিশ্চয়।
আছে খড়্গ-নীতি-ফল—এ নহে সে কাল।
উপেক্ষাও নহে ঠিক্, আমা-তরে
সুহৃদের বিপদ করাল ॥
এই তবে করি স্থির, বলি গিয়া ভূপে
—নিজ তনু সমর্পিব মুক্তি-মূল্য-রূপে ॥

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক

দৃশ্য।—বধ্য-ভূমি।

(চণ্ডালের প্রবেশ)

সরে' যাও মশায়রা, সরে' যাও সবে,
যদি চাও বাঁচাইতে, নিজপ্রাণ কুলমান, কলত্র-বিভবে।
তাই বলি, তোমরা গো কর পরিহার
বিষবৎ মনে করি', যাহা কিছু প্রতিবিদ্ধ,
অপথ্য রাজার ॥
অপথ্য সেবিলে হয়, ব্যাধি মৃত্যু ব্যক্তি-বিশেষের,
রাজাপথ্য সেবো যদি, হইবে গো বিনাশ কুলের ॥

যদি প্রত্যয় না হয়, তবে ঐ চেয়ে দেখ, রাজার অপথ্য-কারী সেই শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে সপুত্র-কলত্র বধ্যস্থানে নিয়ে আসা হচ্ছে। (আকাশে) মহাশয় কি বলচেন ? চন্দনদাসের মুক্তির উপায় আছে কি না ? তার একমাত্র উপায়—যদি অমাত্য রাক্ষস তাঁর গৃহজনকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করেন। (পুনর্ব্বার আকাশে) কি ? এই শরণাগত-বৎসল আপনার জীবনের জন্য এই কার্য্য কখনই করবেন না ?—তবে নিশ্চয় জানবেন, তাঁর কিছুতেই শুভ হবে না। আমি যা বল্লেম, এ ভিন্ন এ স্থলে আর কোন প্রতীকার নেই।

(দ্বিতীয় চণ্ডালের পশ্চাৎ স্ত্রী-পুত্র-সমভিব্যাহারে শূল স্কন্ধে বধ্যবেশধারী চন্দনদাসের প্রবেশ)

স্ত্রী।—হা ধিক্! হা ধিক্! আমাদের মত চরিত্র-ভঙ্গ-ভীরু ব্যক্তিদের শেষে চোরের মত মরতে হ'ল ? কৃতান্ত! তোমার পায়ে গড় করি। তবে কি দুর্জ্জনদের কাছে দোষি-নির্দোষের মধ্যে কোন ইতরবিশেষ নেই ? তাই বটে

আমিষ ত্যজিয়া যারা, মৃত্যুভয়ে প্রাণ ধরে
করি' তৃণাহার
সেই মুগ্ধ মৃগগণে, বধে ব্যাধগণ, এ কি
বিধি বিধাতার।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়সখা জিষ্ণুদাস! আমার কথায় একটা উত্তর পর্য্যন্ত কেন দিচ্চ না বল দিগি ? যাদের এখন চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাচ্চি, এই দুঃসময়ে তাদেরও দেখ্‌চি পাওয়া ভার।

চন্দ।—আমার এই প্রিয় সখারা কোন প্রতীকার করতে না পেরে অশ্রুপাত করতে করতে ফিরে যাচ্চেন এবং শোকগ্রস্ত হয়ে দীন-বদনে, বাষ্পপূর্ণ দৃষ্টিতে আমাকে ফিরে ফিরে দেখ্‌চেন।

চণ্ডাল।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) মহাশয়! চন্দনদাস! এইবার বধ্যস্থানে আসা গেছে—এখন আপনার গৃহজনদের বিদায় করে' দিন।

চন্দ।—দেখ গৃহিণি, পুত্রদের নিয়ে ফিরে যাও। এখন বধ্যস্থানে আসা গেছে—এখন আর তোমাদের আসা উচিত হয় না।

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) নাথ! তুমি এখন পরলোকে যাচ্চ—দেশান্তরে যাচ্চ না—এখন তোমার গৃহজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—ঠাকরুণ, মিত্রের কার্য্যেই আমার মৃত্যু হচ্চে—নিজ দোষে নয়। এ তো হর্ষের বিষয়—তবে তোমরা রোদন করচ কেন ?

স্ত্রী।—তা যদি হয়, তা হ'লেও এখন গৃহজনদের ফিরে পাঠান তোমার উচিত হয় না।

চন্দ।—আচ্ছা, তোমরা এখন কি করতে চাও?

স্ত্রী।—(সাশ্রুলোচনে) আমাকে অনুমতি দেও, আমি তোমার সঙ্গে যাই।

চন্দ।—ঠাকরুণ, এ দুশ্চেষ্টা হ'তে বিরত হও। দেখ, তোমার পুত্রটি এখনও লোক-ব্যবহার কিছুই জানে না—তাকে তোমার দেখ্‌তে হবে।

স্ত্রী।—আমাদের কুলদেবতারাই ওকে দেখ্‌বেন। জাহ্‌, বাছা, তোর পিতার চরণে এই শেষ প্রণাম কর্।

পুত্র।—(পায়ে পড়িয়া) বাবা, তুমি গেলে আমি কি কর্‌ব?

চন্দ।—বৎস, চাণক্য-হীন দেশে গিয়ে বাস কোরো।

চণ্ডাল।—শ্রেষ্ঠী মহাশয়! শূল পোঁতা হয়েছে, এইবার প্রস্তুত হোন।

স্ত্রী।—মহাশয়রা তোমরা রক্ষা কর—রক্ষা কর।

চন্দ।—বাপু, একটু সবুর কর। দেখ প্রাণ-প্রিয়ে! কেন তুমি বৃথা রোদন কচ্চ? স্ত্রীজনের প্রতি যাঁর দয়ামায়া ছিল, সে নন্দ-মহারাজ স্বর্গে গেছেন।

১ চণ্ডাল।—ওরে বেণুবেত্রক! এই চন্দনদাসকে ধরে' নিয়ে আয়। তা হ'লে গৃহজনেরা আপনা হতেই চলে' যাবে।

২ চণ্ডাল।—ওরে বজ্রলোমক!—এই দেখ্ ধরেছি।

চন্দ।—বাপু, একটু থামো। আমি পুত্রটিকে একবার কোলে করি। (পুত্রকে কোলে করিয়া মস্তক আঘ্রাণ) দেখ বাছা, এক সময়ে মরতেই হবে—এখন মিত্র-কার্য্যে যে আমি মরচি, এই আমার সুখ ও সান্ত্বনা।

পুত্র।—আচ্ছা বাবা, এই কি আমাদের কুল-প্রথা? (পদতলে পতন)।

চণ্ডা।—ওরে বজ্রলোমক! ওকে ধরে' নিয়ে আয়। (চণ্ডালদ্বয় শূলে দিবার জন্য চন্দনদাসকে ধৃতকরণ)

স্ত্রী।—মশায়রা—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন!

(রাক্ষসের সত্বর প্রবেশ)

রাক্ষস।—ভয় নাই ঠাকরুণ, ভয় নাই। শোনো সেনাপতি—চন্দনদাসকে বধ কোরো না। কেননাঃ—

রিপুকুল-নাশ-সম, প্রভুকুল-নাশ যে গো
দেখিল নীরবে,
মিত্রের বিপদ-কালে, যে থাকে নিশ্চিন্ত বোসে
যেন গো উৎসবে,
যার এই ছার আত্মা তোমাদের অপমান
তিরস্কার-ভূমি,
তারি প্রাপ্য বধ্যমালা—মম কণ্ঠে পরাইয়া
দেও গো এখনি।

চন্দ।—(দেখিয়া সাশ্রু-লোচনে) অমাত্য, আপনি আবার এ কি করতে যাচ্ছেন?

রাক্ষ।—তোমার সুচরিতের একাংশ মাত্রের অনুকরণ।

চন্দ।—অমাত্য, আমার এখন সমস্তই নিষ্ফল। আমার জন্য এইরূপ করে' আপনি আমার মনের মত কাজ করলেন না।

রাক্ষ।—সখা চন্দনদাস! তিরস্কার করে' ফল কি? জীবলোক স্বার্থপ্রধান। বাপু! দুরাত্মা চাণক্যকে এই কথা বল গে।

চণ্ডালদ্বয়।—কি কথা?

অসজ্জন-রুচি ঘোর' দুষ্কাল এ কলি-কালে
নিজ প্রাণ করি' বিসর্জ্জন,
অন্যেরে করে যে রক্ষা, সেই সে চন্দনদাস
শিবি-যশ করিল অর্জ্জন।
তিনি অতি শুদ্ধ-চিত্ত, তাঁর সুচরিত কার্য্যে
বুদ্ধগণও হন তিরস্কৃত।
লোক-পূজ্য সেই তিনি, বধ্যভূমে মোর তরে
হইলেন নীত।
অমাত্য-রাক্ষস তাই, দেখ এবে বধ্যস্থানে
আসি' উপস্থিত।

১ম চণ্ডাল।—ওরে বেণুবেত্রক! তুমি তবে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে ধরে' এই শ্মশান-গাছের ছায়ায় একটুখানি দাঁড়াও, আমি চাণক্য-মন্ত্রী মশায়কে বলে' আসি, অমাত্য-রাক্ষস ধৃত হয়েছে।

২য় চ।—আচ্ছা বজ্রলোমক, তাই করচি।

[সপুত্র-দারা চন্দনদাসকে লইয়া প্রস্থান।

১ম চণ্ডা।—(রাক্ষসের সহিত পরিক্রমণ করিয়া) ওগো! দৌবারিকদের মধ্যে কে আছে ওখানে? নন্দকুল-সৈন্যের বজ্রস্বরূপ, মৌর্য্যকুল প্রতিষ্ঠাতা সেই চাণক্য-ঠাকুরকে বল :—

রাক্ষ।—(স্বগত) এও রাক্ষসকে শুনতে হ'ল?

চণ্ডা।—চাণক্য-ঠাকুরের নীতি-কৌশল-বলে অমাত্য-রাক্ষস ধৃত হয়েছেন।

চাণ।—(যবনিকা হইতে সহর্ষে মুখ বাড়াইয়া) বাপু—বল বল।

উত্তুঙ্গ পিঙ্গল-শিখা, দীপ্তানল কে বাঁধিল
বসন-অঞ্চলে?
সদাগতি-গতি-রোধ, কে করিল সহসা গো
রজ্জুর শৃঙ্খলে?
গজমদ-গন্ধি-জটা, সিংহে কে বাঁধিল বল
পিঞ্জর-মাঝারে?
কে সাঁতারে' হ'ল পার, কুম্ভীর-মকর-পূর্ণ
ভীম পারাবারে?

চণ্ডা।—এ সব কে আবার করবে—নীতি-নিপুণ-বুদ্ধি চাণক্য-ঠাকুরই করেছেন।

চাণ।—না বাপু, ও কথা বোলো না—বরং বল, নন্দকুলদ্বেষী দৈবেরই এই কাজ।

রাক্ষ।—(দেখিয়া স্বগত) এই যে সেই দুরাত্মা অথবা মহাত্মা চাণক্য।

সর্ব্ব-শাস্ত্র-জ্ঞানাকর রত্নের সাগর
—মোদের বিদ্বেষ যার গুণের উপর।

চাণ।—(দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, অমাত্য রাক্ষস!—এই সেই মহাত্মা:—

যাহা হ'তে বহু দিন, ভুঞ্জিল বৃষল-সৈন্য
আর, মোর মন
গুরুতর চিন্তা-ক্লেশ, দীর্ঘ-দীর্ঘ নিশি করি'
নিত্য জাগরণ।

(যবনিকা অপনীত করতঃ নিকটে অগ্রসর হইয়া) অমাত্য রাক্ষস! বিষ্ণুগুপ্তের নমস্কার গ্রহণ করুন।

রাক্ষ।—(স্বগত) অমাত্য এই বিশেষণ-পদটি এখন আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর। (প্রকাশ্যে) বিষ্ণুগুপ্ত! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! ইনি চণ্ডাল নন। আপনি পূর্ব্বে এঁকে দেখেছেন, ইনি একজন রাজপুরুষ, নাম সিদ্ধার্থক। আর এই দ্বিতীয় ব্যক্তিও একজন রাজপুরুষ, এঁর নাম সমিদ্ধার্থক। এঁদের সঙ্গে সৌহার্দ্দ ঘটিয়ে আমিই শকটদাসকে দিয়ে সেই কপট-পত্র লিখিয়েছিলেম।

রাক্ষ।—(স্বগত) আঃ বাঁচা গেল, শকটদাসের উপর থেকে আমার সন্দেহটা চলে' গেল।

চাণ।—অত কথায় কাজ কি, সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলি শুনুন:—

সেই ভদ্রভট্ আদি, সেই সে কৃত্রিম লিপি,
—সেই সিদ্ধার্থক,
সেই তিন অলঙ্কার, সেই আপনার মিত্র
বৌদ্ধ ক্ষপণক,
জীর্ণোদ্যান-গত সেই আর্ত্ত-ব্যক্তি, আর সেই
শ্রেষ্ঠি-কষ্টভোগ
সমস্ত আমারি এ—
(অর্দ্ধোক্তি করিয়া লজ্জিত)
সমস্তই বৃষলের—তব সনে মিলিবারে
—নীতির প্রয়োগ।

এই দেখুন, বৃষল আপনাকে দেখতে এসেছেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) কি করা যায়—নিরুপায়। (প্রকাশ্যে) তাই তো দেখছি।

(সেবকগণে অনুসৃত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(স্বগত) বিনা-যুদ্ধেই ঠাকুর রিপুকুলকে পরাজিত করেছেন, এতে আমি বাস্তবিকই একটু লজ্জিত আছি।

কোন লক্ষ্য-বস্তুপরে
না হইয়া শরের প্রয়োগ
তবু ফল-লাভ হ'ল,
শর তাই করে লজ্জা-ভোগ।
লজ্জিত হইয়া তাই
সর্ব্বদা থাকে অধোমুখে
নিজ তূণ-শায়ী হয়ে
অবস্থান করে মনোদুখে।

অথবা:—

রাজচিন্তা-পরাঙ্মুখ
সদা আমি সুখে নিদ্রাগত,
মম গুরুজন সবে
মোর কার্য্যে সদাই জাগ্রত।
না ধরিয়া ধনুর্ব্বাণ আমাবিধ জন,
অরাতি-বিজয়ে তাই হয়েছে সক্ষম।

(চাণক্যের নিকট অগ্রসর হইয়া) আর্য্য! চন্দ্রগুপ্তের প্রণাম গ্রহণ করুন।

চাণ।—বৃষল, তোমার সম্বন্ধে আমার সকল আশীর্ব্বাদই নিঃশেষ হয়ে গেছে—এখন এই মান্যাস্পদ অমাত্য-রাক্ষসকে তুমি প্রণাম কর—ইনি তোমার পৈতৃক অমাত্য-প্রধান।

রাক্ষ।—(স্বগত) চাণক্য দেখ্‌চি এই সম্বন্ধের উল্লেখ করে' মিলন ঘটাবার চেষ্টা করচেন।

(দেখিয়া স্বগত) এই যে চন্দ্রগুপ্ত।

শৈশবে দেখিয়া এঁরে, মহোদয় বলি' সবে
ভাবিত গো মনে।
যূথপতি করী যথা, ক্রমে ইনি উঠিলেন
রাজ-সিংহাসনে॥

(প্রকাশ্যে) রাজন্, বিজয়ী হও!

রাজা।—আর্য্য!

আপনি ও গুরুদেব, সন্ধি-যুদ্ধ-আদি কার্য্যে
জাগ্রত যখন
তখন কেন না হবে বিজিত গো আমা হ'তে
সমস্ত ভুবন?

রাক্ষস।—(স্বগত) কুটিল-মতি চাণক্যের এই শিষ্যটি আমাকে ভৃত্য ভেবে এই কথা বল্‌চেন—না বিনয়ের ভাবে বল্‌চেন? চন্দ্রগুপ্তের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ আমি দেখ্‌চি এঁর কথা বিপরীতভাবে গ্রহণ করচি। যাই হোক, যশস্বী চাণক্য সর্ব্বপ্রকারেই যোগ্য পাত্র লাভ করেছেন বল্‌তে হবে, কেননা—

লভিলে সুযোগ্য নৃপ—মন্ত্রী হোক্ যতই অক্ষম—
তবু সে মন্ত্রীর হয় সুযশ অর্জ্জন।
অযোগ্য হইলে নৃপ—শীর্ণাশ্রয়-তট-তরু-সম
সুনেতা মন্ত্রী যে তারো হয় গো পতন॥

চাণক্য।—অমাত্য রাক্ষস, আপনি কি চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা করেন?

রাক্ষ।—দেখ বিষ্ণুগুপ্ত, সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ আছে?

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! এখনও দেখ্‌চি আপনি যুদ্ধোপযোগী শস্ত্র ধারণ করে' আছেন—এ অবস্থায় বৃষল কিরূপে অনুগ্রহ প্রকাশ করবেন? সত্যই যদি আপনি চন্দনদাসের জীবন ইচ্ছা করেন, তা হ'লে এই শস্ত্রটি গ্রহণ করুন।

রাক্ষ।—দেখ বিষ্ণুগুপ্ত! তা কখনই হ'তে পারে না। এ শস্ত্র আমার অযোগ্য—বিশেষতঃ যখন তুমি এটি ধারণ করচ।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! আমি যোগ্য, আপনি অযোগ্য—এ কিরূপ কথা? দেখুন:—

শত্রুগর্ব্বহারী তব পৌরুষ-বিক্রমে,
অবিরাম-বল্‌গা-বদ্ধ ক্লান্ত অশ্বগণ।
আমাদের অশ্বারোহী সদা অশ্বাসনে,
ত্যজি' স্নানাহার-পান-বিহার-শয়ন।
কি দশা হয়েছে দেখ
এই সব নিরীহ হাতীর,
—সংগ্রামে সজ্জিত সদা
পৃষ্ঠদণ্ড হয়েছে বাহির।

সে যাই হোক্, আপনি এই শস্ত্র গ্রহণ না করলে, চন্দনদাসের কিছুতেই প্রাণরক্ষা হবে না।

রাক্ষ।—(স্বগত)

নন্দরাজ-স্নেহ-কণা জাগে এ হৃদয়ে
কেমনে রিপুর আমি থাকি ভৃত্য হয়ে?
নিজ হস্তে জল দিয়া
যে তরুরে করিনু বর্দ্ধন
কেমনে ছেদিব, করি'
মিত্র-দেহে শস্ত্র-সঞ্চালন?
বিধির এ কার্য্য-গতি বোঝা সুদুস্কর
কি কার্য্য—কি অকার্য্য তাঁর—বুদ্ধি অগোচর।

(প্রকাশ্যে) আচ্ছা বিষ্ণুগুপ্ত! খড়্গ দেও। সর্ব্বকার্য্য-প্রবর্ত্তক সুহৃৎ-স্নেহই সকলের শ্রেষ্ঠ—অতএব কি করা যায়—গত্যন্তর নাই। দেখ, এতেও আমি এখন প্রস্তুত।

চাণ।—(সহর্ষে শস্ত্র অর্পণ করিয়া) বৃষল! বৃষল! অমাত্য রাক্ষস অনুগ্রহ করে' শস্ত্র গ্রহণ করেছেন। তোমার প্রতি অদৃষ্ট এখন সুপ্রসন্ন।

রাজা।—এটি ঠাকুরেরই প্রসাদে ঘট্‌ল।

(রক্ষীর প্রবেশ)

রক্ষী।—আর্য্যের জয় হোক্! ভদ্রভট্ট, ভাগুরায়ণ প্রভৃতি এঁরা মলয়কেতুর হস্ত-পদ বন্ধন করে' তাঁকে প্রতীহার-ভূমিতে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এখন তাঁরা ঠাকুরের অনুমতির অপেক্ষায় আছেন।

চাণ।—আচ্ছা, শুন্‌লেম। দেখ বাপু! অমাত্য

রাক্ষসকে এ বিষয় জানাও, এখন থেকে তিনিই রাজ-কার্য্য দেখ্‌বেন।

রাক্ষ।—(স্বগত) চাণক্যের কৌশলে আমি এখন দাস হয়ে পড়লেম—দাসের মত এখন আমার প্রার্থনা জানাতে হবে। (প্রকাশ্যে) রাজন্! চন্দ্রগুপ্ত! সকলেই জানে, আমি মলয়কেতুর সহিত কিছুকাল একত্র বাস করেছি। অতএব অনুগ্রহ করে' মলয়কেতুর প্রাণরক্ষা করুন।

রাজা।—(চাণক্যের মুখের দিকে চাহিয়া)

চাণ।—বৃষল, অমাত্য রাক্ষসের এই প্রথম প্রার্থনা—এ প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত। (রক্ষীকে দেখিয়া) দেখ বাপু! আমার নাম করে' ভদ্রভট্ট প্রভৃতিকে বল, অমাত্য রাক্ষসের অনুরোধে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মলয়কেতুর পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি মলয়কেতুকে দান করলেন। অতএব তাঁরা যেন তাঁর সঙ্গে গিয়ে তাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে' এখানে ফিরে আসেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর।

চাণ।—একটু দাঁড়াও। দেখ বাপু, বিজয়পাল ও দুর্গপালকেও এই কথা বল, অমাত্য রাক্ষস মন্ত্রি-পদের শস্ত্র গ্রহণ করায় রাজা প্রীত হয়ে এই আদেশ করচেন:—শ্রেষ্ঠি চন্দনদাস আজ হ'তে রাজ্য-মধ্যে সমস্ত নগরের শ্রেষ্ঠী-পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

রক্ষী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর। [প্রস্থান।

চাণ।—চন্দ্রগুপ্ত! আর যদি কোন প্রিয় বাসনা থাকে তো বল।

রাজা।—এর পর প্রিয় বাসনা আর কি থাক্‌তে পারে?

রাক্ষসের সনে হ'ল মিত্রতা-বন্ধন,
রাজ-সিংহাসনে মোরে করিলে স্থাপন,
সমূলে নির্ম্মূল হ'ল নন্দ-রাজগণ,
অতঃপর করিবার কি আছে এখন?

চাণ।—দেখ বিজয়া! দুর্গপাল ও বিজয়পালকে বল, অমাত্য রাক্ষসকে পেয়ে প্রীত হয়ে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত এই আদেশ করচেন, "হস্তী অশ্ব ছাড়া আর সকলেরই বন্ধন যেন মোচন করা হয়। অথবা, এখন অমাত্য রাক্ষসকে পাওয়া গেছে, এখন হস্তী অশ্বেতেই বা কি প্রয়োজন?—এখন তবে:—

অশ্ব ও হস্তীর সহ, সবার বন্ধন আজি
হউক মোচন।
হইল প্রতিজ্ঞা পূর্ণ, এবে শুধু শিখাটির
হউক বন্ধন॥

(শিখা-বন্ধন)

প্রতী।—যে আজ্ঞা ঠাকুর।

[প্রস্থান।

চাণ।—অমাত্য রাক্ষস! আপনার এখন কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি, বলুন।

রাক্ষ।—এর পর আর আমার কি প্রিয় বাসনা থাকতে পারে? এতেও যদি আপনার পরিতোষ না হয়, তবে ভরত-শিষ্যের এই প্রার্থনাটি পূর্ণ করুন!

স্বয়ম্ভু যেমতি পূর্ব্বে, নিজ বল-অনুরূপ
বরাহ হইয়া
জলমগ্ন ধরিত্রীরে, ধারণ করিলা নিজ
দন্ত-কোটি দিয়া,
সেইরূপ চন্দ্রগুপ্ত, রাজমূর্ত্তি ধরি', নিজ
মহাবাহু করি প্রসারণ
মিলি বন্ধু ভৃত্যসনে, ম্লেচ্ছের উৎপাত হ'তে
ধরণীরে করুন রক্ষণ।

সমাপ্ত

উত্তর-চরিত

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

উত্তর-চরিত

প্রস্তাবনা

নান্দী।

বাল্মীকি আদি গুরু
যা হ'তে ছন্দের সুরু
প্রণমিয়া তাঁর পদে এ মোর মিনতি।
যেন দেবী বাগ্‌বাদিনী
ব্রহ্ম-অংশ সনাতনী
বিতরেন আমা পরে কৃপা এক রতি॥

সূত্রধার।—বাহুল্য কথায় প্রয়োজন নাই। অদ্য ভগবান্ কাল-প্রিয়নাথের মহোৎসব। অতএব আমি সভাস্থ তাবৎ গণ্য মান্য মহোদয়দের নিবেদন করচি, আপনারা সকলে অবধান করুন। অসাধারণ কবিত্ব-গুণে বাগ্‌দেবী যাঁর কণ্ঠে নিয়ত বাস করেন, সেই শ্রীকণ্ঠপদ-উপাধিধারী, শব্দ-বিদ্যা-পরাদর্শী, জাতুকর্ণী-তনয়, কশ্যপ-গোত্র-সম্ভূত মহাকবির নাম ভবভূতি।

বাগ্‌দেবী যে দ্বিজের হয়ে আজ্ঞাকারী
সতত সেবায় রত যেন বশ্যা নারী,
তাঁহারই প্রণীত এই উত্তর-চরিত
আজি এই রঙ্গভূমে হবে অভিনীত।

আমি অভিনয়ের অনুরোধে, রামচন্দ্রের সম-কালিক একজন অযোধ্যাবাসী সেজে এখানে উপস্থিত হয়েছি। (চারিদিক অবলোকন করিয়া) ওহে পুরবাসিগণ! শোনো দিকি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি;—রাবণ-কুলের যিনি প্রলয়-ধূমকেতু, সেই রাজা রামচন্দ্রের এই অভিষেক-সময়; এখন দেখ, আনন্দ-নান্দী চতুর্দ্দিকে দিবারাত্রি ধ্বনিত হচ্চে, তবে আজ এই সকল অঙ্গনভূমিতে নটদের গীত-বাদ্য শোনা যাচ্চে না কেন বল দিকি?

(নটের প্রবেশ)

নট।—মহারাজের অভিষেক হবে শুনে, অভি-নন্দনের জন্য, লঙ্কাসমর-সহায় যে সকল বানর ও রাক্ষস এখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং দিগ্‌দিগন্ত পবিত্র করে' যে সকল ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষি নানা দেশ হ'তে সমাগত হয়েছিলেন, মহারাজের নিকট তাঁরা আজ বিদায় নিয়ে স্ব স্ব গৃহে ফিরে গেলেন। এঁদেরই অভ্যর্থনার জন্য এত দিন পর্য্যন্ত উৎসব হচ্চিল। আবার সম্প্রতি

অরুন্ধতী বশিষ্ঠের সঙ্গে মাতৃগণ
যজ্ঞ-নিমন্ত্রণে গেলা জামাতৃ-ভবন।

সূত্রধার।—হাঁ, তাই বটে।

নট।—আমি বিদেশী লোক, এখানকার কাহা-কেও চিনি না, রাজ-মাতাদের জামাতা আবার কে বলুন দিকি?

সূত্রধার।—

মহারাজা দশরথ
শান্তা নামে দুহিতারে লোমপাদে করেন অর্পণ।
লোমপাদ নৃপবর
পালিতা তনয়ারূপে কন্যাটিরে করেন পালন॥

তার পর, বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁকে বিবাহ করেন। সেই ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিই দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন। যদিও বধূমাতা জানকী এখন পূর্ণগর্ভা, তবু তাঁকে গৃহে রেখে অন্তঃপুরের গুরুজনেরা নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য জামাতার আশ্রমে যাত্রা করেছেন। তা, সে যাই হোক, আমাদের জাতি-ব্যবসা রাজার স্তুতিবাদ করা, তা এখন চল, সেই কাজে আমরা রাজ-দ্বারে উপস্থিত হই গে।

নট।—আচ্ছা মহাশয়, রাজার সমক্ষে পাঠ করা যেতে পারে, এমন একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্তুতিবাদ-পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করে' দিন দিকি।

সূত্রধার।—দেখ নটবর, তোমরা কোন আশঙ্কা কোরো না।

যথারুচি কথা রচি' কোরো স্তুতিগান
লোক-বাক্যে কিছুমাত্র দিও নাকো কাণ।

দোষ-শূন্য যত কেন হোক্ না রচনা
তবু দোষ-দর্শী করে দোষের সূচনা।
যতই বিশুদ্ধ হোক্ স্ত্রীজন-চরিত,
তবুও দুর্জ্জন করে দোষ উদ্ভাবিত।

নট।—মশায়, দুর্জ্জন বল্লে যথেষ্ট হয় না, ওরূপ লোককে অতিদুর্জ্জন বলাই উচিত। কেননা,

এমন যে সীতাদেবী তারও প্রতি লোক
কত মন্দ কথা বলি' করে দোষারোপ।
বলে—"করেছিল সীতা রক্ষো-গৃহে বাস
অগ্নিশুদ্ধি হইলেও নাহিক বিশ্বাস"॥

সূত্রধার।—এই জনরবের কথা যদি মহারাজ আবার শুন্‌তে পান, তা হ'লে মহা বিপদ উপস্থিত হবে।

নট।—দেবতা ও ঋষিগণ সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করবেন—তাঁরাই এই বিপদ নিবারণ করবেন। (পরিক্রমণ করিয়া) ওহে, তোমরা বল্‌তে পার, মহারাজ এখন কোথায়? (কর্ণপাত করিয়া) ও! লোকে এই কথা বল্‌চে:—

অভিনন্দনের তরে জনক ভূপতি
কিছুদিন হেথা আসি' করেন বসতি।
উৎসব-সময় হেথা করিয়া যাপন
আজ তিনি স্বনগরে করিলা গমন।
তাই সীতাদেবী আজ অতীব বিমনা।
রাজা রামচন্দ্র তাঁরে করিতে সান্ত্বনা
ধর্ম্মাসন তেয়াগিয়া, ছাড়ি' সর্ব্বকাজ
প্রবেশিলা এইমাত্র অন্তঃপুর-মাঝ।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথমাঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজ-অন্তঃপুর।

(রাম ও সীতা আসীন)

রাম।—দেবি বৈদেহি! শান্ত হও। গুরুজনেরা আমাদের ছেড়ে কখনই চিরকাল থাক্‌তে পারবেন না। তবে কি না

অগ্নিহোত্রী গৃহস্থের
কত কর্ম্ম আছে দিবারাত
গৃহ ছাড়ি, থাকিলে যে
হয় তাহে বিষম ব্যাঘাত।
তাই তাঁরা হেথা হ'তে
করেছেন স্বগৃহে গমন
পাছে কোন ত্রুটি হয়
অনুষ্ঠিতে গৃহস্থ-ধরম।

সীতা।—তা জানি নাথ, তবু কি জানি কেন, আত্মীয়-জনের সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'লেই মনে কেমন একটা বিষম কষ্ট উপস্থিত হয়।

রাম।—সে কথা সত্য। এইগুলিই সংসারের মর্ম্মভেদী কষ্ট। আর এই জন্যই মনীষীরা সংসারে বিরক্ত হয়ে সর্ব্বপ্রকার কামনা পরিত্যাগ করে' অরণ্যে গিয়ে বিশ্রাম করেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—রামভদ্র! (অৰ্দ্ধোক্তি করিয়া সভয়ে) মহারাজ!

রাম।—(সস্মিত) দেখ, তুমি পিতার পুরাতন ভৃত্য, রামভদ্র বলে' আমাকে সম্বোধন করাই তোমার মুখে শোভা পায়। যে নামে ডাকা তোমার চির-কালের অভ্যাস, সেই নামেই তুমি আমাকে ডেকো। কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোরো না।

কঞ্চুকী।—ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম থেকে অষ্টাবক্র এসেছেন।

সীতা।—(কঞ্চুকীর প্রতি) আর্য্য! তবে তাঁর আস্‌তে বিলম্ব হচ্চে কেন?

রাম।—শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এসো।

কঞ্চুকী।— [প্রস্থান।

(অষ্টাবক্রের প্রবেশ)

অষ্টাবক্র।—কল্যাণ হোক!

রাম।—প্রণাম করি। এইখানে বসুন।

সীতা।—প্রণাম। আমার গুরুজনেরা সকলে ভাল আছেন? আর্য্যা শান্তা ভাল আছেন?

রাম।—সোমরসপায়ী আমার ভগিনীপতি ঋষ্যশৃঙ্গ ভাল আছেন? আর্য্যা শান্তার মঙ্গল?

সীতা।—আমাদের কি তাঁর মনে পড়ে?

অষ্টাবক্র।—(উপবেশন করিয়া) হাঁ, তিনি তোমাদের সর্ব্বদাই মনে করেন।

(সীতার প্রতি) ভগবান্ বশিষ্ঠদেব তাঁর নাম করে' এই কথা তোমাকে বল্‌তে আমায় আদেশ করেছেন যে,

ভগবতী বসুন্ধরা তোমার জননী,
প্রজাপতি সমান জনক তব পিতা,
যে কুলের কুলবধূ তুমি গো নন্দিনি,
সে কুলের কুলগুরু আমি ও সবিতা।

অতএব, অন্য আর কি আশীর্ব্বাদ করব, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি বীরপ্রসবিনী হও!

রাম।—অনুগৃহীত হলেম।

গৃহাশ্রমী সজ্জনের
বাক্য যায় অর্থ সাথে সাথে।
পুরাতন ঋষিদের
অর্থ ধায় বাক্যের পশ্চাতে॥

অষ্টাবক্র।—ভগবতী অরুন্ধতী, শান্তা এবং অন্যান্য দেবীগণ আপনার প্রতি বারম্বার এই আদেশ করেছেন, গর্ভাবস্থায় সীতাদেবীর মনে যে কোন অভিলাষ হবে, তৎক্ষণাৎ যেন তা পূর্ণ করা হয়।

রাম।—উনি যখনই যা বলেন, তখনি তা করা হয়।

অষ্টাবক্র।—আর দেবীর ননন্দা-পতি ঋষ্যশৃঙ্গ এই কথা এঁকে বল্‌তে বলেছেন:—"বাছা, পূর্ণগর্ভা বলেই আমি তোমাকে এখানে আনি নি। আর, বৎস রামচন্দ্রকেও তোমার চিত্তবিনোদনের নিমিত্তই সেখানে রাখা গেছে। তা, কিছুদিন পরে, একেবারে পুত্র কোলে নিয়ে তুমি এইখানে আস্‌বে, আমরা দেখব।

রাম।—(সহর্ষ সলজ্জ সস্মিত) তাই হবে। ভগবান্ বশিষ্ঠদেব আমার প্রতি কি কিছু আদেশ করেন নি?

অষ্টাবক্র।—শুনুন। তিনি আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেছেন।—

জামাতৃ-যজ্ঞেতে মোরা বদ্ধ আছি সবে,
তরুণ বালক তুমি, নব তব রাজ্য;
প্রজানুরঞ্জনে সদা তৎপর হবে,
পাবে যশ—রঘুকুল-পরম-ঐশ্বর্য্য।

রাম।—ভগবান্ বশিষ্ঠদেবের আদেশ শিরোধার্য্য।

স্নেহ দয়া আত্মসুখ, এমন কি, প্রাণের সীতায়।
অক্লেশে ত্যজিতে পারি তুষিবারে সকল প্রজায়॥

সীতা।—নাথ, এই জন্যই লোকে তোমাকে রাঘব-ধুরন্ধর বলে।

রাম।—কে আছ, মহর্ষি অষ্টাবক্রের বিশ্রামের আয়োজন করে' দেও।

অষ্টাবক্র।—(উঠিয়া পরিক্রমণ) এই যে কুমার লক্ষ্মণ আস্‌চেন।

[অষ্টাবক্রের প্রস্থান।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—আর্য্যের জয় হোক্! সেই চিত্রকর আমাদের আদেশমত এই চিত্রপটে আপনার কার্য্য-গুলি সমস্ত চিত্র করেছে—এই দেখুন।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ, কি উপায়ে সীতাদেবীর মনঃকষ্ট নিবারণ কর্‌তে হয়, তা তুমিই ভাল জান। তা, এতে কোন্ পর্য্যন্ত চিত্রিত হয়েছে?

লক্ষ্মণ।—দেবীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।

রাম।—

পবিত্র উৎপত্তি যার
কিবা কাজ অপর পাবনে!
কে শুদ্ধ করিতে পারে
তীর্থ-জল আর হুতাশনে?

দেবি! অগ্নিপরীক্ষার কথা মনে করে' আমার প্রতি আর অপ্রসন্ন হয়ো না। হায়! আমারই অবিবেচনা-দোষে দেখ্‌ছি তোমার এই অপবাদটি যাবজ্জীবন স্থায়ী হ'তে চল্ল। দেবি, পবিত্র যজ্ঞভূমিতে তোমার উৎপত্তি, তোমার বিশুদ্ধ চরিত্রে কি কারও সন্দেহ হ'তে পারে? তবে কি না

কুলকীর্ত্তি রক্ষা হেতু কুলমানী জন
কষ্ট হইলে-ও করে লোকানুরঞ্জন।
তারি লাগি মন্দ কথা বলেছি তোমায়
তুমি তার নহ যোগ্য—ক্ষম গো আমায়।

শিরে-ই সুরভিপুষ্প রাখা স্বাভাবিক
এ কথা প্রসিদ্ধ আছে সর্ব্বলোক-মাঝে।
চরণে দলিত করা নহে কভু ঠিক্,
এ হীনতা কিছুতেই তারে নাহি সাজে॥

সীতা।—সে যা হবার, তা হয়েছে, ও কথায় আর কাজ নেই। এসো এখন চিত্রগুলি দেখা যাক্। (উত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান-মণ্ডপ।

লক্ষ্মণ।—এই সেই চিত্রপট।

সীতা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) উপরে ঘেঁসাঘেঁসি হয়ে কে ওরা আর্য্যপুত্রকে স্তব করচে?

লক্ষ্মণ।—ওগুলি সেই মন্ত্রপূত জ়ৃম্ভক নামে দিব্য অস্ত্র। অস্ত্রগুলি প্রথমে বিশ্বামিত্র কৃশাশ্বের কাছ থেকে পান—তার পর তিনিই আবার তাড়কা-বধের সময় আর্য্যকে প্রসাদস্বরূপ দান করেন।

রাম।—দেবি, এই দিব্যাস্ত্রগুলিকে প্রণাম কর।

ব্রহ্মা আদি পূর্ব্বগুরু বেদরক্ষাতরে
বহুকাল তপ করি' পাইলেন পরে
এই সব দিব্য অস্ত্র, তপস্তেজোময়
—তপস্যা-প্রত্যক্ষ-ফল এই সমুদয়।

সীতা।—এঁদের নমস্কার।

রাম।—দেখ দেবি, এই অস্ত্রগুলি পরে তোমার পুত্রেতে গিয়ে বর্ত্তাবে।

সীতা। অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ আর্য্যে, মিথিলা-বৃত্তান্ত এই-খানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—ও মা, তাই তো। উনি যে সময় অবলীলাক্রমে হরধনুর্ভঙ্গ করেছিলেন, এ যে সেই সময়কার চিত্র দেখছি। নবপ্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত কেমন শ্যামলবর্ণ—দেহটি কেমন সুন্দর, কোমল হৃষ্ট-পুষ্ট—আর, কাকপক্ষ থাকার দরুণ মুখের কেমন শোভা হয়েছে। আবার পিতা আর্য্যপুত্রের সৌম্য মুখশ্রী বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে দেখ্‌ছেন।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! দেখ দেখ—

বশিষ্ঠাদি কুটুম্বেরে, পিতা তব করিছেন সেবা সমুচিত।
রয়েছেন সঙ্গে তাঁর শতানন্দ ঋষি নিজ কুল-পুরোহিত॥

রাম।—এই চিত্রটি দ্রষ্টব্য বটে।
জনক রঘুর কুলে এ সম্বন্ধ কার নহে প্রিয়
দাতা ও গ্রহীতা যেথা বিশ্বামিত্র ঋষি পূজনীয়।

সীতা।—এই তোমরা চার ভাই, গোদানাদি মাঙ্গল্য কর্ম্ম সমাধা করে' বিবাহে দীক্ষিত হয়েছ। কি আশ্চর্য্য! মনে হচ্চে, যেন সেই সময়ে ও সেই স্থানে এখনই আমি উপস্থিত।

রাম।—

তাই বটে প্রিয়ে, মনে হতেছে আমার,
ফিরে যেন সে সময় আসিল আবার
যবে শতানন্দ ঋষি লয়ে পাণি তব
(কঙ্কণ-ভূষিত কিবা—সাক্ষাৎ উৎসব)
সঁপিলেন সযতনে আমার এ করে.
নিরখি প্রত্যক্ষ যেন এবে চিত্রপরে।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! এইটি তোমার ছবি—এইটি আর্য্যা মাণ্ডবীর, আর এইটি বধূমাতা শ্রুতকীর্ত্তির।

সীতা।—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কে বল দিকি?

লক্ষ্মণ।—(সলজ্জ ঈষৎ হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া স্বগত) ও! উনি উর্ম্মিলার কথা জিজ্ঞাসা কচ্চেন। এই বেলা চিত্রের অন্য অংশ এঁদের দেখাই। (প্রকাশ্যে) আর্য্যে, আর একটি চিত্র দেখ—এটিও দ্রষ্টব্য। এই ভগবান্ ভার্গব পরশুরাম।

সীতা।—উঃ! মহর্ষে, নমস্কার।

রাম।—মহর্ষে, নমস্কার।

লক্ষ্মণ।—আর্য্যে! দেখ দেখ—আর্য্য পরশু-রামকে যুদ্ধে—(অর্দ্ধোক্তি)

রাম।—(ঈষৎ তিরস্কারের ভাবে) আঃ! আরও তো অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু আছে।—অন্য কিছু দেখাও না ভাই।

সীতা।—(রামকে প্রীতি ও বহুমান সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া) নাথ! এই বিনয়গুণেই যেন তোমাকে আরও ভাল দেখাচ্চে।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, আমরা যখন অযোধ্যায় এলেম, তারই এই চিত্র।

রাম।—(সজল-নেত্রে) হা! সমস্ত মনে পড়্‌চে —সমস্ত মনে পড়্‌চে।

পিতা আছেন জীবিত, মোরা নব বিবাহিত,
লালিত-পালিত সবে মাতৃগণ-কাছে।
সেকালের কথা সব, মনে পড়ে অভিনব,
সে দিন গিয়াছে হায় সে দিন গিয়াছে॥

এই সময়ে জানকীর

অনতি-নিবিড়-সূক্ষ্ম কিবা চারু কেশ
শোভিতো ও ললাটের দুই প্রান্তদেশ।
মুকুল-দশন-পাঁতি, মুগ্ধ কচি মুখ,
হেরি' মাতাদের মনে হ'ত কত সুখ,
নিরমল সুললিত জোছনার সম
মধুর শৈশব-অঙ্গে অশিক্ষ-বিভ্রম।
অপ্রাপ্ত-যৌবনা সীতা স্নেহের পুতলী
মাতৃগণ দেখিতেন হয়ে কুতূহলী।

লক্ষ্মণ।—এই মন্থরা।

রাম।—(উত্তর না দিয়া অন্যত্র দেখাইয়া)

শৃঙ্গবেরপুরে যেথা গুহসনে হয় সম্মিলন
এই সে ইঙ্গুদী-তরু সীতাদেবি কর নিরীক্ষণ।

লক্ষ্মণ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেছি, মধ্যমমাতা কৈকেয়ীর বৃত্তান্তটা আর্য্য ইচ্ছা করে'ই ছেড়ে যাচ্চেন।

সীতা।—ও মা! এই যে, ওঁদের জটাবন্ধনের চিত্র।

লক্ষ্মণ।—

বৃদ্ধকালে পুত্রে রাজ্য করি সমর্পণ
ইক্ষ্বাকুরা করিতেন অরণ্যে গমন।
কিন্তু দেখ এই ব্রত পুণ্য-আচরণ
বাল্যকালে-ই আর্য্য করিলা পালন॥

সীতা।—এই প্রসন্ন-পুণ্য-সলিলা ভগবতী ভাগীরথী।

রাম।—দেবি, তুমি রঘুকুলদেবতা, তোমাকে নমস্কার।

সগরের অশ্বমেধে তাঁর পুত্রগণ
অশ্ব-অন্বেষণে ধরা ভেদিল যখন,
কপিলের রোষে তারা হ'ল ভস্মসাৎ।
না গণিয়া কিছুমাত্র দেহের নিপাত,
করিয়া কঠোর তপ বহুকাল ধরি,'
ভগীরথ আনিলেন তোমা হেথা পরি,
তোমার পবিত্র পুণ্য-সলিল-পরশে
পিতামহগণে তুমি উদ্ধারিলে শেষে।

তাই বলি মাতঃ, তুমিও অরুন্ধতীর ন্যায় তোমার এই পুত্রবধূ সীতার শুভানুধ্যায়িনী হও।

লক্ষ্মণ।—ভরদ্বাজ মুনি-নির্দ্দিষ্ট চিত্রকূট পর্ব্বতের পথে যমুনাতীরস্থ এই সেই শ্যামবট নামে বনস্পতি।

সীতা।—নাথ! এই স্থানটি কি তোমার স্মরণ হয়?

রাম।—প্রিয়ে, এ স্থানটি কখন কি ভুলতে পারি?

যেথা তব ক্লান্ত তনু পথশ্রমে ঈষৎ কম্পিত
গাঢ় আলিঙ্গনভরে তনু মোর করিত মর্দ্দিত;
দলিত মৃণালসম ক্ষীণ ক্লান্ত চারু অঙ্গুলি
মম বক্ষোপরে রাখি' নিদ্রা যেতে শ্রম-কষ্ট ভুলি'।

লক্ষ্মণ।—বিন্ধ্যাটবী-প্রবেশকালে এই স্থানে সেই বিরাধ নামে রাক্ষস আমাদের পথরোধ করেছিল।

সীতা।—ও যাক্। এই দেখ, দক্ষিণারণ্যে যাবার সময় আর্য্যপুত্র তালপাতার ছাতা আমার মাথার উপর ধরে' রৌদ্র আটকাচ্চেন।

রাম।—এই দেখ

এই সেই তপোবন
পরবত-নির্ঝরিণী-তট-কিনারায়
যেথায় করেন বাস
বানপ্রস্থ মুনিগণ তরুর ছায়ায়।

গৃহস্থ সুজন যাঁরা সংসারে বৈরাগী
করেন যেথায় বাস সকল তেয়াগি'
আতিথ্য পরম ধর্ম্ম করিয়া পালন
মুষ্টিমাত্র ধান্যে প্রাণ করেন ধারণ।

লক্ষ্মণ।—

এই সেই "জনস্থান"-অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী "প্রস্রবণ" নামে পর্ব্বত। অরণ্যটি দেখ কেমন স্নিগ্ধ শ্যামল তরুরাজিতে আচ্ছন্ন—অরণ্যের প্রান্তদেশ দিয়ে গোদাবরী নদী কলকলস্বরে প্রবাহিত হচ্চে। আর, উপরে মেঘের আবির্ভাব হওয়ায়, পর্ব্বতের নীলিমা যেন আরও ঘনীভূত হয়েছে।

রাম।—প্রিয়ে

ওই গিরিপরে সুখে ছিলাম কেমন
লক্ষ্মণের সেবাগুণে হয় কি স্মরণ?

স্মরণ হয় কি রম্য গোদাবরী-তীর?
তার সেই নিরমল সুশীতল নীর?
স্মরণ হয় কি,—ওই গিরি-প্রান্তদেশে
ভ্রমিতাম কিবা মোরা মনের হরিষে?

আরও মনে আছে?

পাশাপাশি দুই জনে করিয়া শয়ন
কপোলে কপোল লগ্ন—আনন্দিত মন
গাঢ় আলিঙ্গনদানে বাহুলতা দিয়া
সুখভরে পরস্পরে আছি জড়াইয়া
ছিন্ন ছিন্ন মৃদু মন্দ গদগদ বাণী,
কখন্ পোহায় নিশি কিছুই না জানি।

লক্ষ্মণ।—এই দেখ, পঞ্চবটীতে সূর্পণখা।

সীতা।—হা নাথ! এইখানেই তোমার সঙ্গে বুঝি আমার শেষ দেখা।

রাম।—কেন প্রিয়ে? আবার বিচ্ছেদের আশঙ্কা হচ্চে না কি? ভয় নাই, এটি চিত্রমাত্র।

সীতা।—যাই হোক্, দুর্জ্জনের নাম শুন্‌লেই কেমন ভয় হয়।

রাম।—হায়! জনস্থানের সেই ঘটনাটি এখনও যেন বর্ত্তমানের মত মনে হচ্চে।

লক্ষ্মণ।—

স্বর্ণ মায়া-মৃগ রচি' দুষ্ট রক্ষোগণ
কি বঞ্চনা আমাদের করিল তখন!
যদিও হয়েছে তার যোগ্য প্রতিশোধ
তবুও স্মরিলে এবে হয় কষ্টবোধ।
সে বিজনে আর্য্যের সে বিলাপ শুনিয়া
পাষাণ রোদন করে, ফাটে বজ্র-হিয়া।

সীতা।—(সাশ্রুলোচনে স্বগত) হা! দেব রঘুনন্দন, আমার জন্য তুমি কতই ক্লেশ পেয়েছ।

লক্ষ্মণ।—(রামকে দেখিয়া—সংলব করিয়া) আর্য্য, এ কি!

যদিও শোকাশ্রু তব নেত্র হ'তে পড়ি'
ছিন্ন-হার-মুক্তাসম নহে ছড়াছড়ি,
ওষ্ঠ নাসাপুট তব হেরি' কম্পমান
হৃদয়ে আবেগ রুদ্ধ, হয় অনুমান।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ

সুতীব্র বিরহ-দুঃখ সয়েছি তখন
বৈর-প্রতিশোধ করি' হৃদয়ে ধারণ।

আবার উঠেছে জ্বলি যেন সে ভাবনা
হৃদি মর্ম্মব্রণ সম দিতেছে যাতনা।

সীতা।—হায়, এ কি হ'ল! আমারও যেন মনে হচ্চে, আমি আবার পতিহীনা অনাথ হয়েছি।

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) এখন চিত্রের অন্য কোন বিষয়ে এঁদের চিত্ত আকর্ষণ করি। (চিত্র দেখিয়া প্রকাশে) মন্বন্তরের আরম্ভে যে পূজ্যপাদ গৃধ্ররাজ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর চরিত্র ও বিক্রমের কথা এইখানে চিত্রিত হয়েছে।

সীতা।—হা তাত! তুমি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করে' অপত্যস্নেহের চরম দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেছ।

রাম।—হা তাত পক্ষিরাজ কাশ্যপনন্দন! তীর্থের ন্যায় পবিত্র তোমার মত সাধু ব্যক্তি কি আর কোথাও সম্ভব?

লক্ষ্মণ।—এই সেই জনস্থানের পশ্চিম-প্রান্তবর্ত্তী দনু নামক কবন্ধের আবাস-স্থান—চিত্রকুঞ্জবন নামে দণ্ডকারণ্যের একটি অংশ। এর পর, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে এইটি সেই মতঙ্গ মুনির আশ্রম। এই শ্রমণা নামে সিদ্ধ-শবরীর ছবি। আর এই পম্পা নামে সরোবর।

সীতা।—এইখানে আর্য্যপুত্র ক্রোধ ধৈর্য্য সব পরিত্যাগ করে' মুক্তকণ্ঠে কেঁদেছিলেন।

রাম।—দেবি, এই সরোবরটি অতীব রমণীয়।

ক্রীড়ায় হইয়া মত্ত কলধ্বনি করে হংসকুল
পক্ষের অনিল-ভরে কম্পিত সনাল পদ্মকুল।
নীলপদ্ম শ্বেতপদ্ম কত স্থানে হেরি সরোবরে
যখনি একটু থামে অশ্রুবারি সেই অবসরে।

লক্ষ্মণ।—এই আর্য্য হনূমান্।

সীতা।—ইনিই কি সেই মহাত্মা মারুতি, যিনি চিরসন্তপ্ত প্রাণীদের উদ্ধার করে' মহৎ উপকারসাধন করেছিলেন?

রাম।—যাঁর বীর্য্যে উপকৃত সকল ভুবন
সেই এই মহাবাহু অঞ্জনা-নন্দন।

সীতা।—আচ্ছা লক্ষ্মণ, এটি কোন্ পর্ব্বত?—এই যেখানে, কদমগাছে ফুল ফুটে আছে—ময়ূরেরা নেচে নেচে বেড়াচ্চে। এই দেখ, উনি দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা যাচ্চেন, আর তুমি কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ওঁকে ধরে' গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছ। আচ্ছা, ওঁর মুখটি মলিন হয়ে গেছে—সব গেছে, কেবল আগেকার তেজটুকুমাত্র রয়েছে।

লক্ষ্মণ।—মাল্যবান্ গিরি এই অর্জ্জুন-কুসুম সুরভিত
স্নিগ্ধ নীল নব মেঘে শৃঙ্গ যার সতত আবৃত।

রাম।—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও
এ দৃশ্য যে দেখিতে পারি না আমি আর।
জানকী বিরহ-দুখ
বুঝি বা হৃদয়ে ফিরি' আসিল আবার।

লক্ষ্মণ।—এর পর, আর্য্যের, আর, এই সকল কপি-রাক্ষসদের অসংখ্য অদ্ভুত কার্য্য যা পর পর হয়েছে, সেগুলি সমস্তই চিত্রিত হয়েছে। আর্য্যা দেখ্‌ছি শ্রান্ত হয়েছেন—আর কাজ নেই, এইবার তবে বিশ্রাম করুন।

সীতা।—এই সব চিত্র দেখে আমার একটি সাধ গেছে—বল্‌ব কি?

রাম।—আজ্ঞা কর।

সীতা।—আমার ইচ্ছে করে, আবার সেই প্রশান্ত গম্ভীর বনে বেড়িয়ে বেড়াই, আর, ভগবতী ভাগীরথীর পবিত্র সুন্দর শীতল জলে অবগাহন করি।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ।—এই যে আমি, আজ্ঞা করুন।

রাম।—গুরুজনেরা এইমাত্র বলে' পাঠিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় সীতাদেবীর মনে যে কোন সাধ হবে, তখনি যেন তা পূর্ণ করা হয়। তা দেখ, যাতে ঝাঁকানি না লাগে, আর বেশ আরামে যাওয়া যায়, এইরূপ একটি রথ সাজিয়ে শীঘ্র আন্‌তে বল দিকি।

সীতা।—নাথ, তুমিও সেখানে আমার সঙ্গে যাবে তো?

রাম।—কঠিন-হৃদয়ে! এও কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়?

সীতা।—তা হলেই আমি সুখী হই।

লক্ষ্মণ।—যে আজ্ঞা, আমি তবে রথ প্রস্তুত করতে বলি গে।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

রাম।—প্রিয়ে, এস, আমরা এই গবাক্ষের পাশে নির্জ্জনে একটু শয়ন করি।

সীতা।—আচ্ছা, চল। আমিও শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—ঘুমে যেন আমার অঙ্গ অবশ হয়ে আস্‌ছে।

রাম।—প্রিয়ে! আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে' এইখানে তবে শোও।

চন্দ্রকান্ত-হার যথা কিরণ-চুম্বিত
দ্রব হয়ে বিন্দু বিন্দু হয় বিগলিত
ওই তব বাহুযুগে স্বেদবিন্দু-রেখা
সাধ্বস-শ্রমের লাগি যাইতেছে দেখা।
ওই বাহু মোর কণ্ঠে করিয়া অর্পণ
দাও প্রিয়ে শ্রান্ত দেহে নূতন জীবন।

(ঐরূপ করিলে পর সানন্দে) প্রিয়ে, এ কি!

এ সুখ না দুঃখ, কিছু না পাই ভাবিয়া,
নিদ্রায় মগন কিম্বা রয়েছি জাগিয়া!
বিষে জরজর কিম্বা মদে মাতোয়ারা
চিত্তের বিকার মোর এ কেমন ধারা?
প্রত্যেক পরশে মুগ্ধ ইন্দ্রিয়-নিচয়
ক্ষণে ক্ষণে জ্ঞান-হারা, ক্ষণে জ্ঞানোদয়।

সীতা।—(হাসিয়া) নাথ! আমার পরে তোমার অটল ভালবাসা। এর চেয়ে আমার আর কি সুখ হ'তে পারে?

রাম।—প্রিয়ে, তোমার এই কথাগুলিতে

জীবন-কুসুম ম্লান হয় বিকসিত
সকল ইন্দ্রিয়গণ তৃপ্ত বিমোহিত।
কর্ণে হয় সুমধুর অমৃত-বর্ষণ
মনের ঔষধি ও যে মৃত-সঞ্জীবন।

সীতা।—নাথ! তুমি এমন মিষ্টি করে' বল্‌তে পার। এইবার তবে নিদ্রা যাই। (ইতস্ততঃ শয্যা অন্বেষণ)

রাম।—কি আবার অন্বেষণ করছ বল দেখি প্রিয়ে?

বিবাহের পর হ'তে যে বাহু যতনে
বনে গৃহে সর্ব্বঠাঁই, শৈশবে যৌবনে,
উপধান হইয়াছে শয়নে তোমার
সেই বাহু-পরে মাথা রাখো গো আবার।

সীতা।—(শয়ন করিয়া) তাই বটে নাথ, তাই বটে। (নিদ্রিতা)

রাম।—আমার প্রিয়বাদিনী কি বক্ষঃস্থলেই নিদ্রিতা হলেন।

(সস্নেহে অবলোকন)

ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর
নয়নের অমৃত-অঞ্জন,

ও-অঙ্গ-পরশে গাত্রে
মাথা হয় স্নিগধ চন্দন,
ওই বাহু কণ্ঠে মোর
মুক্তাহার-মসৃণ-শীতল,
প্রিয়ার যা সবই প্রিয়
অসহ্য সে বিরহ কেবল।

প্রতীহারী।—মহারাজ! সে এসেছে।

রাম।—কে এসেছে?

প্রতীহারী।—মহারাজের আসন্ন-পরিচারক দুর্ম্মুখ।

রাম।—(স্বগত) আমি অন্তঃপুরচারী দুর্ম্মুখকে পাঠিয়েছিলেম যে, সে গ্রাম ও নগরবাসীদের মনের ভাব গুপ্তভাবে সব জেনে আসে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাকে আস্‌তে বল।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ।—(স্বগত) হা! সীতা দেবীর এই অচিন্তনীয় লোকাপবাদের কথা কিরূপে মহারাজের সম্মুখে বলি। না বলেই বা কি করি, এ অভাগার কাজই তো এই।

সীতা।—(স্বপ্নে রোদন করিয়া) হা নাথ! সৌম্য! কোথায় তুমি?

রাম।—আহা! চিত্রগুলি দেখে উৎকট বিরহ-ভাবনায় দেবীর মন স্বপ্নাবস্থাতেও উদ্বিগ্ন হয়েছে। (সস্নেহে হাত বুলাইয়া)

সুখে দুঃখে সমরূপ
অনুকূল সর্ব্ব অবস্থায়
হৃদয়-বিশ্রাম-স্থল
জরাতেও যা নাহি শুকায়
কালক্রমে রূপ-মোহ
আবরণ হইয়া বিগত
রসটুকু মরি' যাহা
স্নেহ-সারে হয় পরিণত
সেই সে পবিত্র প্রেম
পুণ্য-বলে কদাচ কখন
বহু সজ্জনের মাঝে
কারও ভাগ্যে হয় সংঘটন।

দুর্ম্মুখ।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক!

রাম।—কি জান্‌তে পেরেছ, বল।

দুর্ম্মুখ।—সকলেই আপনার স্তুতিবাদ করে, আর এই কথা বলে যে, রামচন্দ্রকে পেয়ে আমরা দশরথকে পর্য্যন্ত বিস্মৃত হয়েছি।

রাম।—এ তো গেল প্রশংসার কথা। দোষের কথা যদি কিছু শুনে থাকো তো বল, তা হ'লে তার প্রতীকার করা যায়।

দুর্ম্মুখ।—(সাশ্রু-লোচনে) শুনুন মহারাজ! (কাণে কাণে) এই—

রাম।—কি প্রচণ্ড বজ্রাঘাত! (মূর্চ্ছা)

দুর্ম্মুখ।—মহারাজ! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!

রাম।—(চেতনা পাইয়া)

ধিক্ ধিক্! পরগৃহ-বাস-দোষ সীতা-আচরিত
অলৌকিক উপায়ে তা লঙ্কাদ্বীপে হইল খণ্ডিত।
দৈব-দুর্ব্বিপাকবশে সে কলঙ্ক দেখি যে আবার
কুক্কুরের বিষ সম সর্ব্বত্র হইল সঞ্চার।

হতভাগা আমি এ অবস্থায় কি করি? (চিন্তা করিয়া করুণভাবে) এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে?

সজ্জনের ব্রত এই
করিবেক কায়মনে লোকানুরঞ্জন।
প্রাণ-পুত্রে বিসর্জ্জিয়া
পিতা মোর সেই ব্রত করিলা পালন॥

আবার সম্প্রতি ভগবান্ বশিষ্ঠদেবও এইরূপ আদেশ করেছিলেন।

সূর্য্যবংশ-নৃপতিরা যেই কুল করেন উজ্জ্বল
তাঁদের চরিত্র কিবা সাধু শুদ্ধ পবিত্র নির্ম্মল!
জনমিয়া সেই কুলে যদি তাহে কলঙ্ক পরশে
ধিক্ এ জীবনে মোর, ধিক্ মোর কুলমান-যশে।

হা দেবি! যজ্ঞভূমিতে তোমার জন্ম—তোমার জন্মগ্রহণে বসুন্ধরা পবিত্র হয়েছেন। নিমিজনক-কুলের তুমি যে আনন্দদায়িনী, অগ্নি-বশিষ্ঠ-অরুন্ধতীর ন্যায় তুমি যে শুদ্ধশীলা। প্রিয়ে! তুমি যে রামময়-প্রাণ—তুমি যে আমার বনবাসের চিরসহচরী—হা মধুর-মিতভাষিণি! তোমার কি শেষে এই পরিণাম হ'ল?

জগৎ পবিত্র হ'ল তোমারি কারণে
তোমারে-ই অপবিত্র বলে প্রাকৃতজনে!
জগৎ সনাথ হ'ল শুধু তোমা জন্য
তুমি-ই অনাথা সম এবে গো বিপন্ন?

(দুর্ম্মুখের প্রতি) লক্ষ্মণকে বল গে, তোমাদের নূতন রাজা রাম এই আদেশ করচেন—(কাণে কাণে) এই…এই…

দুর্ম্মুখ।—দেবীর তো অগ্নিশুদ্ধি হয়ে গেছে—তাতে আবার তিনি এখন অন্তঃসত্ত্বা—পবিত্র রঘুকুল-সন্তান গর্ভে ধারণ করেচেন—এই অবস্থায় কি প্রকারে তাঁর প্রতি এরূপ ব্যবহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছেন মহারাজ ?

রাম।—

ক্ষান্ত হও দুরমুখ, ও কথা বোলো না
পৌরজনে বৃথা দোষ দিও না দিও না।
শ্রদ্ধেয় তাদের কাছে ইক্ষ্বাকুর কুল,
অবশ্য আছে গো কিছু বলিবার মূল।
অগ্নি-শুদ্ধি দূরদেশে হয় সংঘটন,
কে তাহা প্রত্যয় যাবে বল তো এখন ?

দুর্ম্মুখ।—হা দেবি ! [প্রস্থান।

রাম।—হা! কি কষ্ট! নিষ্ঠুরের ন্যায় কি ঘৃণিত জঘন্য কাজেই আমি প্রবৃত্ত হয়েছি।

শৈশব হইতে যারে করেছি পোষণ
সৌহার্দ্দ্যে অভিন্ন যার হৃদি প্রাণ মন
সেই সে প্রিয়ারে আমি করিয়া ছলনা
কেমনে মৃত্যুর মুখে পাঠাই বল না।
গৃহেতে পুষিয়া পাখী সৌনিক যেমন
অবশেষে প্রাণ তার করে গো হরণ।

আমি বিনা কারণে দেবীকে অপরাধিনী করচি —আমার মত অস্পৃশ্য পাতকী আর কে আছে ? (ক্রমে ক্রমে সীতার মস্তক বক্ষঃস্থল হইতে নামাইয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক) অয়ি মুগ্ধে !

ত্যজ মোরে, আমি প্রিয়ে চণ্ডাল নির্দ্দয়
চন্দনের ভ্রমে তুমি বিষদ্রুম করেছ আশ্রয়॥
(উঠিয়া)

হায় ! এখন জীব-লোক উচ্ছিন্ন হ'ল। রামের জীবনে আর কি প্রয়োজন ? জীর্ণ অরণ্যের মত এই জগৎ শূন্যময়—সংসার অসার ! শরীর ধারণ করে' কেবলি কষ্ট। হা ! আমি নিরাশ্রয়। এখন কি করি ? আমার গতি কি হবে ? অথবা

দুঃখ-ভোগ তরে শুধু
রাম-দেহে হইয়াছে চৈতন্য-বিধান।
নতুবা হইবে কেন
বজ্রের বাঁধনে বাঁধা এ কঠিন প্রাণ।

হা মাতঃ অরুন্ধতি ! ভগবন্ বশিষ্ঠদেব ! মহাত্মন্ বিশ্বামিত্র ! ভগবন্ অগ্নি ! নিখিল-ভূতধাত্রী ভগবতী বসুন্ধরে ! হা পিতঃ !—তাত জনক !—মাতৃগণ ! পরমোপকারী লঙ্কাপতি বিভীষণ ! প্রিয়বন্ধো সুগ্রীব ! সৌম্য হনুমান্ ! সখি ত্রিজটে ! আজ হতভাগ্য পাপিষ্ঠ রাম তোমাদের সর্ব্বনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে ! অথবা

কৃতঘ্ন দুরাত্মা আমি, কেমনে এখন
মহাত্মাগণের নাম করি উচ্চারণ ?
পাপ-মুখে নামগুলি হ'লে উচ্চারিত
পাপের পরশে তাহা হবে কলঙ্কিত।

আহা !

বিশ্বস্ত হৃদয়ে প্রিয়া নিদ্রাগতা মম বক্ষোপরে
স্বপ্নাতঙ্কে কাঁপে দেহ—সুমন্থরা পূর্ণ-গর্ভ-ভরে।
গৃহলক্ষ্মী, গৃহশোভা—গৃহিণী সঙ্গিনী সুখে দুখে
নিষ্ঠুর হইয়া এঁরে ফেলিতেছি রাক্ষসের মুখে।

(সীতার পাদদ্বয় মস্তকে গ্রহণ করিয়া) দেবি ! দেবি ! রামের মাথায় তোমার পদ-পঙ্কজের এই শেষ স্পর্শ হ'ল। (রোদন)

(নেপথ্যে)—

ব্রাহ্মণদের রক্ষা কর—রক্ষা কর !

রাম।—কে আছ ? জেনে এসো তো কি হয়েছে।

(নেপথ্যে পুনর্ব্বার।)

যমুনার তীর-বাসী উগ্রতপা মহা ঋষিগণ
লবণ-রাক্ষস-ভয়ে রাজ-দ্বারে লইছে শরণ।

রাম।—আঃ ! কি উৎপাত ! আজও রাক্ষসের ভয় ? আচ্ছা, দুরাত্মা কুম্ভীনসী-পুত্র লবণকে বধ করবার জন্য শত্রুঘ্নকে এখনই পাঠাচ্ছি। (কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া আসিয়া)

হা দেবি ! এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে তুমি কিরূপে জীবন ধারণ করবে ? ভগবতি বসুন্ধরে ! তুমিই তোমার গুণবতী দুহিতার রক্ষণাবেক্ষণ করো।

জনক ও রঘুবংশ
উভয় কুলের যিনি কল্যাণদায়িনী

পুণ্যশীলা সে সীতার
পুণ্য দেব-যজ্ঞভূমে—তুমিই প্রসবিনী।
[রামের প্রস্থান।

সীতা।—হা সৌম্য! নাথ! কোথায় তুমি? (সহসা উঠিয়া) হা ধিক্! আমি দুঃস্বপ্নে প্রতারিত হয়ে ওঁকে কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছিলাম? (অবলোকন করিয়া) এ কি! উনি আমাকে নিদ্রাবস্থায় একাকিনী রেখে চ'লে গেছেন? তা, এখন আর কি করব। আচ্ছা, ওঁর উপর রাগ করব। তবে ওঁকে দেখে রাগ করে' থাক্‌তে পারলে হয়। কে আছ ওখানে?

(দুর্ম্মুখের প্রবেশ)

দুর্ম্মুখ।—দেবি! কুমার লক্ষ্মণ বল্‌চেন, রথ সজ্জিত, আপনি এখন আরোহণ করতে পারেন।

সীতা।—আচ্ছা, এখনি আমি রথে গিয়ে উঠ্‌চি (উত্থান করিয়া) আমার গর্ভ-ভার যেন থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌চে—একটু আস্তে আস্তে যাই।

দুর্ম্মুখ।—এই দিক্ দিয়ে দেবি, এই দিক্ দিয়ে।

সীতা।—তপোধনদের নমস্কার! রঘুকুল-দেবতাদের নমস্কার! আর্য্যপুত্রের চরণকমলে প্রণাম! সকল গুরুজনদের নমস্কার!

চিত্রদর্শন নামক প্রথমাঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—জনস্থান-অরণ্য।

(বিষ্কম্ভক)

নেপথ্যে।—স্বাগত তপোধনে!

(পথিক-বেশধারিণী তাপসীর প্রবেশ)

তাপসী।—এ যে দেখ্‌ছি বনদেবতা ফল-পুষ্প-পল্লবে আমাকে অর্ঘ্য-উপহার দিতে আস্‌চেন।

(বনদেবতার প্রবেশ)

বন।—(অর্ঘ্য বিকীর্ণ করিয়া)

যথেচ্ছা করহ ভোগ
তোমাদেরি তরে এই সমুদায় বন।
সুপ্রভাত মম আজি
সাধুসঙ্গ বহু পুণ্যে হয় সঙ্ঘটন।
তরুচ্ছায়া, জলরাশি,
ফল-মূল যাহা-কিছু তাপসের যোগ্য
আছে খাদ্য উপাদেয়
তোমাদেরি স্বেচ্ছাধীন, তোমাদেরি ভোগ্য।

তাপসী।—আহা! এঁর কথাগুলি কেমন মধুর!

সাধুজন-ব্যবহার সুমধুর অতি
বাক্য বিনয়-কোমল,
স্বভাবত তাঁদের কল্যাণময়ী মতি
স্নেহ-প্রণয় বিমল।
প্রথমে যে ব্যবহার চরমেও তাই
নাহি ভাব-বিপর্য্যয়।
অলোক-চরিত্র, শুদ্ধ, কপটতা নাই,
লভে সরবত্র জয়॥

বন।—আপনি কে, জান্‌তে ইচ্ছা করি।

তাপসী।—আমি আত্রেয়ী।

বন।—আর্য্যে আত্রেয়ি! কোথা হ'তে এখানে শুভাগমন হয়েছে?—কি জন্যই বা আপনি দণ্ডকারণ্যে একাকিনী ভ্রমণ করচেন?

আত্রেয়ী।—

শুনিয়াছি সামবেদী অগস্ত্য প্রভৃতি
অনেক মহর্ষি হেথা করেন বসতি।
শিখিতে বেদান্ত-শাস্ত্র তাঁহাদের ঠাঁই,
বাল্মীকি-আশ্রম হ'তে আসিয়াছি তাই।

বন।—যখন অপরাপর অসংখ্য মুনি সমগ্র বেদ আদ্যন্ত অধ্যয়ন করবার জন্য সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী প্রচেতা-পুত্র মহর্ষি বাল্মীকির নিকটেই উপস্থিত হন, তখন সে স্থান ছেড়ে দীর্ঘকাল এ প্রবাসে থাক্‌বার আপনার প্রয়াস কেন বলুন দিকি?

আত্রেয়ী।—সে স্থানে অধ্যয়নের বড়ই ব্যাঘাত হচ্ছে, তাই এই দীর্ঘ প্রবাসে স্বীকৃত হয়েছি।

বন।—কিরূপ ব্যাঘাত?

আত্রেয়ী।—কোন এক দেবতা, মহর্ষির নিকট দুইটি অপূর্ব্ব বালক এনে উপস্থিত করেছেন। তারা এরূপ শিশু যে, কেবল মাতৃস্তন্য সদ্য ত্যাগ করেছে মাত্র। তাদের দেখ্‌লে—শুধু ঋষি নয়—সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের চিত্ত-বৃত্তি স্নেহ-রসে আর্দ্র হয়।

বন।—তাদের নাম কি আপনার জানা আছে?

আত্রেয়ী।—সেই দেবতা স্বয়ং তাদের "কুশ" ও "লব" এই নাম রেখেছেন। আর, এর মধ্যেই তাদের অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মেছে।

বন।—কিরূপ ক্ষমতা?

আত্রেয়ী।—জন্ম হতেই তারা সমস্ত জৃম্ভক-অস্ত্রে সিদ্ধ-হস্ত।

বন।—তাই তো! ভারি আশ্চর্য্য!

আত্রেয়ী।—আর, ভগবান্ বাল্মীকি, ধাত্রীকর্ম্ম হ'তে আরম্ভ করে', তাদের ভরণ-পোষণ প্রভৃতি সকল কর্ম্মই নিজ হস্তে সমাধা করেছেন। তাদের চূড়াকরণ হয়ে গেলে, বেদ ব্যতীত আর সমুদয় বিদ্যাই তিনি যত্নের সহিত শিক্ষা দিয়েছেন। তার পর, গর্ভ হ'তে গণনা করে' এগারো বৎসর বয়সে তিনটি বেদই তাদের পড়িয়েছেন। আর, তারা এরূপ তীক্ষবুদ্ধি ও মেধাবী যে, তাদের সঙ্গে এখন একত্র পাঠ করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

সুবোধ অবোধ উভয়ে করেন গুরু বিদ্যা দান
ধীশক্তির ক্ষতি-বৃদ্ধি করিতে নহেন ক্ষমবান।
উভয়ের মাঝে শেষে ফলভেদ দেখা দেয় আসি'
স্বচ্ছমণি ছায়া ধরে—নাহি ধরে মৃৎপিণ্ড-রাশি।

বন।—অধ্যয়নের এইমাত্র বাধা?

আত্রেয়ী।—আরও আছে।

বন।—আর কি বাধা?

আত্রেয়ী।—সেই ব্রহ্মর্ষি একদিন মধ্যাহ্নকালে তমসা নদীতে গিয়ে দেখলেন যে, একজন ব্যাধ, এক যোড়া বক-মিথুনের মধ্যে একটিকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করেছে। দেখ্বামাত্রেই অনুষ্টুপ্ ছন্দে গাঁথা এই নির্দ্দোষ শ্লোকটি তাঁর মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কাম-মোহিতম্"॥
রে নিষাদ! পাবি না প্রতিষ্ঠা তুই শাশ্বত বৎসর
কামার্ত্ত মিথুন ক্রৌঞ্চ - একটিরে বধিলি বর্ব্বর।

বন।—কি আশ্চর্য্য! এই ছন্দটি একেবারে নূতন। বেদের ছন্দ হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আত্রেয়ী।—তার পর, ভগবান্ ভূতভাবন ব্রহ্মা বাল্মীকির মুখ হ'তে শব্দব্রহ্মের নূতন আবির্ভাব হয়েছে জানতে পেরে, একদিন স্বয়ং তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বল্লেন—"মহর্ষে! শব্দ-ব্রহ্ম-বিষয়ে তোমার বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। অতএব, তুমি এখন রামচন্দ্রের জীবন-চরিত লিখ্তে আরম্ভ কর। আজ থেকে তোমার জ্ঞানচক্ষু অলৌকিক প্রতিভা-বলে অব্যাহত-জ্যোতি হবে এবং তুমি জগতে আদিকবি বলে' বিখ্যাত হবে।" এই বলে' তিনি তখনই অন্তর্হিত হলেন। পরে, ভগবান্ বাল্মীকি মানব-মণ্ডলীর মধ্যে শব্দব্রহ্মের মূর্ত্তিস্বরূপ অনুষ্টুপ্ছন্দোময় রামায়ণ ইতিহাসের সেই প্রথম সৃষ্টি করলেন।

বন।—অহো! সেই অবধিই জগতে পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব।

আত্রেয়ী।—মহর্ষি এখন রামায়ণ-রচনায় নিযুক্ত। সে জন্যও আমাদের অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়েছে।

বন।—হাঁ, তা হওয়া সম্ভব বটে।

আত্রেয়ী।—আমার শ্রান্তি দূর হয়েছে, এখন অনুগ্রহ করে' অগস্ত্যাশ্রমে যাবার পথটা আমাকে বলে' দিন।

বন।—এখান থেকে বেরিয়ে পঞ্চবটীতে প্রবেশ করে' তার পর বরাবর এই গোদাবরীর তীর দিয়ে গমন করুন।

আত্রেয়ী।—(সাশ্রুলোচনে) হায়! এই কি সেই তপোবন?—এই কি সেই গোদাবরী নদী? এই কি সেই প্রস্রবণ পর্ব্বত?—আর, আপনিই কি সেই জন-স্থানের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা বাসন্তী?

বাসন্তী।—হাঁ ভগবতি!

আত্রেয়ী।—বৎসে জানকি!

এই সেই অতি প্রিয় তব বন্ধুগণ,
প্রসঙ্গে যাঁদের নাম করিনু এখন।
যদিও তোমারও এবে নামমাত্র-সার,
তবুও প্রত্যক্ষ যেন হেরি গো আবার।

বাসন্তী।—(সভয়ে স্বগত)—নামমাত্র-সার বল্লেন কেন? (প্রকাশ্যে) আর্য্যে! সীতার কি কিছু অমঙ্গল ঘটেছে?

আত্রেয়ী।—কেবল অমঙ্গল নয়—অপবাদও হয়েছে। (কাণে কাণে) এই···এই—

বাসন্তী।—ওহো হো! কি দারুণ দৈব-নিগ্রহ! (মূর্চ্ছা)

আত্রেয়ী।—ভদ্রে! শান্ত হও! শান্ত হও!

বাসন্তী।—হা প্রিয়সখি! তোমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? এই জন্যই কি বিধাতা তোমাকে নির্ম্মাণ করেছিলেন? রামভদ্র! রামভদ্র!—আর তোমাকে

বল্লে কি হবে? আর্য্যে আত্রেয়ি! লক্ষ্মণ সীতা-দেবীকে অরণ্যে পরিত্যাগ করে' যাবার পর, তাঁর কি দশা হ'ল, সে সংবাদ কি কেউ জানে?

আত্রেয়ী।—কেউ জানে না—কেউ জানে না।

বাসন্তী।—হা! কি কষ্ট! যে কুলে অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠদেবের অধিষ্ঠান, সেই রঘুকুলে এরূপ ঘটনা কি প্রকারে হ'ল? বৃদ্ধা রাজমহিষীরা জীবিত থাক্‌তেই বা এই সব কাণ্ড কিরূপে ঘট্‌ল?

আত্রেয়ী।—তখন গুরুজনেরা ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে ছিলেন। এখন মহর্ষি সেই দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপী যজ্ঞ সমাপন করে' সমুচিত অভ্যর্থনার পর তাঁদের বিদায় দিয়েছেন। বিদায়ের সময় অরুন্ধতী বল্লেন:—"আমি বধূহীনা হয়ে অযোধ্যায় আর ফিরে যাব না"—রামের মাতৃগণও তাঁর কথায় অনুমোদন করলেন। অবশেষে ভগবান্ বশিষ্ঠদেব বল্লেন, "এসো আমরা তবে বাল্মীকির তপোবনে গিয়ে বাস করি।"

বাসন্তী।—রাজা রামচন্দ্র এখন কি করচেন?

আত্রেয়ী।—তিনি অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন।

বাসন্তী।—হা ধিক্! তবে বিবাহও করেছেন দেখ্‌ছি।

আত্রেয়ী।—শিব শিব! তা যেন না বটে!

বাসন্তী।—যজ্ঞে তবে সহধর্ম্মিণী কে হ'ল?

আত্রেয়ী।—সীতার স্বর্ণ-প্রতিমা।

বাসন্তী।—কি আশ্চর্য্য!

বজ্র হ'তে সুকঠোর
পুষ্প হ'তে আরও সুকুমার
মহাত্মাজনের মন
আমাদের বুঝে ওঠা ভার।

আত্রেয়ী।—তার পর, কুলপুরোহিত বামদেব, যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে মন্ত্রপূত করে' পৃথিবীপর্য্যটনের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। আর, পাছে কোন ব্যক্তি তার গতিরোধ করে, এই জন্য শাস্ত্রানুসারে তার রক্ষক সকলও নিযুক্ত হয়েছে! আর, লক্ষ্মণের পুত্র চন্দ্রকেতু তাদের অধ্যক্ষ হয়ে চতুরঙ্গিণী সেনা ও নানা প্রকার দিব্য অস্ত্র নিয়ে তাদের রক্ষার জন্য গেছেন।

বাসন্তী।—(সজল-নেত্রে, স্নেহ ও কৌতুকের সহিত) কুমার লক্ষ্মণেরও পুত্র! ও মা, কি হবে! আশ্চর্য্য, আমি এখনও বেঁচে আছি!

আত্রেয়ী।—ইতিমধ্যে একজন ব্রাহ্মণ তাঁর মৃতপুত্রকে রাজদ্বারে রেখে বক্ষঃস্থলে করাঘাত করতে করতে রাজার শরণাপন্ন হলেন। তার পর, দয়াময় রাম "রাজার নিজ দোষ ভিন্ন প্রজার অকালমৃত্যু হ'তে পারে না," এই কথা বলে' আপনার দোষের অনুসন্ধান করচেন, এমন সময়ে সহসা এই দৈববাণী হ'ল:—

শম্বুক নামেতে শূদ্র
হেথা তপ করিছে গোপনে।
বধ্য সে, তাহারে বধি'
রাম তুমি বাঁচাও ব্রাহ্মণে॥

এই কথা শোন্‌বামাত্র মহারাজ রামচন্দ্র, শূদ্র-মুনিকে বধ করবেন বলে' পুষ্পক রথে চড়ে' খড়্গহস্তে সেই অবধি দিগ্‌বিদিক্ অন্বেষণ করে' বেড়াচ্ছেন।

বাসন্তী।—শম্বুক নামে একজন ধূমপায়ী শূদ্র এই জনস্থানেই তপস্যা করেন বটে। তবে বোধ হয়, রামভদ্রের শুভাগমনে এই বন অলঙ্কৃত হবে।

আত্রেয়ী।—ভদ্রে, এখন তবে বিদায় হই।

বাসন্তী।—আচ্ছা আসুন। কিন্তু এখন মধ্যাহ্ন-কাল—রৌদ্রের প্রচণ্ড উত্তাপ। এই দেখুন:—

পক্ষীর আবাস-তরু তীরে শত শত
কুক্কুট কপোত নীড়ে কূজিতেছে কত।
তরুকাণ্ডে কণ্ডুবশে করী গণ্ড ঘষে
নাড়া পেয়ে শ্লথবৃন্ত পুষ্পরাশি খসে।
মনে হয় যেন ওই তরু অগণনা
পুষ্প দিয়া নদীটিরে করিছে অর্চ্চনা।
ছায়াতলে অন্য পাখী আহারেতে রত
খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া মাটি কীট ধরে কত।
লুকাইলে কীট তরু-ত্বকের গভীরে
চঞ্চু দিয়া টানি' পুনঃ আনয়ে বাহিরে।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(পুষ্পক-রথে উদাত্ত-খড়্গ দয়াময়
রামভদ্রের প্রবেশ)

রাম।—

ওরে রে দক্ষিণ বাহু! দ্বিজ-শিশু বাঁচাবার তরে
প্রহার কর্ না খড়্গ শূদ্রমুনি শম্বুকের পরে।
রামের কঠোর দেহে অবস্থিত তুই তো রে অঙ্গ
কেন এ বিলম্ব তবে, এই বেলা কার্য্য কর সাঙ্গ।

অক্লেশে পাঠালি বনে গর্ভবতী দুখিনী সীতায়
কোথায় তোর দয়ামায়া—বল্ তোর
করুণা কোথায়?

(কথঞ্চিৎ খড়্গ প্রহার করিয়া) এইবার রামের মতনই কার্য্য করলেম। কৈ?—সেই ব্রাহ্মণ-শিশু কি পুনর্জ্জীবিত হ'ল?

(দিব্যপুরুষের প্রবেশ)

দিব্যপুরুষ।—দেবের জয়জয়কার হোক্!
যম-হস্ত হ'তে তুমি করি' পরিত্রাণ
বাঁচাইলে পুন এই শিশুটির প্রাণ।
বধিয়া আমারে শাপ করিলে মোচন
পূর্ব্ব-দেহ তাই আমি করেছি ধারণ।
যমভয়নাশী তুমি, দণ্ডের বিধাতা,
শম্বূক, চরণে তব নত করে মাথা।
শিশুটির প্রাণ দিলে, ঋদ্ধি দিলে মোরে
মরিলেও সাধুহস্তে যায় পাপী তরে'।

রাম।—এখন তোমার কঠোর তপস্যার ফল-ভোগ কর।
যথা রাজে ভূমানন্দ যোগানন্দ পুণ্য-সমুত্থিত
সেই ধ্রুব তেজোময় ব্রহ্মলোকে হও অবস্থিত।

শম্বূক।—আপনার শ্রীচরণপ্রসাদেই আমার এই দিব্য-মহিমা লাভ হয়েছে, আমার তপস্যার গুণে নয়। তবে, তপস্যাতেও বোধ করি কতকটা উপকার হয়ে থাক্‌বে। কেননা
জগতের স্বামী তুমি, সবার শরণ্য
তব অন্বেষণে, দেব! লোকে হয় ধন্য,
সেই তুমি অতিক্রমি' শতেক যোজন
আসিলে করিতে হেথা মম অন্বেষণ।
তপস্যার ফল যদি ইহা নাহি হবে
দণ্ডকে অযোধ্যা হ'তে আসা কি সম্ভবে?

রাম।—এই অরণ্যের নাম কি দণ্ডক? (চারি-দিকে অবলোকন করিয়া) এ যে দেখ্‌ছি:—
কোথা-ও বা স্নিগ্ধ শ্যাম কোথা-ও বা রুক্ষ ভয়ঙ্কর
স্থানে স্থানে শৈল হ'তে ঝর ঝর ঝরিছে নির্ঝর।
অগণন তীর্থাশ্রম, গিরিনদী-কান্তার-সঙ্কুল
পরিচিত স্থান এই, দণ্ডক-অরণ্য, নাহি ভুল।

শম্বূক।—হাঁ, এ দণ্ডকারণ্যই বটে। আপনি এখানে যখন বাস করেছিলেন, তখন আপনি বধিলা রাক্ষস "খর" "ত্রিশিরা" "দূষণ"
আরো রক্ষ শত শত ভীম-দরশন।

সেই অবধি তপস্যার সিদ্ধি-ক্ষেত্র এই জনস্থান এরূপ হয়েছে যে, আমার মত ভীরু ব্যক্তিরাও এখন এখানে অকুতোভয়ে বিচরণ করে।

রাম।—এ তবে শুধু দণ্ডকারণ্য নয়—এ স্থানটির বিশেষ নাম বুঝি "জনস্থান"?

শম্বূক।—আজ্ঞে হাঁ। প্রাণিমাত্রেরই লোমহর্ষণ, উন্মত্ত-প্রচণ্ড-শ্বাপদসঙ্কুল, গিরি-গহ্বর-সমন্বিত এই যে বনগুলি দেখ্‌ছেন, এইগুলি জনস্থানের প্রান্তবর্ত্তী বিস্তীর্ণ অরণ্য-প্রদেশ—এই স্থান হ'তে অরণ্য ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে বিস্তৃত হয়েছে। এই দেখুন—
নিঃশব্দ নিস্পন্দ হেথা,
হোথা হিংস্র পশুর গর্জ্জন।
ঘোর-শ্বাসী সুপ্ত সর্প
শ্বাসে করে অগ্নি উদ্গিরণ।
ভূগর্ত্তে স্বলপ জল,
কৃকলাস তৃষিত পরাণ,
অজাগর-গাত্রস্রাবী
ঘর্ম্মবারি করে সদা পান।

রাম।—দেখিতেছি জনস্থান—ভূতপূর্ব্ব খরের আলয়,
পূরব-বৃত্তান্ত সব মনে যেন প্রত্যক্ষ উদয়।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) প্রিয়া আমার বনবাস বড়ই ভালবাসতেন। তাঁরই এই সাধের অরণ্য। উঃ! এর চেয়ে ভয়ানক আর কি হ'তে পারে! (সাশ্রুলোচনে)
"মধুগন্ধ-পূর্ণ বনে নাথ সনে করিব বসতি"
এতেই আনন্দ তাঁর—অনুরাগ এত আমা প্রতি।
কিছু নাহি করিলেও, সঙ্গ-সুখে দুঃখের মোচন,
কি সামগ্রী সেই তার যে যাহার নিজ প্রিয়জন।

শম্বূক।—তবে আর এই দুর্গম দক্ষিণারণ্যের কথায় কাজ নেই। এখন এই মদকল-ময়ূর-কণ্ঠ-সদৃশ কোমল-কান্তি সুনীল-পর্ব্বত-সমাকীর্ণ ঘনঘোর শ্যামল-চ্ছায় তরুণ-তরু-মণ্ডিত, মৃগযূথ-সমন্বিত জনস্থান-মধ্যবর্ত্তী এই গম্ভীর অরণ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।
বেতসে হরষে হেথা
বসে পক্ষী উড়িয়া উড়িয়া,
নাড়া পেয়ে ঝরে পুষ্প
চারিদিক্ গন্ধে আমোদিয়া।

বিমল শীতল স্বচ্ছ
জলাশয় আছে অধিষ্ঠিত,
শ্যামকুঞ্জে পক্ক জম্বু
টুপুটাপু হতেছে স্খলিত।
গিরিনদী-নির্ঝরিণী
নিনাদিয়া ঝর ঝর ঝরে
অরণ্যের মধ্য দিয়া
বহিতেছে মহাবেগভরে।

আরও দেখুন :—

গিরিগুহা-অভ্যন্তরে
অবস্থিত ভল্লুক তরুণ
তাহাদের ফুৎকারেতে
গরজন বাড়িছে দ্বিগুণ।
গজভগ্ন শল্লকীর
শাখাগ্রন্থি পড়ি' আছে কত
ক্ষীর ঝরি, গন্ধ তার
বায়ুভরে চরে ইতস্তত।

রাম।—(বাষ্প-স্তম্ভিত স্বরে) ভদ্র! তোমার পথ-সকল নির্বিঘ্ন হোক। আর তুমি, পুণ্যলোক হ'তে দেবযান লাভ করে' শীঘ্র তোমার গম্য স্থানে গমন কর।

শম্বুক।—দেব! আমি প্রথমে পুরাতন ব্রহ্মবাদী মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে', পরে শাশ্বত ব্রহ্মলোকে প্রবেশ করব।

[শম্বুকের প্রস্থান।

রাম।—এই সেই বন যেথা
বহু দিন করি বাস সীতাদেবী সনে,
বানপ্রস্থ গৃহী হয়ে
স্বধর্ম্ম পালিনু দোঁহে থাকিয়া বিজনে।
সংসারী জনের সুখ
সে রসও হেথায় মোরা করিনু সম্ভোগ,
এবে কি না সীতা বিনা
সেই বনে আসিলাম করিয়া উদ্যোগ।
এই বটে সেই বন যথা গিরি পরে
ময়ুর-ময়ূরী সদা কেকারব করে।
এই সেই বনস্থলী যথা মৃগগণ
মদভরে মত্ত হয়ে করে বিচরণ।
এই সেই অরণ্যের চারু নদীকূল,
নীরন্ধ্র নিবিড় যেথা সুনীল নিচুল।
যেথা শোভে ধারে ধারে তটের উপর,
বেতস-লতিকা-কুঞ্জ অতি মনোহর।

মেঘমালা-সম দূরে
ওই সেই "প্রস্রবণ"-গিরি
ধৌত করি' পাদ যার
গোদাবরী বহে ধীরি ধীরি।
জটায়ু করিত বাস
অতি উচ্চ শিখর-উপরে
নীচেতে কুটীর বাঁধি'
ছিনু মোরা বহুকাল ধরে'।
রম্য বন-ভূমি-মাঝে
শ্যামকান্তি তরুবর-কায়া,
গোদাবরী-স্বচ্ছ-জলে
পড়িয়াছে প্রতিবিম্ব-ছায়া।
নানা পক্ষী বৃক্ষে বসি'
করিতেছে মধুর কূজন,
তাহাদের কলনাদে
মুখরিত অরণ্য বিজন।

এইথানেই সেই পঞ্চবটী—যেখানে আমরা বহুকাল বাস করেছিলেম। এখানে আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে ইতস্ততঃ বিহার করতেম। এই চির-পরিচিত স্থানগুলি এখনও যেন তার সাক্ষি-স্বরূপ হয়ে রয়েছে। আবার, প্রেয়সীর প্রিয়সখী বাসন্তীও এখানে আছেন। কিন্তু হায়, হতভাগ্য রামের আজ কি শোচনীয় অবস্থা! এখন

বহুকাল পরে পুন
তীব্রতর পূর্ব্ব-বিষরস
নব বেগে সঞ্চারিয়া
সর্ব্ব-অঙ্গ করিছে অবশ।
তীক্ষ্ণধার শল্যখণ্ড
বিদ্ধ করি' এ মোর হৃদয়
সবেগে করিছে যেন
ছুটাছুটি সর্ব্ব-দেহময়।
রুদ্ধ-মুখ মর্ম্ম-ব্রণ
ফুটিয়া আবার দেখা দেয়,
ঘনীভূত শোক মোরে
বিমোহিছে নূতনের প্রায়।

যা হোক্, এখন সেই পূর্ব্ব-পরিচিত চির-সুহৃৎ স্থানগুলিকে ভাল করে' দেখে নি। (নিরীক্ষণ করিয়া)

অহো! ভূমি-সন্নিবেশের কিছুই স্থিরতা নাই! কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!

পূর্ব্বে যেথা ছিল স্রোত
সেথা শোভে নদী-তট আজি,
বিরল, নিবিড় এবে;
নিবিড়, বিরল তরুরাজি।
বহু দিন পরে হেরি'
অন্য বন বলি' ভ্রম হয়,
শৈলের সংস্থানে শুধু
দূর হয় মনের সংশয়।

হায়! যাই-যাই মনে করেও, পঞ্চবটীর স্নেহের আকর্ষণে যেতে পারচিনে। (সকরুণভাবে)

যে স্থানে তব সনে
একসঙ্গে করেছি যাপন,
গৃহে ফিরি' যার কথা
কহিতাম সদা-সর্ব্বক্ষণ,
সেই পঞ্চবটীবনে
তোমা-ছাড়া পশিব কেমনে,
কেমনে বা ফিরে যাই
তাহারে না হেরিয়া নয়নে।

(শম্বূকের পুনঃ প্রবেশ)

শম্বূক।—দেবের জয় হোক্। দেব! ভগবান্ অগস্ত্য আমার প্রমুখাৎ আপনার এ স্থানে আগমন হয়েছে শুনে, এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন যে, "স্নেহময়ী লোপামুদ্রা আপনার রথাবতরণ-কালোচিত মাঙ্গল্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে' আপনার নিমিত্ত অপেক্ষা করচেন। আর, অগস্ত্য-আশ্রমবাসী অপরাপর মুনি-ঋষিরাও আপনাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করবার জন্য সেইখানে উপস্থিত। অতএব, প্রথমে এই স্থানে এসে, তাঁদের সহিত দেখা-সাক্ষাতের পর, দ্রুতগামী পুষ্পকরথে আরোহণ করে' যেন অযোধ্যায় গিয়ে অশ্বমেধের আয়োজন করা হয়।"

রাম।—ভগবানের আদেশ শিরোধার্য্য!

শম্বূক।—আচ্ছা, তবে রথের মুখ এই দিকে ফিরিয়ে দিন।

রাম।—ভগবতি পঞ্চবটি! গুরুজনের আজ্ঞা-পালন-অনুরোধে আমি যে আপনার সমুচিত সমাদর না করেই চলে' যাচ্চি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

শম্বূক।—দেব! দেখুন দেখুন, ঐ "ক্রৌঞ্চাবত" পর্ব্বত!

যথা পেচকের ডাকে
কাকগণ তরাসে নীরব,
কীচক-বংশের মাঝে
লুকাইয়া রহিয়াছে সব।
যেথায় ময়ূরগণ
উড়ি-উড়ি কেকারব করে,
পুরাতন বট-স্কন্ধে
অহিকুল সভয়ে বিচরে।

আর ঐ দেখুন:—

যে গিরির সুগভীর গহ্বরকুহরে
গোদাবরী প্রবাহিত কলকলস্বরে,
মেঘে অলঙ্কৃত যার সুনীল শিখর,
দক্ষিণ নামেতে খ্যাত সেই গিরিবর।

আবার দেখুন:—

পরস্পর প্রতিঘাতে
উত্তাল-তরঙ্গ-কোলাহল
নদীর সঙ্গম ওই
পুণ্য যার সুগভীর জল।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি পঞ্চবটী-প্রবেশ নামক
দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক

(বিষ্কম্ভক)

প্রথম দৃশ্য।—দণ্ডকারণ্য।

(তমসা ও মুরলা নদীদ্বয়ের প্রবেশ)

তমসা।—সখি, তোমায় এমন ব্যস্তসমস্ত বোধ হচ্চে কেন?

মুরলা।—ভগবতি তমসে! অগস্ত্যের পত্নী ভগবতী লোপামুদ্রা আমাকে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন

—"তুমি গিয়ে নদীশ্রেষ্ঠা গোদাবরীকে এই কথা বল্‌বে, সীতাকে পরিত্যাগ করে' অবধি

অন্তর্গূঢ় ঘনীভূত রামের সন্তাপ ;
অটল গাম্ভীর্য্য-হেতু না ফুটে বিলাপ।
অগ্নি-তাপে রুদ্ধ-পাত্রে রস-পাক যথা,
অন্তরেই জাগে তাঁর অন্তরের ব্যথা।

সেই জন্য প্রিয়জনের এই কষ্ট ও অনিষ্টপাত দেখে তাঁর শোক-সন্তাপ এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, তিনি এখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন। আজ রামভদ্রকে দেখে আমার হৃদয় যেন কেঁপে উঠল। এখন তিনি পঞ্চবটীতে আস্‌চেন। এখানে এসে সীতার সঙ্গে যেখানে সর্ব্বদা আমোদ-প্রমোদ করতেন, সেই সকল স্থানগুলি যখন নিয়ত চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে থাক্‌বেন, তখন স্বভাবত ধীরগম্ভীর হ'লেও গভীর শোক-ক্ষোভের আবেগে, তাঁর পদে পদে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্‌বার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। তাই বল্‌চি, ভগবতি গোদাবরি, তোমাকে একটু সতর্ক হয়ে থাক্‌তে হবে। যখনি তাঁর মোহ উপস্থিত হবে—

তখনি শীকরবাহী সুশীতল পদ্মগন্ধী মৃদু সমীরণ
প্রেরণ করিয়া তুমি সযতনে মোহ তাঁর করিবে ভঞ্জন"।

তমসা।—এরূপ সময়ে পরিচর্য্যা করা স্নেহেরই কার্য্য বটে। কিন্তু আজ রামভদ্রের জীবন-রক্ষার মূল-উপায় যে নিকটেই উপস্থিত।

মুরলা।—কিরূপ উপায়?

তমসা।—শোনো। পূর্ব্বে লক্ষ্মণ সীতাকে বাল্মীকির তপোবনের কাছে পরিত্যাগ করে' গেলে, তাঁর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়। তিনি দুঃখ-যন্ত্রণার আবেগে গঙ্গায় ঝাঁপ দেন, ঝাঁপ দেবামাত্র তিনি সেই-খানেই দুটি পুত্রসন্তান প্রসব করেন। পরে ভগবতী পৃথিবী একটিকে ও ভাগীরথী অপরটিকে গ্রহণ করে' রসাতলে নিয়ে যান। তার পর, তারা স্তনদুগ্ধ ত্যাগ কর্‌লে গঙ্গাদেবী স্বয়ং সেই দুটি বালককে মহর্ষি বাল্মীকির কাছে রেখে আসেন।

মুরলা।—(সবিস্ময়ে)

এইরূপ দেবতারা যাহাদের পরম সহায়,
তাহাদেরি ঘটে হেন অলৌকিক দশা-বিপর্য্যয়।

তমসা।—এখন ভগবতী ভাগীরথী, সরযূ-নদীর মুখে শম্বুক-বধের কথা শুনে', জনস্থানে রামের আস্‌বার সম্ভাবনা আছে বলে' মনে করছেন। তাই, লোপামুদ্রা মনে মনে যে আশঙ্কা করেছিলেন, তিনিও স্নেহবশত সেই আশঙ্কা করে' গৃহকর্ম্মচ্ছলে সীতাকে সঙ্গে করে' গোদাবরীকে এখানে দেখ্‌তে এসেছেন।

মুরলা।—ভগবতী সেটি ভাল বিবেচনাই করেছেন। কেননা, রামভদ্র যখন রাজধানীতে থাকেন, তখন জগতের মঙ্গলজনক অনেক বিষয় তাঁকে ভাব্‌তে হয়; সুতরাং নানা বিষয়ে ব্যাপৃত থাকায় মনের ততটা উদ্বেগ থাকে না। কিন্তু এখন তিনি শুধু শোককে সঙ্গের সাথী করে' পঞ্চবটীতে এসেছেন, সুতরাং এখন মহান্ অনর্থের সম্ভাবনা। আচ্ছা, কিন্তু রামভদ্রকে সীতা কিরূপে সান্ত্বনা করবেন?

তমসা।—দেবী ভাগীরথী এই কথা সীতাকে বলেছিলেন যে "শোনো বাছা, আজ লবকুশের দ্বাদশ-বার্ষিকী জন্মতিথি উপস্থিত, তাই তাদের হাতের বন্ধন-সূত্রে সংখ্যামঙ্গল গ্রন্থি বাঁধ্‌তে হবে। সেই জন্য, স্বহস্তে পুষ্পচয়ন করে', তোমার শ্বশুরকুলের যিনি আদি-পুরুষ, সমস্ত মনু-বংশের স্রষ্টা, সেই পাপঘ্ন সূর্য্য-দেবকে, তোমার আজ পূজা করতে হবে। মর্ত্ত্য মানুষের কথা দূরে থাক, আমাদের প্রভাবে, বন-দেবতারাও তোমাকে দেখ্‌তে পাবেন না।"

আর আমাকেও এই আজ্ঞা করেছেন—"তমসে! বাছা জানকী তোমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তুমিই তাঁর সহচরী হয়ে থেকো।" আমি এখন তবে ভগবতীর সেই আদেশ-অনুসারে কাজ করি গে।

মুরলা।—আমিও ভগবতী লোপামুদ্রাকে এই কথা বলি গে। আর, রামভদ্রও বোধ হয় এতক্ষণে এসেছেন।

তমসা।—এই যে! জানকী গোদাবরী-হ্রদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এই দিকেই আস্‌চেন দেখ্‌ছি।

পাণ্ডুবর্ণ মুখকান্তি, বিশীর্ণ কপোল,
মুখটি সুন্দর তবু, কবরী বিলোল,
করুণার মূর্ত্তিখানি, শোক-ম্লান অতি,
সাক্ষাৎ বিরহ-ব্যথা যেন মূর্ত্তিমতী।

মুরলা।—এই যে তিনি। আহা! (উভয়ের পরিক্রমণ ও প্রস্থান)

শরতের তাপে যথা কেতকীর গরভ-গত দল,
চারু-বৃন্ত-ছিন্ন যথা অভিনব পল্লব কোমল,

হৃদয়-কুসুম-শোষী শোকানল দহি' দীর্ঘ দিন,
করিয়াছে পাণ্ডুবর্ণ ক্ষীণ দেহ অতীব মলিন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(নেপথ্যে)

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

(সকরুণ ঔৎসুক্যের সহিত পুষ্পচয়ন-ব্যগ্রা সীতার প্রবেশ)

সীতা।—হাঁ, বুঝ্‌তে পেরেছি। এ নিশ্চয়ই প্রিয়সখী বাসন্তীর কথা।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষ হ'তে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত,
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

সীতা।—কি হয়েছে তার? কি হয়েছে তার?

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

বধূর সহিত জলে করিছে বিহার,
নানা রঙ্গে একসঙ্গে দিতেছে সাঁতার,
হেন কালে অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্প-ভরে করে পরাজয়।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কতিপয় পদ গমন করিয়া) নাথ, আমার বাছাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! (স্মরণ করিয়া সখেদে) হা ধিক্! পঞ্চবটী-দর্শনে সেই পূর্ব্বপরিচিত কথাগুলি আবার এ হতভাগিনীর মুখ দিয়ে বেরুচ্চে। হা নাথ! (মূর্চ্ছা)

(তমসার প্রবেশ)

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও, শান্ত হও।

(নেপথ্যে)

বিমান-রাজ! এইখানেই থামো।

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া লজ্জাভয়ে ও উল্লাসে) এ কি! জলভরা জলদের মত ঘোর গম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ কোথা থেকে আসচে? কথাগুলি কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করে' আমার ন্যায় হতভাগিনীর মনও যে সহসা আনন্দোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল।

তমসা।—(সস্নেহে ও সাশ্রুলোচনে)

মেঘের গর্জ্জনে যথা সচকিতা ময়ূরী উৎসুক,
কাহার অস্ফুট-স্বরে তুমি বৎসে হলে এইরূপ?

সীতা।—ভগবতি, কি বল্‌চেন?—অস্ফুট?—কিন্তু আমি শুনেই বুঝ্‌তে পেরেছি, এ আর্য্যপুত্রের স্বর।

তমসা।—আশ্চর্য্য নয়। শুনলেম, তপোরত শূদ্রককে দণ্ড দেবার জন্যই ইক্ষাকুরাজ নাকি এখানে এসেছেন।

সীতা।—সৌভাগ্যক্রমে সে রাজার রাজধর্ম্মের ত্রুটি নাই।

(নেপথ্যে)

কি তরু, কি মৃগ, যেথা সকলেই বান্ধব আমার,
যেই স্থানে প্রিয়া-সনে কত দিন করেছি বিহার,
এই সেই পরিচিত পুরাতন চারু গিরিতট,
নির্ঝর কলরবে পূর্ণ গোদাবরী নদী-সন্নিকট।

সীতা।—(দেখিয়া) এ কি! আমার প্রাণনাথ যে! এ কি হয়েছে! শরীরে যে আর কিছুই নাই! আহা! মুখটি যেন প্রাতঃকালের চন্দ্রের মত ক্ষীণ, পাণ্ডুবর্ণ; আর যেন চেনা যায় না। কেবল গম্ভীর স্বরে ও দেহের তেজেই যা চিন্‌তে পারা যাচ্চে। আমাকে ধর। (তমসাকে জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছিতা)

তমসা।—(ধারণ করিয়া) বৎসে! ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর।

(নেপথ্যে)

এই পঞ্চবটী দর্শনে—

অন্তর্লীন দুঃখানল মহাতেজে হবে প্রজ্বলিত
তাই মোরে মোহ-ধূম পূর্ব্ব হ'তে করিছে আবৃত।

হা প্রিয়ে জানকি!

তমসা।—(স্বগত) গুরুজনেরা তখনই এই আশঙ্কা করেছিলেন।

সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) আহা! কেন এরূপ হ'ল?

(নেপথ্যে)

হা দেবি! দণ্ডক বাসের প্রিয়সহচরি! বিদেহ-রাজপুত্রি! (মূর্চ্ছা)

সীতা।—হা! কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! প্রাণনাথ এই হতভাগিনীর নাম করেই মূর্চ্ছিত হয়ে

পড়লেন! নব প্রস্ফুটিত নীল-পদ্মের মত চক্ষুদুটি একেবারে মুদিত হয়ে গেছে। আহা! কিরূপ হতাশ ও অসহায়ভাবে ভূতলে পড়ে' আছেন! ভগবতি তমসে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও। (পদতলে পতন)

তমসা।—তুমি-ই বাঁচাও ভদ্রে রামেরে এখন,
প্রিয়-স্পর্শ তব করই, ধ্রুব সঞ্জীবন।

সীতা।—যা হবার তা হবে, ভগবতী যা বল্‌চেন আমি এখন তাই করি।

[ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—দণ্ডকারণ্যের অন্য অংশ।

সজল-নয়না সীতার করস্পর্শে মূর্চ্ছিত রামভদ্রের চেতনা।

সীতা।—(সহর্ষে স্বগত) এখন বোধ হচ্চে, নাথের প্রাণ আবার দেহে ফিরে এসেছে।

রাম।—কি আশ্চর্য্য—এ কি!

দেবতরু-পত্র-রস পড়ে কি ঝরিয়া দেহপরে?
সেচন করে কি কেহ নিঙ্গাড়িয়া স্নিগ্ধ ইন্দুকরে?
তাপিত জীবনতরু মোর এই, করি' প্রশমন
কে হৃদে ঢালিল বারি—এ ঔষধি মৃত-সঞ্জীবন?
এ যে চির-পরিচিত পরশ তাহার
সঞ্জীবন সম্মোহন উভয়ি আমার।
সন্তাপের মূর্চ্ছা ভাঙ্গি' ও-কর-পরশে
বিহ্বল করে যে মোরে আবার হরষে।

সীতা।—(ভয় ও কারুণ্য বশতঃ কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া) আমার ভাগ্যে এখন এইটুকুই যথেষ্ট।

রাম।—(উপবেশন করিয়া) স্নেহময়ী সীতাদেবী কি অনুগ্রহ করে' আমাকে আশ্বস্ত করতে এসেছেন?

সীতা—হায়! আমার ভাগ্যে এমন কি হবে, উনি আমার অন্বেষণ করবেন?

রাম।—যাই হোক্‌—একবার অন্বেষণ করে' দেখি।

সীতা।—ভগবতি তমসে! এসো আমরা এখান থেকে সরে' যাই। আমাকে দেখতে পেলে, ওঁর বিনা অনুমতিতে এসেছি বলে' আমার উপর, আমার মহারাজ রাগ করতে পারেন।

তমসা।—অয়ি বৎসে, ভাগীরথীর বর-প্রভাবে তুমি এখন বনদেবতাদের নিকটেও অদৃশ্য।

সীতা।—হাঁ, তাও তো বটে।

রাম।—প্রিয়ে জানকি!

সীতা।—(অভিমান-গদ্‌গদ বাক্যে) এত কাণ্ডের পর, তোমার ওরূপ প্রিয় সম্ভাষণ আর সাজে না। কিন্তু আমি কি এমনি বজ্রময়ী পাষাণী যে, যিনি জন্মান্তরেও দুর্ল্লভদর্শন, আমার সেই প্রাণনাথ স্নেহভরে আমার উদ্দেশে এইরূপ ক্রন্দন করচেন—আর আমি কি না, তাঁর উপর রাগ করে' থাক্‌ব! আমি ওঁর হৃদয় বিলক্ষণ জানি। উনি আমারই।

রাম।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া নৈরাশ্যের সহিত) হা! কৈ, এখানে তো কেহই নাই।

সীতা।—ভগবতি তমসে! উনি আমাকে অকারণে পরিত্যাগ করেছিলেন, তবু ওঁকে দেখে কেন যে আমার মনের অবস্থা এরূপ হ'ল, তা বল্‌তে পারিনে।

তমসা।—জানি বাছা জানি

মিলন আশার আশে হইয়া নিরাশ
হয়েছিল তব মন নিতান্ত উদাস।
অকারণে ত্যাগ উনি করিলে তোমায়,
অভিমানে ছিলে তুমি সেই ঘটনায়;
সহসা হইল হেথা আবার মিলন,
স্তম্ভিত তুমি গো তাই হয়েছ এখন।
দেখিয়া আবার প্রাণনাথের সৌজন্য,
তোমার মনটি এবে হয়েছে প্রসন্ন।
অনুরাগ ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহার,
গলিয়া গিয়াছে প্রেমে হৃদয় তোমার।

রাম।—দেবি

স্নেহার্দ্র-পরশ তব সুশীতল অতি
(প্রণয়ের যেন আহা সাক্ষাৎ মুরতি)
করিতেছে আর্দ্র মোর তপ্ত তনুখানি,
কিন্তু তুমি কোথা অয়ি আনন্দদায়িনি!

সীতা।—এই যে, আমি নাথের কথা শুন্‌তে পাচ্চি। আহা! স্নেহপূর্ণ বিলাপ-কথাগুলি থেকে যেন আনন্দ-বর্ষণ হচ্চে। যদিও আমাকে পরিত্যাগ করে' উনি আমার হৃদয়ে শেল বিদ্ধ করেছিলেন, তবু আমার মনে হচ্চে, যেন ওঁকে পেয়েই আমার জন্ম সার্থক।

রাম।—কিন্তু প্রিয়তমা কোথায়? বোধ হয়, তাঁকে পুনঃপুনঃ চিন্তা করাতেই আমার এই ভ্রম উপস্থিত হয়েছে।

(নেপথ্যে)

কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!
শল্লকীর পল্লবের কচি ডগাগুলি
সীতাদেবী নিজ হস্তে বৃক্ষে হ'তে তুলি'
যে করি-শাবকটিরে খাওয়াতেন কত
পালিতেন সযতনে সন্তানের মত—

রাম।—(ঔৎসুক্যের সহিত সদয়ভাবে) সে শাবকটির কি হয়েছে?

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

দেখ দেখ অন্য এক যূথপতি বারণ দুর্জ্জয়
সহসা আক্রমি' তারে দর্পভরে করে পরাজয়।

সীতা।—হায় হায়! এখন আমি কার কাছে গিয়ে এই অত্যাচারের কথা জানাই?

রাম।—কৈ? কোথায় সে দুরাত্মা—যে বধূ-সহচর-শাবকটিকে পরাজয় করেছে? (উত্থান)

(ভয়ব্যস্ত বাসন্তীর প্রবেশ)

বাসন্তী।—কে, দেব রঘুপতি?

সীতা।—কে, আমার প্রিয়সখী বাসন্তী?

বাসন্তী।—জয় হোক্ দেব!

রাম।—(দেখিয়া) দেবীর প্রিয়সখী বাসন্তী কি?

বাসন্তী।—দেব! শীঘ্র যান, শীঘ্র যান। এই-খান থেকে গিয়ে ঐ জটায়ুপর্ব্বতের দক্ষিণদিকে যে সীতা-তীর্থ আছে, সেই তীর্থ দিয়ে, গোদাবরীতে নেমে দেবীর পুত্রটিকে রক্ষা করুন।

সীতা।—হা তাত জটায়ো! আজ তোমা বিহনে জনস্থান যেন একেবারে শূন্য বোধ হচ্ছে।

রাম।—ওহো হো! কথাগুলি কি মর্ম্মভেদী!

বাসন্তী।—এই দিকে দেব, এই দিকে।

সীতা।—ভগবতি, সত্য সত্যই কি বনদেবতারা আমাকে দেখ্‌তে পাচ্চেন না?

তমসা।—বাছা! মন্দাকিনী দেবীর প্রভাব সকল-দেবতা অপেক্ষাই অধিক। তবে আর ভয় করচ কেন?

সীতা।—তবে আসুন, ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই যাই।

(পরিক্রমণ)

তৃতীয় দৃশ্য।—গোদাবরী নদী

রাম।—(পরিক্রমণ করিয়া) ভগবতি গোদাবরি নমস্কার!

বাসন্তী।—(দেখিয়া) দেব! দেখুন দেখুন, সেই সীতার পালিত পুত্রটি শত্রুকে পরাজয় করে আপনার করিণীর সঙ্গে এই দিকে আসচে—এখন ওকে অভিনন্দন করুন।

রাম।—বৎস! বিজয়ী হও।

সীতা।—আঁা?—বাছা আমার এত বড় হয়েছে?

রাম।—দেবি, সে তোমার সৌভাগ্য!

বিস-কিসলয় সম
নবোদ্গত সুচিকণ স্নিগ্ধ দন্ত দিয়া
কর্ণ-ভূষা হ'তে তব
সল্লকীর পত্র যে গো নিত আকর্ষিয়া,
সেই তব পুত্র এবে
যূথপতি মদমত্ত বারণ-বিজেতা
যৌবনে কল্যাণ যাহা,
এ বয়সে অনায়াসে লভিয়াছে সে তা।

সীতা।—এখন করিণীর সহিত বাছার যেন আর ছাড়াছাড়ি না হয়।

রাম।—সখি বাসন্তি! দেখ দেখ, বৎসটি আবার নিজ প্রিয়ার মনোরঞ্জনেও কেমন সুপটু হয়েছে।

লীলাচ্ছলে উৎপাটিয়া মৃণালের বৃন্তগুলি
চিবায়ে গ্রাসাংশ তার প্রিয়া-মুখে দেয় তুলি।
পদ্ম-সুবাসিত জল, তাহার গণ্ডূষ করি'
শুণ্ডে ফুৎকারিয়া দেয় প্রেয়সীর গাত্রোপরি।
পরে লয়ে স্নেহভরে সনাল পদ্মের পাতা
করিণীর শিরোপরে ধরে আতপত্র-ছাতা।

সীতা।—ভগবতি তমসে! এটিকে তো এই রকম দেখছি, এখন লব-কুশ না জানি এত দিনে কি রকম হয়েছে।

তমসা।—সে দুটিও এই রকম হয়েছে।

সীতা।—আমি এমনি হতভাগিনী যে, শুধু স্বামি-বিরহ নয়, পুত্রবিরহও আমাকে এখন নিরন্তর সহ করতে হচ্ছে।

তমসা।—কি করবে বল—তোমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে।

সীতা।—আহা, তাদের সেই মুক্তাফলের মত কেমন কচি-কচি সাদা দাঁতগুলি, কেমন উজ্জ্বল গালদুটি, কেমন হাসি-হাসি মুখ-খানি, কেমন মিষ্টি মিষ্টি আধ-আধ কথা, কাণের পাশে কেমন সুন্দর, চুলের জুল্‌ফি; আহা! এমন দুটি ছেলের মুখপদ্ম উনিই যখন চুম্বন করতে পেলেন না, তখন আমার প্রসব করাই বৃথা হ'ল।

তমসা।—দেখো, দেবতাদের প্রসাদে তোমার ও মনস্কামনা শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

সীতা।—দেখ, ভগবতি তমসে! লবকুশকে স্মরণ করে' আমার উচ্ছ্বসিত স্তন থেকে দুগ্ধ নিঃসৃত হচ্ছে; আর, ওদের পিতা নিকটে থাকায় আমার মনে হচ্ছে, যেন ক্ষণকালের জন্য আমি আবার সংসারী হয়েছি।

তমসা।—তা তো মনে হতেই পারে। সন্তান যে পিতামাতার প্রণয়ের চরম-সীমা—পরস্পরের চিত্তের পরম-বন্ধন।

স্ত্রীপুরুষ উভয়ের হৃদয়ের
মর্ম্মগত স্নেহের বন্ধনে
অপত্য-আনন্দ-গ্রন্থি বদ্ধ যেন
দম্পতির মধুর মিলনে।

বাসন্তী।—রাজন্‌! এ দিকে আবার দেখুন:—

নবোদ্গত সুচঞ্চল
চারু পুচ্ছ আহা কিবা প্রসারিত করি,
আনন্দে উন্মত্ত শিখী
প্রিয়া-সনে নৃত্য করে কদম্ব-উপরি।
তাণ্ডব-উৎসব অন্তে
তারস্বরে ডাকে বসি' কদম্ব-শাখায়;
উদ্ধশিখ মণিময়
মুকুট শোভিছে যেন তরুর মাথায়।

সীতা।—(সাশ্রু-লোচনে সকৌতুকে) এই যে আমার ময়ূরটি।

রাম।—আমোদ আহ্লাদ কর বৎস, চিরকাল আমোদ আহ্লাদ কর।

সীতা।—আহা! তাই হোক্‌।

রাম।—করপল্লবের তালে
নাচাতেন প্রিয়া তোকে আদরে যতনে,
চতুর ভ্রূভঙ্গ-সঙ্গে
ঘুরিত সে নেত্র কিবা নৃত্য-বিবর্ত্তনে।
প্রিয়ার ছিলি রে তুই
সন্তানের মত, অতি যতনের ধন;
তাই তো আমিও তোরে
পুত্র বলি' স্নেহভরে করেছি স্মরণ।

আশ্চর্য্য! পশু-পক্ষী প্রভৃতি নীচজাতীয় প্রাণীরাও তাদের আত্মীয় কে, তা' অনায়াসে বুঝ্‌তে পারে। ঐ কদম্বের বৃক্ষটিকে প্রিয়তমা নিজহস্তে বর্দ্ধিত করেছিলেন —এখন ওতে দুই চারটি ফুলও ধরেছে।

সীতা।—(দেখিয়া সাশ্রুলোচনে) উনি তো ঠিক্‌ চিনেছেন।

রাম।—
গিরি-শিখীটিও এই,
দেবীর বর্দ্ধিত বলি' আত্মীয় ভাবিয়া,
তরুটির কাছে কাছে
সর্ব্বদাই থাকে যেন আনন্দে মাতিয়া।

বাসন্তী।—রাজন্‌! এইখানে ক্ষণকাল উপবেশন কর।

এই সেই স্থান দেখ—চারিদিকে কদলীর বন,
কান্তাসনে শিলাতলে যেথা তুমি করিতে শয়ন;
মৃগগণে সীতাদেবী খাওয়াতেন বসিয়া হেথায়,
তৃণলোভে তাই তারা এই ঠাঁই ছাড়িতে না চায়।

রাম।—উঃ! এ সকল যে আমি আর দেখ্‌তে পার্‌চিনে।

(রোদন করিতে করিতে অন্যত্র উপবেশন)

সীতা।—সখি বাসন্তি! এই সমস্ত আমাদের কেন দেখালে? হায়! হায়! সেই উনি, সেই পঞ্চবটী-বন, সেই প্রিয়সখী বাসন্তী, এখানে তখন আমরা কেমন স্বচ্ছন্দে বেড়িয়ে বেড়াতেম; তারই সাক্ষিস্বরূপ গোদাবরী-তীরের এই বনস্থলী, সন্তানতুল্য এই সব মৃগপক্ষী, তরুলতা এখনও রয়েছে। কিন্তু আমি হতভাগিনী যদিও এই সমস্ত স্বচক্ষে দেখ্‌চি, তবু যেন আমার পক্ষে কিছুই নেই বলে' মনে হচ্চে। হায়! সংসারের এইরূপই পরিবর্ত্তন বটে।

বাসন্তী।—সখি সীতে, রামচন্দ্রের কি অবস্থা হয়েছে, তুমি কি তা' দেখ্‌ছ না?

কুবলয়দল-স্নিগ্ধ রামের সে অঙ্গের বরণ
যখনি করিতে ইচ্ছা দেখিতে তা' ভরিয়া নয়ন;
তবু প্রতি দৃষ্টিক্ষেপে সৌন্দর্য্য স্ফুটিত নব নব,
অবিরত হ'ত তব নয়নের আনন্দ-উৎসব।

সেই তনু শোকে এবে পাণ্ডুক্ষীণ, বিকল-ইন্দ্রিয়,
কথঞ্চিৎ চেনা যায়,—শুধু মাত্র ভাবে অনুমেয়।
কিন্তু গো যদিও শোকে করেছে সে লাবণ্য হরণ,
তথাপি এখনও উনি আহা কিবা প্রিয়দরশন।

সীতা।—তাই তো দেখ্‌ছি সখি, তাই তো দেখ্‌ছি।

তমসা।—আহা, তোমার প্রাণনাথকে জন্ম জন্ম দেখ।

সীতা।—হা বিধাতঃ! তিনি আমাকে ছেড়ে থাক্‌বেন, আমি তাঁকে ছেড়ে থাক্‌ব, একে সম্ভব বলে' পূর্ব্বে মনে করতে পারতো?—এখন যে ওঁকে দেখ্‌ছি, এ যেন আমার জন্মান্তরের দর্শনলাভ। চোখের জল একটু থেমেচে, এই অবকাশে প্রাণনাথকে একবার ভাল করে' দেখে নি। (সতৃষ্ণভাবে দর্শন)

তমসা।—(সাশ্রুলোচনে ও সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া)

দর্শন-তৃষায়, তব নেত্র দুটি দীর্ঘ-বিস্ফারিত,
শোকে আনন্দেতে আহা দরদর অশ্রু বিগলিত।
ধবল অঞ্জন-বিনা—স্নেহময় স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
দুগ্ধনদী-জলে যেন করাইছ স্নান প্রাণনাথে।

বাসন্তী।—

দাও সবে তরুগণ
সুমধুর ফল-পুষ্পে অর্ঘ্য উপহার।
যাও বহি' বন-বায়ু
প্রস্ফুটিত কমলের লয়ে' গন্ধভার।
আনন্দে উৎকণ্ঠ হয়ে
পক্ষিগণ হেথা গান গাও অবিরাম।
আবার এ বনমাঝে
দেখ দেখ এসেছেন রঘুপতি রাম॥

রাম।—এস সখি বাসন্তি, এইখানে উপবেশন কর।

বাসন্তী।—(উপবেশন করিয়া সাশ্রু-লোচনে) মহারাজ! কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(না শুনিয়া)

নিজ হস্তে পালিতেন যাদের জানকী
সেই তরু মৃগ পক্ষী যখনি নিরখি,
এমনি বিকার মনে হয় গো উদয়,
পাষাণ ভেদিয়া যেন গলে এ হৃদয়।

বাসন্তী।—মহারাজ! বলি কি, কুমার লক্ষ্মণ ভাল আছেন তো?

রাম।—(স্বগত) মহারাজ বলে' সম্বোধন করায় আমার প্রতি ওঁর প্রণয়ের অভাব প্রকাশ পাচ্চে। আবার, লক্ষ্মণের নাম করবামাত্রই অশ্রুজলে সহসা ওঁর কণ্ঠরোধ হয়ে গেল—এতে বোধ হচ্চে, উনি সীতার বৃত্তান্তও সমস্ত জান্‌তে পেরেছেন। (প্রকাশ্যে) হাঁ, তিনি ভাল আছেন! (রোদন)

বাসন্তী।—দেব, এত কঠিন হ'লে কি করে'?

সীতা।—সখি বাসন্তি? কেন তুমি ওঁকে এরূপ কথা বল্‌চ? উনি সকলেরই প্রিয়-সম্ভাষণের যোগ্য। বিশেষতঃ আমার প্রিয়সখী বাসন্তীর পক্ষে তো বটেই।

বাসন্তী।—

তুমিই জীবন মম, তুমি মম হৃদয় দ্বিতীয়,
নয়ন-জোছনা-রাশি, তুমি মম অঙ্গের অমিয়—
এইরূপ প্রিয় বাক্যে তুষিতেন সরলা সীতায়
না না থাক্—কাজ নাই—কাজ নাই
সে সব কথায়। (মূর্চ্ছা)

রাম।—ঠিক্ সময়েই ওঁর বাক্‌রোধ হয়ে মূর্চ্ছা হয়েছে। সখি, ধৈর্য্য ধর! ধৈর্য্য ধর!

বাসন্তী।—(আশ্বস্তা হইয়া) দেব! তুমি কেমন করে' এ অকার্য্য করলে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

রাম।—লোকে বোঝে না, কি করব?

বাসন্তী।—কেন, না বোঝবার হেতু কি?

রাম।—সে তারাই জানে।

তমসা।—তবে এর জন্যে তাদের ভর্ৎসনা করাই উচিত।

বাসন্তী।—নিষ্ঠুর

যশই শুধু একমাত্র প্রিয় তব দেখিতেছি এবে,
কিন্তু এ যে ঘোরতর অপযশ দেখনি কি ভেবে?
সীতার কি হ'ল দশা থাকি' ঘোর সুভীষণ বনে
সে বিষয় কিছুমাত্র ভেবেছ কি আপনার মনে?

সীতা।—সখি বাসন্তি! তুমি দেখছি দারুণ কঠোর। একে তো উনি এমনি আপনার জ্বালায় জ্বল্‌চেন, তার উপর তুমি আবার কেন ওঁকে বাক্য-যন্ত্রণায় দগ্ধ কচ্চ?

তমসা।—এই কথায় প্রণয় ও শোক উভয়ই প্রকাশ পাচ্চে।

রাম।—সখি! জানকীর কি দশা হ'ল, সে বিষয়ে ভাব্‌বার আর কি আছে?

শিশু-কুরঙ্গিণী সম যার সেই চঞ্চল নয়ন,
বিকম্পিত গর্ভভারে যে মন্থর-অলস-গমন,
তার সেই জ্যোৎস্নাময়ী অঙ্গলতা মৃণাল-গঞ্জন
নিশ্চয়ই শ্বাপদ-কুল বন-মাঝে করেছে ভক্ষণ।

সীতা।—না প্রাণনাথ! এই যে আমি বেঁচে আছি।

রাম।—হা প্রিয়ে জানকি! তুমি কোথায়?

সীতা।—হায় হায়!—উনি যে মুক্তকণ্ঠে কাঁদচেন।

তমসা।—বৎসে! এখন দুঃখ প্রকাশ করেই দুঃখ নির্ব্বাণ করা উচিত। কেননা

জল-বৃদ্ধি-উপদ্রবে উথলিলে জলাশয়-স্থান
প্রবাহের পথ খোলা একমাত্র উচিত বিধান।
সেইরূপ শোক-ক্ষোভে উথলিয়া উঠিলে হৃদয়,
বিলাপ-ক্রন্দনে তার উপশম জানিবে নিশ্চয়।

বিশেষত রাজা রামচন্দ্রকে রাজ্যের বিবিধ প্রকার কষ্ট সহ্য করতে হয়।

সমস্ত সাম্রাজ্য ইনি
মনোযোগে বিধিমতে করেন পালন।
উত্তাপে কুসুম যথা,
শুকাইছে প্রিয়া-শোকে ইঁহার জীবন।
আপনি প্রিয়ারে ত্যজি',
কেবল ক্রন্দনে শোক যাইবে কেমনে?
তবে লাভ এই মাত্র
প্রাণ বেঁচে আছে আজও বিলাপ ক্রন্দনে।

রাম।—কি কষ্ট! কি কষ্ট!

দলিত হৃদয় শোকে,
দ্বিধা তবু ফাটিয়া না যায়,
মোহে বিকলিত দেহ,
জ্ঞান তবু নাহি গো হারায়।
অন্তর্দাহে দহে তনু,
তবু তো না হয় ভস্মসাৎ।
মর্ম্মচ্ছেদ করে বিধি,
প্রাণ তবু হয় না নিপাত॥

সীতা।—হাঁ, তাই তো দেখ্‌ছি।

রাম।—পৌরজন ও জনপদবাসি, তোমরা সবাই শ্রবণ কর:—

জানকীর গৃহবাস
তোমাদের সকলের নহে অভিমত
তাই তারে বিনা দোষে
ত্যজিলাম শূন্য বনে তৃণটির মত।
কিন্তু চির-পরিচিত
এই সব দৃশ্য হেরি', নিরাশ্রয় অতি
ভ্রমিতেছি কাঁদি কাঁদি',
তোমরা প্রসন্ন এবে হও আমা প্রতি।

তমসা।—উঃ! দেখ্‌ছি এঁর শোক-সাগরের আবর্ত্তগুলি বড়ই গভীর।

বাসন্তী।—যা হবার তা হয়েছে, এখন দেব ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

রাম।—সখি, ধৈর্য্যের কথা আর কেন বল্‌চ?

দ্বাদশ বৎসর-কাল আমি আছি দেবী-বিরহিত,
সীতানাম লুপ্তপ্রায়, তবু রাম নহে কি জীবিত?

সীতা।—উঃ! ওঁর এই কথাগুলি শুনে আমার মূর্চ্ছা হবার উপক্রম হয়ে আসচে।

তমসা। হা বৎসে, তাই বটে।

নিতান্ত নহে গো প্রিয়
স্নেহ-মাখা শোকের ও দারুণ বচন,
তাই তব কর্ণ-মাঝে
বিষময় মধুধারা হতেছে পতন।

রাম।—সখি বাসন্তি!

হৃদয়ে নিহিত যথা
বক্র-মুখ প্রজ্বলন্ত অঙ্গার-শলাকা
কিম্বা হিংস্র জন্তুদের
দন্তের দংশন যথা তীব্র বিষে মাখা,
সেইরূপ শোক-শেল
হৃদে মোর মর্ম্মগ্রন্থি করিছে ছেদন
বিষম যাতনা তার
আমি কি গো সহিছি না সদা-সর্ব্বক্ষণ?

সীতা।—উনি এ হতভাগিনীর জন্য আবার কেন ক্লেশ পাচ্চেন?

রাম।—আমি পূর্ব্বে যদিও বহুকষ্টে মনকে স্থির করেছিলেম, তবু এখন পূর্ব্ব-পরিচিত এই সকল বস্তু

আবার দেখে আমার শোকের আবেগ আবার যেন প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে।

প্রবল বিকার-গ্রস্ত
ইন্দ্রিয়-আবেগ মম করিতে দমন
বহু কষ্টে বহু যত্নে
কত কি উপায় আমি করি নির্দ্ধারণ।
সে সব করিয়া চূর্ণ
কি-এক বিকার মনে হতেছে বিস্তার।
প্রচণ্ড প্রবাহ যেন
ভেদ করে বালুময় সেতুর প্রাকার॥

সীতা।—ওঁর এই দুর্নিবার দারুণ দুঃখ আমার নিজ দুঃখের মত তীব্ররূপে আমি অনুভব করচি; তাই আমার হৃদয় যেন থেকে-থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে।

বাসন্তী।—(স্বগত) আহা, দেব অত্যন্ত কষ্ট পাচ্চেন—ওঁর মন এখন অন্য কোন দিকে বিক্ষিপ্ত করা যাক্ (প্রকাশ্যে) এখন এই জনস্থানের চির-পরিচিত প্রদেশগুলি দেখুন।

রাম।—আচ্ছা, চল দেখা যাক্।

(উঠিয়া পরিক্রমণ)

সীতা।—হায়, যেগুলি দুঃখের সন্দীপন, তাই এখন প্রিয়সখী বিনোদনের উপায় মনে করচেন।

বাসন্তী।—(সকরুণভাবে) দেব! দেব!

এই লতা-গৃহমাঝে
থাকিতে তুমি গো বসি' চাহি' প্রিয়া-পথ,
তিনি গোদাবরীতীরে
হংসসনে থাকিতেন ক্রীড়ারসে রত।
আসি' দেখিতেন যবে
তাঁর পথ চেয়ে তুমি আকুলী ব্যাকুলী,
অমনি কাতরে তিনি
পদ্মহস্তে রচিতেন প্রণাম-অঞ্জলি।

সীতা।—সখি বাসন্তি! বড় কঠিন তুমি, বড় কঠিন; হৃদয়ের মর্ম্মস্থলে যে শেল গূঢ়ভাবে আছে, পুনঃ পুনঃ তাকে নাড়া দিয়ে তুমি আমাদের উভয়-কেই কেন যন্ত্রণা দিচ্চ বল দেখি?

রাম।—অভিমানিনি জানকি! তোমাকে যেন আমি ইতস্ততঃ দেখ্‌চি বলে' আমার মনে হচ্চে, তবু কেন অভাগার প্রতি তোমার দয়া হচ্চে না? হা দেবি!

ফাটিছে হৃদয় মম, টুটিতেছে দেহের বন্ধন,
শূন্য হেরি এ সংসার, হইতেছে অন্তর দহন,
অন্তরাত্মা শোকাকুল নিমগন গভীর আঁধারে,
অবসন্ন মন মোর, মোহ ঘিরি' আসে চারি ধারে।
হায় হায় কি করিব, মন্দ-ভাগ্য আমি অতিশয়,
কি করিব কোথা যাব, নাহি পারি করিতে নিশ্চয়।
(মূর্চ্ছা)

সীতা।—হায় হায়! উনি যে আবার মূর্চ্ছিত হলেন।

বাসন্তী।—দেব! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা।—হা নাথ! এই হতভাগিনীর জন্য তোমার বার-বার মূর্চ্ছা হচ্চে—এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হয়ে পড়েছে। হায়! তোমার উপর যে সমস্ত জীব-লোকের মঙ্গল নির্ভর করচে—ওঃ! (মূর্চ্ছা)

তমসা।—বৎসে, ধৈর্য্য ধর! তোমার হাতের স্পর্শই এখন ওঁর প্রাণ বাঁচাবার একমাত্র উপায়।

বাসন্তী।—কি! এখনও নিশ্বাসের দেখা নেই? হা প্রিয়সখি সীতে? কোথায় তুমি? তোমার প্রাণেশ্বরকে বাঁচাও।

সীতা।—(ব্যস্তসমস্তভাবে আসিয়া হৃদয় ও ললাট স্পর্শকরণ)

বাসন্তী।—আ, বাঁচা গেল! রামভদ্রের আবার চেতনা হয়েছে।

রাম।—

অস্থিমজ্জা-ধাতুময় এ মোর শরীরে
অমৃত-প্রলেপ কে গো দেয় এবে অন্তর বাহিরে?
কার করস্পর্শে পুন হইনু জীবিত,
আনন্দে নূতন মোহ এবে যেন হয় উপস্থিত।

(আনন্দে নয়ন নিমীলিত করিয়া)

সখি বাসন্তি! আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।

বাসন্তী।—প্রসন্ন কিসে দেব?

রাম।—সখি, আর কি, জানকীকে আবার পেয়েছি।

বাসন্তী।—কৈ দেব রামভদ্র, সীতা কোথায়?

রাম।—(স্পর্শ-সুখ অভিনয়) দেখ, এই সম্মুখেই রয়েছেন।

বাসন্তী।—একে তো আমি প্রিয়সখীর দুঃখে

দিবা-নিশি দগ্ধ হচ্চি—আবার তুমি দেব এই মর্ম্মভেদী দারুণ প্রলাপ বলে' কেন আমাকে দগ্ধ করচ ?

সীতা।—ওঁর সুশীতল সন্তাপ-হর কর-স্পর্শে আমার এতদিনকার দারুণ শোক প্রশমিত হ'ল। কিন্তু খুব দৃঢ় করে' হাত বেঁধে রাখ্‌লে যেমন ঘর্ম্মাক্ত হয়ে হাতটি ক্রমে ক্রমে অবশ হয়ে পড়ে, আমারও হাত যেন সেইরূপ অবশ হয়ে থর্‌থর্ করে' কাঁপচে। আমি এখান থেকে এই বেলা সরে' যাই।

রাম।—সখি! তুমি তখন প্রলাপের কথা বলেছিলে—কিন্তু এ তো আমার প্রলাপ নয়—এ যে সত্য কথা।

পূর্ব্বে সে বিবাহ-কালে প্রিয়া-হস্ত কঙ্কণ ভূষিত
ধারণ করিয়াছিনু—আহা কিবা শীতল অমৃত!
সেই চির-পরিচিত হস্ত আমি করিতেছি স্পর্শ
পূর্ব্বে ইচ্ছামাত্র যাহা পরশিয়া উপজিত হর্ষ।

সীতা।—নাথ! এখনও দেখ্‌ছি, তুমি তাই আছ!

রাম।—

তাঁরই করস্পর্শ এই, ধরিয়াছি তাঁরই সে কমল-করতল
শীতল তুহিন সম—লবলী-পল্লব-নব-ললিত-কোমল।

সীতা। হায়! হায়! নাথের স্পর্শে মোহিত হয়ে আমার এ কি প্রমাদ উপস্থিত হ'ল?

রাম। সখি বাসন্তি! আনন্দে আমার ইন্দ্রিয় সব যেন ক্রমে-ক্রমে অবশ হয়ে আস্‌চে। আর অত্যন্ত হর্ষের দরুণ জড়তা এসে আমাকে যেন একেবারে পরবশ করে' তুলেছে। আমি আর পারি নে—তুমিই এখন সীতাকে ধর।

বাসন্তী।—হায়! হায়! এ যে উন্মাদের লক্ষণ দেখ্‌চি।

সীতা।—(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া আকর্ষণ করিয়া পলায়ন)

রাম।—হায়! কি প্রমাদ! কি প্রমাদ! কেন আমি অনবধান হয়েছিলেম?

আমাদের উভয়েরই পরশে পরস্পর
ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত হাতদুটি!
আমার এই হস্ত হ'তে তাঁর সে কমল কর
কখন্ সহসা গেছে ছুটি।

সীতা।—হায় হায়! এঁর অস্থির নিস্পন্দ চোখদুটি কেবল যেন ইতস্তত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। তাদেরই যার উনি স্থির করতে পার্‌চেন না, তা আপনাকে প্রকৃতিস্থ করবেন কি করে'?

তমসা।—(স্নেহ, হাস্য ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)

স্বেদসিক্ত রোমাঞ্চিত অঙ্গগুলি কাঁপিছে বিবশা,
প্রিয়-স্পর্শ-সুখবশে বাছার হয়েছে এই দশা।
যেন নব-জলসিক্ত মলয়-মারুত-বিকম্পিত
কদম্ব-তরু-শাখায়—নবীন কলিকা বিকসিত।

সীতা।—(স্বগত) হায়! আমার শরীর এইরূপ অবশ হওয়াতে ভগবতী তমসার কাছে বড়ই লজ্জা পেলেম। ইনি কি মনে করবেন? বল্‌বেন যে, ইনি তোমাকে অকারণ পরিত্যাগ করেছেন—তবু মনে মনে তাঁর প্রতি তোমার এতটা অনুরাগ।

রাম।—(চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া) কৈ, তিনি কি এখানে নাই? হা বৈদেহি, নির্দ্দয়ে!

সীতা।—তোমার এইরূপ অবস্থা দেখে যখন এখনও বেঁচে আছি, তখন নির্দ্দয় নয় তো আর কি?

রাম।—দেবি, তুমি কোথায়? আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করে' যাওয়া তোমার কি উচিত?

সীতা।—প্রাণনাথ, তুমি যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলচ।

বাসন্তী।—দেব! কে কাকে পরিত্যাগ করলে? তোমার অলৌকিক ধৈর্য্য—সেই ধৈর্য্যের বলে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করে' এই ভয়ানক বিরহ-শোক নিবারণ কর। কৈ, আমার প্রিয়সখী সীতা এখানে কোথায়? তিনি তো এখানে নেই।

রাম।—বাস্তবিকই নাই বটে। কেন না, তা হ'লে বাসন্তীও কি তাঁকে দেখ্‌তে পেতেন না? এ কি স্বপ্ন? তাই বা কিরূপে হবে? আমি তো নিদ্রিত নই। রামের আবার নিদ্রা কোথায়? এ নিশ্চয়ই সেই কল্পনা-নির্ম্মিত প্রতারণা দেবী আমাকে বারম্বার অনুসরণ করচেন।

সীতা।—না, আমিই নিষ্ঠুর হয়ে তোমাকে প্রতারণা করচি।

বাসন্তী।—দেব! দেখ দেখ

জটায়ু ভাঙ্গিল যাহা
এই সেই রাবণের কৃষ্ণলৌহ-রথ।
এই দেখ সনমুখে
পিশাচ-বদন-অশ্ব-অস্থি রোধে-পথ,

হেথা জটায়ুর পক্ষ ছেদন করিয়া
তেজোদীপ্তা বিষাকুলা সীতারে লইয়া
উঠিল আকাশ-পথে দুষ্ট দশানন
শোভিলা জানকী মেঘে বিজলী যেমন।

সীতা।—(সভয়ে) পূজ্যতম জটায়ুকে বধ করলে, আবার আমাকেও হরণ করে' নিয়ে যাচ্চে। নাথ! রক্ষা কর—রক্ষা কর!

রাম।—(সবেগে উত্থান করিয়া) পাপাত্মা জটায়ু-হন্তা! সীতাপহারি! দাঁড়া, কোথায় যাস্?

বাসন্তী।—দেব, তুমি রাক্ষসকুলের প্রলয়-ধূমকেতু! তুমি তো সমস্ত রাক্ষসকুলের ধ্বংস করেছ—আজও কি তোমার ক্রোধের পাত্র কেউ আছে?

সীতা।—ও মা! আমি পাগলের মত কি বক্‌চি।

রাম।—

সীতা উদ্ধারের যবে ছিল গো উপায়
শোক-বারণেরও পন্থা ছিল তবু তায়।
তাই বধি' রণে বীর অসংখ্য রাক্ষসে
জগৎ প্লাবিয়াছিনু বিস্ময়ের রসে।
রিপু-বধে হবে জানি' বিরহের শেষ
করিয়াছিলাম আমি এত কষ্ট ক্লেশ।
এবে না বিলাপ করি' সহিব কেমনে
উহা যে অপরিহার্য্য শোক-প্রশমনে।

সীতা।—কষ্টের কি আর শেষ হবে না? হায়! আমি কি হতভাগিনী! (রোদন)

রাম।—

ব্যর্থ যেথা সুগ্রীবের সখ্য—ব্যর্থ কপি-পরাক্রম,
ব্যর্থ জাম্ববান-বুদ্ধি, যেথা হনু প্রবেশে অক্ষম,
বিশ্বকর্ম্মা-পুত্র নল যার পথ না পায় সন্ধান,
পৌঁছিতে না পারে যেথা মহাবীর লক্ষ্মণের বাণ,
হেন কোন্ দেশে তুমি আমা ছাড়ি আছ গো লুকায়ে?
বল বল শীঘ্র বল, অসহ্য বিরহ তব প্রিয়ে।

সীতা।—ওঁর কথা শুনে আমি এখন পূর্ব্ব-বিরহও প্রার্থনীয় বলে' মনে করচি।

রাম।—সখি বাসন্তি! এখন বন্ধুদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হলে' তাঁরা অত্যন্ত কাতর হন। তা, আর কতক্ষণ তোমাকে আমি কাঁদাব—আমাকে এখন যেতে অনুমতি কর।

সীতা।—(উদ্বেগ ও মোহের সহিত তমসাকে আলিঙ্গন করিয়া) ভগবতি তমসে! উনি কি চলে' যাচ্চেন?

তমসা।—বৎসে, শান্ত হও। এস, আমরাও বৎস কুশলবের বয়ঃক্রম-নির্ণয়-সূত্রে সাম্বৎসরিক শুভ গ্রন্থি বন্ধন করতে ভাগীরথী দেবীর কাছে যাই!

সীতা।—ভগবতি! অনুগ্রহ করে' একটু দাঁড়াও—ক্ষণেকের জন্য আমার দুর্লভ জনকে একবার ভাল করে' দেখে নিই।

রাম।—এখন অশ্বমেধের জন্য আমার সেই সহধর্ম্মিণী—

সীতা।—(সকম্পে) নাথ! কে সে?

রাম।—সীতার হিরণ্ময়ী প্রতিকৃতি।

সীতা।—(সাহ্লাদে ও সজল-নয়নে) নাথ! আমার তুমি সেই তুমিই আছ। মা গো! এত দিনের পর, পরিত্যাগের লজ্জাশেল আমার বুক থেকে যেন বেরিয়ে গেল।

রাম।—সেই প্রতিমূর্ত্তিটি দেখেই এখন আমার এই অশ্রুপ্লাবিত নেত্রের কতকটা সান্ত্বনা হয়।

সীতা।—ধন্যা সেই—যাকে আর্য্যপুত্র সম্মান করেন, ধন্যা সেই—যে আর্য্যপুত্রকে বিনোদন করে—ধন্যা সেই—যে এখন জীবলোকের আশাবন্ধন হয়ে অবস্থিতি করচে।

তমসা।—(সস্মিত—সাশ্রুনয়নে আলিঙ্গন করিয়া) বাছা! এমনি করে' আপনাকে আপনি প্রশংসা করতে হয়?

সীতা।—(লজ্জায় অধোমুখী হইয়া স্বগত) ভগবতী আমাকে পরিহাস করচেন।

বাসন্তী।—(রামের প্রতি) আপনার আগমনে আমরা অত্যন্ত অনুগৃহীত হয়েছি। যাবার কথা যে বলছিলেন—সে বিষয়ে আমরা আর কি বলব—যাতে কার্য্যের হানি না হয়, তাই করবেন।

সীতা।—যেতে বল্লেন? আমার বাসন্তীই যে আমার বাধ সাধছেন দেখ্‌চি।

তমসা।—এস বৎসে! আমরা যাই।

সীতা।—(কষ্টের সহিত) আচ্ছা যাচ্ছি।

তমসা।—

তৃষ্ণাবিস্ফারিত নেত্রে
নাথপানে চেয়ে আছ কেমনে যাইবে?
মর্ম্মভেদী চেষ্টা-বলে
ফিরাতে পারিলে নেত্র তবেই পারিবে॥

সীতা।—অপূর্ব্ব পুণ্যফলে যাঁর দর্শন লাভ করেছি, সেই আর্য্য-পুত্রের চরণকমলে বার বার নমস্কার।

(মূর্চ্ছা)

তমসা।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!

সীতা—(আশ্বস্ত হইয়া) মেঘের ভিতর দিয়ে পূর্ণচন্দ্রের দর্শন আর কতক্ষণ সম্ভবে?

তমসা।—অহো! কার্য্যকারণ-ভাবের কি বিচিত্র গতি!

একই সে করুণ রস
বিচিত্র কারণে হয় কত রূপান্তর,
সলিল-আবর্ত্তে যথা
বুদ্বুদ, তরঙ্গ;—জল একই নিরন্তর।

রাম।—বিমান-রাজ! এই দিকে—এই দিকে—

(সকলের উত্থান)

তমসা ও বাসন্তী।—(সীতা ও রামের প্রতি)

পৃথ্বী, সুরনদী গঙ্গা
মিলিয়া তাঁহারা দোঁহে আমাদের সনে
করুন মঙ্গল তব
প্রার্থনা করি গো এই, মোরা কায়মনে।
আর সেই বাল্মীকি
ছন্দের রচনা যিনি করেন প্রথম,
বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী
শুভাশিস্ তাঁরাও করুন বিতরণ।

[সকলের প্রস্থান।

ছায়া নামক তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।—বাল্মীকির তপোবন।

(বিষ্কম্ভক)

এক।—সৌধাতকি! দেখ, দেখ! আজ ভগবান্ বাল্মীকির আশ্রমের কি রমণীয় শোভা! চারিদিক্ অতিথিতে পরিপূর্ণ। তাহাদের আহারাদির নিমিত্ত আবার নানাবিধ আয়োজন হচ্চে। আজ

নীবার-ভাতের মণ্ড সুমধুর উষ্ণ
সদ্যঃ প্রসবিতা মৃগী পান করে হয়ে পরিতুষ্ট,
অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহাদের দিয়া
তপোবন-মৃগ সবে পান করে উদর ভরিয়া।
কুল-ফল-সুমিশ্রিত শাক-গন্ধ-সঙ্গে
ঘৃতপক্ক অন্নের সৌরভ ছোটে চারিদিকে রঙ্গে।

সৌধাতকি।—আজ পাকাদেড়ে বুড়োরা বেদপাঠ যে বন্ধ করেছেন, তার অবশ্য কোন বিশেষ কারণ থাক্‌বে।

প্রথম।—(হাসিয়া) বিশেষ কারণ আছেই তো। কোন একজন অসাধারণ বহুমানাস্পদ ব্যক্তি আজ এখানে অতিথি হয়েছেন, তাই তাঁর সম্মানার্থে পাঠ বন্ধ করা হয়েছে।

সৌধাতকি।—অহে ভাণ্ডায়ন! যাঁর কপ্‌নি-পরা, আর যাঁকে বুড়দের পালের গোদা বলে' বোধ হচ্চে, ওঁর নামটা কি বল্‌তে পার?

ভাণ্ডায়ন।—ছি ছি, উপহাস কোরো না। উনি বশিষ্ঠদেব। ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হ'তে অরুন্ধতী দেবীকে এবং মহারাজ দশরথের পরিবারদের সঙ্গে করে' উনি নিয়ে এসেছেন। তুমি এলোমেলো কি সব বক্‌চ?

সৌধাতকি।—আঁা—বশিষ্ঠ?

ভাণ্ডায়ন।—হাঁ।

সৌধাতকি।—আমি ওঁকে মনে করেছিলেম, হয় বাঘ, নয় নেকড়ে।

ভাণ্ডায়ন।—আঃ! কি বক্‌চ তুমি?

সৌধাতকি।—ইনি এসেই আমাদের সেই গরীব বক্‌নাটিকে মড় মড় করে' চিবিয়ে উদরসাৎ করেছেন।

ভাণ্ডায়ন।—বেদে বলে, কোন শ্রোত্রিয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আতিথ্য গ্রহণ করলে তাঁকে মধুপর্ক মাংসের সহিত মিশ্রিত করে' দিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সেই বেদকে মান্য করেন। সুতরাং তাঁরাও বলেন, গৃহস্থ ব্যক্তি অভ্যাগত শ্রোত্রিয় অতিথিকে বড় বড় বাছুর, বড় বড় বৃষভ কিম্বা বড় বড় ছাগ উপহার দেবে।

সৌধাতকি।—না ভাই! ও কথা তো ঠিক্ নয়। ও নিয়ম সর্ব্বস্থলে খাটে না।

ভাণ্ডায়ন।—কেন?

সৌধাতকি।—কেন, বশিষ্ঠ এলে বাছুরটিকে মারা হয়েছিল বটে, কিন্তু রাজর্ষি বাল্মীকি তাঁকে কেবল দধি

আর মধুমিশ্রিত মধুপর্ক দিয়েই সেরেছেন। কৈ, বাছুর তো দেন নি।

ভাণ্ডায়ন।—তা বটে, যাঁরা মাংস ভক্ষণ করেন, তাঁদের জন্যই মহর্ষিরা এইরূপ নিয়ম করেছেন। মহাত্মা জনক তো মাংস খান না—তিনি যে নিবৃত্ত-মাংস।

সৌধাতকি।—কেন খান না?

ভাণ্ডায়ন।—তিনি সীতা দেবীর সেই দৈব দুর্বিপাকের কথা শুনে অবধি বনচারী হয়েছেন। আর, আজ এই বারো বৎসর হ'ল তিনি চন্দ্রদ্বীপের তপোবনে তপস্যা করচেন।

সৌধাতকি।—তবে এখানে এসেছেন কি মনে করে'?

ভাণ্ডায়ন।—অনেক দিনের প্রিয় বন্ধু বাল্মীকিকে দেখতে।

সৌধাতকি।—কৌশল্যা প্রভৃতি কুটুম্ব-পত্নীদের সঙ্গে আজ কি তাঁর দেখা হয়েছে?

ভাণ্ডায়ন।—ভগবান্ বশিষ্ঠদেব এইমাত্র ভগবতী অরুন্ধতীকে এই কথা বলে' কৌশল্যার নিকট পাঠিয়ে দিয়েছেন, যেন কৌশল্যা স্বয়ং এসে জনকের সঙ্গে দেখা করেন।

সৌধাতকি।—এই সব বৃদ্ধেরা যেমন এক সঙ্গে মিশেছেন, এস, আমরাও তেমনি ব্রাহ্মণ-বালকদের সঙ্গে মিলে ছুটির দিনটা খেলা করে' কাটাই।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

ভাণ্ডায়ন।—এই সেই পুরাতন ব্রহ্মবাদী রাজর্ষি জনক। বাল্মীকি ও বশিষ্ঠ-দেবকে প্রণামাদি করে' আশ্রমের বহির্ভাগে ঐ গাছতলায় বসে' উনি এখন বিশ্রাম করচেন।

অন্তরে অন্তরে বহ্নি
সঞ্চারিলে যথা তাপে দহে বনস্পতি,
হৃদিস্থিত সীতাশোকে
দিবানিশি জ্বলিছেন ইনিও তেমতি।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—আশ্রমের বহির্ভাগে বৃক্ষমূলে জনক আসীন।

জনক।—

তনয়ার ঘটিয়াছে ঘোর দুর্বিপাক,
হৃদয়ের ক্ষত লাগি' সহে তীব্র তাপ।
তাহা হেরি' হৃদে মোর শোকের উদ্ভব,
বহুদিন হয়ে গেল তবু যেন নব।
জ্বলিতেছে অবিচ্ছেদে, না হয় নির্ব্বাণ,
ক্রকচে কাটিছে মর্ম্ম যেন অবিরাম!

উঃ, কি কষ্ট! একে তো এই দুঃসহ সীতা-শোক, তাতে আবার বৃদ্ধাবস্থা, তার সঙ্গে পরাক, সান্তপন প্রভৃতি কঠোর তপস্যা, তাতে শরীর একেবারে শুষ্ক হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, এ দগ্ধ প্রাণ কিছুতেই নষ্ট হয় না। আত্মঘাতী যে হব, তারও যো নাই। কারণ, ঋষিরা বলেন, যতদিন পর্য্যন্ত পাপক্ষয় না হয়, ততদিন আত্মঘাতীদের অন্ধ-তমিস্র অসূর্য্য নামক নরকে গিয়ে বাস করতে হয়। যদিও এইরূপে অনেক দিবস গত হ'ল, তথাপি দণ্ডে দণ্ডে ভাবনা উপস্থিত হয়ে শোকটাকে যেন নূতনের ন্যায় কষ্টকর করে' তুলচে। সে কষ্টের আর কিছুতেই নিবৃত্তি হচ্চে না। (সরোদনে) হা মা সীতে! পবিত্র যজ্ঞভূমি থেকে জন্মগ্রহণ করেও শেষে তোমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটল যে, আমি লজ্জায় মুখ ফুটে একবার কাঁদ্‌তেও পেলেম না? হা পুত্রি! তোর সেই

হাস্য-ক্রন্দনের যবে অকারণে হইত উচ্ছ্বাস
কোমল কলিকা-দন্ত আহা কিবা হইত বিকাশ।
বদন-কমল তোর শৈশবের হয় রে স্মরণ,
স্খলিত অসমঞ্জস আহা সেই মধুর বচন।

ভগবতি বসুন্ধরে! সত্য সত্যই তুমি বড় কঠিন।

তুমি, বহ্নি, গঙ্গা, আর বশিষ্ঠ-গৃহিণী,
রঘুকুল-গুরুদেব ভাস্কর আপনি,
তোমরা সকলে যাঁর মাহাত্ম্য জানিতে,
দেবতা বলিয়া যাঁরে তোমরা মানিতে,
সরস্বতী হতে যথা বিদ্যার উদ্ভব,
তুমি যাঁরে ভগবতি করিলে প্রসব
হেন দুহিতারে যবে পাঠাইল বনে
জননী হইয়া তুমি সহিলে কেমনে?

(নেপথ্যে)

এই দিকে আসুন ভগবতি! মহাদেবীও এই দিকে আসুন!

জনক।—(দেখিয়া) এ কি! "গৃষ্টি" কঞ্চুকী যে ভগবতী অরুন্ধতীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসচেন, (উঠিয়া) মহাদেবী বলে' সম্বোধন করচেন কাকে? (দেখিয়া) হায়, এ কি! মহারাজ দশরথের ধর্ম্মপত্নী প্রিয়সখী কৌশল্যা যে! ইনি যে সেই কৌশল্যা, এখন তা'কে বিশ্বাস করবে?

দশরথগৃহে ইনি ছিলেন যে লক্ষ্মীর মতন
অথবা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—উপমার কিবা প্রয়োজন—
কিন্তু এবে দৈববশে দুখে-গড়া যেন ভিন্ন প্রাণী,
এ কি বিধি-দুর্বিপাক, কোথা সেই পূর্ব্ব-মূর্ত্তিখানি?

অবস্থার আর একটি ক্লেশকর পরিবর্ত্তন এই:—

পূর্ব্বে আছিলেন উনি
সাক্ষাৎ উৎসব যেন আমার নয়নে।
"ক্ষতস্থানে ক্ষার" যথা
অসহ্য যন্ত্রণা এবে হয় দরশনে॥

(অরুন্ধতী, কৌশল্যা ও কঞ্চুকীর প্রবেশ)

অরুন্ধতী।—শুনচেন? বলচি, কুলগুরুর এই আদেশ, আপনি স্বয়ং গিয়ে জনকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আর সেই জন্যই আমাকে পাঠিয়েছেন। তবে, পদে পদে এরূপ না-যাবার চেষ্টা কেন?

কঞ্চুকী।—দেবি, আমার এই নিবেদন, মনকে স্থির করে' বশিষ্ঠ দেবের আদেশ আপনি পালন করুন।

কৌশল্যা।—এই দুঃসময়ে আবার মহারাজ জনককে দেখতে হবে, এই কল্পনা-মাত্র আমার সকল দুঃখের কথা একেবারে আমার মনে এসে উদয় হচ্চে—দুঃসহ দুঃখেতে মনের বাঁধন যেন একেবারে ছিঁড়ে যাচ্চে। তাই মনকে আমি কিছুতেই স্থির করতে পারচিনে।

অরুন্ধতী।—এতে আর সন্দেহ কি?

বন্ধুর বিচ্ছেদ-দুখে
ধারাবাহী শোকধারা হয় বিগলিত।
বন্ধুর দর্শনে পুন
সহস্র ধারায় শোক হয় উচ্ছলিত॥

কৌশল্যা।—আহা! বাছা বৌমার এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটেছে জেনে আমি কি করে' মহারাজের নিকট মুখ দেখাব?

অরুন্ধতী।—

সেই সে রাজর্ষি ইনি
শ্লাঘ্য বৈবাহিক তব, জনককুলের ধুরন্ধর।
বেদশাস্ত্রে পারগামী
যাঁরে করিলেন নিজে যাজ্ঞবল্ক্য মহামুনিবর॥

কৌশল্যা।—এই রাজর্ষিই বৌমার পিতা। আহা, এঁকে দেখে মহারাজের কি আনন্দই হ'ত। হায়! হায়! সীতার বনবাসে আমাদের উৎসব-আনন্দ সব শেষ হয়ে গেল। কিন্তু আমার এমনি অদৃষ্ট, এই নিরানন্দ-সময়েই এঁর সঙ্গে আবার দেখা করতে হচ্চে! হায়! সে সব এখন আর কিছুই নাই!

জনক।—(অগ্রসর হইয়া) ভগবতি অরুন্ধতি! সীরধ্বজ জনক আপনাকে প্রণাম করচে।

পবিত্র তেজের নিধি
পূর্ব্ব-গুরুদেরও সেই গুরু অগ্রগণ্য
বশিষ্ঠ, তোমার পতি—
পবিত্র সংসর্গে তব হয়েছেন ধন্য।
তুমি সর্ব্ব-শুভঙ্করী
জগত-আরাধ্যা দেবী উষার সমান।
ভূমে শিরো নত করি'
তব পদে ভগবতি করি গো প্রণাম॥

অরুন্ধতী।—আপনার হৃদয়ে সেই পরম-জ্যোতি প্রকাশিত হোক্। আর, যিনি উত্তাপ প্রদান করেন ও যিনি রজোগুণের অতীত, সেই দেবতা আপনাকে পবিত্র করুন।

জনক।—(কঞ্চুকীর প্রতি) আর্য্য গৃষ্টি, বলি, প্রজাপালক রামচন্দ্রের মাতা ভাল আছেন তো?

কঞ্চুকী।—(স্বগত) ইনি আমাদের বিলক্ষণ উপহাস করচেন দেখ্‌ছি। (প্রকাশ্যে) রাজর্ষে! সেই দুঃখেতেই ইনি রামভদ্রের মুখচন্দ্র পর্য্যন্ত দর্শন করেন না। দেবী এমনিই তো যার-পর-নাই কষ্ট পাচ্চেন—তার পর আবার কেন ওঁকে কষ্ট দেন? আর, রামভদ্রও যে বিবেচনা না করেই এই কাজ করেছেন, তাও তো নয়। লোকে সীতার সেই অগ্নি-পরীক্ষা কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না। সর্ব্বত্র কুৎসিত

অপবাদ ঘোষণা করছিল। কাজেই রামভদ্রকে এই ভয়ানক কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'তে হয়েছিল।

জনক।—কি!—অগ্নির কি ক্ষমতা, আমার কন্যাকে পরিশুদ্ধ করে? রামচন্দ্র লোকের কথায় এইরূপ তো একবার প্রতারিত হয়েছিলেন। আবার আমরাও কি প্রতারিত হব?

অরুন্ধতী।—(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হাঁ, তা বটে। পবিত্রতা বিষয়ে অগ্নির সহিত তুলনা করলে, অগ্নিই লঘু হয়ে পড়েন। "সীতা" এই কথা বল্লেই যথেষ্ট—পরিশুদ্ধির আর অন্য সাক্ষ্য দেবার প্রয়োজন হয় না। হা বৎসে!

শিশু হও, শিষ্যা হও,
যাই হও, নাহি তাহে ক্ষতি,
পবিত্র চরিত্র তব
মম হৃদে জনমে ভকতি।
শিশু হও, স্ত্রী বা হও,
জগতের ভকতি-ভাজন।
গুণীজনে গুণ্ ই পূজ্য
নহে পূজ্য লিঙ্গ বয়ঃক্রম॥

কৌশল্যা।—মা গো! আবার সেই সব কষ্ট মনে জেগে উঠেছে। (মূর্চ্ছা)

জনক।—হায় হায়! এ কি হ'ল?

অরুন্ধতী।—রাজর্ষি! অন্য আর কিছুই নয়।

তোমা হেন পুরাতন বন্ধু দরশনে
সে কালের কথা সব পড়িয়াছে মনে।
—মহারাজা, সীতা-রাম, তাদের শৈশব,
সুখের সে সব দিন, আনন্দ উৎসব।
ঘোর দুর্বিপাকে তাই সখী অচেতন,
কুসুম-কোমল যে গো গৃহিণীর মন।

জনক।—হা! আমি বড়ই নিষ্ঠুর হয়েছি। বহুকালের পর প্রিয়বন্ধু মহারাজা দশরথের প্রিয়পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ হ'ল,অথচ আমি তাঁকে বন্ধুর স্নেহ-চক্ষে দেখ্‌লেম না।

মহারাজা দশরথ
কুটুম্ব আমার তিনি অতি গৌরবের।
চিরন্তন প্রিয়সখা,
হৃদয়-আনন্দ মম, ফল জীবনের।
তিনি মম দেহপ্রাণ
কিম্বা যদি প্রিয়তর আরো কিছু থাকে
সকলি ছিলেন মোর,
না ছিলেন কি যে তিনি বল না আমাকে।
হায়, ইনিই সেই কৌশল্যা—
পতি পত্নী কারো দোষে
প্রেমের কলহ যদি বাধিত গোপনে,
দিতাম ভঞ্জন করি
ভর্ৎসনার পাত্র হয়ে উভয়-সদনে।
রাগাইতে থামাইতে
পারিতাম আমি, ছিল সে মোর ক্ষমতা।
কি হবে স্মরিয়া তাহা
হৃদয় বিদরে ভাবি' সে সকল কথা॥

অরুন্ধতী।—হায় হায়! কি হবে—ওঁর নিশ্বাস পড়চে না—হৃদয় স্পন্দহীন।

জনক।—হা প্রিয়সখি! (কমণ্ডলু হইতে জল সিঞ্চন)

কঞ্চুকী।—

প্রথমে বন্ধুর সম
বিধাতা হইয়া সুখদায়ী
দেখাইলা প্রসন্নতা
যেন তাহা হবে স্থিরস্থায়ী।
কিন্তু দেখ পুনর্ব্বার
সহসা ধারণ করি' দারুণ মূরতি
উৎপাদিলা মনঃকষ্ট,
চিন্তার অতীত অহো দৈবের এ গতি।

কৌশল্যা।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা! বাছা জানকি! কোথায় তুমি?—তোমার সেই বিবাহের সময়কার মুখটি আমার মনে পড়ে। তখন আমার মনে হ'ত, তোমার মুখের শ্রীটিই যেন তোমার একমাত্র অলঙ্কার। মুখটিতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত কেমন একটি নির্ম্মল হাসির বিকাশ ছিল। এস মা, একবার এস! তোমার সেই জোৎস্নার মত অঙ্গগুলি আমার কোলে ঢেলে দিয়ে আবার আমার কোল আলো কর। আহা, মহারাজ সর্ব্বদা বল্‌তেন, "ইনি যদিও রঘুকুলের বধূ, তবু জনকের সম্পর্কে আমি ওঁকে ঠিক্ আপনার মেয়ের মত ভাবি।"

কঞ্চুকী।—পঞ্চ পুত্র-মাঝে রাম
ছিলেন রাজার বড় প্রিয়—অতি আদরের ধন।
চারিটি বধূর মাঝে
জানকী ছিলেন প্রিয়—স্বতন্ত্রা শান্তার মতন।

জনক।—মহারাজ দশরথ! প্রিয়বন্ধো! তুমি সর্ব্বপ্রকারেই আমার হৃদয় অধিকার করেছিলে—কেমন করে' তোমাকে আমি বিস্মৃত হব?

বধূর জনক যেই
আর আর যত গুরুজন
জামাতৃ-স্বজনে পূজে
জানি এই রীতি সনাতন।
সে রীতির বিপরীতে
তুমি পূজা করিতে আমায়
এমন সুহৃৎ তুমি
কৃতান্ত গো হরিল তোমায়।
সম্বন্ধের বীজ সীতা
তাহারেও করিল হরণ
সংসার-নরক-ভোগ
কেন তবে করি গো এখন?
কেন তবে মিছে হেথা,
গেছে যবে সখা প্রাণাধিক।
কি হবে বাঁচিয়া আর,
এ পাপ-জীবনে শত ধিক্!

কৌশল্যা।—সীতা, বাছা আমার! এখন কি করি? আমার প্রাণ যে বজ্রের মত কঠিন হয়ে পড়েছে, আর যে আমায় কিছুতেই পরিত্যাগ করতে চায় না।

অরুন্ধতী। রাজপুত্রি! এখন শান্ত হও, সময়-বিশেষে অশ্রুমোচনে ক্ষান্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। ঋষ্য-শৃঙ্গের আশ্রমে কুলগুরু বশিষ্ঠদেব কি বলে' দিয়েছিলেন, তা কি মনে নাই? এখন তাই তো ঘটল। এর পরে এ-হতেই ভাল ফল ফল্‌বে।

কৌশল্যা।—আর কেন?—আমার আশা-ভরসা সব শেষ হয়ে গেছে।

অরুন্ধতী।—তবে কি তুমি মনে কর, বশিষ্ঠদেবের কথা মিথ্যা হবে? সুক্ষত্রিয়ে! এতে অন্যথা ভেবো না। সেটি নিশ্চয়ই ঘট্‌বে।

ব্রহ্মজ্যোতি যাঁহাদের অন্তরে উদয়
সেই ঋষিগণ-বাক্যে কোরো না সংশয়।
তাঁদের বচনে সিদ্ধি সদা অনুগতা,
নিষ্ফল কভু না হয় তাঁহাদের কথা।

(নেপথ্যে কলরব এবং সকলের শ্রবণ)

জনক।—আজ সাধুদের বেদাধ্যয়ন বন্ধ—তাই এই ছুটির দিনে খেলায় মত্ত হয়ে বালকেরা কলরব করচে।

কৌশল্যা।—আহা! বাল্যকাল কি সুখের কাল। এ কি! এঁদের মধ্যে এটি কে? মুখশ্রী রামভদ্রের মত, কেমন সুন্দর কোমল নধর শরীর—দেখে যেন আমার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে।

অরুন্ধতী।—(সহর্ষ সাশ্রুলোচনে মুখ ফিরাইয়া) ভাগীরথী দেবী যাদের রহস্য-বৃত্তান্ত বলে' আমার কর্ণে অমৃত বর্ষণ করেছিলেন, এটি নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু এটি কুশ কি লব, তার কিছুই স্থির করতে পারচিনে।

জনক।—তাই তো এই বালকটি না জানি কে:—

পদ্ম-পত্র-স্নিগ্ধ-শ্যাম,
শিরোদেশে শিখণ্ড বিরাজে,
পুণ্যশ্রীতে শোভা পায়
আশ্রমের বালক-সমাজে।
ধরে কি শিশুর রূপ
বৎস মোর রঘুর নন্দন?
যেন ও'রে দৃষ্টিমাত্র
নেত্র ধরে অমৃত-অঞ্জন।

কঞ্চুকী।—বোধ হয়, এই বালকটি ক্ষত্রিয় ব্রহ্মচারী।

জনক।—তাই বটে, কেননা,

পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে
তূণীর রয়েছে বিলম্বিত,
কঙ্কপত্র-বাণপুঙ্খ
ঊর্দ্ধদিকে চূড়ায় চুম্বিত।
ভস্মলিপ্ত বক্ষঃস্থল
রুরু-চর্ম্মে করে আচ্ছাদন,
করিয়াছে পরিধান
মঞ্জিষ্ঠায় রঞ্জিত বসন।
মুর্ব্বীলতা-তন্তু দিয়া
কটি-বস্ত্র দৃঢ়-নিয়ন্ত্রিত,
হস্তেতে ধনুক, আর
দণ্ড এক পিপপল-নির্ম্মিত।
দুই হাতে আছে দুটি
অক্ষমালা বলয়-আকারে,
এই সব চিহ্ন দেখি
ক্ষত্র বলি' বুঝিনু উহারে।

ভগবতি অরুন্ধতি! আপনি কি জানেন, এটি কোথা থেকে এসেছে—কার সন্তান?

অরুন্ধতী।—আমরা আজই এসেছি।

জনক।— আর্য্য গৃষ্টে! এটি কে, জান্‌বার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হচ্চে। তা আপনি গিয়ে ভগবান্ বাল্মীকিকে জিজ্ঞাসা করুন, আর এই বালকটিকেও বলুন, এই কয়টি প্রাচীন লোক তোমাকে দেখ্‌তে চাচ্চেন।

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

কৌশল্যা।—কি বল্‌চ? ও রকম করে' বল্লে কি আস্‌বে?

অরুন্ধতী।—এইরূপ যার আকৃতি গঠন, সে কি কখন সাধু ব্যবহারের অন্যথা করতে পারে?

কৌশল্যা।—(দেখিয়া) ঐ যে বাছা আমার, গৃষ্টির বিনয়-বাক্য শুনে ঋষি-বালকদের সঙ্গ পরিত্যাগ করে' এই দিকেই আসচে।

জনক।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া)

এ কি দেখি চমৎকার!
কি মহিমা বালকের! তেজোবীর্য্য বল,
বিনয়, সারল্য, আর
শিশুত্ব মিশিয়া কিবা মসৃণ কোমল!
সূক্ষ্ম দরশন যার
বুঝে ইহা, নাহি বুঝে স্থূলদর্শী জন,
চরিত্রের সূক্ষ্মতত্ত্ব
চোখে পড়ে তার, যে গো অতি বিচক্ষণ।
বালকে হেরিয়া আজি
আনন্দে আকৃষ্ট মোর বিরাগী পরাণ,
অয়স্কান্ত মণিখণ্ড
আকর্ষণ করে যথা লৌহ বলবান্।

(লবের প্রবেশ)

লব।—এঁরা সকলেই আমার পূজনীয় হ'লেও এঁদের আমি নাম জানি না—কুল-মর্য্যাদার ক্রম-অনুসারে কাকে আগে কাকে পরে প্রণাম করতে হবে, তাও জানি না—এখন বিনা উপদেশে প্রণামাদি কি করে' করি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপে অভিবাদন করা যাক্। প্রাচীন লোকদের কাছে শুনেছি, এইরূপ অভিবাদনই সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ। (নিকটে গিয়া সবিনয়ে) আমি লব, আপনাদের সকলকে প্রণাম করি।

অরুন্ধতী ও জনক।—বৎস! প্রভূত কল্যাণ হোক্!

কৌশল্যা।—জাদু আমার, চিরজীবী হও।

অরুন্ধতী।—এস বাছা! (লবকে কোলে লইয়া মুখ ফিরাইয়া) অনেক দিনের পর আজ আমার কোল ভরে' গেল, কেবল তা নয়, মনের আশাও পূর্ণ হ'ল।

কৌশল্যা।—এখানেও একবার এসো জাদু। (ক্রোড়ে করিয়া) কি আশ্চর্য্য! রামের মত নব-প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের মত শরীরের উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ—শুধু তা নয়, পদ্মের পরাগ খেয়ে হংসের স্বর যেরূপ হয়, সেইরূপ এরও রামচন্দ্রের মত টানা-টানা সুমিষ্ট স্বর। আবার, গায়ে হাত দিলেও রামের মতনই বোধ হয়—সেইরূপ ফুটন্ত পদ্ম-গর্ভের মত কোমল-স্পর্শ। জাদু আমার, বেঁচে থাকো! দেখি, তোমার চাঁদমুখটি একবার দেখি, (চিবুক উন্নত করিয়া সহর্ষে ও সজলনেত্রে) রাজর্ষি, ভাল করে' ঠাউরে দেখুন দেখি, এর মুখখানি অনেকটা আমার বৌমার মত বলে' মনে হচ্চে।

জনক।—সেই রকমই দেখ্‌ছি বটে সখি।

কৌশল্যা।—একে দেখে আমার মন যেন একে-বারে পাগলের মত হয়ে গেছে—কত কি ভাবচি, আর আবল্-তাবল্ কত কি বক্‌চি।

জনক।—রাম সীতা উভয়েরি এ শিশুটি যেন প্রতিকৃতি
পূর্ণ প্রতিবিম্ব তার, সেই কান্তি, সেই সে আকৃতি।
সহজ বিনয়, বাণী, সেই পুণ্য-প্রভাব তেমনি,
কিন্তু হায়! মিথ্যা পথে কেন মন ধাইছে এমনি?

কৌশল্যা।—জাদু, তোমার মা আছেন কি? তোমার বাপকে কি মনে পড়ে?

লব।—না।

কৌশল্যা।—তবে তুমি কাদের?

লব।—ভগবান্ বাল্মীকির।

কৌশল্যা।—যা জিজ্ঞাসা করচি, তারই উত্তর কর না জাদু।

লব।—আমি এইটুকুই জানি।

(নেপথ্যে)

ভো ভো সেনাগণ! কুমার চন্দ্রকেতু এই আদেশ কচ্চেন, কেহ যেন আশ্রমের সন্নিহিত ভূমি আক্রমণ না করে।

অরুন্ধতী এবং জনক।—কুমার চন্দ্রকেতু যজ্ঞের পবিত্র অশ্বকে রক্ষা করবার জন্য এই স্থানে এসেছেন দেখছি। তা ভালই হয়েছে, আজ তাঁকে দেখতে পাওয়া যাবে। আহা! আজ কি সুখের দিন!

কৌশল্যা।—আহা! বাছা লক্ষ্মণের পুত্র আজ্ঞা করচেন, এই কথাগুলি অমৃত-বিন্দুর মত কি মধুরই শোনাচ্চে!

লব।—আর্য্য! চন্দ্রকেতুটি কে?

জনক।—দশরথের পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে জান কি?

লব।—রামায়ণে যাঁদের কথা শুনেছিলেন, তাঁরাই তো?

জনক।—হাঁ! তবে আর জানবে না কেন? ইনি সেই লক্ষ্মণের পুত্র, নাম চন্দ্রকেতু।

লব।—উর্ম্মিলার পুত্র? তবে ইনি মহারাজ মিথিলাধিপতির দৌহিত্র?

অরুন্ধতী।—(হাসিয়া) কুমার তো কথাবার্ত্তায় খুব প্রবীণ দেখচি।

জনক।—যদি তুমি এত কথাই জান, আচ্ছা, তবে জিজ্ঞাসা করি বল দেখি, সেই দশরথের পুত্রগণের মধ্যে কার কি সন্তান হয়েছে? তাদের নামই বা কি—আর, কার স্ত্রীর কি সন্তান?

লব।—কৈ, এ কথা তো আমরা শুনি নি, কিম্বা অন্য কেহই তো শোনে নি।

জনক।—কেন? কবি সে কথা কি লেখেন নি?

লব।—লিখেছেন বটে, কিন্তু প্রকাশ করেন নি। তারই একটি স্থান তিনি নাটকাকারে রচনা করেছেন। আর সেটি খুব মধুর হয়েছে বলে' অভিনয় করবার জন্য সেই হস্তলিপিখানি তৌর্য্যত্রিক-সূত্রকার ভরত-মুনিকে দিয়েছেন।

জনক।—তাঁকে দিয়েছেন কি জন্য?

লব।—তিনি সেইখানি অপ্সরাদের দ্বারা অভিনয় করাবেন বলে'।

জনক।—এ সমস্ত ব্যাপারই কৌতূহলজনক।

লব।—সেখানিতে ভগবান্ বাল্মীকির বড় যত্ন। গুটিকতক ছাত্রের হাতে দিয়ে তিনি সেইখানি ভরত-মুনির আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর, পাছে কোন বিঘ্ন বিপদ হয়, তাই নিবারণ করবার জন্য আমার ভাইকে ধনু-হস্তে তাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।

কৌশল্যা।—তোমার কি আরও ভাই আছে?

লব।—আছেন, তাঁর নাম, আর্য্য কুশ।

কৌশল্যা।—তোমার কথায় বোধ হচ্চে, তিনি তোমার বড়।

লব।—হাঁ, প্রসবক্রমেতেই তিনি বড়।

জনক।—তবে তোমরা দুটি ভাই কি যমজ?

লব।—আজ্ঞা হাঁ।

জনক।—আচ্ছা, রামচরিত্রের যে পর্য্যন্ত জান, সব বল দেখি।

লব।—রাজা রামচন্দ্র মিথ্যা জনরবে উদ্বিগ্ন হয়ে সেই দেবভূমি-দুহিতা সীতাকে পরিত্যাগ করেন। পরে লক্ষ্মণ, পূর্ণগর্ভাবস্থায় তাঁকে একাকিনী বনে পরিত্যাগ করে' আসেন।

কৌশল্যা।—হা বৎসে চন্দ্রমুখি, দৈবনিগ্রহে বনে একাকিনী পতিত হয়ে না জানি, তোমার কি দুর্দ্দশাই ঘটেচে।

জনক।—হা বৎসে!

ঘোর অপমান সয়ে'
প্রসব-ব্যথায় যবে হইলে আকুল,
—চারিদিকে মহারণ্যে
ঘেরিয়া তোমায় যত হিংস্র পশুকুল—
তখন নিশ্চয় তুমি
ভয়ত্রাসে হয়ে কম্পান্বিতা
কাতরা হইয়া মোরে
ডেকেছিলে ওরে বাছা সীতা।

লব।—(অরুন্ধতীর প্রতি) আর্য্যে! এঁরা দুজন কে?

অরুন্ধতী।—ইনি কৌশল্যা—ইনি জনক।

লব।—(সম্মান, খেদ ও কৌতুকের সহিত উভয়কে দর্শন)

জনক।—অহো! পুরবাসীদের কি অনধিকার-চর্চ্চা—আর রামচন্দ্রেরই বা কি ক্ষিপ্রকারিতা।

সীতা-বনবাসরূপ
বজ্রাঘাত সদা মনে করিয়া চিন্তন
জলিয়া উঠেছে মোর
সুদুর্জ্জয় ক্রোধানল প্রচণ্ড ভীষণ।
অপরাধিগণ আজি
জলন্ত এ রোষানলে হবে ভস্মসাৎ,
হয় শাপে নয় চাপে
আজি আমি তাহাদের করিব নিপাত।

কৌশল্যা।—ভগবতি! রক্ষা করুন! রক্ষা করুন! কুপিত রাজর্ষিকে প্রসন্ন করুন!

অরুন্ধতী।—রাজন্!

মানীদের কোন রূপ হ'লে অপমান
এইরূপ উত্তেজিত হয় বটে প্রাণ।
কিন্তু রাম পুত্র তব—পাল্য প্রজাগণ,
তাই বলি শান্ত হও তুমি গো রাজন্।

জনক।—

সত্য বটে রাম মোর নিজ প্রিয় পুত্রের সমান,
কেমনে প্রয়োগ করি তার প্রতি শাপ কিম্বা বাণ।
পৌরজনও দেখিতেছি নিতান্ত অবধ্য আমার,
দ্বিজ নারী বাল বৃদ্ধ বিকলাঙ্গ অধিকাংশ তার।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া বালকগণের প্রবেশ)

বালকগণ।—কুমার! সহরে "অশ্ব" "অশ্ব" বলে' যে এক রকম জন্তুর কথা শোনা যায়, আজ আমরা স্বচক্ষে তা দেখেছি।

লব।—হাঁ পশুশাস্ত্রে এবং যুদ্ধশাস্ত্রে অশ্বের নাম তো প্রায়ই পড়া যায় বটে। আচ্ছা, দেখতে কেমন-ধারা বল দেখি?

বালকগণ।—পশ্চাতে বিপুল পুচ্ছ, নাড়ে তাহা বার বার,
গ্রীবা তার অতি উচ্চ, পায়ে খুর আছে চার।
কচি কচি ঘাস খায়, নাদে পিণ্ড অম্র-প্রায়,
থাক্ ব্যাখ্যা, চল ত্বরা, ওই দেখ অশ্ব যায়।

(লবের মৃগচর্ম্ম ও হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ)

লব।—(কৌতুক, উপরোধ ও বিনয়ের সহিত) আর্য্যা! দেখুন দেখুন, এরা আমাকে ধরে' নিয়ে যাচ্চে। (শীঘ্র শীঘ্র পরিক্রমণ)

অরুন্ধতী ও জনক।—আমাদের কৌতূহল বৎস যেন শীঘ্র চরিতার্থ করে।

কৌশল্যা।—আমি যে ওকে না দেখে থাকতে পাচ্চিনে! অন্য দিক দিয়ে বাছাকে দেখি গে চলুন।

অরুন্ধতী।—সে যে চঞ্চল, এতক্ষণে অনেক দূরে চলে' গেছে—তবে আর কি করে' দেখ্‌বেন বলুন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—ভগবান বাল্মীকি বল্লেন, আপনারা সময়ে এ সকলি জান্‌তে পারবেন।

জনক।—একটা কিছু গুরুতর কাণ্ড বোধ হয় ঘটবে। ভগবতি অরুন্ধতি! সখি কৌশল্যে! আর্য্য গৃষ্টে! তবে আসুন, আমরা স্বয়ং গিয়ে বাল্মীকিকে দেখি গে।

[বৃদ্ধবর্গের প্রস্থান।

বালকগণ।—কুমার! এই সেই আশ্চর্য্য জন্তু দেখ।

লব।—দেখেছি। আর বুঝ্‌তে পেরেছি, এটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব।

বালকগণ।—কি করে' বুঝ্‌লে?

লব।—মূঢ়! অশ্বমেধ-প্রকরণে তোমরা এর সমস্ত বৃত্তান্তই তো পড়েছ। আর দেখ্‌তেও তো পাচ্চ, শত শত বর্ম্মধারী, দণ্ডহস্ত ও তূণীরধারী পুরুষেরা অশ্বকে রক্ষা করচে। সৈন্যদের মধ্যে তো অধিকাংশই এইরূপ দেখ্‌ছি। যদি এতেও বিশ্বাস না হয়, তবে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে' দেখ।

বালকগণ।—ওহে সৈন্যগণ! তোমরা একে বেষ্টন করে' নিয়ে বেড়াচ্চ কেন বল দেখি?

লব।—(সস্পৃহভাবে স্বগত) দিগ্‌বিজয়ী ক্ষত্রিয়েরা সমুদয় ক্ষত্রিয়কে পরাজিত করবার পর মহা সমারোহে এইরূপেই আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপন করেন।

(নেপথ্যে)

সপ্তলোক-মধ্যে যিনি অদ্বিতীয় বীর,
দশকণ্ঠ-কুল-ধ্বংসী পতি অবনীর,
এ জয়-পতাকা অশ্ব সকলি তাঁহার,
উদ্দেশ্য কেবল তাঁর বীরত্ব প্রচার।

লব।—(মহাকষ্টে) কথাগুল শুন্‌লে যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে' ওঠে।

বালকগণ।—(পরস্পরের প্রতি) তোমরা কি বল? কুমার বড়ই বিচক্ষণ—ঠিক্ বুঝেছেন।

লব।—ওরে! পৃথিবীতে কি ক্ষত্রিয় নাই যে, তোরা এমন কথা বল্‌ছিস্।

(নেপথ্যে)

মহারাজের কাছে আবার ক্ষত্রিয় কে রে?

লব।—ধিক্ মূর্খ!

বীর হন্ হোন্ তিনি
দেখাও কিসের বিভীষিকা?
বিতণ্ডায় কাজ নাই
এই দেখ্ কাড়িনু পতাকা॥

(বালকগণের প্রতি) ওহে! অপদার্থ টাকে ঢিল্ মার্তে মার্তে তোমরা তাড়িয়ে নিয়ে যাও তো। ওটা ঐ রোহিত-মৃগদের মধ্যে গিয়ে চরুক্ গে।

(একজন ক্রুদ্ধ পুরুষের সদর্পে প্রবেশ)

পুরুষ।—আরে চঞ্চল চপল বালক, তোরা কি বল্‌ছিলি? জানিস্ নে, সৈনিক পুরুষেরা অত্যন্ত কঠোর, ওরা শিশুদেরও গর্ব্বিত বাক্য সহ্য করতে পারে না। শুনচিস?—শত্রুহন্তা রাজপুত্র চন্দ্রকেতু পূর্ব্বদিকের ঐ মনোহর বনটি দেখ্‌তে গিয়েছেন, এই বেলা প্রাণ নিয়ে তোরা এই বনের ভিতর দিয়ে পালা।

বালকগণ।—কুমার! আমাদের এ অশ্বে কি হবে? ঐ দেখ, সৈনিক পুরুষেরা তোমাকে কত বক্‌চে। আর দেখ, ওদের অস্ত্রগুলো কেমন ঝক্ ঝক্ করচে—আবার আমাদের আশ্রমও এখান থেকে অনেক দূর। এসো আমরা এই বেলা হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে পালাই।

লব।—(হাসিয়া) কি! অস্ত্রগুলো ঝক্‌ঝক্ করচে বটে? (ধনুতে জ্যা আরোপণ)

জগত করিতে গ্রাস, কৃতান্ত যেমন
হাসিয়া ব্যাদান করে প্রকাণ্ড বদন,
তেমনি এ ধনু যেন হোয়ে বিস্ফারিত
বিশাল উদরে শত্রু করে কবলিত।
জ্যা-জিহ্বা বাহির করি' ধনু-প্রান্ত হ'তে
করুক গর্জ্জন ঘোর মহাশূন্যপথে।

[যথোচিত পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি কৌশল্যা-জনক-যোগ নামক
চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমাঙ্ক

(নেপথ্যে)

ওহে সৈন্যগণ! আর ভয় কি? আমাদের নেতা এসেছেন।

ওই দেখ চন্দ্রকেতু
সুমন্ত্র-চালিত রথে আসেন সত্বরে।
দ্রুতগামী অশ্বগণ
উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিছে মহাবেগ-ভরে।
সুবন্ধুর ভূমি বলি'
রথ-প্রতিঘাতে ধ্বজ সঘনে কম্পিত
তোমাদের যুদ্ধ শুনি'
চন্দ্রকেতু এই দেখ হেথা উপনীত।

(সহর্ষ ও বিস্মিত চন্দ্রকেতু ধনু-হস্তে সুমন্ত্র-সারথি-চালিত রথে আরোহণ করিয়া প্রবেশ)

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য সুমন্ত্র, দেখ দেখ:—

ঈষৎ কোপের বশে
মুখখানি হইয়াছে রক্তিম বরণ,
কার্ম্মুকের প্রান্ত হ'তে
ঘোরতর ভীম শব্দ ওঠে ঘন ঘন।
শরের তুষার বৃষ্টি
করিতেছে সৈন্য পরে সংগ্রামের মাঝে।
কে গো এই বীর-পুত্র?
—সুচঞ্চল পক্ষচূড়া মস্তকে বিরাজে।
মুনিজন-শিশু এক
রঘুর বংশজ কোন কুমারের মত,
চারিদিকে ব্যূহমাঝে
সহস্র শরের শিখা করে প্রজ্বলিত।
করিয়া টঙ্কার ঘোর
বাণাঘাতে করে ভেদ করি-গণ্ডস্থল,
না জানি এ শিশু কেবা
জানিবারে হয় মোর বড় কৌতূহল।

সুমন্ত্র।—রাজকুমার!

প্রভাবে যে সুরাসুরে করে অতিক্রম,
সুন্দর মুখের শোভা তোমার মতন,
দেখিয়া এ শিশুটিরে পড়ে মোর মনে
অস্ত্রধারী শূর সেই রঘুর নন্দনে।

বিশ্বামিত্র-যজ্ঞে অস্ত্র করিয়া ধারণ
করিয়াছিলেন যবে রাক্ষস নিধন।

চন্দ্রকেতু।—কেবল এঁকেই পরাভব করবার জন্য এত আড়ম্বর?—আমার বড় লজ্জা হচ্ছে।

সুকরাল করতলে
চমকে সহস্র অস্ত্র ঝলসি' নয়নে,
কনক-কিঙ্কিণী কত
বাজিছে স্যন্দনে ঘন ঝনঝনঝনে।
অযুত দ্বিরদ মত্ত
দুর্দ্দিন-বারিদ সম ঘেরে চারি ধার
হেন মহা সৈন্য দেখ
হইয়াছে পরিবৃত একাকী কুমার।

সুমন্ত্র।—এরা সমস্ত মিলে এঁর কি করতে পারে?—তাতে তো এখন বিভক্ত।

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য! শীঘ্র চল! শীঘ্র চল!—এঁর হাতে আমাদের সমস্ত আশ্রিত লোক নিহত হচ্ছে।

গিরি-কুঞ্জ-কুঞ্জরের
গরজনে কর্ণজ্বর করে উৎপাদন!
দুন্দুভি-নিনাদে ঘোর
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ যেন হতেছে বর্দ্ধন।
কবন্ধের ছিন্ন মুণ্ডে
রণস্থল শিশুবীর করিলা আচ্ছন্ন
করাল কৃতান্ত যেন
অতিভোজে উদ্গারিছে ভুক্ত-শেষ অন্ন।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এইরূপ বীরের সহিত বৎস চন্দ্রকেতু কিরূপে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন? (চিন্তা করিয়া) তবে আমরা ইক্ষ্বাকুর গৃহে বর্দ্ধিত, তাঁদের রীতি-নীতি আমরা বিলক্ষণ জানি—উপস্থিত ক্ষেত্রে যুদ্ধ ভিন্ন আর উপায় কি?

চন্দ্রকেতু।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া লজ্জা ও বিস্ময়ের সহিত) ধিক্! আমার সৈন্যেরা যে চারিদিকে পালাচ্ছে।

সুমন্ত্র।—(রথবেগ অভিনয়) রাজকুমার! যার কথা আমরা বলছিলাম, এই সেই বীর।

চন্দ্রকেতু।—(সবিস্ময়ে) রণভূমে আথ্যায়িকেরা এঁর নামটি কি বল্লে বল দেখি?

সুমন্ত্র।—লব!

চন্দ্রকেতু।—ওহে মহাবাহু লব!
কি করিছ সৈন্যের সহিত?
এই আমি, এসো হেথা,
তেজে তেজ হোক্ প্রশমিত।

সুমন্ত্র।—কুমার! দেখ দেখ!

তোমার আহ্বান শুনি'
সৈন্য-বধে ক্ষান্ত হয়ে আসে ত্বরা করি',
দৃপ্ত সিংহ-শিশু যথা
মেঘের গর্জ্জন শুনি' ছেড়ে আসে করী।

(সগর্ব্ব পদবিক্ষেপে লবের প্রবেশ)

লব।—সাধু! রাজপুত্র সাধু! তুমিই যথার্থ ইক্ষ্বাকু-বংশীয়—এই দেখ, তোমার আহ্বানে আমি এখানে উপস্থিত।

(নেপথ্যে মহা কলরব)

লব।—(সবেগে ফিরিয়া) বিপক্ষ সৈন্যেরা একবার রণে ভঙ্গ দিয়ে আবার দেখছি সাহস করে' ফিরে এসে "যুদ্ধ দেও যুদ্ধ দেও" বলে' আমাকে বিরক্ত করচে। ধিক্ ঐ মূর্খদের!

প্রলয়-পবন-বেগে
আন্দোলিত-মহাসিন্ধু-সমান তুমুল এই সৈন্য-কলরব।
শৈলাঘাত-সংক্ষুভিত
বাড়বাগ্নিসম মোর প্রচণ্ড ক্রোধাগ্নি এবে গ্রাসিবে রে সব
(পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—শোনো কুমার!

অদ্ভুত গুণের বলে
অতিশয় প্রিয় তুমি হয়েছ আমার,
তুমি মোর সখা এবে
যাহা মম দেখ হেথা সকলি তোমার।
তবে কেন নিজ জনে
করিছ নিধন, হেথা এসো গো সত্বর,
এই আমি চন্দ্রকেতু,
বীরত্ব-দর্পের তব নিকষ-প্রস্তর।

লব।—(সহর্ষে ব্যস্তসমস্তভাবে ফিরিয়া আসিয়া) অহো! মহানুভব সূর্য্যবংশ-তনয়ের কথাগুলি একদিকে সৌজন্যগুণে যেমন মধুর, আবার অন্যদিকে বীরত্বগুণে তেমনি কঠোর। তবে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ

করে' আর কি হবে—এখন এঁরই মান রক্ষা করা যাক্।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কলরব)

লব।—(ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত) আঃ! ওই পাপগুল এই বীর পুরুষটির সঙ্গে যুদ্ধে বাধা দিয়ে আমাকে বড়ই বিরক্ত করচে। (চন্দ্রকেতুর অভিমুখে পরিক্রমণ)

চন্দ্রকেতু।—(সুমন্ত্রের প্রতি) আর্য্য! দেখ দেখ—এটি দেখ্‌বার বিষয়। বালকটি

আশ্চর্য্য দর্পের ভরে, লক্ষ্যবদ্ধ আমা পরে,
পশ্চাতে আক্রমে ওরে মম সেনাগণ।
দ্বিধা-বায়ু-সঞ্চালিত, ইন্দ্র-ধনুক-লাঞ্ছিত
এ হেন মেঘের শোভা করে গো ধারণ।

সুমন্ত্র।—কুমার চন্দ্রকেতুই যথার্থ দেখ্‌তে জানেন। আমরা কেবল বিস্ময়েতেই অভিভূত।

চন্দ্রকেতু।—ভো ভো রাজন্যবর্গ!

অগণিত অশ্বগজ-রথে সবে করি' আরোহণ,
সুদৃঢ় কবচে গাত্র সাবধানে করি' আবরণ,
বয়সে হইয়া জ্যেষ্ঠ, সুকুমার শিশুটির সনে
যুঝিছ কোমর বাঁধি—নাহি লজ্জা? ধিক্ সর্ব্বজনে!

লব।—(ক্ষোভের সহিত) কি! ইনি আবার আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচেন যে, (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এক কাজ করা যাক—সৈন্যগুলকে ততক্ষণ জৃম্ভক-অস্ত্রের দ্বারা স্তম্ভিত করে' রাখি, মিথ্যা কাল হরণ করে' কি হবে? (ধ্যানারম্ভ)

সুমন্ত্র।—এ কি! অকস্মাৎ আমাদের সৈন্যদের কলরব থেমে গেল কেন?

লব।—এঁকে যে এখন বড় গর্ব্বিত দেখ্‌চি।

সুমন্ত্র।—বৎস! বোধ হয়, এ বালকটি জৃম্ভক অস্ত্র প্রয়োগ করেছে।

চন্দ্রকেতু।—তাতে কি আর সন্দেহ আছে?

আধার বিদ্যুৎ-আলো
ভীষণ এ অস্ত্রটিতে একাধারে যেন সমাবেশ,
উহার প্রভাবে নেত্র
নিমীলিয়া উন্মীলয়ে, দেখিবারে পায় বড় ক্লেশ।
যেন চিত্রটির মত
সমস্ত এ সৈন্য দেখ পড়ে' আছে স্পন্দহীন-মূর্ত্তি।
তাই বলি নিশ্চিত এ
অজেয় জৃম্ভক-অস্ত্র রণস্থলে পাইতেছে স্ফূর্ত্তি॥

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

পাতালের লতাকুঞ্জে পুঞ্জিত যে তমোরাশি
কৃষ্ণবর্ণ তাহার মতন,
উত্তপ্ত পিত্তলপিণ্ড উদ্গারে পিঙ্গল জ্যোতি
সেইরূপ দীপ্তি সুভীষণ।
প্রলয়-উদয়ে যেন প্রভঞ্জন ভীম দুর্নিবার
বিক্ষেপিছে ইতস্তত জৃম্ভক সকল,
মিলিত-বিদ্যুৎ-মেঘে সুপিঙ্গল গহ্বর যার
হেন বিন্ধ্যচূড়া যেন ছায় নভস্তল

সুমন্ত্র।—আচ্ছা, ইনি জৃম্ভকাস্ত্র পেলেন কোথা থেকে?

চন্দ্রকেতু।—বোধ হয়, ভগবান্ বাল্মীকির কাছ থেকে।

সুমন্ত্র।—বৎস! কৈ, তিনি তো অস্ত্র ব্যবহার করেন না, বিশেষতঃ জৃম্ভকাস্ত্র তো নয়ই। কেন না, এগুলি

কৃশাশ্ব-উদ্ভব-অস্ত্র, বিশ্বামিত্র পাইলেন পরে।
বিশ্বামিত্র সঁপিলেন শিষ্য বলি' রামচন্দ্র-করে॥

চন্দ্রকেতু।—কৃশাশ্ব ব্যতীত, তপোবল যাঁদের ক্রমশ বৃদ্ধি হয়ে নিজেই মন্ত্রস্রষ্টা হয়ে ওঠেন, তাঁরাও বিনা উপদেশে কখন কখন এই সকল অস্ত্র লাভ করেন।

সুমন্ত্র।—বৎস, সাবধান হও—বীরবর খুব নিকটে এসেছেন।

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি) আহা! কুমারের কি সৌম্য মূর্ত্তি! (স্নেহ ও অনুরাগের সহিত নিরীক্ষণ)।

সহসা মিলন-বশে,
অথবা প্রবলতর গুণ-আকর্ষণে,
পূর্ব্ব-জন্ম পরিচয়ে,
কিম্বা কোন অবিদিত আত্মীয়-বন্ধনে,

যে কোন কারণে হোক্, আমার এ সমুৎসুক মন
হয়েছে ইঁহার প্রতি নিতান্তই প্রণয়-প্রবণ।

সুমন্ত্র।—প্রাণীদের ধর্ম্মই প্রায় এই, একজনের মনে অপরের প্রতি হঠাৎ কেমন একটা প্রণয়ভাবের সঞ্চার হয়, লোকে যাকে "তারামৈত্রক" কিম্বা "চক্ষুরাগ"

বলে' নির্দ্দেশ করে। আবার একে অনির্ব্বচনীয় অহেতুক প্রীতিও বলা যেতে পারে।

অহেতু প্রণয় যার
সে প্রণয় কভু নাহি হয় নিবারণ।
স্নেহময় তন্তু দিয়া
সে যে করে অন্তরের মরম গ্রন্থন॥

কুমারদ্বয়।—(পরস্পরের প্রতি)

"রাজপট্ট"-মণিতুল্য যাঁহার শরীর
কেমনে বিঁধিবে তাঁরে আমার এ তীর?
আলিঙ্গিতে ওই অঙ্গ আমি যে তৃষিত,
তারি আশে এবে মোর তনু পুলকিত।
কিন্তু দেখিতেছি এঁর রণে দৃঢ় মতি,
অস্ত্র বিনা তবে মোর আছে কিবা গতি?
হেন বীর-পরে যদি অস্ত্র নাহি তুলি,
বৃথা তবে অস্ত্র মোর, তাও আমি বলি।
অস্ত্রাহত হয়ে যদি ত্যজি আমি রণ,
উনি বা কি বলিবেন বল তো তখন?
বীরের সংগ্রামে এই দারুণ নিয়ম,
প্রণয়ের পথে করে বিঘ্ন উৎপাদন।

সুমন্ত্র।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া সজল-নয়নে স্বগত) হৃদয়! কেন অন্য প্রকার ভাব চ?

আশার বীজটি মোর পূর্ব্বেই যে বিদলিত,
লতা ছিন্ন হ'লে কোথা পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত?

চন্দ্রকেতু।—আর্য্য সুমন্ত্র! আমি রথ থেকে নেমে যাই।

সুমন্ত্র।—কেন? কি জন্য?

চন্দ্রকেতু।—এই পূজনীয় বীর-পুরুষ যে ভূতলে রয়েছেন। তা হ'লে ক্ষাত্রধর্ম্মও পালন করা হয়, কেননা, শাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, পাদচারীর সহিত রথারোহীদের কখনও যুদ্ধ করা উচিত নয়।

সুমন্ত্র।—(স্বগত) এ যে বড় বিপদেই পড়লেম দেখছি।

কেমনে নিষেধ করে
ন্যায্য এই অনুষ্ঠান আমাবিধ জনে
দুঃসাহসী কাজ এই
কুমারে করিতে আমি বলি বা কেমনে?

চন্দ্রকেতু।—যখন পিত্রাদি গুরুজনেরাও, ধর্ম্মবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হ'লে, পিতার পরম বন্ধু আপনাকেই জিজ্ঞাসা করে' থাকেন, তখন আপনি কেন এত চিন্তিত হচ্চেন?

সুমন্ত্র।—আপনার এই জিজ্ঞাসা সঙ্গত বটে।

সংগ্রামেরই এই নীতি, এই ধর্ম্ম সনাতন।
রঘুসিংহদেরই এই বীর-রীতি আচরণ॥

চন্দ্রকেতু।—এ কথা আর্য্যেরই অনুরূপ।

ইতিহাস পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবচন
আপনিই জানেন সব রঘুকুল-আচরণ।

সুমন্ত্র।—(সস্নেহ সজল-নয়নে আলিঙ্গন করিয়া)

বৎস লক্ষ্মণের আজি বয়স কতই
এরই মধ্যে হইলেন ইন্দ্রজিৎ-জয়ী।
তার পুত্র তুমি ধরিয়াছ বীর-বৃত্তি,
দশরথ-বংশে আছে প্রতিষ্ঠার ভিত্তি।

চন্দ্রকেতু।—(কষ্টে)

রঘু-জ্যেষ্ঠ অপ্রতিষ্ঠ সন্তান-অভাবে,
কুলের প্রতিষ্ঠা তবে কেমনে সম্ভবে?
এই দুঃখে পিতৃব্যেরা দেখ তিন জন
অতি কষ্টে দিনরাত করেন যাপন।

সুমন্ত্র।—ওহো হো! চন্দ্রকেতুর এই কথাগুলি কি হৃদয়-বিদারক!

লব।—এ কি অদ্ভুত মিশ্রভাব!

চন্দ্রোদয় হ'লে যথা আনন্দিত হয় কুমুদিনী
ওরে হেরি' নেত্র মম প্রফুল্লিত হইল তেমনি।
কিন্তু এবে বাহু মোর ধরিয়া ভীষণ ধনুর্ব্বাণ,
সুকর্কশ জ্যা-নির্ঘোষে আকাশ করিয়া কম্পমান
ঘোর বীর-রসে মাতি, করি' নিজ বীরত্ব প্রকাশ
প্রবৃত্ত হয়েছে রণে বীরবরে করিতে বিনাশ।

চন্দ্রকেতু।—(নামিয়া) আর্য্য! আমি সূর্য্য-সন্তান চন্দ্রকেতু, আপনাকে অভিবাদন করি।

শাশ্বত বরাহদেব বিজয়ার্থ করুন বিধান
অজেয় পবিত্র তেজ তোমা প্রতি করুৎসমান।

তা ছাড়া—

তব গোত্র-পিতা দেব সহস্র-কিরণ
রণ-মাঝে প্রফুল্ল রাখুন তব মন।
তব গুরুজন গুরু বশিষ্ঠ মহান্
বিজয়-আশ্বাস তোমা করুন প্রদান।

ইন্দ্র বিষ্ণু অগ্নি বায়ু
গরুড়ের ধর তুমি প্রভাব দুর্জ্জয়।
রাম-লক্ষ্মণের সেই
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষ-মন্ত্রে লভহ বিজয়।

লব।—রথে থেকে আপনার বেশ শোভা হচ্চে —আমায় আর এত আদর করে' কাজ নেই।

চন্দ্রকেতু।—তবে আপনিও আর একটি রথে উঠুন।

লব।—আর্য্য! ওঁকে পুনর্ব্বার রথে উঠিয়ে নিন্।

সুমন্ত্র।—তুমিও চন্দ্রকেতুর অনুরোধটি রাখ।

লব।—আপনার যুদ্ধের যে কোন উপকরণই থাক্ না কেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমরা অরণ্যবাসী, আমরা রথের ব্যবহারে অনভ্যস্ত।

সুমন্ত্র।—বৎস, আমি দেখ্‌ছি, দর্প ও সৌজন্যের যথোচিত ব্যবহার তুমি জান। যদি ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা রামচন্দ্র এ সময়ে তোমাদের দেখতে পেতেন, তা হ'লে স্নেহেতে তাঁর শরীর একেবারে আর্দ্র হয়ে যেত।

লব।—আর্য্য! শোনা যায়, সেই রাজর্ষি নাকি অতি সুজন।

(সলজ্জভাবে)

আমরাও নহি চেনো যজ্ঞ-বিঘ্নকারী,
সে রাজার গুণ কে না গায় নর-নারী?
অশ্বরক্ষকের সেই দুঃসহ বচন
রোষানল মনে মোর করে উদ্দীপন।
সমগ্র ক্ষত্রিয়কুলে করে তিরস্কার,
ক্ষত্র হয়ে কে সহিবে সে কথা তাহার?

চন্দ্রকেতু।—(সস্মিত) আমার জ্যেষ্ঠতাতের প্রবল প্রতাপ আপনার অসহ্য হ'ল কেন?

লব।—অসহিষ্ণুতার কারণ থাক্ বা নাই থাক্, আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করি, শুনেছি রাজা রাঘব না কি নিরহঙ্কার—তাঁর প্রজাদের মধ্যেও না কি কোন অহঙ্কার নেই—তবে তাঁর লোকজনেরা এরূপ অনর্থকর রাক্ষসী-বাক্য প্রয়োগ করে কেন বলুন দিকি?

উন্মত্ত গর্ব্বিত বাক্যে ঋষিগণ বলেন "রাক্ষসী,"
সর্ব্ব-শত্রুতার মূল সেই সে অলক্ষ্মী সর্ব্বনাশী।
তাই লোকে সর্ব্বদাই নিন্দা করে এরূপ বচনে,
তেমনি তো অন্য বাক্যে সাধুবাদ করে সর্ব্বজনে।
অলক্ষ্মীরে করে দূর, পূর্ণ করে মন-অভিলাষ,
কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করে, দুষ্কৃতিরে করয়ে বিনাশ,
সর্ব্বমঙ্গলের মূল, সুকল্যাণী কামধেনু প্রায়
সত্যপ্রিয় বাক্য সেই, ধীরেরা সুনৃত বলে যায়।

সুমন্ত্র।—ইনি মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য এবং অত্যন্ত বিশুদ্ধ-স্বভাব। আর যে কথা বল্লেন, তাতে এঁকে জ্ঞানালোক-সম্পন্ন ঋষিতুল্য ব্যক্তি বলেই মনে হয়।

লব।—(চন্দ্রকেতুর প্রতি) আপনি যে জিজ্ঞাসা কর্‌চেন, আপনার জ্যেষ্ঠতাতের অপরিসীম প্রতাপে আমার এত অসহিষ্ণুতা কেন?—ভাল, আমি জিজ্ঞাসা করি, বলুন দেখি, ক্ষত্রিয়দের শৌর্য্য-বীর্য্যের কোনরূপ সীমা-নিয়ম আছে কি?

চন্দ্রকেতু।—দেবোপম ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামচন্দ্রকে জানেন না তা কি হবে। ক্ষান্ত হোন—ক্ষান্ত হোন—অতিপ্রসঙ্গে আর কাজ নাই।

সামান্য সৈন্যেরে বধি'
করিয়াছ তেজ প্রদর্শন।
জামদগ্ন্য-জয়ী রামে
বোলো নাকো উদ্ধত বচন।

লব।—(সহাস্যে) আর্য্য! তিনি জামদগ্ন্যকে জয় করেছেন, এ আর বেশী কথা কি হ'ল?

ব্রাহ্মণের বাক্যে বল, কে না তাহা জানে?
ক্ষত্রিয়েরই বাহুবল সর্ব্বলোকে মানে।
শস্ত্রগ্রাহী দ্বিজোত্তম জামদগ্ন্যে করিয়া বিজয়
বল দেখি সেই রাজা কিসে হ'ল স্তুতির বিষয়?

চন্দ্রকেতু।—(সরোষে) আর্য্য! আর্য্য! আর উত্তর-প্রত্যুত্তরে কাজ নেই।

কে রে নব অবতার মানবের মাঝে,
জামদগ্ন্য বীর শ্লাঘ্য নহে যার কাছে?
তাতের চরিত পুণ্য যে জন জানে না,
যে তাত দেছেন বিশ্বে অভয়-দক্ষিণা।

লব।—রঘুপতির চরিত্র ও মহিমা কে না জানে বলুন—যদিও সে বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে —তা থাক্—ও কথায় আর কাজ নেই।

বয়োজ্যেষ্ঠ তাঁরা মম, তাঁদের চরিত
আমার বিচার করা নহেক উচিত।

থাকুন আছেন যাহা, কে করে গো মানা ?
বর্ণনায় কিবা ফল—ঢের আছে জানা।

তাড়কা বধেও তাঁর
যশঃকীর্ত্তি লোক-মাঝে অটুট অক্ষয়,
খর সনে যুদ্ধে তিনি
তিন পা হটেন পিছু—তবু তাঁরি জয়।
যে কৌশলে বালিরাজে
গুপ্তবাণে করেন নিধন
কে না জানে সেই কথা
জানে তাহা জগতের জন।

চন্দ্রকেতু।—কি! মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য হয়ে তুমি আমার জ্যেষ্ঠতাতের নিন্দা কর?—তোমার ভারি অহঙ্কার দেখ্‌ছি।

লব।—ইস্! আমার উপর যে আবার ভ্রূকুটি করা হচ্চে!

সুমন্ত্র।—এঁদের দুজনের মধ্যে যে ভারি রাগারাগি হ'তে আরম্ভ হ'ল।

বিপক্ষ-দমনে দোঁহে ক্রোধে প্রজ্বলিত,
উভয়েরি শিখাবন্ধ হয় আন্দোলিত।
কোকনদ সম নেত্র একে তো লোহিত,
সে বরণ আরো যেন রোষে দ্বিগুণিত।
ভ্রুভঙ্গ অকস্মাৎ সুব্যক্ত বদনে,
কলঙ্ক-লাঞ্ছন যেন শশাঙ্ক-আননে।
কিম্বা যেন মনে হয় কমল-উপরি
উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমে ভ্রমর-ভ্রমরী।

কুমারদ্বয়।—তবে এখন, এখান থেকে যুদ্ধের উপযুক্ত ক্ষেত্রে নামা যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

(কুমার-বিক্রম নামক পঞ্চম অঙ্ক সমাপ্ত)

ষষ্ঠ অঙ্ক

(উজ্জ্বল বিমানারোহণে বিদ্যাধর-মিথুনের প্রবেশ)

বিদ্যাধর।—অহো! সহসা এই দুটি সূর্য্যবংশীয় বালকের মধ্যে কি প্রচণ্ড যুদ্ধই বেধেছে! উভয়-শরীরেই ক্ষত্রতেজ প্রজ্বলিত! প্রিয়ে, দেখ দেখ :—

ঝনৎ ঝনৎ ঝন কঙ্কণের ধ্বনি সম
কিঙ্কিণী বাজিছে সব ধনুকের গায়,
তাহে পুন শিঞ্জিনী ঘোর-শব্দ-নিনাদিনী
ভীম কোলাহলে তার চারিদিক ছায়।
ধনু করি বিস্ফারিত, বীরদ্বয় অবিরত
নিঃক্ষেপিছে চারিদিকে প্রজ্বলন্ত বাণ,
রণোৎসাহে উত্তেজিত, শিখা শিরে আন্দোলিত
ক্রমে বাড়ে লোকত্রাস ভীষণ সংগ্রাম।
দোঁহারি মঙ্গল তরে ওই দেখ স্বর্গপরে
দেব-ভেরী বাজে মেঘ-গর্জ্জন সমান।

প্রিয়ে, তবে ঐ বীরদ্বয়ের উপর, অবিরল ললিত-বিকচ কনক-কমলে সুশোভিত, মন্দারাদি অমর-তরুগণের তরুণ-মণি-মুকুল-সমন্বিত সুন্দর মকরন্দ-সুরভিত পুষ্পরাশি বর্ষণ করতে আরম্ভ কর।

বিদ্যাধরী।—এ কি! হঠাৎ আকাশে অমন পিঙ্গল-বর্ণ বিদ্যুচ্ছটার আবির্ভাব হ'ল কেন?

বিদ্যাধর।—তাই তো, এ কি হ'ল আজ!

বিশ্বকর্ম্মা শাণযন্ত্রে শাণিলে যেমন
মার্ত্তণ্ড ধরিয়াছিল উজ্জ্বল কিরণ।
সেইরূপ এ যে দেখি, কিম্বা ত্রিলোচন
ললাটের নেত্র বুঝি করে উন্মীলন॥

(চিন্তা করিয়া) হাঁ বুঝেছি, বৎস চন্দ্রকেতু যে আগ্নেয় অস্ত্র ত্যাগ করেছেন, এ তারই অগ্নিচ্ছটা। দেখ এখন

বিমান-মণ্ডলগুলি
কোথায় করেছে পলায়ন,
পুড়িয়া চামর, ধ্বজা,
ধরিয়াছে বিচিত্র বরণ।
অনলের শিখা লাগি
ধ্বজাদের পটপ্রান্তভাগ
ক্ষণকাল তরে যেন
ধরিয়াছে কুঙ্কুমের রাগ।

আশ্চর্য্য!

কি ভীষণভাবেই অগ্নিদেব চতুর্দ্দিকে সঞ্চরণ করচেন। প্রচণ্ড বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের বিস্ফুলিঙ্গ যেমন মুহুর্ম্মুহু নির্গত হয়, এও ঠিক্ সেইরূপ। লেলিহান্ অগ্নিশিখা গগনস্পর্শী উত্তাল জ্বালাজিহ্বা নির্গত করে' কি ভীষণ রূপই ধারণ করেছে—উঃ, চারিদিকে কি

প্রচণ্ড উত্তাপ! এই বেলা প্রিয়াকে আমার অঙ্গের মধ্যে আবৃত করে' একটু দূরে প্রস্থান করি। (তথা করণ)

বিদ্যাধরী।—আহা! নাথের এই বিমল মুক্তা-মালার মত শীতল স্নিগ্ধ মধুর অঙ্গের সুখস্পর্শে আমার চক্ষু ক্রমে মুদ্রিত হয়ে আসছে। এখন যেন উত্তাপ আর কিছুই অনুভব হচ্চে না।

বিদ্যাধর।—প্রিয়ে! আমি তোমাকে কি এমন যত্ন করেছি। তবে কি না—

কিছু নাহি করিলেও
সঙ্গ-সুখে দুঃখের মোচন।
কি সামগ্রী সেই তার
যে যাহার নিজ প্রিয়জন॥

বিদ্যাধরী।—এ কি আবার! ময়ূরকণ্ঠের মত শ্যামল মেঘে সমস্ত আকাশ যে ছেয়ে গেল! আর চকিত বিদ্যুল্লতা চারিদিকে যেন উল্লাসভরে খেলিয়ে বেড়াচ্চে—হঠাৎ এরূপ হ'ল কেন?

বিদ্যাধর।—প্রিয়ে, এ কি জান? কুমার লব যে বরুণ-অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, তারই প্রভাবে এইরূপ হয়েছে। এ কি! অনবরত বারিধারা বর্ষণে আগ্নেয়াস্ত্র-গুলি যে সব নির্ব্বাণ হয়ে গেল!

বিদ্যাধরী।—তা ভালই হয়েছে।

বিদ্যাধর।—হায় হায়! সকল বস্তুরই অতিশয়টা দোষের হয়ে পড়ে। ঘোর-গর্জ্জন ঘন-ঘটার নীরন্ধ্র অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন। যেন মহাদেব বিশ্ব-সংসারকে একেবারেই গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়ে নিজের বিশাল মুখ-গহ্বর উন্মীলিত করেচেন—যেন যুগান্তরীণ-যোগনিদ্রা-নিমগ্ন নারায়ণের নিরুদ্ধ উদরে প্রাণিগণ প্রবিষ্ট হয়ে থর-থর কম্পমান। কিন্তু এ কি! আবার বায়ু যে সহসা প্রবলবেগে প্রবাহিত হচ্চে। সাধু! বৎস চন্দ্রকেতু, সাধু! উপযুক্ত সময়েই বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করেছ।

মায়ার প্রপঞ্চ যথা
তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ব্রহ্মে হয়ে যায় লয়
সেইরূপ বায়ব্যাস্ত্রে
উড়াইয়া দিলে তুমি মেঘ-সমুদয়।

বিদ্যাধরী।—নাথ! যিনি সবেগে হাত তুলে উত্তরীয়-অঞ্চল ঘোরাতে ঘোরাতে মধুর বাক্যে দূর হ'তে এঁদের দুজনকেই যুদ্ধ করতে নিষেধ করচেন, আর ক্রমে ওঁদের মাঝখানে এসে রথ নামাচ্চেন, উনি কে বল দিকি?

বিদ্যাধর।—(দেখিয়া) উনি রঘুপতি, শম্বুক-বধ করে' ফিরে আসচেন।

মহা পুরুষের বাক্য করিয়া শ্রবণ
সেই অনুরোধে উভে থামাইলা রণ।
লব শান্ত—চন্দ্রকেতু করিল প্রণাম,
পুত্র-সম্মিলনে হোক্ রাজার কল্যাণ।
এস তবে আমরা এখান থেকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(রাম, লব ও প্রণত চন্দ্রকেতুর প্রবেশ)

রাম।—(পুষ্পক রথ হইতে অবতরণ করিয়া)

দিনকর-কুলচন্দ্র
চন্দ্রকেতু লক্ষ্মণ-নন্দন!
হেথা আসি হর্ষ-ভরে
দাও মোরে গাঢ় আলিঙ্গন।
হিমখণ্ড-সম তব
সুশীতল অঙ্গের পরশে
চিত্তের সন্তাপ মম
শীঘ্র আসি' শমিত করসে।

(উঠাইয়া সস্নেহে এবং সজল-নয়নে আলিঙ্গন) দিব্য অস্ত্র পেয়ে অবধি তুমি তো এখন নিরাপদ?—তোমার তো সমস্ত কুশল?

চন্দ্রকেতু।—আজ্ঞা হাঁ! দেখুন, এই প্রিয়দর্শন লব কি অলৌকিক কাণ্ড করেছেন! এর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি পরম সুখী হয়েছি। এখন আমার নিবেদন এই, আমার প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ, তার চেয়েও অধিক স্নেহ দৃষ্টিতে এই মহাবীরকে আপনি দেখুন।

রাম।—(লবকে নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! বৎস চন্দ্রকেতুর বয়স্যের আকৃতিটি কেমন গম্ভীর!

লোক-পরিত্রাণ হেতু
ধনুর্ব্বেদ করে কি গো মূরতি ধারণ?
কিম্বা বেদ-রক্ষা তরে
ক্ষাত্রধর্ম্ম করে কি গো শরীর গ্রহণ?

শক্তির সমষ্টি কিম্বা
এক স্থানে পুঞ্জীকৃত গুণ সমুদয়,
বিশ্ব-পুণ্যরাশি কিম্বা
করিয়াছে কি গো ওই দেহের আশ্রয় ?

লব।—অহো! এই মহাপুরুষের দর্শনে আমি যেন অন্তরে কেমন এক প্রকার পুণ্য অনুভব করচি। ইনি যেন

আশ্বাস বাৎসল্য ভক্তি
এ তিনের একাধার, অতীব মহান্।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধরমের
সাক্ষাৎ প্রসাদ যেন হেরি মূর্ত্তিমান॥

আশ্চর্য্য !

দেখিয়া ইঁহারে শান্ত বিরোধ-বিদ্বেষ,
গাঢ় ভক্তি হৃদে আসি' করিল প্রবেশ।
ঔদ্ধত্য চলিয়া গেল, আইল বিনয়,
অধীনতা আসি' যেন অন্তরে উদয়।
সহসা এ ভাব কেন, কিছু তো বুঝি না।
তীর্থ-সম মহতের এমনি মহিমা॥

রাম।—কি আশ্চর্য্য! এ বালকটিকে দেখে যে একেবারেই আমার দুঃখের শান্তি হ'ল। অন্তরাত্মাও যেন কোন বিশেষ কারণে আর্দ্র হয়ে গেল। কিন্তু স্নেহ যে কোন কারণের অপেক্ষা করে, এ কথাও অপ্রামাণিক।

অন্তরের মধ্যে কোন আছয়ে কারণ
যাতে হয় পরস্পরে স্নেহের বন্ধন।
স্নেহ বাঁধে গূঢ় সূত্রে হৃদয়ে হৃদয়,
বাহ্য উপাদানে কভু না করে আশ্রয়।
উদিলে ভাস্কর, পদ্ম হয় বিকসিত,
শশীর উদয়ে চন্দ্রকান্ত বিগলিত।

লব।—চন্দ্রকেতু! ইনি কে ?

চন্দ্রকেতু।—প্রিয় বয়স্য! ইনিই আমার পূজ্য-পাদ জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—তবে সম্পর্কে আমারও ধর্ম্মতাত। কেন না, আপনি আমাকে প্রিয় বয়স্য বলেছেন। কিন্তু রামায়ণে তো চারজন মহাত্মার কথা লেখা আছে—তাঁরা সকলেই তো আপনার তাতশব্দবাচ্য। তবে বিশেষ করে' বলুন দেখি, ইনি আপনার কে ?

চন্দ্রকেতু।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠতাত।

লব।—(উল্লাসের সহিত) কি! রঘুনাথ? আমার আজ কি সুপ্রভাত, আজ দেবের দর্শন পেলেম। (বিনয় ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া)—আমি বাল্মীকি-শিষ্য লব, আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—আয়ুষ্মন্! এসো এসো (সস্নেহে আলি-ঙ্গন) হয়েছে হয়েছে—অতিরিক্ত বিনয়-সৌজন্যে প্রয়োজন নাই। এসো—তুমি আমাকে গাঢ় আলি-ঙ্গন দেও।

প্রস্ফুটিত পরিপুষ্ট কমলের দলসম
অঙ্গের পরশ তব সরস কোমল।
চন্দ্রমা চন্দন-রস বিগলিত কিম্বা যেন
এমনি সরস আহা স্নিগ্ধ সুশীতল!

লব।—(স্বগত) কোন কারণ নেই, তবু আমার প্রতি এঁদের এরূপ স্নেহ! আর এই মূর্খেরা আমার সঙ্গে কি না শত্রুতাচরণ করে! দেখ না, অনর্থক আমাকে অস্ত্রধারণ করালে, আর এই ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত করলে। (প্রকাশ্যে) তাত! এখন লবের এই অজ্ঞতা ক্ষমা করুন।

রাম।—বৎস! তোমার কি অপরাধ?

চন্দ্রকেতু।—অশ্বরক্ষীদের মুখে আপনার অসীম প্রতাপের কথা শুনে ইনি এই অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করেছেন।

রাম।—এইরূপ বীরত্বই তো ক্ষত্রিয়ের অলঙ্কার।

তেজস্বী অন্যের তেজ
কিছুতেই পারে না সহিতে,
ইহা তার স্বাভাবিক,
কৃত্রিমতা নাহি কোন ইথে।
ভাস্কর, কিরণে যদি
অবিরত করয়ে দহন,
পরাভূত সূর্য্যকান্ত
তবু করে অগ্নি উদ্গিরণ।

চন্দ্র।—আর ক্রোধও যথার্থ এঁকেই শোভা পায়। (রামের প্রতি) দেখুন তাত, প্রিয় বয়স্য যে জৃম্ভকাস্ত্র প্রয়োগ করেছেন, তাতে সৈন্যেরা চতুর্দ্দিকে একেবারে নিশ্চল ও স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

রাম।—(দেখিয়া) বৎস লব! তুমি অস্ত্রগুলি সংহরণ করে' লও। আর ঐ সৈন্যেরা নিশ্চেষ্ট হওয়ায়

লজ্জিত হয়েছে—চন্দ্রকেতু! তুমি গিয়ে ওদের সান্ত্বনা করে' এসো।

লব।—যে আজ্ঞা (ধ্যানে মগ্ন হইয়া)

চন্দ্রকেতু।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

লব।—এই দেখুন, অস্ত্রের আর প্রভাব নাই।

রাম।—বৎস! জৃম্ভকাস্ত্রের প্রয়োগ এবং সংহার মন্ত্রাধীন এবং গুরুর উপদেশ-সাপেক্ষ।

ব্রহ্মা-আদি পূর্ব্ব-গুরু
বেদ-মন্ত্র রক্ষার উদ্দেশে
সহস্র বৎসর ধরি'
তপস্যা করিয়া অবশেষে
দেখিলেন, অস্ত্রগুলি
সম্মুখে আসিয়া অধিষ্ঠান
—সাক্ষাৎ তপস্যা-ফল,
তপ-তেজ যেন মূর্ত্তিমান।

পরে ভগবান্ কৃশাশ্ব সহস্রাধিক বৎসরের শিষ্য, কুশিকের পুত্র বিশ্বামিত্রকে এই মন্ত্রবটিত সমস্ত রহস্যের উপদেশ দিলেন। পরে বিশ্বামিত্রই আবার এই অস্ত্র আমাকে দেন। এইরূপে গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অস্ত্রগুলি অন্যের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু বৎস! তুমি এটি কোন্ সম্প্রদায় থেকে পেলে?

লব।—এ অস্ত্রগুলি আমাদের দুজনের নিকট আপনা হ'তেই প্রকাশ হয়েছে।

রাম।—(চিন্তা করিয়া) তবে বোধ হয়, কোন বিশেষ পুণ্য-ফলে তোমরা এই শক্তি অর্জ্জন করেছ। আচ্ছা, "আমাদের দুজনের" এ কথা বল্‌চ কেন?

লব।—আমরা দুই যমজ ভাই।

রাম।—দ্বিতীয়টি কে?

(নেপথ্যে)

ভাগ্যায়ন!

কি বলিছ, কি বলিছ?
লব সনে রাজসৈন্য করিছে সংগ্রাম।
আজ তবে ধরা হ'তে
লোপ হবে "রাজা" এই নাম
—ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রানল
একেবারে হইবে নির্ব্বাণ।

রাম।—ইন্দ্রমণি-শ্যামকান্তি
কে গো এ বালক হেথা হয় উপনীত?
শুনি ওর কণ্ঠধ্বনি
সর্ব্বাঙ্গ পুলকে মোর হয় রোমাঞ্চিত।
নবনীল-জলধর
করিলে গগন-তলে গভীর গর্জ্জন
কদম্ব-মুকুল-গাত্রে
অকস্মাৎ হয় যথা কণ্টক দর্শন।

লব।—ইনিই আমার জ্যেষ্ঠ, আর্য্য কুশ। এখন ইনি ভরত মুনির আশ্রম থেকে ফিরে এলেন।

রাম।—(সকৌতুকে) বৎস! ওঁকে এই দিকে ডাকো।

লব।—যে আজ্ঞা।

(পরিক্রমণ)

(কুশের প্রবেশ)

সপ্ত মনু বৈবস্বত
তাঁহা হ'তে করিয়া গণনা
দিয়াছেন চিরকাল
ইন্দ্রে যাঁরা অভয় দক্ষিণা,
গর্ব্বিতেরে শাসিবারে
ক্ষত্র-তেজ করেন দীপিত
সেই সূর্য্যবংশী-সনে
যদি হয় যুদ্ধ উপস্থিত,
তবেই এ ভীম ধনু
সুরঞ্জিত-কিরণ-উজ্জ্বল—
সংগ্রামে হইবে ধন্য
—সর্ব্ব অস্ত্র হইবে সফল।
(উদ্ধত-ভাবে পরিক্রমণ)

এ ক্ষত্রিয় শিশুটির
বীর্য্য-পৌরুষের কেবা করে পরিমাণ?
দৃষ্টি-ভঙ্গিমায় যেন
ত্রিভুবন-বল-রাশি করে তৃণ জ্ঞান।
গতিভঙ্গি এমনি গো গম্ভীর উদ্ধত,
প্রতিপাদক্ষেপে যেন ধরা হয় নত।
বালকটি সারবান পর্ব্বত-সমান,
বীর-রস কিম্বা দর্প যেন মূর্ত্তিমান।

লব।—(নিকটে গিয়া) জয় হোক্ আর্য্যের!

কুশ।—কি সংবাদ ভাই—যুদ্ধ নাকি?

লব।—সে অতি সামান্য। যা হোক্, কিন্তু আপনি গর্ব্বিত ভাব পরিত্যাগ করে' এঁর কাছে বিনয় অবলম্বন করুন।

কুশ।—কেন বল দেখি?

লব।—ইনি দেব রঘুপতি। ইনি আমাদের বড়ই স্নেহ করেন। আর আপনাকে দেখ্‌বেন বলে' বড় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন।

কুশ।—(চিন্তা করিয়া) কি! যিনি রামায়ণের নায়ক ও বেদের রক্ষাকর্ত্তা?

লব।—হাঁ, তিনিই।

কুশ।—তিনি যথার্থই পুণ্য-দর্শন, কিন্তু আমরা তাঁর কাছে কিরূপ ভাবে যাব, তা তো কিছুই বুঝ্‌তে পারচিনে।

লব।—লোকে গুরুর কাছে যে ভাবে যায়, সেই ভাবে।

কুশ।—অমন করে' যেতে হবে কেন ভাই?

লব।—উর্ম্মিলার পুত্র চন্দ্রকেতু মহাত্মা লোক—অতি সুজন। তিনি অনুগ্রহ করে' আমাকে প্রিয় বয়স্য বলেছেন। তাই, সেই সম্বন্ধে রাজর্ষি রামচন্দ্রও আমাদের ধর্ম্মতাত।

কুশ।—ক্ষত্রিয় হ'লেও সম্প্রতি এঁর কাছে বিনয় কোন দোষের নয়।

লব।—এই দেখুন সেই মহাপুরুষ। এঁর আকার, প্রভাব, গাম্ভীর্য্য দেখ্‌লেই বোধ হয়, এঁর চরিত্র অতি উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ।

কুশ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) অহো!

আকৃতি কি অমায়িক
আরও কিবা প্রভাব পবিত্র!
—বাল্মীকি-ভারতীর
উপযুক্ত নায়ক-চরিত্র।

(নিকটে আসিয়া) তাত! আমি বাল্মীকির শিষ্য কুশ—আপনাকে প্রণাম করি।

রাম।—এসো বৎস, এসো।

সজল-জলদ-স্নিগ্ধ
তব অঙ্গ-আলিঙ্গন তরে
উৎসুক হইয়া আছে
মন মোর বাৎসল্যের ভরে।

(আলিঙ্গন করিয়া স্বগত) আচ্ছা, এটি কি আমার পুত্র?

সর্ব্ব-অঙ্গ হ'তে ঝরি'
যেন মম দেহের সমস্ত স্নেহ-সার
অথবা চৈতন্য মম
বাহিরে আসিয়া যেন ধরেছে আকার।

প্রগাঢ় আনন্দে হৃদি হয়ে বিগলিত
সেই স্নেহ-রসে এ কি হয়েছে সৃজিত?
যেন হয় অনুভব ও অঙ্গ-পরশে
গাত্র মোর হয় সিক্ত অমৃতের রসে।

লব।—তাত! সূর্য্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে, আপনি এই শালগাছের ছায়াতে একটু বসুন।

রাম।—আচ্ছা, বৎস! তোমার যা অভিরুচি।

(সকলের পরিক্রমণ ও উপবেশন)

রাম।—(স্বগত) অহো!

অতি নম্র হইলেও
চলা-ফেরা বসার ভঙ্গিমা
সকলি করিয়া দেয়
উঁহাদের রাজত্ব সূচনা।

রত্ন যথা সমুজ্জ্বল সুচারু আলোকে,
মকরন্দ-বিন্দু যথা পঙ্কজ-কোরকে,
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে কিবা তনু বিভূষিত,
রূপের লাবণ্যে আহা ভুবন মোহিত।

আর, রঘুবংশীয় বালকদের সঙ্গেও অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলে' বোধ হয়।

পূর্ণকায় কপোতের কণ্ঠের সমান
শ্যামল বরণ,
বৃষ-তুল্য স্কন্ধদেশ, সুন্দর সুঠাম
অঙ্গের গঠন।

শান্ত পশুরাজ-সম দৃষ্টি অতি স্থির,
মাঙ্গল্য-মৃদঙ্গ-সম সুস্বর গম্ভীর।

(আরও সূক্ষ্মরূপে নিরীক্ষণ করিয়া)

শুধু যে আমার শরীরের সঙ্গেই সাদৃশ্য আছে, তা নয়—তা ছাড়া

সূক্ষ্মরূপে নেহারিলে হয় অনুভব
জানকীরও সম যেন দেহ-অবয়ব।
আবার করি গো যেন প্রত্যক্ষ দর্শন
সেই নব-পদ্ম-সম প্রিয়ার আনন।

মুক্তাস্বচ্ছ দন্ত সেই,
সেই দেখি কান্তি নিরমল
সেই ওষ্ঠ-ভঙ্গিমাটি,
সেই চারু শ্রবণ-যুগল।
যদিও গো নেত্র-বর্ণ
রক্ত নীল পুরুষ-সুলভ,
প্রিয়া-নেত্র-সম তবু
সুখপ্রদ নয়ন-বল্লভ।

আর এই তো সেই বাল্মীকির তপোবন। সীতাকে লক্ষ্মণ এইখানেই পরিত্যাগ করে' যান। এদের আকার-প্রকারও সেইরূপ দেখ্‌চি। আবার জৃম্ভক অস্ত্রগুলিও এদের স্বতঃসিদ্ধ। কিছুই তো বুঝ্‌তে পারচিনে। আর শোনা গেছে, এ অস্ত্র-শিক্ষা নাকি গুরুর উপদেশ ভিন্ন কখনই হ'তে পারে না। তবে আমি চিত্র-দর্শনের সময় যে বলেছিলেম, অস্ত্রগুলি শেষে ওদের গিয়ে বর্ত্তাবে, তাই বা হয়েছে। আর, লব-কুশকে দেখবামাত্রই আমার মনে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হয়েছিল; এতেও আমার ব্যাকুল আত্মা আশ্বাসিত হচ্চে। আর একটা কথা, তখন দেবীর গর্ভ যে দ্বিধা বিভক্ত ছিল, তাও আমি পূর্ব্বে জান্‌তে পেরেছিলেম।

অনেক দিবসাবধি
করি' বাস উভে একত্রিত,
পূর্ব্বজাত অনুরাগ
ক্রমে ক্রমে হয় গো বর্দ্ধিত।
সুবিজনে থাকিয়াও
স্বাভাবিক লাজে প্রিয়া জড়িত-নয়ন।
আমিই জানিনু আগে
করতল ধীরে ধীরে করি সঞ্চালন,
—গর্ভ-গ্রন্থি দ্বিধাভাবে বিভক্ত উদরে
প্রিয়াও তা জানিলেন কিছু দিন পরে।

(রোদন করিয়া) এখন এদের কি জিজ্ঞাসা করে' দেখ্‌ব?—কি উপায়েই বা জিজ্ঞাসা করি?

লব।—তাত! এ কি!

জগত-কল্যাণকর ও তব আনন
শিশিরাক্ত পদ্মসম হ'ল যে এখন।

কুশ।—ভাই লব!

কি না দুঃখ সহিছেন
রঘুপতি সীতার বিহনে,
জগত অরণ্য যেন
প্রতিভাত বিরহি-নয়নে।
অনন্ত সে অনুরাগ
—অনন্ত এ বিরহের ব্যথা।
সুধাইছ যেন কভু
পড় নাই রামায়ণ-কথা।

রাম।—(স্বগত) এদের দুজনের আলাপ নিঃসম্পর্কীয় লোকের মত মনে হচ্চে। তবে আর প্রশ্ন করে' কি হবে? রে দগ্ধ হৃদয়! অকস্মাৎ তোর এরূপ অধীরতা-পূর্ণ বিকার কেন উপস্থিত হ'ল? হায়! আমার মনের এই আবেগ দেখে শিশু-জনেরাও আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করচে। যা হোক, এখন এই মনের দুঃখ মনেতেই রাখি—আর প্রকাশ করব না। (প্রকাশ্যে) বৎস! শুনেছি, ভগবান্ বাল্মীকি নাকি অমৃত-নিঃস্যন্দনী কবিতায় সূর্য্যবংশের কীর্ত্তি-কলাপ কীর্ত্তন করেছেন, তার কিঞ্চিৎ শুন্‌তে আমার বড়ই কৌতূহল হয়েছে।

কুশ।—সে সমস্ত রচনাই আমরা পাঠ করেছি। প্রথম কাণ্ডের শেষ অধ্যায়ে বালকচরিত বর্ণনা-সময়ের এই দুইটি শ্লোক এখন আমার মনে পড়চে—

রাম।—বল বৎস, বল।

কুশ।—"স্বাভাবিক গুণে সীতা ছিল প্রিয় রামের মদন,
নিজগুণে সীতা পুন সেই প্রীতি করিলা বর্দ্ধন।
শ্রীরামও ছিলেন প্রিয়-প্রাণাধিক সীতার অন্তরে
এইরূপ প্রীতি-যোগ হৃদিমাঝে ছিল পরস্পরে।"

রাম।—কি দারুণ মর্ম্মভেদী কষ্ট! হা দেবি! তখন এইরূপই ছিল বটে। অহো! অকস্মাৎ দৈবদুর্বিপাকে সমস্তই বিপর্য্যস্ত হয়ে গেল—এখন কেবল সংসারের শোক-পর্য্যবসিত কঠোর ঘটনাগুলি আমাকে নিয়ত দগ্ধ করচে।

কোথা সে আনন্দ এবে,
কোথা সে বিশ্বাসপূর্ণ প্রণয়ের সুখ,
কোথা যত্ন পরস্পরে,
কোথা সেই গাঢ়তর আমোদ-কৌতুক,

সুখে দুঃখে কোথা সেই
উভয়ের হৃদয়ের একতা-বিধান ?
তবু প্রাণ দেহে আছে,
এ পাপের হবে নাকি কভু অবসান ?

হায় ! কি কষ্ট !—

অগণ্য লাবণ্য তাঁর
বিকসিত ছিল গো যখন
সে দুঃস্মরণীয় কাল
কেন দেয় করিয়া স্মরণ।
প্রিয়ার সে পয়োধর
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করি' হয়ে অগ্রসর
স্বল্পদিনেরই মাঝে
ঈষৎ লভিল যবে বৰ্দ্ধিত প্রসর,
মনে হ'ল যেন আহা !
যৌবন, বাসনা, প্রেম হয়ে একত্রিত
মৃদুপদে স্মর-হৃদে আসি সমুদিত !

কুশ।—মন্দাকিনীতীরে ও চিত্রকূট-বনে বিহারের সময় সীতা দেবীকে উদ্দেশ করে' রঘুপতি এই শ্লোকটি বলেছিলেন।

সন্মুখে শিলা-মঞ্চ
প্রসারিত আছে তোমা তরে।
বকুল তরুটি কিবা
চারিধারে পুষ্পবৃষ্টি করে॥

রাম।—(লজ্জা হাস্য স্নেহ করুণার সহিত) শিশুটি দেখ্‌ছি অত্যন্ত সরলস্বভাব, তাতে আবার অরণ্য-বাসী। হা দেবি! সেই সময়ে আমরা কেমন বনে বনে স্বচ্ছন্দে বিহার করতেম—এই সমস্ত পদার্থই তার সাক্ষী—এদের কি তোমার মনে পড়ে ? উঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

হইয়া শীতল সিক্ত শ্রম-বর্ম্ম-জলে—
মন্দ মন্দ মন্দাকিনী-মারুত-হিল্লোলে
আকুল অলক তব পড়ে এলাইয়া,
—ললাট-ইন্দুর দ্যুতি যায় রে ঢাকিয়া।
কপোলে কুঙ্কুম নাহি তবুও উজ্জ্বল,
বিনা অলঙ্কারে চারু শ্রবণ-যুগল,
কি সৌম্য সুন্দর সেই চন্দ্রাননখানি।
—সকলি স্মরণ-পটে হেরি যেন আমি॥

(ক্ষণকাল স্তম্ভিত থাকিয়া সরোদনে)

এক-মনে এক-তানে
অবিরত করিলে গো ধ্যান,
প্রিয়জন চিত্রসম
সন্মুখে হয় অধিষ্ঠান।
থাকিলেও চিরদিন সুদূর-প্রবাসে
এইরূপে বিরহী জনেরে আশ্বাসে।
সে ভ্রম ঘুচিলে ধরা জীর্ণারণ্য-সম
তুষানলে যেন হয় হৃদয় দহন।

(নেপথ্যে)

বশিষ্ঠ, বাল্মীকি ঋষি,
কৌশল্যা, জনক, অরুন্ধতী,
শিশুদের যুদ্ধ শুনি'
আসিছেন হয়ে ভীত অতি।
অবিলম্বে আসা হেথা
তাঁহাদের মনোগত বাসনা একান্ত।
হতেছে বিলম্ব তবু,
জরাজীর্ণ বলি', আর, পথশ্রমে ক্লান্ত।

রাম।—কি! ভগবান্ বশিষ্ঠদেব, অরুন্ধতী, আমার মাতৃদেবী, রাজর্ষি জনক, এঁরা সবাই আস্‌চেন ? উঃ! কিরূপে এঁদের সঙ্গে এখন সাক্ষাৎ করি ?—(করুণ ভাবে দেখিয়া) ওহো! হো! তাত জনকও এই দিকে আস্‌চেন শুনে এ হতভাগ্যের হৃদয়ে যেন বজ্রাঘাত হচ্চে।

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ
বাঞ্ছিত কুটুম্ব-লাভে হয়ে হৃষ্ট-চিত
সীতার বিবাহ-কালে
মঙ্গল-উৎসব-সভা করেন স্থাপিত।
সে বিবাহ-সভামাঝে
তাতদ্বয় একসঙ্গে হয়ে সমাগত
উৎসবে প্রমত্ত হয়ে
আমোদ-প্রমোদ দোঁহে করিলেন কত।
সে সখ্য দেখিয়া চক্ষে
পুন পিতৃ-সখার এ দশা-বিপর্য্যয়
কেন না শতধা হয়ে
বিদীর্ণ হইল মোর এ পাপ-হৃদয় ?
অথবা রামের পক্ষে অসাধ্য কি আর,
সমস্ত দুষ্কর কার্য্য সম্ভব তাহার।

(নেপথ্যে)

উঃ! কি কষ্ট!

শ্রীটি-মাত্র অনুমেয়, শোকে শীর্ণকায়
সহসা রামেরে হেরি' এরূপ দশায়
জনক মূর্চ্ছিত, পুন জ্ঞান হ'লে তাঁর
মাতৃগণ মুরছিতা হলেন আবার।

রাম।—হা তাত! হা মাত! হা জনক!

জনক রঘুর কুল
উভয়েরি যিনি সর্ব্বমঙ্গল-নিদান
সেই সীতাদেবী-পরে
কতই না অকরুণ হয়েছিল রাম।
সেই পাপী মোর প্রতি কেন গো অধুনা
বৃথা প্রদর্শন কর অযথা করুণা?

যা হোক্, এখন ওঁদের অভ্যর্থনা করি। (উত্থিত হইয়া)

কুশ লব।—এই দিকে তাত—এই দিকে!

[আকুলভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক সকলের প্রস্থান।

ইতি কুমার-প্রত্যভিজ্ঞান নামক
ষষ্ঠ অঙ্ক সমাপ্ত।

সপ্তম অঙ্ক

দৃশ্য—ভাগীরথী-তীরে রঙ্গভূমি।

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—তোমরা সকলে শ্রবণ কর, আজ ভগবান্ বাল্মীকি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, পুরবাসী, জনপদবাসী প্রভৃতি সমুদয় প্রজাবর্গ এবং আমাদিগকেও আহ্বান করে', নিজ প্রভাবে দেবতা অসুর পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর প্রাণী এবং সর্প-জাতির অধিপতিদেরও নিমন্ত্রণ করে', স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত প্রাণিবর্গকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করেছেন। আর্য্যও আমাকে এই আদেশ করেছেন যে, "বৎস লক্ষ্মণ! ভগবান্ বাল্মীকি অপ্সরাদের দ্বারা স্বকৃত নাটকের অভিনয় করাবেন স্থির করে' আমাদের দেখ্‌বার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ করে' পাঠিয়েছেন। ভাগীরথী-তীরস্থ একটি মনোহর স্থান রঙ্গভূমির জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। অতএব তুমি সেই স্থানে গমন করে' সভা সজ্জিত কর।" আমিও তাঁর আদেশমত সমস্ত পার্থিব ও স্বর্গীয় প্রাণীদের নিমিত্ত যথোপযুক্ত আসন সংগ্রহ করে' এখানে স্থাপন করেছি।

রাজ্যাশ্রমে থাকি' আর্য্য
কষ্ট করি' মুনিব্রত করেন ধারণ।
রাখিতে বাল্মীকি-মান
ওই দেখ করিছেন হেথা আগমন॥

(রামের প্রবেশ)

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! রঙ্গ-দর্শকদের যথাস্থানে বসানো হয়েছে তো?

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞা হাঁ।

রাম।—দেখ, বৎস লবকুশকে চন্দ্রকেতুর মত গৌরবের আসনে বসিয়ে দিও।

লক্ষ্মণ।—তাঁহাদের প্রতি আপনার স্নেহ দেখে আমরা পূর্ব্বেই তা করেছি। আর এই রাজাসন আপনার জন্য নির্দ্দিষ্ট, বসুন আর্য্য।

রাম।—(উপবেশন)

লক্ষ্মণ।—ওহে, তোমরা এইবার আরম্ভ কর।

(সূত্রধারের প্রবেশ)

"সূত্রধার।—সত্য-ইতিহাস-বক্তা ভগবান্ বাল্মীকি সমস্ত জগতের স্থাবর-জঙ্গম প্রাণীদের এই কথা আদেশ করচেন যে, "আমি ঋষি-চক্ষে দর্শন করে' যে অদ্ভুত করুণরসপূর্ণ পবিত্র সন্দর্ভটি রচনা করেছি, তার গৌরব-রক্ষার্থ আপনারা অবহিত হয়ে শ্রবণ করুন।"

রাম।—এতে এই বলা হচ্চে, যে-সকল মহর্ষিরা আর্ষ-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষবৎ সমস্ত পদার্থতত্ত্ব অবগত হয়েছেন, তাঁদের অব্যাহত প্রজ্ঞা-শক্তি অমৃতময় এবং রজোগুণের অতীত—কখনই মিথ্যা হবার নয়। অতএব তোমরা তাঁদের কথা মিথ্যা বলে' সন্দেহ কোরো না।

(নেপথ্যে)

"হা! আর্য্যপুত্র! হা কুমার লক্ষ্মণ! এই ঘোর অরণ্য-মধ্যে এই পূর্ণগর্ভা হতভাগিনীকে নিরাশ্রয় দেখে হিংস্র জন্তুরা ঐ দেখ গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে। উঃ! এর উপর আবার প্রসব-বেদনা! আর সহ্য হয় না—আমি এখনি ভাগীরথীর জলে ঝাঁপ দিই।"

লক্ষ্মণ।—(স্বগত) না জানি, আরও কি কষ্ট আছে।

"সূত্রধার।—

পৃথিবী-তনয়া সীতা

বন-মাঝে পরিত্যক্তা হইয়া তখন

প্রসব-বেদনা-কষ্টে

করিলেন গঙ্গাজলে আত্মবিসর্জ্জন।"

রাম। হা দেবি! হা দেবি! লক্ষ্মণ! দেখ দেখ, কি হ'ল!

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! এ নাটকাভিনয়।

রাম।—হা দেবি! বনবাস-প্রিয়-সহচরি! রাম হ'তেই তোমার এই দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত।

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! সমুদয় অভিনয়টি আগে দেখুন।

রাম।—আচ্ছা, এই দেখ, আমি আপনাকে বজ্র-ময় কঠিন করলেম। এখন আমি সমস্তই শুনতে প্রস্তুত।

(এক-একটি সদ্যোজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া
সীতাকে ধারণ পূর্ব্বক পৃথিবী ও
ভাগীরথীর প্রবেশ)

রাম।—ধর লক্ষ্মণ, আমায় ধর! আমি যেন অকস্মাৎ অননুভূতপূর্ব্ব ঘোর অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করচি।

"দেবীদ্বয়।—(সীতার প্রতি)

শান্ত হও সুকল্যাণি!

অদৃষ্ট হয়েছে এবে সুপ্রসন্ন তব,

জল-অভ্যন্তরে দেখ

রঘুবংশ-পুত্র দুটি করেছ প্রসব।"

"সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন বটে—দুটি পুত্র-সন্তান প্রসব হয়েছে। হা নাথ! (মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ।—(রামের পদতলে পতিত হইয়া) আর্য্য! আমাদের পরম সৌভাগ্য! আমার বিশ্বাস, এই দুইটি রঘুবংশেরই মঙ্গল-অঙ্কুর। (অবলোকন করিয়া) এ কি! আর্য্য যে ব্যাকুলভাবে অশ্রুবর্ষণ করতে করতে মূর্চ্ছা গেছেন। (বীজন)

"পৃথিবী।—বৎসে! শান্ত হও! শান্ত হও!"

"সীতা।—(আশ্বস্ত হইয়া) ভগবতি! তোমরা দুজন কে গো?"

"পৃথিবী।—ইনি তোমার শ্বশুর-কুলদেবতা ভাগীরথী!"

"সীতা।—ভগবতি, তোমাকে নমস্কার।"

"ভাগীরথী।—বৎসে! চরিত্র-সঞ্চিত কল্যাণ-সম্পদ লাভ কর।"

লক্ষ্মণ।—দেবীর যথেষ্ট অনুগ্রহ।

"ভাগীরথী।—ইনি তোমার জননী বসুন্ধরা।"

"সীতা।—হা মাত! আমার এই দশা তোমাকে শেষে দেখ্‌তে হ'ল!"

"পৃথিবী।—এসো বাছা—এসো জাদু আমার! (সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া মূর্চ্ছা)"

লক্ষ্মণ।—(সহর্ষে) আঃ! বাঁচা গেল! আর্য্য এখন পৃথিবী ও ভাগীরথীকে নিকটে পেয়েছেন।

রাম।—(দেখিয়া) ওঃ! কি শোচনীয় ব্যাপার!

"ভাগীরথী।—যখন পৃথ্বীদেবীও অপত্য-শোকে ব্যথিতা, তখন দেখ্‌চি পৃথিবীতে অপত্য-স্নেহেরই জয়। অথবা প্রাণিমাত্রই এইরূপ মায়াময় সংসার-পাশে আবদ্ধ। বৎসে সীতে! ভূতধাত্রি দেবি বসুন্ধরে!—শান্ত হও, শান্ত হও।"

"পৃথ্বী।—সীতাকে যখন প্রসব করেছি, তখন আর কি করে' শান্ত হব। একে তো অনেক দিন রাক্ষসের মধ্যে বাস, তাতে আবার পতি এঁকে ত্যাগ করেছেন। মায়ের প্রাণে এ কি সহ্য হয়?"

"ভাগীরথী।—ফলোন্মুখী দৈবের দুয়ার

রুদ্ধ করে সাধ্য আছে কার?"

"পৃথ্বী।—ভাগীরথি! ঠিক্ বলেছ। যাই হোক্, এ রামচন্দ্রেরই উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে।

অগ্নিরে করিয়া সাক্ষী

পরিণয় হয় সীতা সনে,

অগ্নির পরীক্ষা পরে,

—তা কি রাম দেখেনি নয়নে?

না ভাবিল মোর ব্যথা

কিম্বা জনকের কথা

না ভাবিল—সীতা তার বন-সহচরী।

মনে কি ছিল সে কথা

—আসন্ন-প্রসবা সীতা?

কেমনে ত্যজিল তারে দেহে প্রাণ ধরি'?"

"সীতা।—হা আর্য্যপুত্র! এঁদের কথাবার্ত্তায় তোমাকে মনে পড়চে।"

"পৃথ্বী।—আঃ! কে তোমার আর্য্যপুত্র?"

হইতে দুই চারিটা পয়সাও উহার নিকট ছুড়িয়া ফেলিতেন। এখন তিনি পরলোকে।

গ্রামের লোকেরা উহাকে বড় কিছু দিত না; উহার সহিত তাহাদিগের অতিপরিচয় ঘটিয়াছিল। উহাকে উহারা ৪০ বৎসর দেখিয়া আসিতেছে—দুইটা কেঠো পায়ের উপর ভর দিয়া, স্বীয় কুৎসিত হীনাঙ্গ শরীরটাকে টানিয়া টানিয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে আর কোথাও যাইতে চাহিত না; কেননা, দেশের এই কোণটুকু ছাড়া সে আর কোন জায়গাই চিনিত না। সে দুই চারিটা কুটীরেই যাতায়াত করিত, সে তার ভিক্ষা-ভ্রমণের একটা সীমা নির্দ্দেশ করিয়া লইয়াছিল; সেই অভ্যস্ত সীমা সে কখনই লঙ্ঘন করিত না।—"অন্য গ্রামে যাস্‌নে কেন? খট্‌খট্‌ করে' তুই কেবল এইখানেই আসিস্‌!"

সে কোন উত্তর দিত না, সে দূরে চলিয়া যাইত। একটা অজানা দেশের অস্পষ্ট ভয়ে, দরিদ্রসুলভ নানা-প্রকার কল্পিত আশঙ্কায় সে অভিভূত হইয়া পড়িত। কোন নূতন মুখ দেখিলে, কারও মুখে গালি-মন্দ শুনিতে পাইলে, রাস্তার সারি-বন্দি পাহারওয়ালারা যাইতেছে দেখিলে সে পলাইবার চেষ্টা করিত। যখন দূর হইতে দেখিতে পাইত,—একটা ঝোপ-ঝাড়, একটা নুড়ির ঢিবি রৌদ্রে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে, তখন [illegible]র শরীরে একটা অভূতপূর্ব্ব চটুলতা ও ক্ষিপ্রতা [illegible]ত; ব্যাধের তাড়ায় কোন শিকারের জীব যেরূপ লুকাইবার স্থান পাইবার জন্য প্রাণপণে ছুটিয়া যায়, সে সেইরূপ যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত, ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে কিংবা নুড়ির ঢিবির পিছনে আশ্রয় লইত, সেখানে সে তার পা-লাঠিদমেত ভূতলে লুটিয়া পড়িত। তাহার ময়লা কাপড় মাটির রং-এর সহিত মিশিয়া যাইত; এইরূপে সে লোক-লোচনের অদৃশ্য হইত।

উহার কোন আশ্রয়স্থান ছিল না; মাথার উপর [illegible]কটা চালও ছিল না, একটি কুটীরও ছিল না, একটু [illegible]ড়ালের জায়গাও ছিল না। গ্রীষ্মকালে সে সর্ব্বত্রই [illegible]দ্রা যাইত এবং শীতকালে কোন একটা গোলাঘরের [illegible]তর কিংবা কোন একটা আস্তাবলের ভিতর খুব [illegible]পুণভাবে ঢুকিয়া পড়িত এবং লোকের চোখ পড়ি[illegible]র পূর্ব্বেই ঐ সব স্থান হইতে সরিয়া পড়িত। [illegible]ান ইমারতের ভিতর প্রবেশ করিতে হইলে, কোথায় কি রন্ধ্র আছে, সে সমস্তই জানিত। পা-লাঠি ব্যবহারে তাহার বাহুর বল আশ্চর্য্য রকম বাড়িয়া গিয়াছিল, সে শুধু তার হস্তের কব্জির জোরে বিচালি রাখার গোলাঘরের উপর পর্য্যন্ত আরোহণ করিত; ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, সেইখানে কখনো কখনো সে ৪।৫ দিন অবস্থিতি করিত।

মানুষের মাঝখানে বনের পশুর মত সে জীবন যাপন করিত; কাহাকেও চিনিত না; কাহাকেও ভালবাসিত না। চাষারা তাহাকে উপেক্ষা করিত; উহার সম্বন্ধে একটা চাপা বৈরতা মনে [illegible] করিত। উহারা তাহাকে "ঘণ্ট" বলি[illegible] ঘণ্টা যেমন দুইটা খোঁটার মধ্যে ঝোলানো থা[illegible] তেমনি দুই পা-লাঠির মাঝখানে অবস্থিত উহারা তাহার এই নাম দিয়াছিল।

দুই দিন ধরিয়া সে আহার করে নাই। কেহই আর তাহাকে কিছুই দিত না। তাহাকে দেখিলে চাষারা তাদের দরজায় দাঁড়াইয়া দূর হইতে বলিয়া উঠিত—"দূর হয়ে যা এখান থেকে। তোকে তিন দিন এক এক টুকরা রুটি দিয়েছি।"

তখন সে তার ঠেকোর উপর ভর দিয়া চট্‌ করিয়া ঘুরিয়া অন্য কুটীরে চলিয়া যাইত—সেখানেও সে একই রকমের অভ্যর্থনা পাইত।

এক কুটীর হইতে অপর কুটীরের লোকদিগকে শুনাইয়া স্ত্রীলোকেরা বলিত—"না বাপু, সমস্ত বৎসর ধরে' এই নিষ্কর্ম্মাটাকে খাওয়ান যায় না।" কিন্তু প্রতিদিন ঐ নিষ্কর্ম্মাটার না খাইলে ত চলিবে না।

সে তার পরিচিত দুই তিনটা গ্রাম পার হইয়া গেল;—কোথাও একটি পয়সাও পাইল না—এক টুকরা বাসী রুটিও পাইল না। কেবল একটি গ্রামে যাওয়া তাহার বাকী ছিল। কিন্তু সে গ্রামটি এক ক্রোশ দূরে। সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—আর টানিয়া হিঁচড়িয়া চলিবার শক্তি ছিল না। তখন তাহার পাকেট খালি—পেটও খালি।

তবু সে চলিতে ক্ষান্ত হইল না। তখন ডিসেম্বর মাস; একটা ঠাণ্ডা বাতাস মাঠময় ছুটাছুটি করিতেছিল; পত্রশূন্য নগ্ন গাছের ডালপালার মধ্য দিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হইতেছিল। চাপ চাপ মেঘের দল তমসাচ্ছন্ন আকাশপথে ছুটিয়া চলিয়াছিল—কোথায় যাইতেছে, তাহা জানিত না। খুব কষ্টসৃষ্টে [illegible]

একটু লাল হইয়া উঠিল এবং নারী মনোরঞ্জন-সুলভ কতকগুলা সচরাচর ধরণের ফাঁকা কথা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিতে লাগিল। আন্দ্রের ওষ্ঠাধরে মৃদু মধুর হাসি লাগিয়া থাকিলেও, ভিতরে ভিতরে আন্দ্রে রুষ্ট হইয়াছিল। এ দিকে পেরিকো কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া উহাদের চারিদিকে ঘুরপাক দিতে লাগিল। বয়স খুব অল্প হইলেও, পেরিকোর এ জ্ঞান ছিল যে, ফরাসী ধরণে এমন সুন্দররূপে সজ্জিত একজন তরুণীর সম্মুখে শিল্পজীবি-শ্রেণীর কোন রমণীর ঠিকানা কোন যুবককে বলা ঠিক নহে।

শুধু সে বিস্মিত হইল, এমন সুন্দরী মহিলাদের সহিত পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কি না একজন আলথাল্লাধারী নিম্নশ্রেণী রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছেন।

—ও ছোক্‌রাটা কি চায়? ও তোমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে—যেন ওর বড় বড় কালো চোখ দুটা দিয়ে তোমাকে গিলে খাবে।

আন্দ্রে উত্তর করিল:—

"আমি কখন্ আমার এই নিবে-যাওয়া চুরোটের শেষ-টুক্‌রাটা ফেলে দেব,—ও ছোক্‌রাটা তারই অপেক্ষায় আছে।" এই কথা বলিয়া চুরোটের টুক্‌রাটা আন্দ্রে তার নিকট নিক্ষেপ করিল—আর সেই সঙ্গে একটু ইসারা করিল—যাহার অর্থ,—আমি যখন একা থাক্‌ব, তখন এখানে আবার ফিরে অস্‌বি।

ছোক্‌রাটা চলিয়া গেল। যাইবার সময় পকেট হইতে চকমকির বাক্‌স বাহির করিয়া,চুরুটে আগুন ধরাইল, এবং পাকা চুরুট-খোরের মত বেদম চুরুট ফুঁকিতে লাগিল।

আন্দ্রের কষ্ট এইখানেই শেষ হইল না। ফেলিসিয়ানা দস্তানা-আঁটা হাতে আপন কপালে আঘাত করিয়া স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় বলিলেন:—"কি সর্ব্বনাশ! আমাদের সেই যুগলবন্ধ গানটা নিয়ে এমন ব্যাপৃত ছিলুম যে, তোমাকে বল্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম, বাবা আমাদের ওখানে আজ রাত্রে তোমাকে খেতে বলেছেন। আজ সকালে তোমাকে লিখ্‌বেন মনে করেছিলেন; কিন্তু আমি তাঁকে বল্লুম, আজ অপরাহ্ণে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে, আমি মুখে বল্‌ব. লেখ্‌বার দরকার নেই।" নখের মত একটা ক্ষুদ্র হাত-ঘড়িতে সময় দেখিয়া বলিলেন:—"এমনিই যথেষ্ট দেরি হয়ে গেছে। আমাদের সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়, আমার বন্ধুকে ওঁর বাড়ীতে পৌছে দিয়ে আমরা দু'জনে একসঙ্গে আমাদের বাড়ীতে ফিরে আস্‌ব।"

একজন সুশিক্ষিতা তরুণী, এক যুবককে তাঁর গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন—ইহা দেখিয়া যদি কেহ বিস্মিত হন, তাহা হইলে আর একটি লোকের দিকে আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিব, তিনি আর বিস্মিত হইবেন না। গাড়ীর সম্মুখস্থ আসনে একজন ইংরেজ গভর্ণেস্ বসিয়াছিলেন—খোঁটার মত খট্‌খটে, কাঁকড়ার মত লাল, গায়ে ফিতা-বাঁধা লম্বা আঁট্‌সাট্ আঙ্গিয়া। উঁহার চেহারা দেখিলে ফুলধনু ধনু ফেলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলায়।

আর পিছাইবার উপায় নাই। ফেলিসিয়ানা ও তাঁর সখীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া, আন্দ্রে গাড়ীর সম্মুখ-আসনে, গভর্ণেসের পাশে গিয়া বসিলেন।

পেরিকোর আনীত সংবাদ শুনিতে পাইলেন না বলিয়া তিনি রাগে গর্‌গর্ করিতেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস, পেরিকো সমস্ত সন্ধান লইয়া আসিয়াছিল। আবার কবে যে তাঁর প্রাণের বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে, মিলিতোনার ওখানে গিয়া গান-বাজনা আমোদ-প্রমোদ করিতে পারিবেন—তার আর স্থিরতা নাই। সে সুখের দিন অনির্দ্দিষ্টরূপে পিছাইয়া গেল।

মধ্যবিত্ত গৃহস্থের বাড়ীতে যে ভোজনের নিমন্ত্রণে আন্দ্রে যাইতেছেন, সেই ভোজন-ব্যাপারের বর্ণনা শুনিতে তোমাদের বোধ হয় তেমন ঔৎসুক্য হইবে না—তার চেয়ে বরং, মিলিতোনা কি করিতেছে. তারই সন্ধান করা যাক্—এ-বিষয়ে পেরিকোর অপেক্ষা বোধ হয় আমরা বেশী সফল-প্রযত্ন হইব।

বস্তুতঃ আন্দ্রের গুপ্তচর যে রাস্তাটা আঁচিয়াছিল, মিলিতোনা সেই রাস্তাতেই বাস করে। মিলিতোনার বাড়ীটা অদ্ভুত-রকমে নির্ম্মিত। সম্মুখের জানালাগুলা সব অসমান। বাড়ীর সম্মুখের প্রাচীর সমস্তই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, এবং স্বীয় ভারে দমিয়া গিয়াছে, বসিয়া গিয়াছে। পাশের বাড়ীগুলা উহাকে যদি ঠেসিয়া না রাখিত, তাহা হইলে অচিরাৎ ধরাশায়ী হইত সন্দেহ নাই। বাড়ীর উপরের ভাগটার অবস্থা কতকটা ভাল এবং প্রাচীন গোলাপী রং-এর কিছু নিদর্শন এখনো বর্ত্তমান আছে—ঠিক যেন বাড়ীটা স্বকীয় দুরবস্থায় লজ্জিত

য়ো উঠিয়াছে। টালির ছাদের একটু নীচে কটা ছোট গবাক্ষ; তার চারি পাশে সম্প্রতি ধি-খাঁচ্‌রা রকমে চূণকাম করা হইয়াছে। ডাইনের ক খাঁজে একটা 'বটের' পাখীর মূর্ত্তি—বামদিকে লে ও হল্‌দে কাচের মুক্তায় বিভূষিত একটি ছোট্ট াপের মধ্যে একটা ঝিঁঝি পোকার মূর্ত্তি। কেননা, রবদের অনুকরণে স্পেনের লোকেরা একঘেয়ে রে ও সমবিভক্ত তালে বটের পাখী ও ঝিঁঝি াকার উদ্দেশে রচিত গান গাহিতে ভালবাসে। কটা ফোঁপরা মাটির কুঁজা একটা রশি দিয়া উপর ইতে ঝোলানো রহিয়াছে—কুঁজার গায়ে মুক্তার ায় বিন্দু বিন্দু বাষ্প-ঘর্ম্ম ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জার জল সন্ধ্যার বাতাসে ঠাণ্ডা হইতেছে, এবং টা নিম্নস্থ পাত্রের উপর টপ্‌ টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া ড়িতেছে। এই গবাক্ষটা মিলিতোনার কামরার বাক্ষ। এই নীড়ে যে একটি তরুণ বিহঙ্গী বাস রে, নীচের রাস্তা হইতে কোন দর্শকের তাহা ঝিতে বোধ হয় তিলার্দ্ধ বিলম্ব হয় না। রূপ ও যৌবন নির্জীব জড় পদার্থের উপরেও একটা আধি-ত্য বিস্তার করে, তাহাদের উপর আপনা হইতেই যেন একটা শিলমোহরের ছাপ পড়িয়া যায়।

একটা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে যদি তোমরা ভয় না পাও, তা হ'লে আমার সঙ্গে এসো। মিলি-তোনা এখন সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতেছেন, এসো, আমরা তাঁর অনুসরণ করি। সিঁড়ির ধাপগুলা খুব খট্‌খটে শক্ত, সিঁড়ির গরাদে ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। মিলিতোনা কুরঙ্গিণীর মত লঘুগতিতে লাফাইয়া লাফাইয়া সিঁড়ির ধাপগুলা লঙ্ঘন করিতেছে; এই-বার মিলিতোনা উপরিতন ধাপের মুক্ত আলোকে আসিয়া পড়িয়াছে। তখনো বৃদ্ধা আন্‌দজা প্রথম ধাপগুলার অন্ধকারের মধ্যেই আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। একটা দেবদারু-কাঠের দরজা—দরজার সম্মুখে একটা দড়ি ফেলা আছে, তরুণী দড়ির আগাটা উঠাইয়া লইল এবং চাবি লইয়া দরজাটা খুলিল।

এমন দীন-ধরণের কাম্‌রা দেখিয়া কোন চোর প্রলোভিত হইতে পারে না এবং উহা বন্ধ-সন্ধ করিয়া বেশী সাবধান হইবারও কোন আবশ্যকতা নাই। মিলিতোনা যখন বাহিরে যাইত, তখন ঘরটা খোলাই থাকিত, ঘরের ভিতরে আসিলে তখন খুব যত্নে ঘরটা বন্ধ করিত। তবে কি না, এই ক্ষুদ্র কোটরটিতে একটি বহুমূল্য রত্ন নিহিত—চোরের চোখে উহা রত্ন না হউক, প্রেমিকের চোখে রত্ন বটে।

ঘরের দেওয়াল কাগজে মোড়া নয়, কিংবা রং-করা নয়—শুধু সাদাসিধে রকমে চূণকাম করা। একটা আয়না আছে—কিন্তু তাহার উপর সুন্দরীর কমনীয় মূর্ত্তির অস্পষ্ট প্রতিবিম্ব পতিত হয়। একজন সিদ্ধ-পুরুষের ক্ষুদ্র একটি মূর্ত্তি, তার সঙ্গে কৃত্রিম পুষ্পভূষিত দুইটা ফুলের টব; একটা দেবদারু-কাঠের টেবিল, দুইটা কেদারা, একটা ছোট পালঙ্ক, তার উপর একটা মস্‌লিনের তোষক পাতা—এই-গুলি ঘরের একমাত্র আস্‌বাব। তা-ছাড়া কাচের উপর আঁকা মেরী-মাতার ছবি, ঋষিমুনির ছবি রহিয়াছে; এবং একটা খঞ্জনী গিতার (এক প্রকার সেতার) যন্ত্র হইতে ঝুলিতেছে।

মিলিতোনার কামরাটি এইরূপ ভাবে সজ্জিত। যাহা জীবনযাত্রার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এই প্রকার জিনিস ছাড়া উহার ভিতর আর কোনও জিনিস না থাকিলেও উহার মধ্যে দুঃখ-দুর্দ্দশা-সুলভ একটা নীরস কঠোর ভাব লক্ষিত হয় না। একটা আনন্দের রশ্মিচ্ছটায় সমস্ত কামরাটি যেন আলো-কিত। লাল ইটের মেজে বেশ নয়ন-রঞ্জন, ঘরের ধব্‌ধবে কোণগুলায় চাম্‌চিকার কালো ছায়া পড়ে না। চাঁদোয়াছাদের কড়ি বর্গার ভিতরে কোন মাকড়সা জাল বিস্তার করে নাই।

চারি দেওয়ালে ঘেরা এই কামরাটির ভিতর সবই বেশ নয়নানন্দকর, হাস্যময় ও উজ্জ্বল। ইংলণ্ডে আস্‌বাবের এই অপ্রাচুর্য্য নগ্নতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু স্পেনদেশের লোকের চোখে ইহাই আয়েসের পরাকাষ্ঠা। বৃদ্ধা এতক্ষণে হাঁস্‌ফাঁস্‌ করিয়া কোনপ্রকারে সিঁড়ির শেষে আসিয়া পৌঁছিল। তার পর মিলিতোনার এই রমণীয় কোটরটিতে প্রবেশ করিয়া একটা চৌকিতে বসিয়া পড়িল। দেহভারে চৌকিটা মড়্‌মড় করিয়া উঠিল—মনে হইল, ভাঙ্গিয়া পড়ে বুঝি।

"দেখ মিলিতোনা, ঐ জলের কুঁজাটা নামাও দিকি, আমি একটু জল খাবো, আমার যেন দম আট্‌কে যাচ্ছে, সেই ষাঁড়ের-লড়ায়ের জায়গার ধূলোয় আর সেই পুদিনার লজিঞ্জিস্‌ খেয়ে আমার গলা যেন পুড়ে যাচ্ছে।"

তরুণী সহাস্যমুখে, বৃদ্ধার ঠোঁটের উপর জল-পাত্রটা নোয়াইয়া ধরিয়া উত্তর করিল :—

—অত মুঠো মুঠো লজিঞ্জিস্ না খেলেই ভাল হ'ত।

আল্‌দঞ্জা তিন চার ঢোঁক জল পান করিল; তাহার পর হাতের উল্‌টা পিঠ্‌টা দিয়া মুখ মুছিয়া দ্রুত তালে হাত-পাখা নাড়িয়া বাতাস খাইতে লাগিল। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল :—

"লজিঞ্জিসের কথায় মনে পড়ে' গেল, জুয়াঙ্কো আমাদের দিকে কি ভয়ঙ্কর ভাবে তাকিয়ে দেখ্‌ছিল! আমি নিশ্চয় করে' বল্‌ছি, সেই সুশ্রী ভদ্রলোকটি তোর সঙ্গে কথা কচ্ছিল বলে', জুয়াঙ্কোর হাত ফস্‌কে গিয়েছিল, তাই ষাঁড়টাকে মারতে পারেনি। জুয়াঙ্কোর বাঘের মত সন্দিগ্ধ মন, যদি সে ভদ্রলোক-টিকে আবার দেখ্‌তে পেত, তা হ'লে তাকে কিছু শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ত না। সে প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারত কি না সন্দেহ।"

—আশা করি, জুয়াঙ্কো কারও উপর ও-রকম দারুণ অত্যাচার করবে না। আমি সেই যুবা পুরুষটিকে খুব অনুনয় করে' বলেছিলুম—আমার সঙ্গে যেন আর একটি কথাও না বলেন। তখন থেকে আমাকে তিনি কোন কথাই বলেন নি। আমি ভয় পেয়েছি বুঝ্‌তে পেরে আমার উপর তাঁর দয়া হয়েছিল। কিন্তু জুয়াঙ্কোর এই ভীষণ ভাল-বাসার কি ভয়ঙ্কর অত্যাচার!

বৃদ্ধা উত্তর করিল :—

"এ ত তোরই দোষ! তুই এত রূপসী হলি কেন?"

এই দুই রমণীর মধ্যে কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময় লোহার আঘাতের মত দরজায় একটা জোরাল ঘা পড়িল। কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। মানুষ-ভোর উচ্চে, স্পেনদেশের প্রথা অনুসারে একটা উঁকি দিয়া দেখিবার গরাদে-দেওয়া রন্ধ্র-গবাক্ষ আছে, বৃদ্ধা উঠিয়া তাহার ভিতর দিয়া দেখিতে গেল। সেই রন্ধ্র দিয়া জুয়াঙ্কোকে দেখিতে পাইল। তাহার রৌদ্রে-দগ্ধ মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃদ্ধা আল্‌দঞ্জা দরজার কপাট খুলিয়া দিল, জুয়াঙ্কো প্রবেশ করিল। সার্কাস রঙ্গ-ভূমিতে তাহার চিত্ত যে প্রচণ্ড আবেগে আন্দোলিত হইয়াছিল, তাহার চিহ্ন এখনো যেন তাহার মুখে প্রকাশ পাইতেছে। একটা দারুণ রোষ তাহার হৃদয়ে জমাট বাঁধিয়াছে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে।

জুয়াঙ্কো স্বভাবতঃ অভিমানী লোক। প্রথম পরাভবে দর্শকেরা ধিক্কার দিয়াছিল, তাহার পর আবার জয়ী হইলে তাহারা বাহবা দেয়—কিন্তু এই শেষের সাধুবাদে পূর্ব্বদত্ত ধিক্কারের অপমান জুয়াঙ্কোর হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই। সে আপনাকে অপ-মানিত মনে করিয়াছিল।

বিশেষতঃ সেই যুবাপুরুষ মিলিতোনার সহিত কথা কহিতেছে দেখিয়া তাহার রোষ চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, এবং রঙ্গাঙ্গন হইতে বাহির হইয়া কখন্ সেই যুবককে পাক্‌ড়াও করিবে, তজ্জন্য সে ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এখন তাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? নিশ্চয়ই সে মিলিতোনার অনুসরণ করিয়াছে—তাহার সহিত আবার কথা কহিয়াছে।—এই কথা মনে হইবামাত্র, ছোরার সন্ধানে তাহার হস্ত যন্ত্রবৎ একবার কটিবন্ধটা হাতড়াইয়া দেখিল। জুয়াঙ্কো ঘরে প্রবেশ করিয়া দুইটা চৌকির একটা চৌকিতে বসিল। মিলিতোনা জান্‌লায় ঠেস্ দিয়া, একটা ঝরিয়া-যাওয়া লাল জবার বীজ-কোষ কাটিয়া লইতে-ছিল; বৃদ্ধা আপন মুখের উপর পাখার বাতাস দিতেছিল। এই তিন জনের মধ্যে একটা নিস্তব্ধতা বিরাজমান। প্রথম বৃদ্ধাই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। সে বলিল :—

"তোমার হাতের ব্যথাটা কি সর্ব্বদাই থাকে?" মিলিতোনার প্রতি একটা সুগভীর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া জুয়াঙ্কো উত্তর করিল :—

—"না"!

তখনি কথাবার্ত্তাটা থামিয়া না যায়, এই উদ্দেশে বৃদ্ধা আবার বলিল :—

"—ঐ জায়গাটায় নুণ-জলের পটি বাঁধ্‌লে ভাল হয়।"

কিন্তু জুয়াঙ্কো কোন উত্তর করিল না। একটি-মাত্র চিন্তা যাহা তাহার মনকে দখল করিয়া বসিয়া-ছিল, তাহার দ্বারা চালিত হইয়া জুয়াঙ্কো মিলি-তোনাকে বলিল :—"বৃষ-যুদ্ধের সঙ্গে রঙ্গ-ভূমিতে তোমার পাশে যে যুবকটি বসেছিল, সে কে?"

"তার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ; আমার সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় নেই"

—"কিন্তু তুমি কি চাও তার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে ?"

—"এ অনুমানটা বেশ ভদ্র রকমের অনুমান দেখ্‌ছি। ভাল, আলাপ-পরিচয়টা কখন্ হবে বল দিকি ?"

—"আলাপ-পরিচয় হবে কি,—আগেই ত হয়ে গেছে। বার্ণিস্-করা বুট-পরা, সাদা দস্তানা-পরা, শোভন কোর্ত্তা-পরা সেই লোকটাকে আমি খুন করব।"

—"জুয়াঙ্কো, তুমি যে পাগলের মত কথা বল্‌চ। আমার সম্বন্ধে ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে কারও উপর সন্দেহ করবার অধিকার কি আমি তোমাকে দিয়েছি ? তুমি বলে' থাক, তুমি আমাকে ভালবাসো ; সে কি আমার দোষ ? আর তুমি আমাকে সুন্দরী বলে' মনে কর বলেই আমি কি তোমাকে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজো করতে বস্‌ব ?"

বৃদ্ধা বলিল :—"সে কথা সত্যি ; এর ভিতর ত কোন জোর-জবরদস্তি নেই ; কিন্তু তবু আমি বলি, তোমাদের যোড়াটি দিব্যি মানবে। ঠিক যেন মাধবীলতা তমাল গাছকে জড়িয়ে থাক্‌বে। তোমরা দুজনে হাতধরাধরি করে' যখন নৃত্য করবে, তখন তা দেখ্‌তে স্বর্গের অপ্সরারাও নীচে নেমে আস্‌বে।"

—"হাবভাব দেখিয়ে তোমার মন ভোলাতে আমি কি কখন চেষ্টা করেছি জুয়াঙ্কো ? অপাঙ্গ-কটাক্ষ করে' মুচ্‌কি হাসি হেসে, মোহন অঙ্গভঙ্গি করে', তোমার মন আকর্ষণ করতে কখনো কি চেষ্টা করেছি ?"

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে জুয়াঙ্কো উত্তর করিল :—

—"না।"

—"আমি কখনো তোমার কাছে কোন অঙ্গীকারবদ্ধ হই নি—তোমাকে কোন রকম আশাও দিই নি। আমি তোমাকে বরাবরই বলে' আসছি, 'আমাকে ভুলে যাও'। তবে কেন তুমি আমাকে যন্ত্রণা দিচ্চ ; কেন অকারণে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করে' আমাকে বিরক্ত করচ ? আমাকে তোমার ভাল লেগেছে বলে' আমি কারও পানে তাকাতে পারব না—আর তাকালেই একজনের মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হইবে—এ কেমন কথা ? তুমি কি চাও, একটা গভীর বিজনতা আমার চারিদিক্ ঘিরে থাকে ? 'লুলে' নামে একটি ভাল ছোক্‌রা যে আমাকে আমোদ দিত, আমাকে হাসাত, তুমি তাকে খোঁড়া করে' দিলে ; তোমার বন্ধু 'জিনে' আমার হাত একটু ছুঁয়েছিল বলে' তুমি মেরে তার হাড় ভেঙ্গে দিলে। এতে কি মনে কর, তোমার কোন সুবিধা হবে ? আজ আবার সার্কাসে তুমি কি বাড়াবাড়িই করলে ;—আমার উপর নজর রাখ্‌তে গিয়ে ষাঁড়টা তোমার কাছে এসে পড়ল—তুমি ভাল করে' তাকে আঘাত করতেই পারলে না।"

—"কিন্তু আমি যে, মিলিতোনা, তোমাকে ভাল-বাসি, সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসি ; তোমা ছাড়া আমি যে জগতে আর কাউকে দেখি না। যখন তুমি আর একজনের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাস্‌ছিলে, তখন ষাঁড়ের শিঙের দারুণ আঘাত পেয়েও আমি তোমা থেকে চোখ্ ফেরাতে পারি নি। এ কথা সত্যি, আমার নরম প্রকৃতি নয় ; কেননা, আমি হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে লড়াই করে' আমার সারা যৌবনটা কাটিয়েছি। প্রতিদিনই আমি প্রাণি-হত্যা করি কিংবা নিজে হত হবার মত সঙ্কটাবস্থায় আপনাকে স্থাপন করে' থাকি। রমণীর মত সেই সব সুকুমার ক্ষীণকায় যুবক যারা সমস্ত দিন কেশ কুঞ্চিত করে, সংবাদপত্র পাঠ করে' সময় কাটায়, তাদের মত মিষ্টি নরম ভাব আমার নেই। তুমি যদি আমার না হও, অন্ততঃ তুমি আর কারও হ'তে পাবে না !"—একটু থামিয়া এবং টেবিলে সজোরে একটা ঘা মারিয়া জুয়াঙ্কো এইরূপ উত্তর করিল। তাহার পর, চট্ করিয়া উঠিয়া এই কথাগুলি গুন্‌গুন্ করিয়া বলিতে বলিতে বাহির হইয়া গেল,—"আমি তাকে পাক্‌ড়াও করবই করব, আর তার বুকে তিন ইঞ্চি গভীর ছোরা না বসিয়ে ছাড়ব না।"

এখন আবার আন্দ্রের নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক্। আন্দ্রে পিয়ানোর সম্মুখে বসিয়া সেই যুগল-বন্ধ গানের অন্তর্গত তার অংশটা বেসুরো গায়িতেছে। তাহাতে ফেলিসিয়ানা হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। অমন সৌখীন সান্ধ্য-সম্মিলন—কিন্তু আন্দ্রের কিছুই ভাল লাগিতেছে না—সবই তাঁর নিকট বিরক্তিকর ঠেকিতেছে। আন্দ্রে মনে মনে

মার্কিসকে বারম্বার জাহান্নামে পাঠাইতে কুণ্ঠিত হইতেছে না, এ কথা বলা বাহুল্য।

তরুণী মিলিতোনার সেই অনিন্দ্যসুন্দর পাশের মুখ, তাহার ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি, তাহার আরবী ধরণের নেত্র-যুগল, তাহার জংলী ধরণের মাধুর্য্যশ্রী, তাহার চিত্রশোভন পরিচ্ছদ—এই সব মনে করিয়া, মার্কিসের সান্ধ্য-নিমন্ত্রণ-সভায় সমবেত সম্ভ্রান্ত-বংশীয়া বেশভূষায় ভূষিতা প্রৌঢ়াদের সঙ্গ আন্দ্রের আদৌ ভাল লাগিতেছিল না। তাহার বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নীও তাহার চোখে নিতান্ত কুৎসিত বলিয়া মনে হইল। মিলিতোনার প্রেমে একেবারে আত্মহারা হইয়া আন্দ্রে সেখান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বাড়ী ফিরিয়া যাইবার জন্য আন্দ্রে যে রাস্তা দিয়া চলিতেছিল, সেই রাস্তায় কে যেন পিছন হইতে তাহার কাপড় ধরিয়া টানিল। সে আর কেহ নহে—সে পেরিকো। সে সম্প্রতি যে নূতন আবিষ্কার করিয়াছে, বক্‌শিসের আশায় আন্দ্রেকে সেই সংবাদ দিবার জন্য সে তাড়াতাড়ি আসিয়াছে। ছোক্‌রাটা বলিল :—

"কর্ত্তা, 'পোড়ার' রাস্তার ডান্ দিকের তিনটে বাড়ীর পরে তার বাড়ী। জল ঠাণ্ডা করবার জন্য একটা জলের কুঁজা হাতে করে' জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়ে আছে দেখ্‌লুম।

৪

নিদ্রাকালেও মিলিতোনার মধুর মূর্ত্তিখানি আন্দ্রের চিত্তাকাশে দুই একবার দেখা দিয়াছিল। জাগিয়া উঠিয়া আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল—কপোতীর নীড়টির সন্ধান পাইলেই যথেষ্ট হইবে না—তাহার নিকট উপনীত হওয়া চাই। কি করিয়া সেখানে যাওয়া যায়? এক উপায় আছে,—যদি আমি তার বাড়ীর সম্মুখে একজায়গায় আড্ডা গেড়ে বসে' তার আটঘাট অন্ধিসন্ধি ভাল করে' নজর করে' দেখি। কিন্তু আমি যদি, এখন যে কাপড় পরে' আছি, সেই কাপড়েই যাই, অর্থাৎ প্যারিসের হালফ্যাশানের কাপড় পরে' যাই—তাহা হইলে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে, আমার অনুসন্ধানে ব্যাঘাত হবে। একটা কোন বিশেষ সময়ে, মিলিতোনা নিশ্চয়ই বাড়ী থেকে বের হবে কিংবা বাড়ীতে প্রবেশ করবে। কেননা, একেবারে ছয় মাসের মতন তাঁর ভাঁড়ার ঘরটিতে মেওয়া-মোরব্বা যে সঞ্চিত আছে, তা আমার বিশ্বাস হয় না। যখন সে বাড়ী থেকে বেরুবে, কিংবা বাড়ীতে ঢুকবে, সেই সময়েই আমি লগ্নমাফিক একটা সুরচিত রসালো বাক্যে তাকে অভিনন্দন করব। তা হ'লে দেখ্‌তে পাব, বৃষ-যুদ্ধের রঙ্গালয়ে মিলিতোনা যেরূপ আমার সহিত বাক্যালাপে কঠোর ভাব ধারণ করেছিলেন, এখনও সেইরূপ করেন কি না। আচ্ছা, তা হ'লে পুরানো কাপড়ের দোকানে যাওয়া যাক্, সেখানে গিয়ে শ্রম-শিল্পী শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে কাপড়ের "ফ্যাশান" বর্ত্তমানে প্রচলিত, সেই কাপড়ের ছদ্মবেশ পরা যাক্। তা হ'লে কারও সন্দেহ উদ্রেক হবে না। অনায়াসেই আমার প্রিয়তমার সম্বন্ধে সমস্ত খবর জান্‌তে পারব।

মনে মনে এই মৎলব আঁটিয়া আন্দ্রে উঠিয়া পড়িল এবং এক পেয়ালা জল-চকোলেট্ পান করিয়া সেই পুরানো কাপড়ের দোকানের অভিমুখে যাত্রা করিল। সেখানে সব জিনিস পাওয়া যায়—কিন্তু সব পুরাতন।

নানাপ্রকার ফন্দি ভাবিতে ভাবিতে আন্দ্রে একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানকার কাপড়গুলা পুরাতন হইলেও ভদ্রলোকের অব্যবহার্য্য নহে। উহারই মধ্য হইতে ম্যানোলা-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত টুপি, কোর্ত্তা, পায়জামা প্রভৃতি সৌখীন পরিচ্ছদ আন্দ্রে বাছিয়া লইল। দোকানে একটা বড় আয়না ছিল, সেই আয়নায় আন্দ্রে দেখিল, পোষাকটা বেশ মানিয়াছে। কাপড়ের মূল্য দিয়া এবং কাপড়গুলা রাখিয়া, আন্দ্রে দোকানদারকে বলিল, "সন্ধ্যার সময় দোকানে আসিয়া এই পরিচ্ছদ পরিধান করিব।" এই ছদ্মবেশ পরিয়া নিজ গৃহ হইতে বাহির হইতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

যে রাস্তায় মিলিতোনা থাকে, আন্দ্রে গৃহে ফিরিবার সময় সেই রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে একটা জানলা দেখিতে পাইল, তার চারিধারে চূণকাম করা; এবং পেরিকো যেরূপ বলিয়াছিল—একটা জলের কুঁজা ঝোলানো রহিয়াছে। কিন্তু এমন কিছুই দেখিতে পাইল না, যাহাতে জানিতে পারা যায়, ঘরের মধ্যে কোন

লোক আছে। বাহির দিক্ হইতে একটা মস্‌লিনের পর্দা দিয়া জান্‌লাটা ঢাকা—ভিতরের কিছুই দেখা যায় না।

"বোধ হয়, মিলিতোনা কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছে, সন্ধ্যার আগে ফিরিবে না। হয় ত সে সেলাইয়ের কাজ করে, চুরোট বিক্রী করে, মোজা-বুননের কাজ করে কিংবা ঐ রকম আর কিছু।"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে আন্দ্রে চলিতে লাগিল।

মিলিতোনা বাড়ী হইতে বাহির হয় নাই। একটা টেবিলের উপর, একটা জামার বিভিন্ন অংশ বিছানো রহিয়াছে; মিলিতোনা সেই টেবিলের ধারে বসিয়া, টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া কাজ করিতেছে। পাছে জুয়াঙ্কো আসিয়া হঠাৎ আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় মিলিতোনা ঘরে খিল দিয়াছে। তাতে আবার বৃদ্ধা এখন গৃহে নাই, এই সময়ে জুয়াঙ্কো আসিলে আরও বিপদ।

সেলাই করিতে করিতে মিলিতোনা সেই যুবা-পুরুষের কথা ভাবিতেছিল,—যে গত কল্য সার্কাসে, এমন জলন্ত অথচ মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তার পানে তাকাইয়াছিল এবং কতকগুলি কথা এমন মধুর-স্বরে বলিয়াছিল যে, তাহা এখনো যেন তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

"আমার সঙ্গে আবার দেখা করবার জন্য আমার খোঁজ না করে ত ভাল হয়—যদিও খোঁজ কর্‌লে আমি খুসী হই। কিন্তু জুয়াঙ্কো নিশ্চয়ই তার সঙ্গে একটা ভয়ানক ঝগড়া আরম্ভ করে' দেবে; হয় ত তাকে খুন কর্‌বে কিংবা ভয়ানক জখম্ কর্‌বে। পূর্ব্বে যে কেহ আমার মন পাবার চেষ্টা করেছে, তারই উপর সে এই রকম অত্যাচার করেছে। জুয়াঙ্কো এক নগর হ'তে নগরান্তরে আমার অনুসরণ করেছে, পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত গিয়াছে—পাছে যে হৃদয় জুয়াঙ্কোকে দিতে অস্বীকার করেছিলুম, সেই হৃদয় অন্যকে আমি দিয়ে ফেলি। সেই যুবাপুরুষ আমার শ্রেণীস্থ নয়। তার চাল-চলন দেখ্‌লেই বুঝা যায়, সে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক ও ধনবান্; আমার উপর তার যদি কিছু ভালবাসা পড়ে' থাকে, সে একটা ক্ষণিক খেয়াল বৈ আর কিছুই না; এরই মধ্যে সে আমাকে নিশ্চয়ই ভুলে গেছে।"

এইখানে আমরা সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতেছি, এই সময়ে এই তরুণীর ললাটের উপর দিয়া একখণ্ড লঘু মেঘ চলিয়া গেল, এবং তাহার একটা নিঃশ্বাস দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মত বোধ হইল।

"নিশ্চয়ই তাঁর কোন প্রেয়সী আছে, বাগ্‌দত্তা ভাবী পত্নী আছে—সে তরুণী, সে সুন্দরী, রূপলাবণ্য-বতী, তাঁর ভাল ভাল টুপি আছে, বড় বড় শাল আছে। রঙ্গিন রেশমের ফিতা দেওয়া, রূপালী বোতাম দেওয়া কতুয়ায় কেমন তাঁকে মানাবে। রেশমের একটি সুন্দর কোমরবন্ধে কোমর বাঁধ্‌লে, তাঁর শরীরের গড়নটি আরও কত সুন্দর দেখ্‌তে হবে।"—মিলিতোনা আপন মনে এইরূপ বলিয়া যাইতেছিল এবং মুগ্ধ হৃদয়ের মায়া-জাল বুনিয়া, আন্দ্রেকে নিজ শ্রেণীসুলভ পোষাক পরাইতেছিল। মিলিতোনা এইরূপ সুখস্বপ্নে যখন বিভোর,—বৃদ্ধা আসিয়া তাহার কামরার দরজায় ঘা দিল, এবং মিলিতোনাকে বলিলঃ—

"তুই কি জানিস্‌নে? সেই ক্রোধান্ধ জুয়াঙ্কো তার হাতের ক্ষতস্থানে পটি না বেঁধে, তোর জান্‌লার সম্মুখে সমস্ত রাত্তির ঘুরে বেড়িয়েছে,—নিশ্চয় এই মনে করে',—যদি সেই সার্কাসের যুবকটিকে ওখানে দেখ্‌তে পায়। তুই সেই যুবককে মিলনের সঙ্কেত-স্থান নিশ্চয় বলে' দিয়েছিস্—এই কথাটা জুয়াঙ্কোর মাথায় গজ্‌গজ্ কর্‌ছিল। আচ্ছা, জুয়াঙ্কো বেচারাকে তুই ভালবাসিস্‌নে কেন বল্ দিকি? তুই যে তা-হ'লে একটু শান্তি পেতিস্।"

—"ও সব কথা থাক্; যে ভালবাসা আমি কোন রকমে একটুও উস্কে দিইনি, সে ভালবাসার জন্য আমি দায়ী হ'তে পারিনে।" বৃদ্ধা আবার বলিলঃ "সার্কাসের সেই যুবকটি সুন্দর নয়, কিংবা সে নারীর সম্মান রাখ্‌তে জানে না—এ কথা আমি বল্‌ছিনে। খুব মিঠে ধরণে, আমাদের নারী-জাতের উপর খুব সম্মান দেখিয়ে, সে আমাকে এক বাক্‌স লজিঞ্জিস্ দিয়েছিল; কিন্তু আমার মনের টান জুয়াঙ্কোর উপর। তাকে আমি বাঘের মত ডরাই। সে আমাকে কতকটা তোর অভিভাবক বলে' মনে করে। তুই যদি আর একজনকে বেশি পছন্দ করিস্, তা হ'লে সে তার জন্য আমাকে দায়ী কর্‌তে পারে। সে এত কাছে থেকে তোর উপর নজর রাখে যে, তার কাছ থেকে খুব সামান্য কথাও লুকোনো ভারী

শক্ত।" লজ্জায় মিলিতোনার মুখ একটু লাল হইল। সে উত্তর করিল:—

—"তোমার কথা শুন্‌লে মনে হয়, সেই ভদ্রলোকটি—যার চেহারাও আমার মনে নেই,—তার সঙ্গে যেন আমার একটা রীতিমত কারবার চল্‌চে।"

—তুই যদি তাকে ভুলে গিয়ে থাকিস্, সে তোকে ভোলে নি, আমি বেশ বল্‌তে পারি। স্মৃতির সাহায্যে সে তোর চেহারা আঁক্‌তে পারে। সেই ষাঁড়ের লড়ায়ের সময় সে তোকে ক্রমাগত দেখছিল; মনে হ'ল যেন মেরী মাতার কোন মূর্ত্তির সাম্‌নে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছে।"

আন্দ্রের ভালবাসা এই বৃদ্ধার সাক্ষ্যে আরও দৃঢ়ীভূত হইল। মিলিতোনা ঝুঁকিয়া আবার সেলাই করিতে লাগিল। কোন উত্তর দিল না।

জুয়াঙ্কোর হৃদয় এই সব কোমল ভাব হইতে বহুদূরে। জুয়াঙ্কোর হস্তে নিহত বৃষের মুণ্ডগুলা জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে উপহার দিতে গিয়াছিল, কিন্তু মিলিতোনা তাহা গ্রহণ করে নাই। কাজেই সে এখন অসি ও বৃষমুণ্ডে ভূষিত নিজের কামরায় বদ্ধ থাকিয়া এই সব জিনিসের মধ্যে কোন প্রকারে হতাশ প্রেমিকের ন্যায় সময় কাটাইতেছিল। সে বুঝিতেই পারে না, মিলিতোনা কেন তাকে ভালবাসে না। তাহার প্রতি মিলিতোনার এই বিরাগ তাহার নিকট একটা অসাধ্য সমস্যা বলিয়া মনে হইতেছিল; সে কিছুতেই তাহার সমাধান করিতে পারিতেছিল না "আমি কি তরুণবয়স্ক নহি, সুশ্রী নহি, বলিষ্ঠ নহি, উৎসাহ ও সাহসে আমার হৃদয় কি পূর্ণ নহে? স্পেনের শত শত শুভ্র চারু হস্তের করতালি-নাদে আমার প্রশংসা কি হাজার হাজার বার প্রতিধ্বনিত হয় নাই? অন্যান্য নির্ভীক বৃষমল্লের মত আমারও পরিচ্ছদ কি সোনার জরিতে বিভূষিত ছিল না? আর্টের বড় বড় ওস্তাদদিগের ন্যায়, রুমালে ও ওড়নায় আমার ছবি কি মুদ্রিত হয় নাই? আমি যে রকম জোরে ছোরার আঘাত কর্‌তে পারি, আমি যত শীঘ্র বৃষকে ধরাশায়ী কর্‌তে পারি, সে রকম আর কে কর্‌তে পারে?

কেহই না। বৃষ-বধের মূল্যস্বরূপ, রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা আমার হস্তগত হয়েছে। আমার তবে কিসের অভাব?" জুয়াঙ্কো আপনার দোষ-ত্রুটি খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন দোষ-ত্রুটিই দেখিতে পাইল না। তার প্রতি মিলিতোনার এই উদাসীনতা,—এই বিরাগের তবে কি কারণ হইতে পারে? সে হয়ত আর কোন ব্যক্তিকে ভালবাসে, এ ছাড়া ত আর কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই মনে করিয়া জুয়াঙ্কো "সেই ব্যক্তিকে" সর্ব্বত্র অনুসরণ করিতেছে—একটা সামান্য কারণেই তাহার ঈর্ষ্যা ও ক্রোধ উদ্দীপিত হয়, তাহার প্রতি এই তরুণীর অবিচলিত ঔদাস্য তাহাকে একেবারে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে। তাহাকে খুন করিয়া তাহার মোহিনী শক্তিকে নষ্ট করিবে—এই কথা জুয়াঙ্কোর মাথায় অনেকবার আসিয়াছিল। এক বৎসরেরও অধিক—অর্থাৎ যে অবধি মিলিতোনাকে সে দেখিয়াছিল—তাহার এই উন্মত্ততা সমানভাবে ছিল। কারণ, তাহার প্রেম—অন্যান্য উদ্দাম আবেগেরই মত শীঘ্রই চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

আন্দ্রেকে পাকড়াইতে হইলে, এখানকার প্রধান প্রধান নাট্যশালায়, সৌখীন কাফির আড্ডায় এবং অন্যান্য স্থানে যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা একত্র সম্মিলিত হয়—তাহার খোঁজ করা আবশ্যক। যদিও সম্ভ্রান্ত লোকেরা যে সব বস্ত্র পরিধান করে, তাহার প্রতি জুয়াঙ্কোর বিষম বিদ্বেষ ছিল, তথাপি তাহার মৎলব হাসিল করিবার জন্য সে ঐ সব কাপড় কিনিবার জন্য একটা পুরাতন কাপড়ের দোকানে গেল। আন্দ্রে যে সময়ে পুরাতন কাপড়ের দোকানে গিয়াছিল, জুয়াঙ্কোও ঠিক সেই সময়েই গিয়াছিল। এক জন বৈরসাধনের উদ্দেশে, আর এক জন প্রেমের উদ্দেশে।

আজকাল আন্দ্রে অপরাধী প্রেমিকের মত, ফেলিসিয়ানার ওখানে গিয়া ঠিক সময়েই হাজির হইয়া থাকে—তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না।

আন্দ্রে মার্কিসের গানের মজ্‌লিসে ভয়ানক বেসুরো গাহিয়াছিল, এবং ক্রমাগত অন্যমনস্ক হইতেছিল—এই সমস্তের উল্লেখ করিয়া ফেলিসিয়ানা আন্দ্রেকে ভর্ৎসনা করিল। "সেই যুগল-বন্ধ গান ও বাজনা কত যত্ন করে' কত কষ্ট করে' কতদিন ধরে' অভ্যাস করা গেল আর আসল দিনে কিনা সব ভণ্ডুল হয়ে গেল!"

আন্দ্রে আপনাকে সাফাই করিবার জন্য যথাসাধ্য তাহার ভ্রমভ্রান্তির কারণ দেখাইল। কিন্তু

আন্দ্রের বাজনার ত্রুটি সত্বেও, সেদিন ফেলিসিয়ানার গানে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। এমন কি, তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া থিয়েটারে প্রসিদ্ধ গায়িকাদিগেরও ঈর্ষ্যা হইয়াছিল। সেই জন্য ফেলিসিয়ানাকে সান্ত্বনা করিতে আন্দ্রের বেশি কষ্ট পাইতে হইল না। প্রেমিকযুগল চিরন্তন বন্ধুর ন্যায় সদ্‌ভাবে প্রসন্ন-মনে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

সায়াহ্নকাল সমাগত। জুয়াঙ্কো হালফ্যাশানের পরিচ্ছদ পরিধান করায়, জুয়াঙ্কোকে এখন চেনা দুষ্কর। যে রাস্তায় মিলিতোনা বাস করে, জুয়াঙ্কো সেই রাস্তা দিয়া, জ্বর-রোগীর ন্যায়, অসমান পদ-ক্ষেপে চলিতে চলিতে প্রত্যেক পথ-চল্‌তি লোকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকল থিয়েটারেই প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্নদৃষ্টি সহকারে থিয়েটারের সঙ্গীত-স্থান, "ষ্টেজ্-বক্‌স্" এবং দর্শকদিগের "বক্‌স্" তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল। জুয়াঙ্কো কাফির আড্ডায় গিয়া সব রকমের কুল্পিই গলাধঃকরণ করিল, সকল দলের রাজনৈতিকদিগের সহিত, কবিদিগের সহিত মিশিতে লাগিল; কিন্তু যে অতি মধুরস্বরে মিলিতোনার সহিত সেদিন সার্কাসে কথা কহিয়াছিল, তাহার মত কাহাকেই দেখিতে পাইল না। দেখিতে না পাওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল।

আন্দ্রে সেই পুরাতন কাপড়ের দোকানে, তাহার খরিদ করা সেই ছদ্মবেশের পোষাকটা পরিতে গিয়াছিল; সেখান থেকে ফিরিয়া মিলিতোনার বাস-গৃহের সম্মুখস্থ একটা সরবতের দোকানে আড্ডা করিয়া বেশ ধীরে-সুস্থে এক গেলাস বরফে-জমানো লেমনেড্ পান করিতেছিল এবং পেরিকোর সাহায্যে চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তা ছাড়া জুয়াঙ্কো আন্দ্রের সম্মুখ দিয়া গেলেও আন্দ্রে জুয়াঙ্কোর নজরে পড়িত না। আন্দ্রে শ্রম-শিল্পী শ্রেণীর পোষাক পড়িবে, এ কথা জুয়াঙ্কোর মাথায় কখনও আসিত না। মিলিতোনা আপন জান্‌লার কোণটিতে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও, এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রবঞ্চিত হয় নাই। বিদ্বেষের চাইতে প্রেমের দিব্য-দৃষ্টি বেশি। মিলিতোনার চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই উৎ-কণ্ঠিত ছিল; সে আন্দ্রেকে সম্মুখস্থ দোকানে বসিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, না জানি কি মৎলবে আন্দ্রে ওঁখানে আড্ডা গাড়িয়াছে; আন্দ্রের সহিত জুয়াঙ্কোর সাক্ষাৎ হইলে নিশ্চয়ই একটা ভীষণ কাণ্ড হইবে।

আন্দ্রে টেবিলের উপর কনুই রাখিয়া পুলিসের টিক্‌টিকির মত খুব মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল, কে-কে মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করে। প্রথমে কতকগুলি স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, সকল বয়সেরই লোক গৃহে প্রবেশ করিল। (কেননা, ঐ বাড়ীতে অনেকগুলি পরিবার বাস করে); তাহার পর মাঝে মাঝে, একটু বিলম্বে বিলম্বে, লোক প্রবেশ করিতে লাগিল; ক্রমে রাত্রি আসিয়া পড়িল; তখন, কোনও কাজে যাহাদের বিলম্ব হয়ে গেছে, এইরূপ দুই একটি লোক প্রবেশ করিল। মিলিতোনার দেখা নাই।

আন্দ্রের দূত আন্দ্রেকে মিলিতোনার যে ঠিকানা দিয়াছিল, হয় ত তাহা ভুল—এইরূপ আন্দ্রে মনে মনে ভাবিতেছিল—এমন সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন জান্‌লাটা আলোকিত হইয়া উঠিল; এবং দেখা গেল, কাম্‌রায় লোক আছে।

মিলিতোনা যে তাহার কাম্‌রায় আছে, এ বিষয়ে আন্দ্রের কোন সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাহাতে ত কোন কাজ আগাইবে না; আন্দ্রে পেন্‌সিল দিয়া এক টুকরা কাগজের উপর দুই চারিটা কথা লিখিয়া পেরিকোকে ডাকিল; পেরিকো তখন সন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। আন্দ্রে তাহাকে মিলিতোনার নিকট ঐ চিঠিখানা লইয়া যাইতে বলিল।

পেরিকো ঐ বাড়ীর একজন ভাড়াটের মত সুড়্‌সুড়্ করিয়া গৃহে ঢুকিল; ঢুকিয়া একটা কালো সিঁড়িতে আসিয়া পড়িল; তাহার পর দেয়াল হাতড়াইতে হাতড়াইতে শেষে উপরকার সিঁড়ির মাথায় আসিয়া পৌছিল; দেয়ালের তক্তার ফাঁক দিয়া যে একটু-আধটু আলো আসিতেছিল, সেই আলোয় মিলিতোনার কাম্‌রার দরজাটা দেখিতে পাওয়া গেল; পেরিকো খুব সতর্কভাবে দরজায় দুইবার করাঘাত করিল। তরুণী খড়খড়ি খুলিয়া চিঠিখানা লইল; তাহার পর আবার খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

আন্দ্রে লেমনেডটা শেষ করিয়া, এবং দোকান-দারকে উহার মূল্য চুকাইয়া দিয়া মনে মনে ভাবিল, "যদি সে পড়িতে জানে, তবেই ত!"

আন্দ্রে উঠিয়া আস্তে আস্তে সেই জান্‌লার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। চিঠিতে এই কথা লেখা ছিল—

"একজন তোমাকে ভুলতে পারে না, ভুলতে ইচ্ছাও করে না, সে তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চায়; কিন্তু সার্কাসে তাকে যে দুই একটা কথা বলেছিলে, সেই কথা শুনে অবধি (আর তোমার জীবনযাত্রা কিরূপে নির্ব্বাহ হয়, তাও সে জানে না) —সেই কথা শুনে অবধি তার ভয় হয়, পাছে আমার এই চেষ্টায় তোমার কোন বিপর্য্যয় ঘটে। তার নিজের যতই বিপদ হোক্ না কেন, কোন বিপদই তাকে আটকাতে পারবে না। তোমার প্রদীপটা নিবিয়ে দিও, আর জান্‌লা থেকে উত্তরটা তার কাছে ফেলে দিও।"

কয়েক মিনিটের পর, প্রদীপটা অন্তর্হিত হইল, জান্‌লাটা খুলিয়া গেল, এবং মিলিতোনা তার কুঁজাটা হাতে লইয়া, একটা টিনের 'মগ্' নীচে নিক্ষেপ করিল; মগ্‌টা দীপ্তিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া আন্দ্রের কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া পতিত হইল।

ফুট-পাথের উপর যে শ্যামল মৃত্তিকা প্রসারিত ছিল, সেই মৃত্তিকার মধ্যে কি-একটা সাদা জিনিস ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, আন্দ্রে দেখিল।

সেই সময়, বল্লমের ডগায় একটা লণ্ঠন ঝুলাইয়া একজন নৈশপ্রহরী সেইখান দিয়া যাইতেছিল, আন্দ্রে তাহাকে ডাকিল এবং তাহার লণ্ঠনটা একটু নীচু করিয়া ধরিতে বলিল। ঐ লণ্ঠনের আলোয় আন্দ্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি পাঠ করিল। লেখাটা কম্পিত হস্তে বড় বড় অক্ষরে বিশৃঙ্খলভাবে লিখিত—

"ওখান থেকে চলে' যাও......আর বেশি লেখবার আমার সময় নেই। কাল দশটার সময় আমি 'ইঁসিড়োর' গির্জ্জায় থাকব। কিন্তু আমার কথা শোনো, এখনি প্রস্থান কর; এখানে থাকলে প্রাণ যাবে।"

আন্দ্রে প্রহরীর হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, "সেপাই সাহেব, বড়ই উপকৃত হলাম, এখন তোমার কাজে যেতে পার।"

রাস্তাটা একেবারে জনশূন্য। আন্দ্রে ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিতেছে, এমন সময় একটা মূর্ত্তি তাহার নেত্রগোচর হইল। মূর্ত্তিটা একটা প্রাবরণ-বস্ত্রে আচ্ছাদিত, বস্ত্রের নীচে তীক্ষ্ণ কোণ-বিশিষ্ট একটা গিতার-যন্ত্র রহিয়াছে। আন্দ্রের কৌতূহল উদ্দীপিত হইল। আন্দ্রে একটা অন্ধকার কোণে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল।

লোকটা স্বীয় বস্ত্রাবরণের আঁচলগুলা কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া, গিতার-যন্ত্রটা সাম্‌নে আনিল, এবং গিতারের তার টানিয়া তালে তালে একটা গুঞ্জনধ্বনি বাহির করিতে লাগিল। প্রণয়িনীর প্রসন্নতা লাভ করিবার জন্য প্রণয়িনীর গৃহগবাক্ষের নীচে দাঁড়াইয়া এইরূপ সঙ্গৎ-সহযোগে 'সেরিনেড্' গান গাওয়া হইয়া থাকে।

স্পষ্ট বুঝা গেল, গানটার প্রথম অংশের উদ্দেশ্য কোন সুন্দরীকে জাগাইয়া তোলা। কিন্তু যখন মিলিতোনার জান্‌লা আর খুলিল না, তখন লোকটা অদৃশ্য শ্রোতার উদ্দেশে গাহিয়াই সন্তুষ্ট রহিল; যদিও একটা স্পেন্‌দেশীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, কোন রমণী যতই গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হোক্ না, গিতার-ধ্বনি শুনিলে জান্‌লা দিয়া মুখ না বাড়াইয়া থাকিতে পারে না। লোকটা প্রথমে গলা সাফ করিয়া লইবার জন্য খুব গম্ভীর স্বরে "হুম্‌হুম্" করিয়া একটা কণ্ঠধ্বনি করিল, তার পর খুব ঝোঁক দিয়া-দিয়া একটা প্রণয়গীতি গাহিতে লাগিল—

ওগো বালা,—
রাণীর গৌরব মুখে, এ কি অনাসৃষ্টি।
কপোতী তোমার কেন শ্যেন-সম দৃষ্টি?
যদি হেথা দেয় কেহ বীণার ঝঙ্কার
তখনি করিব তার পরাণ সংহার।
এ রাস্তায় আর কারো নাহি অধিকার
হেথা যে বসতি করে প্রেয়সী আমার।

আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল—

"ছোঃ, কি ভীষণ হিংস্র ধরণের কবিতা! না আছে এতে রস-কষ, না আছে কোনও কবিত্ব। নিশ্চয়ই মিলিতোনার উদ্দেশে প্রণয়-সঙ্গীতের নামে এই নৈশ কোলাহল সুরু করে' দিয়েছে, দেখা যাক্, এ গানে মিলিতোনার মন গলে কি না। খুব সম্ভব, এই ভীষণ প্রেমিকের অত্যাচারেই সে এত ভয় পেয়েছে। ভয় পাবারই কথা।"

আন্দ্রে গাছের ছায়ায় প্রচ্ছন্ন ছিল,—গাছের ছায়া হইতে যেই একটু মুখ বাড়াইয়াছে, অমনি একটা চন্দ্র-রশ্মি তাহার মুখের উপর আসিয়া পড়িল; জুয়াঙ্কোর সজাগ দৃষ্টি সেই দিকে ধাবিত হইল। আন্দ্রে মনে মনে ভাবিল—

"যাক্, আমি ধরা পড়িয়াছি,—এখন আমার মনের ভাব মুখে প্রকাশ হ'তে দেব না।"

জুয়াঙ্কো গিতারটা মাটিতে ফেলিয়া দিল; বাঁধানো ফুট-পাথের উপর পড়িয়া গিতারটা বিষাদ-গম্ভীর রবে অনুরণিত হইল।

জুয়াঙ্কো আন্দ্রের অভিমুখে ছুটিয়া গেল—এবং চন্দ্রালোকে আলোকিত আন্দ্রের মুখ তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল। রোষ-কম্পিতস্বরে জুয়াঙ্কো বলিল :—

—"এ সময়ে তুমি এখানে কি করতে এসেছ ?"

—"আমি তোমার সঙ্গীত শুনচি; শুনে মৃদু মধুর একটা আনন্দ অনুভব করচি।"

—"যদি তুমি ভাল করে' শুনে থাক, তা হ'লে ত জানতেই পেরেছ,—আমি যখন গান করি, সে সময় এ রাস্তায় আসা সকলেরই নিষেধ।"

আন্দ্রে নির্ব্বিকারচিত্তে শান্তভাবে উত্তর করিল :—

—"স্বভাবতঃ আমি বড়ই অবাধ্য।"

—"আজই তোমার স্বভাব বদ্‌লে যাবে।"

—"কোন প্রকারেই না; আমার স্বভাব আমার নিকট অত্যন্ত প্রিয়।"

জুয়াঙ্কো তাহার ছোরা বাহির করিয়া এবং হাতা-হীন আল্‌খাল্লাটা বাহুতে গুটাইয়া লইয়া বলিয়া উঠিল :—

—"আচ্ছা বেশ, আপনাকে হয় রক্ষা কর, নয় কুকুরের মত মর্।"

আন্দ্রেও ক্ষিপ্রতার সহিত সতর্ক হইল, এবং আত্মরক্ষার্থ এমন একটা উত্তম প্রণালী অবলম্বন করিল—যাহা দেখিয়া বৃষভমল্ল বিস্মিত হইল। কারণ, আন্দ্রে ইতিপূর্ব্বে বড় বড় ওস্তাদের কাছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসারে অসিবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল। জুয়াঙ্কো বাঁ হাতটা বাড়াইয়া এবং সজোরে ছোরা মারিবার জন্য পিছন দিকে ডান হাতটা রাখিয়া আন্দ্রের চারিধারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাঁ হাতটা মোটা কাপড়ে আচ্ছাদিত ছিল; কতকটা ঢালের কাজ করিতেছিল।

জুয়াঙ্কো একবার উঠিতেছে, একবার বসিতেছে, একবার অতিকায়ের মত লম্বা হইতেছে, একবার বামনের মত খাটো হইতেছে; কিন্তু যতবার ছোরা মারিতেছে, ততবারই ছোরার মুখ আন্দ্রের গোটানো হাতা-হীন আল্‌খাল্লায় ঠেকিতেছে।

জুয়াঙ্কো একবার চট্ করিয়া পিছু হটিতেছে, আবার সবেগে ও সজোরে আক্রমণ করিতেছে; একবার ডাইনে লাফাইতেছে, একবার বাঁয়ে লাফাইতেছে; এবং বল্লমের মত ছোরাটা বাগাইয়া ধরিয়া খোঁচা মারিবার ভাবে উঁচাইয়া রহিয়াছে।

আন্দ্রে এই আক্রমণের উত্তরস্বরূপ অনেকবার প্রতিপক্ষের আঘাত সাম্‌লাইয়া এমন তাক্-মাফিক ছোরা চালাইতে লাগিল যে, জুয়াঙ্কো ছাড়া আর কেহ হইলে, তাহা সামলাইতে পারিত না। যেরূপ ভাবে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ চলিতেছিল, তাহা পণ্ডিত দর্শক-দিগের দেখিবার যোগ্য; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গৃহের সকল জান্‌লাই বন্ধ, রাস্তা একেবারে জনশূন্য।

দু'জনেই খুব বলিষ্ঠ হইলেও যুদ্ধশ্রমে দু'জনেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে; কপাল বহিয়া ঘাম টস্‌টস্ করিয়া পড়িতেছে, কামারের জাঁতাহাপোসের মত তাদের বক্ষোদেশ উঠিতেছে পড়িতেছে, তাদের পা মাটিতে আর লঘুভাবে পড়িতেছে না, তাদের লম্ফে আর সে স্থিতিস্থাপকতা নাই।

জুয়াঙ্কো অনুভব করিল, আন্দ্রের ছোরার মুখ তার জামার হাতার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে;—তাহার রোষ-বৃদ্ধি হইল। খুব একটা চেষ্টা করিয়া, প্রাণ-সঙ্কট স্বীকার করিয়াও শত্রুর উপর বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আন্দ্রে চীৎপাত হইয়া ধরাশায়ী হইল; এই সময় মিলিতোনা-গৃহের অদৃঢ়-বদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। ঐ গৃহের সম্মুখেই এই যুদ্ধ চলিতেছিল। জুয়াঙ্কো ধীর-পদক্ষেপে প্রস্থান করিল। ঐ রাস্তার কোণ দিয়া যে নৈশ প্রহরী যাইতেছিল, সে হাঁকিয়া উঠিল—

"নূতন আর কিছুই ঘটে নাই; রাত্রি সাড়ে এগারোটা; আকাশে তারা জ্বলিতেছে; কোন উপদ্রব নাই, সব শান্ত।"

৫

আন্দ্রে মরিয়াছে কি শুধু আহত হইয়াছে, ইহা ঠিক নির্দ্ধারণ না করিয়া, নৈশ-প্রহরীর হাঁক্ শুনিয়াই জুয়াঙ্কো প্রস্থান করিল; সে মনে করিয়াছিল, তাহার অব্যর্থ আঘাতে আন্দ্রে নিশ্চয় নিহত হইয়াছে। এই যুদ্ধে কোন কাপট্য ছিল না, কোন বিশ্বাসঘাতকতা ছিল না, সুতরাং অনুতাপ করিবার কোন কারণ নাই। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে যে তাহার পথ হইতে অপসারিত করিতে পারিয়াছে,

সর্ব্বোপরি এই সুখের কল্পনাটাই তাহার মনের উপর একাধিপত্য করিতেছিল। একটা গোল-মালের শব্দ শুনিবামাত্র মিলিতোনা জান্‌লার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং যুদ্ধের সমস্তক্ষণ তাহার যেরূপ ভাবনা হইয়াছিল, তাহা অবর্ণনীয়। একবার মনে করিল, চীৎকার করিয়া উঠিবে, কিন্তু তাহার জিহ্বা তালুতে আট্‌কাইয়া রহিল, ভীতি লৌহ-কঠিন হস্তে তাহার কণ্ঠ যেন চাপিয়া ধরিল; টলিতে টলিতে জ্ঞান-হারা হইয়া পাগলের মত এলোধাবাড়ি রকমে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল, অথবা তাহার জড়বৎ দেহ যেন অজ্ঞাতসারে পিছলিয়া চলিল। যে সময় আন্দ্রে মাটিতে পড়িয়া যায়, ঠিক সেই সময় মিলিতোনা আসিয়া দ্বারের কপাট খুলিয়া-ছিল।

সৌভাগ্যক্রমে তরুণী যেরূপ নৈরাশ্য ও ব্যগ্রতার সহিত ছুটিয়া আসিয়া আন্দ্রের শরীরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহা জুয়াঙ্কো দেখে নাই; তাহা হইলে একটা খুনের বদলে সে দুইটা খুন করিত।

মিলিতোনা আন্দ্রের হৃৎপিণ্ডের উপর হাত দিয়া দেখিল, হৃৎপিণ্ডটা অতি ক্ষীণভাবে স্পন্দিত হইতেছে। সেই সময় নৈশ-প্রহরী তাহার একঘেয়ে ধুয়া আওড়াইতে আওড়াইতে সেখান দিয়া যাইতে-ছিল। মিলিতোনা সাহায্যার্থে তাহাকে ডাকিল। প্রহরী ছুটিয়া আসিল এবং তাহার লণ্ঠনটা আহতের মুখের উপর ধরিয়া বলিল :—

"ওঃ—এ যে সেই লোকটি—যে একটা চিঠি পড়বার জন্য আমার কাছ থেকে লণ্ঠনটা নিয়েছিল।" এই কথা বলিয়া, মরিয়াছে কি এখনো বাঁচিয়া আছে, দেখিবার জন্য, আন্দ্রের শরীরের উপর সে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

এই প্রহরীর মুখ দেখিতে কর্কশ হইলেও, লোকটা আসলে ভাল; এই তরুণী, যে মোমের মত সাদা এবং যাহার কালো ভ্রূ মুখের পাণ্ডুতাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে; এই নির্জ্জীব আহত ব্যক্তি, যাহার মস্তক তরুণীর কোলের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে—এই মূর্ত্তি-সমবায়টি দেখিলে "রাম্ব্রাঁৎ চিত্রকরের তুলিকাও প্রলোভিত হইত সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ মিলিতোনাকে দেখিলে মনে হয়, যেন শোকের প্রতিমা একটা কবরের সম্মুখে নতজানু হইয়া রহিয়াছে।

নৈশ-প্রহরী কয়েক মিনিট পরীক্ষা করিয়া বলিল;—"এখনো নিশ্বাস পড়িতেছে; এইবার ক্ষতস্থানটা দেখা যাক্।" তাহার পর মূর্চ্ছিত আন্দ্রের কাপড়গুলা একধারে সরাইয়া দিয়া এক প্রকার ভক্তি-বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল;—"আঘাতের ঠিক নিয়মানুসারেই আঘাতটা নীচু হইতে উপর দিকে উঠেছে; এ নিশ্চয়ই একজন ওস্তাদের হাতের কাজ। আমি ত অনেক আঘাত ইতিপূর্ব্বে দেখেছি—কিন্তু এমন সাফ্ হাত কারও দেখিনি। কিন্তু এখন এই যুবকটিকে নিয়ে কি করা যায়? একে ত বয়ে' নিয়ে যাওয়া যাবে না; কোথাই বা একে নিয়ে যাওয়া যায়? ও ত আমা-দিগকে ওর ঠিকানাটা বল্‌তে পারবে না।"

মিলিতোনা বলিল,—"আমার বাড়ীতে উঠিয়ে আনা যাক্; যে হেতু ইঁহার সাহায্যের জন্য আমিই প্রথমে আসিয়াছি, অতএব......এই আহত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষার অধিকার একমাত্র আমারই।"

ঐ প্রহরী একটা হাঁক দিয়া ডাকিবামাত্র তাহার সাহায্যার্থে তাহার এক জুড়িদার আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন দু'জনে মিলিয়া উহাকে ধরাধরি করিয়া মিলিতোনার গৃহের আবড়ো-খাবড়ো সিঁড়ি দিয়া উঠাইতে লাগিল। বেচারা আহত ব্যক্তির পাছে ঝাঁকনি লাগে, এই ভয়ে মিলিতোনা তাহার ছোট হাতটি দিয়া তাহাকে ধরিয়া, পিছনে পিছনে চলিল এবং বুটী-তোলা কাজ-করা মস্‌লিন-কাপড়ে পালঙ্কপোষবিশিষ্ট তাহার ক্ষুদ্র কুমারী-সুলভ নিষ্কলঙ্ক পালঙ্কের উপর অতি সন্তর্পণে তাহাকে শুয়াইয়া দিল।

দুইজনের মধ্যে একজন প্রহরী অস্ত্র-চিকিৎ-সককে আনিতে গেল, আর একজন আন্দ্রের পকেট হাতড়াইয়া দেখিতে লাগিল, যদি পকেটে কোন কার্ড কিংবা চিঠি পাওয়া যায়—যাহার দ্বারা তাহার সনাক্ত হইতে পারে। কিছুই পাওয়া গেল না। ইত্যবসরে মিলিতোনা একটা কাপড় ছিঁড়িয়া কতকগুলা ক্ষত-বন্ধন ও মলম লাগাইবার পটি প্রস্তুত করিল। পূর্ব্বে মিলিতোনা আন্দ্রেকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য একটু লিখিয়া যে কাগজের টুকরা তাহার জানলা হইতে আন্দ্রের নিকট নিক্ষেপ করিয়াছিল, সেই কাগজের টুক্‌রাটা জুয়াঙ্কোর সহিত ধস্তাধস্তি করিবার সময়, আন্দ্রের

পকেট হইতে পড়িয়া যায়—এবং উহা বাতাসে উড়িয়া দূরে নীত হয়। তাই, যতক্ষণ না আহত ব্যক্তির চৈতন্য হইল, পুলিস আন্দ্রের ঠিকানার কোন নিদর্শনই পাইল না।

মিলিতোনা শুধু এই কথা বলিল যে, সে ঝগড়ার একটা গোলমাল ও একজন লোকের পতনের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে আর কিছুই বলিল না। যদিও মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে ভালবাসিত না, তথাপি যে অপরাধের অনিচ্ছাকৃত হেতু সে নিজে, সেই অপরাধের জন্য জুয়াঙ্কোকে দোষী করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

অবশেষে অস্ত্র-চিকিৎসক আসিলেন এবং আহতের ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আঘাতটা খুব গুরুতর নহে, ভয়ের কোন কারণ নাই। ছোরার ফলাটা পাঁজরার একটা হাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সজোর-আঘাত ও ভূতলে পতনের দরুণ, বিশেষতঃ রক্ত-ক্ষয় হওয়ায় আন্দ্রে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষতস্থানের ধারে ডাক্তারের শলাকা স্পর্শ হইবামাত্র আন্দ্রের জ্ঞান হইল। চোখ খুলিয়া আন্দ্রে প্রথমেই দেখিল, মিলিতোনা হাত বাড়াইয়া ডাক্তারকে একটা ক্ষত-বন্ধনের কাপড় দিতেছে। আলদঙ্কা মাসী, শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল, তাকিয়ার আর এক পাশে দাঁড়াইয়া, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে দুই চারিটা সান্ত্বনার কথা বলিল।

ডাক্তার পটী বাঁধা শেষ করিয়া, কাল আবার আসিবেন বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

আন্দ্রের মাথাটা ক্রমশঃ খোলসা হইয়া আসিতেছিল; অস্পষ্ট দৃষ্টিতে সে তাহার চারিপাশ একবার দেখিয়া লইল। দেখিল—এই ধব্‌ধবে কামরায় এই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ক্ষুদ্র পালঙ্কের উপর, এক দেবী ও এক ডাইনীর মাঝখানে সে অবস্থিত। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ায়, তাহার স্মৃতি-প্রবাহের মধ্যে এক জায়গায় একটু ফাঁক হইয়া পড়িয়াছিল। সে জুয়াঙ্কোর সহিত যুঝাযুঝি করিতেছিল, ইহাই তাহার মনে ছিল। রাস্তা হইতে সে কেমন করিয়া ইতিমধ্যে মিলিতোনার অধ্যুষিত সুরম্য স্বর্গধামে আসিয়া উপস্থিত হইল,—সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না।

"আমি তোকে ত আগেই বলেছিলুম, জুয়াঙ্কো একটা কিছু অনিষ্ট কর্‌বেই। সে সময়ে সে আমাদের উপর কেমন খট্‌মট্‌ করে' তাকিয়েছিল। তখনি মনে হ'ল, একটা কিছু ও কর্‌বেই। আমরা বেশ একটা খিচুড়ী পাকিয়েছি! আর যখন সে জান্‌তে পারবে, তুই ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এই ঘরের ভিতর এনেছিস্...।" মিলিতোনা উত্তর করিল :—

—"আমিই যে তার দুর্দ্দশার কারণ, আমি কি তাকে আমার দরজার সাম্‌নে মর্‌তে দিতে পারি? তা-ছাড়া জুয়াঙ্কো কিছুই বল্‌বে না। সে তার উচিত শাস্তি এড়াবার জন্য খুবই চেষ্টা কর্‌বে।" বুড়ী বলিল :—

"এই যে, রোগীর আবার জ্ঞান হয়েছে দেখ্‌ছি; হাঁ্‌, ও চোখ খুলেছে; গালেও একটা রঙ ফিরে এসেছে।"...আন্দ্রে অস্ফুটস্বরে দুই-চারিটা কথা কহিবার চেষ্টা করায় মিলিতোনা বলিল—

"কথা কইবার চেষ্টা করবেন না, ডাক্তার নিষেধ করেছেন।" শুশ্রূষাকারীরা যেরূপ একটা কর্ত্তৃত্বের ভাব ধারণ করে, সেই কর্ত্তৃত্বের ভঙ্গীতে মিলিতোনা যুবকের রক্তহীন ঠোঁটের উপর স্বীয় হস্ত স্থাপন করিল।

গায়ক বিহঙ্গকুলের আহ্বানে যখন উষার গোলাপ-রক্তিম আলোকচ্ছটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখন যে একটি ছবি ফুটিয়া উঠিল, তাহা দেখিলে জুয়াঙ্কো নিশ্চয়ই ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠিত; মিলিতোনা আহতের শয্যার শিয়রে বসিয়া ভোর পর্য্যন্ত জাগিয়াছিল; রাত্রির শ্রমে ও মনের আবেগে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; এবং ঘুমের ঘোরে অজ্ঞাতসারে তাহার মাথাটা আন্দ্রের তাকিয়ার কোণে ভর দিয়াছিল। তাহার সুন্দর কৃষ্ণ কুন্তল আলুলায়িত হইয়া ঢেউ খেলাইয়া শুভ্র শয্যাস্তরণে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আন্দ্রে জাগিয়াছিল; সে একটি কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ লইয়া তাহার আঙুলে জড়াইতেছিল।

এ কথা সত্য, ইহার কোন খারাপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না। কারণ, যুবকটি আহত এবং মাসীবুড়ী সম্মুখেই অবস্থিত।

যদি জুয়াঙ্কোর একটুও সন্দেহ হইত যে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করা দূরে থাক, মিলিতোনার গৃহে তাহার যাইবার একটা উপায় করিয়া দিয়াছে, মিলিতোনার শয্যায় তাহাকে স্থাপন করিবার সাহায্য করিয়াছে, মিলিতোনার সেই ঘরটিতে

আন্দ্রে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়াছে,—যে ঘরে সূর্য্যের আলোক পর্য্যন্ত ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করে,—তাহা হইলে সে রাগে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া, নিজের নখ দিয়া নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করিত সন্দেহ নাই।

আন্দ্রে মিলিতোনার নিকটে যাইবার জন্য পূর্ব্বে কত চেষ্টা করিয়াছিল, কত ফিকির-ফন্দী করিয়াছিল, কিন্তু এই উপায়টা কখনো তার স্বপ্নেও মনে হয় নাই।

তরুণী জাগিয়া উঠিল; লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আবার কেশপাশ সুবিন্যস্ত করিয়া গ্রন্থিবদ্ধ করিল; তার পর রোগীকে জিজ্ঞাসা করিল, এখন কেমন বোধ করিতেছেন। আন্দ্রে, প্রেম ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে মিলিতোনার পানে চাহিয়া উত্তর করিল— "ভাল।"

আন্দ্রে বাড়ী ফিরিল না দেখিয়া আন্দ্রের ভৃত্যেরা মনে করিল, কোথাও সায়াহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণে গিয়াছেন অথবা পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কোথাও বেড়াইতে গিয়াছেন; এই মনে করিয়া তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। নিত্য-নিয়মিত সময়ে ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল,—কিন্তু আন্দ্রে আসিল না। ইহার জন্য পিয়ানো বেচারীকেই কষ্ট ভোগ করিতে হইল। ঝাঁকনি সহকারে এলোমেলো ভাবে পিয়ানোর পর্দ্দার উপর হাত পড়িতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন ব্যক্তি যদি স্বীয় বাগ্‌দত্তা "নব্যার" সহিত সাক্ষাৎ না করে, তাহা হইলে স্পেন দেশে ইহা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাকে বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ বলা হইয়া থাকে। ফেলিসিয়ানা যে একেবারে উন্মত্তভাবে আন্দ্রের প্রেমে পড়িয়াছিল, তাহা নহে।' ফেলিসিয়ানার প্রকৃতিতে আবেগ জিনিসটাই ছিল না; সে উহা অসুবিধাজনক বলিয়া মনে করিত। কিন্তু আন্দ্রের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করা তাহার অভ্যাসের সামিল হইয়া পড়িয়াছিল; এবং ভাবী পত্নীত্বের অধিকার-সূত্রে আন্দ্রেকে সে নিজস্ব সম্পত্তির হিসাবে দেখিত। সে বিশবার পিয়ানো হইতে উঠিয়া জান্‌লার ধারে গেল এবং ইংরাজী প্রথার বিরুদ্ধে জান্‌লা হইতে মাথা বাড়াইয়া আন্দ্রে আসিতেছে কি না দেখিতে লাগিল।

আপনাকে প্রবোধ দিবার ছলে ফেলিসিয়ানা মনে মনে ভাবিল—

"আজ সায়াহ্নে, 'প্রাদো'তে নিশ্চয়ই তাকে দেখ্‌তে পাব, আর খুব কসে' 'লেক্‌চার' শুনিয়ে দেব।"

গ্রীষ্মকালে সায়াহ্নে সাতটার সময় "প্রাদো" সর্ব্বসাধারণের সুন্দর বেড়াইবার স্থান। ইহার মত শীতল সুচ্ছায় কিংবা চিত্রবৎ সুন্দর স্থান যে আর কোথাও নাই, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু এরূপ জীবন-চাঞ্চল্যে সজীব ও আমোদ-উল্লাসময় জনতার স্থান আর কোথাও নাই। উপবন অপেক্ষা ইহাকে একটা সৌখীন লোকের বৈঠকখানা বলিলেই ঠিক হয়। খর্ব্ব স্থূলাকার সারি-সারি বৃক্ষ;—উহাদের ডাল ছাঁটিয়া শাখাপল্লবের বিস্তার জোর করিয়া বর্দ্ধিত করায়, উহারা প্রচুর ছায়াদানে ভ্রমণকারীর তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে।

পাথরে বাঁধানো একটা উচ্চ পথ—যাহা গাড়ী দাঁড়াইবার জন্য রক্ষিত, সেই পথের ধার দিয়া সারি-সারি কেদারা ও শাখান্বিত দীপস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। এই বাঁধানো পথে নানা প্রকারের গাড়ী আসিয়া ভিড়িতেছে।

সৌখীন অশ্বারোহীরা দুলকি-চালের ইংরেজী ঘোড়ার উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, অথবা সুন্দর আন্দালুসীয় ঘোড়ার উপর চড়িয়া ঘোড়াকে নাচাইতেছে; এই সব ঘোড়ার ঘাড়ের চুল বিনুনী করা ও লাল রঙে রঞ্জিত; এবং উহাদের তরঙ্গায়িত গতিভঙ্গী আরবদেশীয় নর্ত্তকীদের নিতম্ব আন্দোলনের ন্যায়।

এই খোলা "বৈঠকখানায়" পিপীলিকার সারের ন্যায় দলে দলে লোক অবিশ্রান্ত আসিতেছে। জন-স্রোত নদীর স্রোতগুলার ন্যায় পরস্পর বিপরীত দিকে বহিয়া স্থানে স্থানে জনতার ঘূর্ণিপাক সৃষ্টি করিতেছে।

সাদা কিংবা কালো 'লেস্'-দেওয়া ম্যান্টিলা-ওড়নার লঘু ভাঁজে সুন্দরীদিগের মুখমণ্ডল পরিবেষ্টিত। এখানে কুৎসিত মুখ দৈব-দুর্ঘটনার মত অতীব বিরল। যাহাদিগকে সুন্দরী বলা চলে না, তাহারাও সুশ্রী। সুন্দরীদিগের শোভন হাত-পাখাগুলা সোঁ সোঁ শব্দে কখন খুলিতেছে, কখন বন্ধ হইতেছে; যাত্রা-পথে অভিবাদনের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুমন্দ মধুর হাসি ও ছোট খাটো হাতের ইসারা চলিতেছে। এই স্থানটা, কতকটা কার্নিভ্যালের সময়কার অপেরার সাজ-ঘরের মত।

পক্ষান্তরে, যাহারা লোকের গোলমাল ভালবাসে সেই সব মানব-সঙ্গ-বিরাগী কতকগুলি ধূমপায়ী নেকার স্বচ্ছায় নির্জ্জন সঙ্কীর্ণ পথে বিচরণ রিতেছে।

ফেলিসিয়ানার পিতা ডন্-জেরোনিমোর পার্শ্বে ফেলিসিয়ানা খোলা গাড়ীতে বসিয়া বেড়াইতেছিলেন, যদি অশ্বারোহীদিগের মধ্যে তাঁহার ভাবী পতিকে দেখিতে পান, এই অভিপ্রায়ে। কিন্তু কোথাও দেখিতে পাইলেন না। আন্দ্রে অন্যদিনের ন্যায় আজ তাঁর বাগ্‌দত্তার গাড়ীর পাশাপাশি থাকিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া আসে নাই। দর্শকেরা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল, শ্রীমতী ফেলিসিয়ানার গাড়ী, পাথর-বাঁধানো পথের চতুর্গুণ দীর্ঘ পথ যাতায়াত করিতেছে, অথচ তাঁহার নিত্যকার রক্ষক তাঁহার সঙ্গে নাই।

কিয়ৎকাল পরে ফেলিসিয়ানা অশ্বপৃষ্ঠে আন্দ্রেকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিল, হয় ত আন্দ্রে হাঁটিয়া বেড়াইতেছে। তাই ফেলিসিয়ানা তার পিতাকে বলিল, সেও হাঁটিয়া বেড়াইবে। "বৈঠকখানা" ও তাহার অলি-গলিতে দুই-চারবার ঘোরা-ফেরা করিয়া, ফেলিসিয়ানার দৃঢ় বিশ্বাস হইল, আন্দ্রে আসে নাই।

কাহারও সুপারিসে ডন্-জেরোনিমোর সহিত পরিচিত হওয়ায় এক ইংরেজ যুবক ডন্-জেরোনিমোকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিল এবং কপ্‌চাইতে কপ্‌চাইতে, ঢোক্ গিলিতে গিলিতে, ইংরাজি টানে যে রকম ইংরেজেরাই ভাষা না জানিয়াও বিদেশীর সহিত কথাবার্ত্তা চালাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার সহিত স্পেনীয় ভাষায় কষ্টে-সৃষ্টে কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দিল। এই বিষয়ে ইংরেজের অধ্যবসায় অসাধারণ। ফেলিসিয়ানা—যে Vicar of Wakefield পড়িয়া অনায়াসে বুঝিতে পারিত—সে এই সময় এই বৈদেশিক যুবকের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া তাহার ভীষণ ঘ্যান্‌ঘ্যানানির প্রতি অজস্র মৃদু মধুর হাসি বিতরণ করিতে লাগিল। তাহার পর নিকটস্থ থিয়েটারে গিয়া, "ব্যালে" জিনিসটা কি, তাহা ঐ যুবককে বুঝাইয়া দিল, এবং থিয়েটারের বসিবার নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলির নাম কি, তাহাও বলিয়া দিল।...... তখনও আন্দ্রের দেখা নাই।

বাড়ী গিয়া ফেলিসিয়ানা তাহার পিতাকে বলিল :—

"আজ আন্দ্রের দেখা পাওয়া গেল না।"

জেরোনিমো বলিলেন :—

—"তাই ত ; আমি তার বাড়ীতে খোঁজ করতে লোক পাঠাচ্চি। বোধ হয়, পীড়িত হয়েছে।"

আধঘণ্টার মধ্যেই ভৃত্য ফিরিয়া আসিয়া বলিল :—

"আন্দ্রে-মহাশয় কাল থেকে বাড়ী আসেন নি।"

৬

তাহার পরদিনও আন্দ্রের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। তাহার সকল বন্ধুর বাড়ীতেই খোঁজ লওয়া হইয়াছিল, দুই দিন হইতে তাহাকে কেহ দেখে নাই।

ইহা একটু অদ্ভুত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আন্দ্রে হঠাৎ হয় ত কোন জরুরি কার্য্য উপলক্ষে ভ্রমণে বাহির হইয়াছে, এইরূপ কেহ কেহ অনুমান করিলেন। ডন্-জেরোনিমো ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা উত্তর করিল,—তাহাদের মনিব দুইদিন পূর্ব্বে সন্ধ্যা ৬টার সময় নিত্যানুসারে আহারাদি করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছেন। যাইবার জন্য কোন উদ্যোগ-আয়োজন করেন নাই এবং এমন কোন কথাও বলেন নাই, যাহাতে তিনি যাইতেছেন বলিয়া তাহাদের কোন সন্দেহ হইতে পারে। "প্রাদোতে" বেড়াইতে যাইবার মত, একটা কালো কোর্ত্তা, একটা হল্‌দে রং এর ফতুয়া আর একটা সাদা পেণ্টুলন পরিয়াছিলেন।

ডন্-জেরোনিমো ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া, আন্দ্রের কাম্‌রাটা একবার খোঁজ করিতে বলিলেন, যদি কাম্‌রায় কোন আস্‌বাবের উপর প্রস্থানের কারণ বলিয়া কোন পত্র রাখিয়া গিয়া থাকে।

কিন্তু খোঁজ করিয়া দেখা গেল, সিগারেটের কাগজ ছাড়া তার কাম্‌রায় আর কোন কাগজ ছিল না।

এই দুর্ব্বোধ্য অন্তর্দ্ধানের আর কি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে ?

আত্মহত্যা ?

তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। কেননা,

আন্দ্রের প্রেম-ঘটিত কোন কষ্ট ছিল না, ধনেরও কষ্ট ছিল না; যাহাকে সে ভালবাসে, তাহারই সহিত আন্দ্রের শীঘ্র বিবাহ হইবার কথা; আর তাহার বাৎসরিক নিশ্চিত আয় একলক্ষ টাকার কম নহে। তবে কি, কোন শত্রু ওৎ পাতিয়া তাহাকে হত্যা করিয়াছে?

কিন্তু আন্দ্রের ত কোন শত্রু নাই; অন্ততঃ আন্দ্রে জানে না যে, তাহার কোন শত্রু আছে। তাহার যেরূপ শান্তমধুর স্বভাব, তাহার যেরূপ সংযত-ব্যবহার, তাহাতে কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনা নাই; আর সত্যই যদি কাহারও সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটিত, তাহা হইলে, মৃতই হউক, জীবিতই হউক, তাহাকে নিশ্চয়ই তাহার বাড়ীতে আনা হইত।

অতএব ইহার ভিতর একটা কিছু রহস্য আছে—যাহার উদ্‌ভেদ একমাত্র পুলিসের লোকেরাই করিতে পারে।

সরল-অন্তঃকরণ ভালমানুষের মতন, তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, পুলিস সর্ব্বশক্তিমান ও অভ্রান্ত। তিনি পুলিসেরই শরণাপন্ন হইলেন।

পুলিসের কর্ত্তা, নাকে চশমা লাগাইয়া রেজিষ্টারি-বই দেখিতে লাগিলেন; তাহাতে কিছুই পাইলেন না। যে দিন আন্দ্রে অন্তর্হিত হইয়াছিল, সেই তারিখের কোন রিপোর্টই তিনি পান নাই। সেই তারিখের রাত্রিটা খুবই শান্ত ছিল, কেবল কতকগুলা সিঁধ-চুরি, প্রাচীর-টপ্‌কানো চুরি, কতকগুলা খারাপ জায়গায় গোলমাল, শুঁড়ীখানায় মাতালের ঝগ্‌ড়া-ঝাঁটি—ইহা ছাড়া মাদ্রিদ্ সহরে সে রাত্রিটা খুবই ভাল ছিল।

রেজিষ্টারি-বই বন্ধ করিবার পূর্ব্বে, গম্ভীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন, "কেবল এক জায়গায় খুন করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র; ব্যাপারটা তেমন কিছুই গুরুতর নহে।"

জেরোনিমো ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—"আপনি ঐ ব্যাপারটার সমস্ত খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে পারেন কি?"

পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট্ গভীর চিন্তার ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"গৃহ হইতে বাহির হইবার সময় তিনি কিরূপ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন?"

জেরোনিমো খুব উদ্বিগ্ন হইয়া উত্ত

"একটা কালো কোর্ত্তা।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ বলিলেন:—

"আপনি কি নিশ্চয় করিয়া বলি কোর্ত্তাটার রং কালো ছিল? কাফ্রি- সবুজ তাঁবাটে রং, গেরুয়া রং, বাদামী রং এ কথা কি আপনি ঠিক করে' বল্‌তে প রংটা ঘোর কি ফিঁকে, এ সমস্ত জানা দরকার।"

"আমি নিশ্চয় করে' বল্‌ছি, কোর্ত্তার রং কালো ছিল। দেবতা সাক্ষী করে' বল্‌ছি, ধর্ম্ম সাক্ষী করে' বল্‌ছি, আমার ভাবী জামাতা কালো রং-এর কোর্ত্তাই পরেছিলেন। আমার কন্যা মেনিসিয়ানা বলেন, ঐ রংটাই সম্ভ্রম-সূচক।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্ অবান্তর-প্রসঙ্গের হিসাবে বলিলেন, "আপনি যেরূপ উত্তর দিচ্চেন, তাতে মনে হয়, আপনি খুব ভাল রকম শিক্ষা পেয়েছিলেন। আচ্ছা, তা হ'লে আপনার দৃঢ় বিশ্বাস, কোর্ত্তাটা কালো রং এরই ছিল?"

"আজ্ঞে হাঁ, কালো রং-এরই ছিল।"

—"যাকে খুন্ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল, তার গায়ে তামাটে রং-এর একটা হাত-কাটা মেরজাই ছিল।" ম্যাজিষ্ট্রেট্ মনে মনে ভাবিলেন, রাত্রে একটা শাম্‌লা রং-এর মেরজাই, কালো রং-এর কোর্ত্তা বলে' ভুল হ'তেও পারে। "দেখুন, সে রাত্রে ডন্ আন্দ্রে কি-রকম হাত কাটা জামা পরেছিলেন, সেটা পর্য্যন্ত কি আপনার স্মরণ হয়?"

"হলদে রং-এর জামা।"

—"আহত ব্যক্তির গায়ে নীল রং-এর জামা ছিল; হলদে ও নীলের মধ্যে একটা নৈকট্য সম্বন্ধ আছে বলে' ত মনে হয় না। ঐ দুই রং-এর মধ্যে মিল খুবই কম। আচ্ছা মহাশয়, তাঁর পেন্ট্‌লনটা কি রকম ছিল?"

—"সাদা পেন্ট্‌লন। বুট-জুতা পর্য্যন্ত নামিয়ে 'কিট্' করে' তৈরী করা। আমি এ সমস্ত খুঁটিনাটি আন্দ্রের চাকরের কাছে শুনেছি।"

—"পুলিসের রিপোর্টে দেখা যায়, ধূসর রং-এর কাপড়ের চওড়া পেন্ট্‌লন; বাছুরের চাম্‌ড়ার সাদা জুতা। আপনি যা বলছেন, তা তো নয়। নৈশ-প্রহরী তার চেহারার যে বর্ণনা করেছে, তা এই;—

না, এখ র্কা যে ছি পা

ডিম্বাকার মুখ, গোলাকার থুৎনি, সচরাচর-ধরণের কপাল মাঝামাঝি আকারের নাক, কোন বিশেষ রকমের চিহ্ন নাই। এই বর্ণনা থেকে কি তাঁকে চিনতে পারচেন?"

ডন্-জেরোনিমো দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত উত্তর করিলেন,—"একটুও না······কিন্তু কি করে' তার সন্ধান পাওয়া যায়?"

—"তার জন্য চিন্তা নাই; নগরবাসীদের উপর পুলিসের বেশ নজর আছে; পুলিস সব দেখ্‌তে পায়, পুলিস সব শুনতে পায়; পুলিসের গতি সর্ব্বত্রই; পুলিসের দৃষ্টি হ'তে কিছুই এড়াবার জো নেই; ইন্দ্রের মত পুলিসের সহস্র চক্ষু; বাঁশী বাজিয়ে পুলিসকে ঘুম পাড়ানো যায় না। অতল রসাতলের মধ্যে থাক্‌লেও আমরা আন্দ্রেকে আবার টেনে বের কর্‌ব। দুই গোয়েন্দাকে আমি তার পিছনে লাগাচ্চি;—একজনের নাম আর্গমশিল্লা; আর একজনের নাম কোবাকুয়েলো। ২৮ ঘণ্টার মধ্যে আমরা এর একটা কিনারা কর্‌বই।"

ডন্-জেরোনিমো ধন্যবাদ-সহ নমস্কার করিয়া খুব দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বাহির হইলেন। গৃহে ফিরিয়া, পুলিসের সহিত যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সমস্ত তাঁহার কন্যাকে বলিলেন। শিল্পজীবী শ্রেণীর লোকের পোষাক-পরা আহত ব্যক্তি ফেলিসিয়ানার ভাবী পতি বলিয়া ফেলিসিয়ানার এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হইল না।

সদ্‌বংশজাত মহিলা-সুলভ সংযমের সহিত ফেলিসিয়ানা তাহার ভাবী পতির জন্য, "নবোর" জন্য, একটু অশ্রুপাত করিলেন; কেননা, নবযুবতীর পক্ষে কোন পুরুষমানুষের জন্য বেশি কান্নাকাটি করা অশিষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হয়। তাঁহার নেত্র-পল্লবের কোণে যে একটি অশ্রুবিন্দু অতি-কষ্টে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার 'লেসের' পাড়-বিশিষ্ট রুমাল দিয়া মুছিয়া ফেলিলেন। "যুগল-বন্ধ" গান সঙ্গিহীন হইয়া পড়িয়া আছে—পিয়ানো বন্ধ। ফেলিসিয়ানার নৈতিক অবসাদের ইহাই নিদর্শন। ২৪ ঘণ্টা কখন অতিবাহিত হইবে, কখন গোয়েন্দাদ্বয়ের সফল অনুসন্ধানের রিপোর্ট আসিবে, তজ্জন্য ডন্-জেরোনিমো অধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

ঐ দুই চতুর গোয়েন্দা প্রথমে আন্দ্রের গৃহে গিয়া, আন্দ্রের অভ্যাসাদির কথা খুব নিপুণতার সহিত, আন্দ্রের ভৃত্যদের মুখ হইতে বাহির করিল। গোয়েন্দাদ্বয় অবগত হইল,—আন্দ্রে সকালে চকোলেট্ খায়, দুপুরবেলায় একটু নিদ্রা যায়, তিনটার সময় কাপড়-চোপড় পরিয়া ডনা-ফেলিসিয়ানার বাড়ী যায়, সেইখানে ৬টার সময় 'ডিনার' খায়, তার পর, বেড়াইয়া আসিয়া কিংবা থিয়েটার দেখিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রে বাড়ী আসিয়া শয়ন করে। এই সব বিবরণ অবগত হইয়া গোয়েন্দাদ্বয় অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইল। উহারা আরও জানিতে পারিল যে, আন্দ্রে "আলকালাব" রাস্তা ধরিয়া, "পেলিগ্রো" পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে।

গোয়েন্দাদ্বয় "পেলিগ্রোর" রাস্তায় গিয়া জানিতে পারিল, আন্দ্রে দুইদিন পূর্ব্বে, ৬টা কয়েক মিনিটের সময় ঐ রাস্তা দিয়া গিয়াছিল; খুব সম্ভব আন্দ্রে তাহার পর ডেলকুজ রাস্তা দিয়া চলিয়াছে।

অনুসন্ধানের ফলে একটা খুব দরকারী কথা জানিতে পারিয়া এবং শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া উহারা একটা "আশ্রমে" ঢুকিল—মাদ্রিদ্ নগরে শুঁড়ীর দোকান আশ্রম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, এক বোতল সুরাপান করিতে করিতে উহারা তাস খেলিতে লাগিল।

তাসখেলা প্রভাত পর্য্যন্ত চলিল।

একটু ঘুমাইয়া লইয়া, উহারা আবার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল; এবং আন্দ্রে "রাস্ত্রো" পর্য্যন্ত গিয়াছিল—এ সন্ধানও উহারা পাইল। তার পর আবার সেই হারাইল! কালো কোর্ত্তা, হল্‌দে ফতুয়া, সাদা পেণ্টুলন-পরা কোন এক যুবকের আর কোন খবর কেহই দিতে পারিল না। একেবারে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান! সকলেই তাকে যাইতে দেখিয়াছে, কেহই তাহাকে ফিরিতে দেখে নাই······উহারা ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিল না।

পূর্ণ দিবালোকে, মাদ্রিদ্ সহরের একটা লোকাকীর্ণ অঞ্চলে, তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবে, ইহাও সম্ভব নহে। তবে যদি তার চলিবার পথে পায়ের নীচে একটা খোলা ফাঁদ পাতা থাকে, আর তাহাতে পড়িবামাত্র সেই ফাঁদ বন্ধ হইয়া গিয়া থাকে,—ইহা ভিন্ন তাহার অন্তর্দ্ধানের আর কোন কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

গোয়েন্দাদ্বয় "রাস্ত্রোর" চারিদিকে অনেকক্ষণ

ধরিয়া ঘোরা-ফেরা করিল ; কতকগুলি দোকানদারকে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তাহাদের নিকট হইতে আর কোন কথা বাহির করিতে পারিল না। এমন কি, যেখানে আন্দ্রে পোষাক বদলাইয়াছিল, সেই দোকানেও উঁহারা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তখন দোকানদার ছিল না, দোকানদারের পত্নী ছিল। দোকানদারই আন্দ্রেকে পোষাক বিক্রয় করে। সুতরাং দোকানদার-পত্নী কোনও খবরই দিতে পারিল না। এমন কি, উহাদের বদ্ চেহারা দেখিয়া উহাদিগকে সে দস্যু ঠাওরাইয়াছিল। কোন জিনিস ইতিমধ্যে হারাইয়াছে কি না, চারিদিকে একবার নজর করিয়া দেখিয়া চটা-মেজাজে উহাদের মুখের সাম্‌নেই ধড়াস্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

সমস্ত দিনের অনুসন্ধানের ফল এই ত হইল। ডন্-জেরোনিমো আবার পুলিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিস গম্ভীরভাবে উত্তর করিল, অপরাধী-দিগের খোঁজ করা যাইতেছে, বেশী ত্বরা করিলে সব কাজ নষ্ট হইবে।

ভাল মানুষটি বিস্মিত হইয়া, গৃহে ফিরিয়া গিয়া, পুলিস যাহা উত্তর দিয়াছিল, ফেলিসিয়ানাকে বলিলেন। ফেলিসিয়ানা আকাশের দিকে চোখ তুলিল এবং একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া শুধু এই কথা বলিয়া উঠিল,—"বেচারী আন্দ্রে!"

একটা অদ্ভুত কাণ্ড, এই দুর্বোধ ব্যাপারটাকে আরও জটিল করিয়া তুলিল। ১৪ বৎসর বয়স্ক একটা অদ্ভুত ছোক্‌রা আন্দ্রের গৃহে আসিয়া একটা বড় বোচ্‌কা রাখিয়া যায় এবং এই কথা বলিয়াই তাড়াতাড়ি চলিয়া যায় ;—"আন্দ্রে মহাশয়ের জন্য।"

কথাটা ত সাদাসিধা, কিন্তু যখন বোচ্‌কাটা খুলিয়া দেখা হইল, তখন গোয়েন্দাদিগের নিকট একটা নিষ্ঠুর পরিহাস বলিয়া মনে হইল।

বোচ্‌কাটার ভিতর কি ছিল, অনুমান কর দেখি। উহার ভিতর ছিল আন্দ্রের একটা কালো কোর্ত্তা, একটা হল্‌দে ফতুয়া ও একটা সাদা পেণ্টলন ও একজোড়া বার্ণিস-করা বুট-জুতা। তা-ছাড়া একজোড়া প্যারিসের দস্তানা অতি-যত্নে গুটাইয়া রাখা হইয়াছিল।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া—অপরাধের ইতিবৃত্তে যাহার কোন দৃষ্টান্ত নাই—গোয়েন্দাদ্বয় বিস্ময়-স্তম্ভিত হইল। হতাশভাবে উহাদের মধ্যে একজন আকাশের দিকে দুই হাত তুলিল, আর একজন কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগে বাহুদ্বয় স্থাপন করিল। প্রথম ব্যক্তিটি বলিল ;—"কালের কুটিলা গতি!" আর একজন বলিল ;—"আজব কাণ্ড দুনিয়ার!" হত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় হত্যাকারী বেশ গুছাইয়া ভাঁজ করিয়া বাঁধিয়া-সাঁধিয়া তাহার গৃহে ফেরৎ পাঠাইয়াছে—এরূপ মার্জ্জিত শঠতা কি বিরল নহে? একে ত গুরুতর অপরাধ, তার উপর উপহাস!

গোয়েন্দাদ্বয় বোচ্‌কার কাপড়গুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া আরও হতবুদ্ধি হইল।

কোর্ত্তার কাপড়টা বেশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ; ছোরা কিংবা গুলী কাপড় ফুঁড়িয়া গিয়াছে, এরূপ কোন তেকোণা কিংবা গোলাকার ছিদ্র কাপড়ে নাই। হয় ত লোকটাকে গলা টিপিয়া মারিয়াছে ; কিন্তু তাহা হইলে ত একটা যুঝাযুঝি হইত। তাহাতে ফতুয়া ও পেণ্টুলন এরূপ ফিট্ কাট্ থাকিত না। উহা দুমড়াইয়া যাইত, ছিঁড়িয়া যাইত, কুটি-কুটি হইত। এরূপ কখনই সম্ভব নহে যে, ধনশালী আন্দ্রে তাহার কাপড়-চোপড় বাঁচাইবার জন্য কাপড় ছাড়িয়া তার পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এ যে অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা! ইহাতে গোয়েন্দাদ্বয়ের অপেক্ষা বড় বড় মাথাও ঘুলাইয়া যাইবার কথা।

এই দু'জনের মধ্যে একজন একটু বেশি তর্কবাগীশ ছিল। পাছে তীব্র চিন্তায় তাহার প্রতিভা-দীপ্ত ললাট ফাটিয়া যায়, এইজন্য দুই হাতে কপালের দুই রগ ১৫ মিনিট কাল ধরিয়া থাকিয়া অবশেষে তাহার মুখ হইতে এই কথাটা মহা জয়োল্লাসসহকারে বাহির করিল ;—

"যদি আন্দ্রে-মহাশয় না মরিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্য তিনি বাঁচিয়া আছেন—কারণ, মানুষের এই দুই রকম অবস্থা ছাড়া আর কোন অবস্থা হইতে পারে না। তৃতীয় কোন অবস্থা আছে বলে' আমি ত জানি না।"

তাঁহার জুড়িদারও মাথা নাড়িয়া এই কথায় সায় দিল।

"যদি তিনি জীবিত থাকেন—আমার বেশ মনে হচ্চে, তিনি জীবিত আছেন—তাহা হইলে তিনি কখন উলঙ্গ হয়ে যান নি। তিনি যখন বাড়ী হ'তে বাহির হন, তখন তাঁর সঙ্গে কোন বোচ্‌কা-বুচ্‌কি

ছিল না। এই কাপড়গুলা যখন তাঁহারই কাপড়, তখন তিনি অবশ্যই এই কাপড়গুলা অন্যের নিকট হইতে খরিদ করিয়াছিলেন। কারণ, এ কথন মনে করা যাইতে পারে না যে, এই উন্নত সভ্যতার দিনে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া দিগম্বর হইবে।"

জুড়িদারের কথা দ্বিতীয় ব্যক্তি গভীর মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, তাহার এই অকাট্য যুক্তি যখন শুনিল, তখন তাহার চোখদুটি অক্ষি-কোটর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"আমার মনে হয় না যে, ডন্-আন্দ্রে পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন; তাহার পর, যে অঞ্চলে আমরা তাঁর 'খেই' হারাইয়াছিলাম, সেই অঞ্চলের কোন বাড়ীতে আসিয়া সম্ভবতঃ ঐ পরিচ্ছদ পরিয়াছিলেন; তিনি নিশ্চয়ই নিজের কাপড়গুলা বাড়ী ফেরৎ পাঠিয়ে কোন পুরানো-কাপড়ওয়ালার দোকান থেকে এই সব পুরানো কাপড় কিনেছিলেন।"

তাহার জুড়িদার তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "তুই বুদ্ধিতে বৃহস্পতি; আয়, তোকে আলিঙ্গন করি! আজ থেকে আমি আর তোর বন্ধু নই,—আমি এখন তোর গোঁড়া ভক্ত, আমি তোর কুত্তা, আমি তোর গোলাম, আমাকে দিয়ে যা ইচ্ছে করিয়ে নে, যেখানে তুই যাবি, আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে যাব। সরকারের যদি ন্যায়-বিচার থাকৃত, তা হ'লে সামান্য পুলিসের কর্ম্মচারী না হয়ে তুই রাজ্যের কোন বড় সহরে একটা মস্ত পদ পেতে পারতিস্। তবে কি না, কোন রাজ-সরকারই ন্যায়ের পথে কখন যায় না!"

—"তৈরী কাপড় যারা বিক্রী করে, সেই সব পুরানো কাপড়ের দোকানে এস আমরা যাই, আর সেইখানে গিয়ে তন্ন তন্ন করে' খোঁজ করি। তাদের বিক্রীর জাবেদা-বই সব ভাল করে' দেখি, তা-হ'লে ডন্-আন্দ্রে-মহাশয়ের আর কোন নূতন পরিচয়-চিহ্ন পাওয়া যেতেও পারে। যে ছোক্‌রাটা কাপড়ের বোচ্‌কা এনেছিল, তাকে যদি দারোয়ান আট্‌কিয়ে রাখ্‌ত, তা হ'লে জানতে পারা যেত, কে তাকে পাঠিয়ে দিলে, সে কোত্থেকে আস্‌ছে। কিন্তু এ সব কথা কারও মনে হয় নি। চল ভাই, এখন যাওয়া যাক্। তুমি 'মেয়ারের' দর্জ্জিদের দোকানে যাও; আমি 'রাষ্ট্রোর' পুরানো কাপড়ের দোকানে যাই।"

কয়েক ঘণ্টা পরে দুই বন্ধু ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিল।

উহাদের মধ্যে একজন উহার অনুসন্ধানের ফল তন্ন তন্ন করিয়া বর্ণনা করিল,—"বড় লোকের ধরণের পোষাক-পরা এক ব্যক্তিকে খুবই উদ্বিগ্ন বলে' মনে হচ্ছিল, সে একটা দর্জ্জির দোকানে একটা 'ড্রেস্-কোট' ও একটা কালো পেণ্টুলন কিনেছিল। মূল্যের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।"

আর একজন বলিল,—"রাষ্ট্রোর" একজন দোকানদার কালো কোর্ত্তা ও সাদা পেণ্টুলন-পরা এক ব্যক্তিকে একটা ওয়েষ্ট-কোট্, একটা ফতুয়া ও একটা শিল্পজীবী-ধরণের কোমর-বন্ধ বিক্রী করেছিল। এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই ডন্-আন্দ্রে। দু'জনেই দোকানের পিছন দিকে গিয়ে কাপড় বদ্‌লে নূতন কাপড় পরে' রাস্তায় বের হয়েছিল। তারা যে শ্রেণীর লোক, তাতে মনে হয়, দু'জনেই ছদ্মবেশ পরেছিল। একই দিনে, একই সময়ে একজন ভদ্রলোক একজন নিম্নশ্রেণীর লোকের আংরাখা এবং একজন নিম্ন-শ্রেণীর লোক একজন ভদ্রলোকের ফতুয়া কি মৎলবে পরিয়াছিল, তাহা এই প্রহরিদ্বয় কিছুই স্থির করিতে পারিল না; ভাবিল, ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয়ের তীক্ষ্ণ স্বচ্ছ বুদ্ধি এই রহস্য উদ্ভেদ করিতে অনায়াসেই সমর্থ হইবে।"

কিন্তু উহারা ভাবিল,—এই যে রহস্যময় অন্তর্ধান, এই যে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে একই সময়ে দুই জনের ছদ্মবেশ ধারণ, এই যে স্পর্দ্ধার সহিত হত-ব্যক্তির কাপড়-চোপড় পুনঃপ্রেরণ—এই সমস্ত ব্যাপারের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না; বোধ হয়, এ একটা কোন বড় রকম ষড়যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট ব্যাপার—বোধ হয়, স্পেনের সিংহাসনে আর কোন দাবীদারকে বসাইবার চেষ্টা হইতেছে। ছদ্মবেশ পরিয়া কতকগুলা অপরাধী এই উদ্দেশে যাতায়াত করিতেছে। এখন স্পেন একটা আগ্নেয়-গিরির উপর অবস্থিত;—কখন্ ফাটিয়া উৎপাত আরম্ভ হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। আমাদিগকে যদি কিছু দক্ষিণা দেওয়া হয়, আমরা এই আগ্নেয়-গিরির আগুন নিবাইয়া দিতে পারি— বিপ্লবকারীদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিতে পারি।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ প্রহরিদ্বয়ের রিপোর্ট যথোচিত মনোযোগ সহকারে শুনিয়া উহাদিগকে বলিলেন;—

"ছদ্মবেশ ধারণ কর্‌বার পর ঐ ব্যক্তি কোথায় গেল, সে বিষয়ে কি তোমরা কোন খোঁজ-খবর পেয়েছ ?"

উহাদের মধ্যে একজন বলিল ;—

—"যে শ্রমজীবী, ভদ্রলোকের কাপড় পরেছিল —সে 'প্রাদোর' বেড়াবার জায়গায় বেড়াতে গেল —তার পর থিয়েটারে গেল, তার পর এক জায়গায় কাফির কুল্পি খেলে।"

আর একজন বলিল ;—

"যে ভদ্রলোকটি শ্রমজীবীর কাপড় পরেছিল— সে 'লাভাপির' নগর-প্রাঙ্গনে কয়েকবার ঘোরা-ফেরা করলে, তার পর তারই সংলগ্ন রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, জানলায় কোন শিল্পজীবী-শ্রেণীর সুন্দরী মুখ বাড়িয়ে আছে কি না, সেই দিকে নজ্‌রা মার্‌তে লাগ্‌ল। তার পর একটা সঙ্গীতের আড্ডায় গিয়ে এক গ্লাস বরফে জমাট লেমনেড্‌ খেলে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বলিলেন—"প্রত্যেকেই দেখ্‌ছি,— যার যে-রকম ছদ্মবেশ, সেই ছদ্মবেশের অনুরূপ চরিত্রের অভিনয় কর্‌চে। একজন নিম্নশ্রেণী লোকদের মনোভাব তলিয়ে দেখ্‌বার চেষ্টা কর্‌চে ; আর একজন উচ্চশ্রেণী লোকদের সহানুভূতি পাবার চেষ্টায় আছে। কিন্তু আমরা পুলিস—আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া শক্ত। ষড়যন্ত্রী ভায়ারা—তোমরা নরমপন্থীই হও—আর গরমপন্থীই হও, আমাদের কাছে কোনও পন্থীরই জারিজুরি খাটবে না। হা! হা! ইন্দ্র সহস্র-লোচন ছিল, কিন্তু পুলিসের লক্ষ লোচন। তা-ছাড়া, পুলিসের চোখে ঘুম নেই। দেখ আর্গমশিল্লা, তোমাদের পারিশ্রমিক তোমরা পাবে। কিন্তু তোমরা ত জানতে পার নি, চ'লে যাবার পর সেই বদমাইসদের শেষে কি হ'ল ?"

"না, আমরা তা জান্‌তে পারি নি। কারণ, সেই সময় অন্ধকার হয়ে এসেছিল। রাত্রি হবার পর থেকে আমরা তার খেই হারালাম।"

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বলিলেন :—

"মোলো যা! বড়ই দুঃখের বিষয়।"

গোয়েন্দাদ্বয় খুব উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল :—

"আমরা আবার তাদের খুঁজে বের কর্‌ব।" এই সময় ডন্‌-জেরোনিমো কোন নূতন খবর আছে কি না জানিবার জন্য আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ বেশ একটু রুক্ষভাবে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। জেরোনিমো থতমত খাইয়া নানা ওজর দিয়া ক্ষমা-প্রার্থনা করিলে পর ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ তাঁহাকে বলিলেন :—

"এরূপ প্রকাশ্যভাবে এতটা দরদ দেখিয়ে ডন্‌-আন্দ্রের খোঁজ-খবর নেওয়াটা আপনার পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হচ্ছে না। ডন্‌-আন্দ্রে একটা মস্ত ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত আছেন, আমরা দু'দিন থেকে তারই সন্ধান কর্‌চি।"

ডন্‌-জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন ;—

—"আন্দ্রে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত !"

একজন পুলিসের কর্ম্মচারী বলিল :—"হাঁ, তিনিই।"

—"ছেলেটি এমন ভালমানুষ, এমন শান্ত, এমন আমুদে, এমন নিরীহ !"

—"ব্রুটস্‌ যেমন পাগলামির ভাণ করেছিল, আন্দ্রে তেমনি বাইরে ভালমানুষি দেখাত। লোকের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে দিয়ে আপনার মতলব হাসিল কর্‌বার এ একটা ফন্দি। আমরা পুরানো ঘাগি, আমরা ও সব বেশ জানি। যদি তাকে আর না পাওয়া যায়, তা হলেই তার পক্ষে ভাল। আপনি যদি তার ভাল চান ত ঐ কামনাই করুন।"

স্বকীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির অভাব উপলব্ধি করিয়া এবং অত্যন্ত 'মস্তিভঙ্গ' ও লজ্জিত হইয়া বেচারী ডন্‌-জেরোনিমো প্রস্থান করিলেন।

যে ব্যক্তি আন্দ্রেকে শিশুকাল হইতে জানিত, যাকে শৈশবাবস্থায় কোলে লইয়া নাচাইয়াছে, সেই ডন্‌-জেরোনিমোর এখন একটুও সন্দেহ রহিল না যে, এই আন্দ্রে একজন ভয়ানক ষড়যন্ত্রী। যে বিষয়ে ডন্‌-জেরোনিমো কখন লেশমাত্র সন্দেহ করেন নাই, —অথচ অপরাধীকে প্রতিদিন দেখিয়া আসিয়াছেন —এমন কি, তাহাকে আপনার জামাই করিবেন বলিয়া প্রায় স্থির করিয়াছিলেন—এখন কি না তার সম্বন্ধে এই গুপ্তকথা পুলিস এত অল্পসময়ের মধ্যে আবিষ্কার করিয়াছে ! পুলিসের এই ভয়ানক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চতুরতা দেখিয়া, পুলিসের উপর ডন্‌-জেরোনিমোর ভীতি-বিস্ময়মিশ্র অপরিসীম ভক্তির উদয় হইল।

ফেলিসিয়ানা যখন জানিল যে, বহুশাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট একটা বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের নেতা তাহাকে

বিবাহ করিবার জন্য এত সাধ্য-সাধনা করিতেছে, তখন তাহার বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। আন্দ্রের খুব মনের জোর আছে বলিতে হইবে,—সে এমন উচ্চতর রাষ্ট্রনৈতিক কাজে ব্যাপৃত থাকিয়া ও কিছুই কাহাকেও জানিতে দেয় নাই—বেশ ঠাণ্ডাভাবে সেই যুগল-বন্ধ গানের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া আসিয়াছে। ইহার পর—শান্ত মুখের ভাব, শান্ত চোখের ভাব, হাসি-হাসি মুখ—এই সবের উপর আর কি বিশ্বাস করা যায়! সে যে ষাঁড়ের লড়ায়ে এত উৎসাহ দেখাইত—এই সব ছেলেমানুষি আমোদ ভালবাসে বলিয়া ভাণ করিত, সে শুধু তার আসল মনের ভাব গোপন করিবার জন্য কি নহে?

গোয়েন্দাদ্বয় আবার নবোদ্যমে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল এবং অবশেষে অবগত হইল যে, যে যুবকটি আহত হইয়াছিল, এবং মিলিতোনা যাহাকে আপন গৃহে লইয়া গিয়াছিল, সেই যুবকই "রাঙ্গোয়" পরিচ্ছদ ক্রয় করে। নৈশ প্রহরী ও দোকানদারের বিবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ মিল ছিল। চকোলেট্ রংএর ওয়েষ্ট-কোট্, নীল কতুয়া, লাল কোমর-বন্ধ—আর কোন ভুল হইবার সম্ভাবনা নাই।

আর্গমিশিলা ও কোবাকুয়েল্লা ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে যে আশা মনে মনে পোষণ করিয়াছিল, এই নূতন আবিষ্কারে সেই আশা একটু ভণ্ডুল হইয়া গেল। আন্দ্রে যদি একেবারেই অন্তর্ধান করিত, তার কোন কূল-কিনারা পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে উহাদের পক্ষে খুব সুবিধা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন এই ব্যাপারটা একটা সাদাসিধা প্রেমের ষড়যন্ত্রে পরিণত হইল—ইহা শুধু প্রেমিক-প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয়ের অতি তুচ্ছ সামান্য একটা কলহমাত্র। প্রতিবেশীরা 'সেরিনেড' গান শুনিতে পাইয়াছিল। ইহা হইতে আসল ব্যাপারটা কি হইয়াছিল, সমস্তই পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে।

কোবাকুয়েলো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল;—

"আমার জীবনে কখনই লাভালাভ হয়নি।"

আর্গমিশিলা কাঁদো-কাঁদো স্বরে উত্তর করিল, "একটা কুগ্রহে আমার জন্ম হয়েছিল।"

আহা বেচারা! ঐ বন্ধুদ্বয় একটা মস্ত ষড়যন্ত্র বাহির করিতে গিয়া শুধু একটা গুরুতর আঘাতের অপরাধের আবিষ্কার করিল। ইহাতে হতাশ হইবারই কথা।

এখন আবার জুয়াঙ্কোর নিকট ফিরিয়া যাওয়া যাক্। আন্দ্রের সহিত যখন তাহার যুদ্ধ হয়, সেই সময় হইতে আমরা জুয়াঙ্কোকে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এক ঘণ্টা পরে জুয়াঙ্কো বাঘের মত নিঃশব্দে পা ফেলিয়া, যুদ্ধ-ঘটনার স্থলে আবার আসিয়াছিল। সে মনে করিয়াছিল, আন্দ্রের মৃত শরীর ঐখানেই সে দেখিতে পাইবে। কিন্তু দেখিতে না পাইয়া জুয়াঙ্কো যার-পর-নাই বিস্মিত হইল। তবে কি আহত অবস্থায় যন্ত্রণার আবেশে নিজের শরীরটাকে টানিয়া-টানিয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে? নৈশ-প্রহরীরা তাহাকে কি তুলিয়া লইয়া গিয়াছে? জুয়াঙ্কো কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। এখন এখানে থাকা,—না, এখান হইতে পলায়ন করা শ্রেয়? পলায়ন করিলে উহাকে অপরাধী বলিয়াই সকলে মনে করিবে। তা ছাড়া, মিলিতোনা হইতে দূরে চলিয়া যাওয়া, মিলিতোনাকে নিজের খেয়াল অনুসারে চলিতে দেওয়া—এই কল্পনাটা ঈর্ষাদগ্ধ চিত্তের পক্ষে অসহ্য। সে রাত্রিটা ঘোর অন্ধকার ছিল, রাস্তা জনশূন্য ছিল, কেহই জুয়াঙ্কোকে দেখে নাই। কে তাহার নামে অপরাধের অভিযোগ আনিবে?

তবে যুক্তটা এতক্ষণ ধরিয়া চলিয়াছিল যে, জুয়াঙ্কোর প্রতিদ্বন্দ্বী জুয়াঙ্কোকে আবার দেখিলে নিশ্চয়ই চিনিতে পারিবে। কারণ, অভিনেতাদের ন্যায় বৃষ-মল্লদের ও মুখ সর্ব্বজন-পরিচিত। যদি আন্দ্রে না মরিয়া থাকে, তাহা হইলে সে হয় ত জুয়াঙ্কোর নামে অপরাধের আরোপ করিয়াছে। জুয়াঙ্কো ছোরা চালাইতে সিদ্ধহস্ত, এ কথা পুলিসের অবিদিত ছিল না; তাই জুয়াঙ্কো মনে করিল, যদি সে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে, তাহা হইলে আফ্রিকার কোন স্পেনীয় উপনিবেশে তাহার কয়েক বৎসর বাস করিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। এই মনে করিয়া সে গৃহে গেল, গৃহে গিয়া তাহার ঘোড়া বাহির করিয়া আনিল এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে একটা বহুবর্ণের কম্বল চাপাইয়া, তাহাতে চড়িয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিল।

যদি কোন চিত্রকর দেখিত, একটা কালো ঘোড়ার পার্শ্বদেশ দুই পায়ে চাপিয়া একজন অশ্বারোহী রাস্তা দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ঘোড়ার ঘাড়ের চুল এলাইয়া পড়িয়াছে, ঘোড়ার পুচ্ছ অনল-শিখার

মত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, অশ্ব-খুরের আঘাতে বাঁধানো রাস্তার অসমান ভূমি হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ উঠাইয়া নিস্তব্ধ সহরের মধ্য দিয়া প্রশান্ত রাত্রে অশ্বারোহী সশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা হইলে সেই চিত্রকর এই অশ্ব ও অশ্বারোহীর মূর্ত্তি চিত্রিত করিয়া দর্শকের নয়ন-মন নিশ্চয়ই আকর্ষণ করিতে পারিত। কিন্তু তখন চিত্রকরেরা সকলেই নিদ্রামগ্ন।

জুয়াঙ্কো শীঘ্রই সহরের সীমা ছাড়াইয়া পল্লী-গ্রামের বিবন্ন মাঠ-ময়দানে আসিয়া পড়িল। সেই স্থান মাদ্রিদ্ সহর হইতে ১২ ক্রোশ দূরে। তখন মিলিতোনার মুখখানি তাহার মানসপটে উদয় হইল; তাহার পক্ষে এখন আর বেশি দূরে যাওয়া একেবারেই অসাধ্য হইল। তাহার মনে হইল, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাজ্ঘাতিকভাবে আঘাত করিতে পারে নাই; সে হয় ত গুরুতর আঘাতে আহত হয় নাই। সে কল্পনা করিল, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী আরোগ্যলাভ করিয়া এতক্ষণে স্মিত হাস্যাননা মিলিতোনার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়াছে।

শীতল স্বেদজলে জুয়াঙ্কোর ললাটদেশ পরিষিক্ত হইল, দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গেল ও স্নায়বিক আক্ষেপ-বশতঃ তাহার জানুদ্বয় ঘোড়ার পার্শ্বদেশ এরূপ আঁটিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিল যে, ঘোড়ার দম বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঘোড়াটা থমকিয়া দাঁড়াইল। যেন কেহ অগ্নি-তপ্ত শলাকা তাহার বক্ষের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছে, এইরূপ যন্ত্রণা তাহার অনুভব হইতে লাগিল।

জুয়াঙ্কো ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিয়া ঝড়ের বেগে সহরের দিকে ছুটিয়া চলিল। তখন রাত্রি তিনটা। জুয়াঙ্কো "পোভারের" রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল। একটা পুরাতন প্রাচীরের কোণে তখনও কম্পমান অকলঙ্ক তারকার ন্যায় মিলিতোনার দীপ জ্বলিতেছিল। বৃষভ-মল্ল গলিপথের দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিল,—অসাধারণ বলসত্ত্বেও দ্বার ভাঙ্গিতে পারিল না।

মিলিতোনা পূর্ব্বেই ভিতর দিকে সযত্নে লৌহ-অর্গল নামাইয়া দিয়াছিল। ভীষণ অনিশ্চিততার মধ্যে যন্ত্রণায় প্রপীড়িত হইয়া হতভাগ্য জুয়াঙ্কো গৃহে ফিরিয়া গেল। কারণ, মিলিতোনার পর্দ্দার উপর সে দুইটি ছায়া দেখিয়াছিল। তবে কি আসল লোককে না মারিয়া ভুলক্রমে আর কাহাকে মারিয়াছে!

রাত্রি প্রভাত হইলে মল্লবীর, আস্তিন-বিরহিত খাটো আলখাল্লা পরিধান করিয়া ও টুপিটা চোখের উপর নামাইয়া দিয়া, রাত্রির ঘটনা সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, শুনিতে আসিল। জানিতে পারিল, যুবকটি মরে নাই; এবং বহিয়া লইয়া যাইবার অবস্থা নহে বলিয়া, মিলিতোনা তাহাকে তুলিয়া নিজ কক্ষে রাখিয়া দিয়াছে। এই সদয় ব্যবহারের দরুণ কল্পনাপ্রিয় লোকেরা মিলিতোনার খুব প্রশংসা করিতেছে। বলিষ্ঠ হইলেও জুয়াঙ্কো অনুভব করিল, যেন তার পা টলিতেছে, সে বাধ্য হইয়া প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া রহিল। তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিলিতোনার পালঙ্কে! তাহার জন্য এরূপ ভীষণ যন্ত্রণা অন্ততম নরকও উদ্ভাবন করিতে পারে না। খুব দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া জুয়াঙ্কো মিলিতোনার গৃহে প্রবেশ করিল; এবং প্রবেশ করিয়া গুরুপদক্ষেপে ও সশব্দে সিঁড়ি দিয়া উঠিতে লাগিল।

৭

দোতালার সিঁড়ির মাথায় পৌঁছিয়া জুয়াঙ্কোর পা টলিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল; সেইখানে থামিয়া পাষাণমূর্ত্তির ন্যায় সে দাঁড়াইয়া রহিল। জুয়াঙ্কো আপনাকেই ভয় করিতেছিল, যে সব কাণ্ড এখনই ঘটিবে, তাহা মনে করিয়াই ভীত হইয়াছিল। আমার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদদলিত করিলেই কি যথেষ্ট হইবে? মিলিতোনাকে কি হত্যা করিব? ঘরে কি আগুন লাগাইব?

এইরূপ ভীষণ, অসঙ্গত, নানা প্রকার পাগলামি তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণকালের জন্য চৈতন্যোদয় হইলে, জুয়াঙ্কো নীচে নামিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু ঈর্ষ্যা-রাক্ষসী সেই সময় তাহার তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়া জুয়াঙ্কোর হৃদয় বিদ্ধ করিল। তখন সে আবার সেই রূঢ় ধরণের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

এ কথা সত্য, জুয়াঙ্কোর মত বলিষ্ঠ লোক প্রায় দেখা যায় না। গ্রীবা থামের মত গোলাকার ও সুদৃঢ়; মল্ল-সুলভ স্কন্ধের সহিত তাহার শক্তিমান মস্তক সংযুক্ত; তাহার দুর্জ্জয় বাহুদ্বয়ের উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে ইস্পাতের মত পেশীজাল প্রসারিত; তাহার বক্ষোদেশ যেন সে-কেলে গ্ল্যাডিয়েটারদের পাষাণবৎ বক্ষগুলাকে স্পর্দ্ধার সহিত যুদ্ধে

আহ্বান করিতেছে। একহাত দিয়া কোনও ষাঁড়ের শিং সে অনায়াসে উৎপাটিত করিতে পারে, এমনই তাহার বাহুবল। কিন্তু এই সব সত্বেও উৎকট মানসিক কষ্ট এই দৈহিক বলকে একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। জুয়াঙ্কোর কপালে ঘাম ছুটিল, পায়ের উপর ভর দিয়া যেন আর দাঁড়াইতে পারিতেছিল না; ঝলকে ঝলকে রক্ত মাথায় উঠিতেছিল, চোখের উপর দিয়া যেন অনলশিখা চলিয়া যাইতেছিল। পাছে সিঁড়ির উপর দিয়া গড়াইয়া পড়ে, এই ভয়ে সে অনেকবার বাধ্য হইয়া সিঁড়ির গরাদে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। কি ভয়ানক কষ্ট পাইতেছিল, ইহা হইতে বেশ অনুমান করা যায়। সিঁড়িতে উঠিবার সময় প্রত্যেক ধাপের উপর হিংস্র জন্তুর মত দাঁত কিড়মিড় করিতে করিতে এই কথাটা পুনঃ পুনঃ বলিতেছিল ;—

"তার শোবার ঘরে !...তার শোবার ঘরে !"... এবং তাহার কটিবন্ধ হইতে ছোরাটা বাহির করিয়া যান্ত্রিকভাবে একবার খুলিতেছিল, একবার বন্ধ করিতেছিল। অবশেষে দরজার কাছে পৌছিয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া কর্ণপাত করিতে লাগিল।

কক্ষের ভিতরটা সব চুপচাপ। নিজের বুকের ধুবধুক্ শব্দ ছাড়া জুয়াঙ্কো আর কিছুই শুনিতে পাইল না।

তাহার শত্রু ও তাহার মধ্যে এখন এই দরজার ব্যবধান আছে মাত্র। দরজার পিছনে এই নিস্তব্ধ কক্ষে না জানি কি হইতেছে! আহত ব্যক্তির কষ্টে কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া, মিলিতোনা আহতের কষ্ট-লাঘবের জন্য তাহার নিদ্রার প্রতীক্ষায়, তাহার পালঙ্কের দিকে নিশ্চয়ই ঝুঁকিয়া আছে। সে মনে মনে ভাবিল ;—

"যদি আমি জানিতাম, কেবল একটা ছোরার আঘাতই তোমাকে খুশী করিতে পারে, তোমার মনকে আর্দ্র করিতে পারে, তা হ'লে আমি তাহার উপরে ছোরা না চালাইয়া তোমার দরজার সাম্‌নে মরবার জন্য আমার নিজের বুকেই ছোরা বসাইতাম। কিন্তু তুমি আমার কষ্ট নিবারণের জন্য কিছুই করতে না, আমি রাস্তার উপর পড়ে' থেকেই মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করতুম। কেননা, সাদা দস্তানা-পরা কাটা-ছাঁটা লম্বা কোর্তা-পরা, আমি ত একজন সুশ্রী ফিট্‌ফাট্ যুবাপুরুষ নই !"

এই কল্পনাটা তাহার রোষানলকে আবার উদ্দীপিত করায় তাহার হৃদয় খুবই ব্যথিত হইল।

আন্দ্রে পালঙ্কের উপর ক্ষতের যন্ত্রণায় শিহরিয়া উঠিতেছিল। মিলিতোনা তাহার শয্যার পাশেই বসিয়াছিল,—সে যেন কলকব্জার দ্বারা চালিত হইয়া একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ; তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। বুড়ী আল্‌দঙ্গা স্বীয় বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ দুইবার করিয়া ক্রুশের চিহ্ন প্রদর্শন করিল।

দরজার বাহিরদিক্ হইতে খুব একটা ঘা পড়িল,—ঐ আঘাতটা এমন সংক্ষিপ্ত, এমন জোরালো, এমন অনুজ্ঞাব্যঞ্জক যে, দ্বার উদ্ঘাটন করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। দরজায় ঐরূপ আর একটা ঘা যেই পড়িল, অমনি ভিতরদিক হইতে দরজার অর্গলটা নামিয়া গেল। আল্‌দঙ্গা বুড়ী কম্পমান হস্তে উঁকি-রন্ধ্রের কপাট খুলিয়া, সেই চৌকোণা রন্ধ্রের ভিতর দিয়া জুয়াঙ্কোর মাথা দেখিতে পাইল। দেখিয়া বুড়ী বেচারী ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিল। জুয়াঙ্কোকে ভিতরে ডাকিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু তাহার শুষ্ক কণ্ঠ হইতে সে একটি শব্দও বাহির করিতে পারিল না। আঙ্গুলগুলা ছড়ানো, দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ, মুখবিবর খোলা—এই ভাবে বৃদ্ধা পাষাণমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

এ কথা সত্য, ঐ বৃষ-মল্লের মুখ নিরীক্ষণ করিলে নির্ভয় হওয়া যায় না, কোনও ভরসা পাওয়া যায় না। তাহার চোখের চারিদিকে একটা লাল রেখার ঘের ; মুখ নীলবর্ণ ; এবং গালে রক্ত না থাকায় দুই গালে দুইটা সাদা দাগ পড়িয়াছে। নিজ বধ্য শিকারকে খুঁজিয়া বাহির করিবার সময় হিংস্র পশুদের যেরূপ হয়, সেইরূপ তাহার নাসারন্ধ্র ফুলিয়া ফুলিয়া স্পন্দিত হইতেছিল। দন্তের দংশনে ঠোঁটের উপর দন্তের চাপ্ পড়িয়াছিল। এই বিপর্য্যস্ত মুখমণ্ডলের উপর রোষ ও প্রতিহিংসা যুঝাযুঝি করিতেছিল।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল :—

"মেরী-মা রক্ষা কর, রক্ষা কর। যদি মা, তুমি আমাদিগকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর, তা হ'লে তোমাকে নয় দিনের পূজো দেব, ঝালোর-ওয়ালা একটা মোমবাতি দেব, আর একমুঠো মখ্‌মল্ দেব।"

যে বিপদে আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, সেই বিপদ উপস্থিত হইলে খুব নির্ভীক লোকদিগেরও

যেরূপ মনের ভাব হয়, আন্দ্রে খুব সাহসী হইলেও, তাহার ঐরূপ মনের ভাব হইয়াছিল। যেন কোন একটা অস্ত্র খুঁজিতেছে, এইভাবে সে যন্ত্রবৎ হাত বাড়াইল।

জুয়াঙ্কো যখন দেখিল, কেহ দরজা খুলিতেছে না, তখন সে তার কাঁধের ঠেস্ দিয়া দরজায় খুব একটা চাপ দিল; দরজার তক্তাগুলা মড়মড় করিয়া উঠিল। কব্জা ও তালার চারিদিক্ হইতে পলস্তারা খসিয়া পড়িতে লাগিল।

মিলিতোনা আন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে ও শান্তভাবে ভীতিবিহ্বলা বৃদ্ধাকে বলিল:—

"আল্‌দঙ্গা, দরজা খুলে দাও, আমি বল্‌চি, দরজা খুলে দাও।"

আল্‌দঙ্গা অর্গল খুলিয়া দেয়ালের দিকে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একটা কবাট উন্টাইয়া দিয়া তাহার ভিতর গা-ঢাকা দিয়া রহিল।

জুয়াঙ্কো মনে করিয়াছিল, উহাকে সহজে প্রবেশ করিতে দিবে না—কিন্তু কোন বাধা না পাইয়া যেন একটু অপ্রস্তুত হইল। এখন সে ধীরপদক্ষেপে প্রবেশ করিল। কিন্তু যখন দেখিল, আন্দ্রে মিলিতোনার পালঙ্কে শুইয়া আছে, তখন তাহার প্রচণ্ড রোষ আবার ফিরিয়া আসিল। অন্তিমকাল উপস্থিত মনে করিয়া, বৃদ্ধা যে কপাটের আড়ালে লুকাইয়াছিল, সেই কপাটটা সে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিল। এক্ষণে বেচারী-বৃদ্ধার সমস্ত প্রয়াস সত্ত্বেও, জুয়াঙ্কো সেই কপাটটা ধরিয়া জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর দরজায় পিঠ দিয়া, বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়িভাবে রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

বৃদ্ধা বিড়বিড় করিয়া বলিল:—

"বাবা রে! ও আমাদের তিন জনকেই খুন করবে দেখ্‌ছি। এই জানলা দিয়ে পুলিস ডাকব কি?" বৃদ্ধা জানলার দিকে এক পা আগাইয়া গেল। কিন্তু জুয়াঙ্কো তাহার মৎলব বুঝিতে পারিয়া, চট্ করিয়া গিয়া উহার কাপড়ের খুঁট ধরিয়া ফেলিল এবং উহাকে হড় হড় করিয়া টানিয়া আনিল। "দেখ্, ডাইনী, চ্যাচাস্ যদি, মুর্গির মত তোকে গলা টিপে মারব। আমার শত্রু ও আমার মধ্যে যদি তুই এসে আমার কাজে বাধা দিস্, তা হ'লে তোকে একেবারে পিষে ফেলব।" আন্দ্রেকে দেখাইয়া সে এই কথাগুলা বলিল। আন্দ্রের মুখ পাণ্ডুবর্ণ, দেহ যার-পর-নাই দুর্ব্বল। আন্দ্রে বালিস হইতে মাথাটা একটু উঠাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

অবস্থাটা বড়ই ভীষণ; কোন গোলমাল নাই, কোন শব্দ নাই যে, তাহা শুনিয়া পাড়া-পড়সীরা ছুটিয়া আসিবে। তা ছাড়া, জুয়াঙ্কো রুষ্ট হইয়াছে জানিতে পারিলে প্রতিবাসীরা ভয়ে গৃহ হইতে বাহির হইবে না—এই ঝগড়ায় কখনই হস্তক্ষেপ করিবে না। পুলিস ডাকিয়া আনিতে গেলে অনেক বিলম্ব হইবে; কোন বাহিরের লোককে ত জানানো আবশ্যক; কিন্তু ঘর হইতে বাহির হইবার যে কোন উপায় নাই।

ছোরার আঘাতে আহত বেচারী আন্দ্রে রক্তস্রাবে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; তাতে আবার এখন নিরস্ত্র; অস্ত্র থাকিলেও অস্ত্র-চালনা করিবার মত তাহার অবস্থা ছিল না; এক্ষণে ক্ষত-বন্ধনের কাপড় ও লেপ-কাঁথার ভারেই সে জড়সড়, আত্মরক্ষণের কোন উপায় নাই—নির্দ্দয় শত্রুর ঈর্ষ্যা ও রোষের ফল এখন অগত্যা ভোগ করিতে হইবে! আর এই সমস্ত ঘটিল সার্কাসে শুধু শ্রমজীবী-শ্রেণীর একটি সুন্দরী রমণীর পার্শ্বমুখ দেখিয়া! এই সময় এক মুহূর্ত্তের জন্য, পিয়ানোর জন্য, চায়ের জন্য, সভ্যতার নিতান্ত গদ্য ধরণের আচার-ব্যবহারের জন্য অর্থাৎ সেই সব ছাড়িয়া আসিবার জন্য তার একটু অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছিল, বোধ হয়, এই কথা এখানে স্বীকার করিতে কোন দোষ নাই। তথাপি আন্দ্রে মিলিতোনার উপর একটি অনুনয়ের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল,—তাহার ভাবার্থ এই, যেন মিলিতোনা তার জন্য নিষ্ফল যুঝাবুঝি না করে। মিলিতোনার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—তাহার এই ভীতি-জাত পাণ্ডুবর্ণে তাহার সৌন্দর্য্য যেন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই সব বিপদ সত্ত্বেও, আন্দ্রের মনে হইল, মিলিতোনার সহিত পরিচয় হওয়ায় সে আদৌ দুঃখিত নহে—বরং ইহা তাহার পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মিলিতোনা সেইখানে দাঁড়াইয়া এক হাতে আন্দ্রের পালঙ্কের কিনারা ধরিয়া আছে, আর এক হাত মহিমময়ী রাজরাণীর মত আদেশের ভঙ্গীতে দ্বারের অভিমুখে প্রসারিত;—মিলিতোনা কম্পিতস্বরে জুয়াঙ্কোকে বলিল:—

—"নর-হত্যাকারী পিশাচ, কি জন্য তুমি

এখানে এসেছ? তুমি প্রণয়ীকে খুঁজ্‌চ—কিন্তু এই ঘরে একজন আহত ছাড়া আর কেউ নেই। এখনি প্রস্থান কর। তোমার কি ভয় হয় না, তুমি উপস্থিত থাকলে, ক্ষতস্থান দিয়ে আবার রক্তস্রাব হ'তে পারে। হত্যার চেষ্টা ক'রেও যথেষ্ট হ'ল না, আবার গুপ্তহত্যা?"

তরুণী বালা এই "গুপ্তহত্যা" কথাটার উপর এমন একটা বিশেষ ধরণে ঝোঁক দিয়াছিল, এবং তাহার সঙ্গে এমন একটা মর্ম্মভেদী চাহনি চাহিয়াছিল যে, জুয়াঙ্কোর চিত্ত বিচলিত হইল, লজ্জায় উহার মুখ লাল হইল, এবং তাহার হিংস্র-ভীষণ মুখের ভাবে ব্যাকুলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল। খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তাহার পর, আটকিয়া-যাওয়া ভাঙাভাঙাস্বরে বলিল:—"দেবতা সাক্ষী ক'রে', মাতৃদেবীকে সাক্ষী ক'রে', শপথ কর্‌ যে, এই যুবককে তুই ভালবাসিস্‌ নে, তা-হ'লে এখনি আমি এখান থেকে চ'লে যাব।"

তরুণী কোন উত্তর দিল না।

তরুণীর ঈষৎ-রক্তিম মুখমণ্ডলের উপর তাহার কৃষ্ণ-পক্ষ্মরাজি আনমিত হইল।

এই নিস্তব্ধতা আন্দ্রের পক্ষে মৃত্যুদণ্ডের নীরব ঘোষণা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আন্দ্রে উদ্বিগ্ন-চিত্তে মিলিতোনার উত্তর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। কোন উত্তর দিল না দেখিয়া আন্দ্রের হৃদয় অনির্ব্বচনীয় সন্তোষে পরিপ্লাবিত হইল।

জুয়াঙ্কো আবার বলিল:—

"যদি শপথ করতে না চাস্‌, শুধু একটা মুখের কথা বল্‌। তা-হ'লেই আমি বিশ্বাস করব। তুই কখনও মিথ্যা কথা বলিস্‌ নি। এখনো তুই চুপ ক'রে রয়েছিস্‌?—তবে তোকে খুন করব।"...এই কথা বলিয়া জুয়াঙ্কো ছোরা খুলিয়া পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল···"তুই ওকে ভালবাসিস্‌!" তরুণীর চোখ হইতে যেন আগুন ছুটিতে লাগিল,—সে ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল,—"আমার জন্য ওর যদি মরতেই হয়, তা হ'লে অন্ততঃ ও এইটুকু জানুক যে, ও আমার ভালবাসা পেয়ে মরেচে। এই কথাটা ওর কবরের মধ্যে নিয়ে যাক্‌—এই ওর পুরস্কার-স্বরূপ হবে, আর তোমার পক্ষে এই হবে মৃত্যুদণ্ড।"

জুয়াঙ্কো এক লাফে মিলিতোনার পার্শ্বে আসিয়া সজোরে তাহার বাহু ধরিল।

"এখন যা বল্লি, আবার যেন এই কথা মুখ দিয়ে বের না হয়—যদি ফের এই কথা বলিস্‌, তা-হ'লে আমার এই ছোরা তোর বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে, ঐ হতভাগার শরীরের উপর তোকে ছুঁড়ে ফেলে দেব।"

নির্ভীক বালা বলিল,—"তাতে আমার কি এল গেল? তুমি কি মনে করচ, ও মরে, গেলে আমি বাঁচব?"

আন্দ্রে পালঙ্কের উপর একবার উঠিয়া বসিতে খুব চেষ্টা করিল। খুব উচ্চৈঃস্বরে কি একটা কথা বলিবে মনে করিল। কিন্তু ঠিক এই সময়ে একটা লাল গাঁজ্‌লা ঠোঁটের উপর উঠিল; ক্ষতস্থানের মুখ আবার খুলিয়া গেল। আন্দ্রে বালিসের উপর আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

আন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া মিলিতোনা বলিল:—

"তুমি যদি এখান থেকে বেরিয়ে না যাও, তা-হ'লে আমি মনে করব, তুমি অতি নীচ, নির্লজ্জ ও ভীরু; আমি তা-হ'লে বিশ্বাস করব,—যখন মার্কাসে ষাঁড়টা দোমাঙ্গের বুকের উপর হাঁটু গেড়ে বসেছিল, তুমি তাকে অনায়াসে বাঁচাতে পারতে, কিন্তু নীচ ঈর্ষ্যার বশে তুমি তা কর নি।"

—"মিলিতোনা! মিলিতোনা! তোমাকে আমি যতটা ভালবেসেছি, কোন পুরুষ কোন রমণীকে কখন তেমন ভালবাসে নি—তবু আমার প্রতি বিরাগ দেখাবার অধিকার তোমার আছে; কিন্তু আমাকে অবজ্ঞা করবার অধিকার তোমার নাই। দোমাঙ্গকে কিছুতেই বাঁচানো যেতে পারত না।"

—"তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে গুপ্তঘাতক মনে করব না, তা-হ'লে এখনি এখান থেকে প্রস্থান কর!"

জুয়াঙ্কো বিষণ্ণস্বরে উত্তর করিল:—

"আচ্ছা,—যতদিন না ও সেরে ওঠে, আমি অপেক্ষা করব; ভাল ক'রে' শুশ্রূষা কর!...কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি বেঁচে থাক্‌তে, তুমি আর কারও হ'তে পাবে না।"

যখন এই বাদানুবাদ চলিতেছিল, বৃদ্ধা দরজার কপাট খুলিয়া, পাড়ার লোকদের সাহায্য চাহিয়া সঙ্কেতধ্বনি করিয়াছিল; তখনি পাঁচ ছয় জন লোক আসিয়া জুয়াঙ্কোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল,

জুয়াঙ্কো ঘর হইতে বাহির হইল। লোকগুলা তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। জুয়াঙ্কো এক এক ঝাঁকনি দিয়া তাহাদিগকে দেয়ালের উপর ছিট্‌কাইয়া ফেলিতে লাগিল।

তাহার পর জুয়াঙ্কো রাস্তার সানের উপর দিয়া ধীর-পদক্ষেপে ও শান্তভাবে চলিতে লাগিল।

এই সমস্ত ব্যাপরে আন্দ্রের অবস্থা আরও খারাপ হইয়া উঠিল। আন্দ্রে উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হইয়া সমস্ত দিন, সমস্ত রাত্রি এবং পরদিন পর্য্যন্ত প্রলাপ বকিতে লাগিল।

মিলিতোনা প্রেমপূর্ণ উদ্বেগভরে খুব সন্তর্পণে ও সযত্নে তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

এই সময়ে,—পাঠককে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বহু পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের পর আর্গমিশিল্লা ও কোবাকুয়েল্লা জানিতে পারিয়াছে যে, রাস্তায় সেই আহত ব্যক্তি আন্দ্রে ছাড়া আর কেহ নহে। ঐ অঞ্চলের পুলিস-ম্যাজিষ্ট্রেটও ডন্-জেরোনিমোকে লিখিলেন,—যে যুবকের সংবাদ জানিবার জন্য আপনি খুব উৎসুক ছিলেন, তাহাকে একজন 'ম্যানোলা'র (শ্রমজীবী শ্রেণীর রমণী) গৃহের দরজার সম্মুখে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় দেখিতে পাইয়া সেই ম্যানোলা রমণীর গৃহে লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু জানি না, তখন তাহার শরীর শ্রমজীবীর পরিচ্ছদে কেন আবৃত ছিল।

এই সংবাদ পাইয়া ফেলিসিয়ানার মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইল,—কোন বাগ্‌দত্তা তরুণী, পিতাকে কিংবা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া, গুরুতর আঘাতে আহত তাহার ভাবী পতিকে দেখিতে যাইতে পারে কি না। একজন সুশিক্ষিতা নব যুবতী কোন পুরুষমানুষকে তাহার পালঙ্কে বিবাহের পূর্ব্বে দেখিলে একটা ভয়ানক কেলেঙ্কারি হইবে না কি? যদিও রোগ-যন্ত্রণার পবিত্রতা রোগশয্যাকেও নিষ্কলঙ্ক করিয়া তুলিয়াছে, তথাপি কোনও অকলঙ্ক সতী কুমারীর পক্ষে ইহা কি বর্জ্জনীয় নহে? কিন্তু আন্দ্রে যদি মনে করে, আমি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি—আর সেই দুঃখেই যদি তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেটাও বড় দুঃখের বিষয় হইবে। ফেলিসিয়ানা বলিল:—"বাবা, বেচারী আন্দ্রেকে আমাদের একবার দেখ্‌তে যাওয়া উচিত।"

তাহার সদাশয় পিতা উত্তর করিলেন:—

"আমি এতে খুব রাজি। আমিও তোকে এই প্রস্তাব কর্‌তে যাচ্ছিলাম।"

৮

আন্দ্রের দৈহিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ হওয়ায় এবং মিলিতোনার অবিশ্রান্ত সেবা-শুশ্রূষায় আন্দ্রের শরীর শীঘ্রই আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইল। এখন আন্দ্রে কথা কহিতে পারে, একটু উঠিয়া বসিতেও পারে। সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থা আবার অনুভব করিতে লাগিল। বড়ই মুস্কিল,—অবস্থাটা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

আন্দ্রে ঠিক অনুমান করিয়াছিল যে, তাহার অন্তর্ধানে ফেলিসিয়ানা, ডন্-জেরোনিমো এবং তাহার বন্ধুবান্ধবেরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন—এবং এই উদ্বেগ নিবারণের জন্য সে এখন কোন চেষ্টা করিতেছে না বলিয়া, মনে মনে আপনাকে তিরস্কার করিল। তথাপি, সে যে একজন সুন্দরী তরুণীর কক্ষে রহিয়াছে, সেই তরুণীর জন্যই সে ছোরার আঘাতে আহত হইয়াছে, এই সব কথা তাহার 'নব্যাকে' বলিতে বড় একটা গা করিল না। এ কথা কবুল করা বড়ই শক্ত, অথচ কবুল না করাও অসম্ভব।

আন্দ্রে প্রথমে যখন এই কপাল-ঠোকা কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন উহা এতদূর গড়াইবে বলিয়া মনে করে নাই। সে মনে করিয়াছিল, একজন নগণ্য বালিকার সঙ্গে গোপনে প্রেম করা—এ ত অতি তুচ্ছ লঘু ব্যাপার। কিন্তু মিলিতোনার সেবাপরতা, আত্মোৎসর্গ ও সাহস মিলিতোনাকে আর এক পংক্তিতে স্থাপন করিয়াছে। যখন মিলিতোনা জানিতে পারিবে যে, আন্দ্রে পূর্ব্বেই আর এক রমণীর সহিত বাগ্‌বদ্ধ, তখন সে কি বলিবে? ফেলিসিয়ানা রাগ করিবে; ইহা অপেক্ষা মিলিতোনা কষ্ট পাইবে, এই কথাই আন্দ্রের মনে বেশি জাগিতেছিল। ফেলিসিয়ানার নিকট ইহা একটা অযোগ্য শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ কাজ বৈ আর কিছুই নয়—কিন্তু মিলিতোনার পক্ষে ইহা দারুণ নৈরাশ্য। মহা বিপদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও মহত্ত্বের সহিত যদি এই প্রেমের কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহাই কি তাহার পুরস্কার হইবে? জুয়াঙ্কো আবার যদি

আসিয়া মিলিতোনাকে আক্রমণ করে—তাহার উপর জোর জবর্দস্তি করে, তাহা হইলে আমায় কি তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে না?

আন্দ্রে মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার যুক্তি করিতে লাগিল; এবং এইরূপ চিন্তা করিবার সময়, মিলিতোনার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিল। মিলিতোনা জানালার ধারে বসিয়া সূচিকর্ম্ম করিতেছিল। কষ্টের প্রথম মুহূর্ত্তগুলা কাটিয়া গেলেই, সে আবার নিত্য-নিয়মিত জীবিকানির্ব্বাহের শ্রমসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। একটি ঈষদুষ্ণ নির্ম্মল আলোক-কিরণ মাতার স্নেহ-আদরের ন্যায় তাহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এবং সেই আলোক-কিরণের ঈষৎনীলাভ মৃদুকম্পন মিলিতোনার কেশ-বন্ধনের ফিতাগুলার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। তাহার সেই প্রচুর কুন্তলরাশি মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে জড়ান ছিল। কর্ণমূলের উপর বিন্যস্ত একটি লাল-রঙের গোলাপ ঐ কৃষ্ণবর্ণকে আরো যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। সবশুদ্ধ মিলিতোনাকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহাতে আবার নীল আকাশের একটি কোণ, যাহার উপর টবে-রক্ষিত পত্রপুষ্পের রেখাবয়ব অঙ্কিত ছিল,—সেই নীল আকাশের কোণটি যেন তাহার সুন্দর মুখচিত্রের পশ্চাদ্ভূমি-স্বরূপ হইয়াছিল। ঝিল্লী ও বাবুই পাখী পালা করিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছিল, টবের সুরভি পত্রপুষ্পের সৌরভে পরিষিক্ত হইয়া সুমন্দ গন্ধবহ ঘরের ভিতর একটা মৃদুমন্দ সুগন্ধ বহিয়া আনিতেছিল।

ঘরের ভিতরকার সাদা দেয়াল, ছ্যাবড়া রং করা কতকগুলি জন-প্রিয় খোদাই ছবিতে বিভূষিত। ঘর আলো করিয়া মিলিতোনা ঘরে থাকায় ঘরের একটা অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছিল। ইহাই আন্দ্রেকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই অকলুষ দৈন্য, এই কুমারী-সুলভ নগ্নতায় আন্দ্রের অন্তঃকরণ পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। নির্দ্দোষ ও গর্ব্বিত দারিদ্র্যের মধ্যে একটা কবিত্ব আছে। একজন সুন্দরী ললনার জন্য কত অল্প জিনিসই দরকার!

এই সাদাসিধা ঘরটির সহিত ফেলিসিয়ানার আড়ম্বর-দস্তর কাম্‌রা ও খারাপ রুচির তুলনা করিয়া ফেলিসিয়ানার কাম্‌রার দেয়াল-ঘড়ি, পর্দ্দাগুলা, ছোট ছোট মূর্ত্তি ও কাচের ছোট ছোট কুকুরগুলা আন্দ্রের নিকট আরো বেশি হাস্যজনক বলিয়া মনে হইল।

এই সময় রাস্তায় একটা টিং টিং টুং টাং শব্দ শোনা গেল।

মিলিতোনা হাতের শিল্প-কাজটা টেবিলের উপর রাখিয়া সহর্ষে বলিল:—এই যে আমার প্রাতর্ভোজনের খাদ্য-সামগ্রী এল বুঝি। আমি নীচে নেমে যাই—আসবার পথে ওদের আটকাতে হবে। আজ একটা বড় পাত্রে খাবারগুলা নিতে হবে—কেননা, আজ আমরা দু'জন। আর ডাক্তারও তোমাকে কিছু খেতে বলে' গেছেন।

আন্দ্রে একটু মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল:—"আমার মত অতিথির উদর পূরণ করা তোমার পক্ষে শক্ত হবে না।"

—"ও কি কথা! 'খেতে খেতেই ক্ষিদে হয়' —বিশেষতঃ, যদি রুটিটা সাদা হয় আর দুধটা খাঁটি হয়; যে লোকটা আমাকে এ সব জিনিসের যোগান দেয়, সে আমাকে কখ্‌খনো ঠকায় না।"

এই কথাগুলি বলিয়া মিলিতোনা একটা পুরাতন গীতের একটা চরণ গুন্‌গুন্ স্বরে গাহিতে গাহিতে অন্তর্হিত হইল। কয়েক মিনিট পরে আবার ফিরিয়া আসিল। গাল দুটি লাল হইয়াছে, আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো সিঁড়ির ধাপ দিয়া আরোহণ করায় নিশ্বাস খুব জোরে পড়িতেছে—হাতের তেলোর উপর সফেন দুগ্ধে পূর্ণ একটা বাসন ধরিয়া আছে।

—"আশা করি, আপনাকে আমি অনেকক্ষণ একলা রেখে যাই নি, মহাশয়। ৮০টা ধাপ দিয়ে নামা—বিশেষতঃ ওঠা।"

—"তুমি পাখীর মত চটুল চট্‌পটে। এই কালো সিঁড়িটা দেখ্‌ছি এখানে স্বর্গের সিঁড়ি হয়ে দাঁড়াবে।"

একটা হেঁয়ালি ভাবিয়া নিতান্ত সরলভাবে মিলিতোনা জিজ্ঞাসা করিল:—

—"কেন?"—ঠিক সেই সময় মিলিতোনা দুধের দুই ভাগ করিয়া সবেমাত্র রাখিয়া দিয়াছে। আন্দ্রে তাহার একটি হাত আপন ঠোঁটের দিকে টানিয়া লইয়া উত্তর করিল:—

—"কারণ ঐ সিঁড়ি দিয়ে একজন দেবী নেমে গিয়েছিলেন।"

—"প্রশংসা থাক্, এখন দুধটুকু আর এই রুটিটা

খান দিকি মশায়, এর পর আর যখন কিছু পাবেন, তখন আমাকে বোধ হয় স্বর্গের রাণী বলে' ডাক্‌বেন।" এই কথা বলিয়া মিলিতোনা একটা শাম্‌লা রঙের সুস্বাদু চ্যাপ্টা ও নিরেট পাঁউরুটির চতুর্থ অংশে একটা শাম্‌লা পেয়ালা অর্দ্ধেক ভরিয়া সেই রঙের পিয়ালাটা আন্দ্রের সম্মুখে বাড়াইয়া ধরিল। রুটিটা স্পেনীয় ধরণের,—খুব ধব্‌ধবে সাদা।

"আহা! বড় রোগা হয়ে গেছ; তুমি যখন সামান্য লোকের পোষাক পরেছ, তখন তাদের মত তোমাকে আহারও কর্‌তে হবে। তা-হ'লে তোমার ছদ্মবেশটা পূরাপূরি রকমই হবে।"

এই বলিয়া মিলিতোনা পেয়ালার উপরিভাগে দুধের যে ফেণা উঠিয়াছিল, তাহার উপর ফুঁ দিতে দিতে এক এক ঢোঁক্ দুগ্ধ পান করিতে লাগিল। তাহার টুক্‌টুকে ঠোঁটের উপর দুগ্ধের একটা সুন্দর সাদা রেখা পড়িয়া গেল।

মিলিতোনা বলিল :—

—"ভাল কথা,—এখন ত তুমি কথা কইতে পার্‌চ, এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি। তোমাকে প্রথমে যখন সেই ষাঁড়ের সার্কাসে দেখেছিলাম, তখন তোমার গায়ে একটা সুন্দর লম্বা কোর্ত্তা ছিল, তুমি সেই সময়ে প্যারিসের হাল-ফ্যাসানী পোষাক পরে' ছিলে; কিন্তু যখন তোমাকে আমরা আমার দরজার সম্মুখে দেখ্‌লাম, তখন তোমার গায়ে শ্রমজীবীর পোষাক ছিল। কখন্ না জানি তুমি এই রকম ছদ্মবেশ করলে? যদিও বহির্জগতের সঙ্গে আমার বেশি পরিচয় নেই, তবু আমার বিশ্বাস, তোমাকে যে পোষাকে প্রথমে দেখেছিলাম, সেই পোষাকটাই তোমার আসল পোষাক। তোমার হাতদুটি ছোট ছোট ও সাদা; এতেই প্রমাণ হচ্চে, তোমায় কখন খেটে খেতে হয় নি।"

—"মিলিতোনা, তুমি ঠিক বলেছ; তোমাকে আবার একবার আমি দেখ্‌ব,—আর তুমি কোন বিপদে না পড়, এই মনে করেই পোষাক পরেছিলুম। আমি যে কাপড় সচরাচর পরি, সে কাপড় দেখ্‌লে শীঘ্রই এ অঞ্চলের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ত। তাই এই কাপড় পরে' আমি জনতার মধ্যে ছায়ার মত মিশে গিয়াছিলাম। ঈর্ষ্যার দৃষ্টিতে না দেখ্‌লে আমাকে কেহই চিন্‌তে পার্‌ত না।"

লজ্জায় মিলিতোনার মুখ একটু লাল হইয়া উঠিল—মিলিতোনা আবার বলিল :—

—"ঈর্ষ্যার দৃষ্টি শুধু নয়, প্রেমের দৃষ্টিও বটে। তোমার ছদ্মবেশ আমাকে এক মিনিটের জন্যও ঠকাতে পারে নি। আমি মনে করেছিলাম, তোমাকে যে আমি সার্কাসে আমার সঙ্গে কথা কইতে বারণ করেছিলাম, তাতেই তুমি একেবারে থেমে যাবে। তখন আমি তাই চেয়েছিলাম বটে, কেননা, যা পরে ঘট্‌বে, তা আগে থাক্‌তেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছিলাম। কিন্তু তবু তুমি যে অতটা আমার কথায় বাধ্য হবে, সে জন্যও আমি দুঃখিত হয়েছিলাম।"

—"সেই ভয়ঙ্কর জুয়াঙ্কো সম্বন্ধে আমি যদি তোমাকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তা-হ'লে বল্‌বে কি?"

মিলিতোনার নেত্র অবোধ সরলতার আলোকে আলোকিত—তাহার ললাট আন্তরিকতার জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল—মিলিতোনা আন্দ্রের দিকে ফিরিয়া উত্তর করিল :—

—"উঁচানো ছোরার মুখে, আমি কি তোমাকে বলি নি,—আমি তোমাকে ভালবাসি? ও সবের উত্তর আমি কি তোমাকে আগেই দিই নি?"

জুয়াঙ্কোর সহিত মিলিতোনার গুপ্ত-প্রণয় সম্বন্ধে আন্দ্রের যাহা কিছু সন্দেহ ছিল, সমস্তই বাষ্পের মত উবিয়া গেল।

—"তা-ছাড়া, যদি তোমার শুনতে ভাল লাগে, তা-হ'লে দুই-চার কথায় আমার ও জুয়াঙ্কোর ইতিহাস তোমাকে আমি বল্‌ব। প্রথমে আমার নিজের কথা থেকে আরম্ভ করা যাক্। আমার পিতা সামান্য একজন সৈনিক; গরোয়া-যুদ্ধের সময়, এক দলের পক্ষ নিয়ে, যুদ্ধে বীরের মত নিহত হন। কোনও সঙ্কীর্ণ গিরি-কণ্ঠে এই যুদ্ধ না হয়ে, যদি একটা প্রসিদ্ধ বড় যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধটা হ'ত, তা-হ'লে কবিরা নিশ্চয়ই তাঁর বীরত্ব কীর্ত্তন কর্‌ত। আমার মা আমার পিতার বিয়োগে আর অধিক দিন বাঁচলেন না। ১৩ বৎসর বয়সে আমি অনাথা হলেম। তখন থেকে আল্‌দঙ্গা ছাড়া আমার আর কোন আত্মীয় রইল না। তবে, আমার অভাব খুব কমই ছিল;—জননী জন্মভূমি স্পেন—যিনি সূর্য্য দিয়ে, আলো দিয়ে তাঁর সন্তানদের পোষণ

করেন, তাঁর স্নেহপূর্ণ আকাশের তলে, আমি হাতের কাজ করে' জীবিকানির্ব্বাহ করতে লাগলেম। আমার সব চেয়ে বেশি অর্থব্যয় হ'ত, প্রতি সোমবারে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে যাওয়ার দরুণ; আর, সচরাচর ভদ্র-মহিলাদের মত আমাদের ত আর পাঠাগার নেই, পিয়ানো নেই, থিয়েটার নেই, সন্ধ্যা-সম্মিলনী নেই; আমাদের ভাল লাগে শুধু সাদাসিধা ধরণের তামাসা, জমকালো ধরণের তামাসা,—যেখানে মানুষের সাহস, প্রচণ্ড পাশব হিংস্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করতে দেখতে পাওয়া যায়। সেই তামাসার জায়গায় জুয়াঙ্কো আমাকে দেখিয়াছিল; আর আমাকে দেখে আমার উপর তার প্রচণ্ড-উগ্র, অন্ধকারময় একটা ভালবাসা পড়েছিল। তার পুরুষজনোচিত রূপলাবণ্য সত্ত্বেও, তার জাঁকালো ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ সত্ত্বেও, তার অতিমানবিক কীর্ত্তিকলাপ সত্ত্বেও, আমার মনে সে কখন কোন-কিছুর উদ্রেক করতে পারে নি⋯ যা কিছু সে করত, তাতে আমার মর্ম্মস্পর্শ করা দূরে থাক, তার উপর আমার বিরাগ আরও যেন বেড়ে যেত।

তবু, সে আমাকে এতটা ভালবাসত,—দেবতার মত পূজা করত যে, অনেক সময়, আমার মনে হ'ত, তার ভালবাসায় একটু সায় না দিলে, আমার অকৃতজ্ঞতা হবে। কিন্তু ভালবাসা ত আমাদের কাছে ইচ্ছাধীন নয়! ভগবানের যদি মর্জ্জি হয়, তখনই তিনি আমাদের কাছে ভালবাসা পাঠিয়ে দেন। জুয়াঙ্কো যখন দেখলে, আমি তাকে ভালবাসিনে, তখন তার মনে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ঈর্ষ্যার ভাব এসে পড়ল। সে সর্ব্বদা আমাকে ঘিরে থাকত, আমার উপর সর্ব্বদা নজর রাখত, আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করত, এবং সর্ব্বত্র নিজের মন-গড়া প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে বেড়াত। আমার চোখের উপর, আমার ঠোঁটের উপর, নিয়ত তার দৃষ্টি থাকত।

আমার একটা দৃষ্টিতে, একটা কথায়, সে ঝগড়া করবার একটা ওজর খুঁজে পেত। সে আমার চারিদিকে একটা বিজনতা গড়ে' তুলেছিল এবং এমন একটা বিভীষিকার গণ্ডীর মধ্যে আমাকে বদ্ধ করে' রেখেছিল যে, কেহ তাহা লঙ্ঘন করতে সাহস করত না।"

—"আশা করি, ঐ গণ্ডীটা আমি চিরকালের মত ভেঙ্গে দিয়েছি। কেননা, আমার মনে হয়, জুয়াঙ্কো এখন আর আসবে না।"

—"অন্ততঃ শীঘ্র আসবে না বটে; কারণ, যতদিন না তুমি সেরে উঠ, সে পুলিসের হাত থেকে এড়াবার জন্য পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে। কিন্তু সে যা হোক্, এখন বল দিকি, তুমি কে? এই কথা জিজ্ঞাসা করবার বোধ হয় সময় হয়েছে—হয় নি কি?"

—"আমার নাম হচ্ছে, সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে। আমার এতটা ধন-ঐশ্বর্য্য আছে যে, জীবিকার জন্য আমার কোন কাজ করা আবশ্যক হয় না, কারও উপর নির্ভর করতে হয় না।"

মিলিতোনা একটু উদ্বেগ ও কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল :—

—"বেশ রূপবতী, বেশ বেশ-ভূষায় ভূষিতা, বেশ ধনশালিনী তোমার কি কোন 'নব্যা' নাই?"

মিথ্যা কথা বলিতে আন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাও শক্ত; তাই আন্দ্রে অস্পষ্টভাবে একটা উত্তর দিল।

মিলিতোনা আর কিছু বেশি জেদ করিল না। কিন্তু তার মুখ একটু বিবর্ণ হইল, একটু চিন্তান্বিত হইয়া উঠিল।

"আমাকে একটা কলম আর একতক্তা কাগজ আনিয়ে দিতে পার কি? আমার কতকগুলি বন্ধুকে আমি লিখতে চাই। আমি হঠাৎ অন্তর্ধান করায় তাঁরা নিশ্চয়ই খুব উদ্বিগ্ন হয়েছেন। আমার বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলে' আমি তাঁদের আশ্বস্ত করতে চাই।"

তরুণী খোঁজ করিয়া কিয়ৎকাল পরে তার ডেক্‌সের দেরাজ হইতে একতক্তা পুরানো চিঠির কাগজ, একটা ট্যারা-বাঁকা কলম, একটা দোয়াত—যাহাতে কালি শুকাইয়া একেবারে কাই হইয়া গিয়াছে—আনিয়া দিল।

কাদার মত কালিতে দুই-চার ফোঁটা জল মিশাইয়া একটু তরল করিয়া লইয়া কাগজখানা কোলের উপর রাখিয়া ডন্-জেরোনিমোর নামে এই পত্রখানি লিখিল :—

"আমার অন্তর্ধানে উদ্বিগ্ন হবেন না; একটা দৈব দুর্ঘটনা—যার পরিণাম গুরুতর নহে—কিছু

কালের জন্য আমাকে এই গৃহে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে। ঐ দুর্ঘটনার পর আমাকে এই গৃহে উঠাইয়া আনা হয়। আশা করি, আর কিছু দিনের মধ্যেই, ফেলিসিয়ানার চরণ-তলে আমার প্রেমাঞ্জলি অর্পণ করিবার জন্য যাইতে পারিব। ইতি

"সাল্‌সেডো-র আন্দ্রে।"

একটু চাণক্যনীতি-দুষ্ট এই চিঠিখানায় বাড়ীর কোন ঠিকানা ছিল না, ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া কোন কথাই বলা হয় নাই, ঘটনাদির উপর পরে আবশ্যক-মত একটু রং-চং ফলাইবার অবকাশও রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। আন্দ্রে মনে করিল, ইহাতে একটু সময়ও পাওয়া যাইবে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর্গম-শিল্লা ও কোবারুয়েল্লার কৃপায় ডন্‌-জেরোনিমো আন্দ্রের সম্বন্ধে সমস্ত খবর যে পূর্ব্বেই পাইয়াছেন, এ কথা আন্দ্রে অবগত ছিল না।

আল্‌দঞ্জা মাসী চিঠিখানা লইয়া ডাকে দিতে গেল। আন্দ্রে এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, মধুর কবিত্বের উচ্ছ্বাসের প্রবাহে আপনাকে অবাধে ভাসাইয়া দিল। মিলিতোনার অধিষ্ঠানে এই দরিদ্র কক্ষটি আন্দ্রের চক্ষে অতুল ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

আন্দ্রে প্রকৃত প্রেমের সেই অপরিসীম আনন্দ, বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করিতে লাগিল—যাহা কোন প্রথাবদ্ধ সামাজিক ব্যবস্থা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না—যাহার ভিতর আত্মাভিমানের প্ররোচনা, প্রবঞ্চনা, পরচিত্ত-বিজয়ের গর্ব্ব, কল্পনার অলীক জল্পনা প্রবেশলাভ করিতে পারে না; সেই প্রেম যাহা যৌবন, সৌন্দর্য্য ও নির্দ্দোষ সরল হৃদয় এই স্বর্গীয় ত্রয়ীর যথাযোগ্য সামঞ্জস্য হইতে জন্মলাভ করে।

মিলিতোনা আন্দ্রের প্রতি স্বীয় ভালবাসা আন্দ্রের নিকট একেবারেই থপ্‌ করিয়া প্রকাশ করায়,—দুনিয়ার রমণীরা যেরূপ বিনাইয়া-বিনাইয়া মধুর কথায় ছয় মাস ধরিয়া স্বীয় প্রেম প্রণয়ীর নিকট ক্রমশঃ ব্যক্ত করে, এবং তজ্জনিত প্রেমের মধুর রস অল্পে অল্পে প্রণয়ী চাখিয়া চাখিয়া আস্বাদ করিতে পায়,—এ ক্ষেত্রে আন্দ্রে সেই মধুর রসপানে বঞ্চিত হইল। কিন্তু মিলিতোনা যে দুনিয়ার রমণী নহে। সে তাহার হৃদয়ের ভাব একেবারেই প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে।

ডন্‌-জেরোনিমো আন্দ্রের পত্র পাইয়া ঐ পত্র-খানা তাঁহার দুহিতার নিকট লইয়া গেলেন এবং মহা উৎফুল্লভাবে বলিলেন :—

"এই লও ফেলিসিয়ানা, তোমার ভাবী পতির কাছ থেকে পত্র এসেছে—"

৯

ফেলিসিয়ানার পিতা ফেলিসিয়ানার হাতে যে পত্রখানি দিলেন, ফেলিসিয়ানা তাহা নিতান্ত অবজ্ঞার সহিত গ্রহণ করিল। কাগজের কোথাও একটু চেক্‌নাই দেখিতে না পাইয়া বলিল :—

"চিঠিতে লেকাফা নাই, শুধু একটা গালার টিপ দিয়া বন্ধ করা। ভদ্র আচরণের খুবই বিরুদ্ধ! কিন্তু যেরূপ অবস্থায় পড়েছে, তাতে একটু-আধটু ক্ষমা করা উচিত। বেচারা আন্দ্রে! কি? একটা ভাল গালার কাঠিও নেই? বড়ই দুর্ভাগ্য বল্‌তে হবে।" চিঠিটা পড়া হইয়া গেলে প্রান্তোর একটি সম্ভ্রান্ত যুবককে কথায়-কথায় বলিলেন, "এ-রকম বিশ্রী কাগজ কেহ কখন মনে ধারণা কর্‌তেও পারে কি, Sir Edwards?"

আন্দ্রের অনুপস্থিতি-কালে এই ভদ্র যুবকটি ফেলিসিয়ানার গৃহে বেশ একটু পসার জমাইয়া লইয়াছিল। দ্বীপ-গণ্ডী-বদ্ধ ইংরাজটি অবজ্ঞাসূচক চাপা হাসি হাসিয়া অতি কষ্টে স্পেনীয় ভাষায় বলিল :—

"অষ্ট্রেলিয়ার বুনো লোকেরাও ওর চেয়ে ভাল কাগজ তৈরী করতে পারে। এটা শিল্পের নিতান্ত শৈশবাবস্থার নমুনা। লণ্ডনে এই কাগজে চর্ব্বির বাতিও কেউ মুড়বে না।"

ফেলিসিয়ানা বলিল :—"Sir Edwards, আপনি ইংরেজী বলুন, আপনি ত জানেন, আমি ইংরেজী বুঝতে পারি।"

—"না, আপনার যে ভাষা, সেই স্পেনীয় ভাষা-টাই আমি ভাল করে' শিখতে চাই।"

এই রসিকজন-সুলভ চাটুবচনে ফেলিসিয়ানার ঠোঁটে একটু হাসির রেখা দেখা দিল। বস্তুতঃ এই ইংরাজ যুবকের কথাবার্ত্তা ফেলিসিয়ানার বড় ভাল লাগে। বেশ-পারিপাট্য ও সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে ফেলিসিয়ানার মনে যে একটা উচ্চ-আদর্শ ছিল, আন্দ্রে অপেক্ষা ইংরাজ যুবকটি তাহা বেশি হৃদয়ঙ্গম

করিতে পারিয়াছিল। যুবকটি খুব শিষ্ট না হইলেও খুব সভ্যভব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা কিছু ইনি পরিধান করিতেন, তাহা খুব হাল-ফ্যাসানের ও খুব উৎকৃষ্ট। তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছদ উদ্ভাবকের নূতন উদ্ভাবনা অনুসারে প্রস্তুত করা এবং ঐ পরিচ্ছদের পেটেণ্ট করা কাপড়—জল ও আগুনের দুষ্প্রবেশ্য। তাঁহার কলম-কাটা ছুরি—একাধারে ক্ষুর, কর্ক-স্ক্রু, চামচে, কাঁটা ও জলপানের গেলাস। তাঁহার চকমকির বাক্‌স, মোমবাতি, দোয়াত, সিল-মোহর ও গালার কাঠি প্রভৃতিতে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার ছড়িকে চৌকি করা যায়, ছাতা করা যায়, তাঁবুর খোঁটা করা যায়, এবং আবশ্যক হইলে ডোঙাও করা যায়। শ্বেতদ্বীপের বিশ্বাসঘাতক সন্তানেরা, খোপ-খোপ-করা অসংখ্য বাক্‌সের মধ্যে পূরিয়া এইরূপ আরও অনেক নবোদ্ভাবিত জিনিস সুমেরু হইতে বিষুবরেখা পর্য্যন্ত বহন করে।

উহারা ঘোর সংসারী লোক; জীবন ধারণের জন্য উহাদের বিস্তর সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি দরকার হয়।

যদি ফেলিসিয়ানা লর্ড যুবকটির প্রসাধনের টেবিলটা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে একেবারেই বশীভূত হইয়া পড়িত। তাহার যে সব ভীতিজনক অদ্ভুত আকারের বাক্‌স ছিল, সেরূপ আকারের বাক্‌স, অস্ত্রচিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, পায়ের কড়াছেদক চিকিৎসকদের বাক্‌স সমস্ত একত্র করিলেও মেলে না। আন্দ্রে বড় লোকের মত জীবন-যাপনের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সেই উচ্চ আদর্শের কাছ দিয়াও যাইতে পারে নাই।

"বাবা, যদি আমরা আন্দ্রেকে দেখতে যাই, তা-হ'লে Sir Edwards আমাদের সঙ্গে থাক্‌বেন। তা-হ'লে আমাদের দেখা করাটা ততটা সামাজিক বলে' মনে হবে না। কারণ, আমি তার বাগ্‌দত্তা হ'লেও একজন যুবাপুরুষকে দেখতে যাওয়া আমার পক্ষে সমাজ-বিরুদ্ধ কাজ।"

কন্যার এই কথায় সামাজিক আব্রু-রক্ষার একটু বাড়াবাড়ি দেখিয়া, খেরোনিমো উত্তর করিলেন:—"তোর যদি মনে হয়, আন্দ্রেকে দেখতে যাওয়া তোর পক্ষে দস্তুরমত কাজ হবে না, তা-হ'লে আমি বরং একলাই যাব, আর আন্দ্রের ঠিক খবরাখবর সমস্তই তোকে এসে বল্‌ব।"

ফেলিসিয়ানা আবার বলিল—"যাকে ভালবাসা যায়, তার জন্য কিছু আত্মত্যাগ করা আবশ্যক।"

ফেলিসিয়ানা যতই সুশিক্ষিতা হোক্ না কেন, তবু ত সে নারী। আন্দ্রের উপর তেমন কিছু ভালবাসা না থাকিলেও, একজন শিল্পকারী রমণী—যাকে সবাই সুন্দরী বলে, সেই রমণীর গৃহে আন্দ্রেকে দেখিতে যাইবে মনে করিয়া তাহার চিত্ত খুবই বিচলিত হইয়াছিল। তাই সে আন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার সম্বন্ধে আর কোন আপত্তি তুলিল না। কোন নারীর হৃদয় যতই শুষ্ক হোক্ না, তাহার ভিতর এমন একটা তন্তু থাকে, যাহা আত্মাভিমান ও ঈর্ষ্যার স্পর্শে আবার স্পন্দিত হইয়া উঠে।

ফেলিসিয়ানা, কে জানে কেন খুব আড়ম্বরের সহিত জাঁকালো রকমের সাজগোজ করিল। এই সব সাজ-সজ্জার উদ্যোগ-উদ্যম নিতান্ত অস্থানে প্রযুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। অতটা করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটা যুঝাযুঝি হইবে অনুমান করিয়া ফেলিসিয়ানা তাহার কাপড়ের আলমারী হইতে সেরা সেরা কাপড় বাহির করিয়া মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আপনাকে বর্ম্মাবৃত ও সুসজ্জিত করিল। একজন সামান্য শিল্পজীবী রমণীর দ্বারা সে পরাভূত হইবে, এ কথা তাহার মনে হয় নাই—ফেলিসিয়ানা মনে করিয়াছিলেন, এইরূপ জাঁকালো সাজ-সজ্জা দেখিয়া আন্দ্রে বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে। আন্দ্রের হৃদয়ও তাহার প্রতি আরও সহজেই আকৃষ্ট হইবে।

ফেলিসিয়ানার সাজ-সজ্জা দেখিলে দুনিয়ার দর্জ্জিনী ও পরিচারিকারা নিশ্চয়ই বলিয়া উঠিত:—"আহা! আহা! ঠাকরুণ, আপনাকে কি সুন্দরই দেখাচ্ছে!"

ফেলিসিয়ানা তাহার বড় আয়নায় একবার শেষ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিল এবং সন্তোষসূচক মৃদু মধুর হাসির রেখা তাহার ওষ্ঠাধরে ফুটিয়া উঠিল। পরিচ্ছদ-সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রাদিতে পরিচ্ছদের যে হাল-ফ্যাসানের ছবি থাকে, ফেলিসিয়ানার পরিচ্ছদ হুবহু তাহার অনুরূপ হইয়াছিল,তাহা হইতে একটুও তফাৎ হয় নাই।

Sir Edwards ও হাল-ফ্যাসানের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, ফেলিসিয়ানাকে স্বকীয় বাহু-অবলম্বন দিলেন।

"তুমি আমার বাড়ীতে আছ, আমি তোমাকে তাড়িয়ে দেব না—তাড়িয়ে দিতে পারিও না। কিন্তু তোমার অপমান-সূচক বাক্যগুলা আর গৃহকর্ত্রীর ধৈর্য্য—এই দু'য়ের মধ্যে ত একটা সীমা-রেখা আছে।"

মিলিতোনার সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া, ফেলিসিয়ানা একটু থতমত খাইয়া গেল। সে তাহার ছাতার হস্তিদন্তের প্রান্তভাগ দিয়া, স্বকীয় বুট-জুতার অগ্রভাগের উপর পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিল।

তাহার পর একটা নিস্তব্ধতা আসিল।

ডন্-জেরোনিমো তাঁহার নস্যদানীর কোণ হইতে এক টিপ পীত নস্য উঠাইয়া লইয়া, সন্তোষের ভঙ্গী-সহকারে স্বকীয় বয়স-সমুচিত স্বকীয় নমস্য নাসিকায় সযত্নে গুঁজিয়া দিয়া সুখের সেকালের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

Sir Edwards কোনরূপ "ধরা-ছোঁয়া" না দিবার অভিপ্রায়ে, ফেলিসিয়ানার হতবুদ্ধি হইবার ভাবটা এমন হুবহু নকল করিয়াছিল, যেন এ ভাবটা তাহার বাস্তবিকই নিজের। আল্দঙ্গা মাসীর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়াছে। ঠোঁট ঝুলিয়া পড়িয়াছে; ফেলিসিয়ানার জমকালো সাজ-সজ্জা সে মুগ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিতেছে। আসমানি নীল, পীত, গোলাপী, সবুজ এই সব মিশ্র রং-এর ঘটা দেখিয়া বৃদ্ধার তাক্ লাগিয়া গিয়াছে। সে হাঁ করিয়া তাহাই দেখিতেছে। এরূপ জমকালো পরিচ্ছদ সে ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

আর আন্দ্রের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর, আশ্রয়-দানের জন্য যেন সে সদা প্রস্তত—তাহার সুদীর্ঘ প্রেমের দৃষ্টি মিলিতোনাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। মিলিতোনা তখন কক্ষের অপর প্রান্তে থাকিয়া সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিল। আন্দ্রে ভাবিতে-ছিল, ফেলিসিয়ানা আসলে যে রকম, তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া ফেলিসিয়ানাকে বিবাহ করিবার কথা তাহার মাথায় কেন যে আসিয়াছিল—ইহাই আশ্চর্য্য। এই নারী-রত্ন বোর্ডিং-স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ও কাপড়ের দোকানদার—এই উভয়ের হাতে-গড়া জিনিস বৈ আর কিছুই নহে।

এদিকে মিলিতোনা মনে মনে ভাবিতেছিল :—

"এ ভারি অদ্ভুত! আমি যে কাউকেই কখন বিষ-দৃষ্টিতে দেখি নি, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটি আমার ঘরে যখনই প্রথমে পদক্ষেপ করেছে, তখন থেকেই—একজন অজ্ঞাত শত্রু কাছে এলে যে রকম হয়—আমার বুকে সেই রকম একটা কাঁপুনি উপস্থিত হয়েছে। আমার কিসের ভয়? আমি বেশ জানি, আন্দ্রে একে ভালবাসে না। আন্দ্রের চোখ দেখেই আমি তা বুঝ্তে পেরেছি। স্ত্রীলোকটা দেখ্তে সুশ্রী নয়,—আর অতি নির্ব্বোধ। তা নৈলে কি, একজন গরীবের বাড়ীতে, একজন রোগীকে দেখ্তে এ রকম সাজ-সজ্জা করে' আসে? আস্‌মানি নীল রঙের গাউন, তার উপর সবুজ রঙের খাটো বহির্বাস—রুচিবোধের কতটা অভাব! এই রকম ঢ্যাঙ্গা মেয়েমানুষকে আমি দু'চক্ষে দেখ্তে পারিনে...... এখানে কি কর্‌তে এসেছে? ওর নব্যকে (ভাবীপতি) ধর্‌তে এসেছে? এ নিশ্চয়ই কোন একজন বাগ্‌দত্তা রমণী। আন্দ্রে ত আমাকে এ কথা পূর্ব্বে বলে নি... যদি আন্দ্রে একে বিয়ে করে, তা হ'লে আমার বড় কষ্ট হবে! কিন্তু আন্দ্রে একে বিয়ে কর্‌বে না—তা অসম্ভব। এর চুল বিশ্রী কটা; ওর গালে এক-একটা লাল রঙের পোঁচ। আন্দ্রে আমাকে বলেছে, সে কালো চুল ছাড়া আর কোন চুল ভালবাসে না—আর সে গালের সমান রকম রং ভালবাসে।"

পক্ষান্তরে, ফেলিসিয়ানাও ঐ ধরণের কথা মনে মনে ভাবিতেছিল। কোন একটা খুঁৎ বাহির করিবার জন্য ফেলিসিয়ানা, মিলিতোনার রূপ-লাবণ্যের বিশ্লেষণ করিতেছিল। কোন খুঁৎ পাইল না বলিয়া তাহার বড় আপশোষ হইল। কবিদের ন্যায় রমণীরাও তাদের আসল মূল্য, তাদের প্রকৃত শক্তি বেশ জানে, কিন্তু কখন তাহা স্বীকার করে না। মিলিতোনার বদ্ মেজাজটা আরও বৃদ্ধি পাইল, এবং বেশ একটু কর্কশস্বরে বেচারা আন্দ্রেকে এই কথাগুলা বলিল :—

"যদি তোমায় ডাক্তার কথা কইতে বারণ করে' থাকে, তা হ'লে তোমার দুর্ঘটনার সমস্ত বিবরণ আমাদের কাছে খুলে বল; কারণ, আমরা যা জান্‌তে পেরেছি, তা একটু ঘোলাটে রকমের, তেমন স্পষ্ট নয়।"

ইংরেজ বলিল :—

—"হাঁ হাঁ—তোমার ঔপন্যাসিক ঘটনার বিবরণটা বল্‌তে চেষ্টা কর।"

জেরোনিমো পিতৃবৎ বাৎসল্যসহকারে এই কথায় বাধা দিয়ে বলিলেন :—

—"তোমরা ওকে কথা কওয়াতে চাচ্চ, কিন্তু দেখ্‌ছ না এখন কতটা দুর্ব্বল !"

—"ওতে উনি বেশী কিছু শ্রান্ত হবেন না, আর আবশ্যক হ'লে শ্রীমতী ওঁকে সাহায্য করবেন। শ্রীমতী ত সমস্ত ঘটনাই জানেন।"

এই সব কথার পর, মিলিতোনা উহাদের নিকটে আসিল।

আন্দ্রে বলিল :—

"আমার মাথায় একটা খেয়াল চাপ্‌লো যে, আমি শিল্পজীবীর ছদ্মবেশে সহরের পুরাতন অঞ্চলটা একবার ঘুরে আসি, আর ইতর-সাধারণের শুঁড়ী-খানা ও নাট্যশালার সজীব ভাবখানা একটু উপভোগ করে' আসি। কারণ, ফেলিসিয়ানা, তুমি ত জানই, সভ্যতার উপর আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকলেও আমি পুরানো স্পেনীয় আচার-ব্যবহার ভালবাসি। তার পর এই রাস্তা দিয়ে যখন আস্‌ছিলেম, একজন গোমসামুখো সেরিনেড্‌-গায়কের সঙ্গে দেখা হ'ল; সে একটা ছুতো করে' আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া বাধিয়ে দিলে; তার সঙ্গে আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধ হ'ল, সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ন্যায়নিয়মানুসারে, আমাকে ছোরার আঘাতে সে আহত করলে। আমি সেই আঘাতে ধরাশায়ী হলেম। শ্রীমতী তাঁর বাড়ীর দরজার সাম্‌নে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন।"

—"কিন্তু তুমি এ বেশ জানো আন্দ্রে, এই ঘটনাটা খুব ঔপন্যাসিক ধরণের, এবং ওতে একটু কবিত্বের রং চড়ালে, দিব্যি একটা করুণ-রসাত্মক বিষয় হয়ে উঠ্‌বে। একজন সুন্দরীর গৃহ-গবাক্ষের নীচে দুই ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বীর পরস্পর সাক্ষাৎকার ঘটল......" এই কথা বলিয়া, ফেলিসিয়ানা মিলিতোনার দিকে তাকাইয়া একটা দুষ্টামির কাষ্ঠ হাসি হাসিল..."ওরা পরস্পরের মাথায় "গিতার" ভাঙ্গে, তার পর মুখের উপর ক্রুশ-চিহ্ন অঙ্কিত করে,—এই দৃশ্যটা যদি কাঠের উপর খুদে' উপন্যাসের গোড়ায় দেওয়া হয়, তা হ'লে খুব চটক্‌দার হবে।"

মিলিতোনা গম্ভীরভাবে বলিল :—

—"দেখুন, আর দুই আঙুল নীচে হলেই, ছোরার ফলাটা হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করত।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু যা চিরকাল হয়ে আস্‌ছে—এই সব ছোরা একটু পিছলে গিয়ে শুধু একটা সুন্দর আঁচড় কেটেই ক্ষান্ত হয়—"

তরুণী উত্তর করিল—"আর যাই হোক্‌, আপনার দেখ্‌ছি এই আঘাত সম্বন্ধে বড় একটা দরদ নেই।"

—"আমার সম্মানরক্ষার জন্য ত এই আঘাতটা পাওয়া হয় নি; তাই তোমার এতে যতটা দরদ হবে, আমার তা হবে না। তবু দেখ, আমি তোমার আহতকে দেখ্‌তে এসেছি। তুমি যদি ইচ্ছে কর, আমরা দু'জনে পালা করে' আহতের শুশ্রূষা করব। সে বেশ হবে।"

মিলিতোনা উত্তর করিল—"এ পর্য্যন্ত আমি একলাই ওঁর শুশ্রূষা করেছি—এখনও করব।"

—"তোমার পাশে, আমাকে লোকে একটু উদাসীন বলে' ঠাওরাতে পারে। কিন্তু একজন পুরুষকে রাস্তা থেকে তুলে নিজের বাড়ীতে আনা—এমন কি, বুকে একটা সামান্য আঁচড় লাগার জন্যও আনা—আমার মতে শিষ্টাচার নয়।"

—"লোকনিন্দার ভয়ে আপনি কি অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ওঁকে রাস্তায় ফেলে আস্‌তে পার্‌তেন ?"

—"সবাই ত তোমার মত স্বাধীন নয় ? তাদের ঘর-সংসার সাম্‌লাতে হয়; গেরস্তের মত থাক্‌তে হয়। যাদের একটু মানমর্য্যাদা আছে, তারা সহজে তা হারাতে চায় না।"

মিলন-কামী জেরোনিমো বলিলেন :—

—"না না, ফেলিসিয়ানা, তুমি যে সব কথা বল্‌চ, তাতে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব দেখ্‌ছি; তুমি অনর্থক রাগ কর্‌চ। ও-সমস্তই আকস্মিক ঘটনা। এই দুর্ঘটনাটার পূর্ব্বে আন্দ্রে শ্রীমতীকে কখন দেখে নি। মিছামিছি ওর উপর তুমি সন্দেহ করো না।"

পিতার কথায় দৃক্‌পাত না করিয়া ফেলিসিয়ানা বিরক্তিভাবে আবার বলিল :—

—"বাগ্‌দত্তা রমণী ত উপপত্নী নয়।"

এই শেষ অপমান-সূচক বাক্যে, মিলিতোনার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইল। একটা তরল জ্যোতিতে তার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল, বুক ফুলিয়া উঠিল; বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইবার উপক্রম হইল। কিন্তু মিলিতোনা সামলাইয়া লইল। সে কোন উত্তর করিল না, কেবল ফেলিসিয়ানার প্রতি একটা অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

—"এসো বাবা, আমরা এখান থেকে চলে' যাই। এ স্থান আমাদের নয়। একজন পতিতার গৃহে আর আমি ক্ষণমাত্রও থাক্‌তে পার্‌ব না।"

আন্দ্রে মিলিতোনার হস্তধারণ করিয়া বলিল:—"ফেলিসিয়ানা, শুধু এই কারণেই যদি এখান থেকে তোমার' চলে যেতে হয়—তা হ'লে একটু সবুর কর। ডনা-ফেলিসিয়ানার সঙ্গে আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী মিলিতোনার পরিচয় করে' দিচ্চি। এখন বোধ হয়, এখানে একটু বিলম্ব করলে কোন ক্ষতি হবে না। আমার দ্বারা তোমার কোন অসুবিধা হ'লে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব।"

জেরোনিমো বলিয়া উঠিলেন:—"কি! আন্দ্রে তুমি বলছ কি? ১০ বৎসর থেকে তোমার সঙ্গে বিবাহ হবে বলে' ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে আছে! তুমি পাগল হ'লে না কি?"

আন্দ্রে বলিল:—"আমি বুঝেসুঝেই এই কথা বল্‌চি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি, আমি আপনার কন্যাকে কখনই সুখী কর্‌তে পার্‌ব না।"

আন্দ্রেই তাঁহার ভাবী জামাতা, এই ধারণা জেরোনিমোর মনে বহুদিন হইতে বদ্ধমূল হওয়ায়, তিনি আবার বলিলেন:—

"ও কি প্রলাপ বক্‌চ, কি সব আজ্‌গুবি কথা বল্‌চ! তোমার বোধ হয় অসুখ করেছে—তোমার জ্বর হয়েছে। তাই খেয়াল দেখ্‌চ।"

জেরোনিমোর আস্তিন টেনে ইংরেজ যুবক বলিল:—

—"মশায়! কোন চিন্তা নেই; জামাতার অভাব কি? আপনার কন্যা এমন রূপসী, এমন সুবেশী!"

জেরোনিমো আবার বলিলেন:—

—"ধন-ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে তোমাদের এমন মিল হয়েছিল......"

আন্দ্রে উত্তর করিল:—

"হৃদয়ের মিল অপেক্ষা ঐ মিলটাই বেশী হয়েছিল। আমার মনে হয় না, ডনা-ফেলিসিয়ানা আমাকে না পেলে বেশী কিছু কষ্ট অনুভব কর্‌বেন।"

ফেলিসিয়ানা উত্তর করিল:—

—"তুমি খুব বিনয়ী; আমার কষ্ট হবে না, তাই এখন মনে কর। আর কিছু না হোক্, তা হ'লে অনুতাপের হাত থেকে এড়াতে পার্‌বে। বিদায়, ঘরকন্না পেতে সুখী হও। শ্রীমতী, তোমাকে নমস্কার। এসো বাবা; Sir Edwards, আমাকে তোমার বাহু-অবলম্বন দেও।"

ইংরেজ যুবক এক বাহুর দ্বারা ফেলিসিয়ানার কটিদেশ বেশ শোভনভাবে বেষ্টন করিল এবং উভয়ে বুক ফুলাইয়া সগর্ব্বে বাহির হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডের দ্বীপ-গণ্ডীবদ্ধ দ্বৈপিক যুবকটির মুখ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। যে সকল আশা এত দিন ডানা মেলিতে পারে নাই, এই ঘটনায় সেই সব আশা তাহার চিত্ত-গগনে আসিয়া উদিত হইল। যাহার প্রেমানলে যুবকটির হৃদয় ভিতরে ভিতরে জ্বলিতেছিল, সেই ফেলিসিয়ানা এখন মুক্ত। সে মনে মনে ভাবিল, দীর্ঘকাল হইতে যে বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহা ভাঙ্গিয়া গেল! স্পেনের রমণীকে বিবাহ করা—সে ত আমার জীবনের স্বপ্ন! আর এমন এক স্পেনীয় ললনা যার চিত্ত আবেগময়, যার হৃদয় প্রেমানলে প্রজ্বলিত, আর যে,—আমার মনের মত চা তৈরী কর্‌তে পারে......Lord Byron-এর মতের সঙ্গে আমার খুব মেলে, উত্তর-য়ুরোপের পাণ্ডুমুখী সুন্দরীরা পিছনে পড়ে থাক্, আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আমি একজন ভারত কিংবা ইতালী কিংবা স্পেনের ললনাকে বিবাহ কর্‌ব—স্পেনদেশের ছোট ছোট মহাকাব্যের জন্য ও স্বাধীনতার যুদ্ধের জন্য, স্পেনের রমণীই আমার সব চেয়ে পছন্দ। আমি অনেক স্পেনের রমণী দেখেছি, যাদের হৃদয় প্রচণ্ড আবেগে পূর্ণ, কিন্তু তারা আমার প্রণালী অনুসারে চা তৈরী কর্‌তে পারে না। তারা নিয়মের এমন ব্যতিক্রম করে, যা দেখ্‌লে আঁৎকে উঠ্‌তে হয়। তা ছাড়া ফেলিসিয়ানা কেমন সুশিক্ষিতা। লণ্ডনে নৃত্যোৎসবে, নিমন্ত্রণ মজলিসে ফেলিসিয়ানা খুবই চটক্ লাগাতে পার্‌বে। কেউ বিশ্বাস কর্‌বে না, ফেলিসিয়ানা মাদ্রিদের রমণী। আ! আমি কত সুখী হব! কলিকাতায় কিংবা উত্তমাশা অন্তরীপে —যেখানে আমার একটা প্রমোদ-কুটীর আছে—সেইখানে গিয়ে আমরা দু'জনে গ্রীষ্ম যাপন কর্‌ব! কি আনন্দ!

ফেলিসিয়ানাকে গৃহে পৌঁছাইয়া দিবার সময়, Sir Edwards জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

এদিকে ফেলিসিয়ানাও এইরূপ নানা প্রকার

সুখের কল্পনায় গা ঢালিয়া দিয়াছিল; যে ঘটনাটা কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহাতে অবশ্য ফেলিসিয়ানা বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছে। আন্দ্রে তাহার হাত-ছাড়া হওয়ায় তাহার যে বেশী কিছু দুঃখ হইয়াছিল, তাহা নহে। কিন্তু আন্দ্রে প্রকাশ্যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তাহার আত্মাভিমানে একটু খোঁচা লাগিয়াছিল। যে পুরুষকে রমণী ভালবাসে না, সেই পুরুষ যদি রমণীকে পরিত্যাগ করে, তা হ'লে ভালবাসা না থাকা সত্ত্বেও সেই রমণীর কখনই তাহা ভাল লাগে না। তা ছাড়া যখন হইতে Sir Edwardsএর সহিত পরিচয় হইয়াছে, ফেলিসিয়ানা আন্দ্রের বন্ধনটাকে আর তেমন অনুকূল দৃষ্টিতে দেখে না।

ফেলিসিয়ানা, Sir Edwardsএ স্বীয় আদর্শ মূর্ত্তিমান দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিল, সে কখনও আন্দ্রেকে ভালবাসে নাই।

যেরূপ ইংরেজ তার স্বপ্নের জিনিস ছিল, Sir Edwards ঠিক সেইরূপ ইংরেজ। চাঁচা-পোঁচা গোঁপদাড়ি কামানো, সিন্দুরের মত মুখের রং, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, বুরুশ-করা, চিরুণী-দিয়ে-আঁচড়ানো, পালিশ-করা চুল, ধব্‌ধবে সাদা "নেক্‌-টাই", ইংরেজী বর্ষাতী ও "ম্যাকিনটশ" সভ্যতার চরম অভিব্যক্তি।

তা ছাড়া ইংরেজ যুবকটি সঙ্কেত-স্থানে উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে কেমন সময়নিষ্ঠ, গণিতের কষা অঙ্কের মত কেমন ঠিক্‌ঠাক্ নির্ভুল। খুব ভাল-সময়রাখা ক্রনমেটর ঘড়ীকেও তার কাছে হার মানিতে হয়। আমার ইংরেজী রূপার বাসন-কোসন হবে, আমার ওয়েজউডের চীনে-বাসন হবে, সমস্ত ঘরময় কার্পেট্ বিছানো থাকবে, পাউডার-মাখা চাকর-বাকর থাকবে; হাইড পার্কে বেড়াতে যাব, আমার স্বামী চৌঘুড়ী হাঁকাবেন—আর আমি তাঁর পাশে বসে' রব। সায়াহ্নে রাণীর থিয়েটারে যাব, জাঁকালো আসনে বসে' ইটালিয়ান সঙ্গীত শুনব। আমাদের প্রাসাদের সবুজ ছাঁটাঘাসের জমিতে পোষা হরিণরা খেলা করবে; আরও হয় ত খেলা করবে কতকগুলি সাদা সাদা গোলাপী রং-এর শিশু। খাটী King Charles-জাতীয় কুকুরের পাশে, গাড়ীর সম্মুখদিকে শিশুরা বসলে কেমন মানাবে!"

উপরি-উক্ত যুগলটি—যারা উভয়ে উভয়ের মনের মত গঠিত—উহাদের এখন পথ ধরিয়া চলিতে দেও; এখন এস, গোভার রাস্তায় গিয়া মিলিতোনা ও আন্দ্রে কি করিতেছে, দেখা যাক্।

ফেলিসিয়ানা, ডন্-জেরোনিমো ও Sir Edwards চলিয়া যাইবার পর মিলিতোনা আন্দ্রের স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু এ অশ্রুপাত আনন্দের অশ্রুপাত; সেই অশ্রুবিন্দুগুলি মুক্তার ন্যায় পেলব গালদুটি দিয়া গড়াইতে লাগিল।

বেলা পড়িয়া আসিল; অস্তকালের লাল মেঘে আকাশ রঞ্জিত হইল। গিতারের গুঞ্জন, নর্ত্তকীদের নূপুর-শিঞ্জিনী, খঞ্জনীর এবং কাষ্ঠকরতালের তালধ্বনি দূর হইতে শুনা যাইতে লাগিল। সাবাস, সাবাস! বাহবা, বাহবা! রাস্তার সব কোণ ও চৌমাথা হইতে স্পেনদেশীয় নৃত্যসংযুক্ত সুললিত গানের সুর-ধারা দমকায় উচ্ছ্বসিত হইতেছিল এবং এই সব আনন্দধ্বনি প্রেমিক-যুগলের নিকট বিবাহ-গীতির পূর্ব্বাভাস বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল রাত্রি সমাগত হইল। মিলিতোনা আন্দ্রের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া আনন্দে বিভোর হইল।

১২

আমাদের বন্ধু জুয়াঙ্কো একটু আমাদের নজরের আড়ালে পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে এখন খুঁজিয়া বাহির করা যাক্; কেননা, সে মিলিতোনার ঘর হইতে এরূপ ক্রোধান্ধ হইয়া বাহির হইয়াছিল যে, তাহার সেই ক্রোধ কতকটা উন্মাদের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। বিড়বিড় করিয়া অভিসম্পাত করিতে করিতে, পাগলের মত মুখভঙ্গী করিতে করিতে, অজ্ঞাতসারে সে মাঠ-ময়দান পার হইয়া একেবারে হিয়েবরোর বন্দরে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল।

মাদ্রিদ্ নগরের আশপাশগুলা শুষ্ক ও উজাড়; রাস্তার দু'ধারের ইতস্ততঃ-নিক্ষিপ্ত বাড়ীগুলার দেয়ালে মেটে রং; এবং সেই সব অস্বাস্থ্যকর শ্রম-শিল্পের কাজ চলিতেছে, যে সকল শ্রম-শিল্পকে বড় বড় নগরগুলা আপন বক্ষ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এখানে কদাচিৎ কোথাও উদ্ভিজ্জের নিদর্শন দেখা যায়। শুষ্ক নদী-নালা মাটির উপর দিয়া ভীষণ খাদ কাটিয়া গিয়াছে; পাহাড়ের গায়েও

হরিৎ দৃশ্য একটুও নাই। চারিদিকে একটা বিষাদের ভাব বিরাজমান।

দুই এক ঘণ্টা পথ হাটিয়া, চিন্তা-ভারে ভারাক্রান্ত অসাধারণ বলিষ্ঠ জুয়াঙ্কো একটা গর্ত্তের উপরকার মাটির উপর উপুড় হইয়া,—কনুইয়ের উপর ভর দিয়া, থুৎনি ও গাল দুই হাতে ধরিয়া সম্পূর্ণ অবসন্ন ও নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল।

জুয়াঙ্কো দেখিল,—তাহার নিকট দিয়া গরুর গাড়ী সারি সারি চলিয়াছে—রাস্তার ধারে একটা শয়ান শরীর দেখিয়া গরুগুলি ভড়্‌কাইয়া এক পাশে সরিয়া যাওয়ায়, গাড়োয়ানেরা তাহাদের পৃষ্ঠে অঙ্কুশের খোঁচা দিতেছে। খড়ের বোঝাই লইয়া গাধাগুলি চলিয়াছে। দস্যুর মত চেহারা কৃষকেরা ঘোটকপৃষ্ঠে গর্ব্বিতভাবে উপবিষ্ট হইয়া জঙ্ঘা ও জিনে বাঁধা বন্দুকের উপর হাত রাখিয়া চলিয়াছে। কর্কশ-চেহারা চাষাণী একটা মর্কটকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গ্রাম্য লোকেরা ১০।১২ ক্রোশ দূর হইতে ২।৩টি কাঁচা আপেল ও এক গুচ্ছ লঙ্কা লইয়া যাইতেছে।

জুয়াঙ্কো তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিল। তাহার নেত্র হইতে বিগলিত এই প্রথম অশ্রু-বিন্দু সামান্য বৃষ্টি-বিন্দু-রূপে ধরণী পান করিল। তাহার বিশাল বক্ষোদেশ গভীর দীর্ঘনিশ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল—সেই সঙ্গে তাহার সমস্ত শরীর উঠিয়া পড়িতেছিল। এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত সে আর কখনও হয় নাই। তাহার মনে হইল, ধরণীর যেন অন্তিম দশা উপস্থিত। সে সৃষ্টি ও জীবনের কোন উদ্দেশ্যই দেখিতে পাইল না। এখন হইতে সে কি করিবে?

যাহা হৃদয় স্বীকার করিতে কিছুতেই রাজি হইতেছিল না, সেই মারাত্মক সত্যটা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য জুয়াঙ্কো বারম্বার এই কথা আবৃত্তি করিতেছিল:—"সে আমাকে ভালবাসে না, সে আর একজনকে ভালবাসে। ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য? সে গর্ব্বিত! কি নিষ্ঠুর! সে একজন অপরিচিত লোকের প্রতি হঠাৎ আসক্ত হইয়া পড়িল, আর আমি যে এই দুই বৎসর তাহারই জন্য জীবন ধারণ করিতেছি, ছায়ার ন্যায় তাহার অনুসরণ করিতেছি, আমার জন্য কি তার মুখ হইতে একটিও মমতার কথা শুনিতে পাইলাম না, তাহার মুখে একটু অনুগ্রহের হাসি দেখিতে পাইলাম না! এই জন্য আমি কত দুঃখ করিয়াছি; কিন্তু আজ যে কষ্ট ভোগ করিতেছি, ইহার কাছে সে দুঃখও স্বর্গ; আমাকে যদি সে ভাল না বাসে, সে যেন আর কাহাকেও না ভালবাসে!

আমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারতেম; কিন্তু সে আমাকে চলে' যেতে বল্লে, আর আমার সঙ্গে দেখা করবে না বল্লে; আমি যেন তাকে রাহুর মত আচ্ছন্ন করে' রেখেছি, সে আমার উৎপীড়ন আর সহ্য করতে পারে না! যাই হোক্, আমি যখন চলে' এলেম, তখন সে একলা ছিল। প্রেমে উন্মত্ত হয়ে, বাসনার মদে মত্ত হয়ে, সারারাত আমি তার গবাক্ষের নীচে ঘুরে বেড়িয়েছি; আমি জানতেম, তার সেই ছোট্ট কুমারী-সুলভ পালঙ্কের নিষ্কলঙ্ক শয্যায় সে বিশ্রাম করচে; তার পর্দ্দার ও-ধারে দুটো ছায়া দেখ্‌ব বলে' আমার কখনও ভয় হয় নি। হতভাগ্য আমি—আমার মত এই তিক্ত-মধুর রস ইতিপূর্ব্বে আর কেহই আস্বাদ করে নি! এই অমূল্য নিধি আমার হয় নি সত্য, কিন্তু আর কেহও তার চাবি পায় নি!

আর এখন—এখন আমার সব শেষ হয়ে গেছে; আর কোন আশা নেই! যখন সে আর কাহাকে ভালবাসে নি, তখন সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল; কিন্তু এখন, আর একজনের উপর তার ভালবাসা পড়ায় আমার প্রতি তার বিরাগ না জানি আরও কত বৃদ্ধি হয়েছে! পূর্ব্বে যারা যারা ওর রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হয়েছিল, তাদের আমি কেমন সহজে সরিয়ে দিয়েছিলেম—আমার কৃপণের ধন রক্ষা করবার জন্য আমি কেমন চারদিকে পাহারা দিতেম—! বেচারা 'লিনে', বেচারা 'লুকা' বিশেষ কিছুই করে নি, অথচ তাদের আমি কতই পীড়ন করেছি! আর, যে বাস্তবিক ভয়ানক লোক, যাকে এই দণ্ডেই হত্যা করা উচিত, তাকে কি না আমি অনায়াসে ছেড়ে দিলেম!

ধিক্ এই হাত, আমার এই অদক্ষ অনিপুণ হাত. —তোর কর্ত্তব্য তুই করতে পার্‌লি নে—এখন তার শাস্তি ভোগ কর্!"

এই কথাগুলি বলিয়া জুয়াঙ্কো নিজের ডান হাতে এমন এক কামড় দিল যে, রক্ত ঠিক্‌রিয়া বাহির হইবার মত হইল।

—"যখন ও ভাল হয়ে উঠ্‌বে, তখন আর একবার

ওকে রাগিয়ে দিতে হবে, তখন আর কিছুই আমি বাকি রাখ্‌ব না। কিন্তু আমি যদি ওকে হত্যা করি, তা হ'লে মিলিতোনা আমার আর মুখ দর্শন করবে না। যে দিক্ থেকেই দেখা যায়, মিলিতোনা আমার হাত-ছাড়া হয়ে গেছে! এ কথা ভাবলে পাগল হয়ে যেতে হয়; আর কোন উপায় নেই! যদি হঠাৎ কোন দুর্ঘটনা হয়ে সে কোন স্বাভাবিক কারণে মরে,—যেমন, গৃহদাহ, বাড়ী চাপা-পড়া, ভূমিকম্প, প্লেগ—তা হ'লে........কিন্তু সে সুখ আমার ভাগ্যে নেই! যখন আমি ভাবি,—ঐ মোহিনীর হৃদয়খানি, তার অনিন্দ্য সুন্দর দেহ, তার সেই সুন্দর চোখ, তার সেই স্বর্গীয় মধুর হাসি, তার সুগোল ও সুনম্য গ্রীবা, তার পাতলা ছিপ্‌ছিপে গঠন, শিশুর মত তার পা দু'খানি—এই সমস্ত আমার হবে না—তখন, তখন......সে লোকটা যখন ওর হাত ধরে, সে ত তার হাত সরিয়ে নেয় না; যখন সে তার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে থাকে, তখন সে ত ঘৃণার সহিত মুখ ফেরায় না! আমি কি দোষ করেছি যে, আমাকে এই রকম শাস্তি দেওয়া হচ্ছে! স্পেনের কত সুন্দরী আমার ভালবাসা পাবার জন্য লালায়িত। আমি যখন রঙ্গাঙ্গনে প্রবেশ করি, তখন কত সুন্দরীর হৃদয় আবেগে স্পন্দন করে' ওঠে; কত ধব্‌ধবে সাদা হাত বন্ধুতার সঙ্কেত করে' আমাকে অভিবাদন করে। আমার সাহস ও আমার খুবসুরৎ চেহারায় মুগ্ধ হয়ে কত আমীর ওম্‌রার বেগমেরা তাদের হাত-পাখা, তাদের রুমাল, তাদের চুলের ফুল আমার উপর নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু সে সব আমি অবজ্ঞা করেছি। তাদের আদর-যত্নে আমি ভ্রূক্ষেপ করি নি। এত ভালবাসার মধ্যে আমি কি না বেছে বেছে একটা বিদেশকে বরণ করলেম! দুর্জ্জয় দুর্বিপাক! কাল নিয়তি! দুষ্ট বিধাতা! আমি "আমাদের দেবী"র সম্মুখে মোমবাতি জ্বালাই নি, তাই বোধ হয় আমার এই শাস্তি! হা ভগবন্! হা ভগবন্! এখন করি কি? এই পৃথিবীতে আমি কখনই আর শান্তিতেই থাকতে পারব না! দোমাঙ্গ ও মিলিতোনাকে ভালবাস্‌ত, ষাঁড়ের শিং-এর আঘাতে সে মারা গেছে—মরে' সে সুখী হয়েছে। আমার যথাসাধ্য আমি তাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেম। আর মিলিতোনা কি না বলে,—আমি তার বিপদের সময় তাকে পরিত্যাগ করেছিলেম। এই জন্য সে আমাকে দু'চক্ষে দেখ্‌তে পারে না—শুধু তা নয়—আমাকে সে হতশ্রদ্ধা করে। এ কথা মনে হ'লে, রাগে উন্মাদ হয়ে যেতে হয়।"

এই কথা বলিয়া এক লাফে সে উঠিয়া পড়িল এবং মাঠ-ময়দানের মধ্য দিয়া আবার চলিতে লাগিল।

বুদ্ধি লুপ্ত-প্রায়, চোখ কোটরস্থ, মুষ্টি সঙ্কুচিত—এইরূপ ভাবে জুয়াঙ্কো সমস্ত দিন ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে খেয়াল দেখিতে লাগিল, যেন আন্দ্রে ও মিলিতোনা দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া বেড়াইতেছে, পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতেছে, মদালস-দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া আছে; সেই সব অবস্থায় রহিয়াছে, যাহা দেখিয়া কোন ঈর্ষ্যান্ধ প্রেমিক কখনই সহ্য করিতে পারে না! এই সব দৃশ্য এরূপ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়া উঠিল, এরূপ বাস্তব বলিয়া মনে হইল যে, আন্দ্রের বুকে যেন সে ছুরি বসাইবে, এই ভাবে কতবার সম্মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু যখন তার আঘাত শুধু শূন্যের উপর আসিয়া পড়িল, তখন তার চমক ভাঙ্গিল।

তাহার দৃষ্টির সম্মুখে বস্তু-সমূহের আকার পরস্পর মিশিয়া যাইতে লাগিল, তাহার কপালের রগ্ টানিয়া ধরিল। একটা লোহার চাকা যেন তাহার মাথায় চাপ দিতেছে; তাহার চোখ যেন আগুনে পুড়িয়া যাইতেছে; এবং তাহার মুখ বহিয়া ঘাম ঝরিতে থাকা সত্ত্বেও, জুন মাসের প্রখর সূর্য্যের উত্তাপ সত্ত্বেও, তাহার শীত করিতে লাগিল। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান,—যার গাড়ী একটা বড় পাথরে ঠেকিয়া উল্টাইয়া পড়িয়াছিল—সেই গাড়োয়ান জুয়াঙ্কোর নিকট আসিয়া তাহার কাঁধ চাপড়াইয়া তাহাকে বলিল :—

"ওহে মিঞাসাহেব, তোমার গায়ে খুব জোর আছে বলে' মনে হয়, এই গাড়ীটা ওঠাতে তুমি আমাকে একটু সাহায্য করবে কি? আমার বেচারী গরুগুলো আর পারচে না।" জুয়াঙ্কো নিকটে আসিল এবং কোন কথা না বলিয়া গাড়ীটা উঠাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তখন তাহার হাত কাঁপিতেছিল, পা টল্‌মল্ করিতেছিল, তাহার অঙ্গের পেশীগুলা আর তাহার ডাকে সাড়া দিল

না। সে গাড়ীটা একটু উঠাইয়াছিল, কিন্তু শ্রমে অবসন্ন হওয়ায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাত ছাড়িয়া দিল—গাড়ীটা আবার পড়িয়া গেল।

জুয়াঙ্কোর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল দেখিয়া গাড়োয়োন বিস্মিত হইয়া বলিল;—"আমি মনে করছিলুম মিঞাসাহেব, তোমার মুঠোর জোর এর চেয়ে অনেক বেশী।"

জুয়াঙ্কোর বাহুতে আর বল ছিল না। জুয়াঙ্কো পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিল।

তথাপি গাড়োয়ানের কথায় তাহার আত্মসম্ভ্রমে একটু আঘাত লাগিল; এবং "গ্ল্যাডিয়েটার" বলিয়া তাহার পেশীর দৃঢ়তা সম্বন্ধে তাহার যে অহঙ্কার ছিল, সেই অহঙ্কারে উত্তেজিত হইয়া প্রবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তাহার দেহের অবশিষ্ট সমস্ত বল একত্র করিয়া গাড়ীতে এমন এক প্রচণ্ড ধাক্কা দিল যে, সেই ধাক্কাতে গাড়ীটা আবার অন্য দিকে উল্টাইয়া পড়িবার যোত্র হইল।

গাড়োয়ান বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া উঠিল:—

"বাহবা! সাবাস! হার্কুলিস্ অতবড় পালোয়ান, সেও এমন কাজ করতে পারত না।"

কিন্তু জুয়াঙ্কো কোন উত্তর করিল না। রাস্তার উপর মূর্চ্ছিত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া গেল।

গাড়োয়ান ভীত হইয়া বলিল;—"শরীরের কোন রক্তের শিরা ছিঁড়ে যায় নি ত! যাই হোক, আমার সাহায্য করতে গিয়েই যখন এর এই দুর্ঘটনা হয়েছে, তখন আমিই একে আমার গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কোন পান্থশালায় রেখে আসি।"

জুয়াঙ্কোর মূর্চ্ছা অল্পক্ষণই ছিল। তার "সল্ট্" শুঁকিতেও হয় নাই—সুরা পান করিতেও হয় নাই—গাড়োয়ানের কাছে ওসব জিনিস ত সাধারণতঃ থাকেই না। বৃষভ-মল্ল ত আর সুকুমার-দেহ ললনা নহে।

গাড়োয়ান তার বহির্বস্ত্রে জুয়াঙ্কোকে ঢাকিয়া রাখিল। জুয়াঙ্কোর জ্বর হইয়াছিল, তাহার লৌহবৎ শরীরে এতদিন যাহা সে কখন অনুভব করে নাই, সেই রোগের অনুভূতি এই তাহার প্রথম হইল!

একটা পান্থশালায় আসিয়া সে একটা শয্যা চাহিয়া লইল, এবং সেই শয্যায় শুইয়া জড়পিণ্ডের মত নিশ্চল হইয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল, এবং তাহার শারীরিক যন্ত্রণা হইতে কতকটা অব্যাহতি পাইল।

১২ ঘণ্টা দীর্ঘনিদ্রার ফলে জুয়াঙ্কো অনেকটা সুস্থ বোধ করিল। যখন উঠিল, তখন আর জ্বর নাই, মাথা-ব্যথা নাই—আছে কেবল দুর্ব্বলতা। চলিবার সময় পা টলে, চোখে আলো সহ্য হয় না, একটু আওয়াজেই মাথা ঘুরিয়া যায়; তার বোধ হইতে লাগিল,—যেন তার অন্তঃকরণটা, তার অন্তরাত্মাটা একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে; তার ভিতরে যেন একটা মস্ত ভাংচুর হইয়া গিয়াছে; যেখানে প্রেম গজাইয়া উঠিয়াছিল, সেখানে একটা গহ্বরের সৃষ্টি হইয়াছে—সে গহ্বর আর কিছুতেই পূরণ হইবার নহে।

সে এই পান্থশালায় একদিন মাত্র ছিল। একটু ভাল হইয়াই সে একটা ঘোড়া যোগাড় করিল, এবং সেই ঘোড়ায় চড়িয়া মাদ্রিদ্ অভিমুখে যাত্রা করিল। চলিতে চলিতে নানাপ্রকার কল্পনা করিতে লাগিল;—মনে করিল, ক্ষতস্থানে বিষপ্রয়োগ করিয়া ক্ষতটা আরও বিষাক্ত করিয়া তুলিবে, আরও বাড়াইয়া তুলিবে; অথবা আপনার বুকে ছুরি বসাইয়া দিবে এইরূপে শরীরকে নির্য্যাতন করিয়া মনের যন্ত্রণা ভুলিতে চেষ্টা করিবে।

জুয়াঙ্কো যে সময়ে তাহার দুঃখ-কষ্ট লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সেই সময় পুলিসের টিক্টিকিরা চারিদিকে তাহার খোঁজ করিতেছিল। কেন না, সাধারণের মধ্যে সকলেই বলাবলি করিতেছিল যে, জুয়াঙ্কোই মহামান্য সাল্‌সেডোর আন্দ্রে মহাশয়কে ছোরা মারিয়াছে। কিন্তু আন্দ্রে তাহার নামে কোন অভিযোগ আনে নাই।

জুয়াঙ্কো যাহাকে ভালবাসিত, আন্দ্রে তাহাকে পাইয়াছে—ইহাই আন্দ্রের পক্ষে যথেষ্ট। টিক্‌টিকিরা যে জুয়াঙ্কোর পিছুপিছু ফিরিতেছে, তাহাও আন্দ্রে জানিত না।

আর্গম্‌শিল্লা ও কোবাকুয়েল্লা অপরাধীকে গিরিফ্‌তার করিবার জন্য বাহির হইয়াছে; এবং খুব সতর্কতার সহিত অনুসন্ধান করিতেছে। একজন গোয়েন্দা উহাদিগকে বলিয়াছিল যে, জুয়াঙ্কোকে ষাঁড়ের আড্ডায় প্রবেশ করিতে সে দেখিয়াছে। তাই, সেইদিকে উহারা চলিল।

যাইতে যাইতে আর্গম্‌শিল্লা তার জুড়িদারকে বলিল:—

"দেখ ভাই কোবাকুয়েল্লা, একটু বিবেচনা করে'

চোলো ; তোমার বীরত্ব একটু কমিয়ে এনো, তুমি ত জান, সেই পা'লোয়ানটার হাত কেমন সাফাই ! তুমি পুলিসের মধ্যে সব চেয়ে একজন বড় লোক, —কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পশুর মত লোকে তোমার গায়ে আঁচড় কাটবে—সেটা ত ভাল হবে না। তাই একটু গা বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে, ভায়া !"

কোবাকুয়েল্লা উত্তর করিল :—

"সে বিষয়ে আমি খুবই চেষ্টা কর্‌ব—তোমার বন্ধুকে তা আর বল্‌তে হবে না। নিতান্ত দরকার না হ'লে, আমি সাহস দেখাব না। ভদ্রতায় যতদূর হয়, প্রথমে তাই কর্‌তে হবে।"

জুয়াঙ্কো বাস্তবিকই সার্কাস-ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল। যে সময় সে অঙ্গনটা পার হইতেছিল, সেই সময় আর্গামশিল্লা ও কোবাকুয়েল্লা একদল পাহারাওয়ালা সঙ্গে লইয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কোবাকুয়েল্লা আদব-কায়দা-দুরস্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া খুব ভদ্রতার সহিত জুয়াঙ্কোকে জানাইল যে, উহাকে এখন জেলখানায় যাইতে হইবে।

জুয়াঙ্কো অবজ্ঞা সহকারে কাঁধ ঝাঁকাইয়া চলিতে লাগিল ; থামিল না।

পুলিস-কর্ম্মচারীর সঙ্কেতে দুইজন পাহারাওয়ালা বৃষ-মল্লের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল ; কিন্তু বৃষ-মল্ল আস্তিনের ধূলা-কণার ন্যায় উহাদিগকে এক ঝাঁকনিতে ঝাড়িয়া ফেলিল।

তখন সমস্ত পাহারাওয়ালার দল জুয়াঙ্কোর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। জুয়াঙ্কো উহাদের চারিটাকে ধরাশায়ী করিল, চারিটাকে আকাশে উৎক্ষিপ্ত করিল। কিন্তু সংখ্যার বল বেশী হওয়ায় জুয়াঙ্কো একা আর পারিয়া উঠিল না। জুয়াঙ্কোর মুখ লাল হইয়া উঠিল ; আস্তে আস্তে কৌশল করিয়া বৃষভদের ঘরের নিকট আসিল এবং হাতের এক ঝাঁকনি দিয়া বৃষভ-গৃহের দরজা খুলিয়া ফেলিল ; এবং ভিতরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া সেইখানে রহিল।

আক্রমণকারীরা জোর করিয়া সেখান হইতে উহাকে বাহির করিবার জন্য দরজা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিল ; দরজাটা ভাঙ্গিয়া গেল। জুয়াঙ্কো তাড়া করায় একটা ষাঁড় একটা ঘর হইতে বাহির হইয়া, মাথা নীচু করিয়া পাহারাওয়ালাদিগের নিকট ছুটিয়া আসিল।

ভীতি-বিহ্বল পাহারাওয়ালারা বেড়ার নীচে দিয়া লাফ দিয়া কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইল। উহাদের মধ্যে একজনের শিং-এর গুঁতায় মোজা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। আর বেশী কিছু হয় নাই।

আর্গামশিল্লা ও কোবাকুয়েল্লা বলিল,—"নিয়মানুসারে এখন দেখছি দুর্গ-অবরোধের ব্যাপার উপস্থিত —আর একবার আক্রমণ করে' দেখা যাক্‌।"

এইবার, দুইটা ষাঁড় একসঙ্গে বাহির হইয়া আক্রমণকারীদিগের অভিমুখে ছুটিয়া আসিল। কিন্তু ভীতি-সুলভ ক্ষিপ্রতার সহিত উহারা ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িল। তখন হিংস্র জন্তু দুইটা আর কোন শত্রুকে সম্মুখে দেখিতে না পাইয়া পরস্পরের উপর গুঁতাগুঁতি আরম্ভ করিল, পরস্পরকে উল্টাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

খুব সাবধানে দরজার কপাটটা ধরিয়া কোবাকুয়েল্লা জুয়াঙ্কোকে বলিল :—

"ভায়া, আরও ৫টা ষাঁড় এখন ছেড়ে দিতে পার। তোমার যুদ্ধের সরঞ্জাম যা আছে, আমরা তা জানি। তা ফুরিয়ে গেলে তোমাকে ধরা দিতেই হবে, বিনা-সর্ত্তে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হবে। তুমি এখন আপনা হ'তে বের হয়ে' এসে সুড়সুড় করে' আমাদের সঙ্গে জেলখানায় চল। তোমার হাতে হাতকড়িও লাগাব না, পায়ে বেড়ীও দেব না। আর তুমিও আমাদের কাজে যে বাধা দিয়েছ, সে কথাও কর্ত্তৃপক্ষকে জানাব না। কেননা, তা জানালে তোমার বেশী শাস্তি হবে। আমি যা বল্‌ছি,—ভাল কথা নয় কি ?"

জুয়াঙ্কো এখন মুক্তির জন্য তেমন লালায়িত ছিল না—তাই উহা লইয়া আর বেশী বিবাদ করিল না ; আর্গামশিল্লা ও কোবাকুয়েল্লার হাতে সে আত্মসমর্পণ করিল। উহারা জুয়াঙ্কোকে সসম্মানে সহরের জেলখানায় লইয়া গেল।

যখন দরজার তালার চাবি লাগাইবার কেঁচ-কেঁচানি শব্দ থামিয়া গেল, তখন জুয়াঙ্কো তাহার খাটিয়ায় লম্বা হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ;— "যদি তাকে আমি খুন কর্‌তেম ! যে দিন তার বাড়ীতে আন্দ্রেকে দেখেছিলেম, সেই দিনই তাকে খুন করা উচিত ছিল। তা হ'লে পুরাপুরি শোধ তোলা হ'ত ; তার সাম্‌নে তার প্রেয়সীর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলে, তার নিশ্চয়ই ভয়ানক যন্ত্রণা হ'ত !

কিন্তু সে দুর্ব্বল, রোগশয্যায় আবদ্ধ, সে কখনই আত্মরক্ষা করতে পারত না; সুতরাং তাকে আমি মারতেম না। ও রকম অপরাধ আমি কখন করতেম না। মিলিতোনাকে খুন করে' আমি পাহাড়-পর্ব্বতে পালিয়ে যেতেম কিংবা পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে' শাস্তি বুক পেতে নিতেম। এখন, না এ-দিক্, না ও-দিক্!

আমায় বাঁচতে হ'লে, তার মরা দরকার; আর তার বাঁচতে হ'লে, আমার মরা দরকার। এ ছাড়া অন্য উপায় নেই।

যে সময় আমার হাতে ছোরাটা ছিল, তার এক ঘা দিলেই সব শেষ হয়ে যেত; কিন্তু তার চোখে এমন একটা আলো জ্বলছিল, তাকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমার বল, ইচ্ছাশক্তি, সাহস, সমস্তই যেন একেবারে লোপ পেয়ে গেল! সেই আমি—যে পূর্ব্বে সিংহের খাঁচায় সিংহের দিকে তাকিয়ে, সিংহের চোখের পাতা নামিয়ে আনতো, হিংস্র বুনো-ষাঁড়ের কুকুরের মত মাটিতে পেড়ে ফেলতো,—সেই আমার কি না এই দুর্দ্দশা!

কিন্তু কি! আমি তার অমন সুন্দর বক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে' ফেলব? আমার ছোরার ঠাণ্ডা ইস্পাতের ফলাটা তার হৃদয়কে অনুভব করাব? আর তার সেই ধবধবে সাদা রংএর উপর দিয়ে তার সুন্দর সিন্দূরবর্ণের রক্ত গড়িয়ে পড়বে—আর আমি তা স্বচক্ষে দেখব? না, না, এরূপ বর্ব্বরতা আমি কখনই করব না, বরং সেই কাফ্রি যেমন তার প্রেয়সীকে বালিস্ দিয়ে চেপে মেরেছিল—আমি একটা থিয়েটারে দেখেছিলুম,—সেই রকম করাও বরং ভাল! কিন্তু সে ত আমাকে প্রতারণা করে নি, আমার কাছে মিথ্যা শপথও করে নি, সে শুধু মর্ম্মান্তিক উদাসীনভাবে আমার সম্মুখে বসে' থাকত—সে ত একই কথা; আমি তাকে এত বেশী ভালবাসি যে, তার উপর আমার মৃত্যুর অধিকার আছে।

জেলখানায় জুয়াঙ্কোর মনে এই ধরণের নানাপ্রকার কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল।

দেখিতে দেখিতে আন্দ্রে বেশ একটু সুস্থ হইয়া উঠিল। সে শয্যা হইতে উঠিয়াছিল, এবং মিলিতোনার বাহুর উপর ভর দিয়া ঘরের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত, জানালার কাছে গিয়া হাওয়া খাইত। শীঘ্রই সে এতটা বল লাভ করিল যে, নীচে নামিয়া আসিতে পারিল; এবং আসন্ন বিবাহের বন্দোবস্ত করিবার জন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া নিজ গৃহে উপনীত হইল।

এদিকে Sir Edwardsএর বিবাহ বিঘোষিত হইল। Sir Edwards ফেলিসিয়ানার পাণিপ্রার্থী হইয়া দস্তরমত ডন্-জেরোনিমোর অনুমতি চাহিয়াছিলেন—ডন্-জেরোনিমোও আগ্রহের সহিত উহার অনুমোদন করেন। Sir Edwards দান-সামগ্রীর সংগ্রহে এখন ব্যাপৃত; তিনি লণ্ডন হইতে সুরুচি-সঙ্গত সুশোভন বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও সাজ-সজ্জা আনাইলেন—লাহোরে তাঁহার শালের দু'টো কারখানা ছিল; সেখান হইতেও খাঁটি কাশ্মীরী শাল আনাইলেন। ফেলিসিয়ানার অন্তরাত্মা এক্ষণে অসীম আনন্দ সাগরে সাঁতার দিতে লাগিল।

এদিকে মিলিতোনাও যার-পর-নাই সুখী হইলেও, তাহার একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল। তাহার মনে হইল, সে যে শ্রেণীর লোক, সম্ভ্রান্তবংশীয় আন্দ্রেকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে শোভা পায় না। সে তাহার যোগ্য নহে। কিন্তু সে যাহাই মনে করুক, আসলে, বোর্ডিং-স্কুলের কোন শিক্ষয়িত্রীর হাতে পড়িয়া ঈশ্বরের সৃষ্ট এই নারী-রত্নটির সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় নাই; শিক্ষা সহজ-সংস্কারের স্থান অধিকার করে নাই। মিলিতোনার হৃদয়ে অকৃত্রিম সুন্দরের ভাব, মঙ্গলের ভাব, কলা-সৌন্দর্য্যের বোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-বোধ, কবিত্ব-বোধ, পুরামাত্রায় ছিল; কিন্তু উহা ভাবমাত্রেই পর্য্যবসিত ছিল। তার সুন্দর হস্ত পিয়ানোর হস্তিদন্ত-পর্দ্দায় কখনও আঘাত করে নাই। বিশুদ্ধ মধুর-কণ্ঠে গান গাহিতে পারিলেও সে কখন সঙ্গীতের স্বরলিপি পাঠ করিতে পারিত না; তাহার সাহিত্যিক জ্ঞানের সীমা কতকগুলা গল্প-উপন্যাসেই বদ্ধ ছিল। লিখিতে সে যে বানান ভুল করিত না, সে শুধু স্পেনীয় ভাষার সরল বানান-পদ্ধতির কৃপায়।

সে মনে মনে ভাবিল:—

"আমার ইচ্ছা নয়—আন্দ্রে আমার জন্য লজ্জা পায়। আমি লেখা পড়া শিখ্‌ব, বই পড়্‌ব, আমি আপনাকে তাঁর যোগ্য করে' তুল্‌ব। আমার যে একটু রূপ আছে, তা আমার বিশ্বাস হয়, আন্দ্রের চোখের দৃষ্টিতেই আমি তা বুঝতে পারি। আর কাপড়-চোপড়ের কথা যদি বল;—আমার কাপড়-

চোপড় অনেক আছে,—আর সেই কাপড়-চোপড় আমি বড় ঘরের মেয়েদের মত পর্‌তে জানি। গুটি-পোকার যতদিন না পাখা বেরোয়, গুটিপোকা যত-দিন না প্রজাপতি হয়ে ওঠে, ততদিন আমরা কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়ে বাস কর্‌ব। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে! আকাশটা এখন বেশ নীল, তাই আমার ভয় হচ্ছে! আর, জুয়াঙ্কো,—তার হ'ল কি? সে আবার কোন পাগ্‌লামির কাজ কর্‌বে না ত?" মিলিতোনার এই কথাটা অজ্ঞাতসারে মুখ দিয়া বাহির হইয়া-ছিল। আল্‌দঙ্গা-মাসী ইহা শুনিতে পাইয়া উত্তর করিল:—

"তার কোন ভয় নেই। জুয়াঙ্কো এখন জেল-খানায়। আন্দ্রেকে হত্যা করেছে বলে' তার নামে নালিশ রুজু হয়েছে। জুয়াঙ্কো যে রকম গোঁয়ার বলে' প্রসিদ্ধ, মোকদ্দমাটা তার বিরুদ্ধে যেতেও পারে।"

—"আহা, এখন জুয়াঙ্কোর জন্যে আমার দুঃখ হয়! আন্দ্রে যদি আমায় ভাল না বাস্‌ত, তা হ'লে আমার খুবই কষ্ট হ'ত!"

জুয়াঙ্কোর মোকদ্দমার অবস্থাটা একটু খারাপ দিকেই গেছে। সেদিনকার নৈশ যুদ্ধটা আদালতে, ওৎ-পাতিয়া খুন করা অথবা নরহত্যার চেষ্টা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। লোকটা যে মরে নাই,—তার কারণ জুয়াঙ্কোর হত্যা করিবার যে ইচ্ছা ছিল না, তাহা নহে। এইরূপ ভাবে বিচার করায় ব্যাপারটা গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে, আন্দ্রে আদালতে এই ব্যাপারের যেরূপ কৈফিয়ৎ দিল, তাহাতে গুপ্তহত্যার স্থলে শেষে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বলিয়াই সাব্যস্ত হইল। তা ছাড়া আঘাতটা গুরুতর হয় নাই, আন্দ্রে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে; আর এই বিবাদে, গোড়ায় আন্দ্রেরই দোষ ছিল; আন্দ্রের সৌভাগ্য যে, ইহার পরি-ণামটা একটু আঁচড়ের উপর দিয়াই গিয়াছে, আর বেশী দূর গড়ায় নাই। গুপ্তহত্যার অভিযোগে হত্যা-কারী যাকে হত্যা করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত, সেই ব্যক্তি যদি সুস্থ-সবল থাকে এবং সে নিজে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষ সমর্থন করিয়া দুই কথা বলে, তাহা হইলে সেই মোকদ্দমা কখন বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। সুতরাং জুয়াঙ্কো কিয়ৎকাল পরেই খালাস পাইল। তবে জুয়াঙ্কোর এই দুঃখ, যে তার পরম শত্রু, যাহার নিকট হইতে সে কোন উপকার পাইতে ইচ্ছা করে না, তাহারই কথায় কি না সে মুক্তি লাভ করিল!

জেলখানা হইতে বাহির হইয়া, মুখ অন্ধকার করিয়া সে এই কথা বলিল:—

"এখন আমি এই উপকারে আবার আবদ্ধ হয়ে পড়্‌লেম; এ কি দুর্দ্দৈব! আমি এখন যদি তার কোন অনিষ্ট করি, তা হ'লে আমার মত নরাধম কাপুরুষ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। এর চেয়ে যদি আমার নির্ব্বাসন-দণ্ড হ'ত, তা হ'লে আমি খুসী হতেম; তা হ'লে ১০ বৎসর পরে আবার ফিরে এসে আমি তার উপর শোধ তুল্‌তে পার্‌তেম।"

আজ হইতে জুয়াঙ্কো অন্তর্হিত হইল। কেহ কেহ বলিল, একটি কালো ঘোড়ায় চড়িয়া আন্দো-লুসির দিকে যাইতে তাহাকে দেখিয়াছে। ফল কথা, তাহাকে আর মাদ্রিদে দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

মিলিতোনা আরামে নিঃশ্বাস ফেলিল। কেননা, সে বিলক্ষণ জানিত, জুয়াঙ্কো এখানে থাকিলে অনিষ্টের আশঙ্কা কিছুতেই দূর হইবে না।

দুই বিবাহের অনুষ্ঠান একই সময়ে এবং একই গির্জ্জায় সম্পন্ন হইল। মিলিতোনা ইচ্ছা করিয়া-ছিল, তাহার বিবাহের পরিচ্ছদ সে আপন হাতেই তৈয়ারী করিবে।

তাহার হাতে অতি সুন্দর পরিচ্ছদ প্রস্তুত হইল। দেখিলে মনে হয়, যেন "লিলি" ফুলের পাপ্‌ড়িতে গঠিত।

ফেলিসিয়ানার খুব জমকালো সাজ-সজ্জা; তাহা তৈয়ারী করিতে বহু অর্থ-ব্যয় হইয়াছে।

গির্জ্জা হইতে বাহির হইয়া ফেলিসিয়ানা সম্বন্ধে সবাই বলিতে লাগিল;—"কি সুন্দর পরিচ্ছদ!" এবং মিলিতোনা সম্বন্ধে বলিতে লাগিল, "আহা, কি সুন্দর মুখখানি!"

১১

একটা প্রাচীন মঠের নিকট একটা ছোট পাহাড়ের ঢালু-অংশের উপর একটা সাদা ধব্‌ধবে বাড়ী; চারি ধারে সবুজ গাছপালা। সবুজের মধ্য হইতে এই বাড়ীটা একটা বৃহৎ রৌপ্যখণ্ডের

মত দীপ্তি পাইতেছে। উদ্যান-প্রাচীরের মাথার উপর দিয়া দ্রাক্ষালতা ও অন্যান্য লতা উদ্দামভাবে উঠিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িয়া রাস্তার কিয়দংশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। ফটকের গরাদের ভিতর দিয়া এক-প্রকার চক্‌-মিলানো স্তম্ভ-শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, উহা নানা বর্ণের প্রস্তরে বিভূষিত; এবং তাহার পর ভিতরকার একটা অঙ্গন, উহা স্পষ্টই মূর-জাতীয় বাস্তুশিল্পের নিদর্শন বলিয়া মনে হয়।

গোটা-পাথরের ছিপ্‌ছিপে সাদা মার্ব্বেল-স্তম্ভ। থামের মাথ্‌লাগুলায় ফুলকাটা আরবী অক্ষর ক্ষোদিত,—এখন উহার সোনার গিল্টি কোথাও কোথাও ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে। এই সকল স্তম্ভসংযুক্ত খিলান ঢাকা-বারান্দার আকারে অঙ্গনকে বেষ্টন করিয়া আছে। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটা চৌবাচ্চা; চৌবাচ্চার ধারে ধারে ফুল-গাছের টব; একটা ফোয়ারার সূক্ষ্ম জল-ধারা টবের চিক্‌চিকে গাছ-গুলার উপর মুক্তা ছড়াইতেছে এবং যূথি ও গোলাপের কাণে কাণে অস্ফুট মধুরস্বরে যেন প্রেমের গুপ্তকথা কহিতেছে। অঙ্গন-কুট্টিমের উপর একটা জাজিম বিছান রহিয়াছে, ইহাই যেন বাহিরের বৈঠকখানা। এইখানে একটি স্বচ্ছ ছায়া ও সুরম্য শৈত্য বিরাজ করিতেছে। দেয়ালের গায়ে একটা গিতার-যন্ত্র আট্‌কান রহিয়াছে এবং একটা পালঙ্কের উপর সবুজ-ফিতায় ভূষিত একটা "স্ট্র-হ্যাট্" রহিয়াছে। যতই স্থূলদর্শী হউক না, এই রাস্তা দিয়া চলিবার সময় সকলেই এই স্থানটি দেখিয়া এই কথা না বলিয়া থাকিতে পারে না—"এইখানে কতকগুলি সুখী লোক বাস করে।" সুখসৌভাগ্যই গৃহগুলিকে আলোকিত করে এবং এমন একটা শ্রী ফুটাইয়া তোলে—যাহা অন্য গৃহে অতীব বিরল। গৃহবাসী মানব-আত্মার প্রকৃতি অনুসারে, গৃহের দেয়ালগুলা হাসিতেও পারে, কাঁদিতেও পারে, আমোদ দিতেও পারে, বিরক্তি উৎপাদন করিতেও পারে। এই গৃহখানি নিশ্চয়ই তরুণ প্রেমিক-যুগল কিংবা নব-দম্পতির দ্বারা অনুপ্রাণিত।

ফটক বন্ধ নহে; এস না, ফটকের দরজা ঠেলিয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করি। অঙ্গনের শেষ-প্রান্তে আর একটা দরজা, এ দরজাটাও খোলা; এই দ্বার দিয়া একটা উদ্যানে উপনীত হওয়া যায়। এই উদ্যান না ফরাসী, না ইংরাজী ধরণের; এ ধরণের উদ্যান কেবল গ্রেনাডা-অঞ্চলেই দেখা যায়,—মেদী, কমলানেবু, ডালিম, লতাগোলাপ, চামেলী, বাদাম প্রভৃতি গাছের যেন অরণ্যবিশেষ; মাঝে মাঝে ঝাউগাছ নীল আকাশে নীরবে মাথা তুলিয়াছে; ঠিক যেন আনন্দের মধ্যে কতকগুলা বিষাদের চিন্তা।

এখানে আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এই—দারুচিনী গাছের একটা বীথিকা প্রসারিত, উহার ধারে দুইটি পৃষ্ঠসমন্বিত মার্ব্বেলের বেঞ্চি এবং ধবল প্রস্তর-নির্ম্মিত লহরের মধ্য দিয়া দুইটি জল-স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। এই বীথি-পথের শেষ প্রান্তে অসূর্য্যম্পশ্য নিবিড় নিকুঞ্জ; তাহার মধ্য হইতে একটা অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-ভূষিত অম্বু-আকারের একটি মুক্ত-দ্বার মণ্ডপ-গৃহ সমুত্থিত; সেখান হইতে সুদূর-প্রসারিত প্রান্তর, বনভূমি, গিরি-নদীর রমণীয় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

এই সময় সূর্য্য অস্তগত হইল এবং নীহার-মণ্ডিত গিরি-চূড়াগুলিকে এক অপূর্ব্ব গোলাপী রঙে রঞ্জিত করিল! সেরূপ গোলাপী রঙের আভা আর কোথাও দেখা যায় না—বুঝি বা স্বর্গে অথবা এক-মাত্র গ্রেনাডাতেই দেখিতে পাওয়া যায়।

ঠিক এই সময় একটি যুবক ও একটি তরুণী বাতায়ন-বারান্দায় পাশাপাশি বসিয়া এই গম্ভীর মহান্ দৃশ্যের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নিস্তব্ধ ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তরুণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তখন সে সুন্দর মুখখানি দৃষ্টি-গোচর হইল, পাঠকগণ বোধ হয় অনুমান করিতে পারিতেছেন, সে কাহার মুখ। ইনিই এক্ষণে শ্রীযুক্ত আন্দ্রের গৃহিণী, ভূতপূর্ব্ব মিলিতোনা। আর এই যুবকটি যে আন্দ্রে, তাহাও বোধ করি আর পাঠককে বলিয়া দিতে হইবে না।

বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইবামাত্র আন্দ্রে পত্নীকে লইয়া গ্রেনাডায় আসিয়াছে। সে তাহার এক খুড়ার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে এই বাড়ীটি পাইয়াছিল। ফেলিসিয়ানা Edwardsএর সহিত লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছে। উভয় দম্পতি আপন আপন সহজ রুচির অনুসরণ করিয়াছে। প্রথমটি মুক্ত আলোক ও কবিতার প্রয়াসী; দ্বিতীয়টি সভ্যতা ও কুয়াসার ভক্ত।

মিলিতোনা পূর্ব্বেই বলিয়াছিল, আন্দ্রের সহিত

বিবাহে তাহার সামাজিক মর্য্যাদার বৃদ্ধি হইলেও বিবাহের পরেই সে লোক-সমাজে বাহির হইবে না —এই জন্য যে, পাছে তাহার অজ্ঞতায় আন্দ্রে লজ্জা পায়। তাই, তাহার অবস্থা-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করিবার জন্য সে এক্ষণে এই বিজন নিবাসের আশ্রয় লইয়াছে।

এইখানে আসিয়া মিলিতোনার শরীর ও মন দুই-ই বেশ একটু উন্নতি লাভ করিয়াছে। তাহার রূপ-লাবণ্য এমনিই ত অসাধারণ ছিল—এখন আবার আদর-যত্নে উহার লালিত্য ও মাধুর্য্য যেন আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার সুখী অন্তঃকরণ বিকশিত হইয়া মুক্তভাবে চারিদিকে সৌরভ ছড়াইতেছে। যে রমণীকে আন্দ্রে ভালবাসিত, সেই রমণীর অভ্যন্তরে যেন আর এক উন্নততর রমণী জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে দেখিয়া আন্দ্রে অত্যন্ত সুখী হইল।

বাঞ্ছিত বস্তু হস্তগত হইলে অনেক সময় পূর্ব্বের মোহ ছুটিয়া যায়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা হয় নাই। প্রতিদিন মিলিতোনার নব নব গুণ, নব নব সৌন্দর্য্য আন্দ্রের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আন্দ্রে মনে মনে নিজ সাহসের তারিফ্ করিল; লোক-নিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া সে যে এমন নারী-রত্ন লাভ করিতে পারিয়াছে, ইহা সে পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিল।

আন্দ্রে ও মিলিতোনার সুখের মাত্রা পূর্ণ হইল। কেবল মিলিতোনা কখন কখন বেচারা জুয়াঙ্কোর কথা ভাবিত; জুয়াঙ্কোর ত আর কোন খবর পাওয়া যায় না। মিলিতোনা চাহিত না যে, তাহার সুখে আর কাহারও নৈরাশ্য উপস্থিত হয় এবং হত-ভাগ্য জুয়াঙ্কো কি দারুণ কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহা মনে করিয়া, আনন্দের মধ্যেও মিলিতোনার চিত্তে একটু বিষাদের ছায়া পড়িত। মিলিতোনা এই চিন্তা-প্রবাহ রুদ্ধ করিবার জন্য মনে মনে এই কথা বলিত, "জুয়াঙ্কো নিশ্চয় আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে; কোন এক অজ্ঞাত দূর—দূর-দেশে চলিয়া গিয়া থাকিবে।"

বাস্তবিকই কি জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে ভুলিয়া গিয়াছিল? ইহা সন্দেহস্থল। জুয়াঙ্কো যতটা দূরে গিয়াছে বলিয়া তরুণী মনে করিয়াছিল, আসলে জুয়াঙ্কো তত দূর যায় নাই। কেননা, যে মুহূর্ত্তে মিলিতোনা এইরূপ ভাবিতেছিল, সেই সময় মিলিতোনা উচ্চ পাহাড়ের পার্শ্বস্থ প্রাচীরের চূড়ার দিকে যদি তাকাইয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, তরুপল্লবের মধ্য দিয়া বাঘের মত দুইটা জলন্ত চোখ একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

আন্দ্রে মিলিতোনাকে বলিল,—"জেরালিফের দিকে তুমি কি বেড়াতে যাবে? সেখানে গোলাপের গন্ধে চারিদিক আমোদিত। আর সেখানে ঝাউ-গাছের উপর, ওক্-গাছের উপর ময়ূরদের মৃদু মৃদু কেকারব শোনা যায়।"

মিলিতোনা উত্তর করিল—"এখনও খুব গরম। তা ছাড়া এখন আমি বেড়াবার কাপড়-চোপড় পরি নি—"

"সে কি! তোমার এই সাদা পরিচ্ছদে, তোমার এই গলার ব্রেসলেটে, তোমার এই কাণের ফুলে তোমাকে বেশ দেখাচ্চে। কেবল, এই পরিচ্ছদের উপর একটা ম্যান্টিলা-ওড়না ফেলে দেও, তা হ'লেই হবে। প্রিয়ে, তুমি যখন এই বেশে "অ্যাল্‌হাম্ব্রা" প্রাসাদের ভিতর দিয়ে যাবে, তখন মুর-রাজারা তোমাকে দেখ্‌বার জন্য কবর থেকে উঠে পড়বে।"

মিলিতোনা মৃদু হাসিয়া তার ওড়নার ভাঁজগুলা গুছাইয়া লইল, স্পেনীয় মহিলাদের যাহা নিত্য সঙ্গী, সেই হাত-পাখাটি লইল এবং তাহার পর এই দম্পতি 'জেরালিফের' অভিমুখে চলিতে লাগিল। ইহা একটা ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর অবস্থিত,—এই পাহাড়টি আবার আর একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের সহিত গিরিসঙ্কটের দ্বারা সংযুক্ত—যাহার মাথায় অ্যাল্‌হাম্ব্রার লাল মিনার্‌-স্তম্ভ-সমূহ মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। দৃশ্যটি ছবির মত অতি সুন্দর। এই-খানে একটি পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে; তাহার ধারে ধারে উদ্দাম উদ্ভিজ্জ পথটি ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই পথে শাখা-পল্লবের নীচে দিয়ে নব-দম্পতি শিশুর মত আনন্দে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। এক-স্থানে একটা বটগাছের নিবিড় শাখাপল্লবে পথটি রাত্রির ন্যায় অন্ধকার—এই বটগাছের গুঁড়ির পিছনে ও কি দেখা যায়? ওটা কি চোখের ভুল? মনে হয় যেন, একটা বন্দুকের কুঁদো ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। আর বন্দুকটা যেন নীচের দিকে বাগানো রহিয়াছে।

একটা লোক ঝোপ্‌ঝাপের মধ্যে বাঘের মত মাটির দিকে মুখ করিয়া গুঁড়ি মারিয়া শুইয়া

আছে ;—যেন এক লম্ফে কোন শিকারের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িবে বলিয়া তাগ্‌বাগ্‌ করিতেছে। এ লোক আর কেহ নহে—এ হচ্চে জুয়াঙ্কো। জুয়াঙ্কো দুইমাস হইতে গ্রেনাডার গুহা-গহ্বরে লুকাইয়া বাস করিতেছে। এই দুই মাসে সে দশ বৎসরের মত বুড়াইয়া গিয়াছে। এখন মুখের রং কালো, গালে গর্ত্ত পড়িয়াছে, চোখদুটা আগুনের মত জ্বলিতেছে।

যে ব্যক্তি দিবা-রাত একই চিন্তায়—সর্ব্বগ্রাসী একমাত্র চিন্তায় নিমগ্ন, তাহারই অনুরূপ এই সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে। সেই চিন্তাটি কি?—না, মিলিতোনাকে খুন করিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে বিশবার সে তাহার মৎলব হাসিল করিতে পারিত;—কেননা, সে অদৃশ্য ও অপরিজ্ঞেয়-ভাবে, গোপনে মিলিতোনার চারিদিকে শিকারীর মত ঘুরিয়া বেড়াইত—কিন্তু কার্য্যকালে শেষ-মুহূর্ত্তে তাহার সাহসে কুলাইত না; হাত যেন অসাড় হইয়া পড়িত।

এইবার সে এইখানকার ঝোপ্‌ঝাপের ভিতর ওৎ পাতিয়া লুকাইয়াছিল; কেননা, সে লক্ষ্য করিয়াছিল, আন্দ্রে ও মিলিতোনা প্রতিদিনই একই সময়ে এই রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে। জুয়াঙ্কো এইবার শপথ করিল, তাহার ভীষণ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিয়া চিরকালের মত সব শেষ করিয়া দিবে।

তাই সে বন্দুকে গুলি ভরিয়া, বন্দুকটা তাহার পাশে রাখিয়া দিয়াছিল; দূরে পদশব্দ শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া মনে করিল, এইবার বুঝি চরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে।

"সে আমার আত্মাকে হত্যা করেছে, আমি তার শরীরকে হত্যা করব!"

বনপথের শেষপ্রান্তে একটা সুস্পষ্ট হাসির আওয়াজ শুনা গেল!

জুয়াঙ্কো শিহরিয়া উঠিল, জুয়াঙ্কোর মুখ নীল হইয়া গেল। তাহার পর সে বন্দুকের ঘোড়া উঠাইল।

মিলিতোনা তাহার স্বামীকে বলিল,—"আমার মনে হয়, আমরা এই পথ ধরে' একটা ভূ-স্বর্গে এসে পড়েছি—কি ফুলের বাহার, কি সুগন্ধ, পাখীর কি মধুর গান, কি কিরণচ্ছটা!"

এই কথা বলিতে বলিতে মিলিতোনা সেই কালস্বরূপ বটবৃক্ষের কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

"এ স্থানটি কি সুন্দর, কেমন বেশ ঠাণ্ডা। আমার শরীর হাল্কা মনে হচ্চে—আমি এখন বড়ই সুখী"—এই সময়ে সেই অদৃশ্য বন্দুকের মুখটা ঠিক মিলিতোনার মাথার দিকে ফেরানো ছিল।

বন্দুকের টিপ্‌কলের উপর আঙুল রাখিয়া জুয়াঙ্কো গুন্‌ গুন্‌ স্বরে বলিল:—

"এইবার—আর দুর্ব্বলতা নয়। এইমাত্র শুনিলাম, সে বলিল,—'আমি এখন খুব সুখী'—এমন সুযোগ আর পাব না। মরুক এইবার তবে—"

মিলিতোনার এইবার বুঝি সব শেষ হইল;—পত্রপল্লবে প্রচ্ছন্ন বন্দুকের মুখটা প্রায় মিলিতোনার কর্ণ স্পর্শ করিল। আর এক মুহূর্ত্ত—তাহার পরেই মিলিতোনার মস্তক উড়িয়া যাইবে; এমন যে সৌন্দর্য্যরাশি, তাহা কেবল কতকটা রক্ত-মাংস-অস্থিতে পর্য্যবসিত হইবে।

কিন্তু পুতুলটি ভাঙ্গিবার সময় জুয়াঙ্কোর হৃদয় আর্দ্র হইল; তাহার চোখের উপর দিয়া যেন একখণ্ড মেঘ চলিয়া গেল। তাহার ইতস্ততঃ-ভাবটা ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইল। আন্দ্রে-পত্নী জানিত না, তাহার কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল; তাই সে সম্পূর্ণ প্রশান্তচিত্তে জেরালিফের ভ্রমণ শেষ করিল।

ঝোপঝাপের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে করিতে জুয়াঙ্কো বলিল,—"আমি নিশ্চয়ই একজন কাপুরুষ, আমার যত সাহস শুধু ষাঁড়দের সহিত যুদ্ধে, শুধু পুরুষের সহিত যুদ্ধে।"

কিয়ৎকাল পরে, একটা খুব গুজব রটিল যে, আমেরিকা হইতে একজন বৃষভ-মল্ল আসিয়াছে—তার দক্ষতা ও সাহস নাকি অসাধারণ, তার মত 'গোঁয়ার্ত্তুমি' কাজ কেহ কখন দেখে নাই। সান্তা মারিয়ার বন্দর-নগরে এক্ষণে তাহার যুদ্ধ-ক্রীড়া দেখান হইতেছে।

আন্দ্রে সেই সময় তাহার পত্নীর সহিত একজন বন্ধুকে বিদায় দিতে 'ক্যাডিক্‌সে' গিয়াছিল। সেইখানে উক্ত নবাগত মল্লবীরের খ্যাতি শুনিয়া তাহার মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য স্বভাবতই তাহার ঔৎসুক্য হইল।

'ক্যাডিক্‌স্‌' হইতে 'পুয়ের্ত্তো'য় যাইবার এক বাষ্পীয় জাহাজ ধরিয়া উহারা দু'জনে 'পুয়ের্ত্তো' নগরে আসিয়া উপনীত হইল। মিলিতোনার ভাগ্য-

পরিবর্ত্তন হইলেও, মিলিতোনা ফরাসী কিংবা ইংরাজী ধরণের পরিচ্ছদ পরিত না—তখনও তাহার স্পেনীয় পোষাক ও স্পেনীয় রীতি-নীতির প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল।

'পুয়ের্ত্তোর' অধিবাসীরা উজ্জ্বল বর্ণের পরিচ্ছদ পরিয়া নগর-অঙ্গনে, পান্থ-শালায় মল্লক্রীড়া দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। রমণীরা ওড়নার উপরেও একটা লাল শাল পরিয়াছে, তাহার ঘেরের মধ্য দিয়া উহাদের পাণ্ডুবর্ণ মুখগুলি সুন্দর দেখাইতেছে।

সহরের প্রধান ব্যক্তিরা একপ্রকার দো-কেঁক্ড়া ছড়ির উপর ভর দিয়া কেহ বা গদাই-লস্করি চালে চলিয়াছে, কেহ বা উহাদের প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্বরবর্ণে গঠিত অস্থিহীন প্রাদেশিক ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে। মল্লক্রীড়ার সময় নিকটবর্ত্তী হইল; লোকেরা তাড়াতাড়ি গিয়া ব্যগ্রভাবে রঙ্গালয়ের স্থান অধিকার করিল।

রঙ্গশালায় প্রবেশ করিয়া আন্দ্রে ও মিলিতোনা তাহাদের নির্দ্দিষ্ট 'বক্স্'-আসনে গিয়া বসিল। মল্লক্রীড়া সুরু হইল।

বিখ্যাত বৃষ-মল্ল কালো রঙের পোষাক পরিয়াছে। তাহার জামা কালো-জেট্ পাথর ও রেশমী অলঙ্কারে বিভূষিত; তাহার ভীষণ কঠোর চেহারার সহিত এই পোষাক বেশ খাপ খাইয়াছে। একটা হলদে কোমরবন্ধ তাহার শীর্ণ পঞ্জরকে ঘিরিয়া আছে; তাহার এই দেহকাঠামে পেশী ও অস্থি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

তাহার শ্যামল মুখের দুই তিন জায়গায় নখের আঁচড়ের মত বলিরেখা পড়িয়াছে; মনে হয়, বয়সের দরুণ নহে; পরন্তু মনের কষ্টে। যদিও মুখে যৌবনের লক্ষণ দেখা যায় না, তথাপি উহার উপর পরিপক্ক বয়সের ছাপ পড়িয়াছে বলিয়াও মনে হয় না।

এই মুখ, এই দেহ-গঠন আন্দ্রের নিকট অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না। কিন্তু ঠিক স্মরণ করিতে পারিল না।

মিলিতোনা এক মুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ করে নাই। পূর্ব্বের সহিত সাদৃশ্য খুব কম হইলেও মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে তখনই চিনিয়া ফেলিল। এত অল্প-সময়ের মধ্যে এই ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিয়া মিলিতোনা ভীত হইল। মিলিতোনা বুঝিল, মনের কতটা আবেগ, জুয়াঙ্কোর মত লোহার দেহকে চূর্ণ করিতে পারে।

মিলিতোনা তাড়াতাড়ি হাত-পাখাটা খুলিয়া আপনার মুখ ঢাকিল এবং পিছনে গিয়া আন্দ্রেকে বলিল;—"ও জুয়াঙ্কো।"

কিন্তু পিছনে যাইবার পূর্ব্বেই জুয়াঙ্কো মিলিতোনাকে দেখিতে পাইয়াছিল এবং হস্তের ইঙ্গিতে এক প্রকার অভিবাদন করিয়াছিল।

আন্দ্রে বলিল:—

"এ জুয়াঙ্কোই বটে! বেচারা ভয়ানক বদলে গেছে; দশ বছরের মত বুড়িয়ে গেছে। একজন নূতন মল্ল এসেছে বলে' যার কথা লোকে এত বলাবলি করছিল, এখন সে হয়ে দাঁড়ালো কিনা জুয়াঙ্কো! আবার দেখছি, জুয়াঙ্কো তার পুরানো ব্যবসা ধরেছে।"

মিলিতোনা তার স্বামীকে বলিল:—

—"এসো ভাই, আমরা এখান থেকে চলে' যাই। জানি না কেন—আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে; আমার মনে হচ্ছে, কি যেন একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটবে।"

আন্দ্রে উত্তর করিল:—

—"আর কি ঘটতে পারে;—ঘোড়সওয়ার রঙ্গীরা ঘোড়া থেকে পড়ে' যেতে পারে, ষাঁড় গুঁতিয়ে ঘোড়ার পেট চিরে দিতে পারে। এর বেশী আর কি হবে?"

—"আমার ভয় হচ্ছে, পাছে জুয়াঙ্কো একটা কিছু বাড়াবাড়ি করে—ক্রোধান্ধ হয়ে একটা ভীষণ কাণ্ড করে।"

—"তার সেই ছোরার আঘাতের কথাই দেখ্‌ছি তোমার সর্ব্বদাই মনে হয়—তার ভয় নেই। তা কখনই হবে না। এতদিনে সে নিশ্চয়ই তার মনকে শান্ত করতে পেরেছে।"

জুয়াঙ্কো রঙ্গাঙ্গনে অদ্ভুত কাণ্ড করিতে লাগিল। ষাঁড়ের লেজ ধরিয়া ঘুরপাক খাওয়াইতে লাগিল। দুই শিং-এর মাঝে পা রাখিয়া তার পর এক লাফে নীচে নামিয়া পড়িল। ষাঁড়ের গা হইতে সাজ-সজ্জা ছিনাইয়া লইতে লাগিল, ষাঁড়ের ঠিক সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; এরূপ দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে লাগিল—যাহা এ পর্য্যন্ত কোন মল্লকে কেহ কখন করিতে দেখে নাই।

লোকেরা উন্মত্তভাবে বাহবা দিতে লাগিল—বলিল, এরূপ অদ্ভুত কাণ্ড এ পর্য্যন্ত কেহই করিতে পারে নাই।

বৃষ-মল্লদের অশ্ববৃন্দ, দৃষ্টান্তে সহসা উত্তেজিত হওয়ায়, মনে হইল যেন, তাহারা আর বিপদের আশঙ্কা করিতেছে না। বল্লমধারী রক্ষিগণ অঙ্গনের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত নির্ভয়ে অগ্রসর হইতেছে। জুয়াঙ্কো সমস্তক্ষণ সকলকেই সাহায্য করিতেছে; হিংস্র পশুটার মনোযোগ অন্যদিক্ হইতে ফিরাইয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করিতেছে। জুয়াঙ্কোর একবার পা পিছলাইয়া যাওয়ার পর ষাঁড়টা তাড়া করিয়া আসিল; জুয়াঙ্কো যদি একটু পিছু হটিয়া না যাইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শিং দিয়া গুঁতাইয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিত।

জুয়াঙ্কো ষাঁড়গুলিকে যে সব ছোরার আঘাত করিতেছিল, তাহা উচ্চ হইতে নীচে ও ষাঁড়ের কাঁধের মাঝখানে; আঘাতের ঘায়ে ষাঁড়গুলা বজ্রাহত হইয়া বসিয়া পড়িতেছে।

আন্দ্রে বলিল:—"জুয়াঙ্কো দেখ্‌ছি 'মন্তে', 'অর্চ্চনা', 'লাঠি' প্রভৃতি বিখ্যাত বৃষ-মল্লদেরও হারিয়েছে।"

মিলিতোনাও 'বাহবা' না দিয়া থাকিতে পারিল না। আন্দ্রে ভূতলে পায়ের আঘাত করিতে লাগিল। আনন্দ-উচ্ছ্বাস চূড়ান্ত-সীমায় উঠিল; জুয়াঙ্কোর প্রত্যেক চলা-ফেরায় উন্মত্ত প্রশংসাধ্বনি চারিদিক হইতে উত্থিত হইল।

এইবার আর একটা ষাঁড়কে ছাড়িয়া দেওয়া হইল—এটা সংখ্যায় ষষ্ঠ।

এই সময় একটা অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। জুয়াঙ্কো ষাঁড়টাকে বেশ আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া, কয়েকবার সুদক্ষভাবে ছোরা চালাইয়া, শেষে অসি গ্রহণ করিল; লোকে মনে করিল, এইবার জুয়াঙ্কো ষাঁড়ের গলায় অসি বিদ্ধ করিবে; কিন্তু জুয়াঙ্কো তাহা না করিয়া অসিটা এত জোরে উপরদিকে ছুড়িয়া ফেলিল যে, উহা ঘুরিতে ঘুরিতে জুয়াঙ্কোর বিশ কদম দূরে পড়িয়া মাটিতে গাড়িয়া গেল।

চতুর্দ্দিক হইতে সবাই বলিয়া উঠিল;—"জুয়াঙ্কো কর্‌বে কি? এ ত সাহস নয়, তাহা পাগ্‌লামি! এই নূতন কৌশলটা না জানি কি? শেষে নাকের উপর একটা টোকা মেরে ষাঁড়টাকে মারবে নাকি?..."

যেখানে মিলিতোনা বসিয়াছিল, জুয়াঙ্কো সেই দিক্‌পানে একটা করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; সেই দৃষ্টিতে তাহার সমস্ত প্রেম ও হৃদয়ের সমস্ত যাতনা কেন্দ্রীভূত ছিল; তাহার পর সে ষাঁড়ের সম্মুখে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

পশুটা মাথা নোয়াইল। তাহার সমগ্র শিং জুয়াঙ্কোর বক্ষোদেশে প্রবেশ করিল এবং আমূল রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া শিং-দুইটা বাহির হইয়া আসিল।

দশ সহস্র কণ্ঠ হইতে আতঙ্কের চীৎকার ঊর্দ্ধ-দিকে সমুত্থিত হইল।

মিলিতোনা মৃতবৎ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া চৌ[illegible]র উপর উল্টাইয়া পড়িল; এই চরম মুহূর্ত্তে মিলিতোনা জুয়াঙ্কোকে ভালবাসিয়াছিল।

সমাপ্ত

শোণিত-সোপান

(ফরাসী উপন্যাস হইতে)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

শোণিত-সোপান

(ফরাসী উপন্যাস হইতে)

১

দন্দোলো নিনেতাকে ভালবাসে।

দন্দোলো যুবাপুরুষ; উহার কালো চোখ্; উহার জলন্ত মুখশ্রীতে কেমন একটা বিশেষত্ব আছে, উহার ভ্রূযুগল সুপরিব্যক্ত এবং উহার চলন ভঙ্গীতে একটা গর্ব্বের ভাব লক্ষিত হয়। বয়স ২০ বৎসর। দন্দোলো যেরূপ শিক্ষালাভ করিয়াছে, সেরূপ শিক্ষা পাইলে রাজপুত্রেরাও কৃতার্থ হয়। এই শিক্ষার জন্য দন্দোলো তাহার এক খুড়ার নিকট ঋণী। তাহার পিতৃব্য, একটি ক্ষুদ্র পল্লীর বৃদ্ধ পাদ্রি; তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রোমের একটি উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁহার পিতৃব্য বেশী দিন জীবিত ছিলেন না; যে সময়ে তাঁহার তত্ত্বাবধান ও আশ্রয় বিশেষ আবশ্যক, ঠিক সেই সময়েই দন্দোলো তাহার পিতৃব্যকে হারাইল। যে বয়সে জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার তেমন সামর্থ্য থাকে না, সেই বয়সে দন্দোলোকে সম্পূর্ণরূপে আপনার উপর নির্ভর করিতে হইল। এখন দন্দোলো কি করিবে? তাহার জনক-জননীর নিকট আবার ফিরিয়া যাওয়া ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না। পিতা দরিদ্র কৃষক; তাঁহার একটা জ্যোৎ আছে, কিন্তু তাহার এখন ধ্বংসাবস্থা; আর একটা ক্ষেত আছে, তাহা হইতেই কোন প্রকারে তাঁহাদের গুজরান চলে। পিতার নিকট হইতে সুপরামর্শ পাইবার জন্যই এখন সে পিতৃ-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং মনে করিল, যত দিন না তাহার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি হয়, তত দিন সে পিত্রালয়েই থাকিবে। ছয় মাসকাল পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া, বেচারা দন্দোলোর মনে হইল, নিনেতাকে বিবাহ করিলেই সে সুখী হইবে; উহাই তাহার সুখ-সৌভাগ্যলাভের একমাত্র উপায়।

নিনেতার অনুপম গঠন-সৌন্দর্য্যের,—তাহার অনন্যসাধারণ অনিন্দ্য মুখশ্রীর বর্ণনা করিবার চেষ্টা আমি করিব না। নিনেতা তরুণ-বয়স্কা ইটালী-দেশীয় রমণী, একজন ধনী জ্যোৎদারের দুহিতা। ইটালীয় রমণী বলাতেই এক কথায় বুঝিয়া লইবে—নিনেতা দন্দোলোর মত একজন যুবাপুরুষের প্রেমের প্রতি অন্ধ ছিল না। দন্দোলো নিনেতাকে যেমন তাহার হৃদয় দান করিয়াছিল, নিনেতাও তাহার প্রতিদানে বিমুখ হয় নাই। কিন্তু দুইটি প্রাণী পরস্পরকে ভালবাসিলে, পরস্পরের সহিত হৃদয় বিনিময় করিলেই যথেষ্ট হয় না। উহাদের মিলন, জনক-জনকীর আশীর্ব্বাদের দ্বারা, প্রচলিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা পূত হওয়া চাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই একদিন মধুর সায়াহ্নে যখন মৃদুমন্দ সমীরণ কুসুম-সৌরভ বহন করিতেছিল এবং প্রেমিকজনের প্রিয়-তারকা সেই শুকতারা যখন মাঠ-ময়দানের ঘাসের উপর স্বকীয় কম্পমান কিরণ বর্ষণ করিতেছিল, সেই সময়ে নিনেতা ও দন্দোলো শপথ করিল যে, তাহাদের প্রেমের বন্ধন কখনই ছিন্ন হইবে না—২০ বৎসর বয়সের প্রেমিক-যুগল যেরূপ শপথ করিতে পারে, ইহা সেইরূপ শপথ—ইহাতে কৃত্রিমতার লেশ-মাত্র নাই। কিন্তু নিনেতার মাতা শ্রীমতী ক্লোটিল্দা একজন উচ্চাভিলাষিণী রমণী; যত দিন তিনি দরিদ্র ছিলেন, ধন ঐশ্বর্য্য লাভ করাই তাঁহার একমাত্র বাসনা ছিল। এখন তিনি ধনী হইয়াছেন, এখন আবার তাঁহার এই সাধ হইয়াছে—নিনেতাকে কোন উচ্চকুলে বিবাহ দিয়া, সেই কুলগৌরবে তিনিও গৌরবান্বিত হয়েন। এই বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ঐ প্রেমিক যুগলের সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। তিনি দেখিলেন, নিনেতার উপর দন্দোলোর ভালবাসা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। দন্দোলো প্রতিদিনই কৃষিক্ষেত্রে আইসে—এক-

দিনও ফাঁক যায় না। ক্লোটিল্দা সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করিতেও পারেন না; কেননা, দন্দোলোর পিতা, ক্লোটিল্দার স্বামীর বাল্য সহচর ছিলেন। গোড়ায় তিনি উহাদের এই ভালবাসাকে ছেলে-খেলা বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ক্রমে যখন দেখিলেন, এই ভালবাসা বালকের শুধু একটা খেয়াল-মাত্র নহে, বালকবালিকার মনের গভীর দেশে উহার শিকড় নামিতেছে, তখন তিনি স্থির করিলেন, এক আঘাতেই উহাকে নির্ম্মূল করিয়া দিবেন। তাই একদিন দন্দোলোর নিকট স্পষ্ট করিয়া কথাটা পাড়িলেন।

একদিন প্রাতে, দন্দোলো যেমন প্রতিদিন আসিয়া থাকে, সেইরূপ তাহার বাগ্‌দত্তার নিকট আসিতেছে;—শ্রীমতী ক্লোটিল্দা তাহাকে আট্‌কাইয়া এই কথা বলিলেন:—"দন্দোলো, তুমি নিনেতাকে ভালবাসো—না?"

হঠাৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করায়, দন্দোলো থতমত খাইয়া গেল, লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে উত্তর না করিয়া কিছুকাল চুপ্ করিয়া রহিল।

শ্রীমতী ক্লোটিল্দা আবার বলিলেন:—

"মিছে কেন আমার কাছে ঢাক্‌বার চেষ্টা করচ? আমি আগেই জান্‌তে পেরেছি, আর তুমি যেরকম থতমত খাচ্ছ, তাতে কথাটা আরও ঠিক বলে' মনে হচ্চে।"

দন্দোলো ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না। শ্রীমতী বলিতে লাগিলেন:—"নিনেতাকে ভালবাসিয়াছ, সে ভালই, কিন্তু আমার মেয়ে ধনী, আর তুমি দরিদ্র; সে এমন লোকের সহিত বিবাহ করতে পারে, যে ব্যক্তি ধনে নিনেতার সমকক্ষ। বড় বড় জোৎদারের ছেলেরা আমার মেয়েকে বিবাহ কর্‌বার জন্য কত চেষ্টা করচে। নিনেতার যে রকম রূপ, যে রকম টাকা-কড়ি, তাতে সে আরও উচ্চবংশে বিবাহ কর্‌বার আশা রাখে; এমন কি, কোন বড় জমিদারও, এই জোৎদারের মেয়েকে বিবাহ করে' গর্ব্ব অনুভব কর্‌তে পারে। তোমার দারিদ্র্যের হীনতা অনুভব করবার জন্য তোমাকে আমি এ কথা বল্‌চিনে, দারিদ্র্যের জন্য তোমাকে আমি লাঞ্ছনা কর্‌চিনে। টাকা-কড়ি-ওয়ালা কত ছেলে নিনেতাকে বিবাহ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা নীচবংশের বলে' আমি তাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করি নি। আমি চাই বটে, নিনেতার খুব উচ্চকুলে বিবাহ হয়, কিন্তু তবু, তোমার যদি টাকাকড়ি থাকৃত, আমি তোমার সঙ্গেই বিবাহ দিতাম। বাছা, আমি এখন যা' তোমাকে বল্‌চি, —বেশ বিবেচনা করে' দেখ:—তুমি যদি টাকা রোজকার করে' ধনী হ'তে পার, তা হ'লে আমার মেয়েকে উচ্চকুলে বিবাহ দেবার সংকল্প আমি পরিত্যাগ করি। এর জন্য আমি তোমাকে ৪ বৎসর সময় দিলাম। যাও, এখন টাকাকড়ি রোজগার কর গে, তার পর ফিরে এসে নিনেতাকে বিবাহ কোরো।"

এই উচ্চাভিলাষিণী রমণী সরল অন্তঃকরণে এই কথা বলিল, না উহাকে শুধু সরাইয়া দিবার জন্য, ছল করিয়া এমন একটা সর্ত্তের কথা বলিল, যাহা তাহার পক্ষে পালন করা দুঃসাধ্য? সে যাই হোক্, শ্রীমতী এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; দন্দোলোর মাথায় বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িল, নানা কুচিন্তা আসিয়া তাহার মনকে অধিকার করিল।

দন্দোলো অনেকক্ষণ ধরিয়া পায়চালি করিতে করিতে আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার করিতে লাগিল। কিন্তু দন্দোলো দৃঢ় প্রকৃতির লোক; দন্দোলো ভাবিল, যতই কাঁদাকাটি করি না কেন, ঘটনা-চক্র ফিরিবার নহে। সে আপনার মন বাঁধিল, ধন উপার্জ্জন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইল। তাকে শুধু চারি বৎসর সময় দেওয়া হইয়াছে। চারি বৎসর অতীত হইলেই, শ্রীমতী ক্লোটিল্দা অঙ্গীকার হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। তখন নিনেতা অপরের ধর্ম্মপত্নী হইবে। এই চিন্তায় সে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু আশাই যৌবনের চিরসুহৃৎ; আশা বলিল, আমার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলেও হইতে পারে। দন্দোলো ভাবিল,—নিনেতার জন্য, নিনেতার ভালবাসার জন্য, এ পৃথিবীতে অসাধ্য কি আছে?

পরদিন দন্দোলো প্রস্থান করিল। অবশ্য প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে নিনেতার নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল এবং তাহার ভালবাসার কখনও ক্ষয় হইবে না, এই বলিয়া নিনেতাকে আবার শপথ করাইয়া লইল। দন্দোলো এখন কোথায় যাইতেছে? কি করিবে? —সে তার কিছুই জানে না; শুধু জানে, একটা কাজ করিতে হইবে; কি উপায়ে সে কাজ সুসিদ্ধ হইবে,

সে তাহা জানে না। তাহার মনে শুধু এই কথাটি জাগিতেছে—ধনী হইতে হইবে, নিনেতাকে বিবাহ করিতে হইবে।

২

আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে, বাতাসে অরণ্যের গাছগুলা আন্দোলিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে ঝোপ্‌ঝাপের উপর দিয়া পাথর গড়াইয়া পড়িতেছে, গাছের ডালপালা নড়িতেছে, অরণ্যের মধ্যে যে দুই একটা পরিষ্কার খোলা জমি আছে, তাহার উপর জ্যোৎস্না পড়িয়াছে এবং সেই জ্যোৎস্নার উপর কতকগুলি ছায়া অঙ্কিত হইয়াছে। ফুস্-ফুস্ কথা ও ডাকা-ডাকির কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, তাহাতেই জানা যাইতেছে, এই নিভৃত নির্জ্জন স্থানে মানুষ আছে। এই মানুষগুলা কে? এবং কি উদ্দেশ্যেই বা এ হেন সময়ে দুরারোহ পর্ব্বতের উপর উঠিতেছে?—আমরা কিছুই বলিব না; উহাদের কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইবে।

একটা লোক—আচ্ছাদন-বস্ত্রে-আপাদ মস্তক আবৃত—একটা ত্রিশ ফুট লম্বা মঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া একটা হাঁক দিল। এই সঙ্কেত-ধ্বনির-পর, লোকের কোলাহল আরও ঘন ঘন শুনা যাইতে লাগিল এবং একটু পরেই, একই রকম বস্ত্রাবৃত আরও ১৪ জন লোক ঐ লোকটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উহাদের উদ্ভট পরিচ্ছদ, এই নৈশ দৃশ্যের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে।

প্রথমে যে হাঁক্ দিয়াছিল, সেই বোধ হয় উহাদের সর্দ্দার। সে বলিয়া উঠিল:—

"সবাই হাজির?"

এই কথায়, ১৪ জন লোক সারিবন্দি হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের প্রত্যেকের নাম একে একে উচ্চারিত হইতে লাগিল, আর প্রত্যেকেই জবাব দিতে লাগিল:—

"এই আমি।"

সর্দ্দারের নাম ফজা। সর্দ্দার একদল লোককে এইরূপ বলিল:—

"আজকের লুঠের মালটা ভাল ত? আজ হুজুর বাহাদুর মাকাস্‌তেলো শুধু একজন লোক সঙ্গে করে' রোমে গিয়েছিলেন, তাঁকে থলি-ঝাড়া করেছ ত? মোহরগুলা সব হাতিয়েছ ত? তাঁর হীরকগুলা তোমাদের হাতে এসেছে ত? একে লোকটার বিপুল দেহ, তাতে আবার সঙ্গে টাকার বোঝা, তিনি যতদূর যাবেন মনে করেছিলেন, ততটা কি যেতে পেরেছিলেন?"

"আমরা বেশ কাজ গুছিয়েছি—এই দেখ আমাদের লুঠের মাল।" ফর্জা যাহাকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছিল, সে এইরূপ উত্তর দিয়া একটা টাকার থলিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল এবং তাহার মধ্য হইতে কতকগুলা হীরক ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল।

—"বেশ বেশ! খুব ভাল! আর তুমি পাওলো, তুমি কি পেলে?"

—"এই বনের ধারে একটি বালিকাকে দেখতে পেলুম; তার গলায় একটা সুন্দর হার ছিল, মেয়েটি দেখতেও বেশ সুশ্রী; আমি যেই চুমো খেতে গেলুম, অমনি সে মূর্চ্ছা গেল; আমি তখন তার গলা থেকে হারটা খুলে নিলুম, আর তার গলার মত টুকটুকে ঠোঁটে একটা চুমো খেলুম।"

—"আর তুমি জ্যাকপো?"

—"কোঁৎ রাঞ্জেন্টির দাসীর আমি নেক্-নজরে পড়ে' গিয়েছি, সে আমার সহিত বন্ধুর মত ব্যবহার করে; আর কিছু দিন পরেই তার মনিবের রাজ-বাটীতে আমি স্বচ্ছন্দে গতিবিধি করতে পারব। তার পরে যা হবে, তা বলা বাহুল্য।"

—"আর তুমি মার্কো? যার হাত তুমি বেঁধে রেখেছ, ও যে তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে ও লোকটা কে? কি বিষণ্ণ মুখ! একেবারে মড়ার মত ফ্যাকাশে!"

—"ওকে আমরা বনের মধ্যে পেয়েছি। ওর চেহারাটা একজন বড় আমীরের মত; দেখুন না, কেমন সুন্দর পোষাক পরেছে! আমরা ওর পকেট হাতড়াবর সময় কিছু পাইনি; মনে করলুম, যদি পকেটে কিছু না পাই, ওর কাপড় বিক্রী করে' আমাদের পরিশ্রমের ক্ষতিপূরণ করব। তাই ওকে এখানে এনেছি। যখন দেখলে, ওর কাকুতি-মিনতি আমরা কিছুই শুনলুম না, তখন থেকে ও একেবারে চুপ হয়ে আছে।"

—"তা বেশ হয়েছে, ওর পোষাকটা খুলে নিতে এখনি হুকুম দেব।"

এই নূতন ব্যক্তির সম্বন্ধে আর বেশী কিছু আলোচনা না করিয়া, ফর্জ্জা পূর্ব্বের মত আবার প্রশ্ন করিতে লাগিল এবং সকলেই আপনার আপনার দৈনিক কাজের হিসাব দিতে লাগিল। ফর্জ্জা বলিল :—

"তোমরা একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছ; আমি এই পর্ব্বতের তলায়, আমার পায়ের কাছে একটা মড়া পেয়েছিলুম, তার গা থেকে কাপড়-চোপড় কে খুলে নিয়েছে; তার ক্ষত জায়গা থেকে এখনও রক্ত ঝরচে; মনে হয়, এই সবেমাত্র কে খুন করেছে, তোমাদের মধ্যে কে তাকে মেরেছে বল। আমি তোমাদের পুরাতন সর্দ্দার—আমার কাছে খুলে বল। কি! তবে কি তোরা আমার কাছে লুকোচ্চিস্?"

—"কি! তোরা কবুল করবিনে?"

এইবার উহারা একটা কৈফিয়ৎ দিল। সকলেই শপথ করিয়া বলিল, এই হত্যাকাণ্ডে তাহারা কেহই লিপ্ত নহে।

তখন ফর্জ্জা হাসিয়া বলিল,—"আমাদের ব্যবসায়ে না জানি কে আবার আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে আরম্ভ কর্‌লে।" এই রসিকতায়, দস্যুরা খুব উল্লসিত হইয়া উঠিল; এতক্ষণ উহারা যেরূপ গোম্‌সা মুখ করিয়াছিল, উহাদের সেই গোম্‌সা ভাবটা চলিয়া গেল। কেবল একজন এই উল্লাস-হিল্লোলে কোন যোগ দেয় নাই;—যার হাত বাঁধা ছিল, সে বেচারার মুখ হইতে এ পর্য্যন্ত একটি কথাও বাহির হয় নাই। দস্যুদের মধ্যে একজন ইহা লক্ষ্য করিয়াছিল, সে কৌটিল্য সহকারে সঙ্গীদিগকে এই কথাটা জানাইয়া দিল। এই সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিবামাত্র, ঐ অপরিচিত ব্যক্তির প্রতি আবার সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। তাহাদের সর্দ্দার ফর্জ্জা তাহাকে প্রশ্ন করিল :—

"এ সময়ে এই বনে তুমি কি কর্‌তে এসেছিলে? তোমার এই পোষাক যদি ইটালী-দেশীয় কৌণ্টের পোষাক না হ'ত, তা হ'লে তোমাকে একজন হতভাগা দরিদ্র ঠাওরাতুম্;—আর, তা হ'লে তোমাকে আমাদের দলেও নিতুম, কিন্তু যখন দেখা যাচ্চে, তুমি আমাদের ব্যবসায়ী নও—তোমার ঐ পোষাক আমাদের দিতে হবে, আমাদের কৌণ্ট সাজবার দরকার হ'লে ঐ পোষাকটা আমাদের কাজে লাগবে। দেখ্ পাওলো, আমাদের একটা মোটা কাপড়ের হাতকাটা লম্বা কোর্ত্তা নিয়ে আয় তো। ভদ্রলোকটির পোষাকের সঙ্গে আমরা বদলাবদলি কর্‌ব—নৈলে, রাত্রের শীতে ওঁর বড় কষ্ট হবে।"

অপরিচিত ব্যক্তি উত্তর করিল :—

"আমি পথ ভুলে এসেছি......দোহাই তোমাদের আমাকে প্রাণে মেরো না।"

"আমরা তোমার প্রাণ নিতে চাইনে; দেখ, আমরা ইচ্ছা করে' কারও রক্তপাত করিনে; তোমার পোষাক খুলে আমাদের দেও; তার পর তুমি যেতে পার, এখানে থাকতেও পার, যা' তোমার খুসি কর্‌তে পার। কি আমাদের সামান্য ভোজনেও তুমি যোগ দিতে পার, আমাদের আহার প্রস্তুত।"

অপরিচিত ব্যক্তি বলিল :—

"আমার উপর নির্দ্দয় হয়ো না, আমাকে এই বস্ত্র হ'তে বঞ্চিত কোরো না; তোমরা জান না, এই বস্ত্রটা অল্প মূল্যের হ'লেও, এর উপর আমার জীবনের কতটা নির্ভর করচে; আমার সমস্ত ভবিষ্যৎটাই এই বস্ত্রের মধ্যে রয়েছে; দোহাই তোমাদের, এই বস্ত্র আমার গা থেকে খুলে নিয়ো না; কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের এই ঋণ আমি সুদ সমেত পরিশোধ কর্‌ব।"

"তুমি দেখ্‌ছি আমাদের নিতান্ত আনাড়ি ভেবেছ। তুমি মনে করেছ, তোমার এই লোভানীতে আমরা ভুলে যাব? তোমার কাছ থেকে আমরা কি পাব, তা বেশ জানি; তুমি এখান থেকে চ'লে গেলেই, আমাদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে দেবে, কিন্তু তাতে আমরা ভয় করিনে; সে সন্ধান আমরা আগে থাক্‌তেই পাব।"

যখন এই কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, ঐ অপরিচিত ব্যক্তি, চারি পার্শ্বের লোকের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে একটি রত্নকৌটা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অবশেষে তার পায়ের কাছে একটা পাথর পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহার পিছনে কৌটাটা গুঁজিয়া রাখিল; কিন্তু সেই কৌটার গায়ে একটা হীরা বসানো ছিল, চাঁদের আলোয় সেই হীরাটা ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল; একজন দস্যুর নজরে পড়ায় সেই কৌটাটা সে কুড়াইয়া লইয়া বলিল :—

"একটা খুব সরেশ মাল পাওয়া গেছে।"

"ওঃ! ওটা আমাকে ফিরিয়ে দেও, ওটা আমাকে ফিরিয়ে দেও; ওটা আমার জীবন,

আমার সুখ, আমার সর্ব্বসর্ব্বস্ব।" এই কথায় একটা হাসির গর্‌রা উঠিল। ফর্জ্জা আবার আরম্ভ করিল :—

"আমাদের কাছ থেকে জিনিসটা বুঝি হুজুর বাহাদুর চুরি কর্‌বেন মনে করেছিলেন। এখন বুঝতে পারচি, পোষাকটা খুলে দিতে আপনি কেন এত নারাজ।"

কৌণ্টের পোষাক-পরা লোকটা হতাশ হইয়া পড়িল। "হা ভগবান্! হা ভগবান্! আমি আমার সর্ব্বস্ব খোয়ালুম, আমার দুষ্কর্ম্ম-অর্জ্জিত ফলটা পর্য্যন্ত হারালুম!" এই কথাগুলি এত মৃদুস্বরে বলিল যে, দস্যুরা তা শুনিতে পাইল না; কিন্তু তাহারা দেখিল, উহার মুখের অবয়ব-রেখা কুঞ্চিত হইতেছে, চক্ষু দিয়া অগ্নি ছুটিতেছে; এবং যখন সে ঐ কৌটাটা দস্যুদের সম্মুখে ফেলিয়া দিল, তখন তাহার হাত কাঁপিতেছিল; তার অঙ্গগুলা অসংযতভাবে এক একবার ঝাঁকি দিয়া উঠিতেছিল। এই সমস্ত দেখিয়া তাহারা বুঝিল, তাহার অন্তরের মধ্যে কি একটা ভয়ানক যুঝাযুঝি চলিতেছে। ধন-লালসায় কিবা কতকগুলা হীরা খোয়া গেল বলিয়া যে তাহার চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে, তাহা নহে। অশক্ত নিষ্ফল ক্রোধের অন্তরালে নিশ্চয়ই আরও কোন আবেগ প্রচ্ছন্ন আছে।

দস্যুরা কৌটাটা লইয়া ফর্জ্জার হাতে দিল; ফর্জ্জা তাহার দলবলের সমক্ষে কৌটাটা খুলিল; উহা খুলিবামাত্র উহার মধ্যে যে বহুমূল্য রত্নাদি ছিল, তাহার জলুসে লোকের চোখ ঝল্‌সাইয়া গেল; ঐ কৌটার মধ্য হইতে কতকগুলা কাগজ-পত্রও বাহির হইল; দয়া করিয়াই হউক কিংবা ঐ সকল জিনিস সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়াই হউক, কিংবা আর কোন কারণেই হউক, দস্যু-সর্দ্দার বলিয়া উঠিল :—

"কাগজগুলো ওকে ফিরিয়ে দেও,—একটু দাতা হওয়া যাক।"

এই কথার পর, মনে হইল, বস্ত্রচ্যুত কৌণ্ট মহাশয় যেন মনে মনে কি একটা চিন্তা করিতেছেন; তাহার পর হঠাৎ তাঁহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল এবং নৈরাশ্যের আবেগে তাঁহার চোখের পাতা ঘন ঘন পড়িতে লাগিল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বলিলেন :—

"এখনও সব নষ্ট হয় নাই, ওরা যে কাগজের কোন মূল্য নাই বল্‌চে, ঐ দলিলগুলা ।ফিরে পেলেও আমি বেঁচে যাইব।" পাওলো আর একটু কাছে আসিয়া বলিল :—

"হুজুর! আপনি কার সঙ্গে কথা কচ্ছেন? এই নিন, আমাদের সর্দ্দার ভিক্ষাস্বরূপ আপনাকে এইটে দান করলেন—উনি আপনাকে পেপলির কৌণ্ট করে' দিলেন।"

ছড়ানো কাগজপত্রের মধ্যে একটা কাগজের উপর "পেপলির কৌণ্ট" ঐ কথাটি লেখা ছিল, জ্যোৎস্নার আলোয় পাওলো ঐ নামটি দেখিতে পাইয়াছিল। যাহাকে দস্যুরা পেপলির কৌণ্ট বলিয়া সম্বোধন করিতেছিল, সেই ব্যক্তি বিকম্পিত হস্তে ঐ কাগজটা খপ করিয়া উঠাইয়া লইল এবং তাহাকে যে হাত-কাটা লম্বা কোর্ত্তা দেওয়া হইয়াছিল, সেই কোর্ত্তাটি তাড়াতাড়ি পরিধান করিয়া, অরণ্যের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

৩

একটু পরে, প্রস্তর-মঞ্চটি জনশূন্য হইল, নিকটে যে ক্ষুদ্র একটি পাহাড় ছিল, তাহার পশ্চাতে ফর্জ্জা অন্তর্হিত হইল,—সঙ্গীরাও তাহার পিছনে পিছনে চলিল। দস্যুরা যেখানে আড্ডা গাড়িয়াছে, পাঠকের নিকট সেই গুপ্ত স্থানের আর বর্ণনা করিব না, অথবা তাহাদের উন্মত্ত আমোদ-প্রমোদেরও বর্ণনা করিব না। এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে, একটা টেবিলের চারি পাশে দস্যুরা বসিয়া আছে, টেবিলের উপর কতকগুলা মদের বোতল রহিয়াছে, দস্যুরা পরস্পরের সুরাপাত্রের সহিত ঠোকাঠুকি করিয়া উন্মাদের ন্যায় অট্টহাস্য করিতেছে। আমরা সেই বীভৎস মত্ততার দৃশ্য দেখাইবার জন্য পাঠককে সেখানে লইয়া যাইব না। বরং এস, আমরা এই শ্যাওলা-পড়া মাটির ঢিবির উপর বসিয়া, যতক্ষণ না উষা দেখা দেয়, এই সুন্দর ইটালী দেশের সুন্দর রাত্রির সুখস্পর্শ সমীরণ সেবন করি।

কিন্তু, মাটির দিকে মস্তক নত করিয়া একজন কে এই দিকে আসিতেছে? মনে হইতেছে যেন, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আর কেহ নহে—ফর্জ্জা। সঙ্গীদের ত্যাগ করিয়া একাকী এই দিকে আসিতেছে কেন? উহার মুখে ঘোর বিষাদের ভাব প্রকটিত; উহাদের গুপ্ত আড্ডাটা কি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে? ফর্জ্জা যে দলের দলপতি, সে

দলের মধ্যে কি অসন্তোষ দেখা দিয়াছে? খরচ-পত্রের কি অভাব হইয়াছে?—না;—উহার উদ্বেগের কারণ সে-সব কিছু নহে। তবে ঐ মত্ততার আমোদ পরিত্যাগ করিয়া এদিকে আসিল কেন? আসল কথা, এই দস্যুপতি ফর্জ্জা, একজন ইতর দস্যু নহে। আমোদের জীবন যাপন করিবার জন্য—ধনসঞ্চয় করিবার জন্য ফর্জ্জা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে নাই; সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে—প্রেমের জন্য, নিনেতার জন্য। ফর্জ্জা আর কেহ নহে—সেই নিনেতার বিবাহার্থী দন্দোলো।

উহাকে চিনিতে আমাদের একটু কষ্ট হইয়াছিল; যাই হোক্, দন্দোলো খুব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। যাহার চিত্ত মহৎ ভাবে পূর্ণ ছিল—নিনেতার প্রেম যাহাকে আরও মহৎ করিয়া তুলিয়াছিল, যাহাকে আমরা ইতিপূর্ব্বে এক জন ভাগ্যবানের আশ্রয়লাভ করিতে দেখিয়াছিলাম, সেই যুবা পুরুষের কেমন করিয়া অবনতি ঘটিল?

ক্লোটিল্‌দা ও দন্দোলোর মধ্যে যে কথা হইয়াছিল, তা ত আমরা জানি; দন্দোলো ক্লোটিল্‌দার নিকট হইতে যখন বিদায় হইয়া যায়, তখন ভবিষ্যতে কি করিবে সে বিষয়ে সে অনিশ্চিত ছিল, কেবল ধনোপার্জ্জন করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছিল; কয়েক মাস ধরিয়া দন্দোলোর নানা প্রকার বিড়ম্বনা ঘটিল, কিন্তু দারিদ্র্য সত্বেও সে সততার পথ হইতে কখনও বিচলিত হয় নাই। অনেক দিন কাটিয়া গেল, তথাপি ধনোপার্জ্জনের পথে এক পদও অগ্রসর হইল না। মানুষের ব্যবহারে ও ঘটনার বিপাকে হতাশ হইয়া, স্বকীয় উদ্দেশ্যসাধনকল্পে—যে পথ সাধু লোকের নিকট চির-রুদ্ধ, দন্দোলো অবশেষে সেই পাপ-পথে ধাবিত হইল। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, সেই সময়ে দস্যুদের উপদ্রবে ইটালী দেশটা ছারখার হইতেছিল, দন্দোলো সেই একদল দস্যুর দলভুক্ত হইল। দন্দোলোর নির্ব্বিকার ভাব, সাহস ও ঔদ্ধত্যে তাহার সঙ্গীরা বিস্মিত হইল এবং শীঘ্রই তাহাকে তাহাদের সর্দ্দার-পদে অভিষিক্ত করিল। দন্দোলো স্বকীয় লুঠের অংশ সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিত; পক্ষান্তরে, তাহার সঙ্গীরা তাহাদের অংশ আমোদ-আহ্লাদেই উড়াইয়া দিত। প্রথম প্রথম দন্দোলোর আচরণে উহারা অত্যন্ত বিস্ময় অনুভব করিত; কিন্তু দন্দোলোর অর্থের কোনো অভাব না থাকায় এবং তাহার সঙ্গীরাও যথেষ্টরূপে লুঠের ভাগ পাওয়ায়, সঙ্গীরা তাহার কাজে কোন বাধা দিত না; তাহার অদ্ভুত ধরণটা তাহারা বুঝিতে না পারিলেও সে বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ দিত না।

অবশেষে দন্দোলো দেখিল, পাপের রাস্তা দিয়া সে স্বকীয় বাসনার চরম লক্ষ্যস্থানে উপনীত হইয়াছে। ক্লোটিল্‌দা দন্দোলোর নিকট যে অর্থ চাহিয়াছিল,—সেই পথহারা কৌণ্টের নিকট হইতে দস্যুরা যে রত্ন-কৌটা অপহরণ করিয়াছিল, তাহার মূল্যেই ঐ অর্থের প্রায় সংস্থান হইয়া আসিয়াছে। আর দুই তিন দিনের মধ্যেই তাহার আশালতা ফলবতী হইবে। যাহার জন্য সে ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়াছে, সেই ললনা শীঘ্রই তাহার হইবে! কিন্তু যখন সে এই চিন্তায় উৎফুল্ল হইতেছিল, সেই সঙ্গে অনুতাপও আসিয়া তাহার চিত্তকে দগ্ধ করিতেছিল। কিরূপ মূল্য দিয়া সে এই সুখ-রত্ন ক্রয় করিতেছে, সে কথাও তাহার মনে হইতে লাগিল।

একাকী—চিন্তামগ্ন দন্দোলো আর সে দন্দোলো নাই; যে অন্তর্য্যামী পাপীর চিত্তকে দগ্ধ করে, সেই অন্তর্য্যামীর দংশনে, দস্যুজনোচিত লঘু আস্ফালন, ধর্ম্মে সংশয়, উপহাসপূর্ণ ভাঁড়ামী—সমস্তই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন আর সে কাহাকে নির্য্যাতন কিংবা অপমান করিতে সাহস করে না। তাহার শৈশবের সুখ-স্বপ্নগুলি আবার তাহার স্মৃতি-পথে আসিয়াছে; সে বেশ অনুভব করিতেছে, রক্তপাত করিবার জন্য সে জন্মায় নাই; যে অদৃষ্ট তাহার সাধের বাসনাগুলি পূর্ণ করিয়া তাহাকে একটা ভীষণ পথে বলপূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে, সে এখন সেই অদৃষ্টকে অভিসম্পাত করিতেছে। এখন সে নিনেতার পাণিগ্রহণ করিতে উদ্যত—এখন দস্যুদের সঙ্গ তাহার আর ভাল লাগে না। এই জন্যই তাহার মুখে বিষাদের ভাব প্রকটিত; এই জন্যই সে দস্যুদের ছাড়িয়া একাকী চলিয়া আসিয়াছে; তাহাদের উল্লাসধ্বনি এখন আর তাহাকে উত্তেজিত করিতে পারে না।

রাত্রি প্রভাত হইল; দন্দোলো (এখন আর ফর্জ্জা বলিব না) প্রস্তর-মঞ্চের উপর এখনও পায়চারি করিতেছে। তাহার অন্তরে অনুতাপ ও

আশার বুঝাবুঝি চলিতেছে; সেই চিন্তাতেই তাহার চিত্ত নিমগ্ন;—এমন সময়ে খুব নিকটে একটা অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠস্বর তাহার ধ্যানভঙ্গ করিয়া দিল; মুখ ফিরাইয়া দেখিল, একটা বনপথে এক দল বেদিনী গান গাইতে গাইতে অগ্রসর হইতেছে। শীঘ্রই তাহারা দন্দোলোর নিকটবর্ত্তী হইল। একজন বেদিনী দল ছাড়িয়া, দন্দোলোর অভিমুখে অগ্রসর হইল, এবং তাহাকে এইরূপ বলিল:—

"ফর্জ্জা মহাশয়! সুপ্রভাত; আজ তোমার মুখ বড় ফ্যাঁকাশে দেখাচ্চে; কোন দুর্ঘটনা হয় নি তো?"

চিন্তামগ্ন দন্দোলো বলিল,—"সম্প্রতি তোরা কি মাতেয়োর ক্ষেত্‌বাড়ীতে গিয়েছিলি?"

"আমি বরাবর দেখ্‌ছি, ঐ বাড়ীর খোঁজখবর নিতে তুমি ভালবাসো, আমার মনে পড়ে, কিছুদিন হ'ল, সেই বাড়ীর সকলে ভাল আছে কি না, সেই বাড়ীর সুন্দরী মেয়েটি ভাল আছে কি না—জেনে আস্‌বার জন্য আমাকে একটা চক্‌চকে মোহর দিয়েছিলে; তুমি ত জান, আমার একটু গণনা বিদ্যেও আছে,—আমি তখনই বুঝেছিলুম, তুমি যে এই কাজে হাত দিয়েছ—সে কেবল সেই মেয়েটির জন্য।"

—"এই বারটা তোর গণনায় ভুল হয়েছে।"

—"তাই যদি হয়, এবার তোমাকে একটা নূতন খবর দেব, সে খবর শুনে তোমার ত আর কষ্ট হবে না—তাই নির্ভয়ে তোমাকে বল্‌চি।—একজন বড় কৌণ্টের সঙ্গে নিনেত্তার বিবাহ হয়ে গেছে।"

দন্দোলো মনের আবেগে বেদিনীর হাত সাপটিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল:—

"তুই যা বল্‌চিস্, তা কি সত্য? তুই যা জানিস্, শীঘ্র আমার কাছে সব কথা খুলে বল্। এই নে বক্‌শিস্।"

বেদিনী আবার বলিতে লাগিল:—

"কিছু দিন হ'ল, দেখ্‌লেম, সেই ক্ষেত-বাড়ীর সাম্নে লোক গুলো ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলা-ফেরা করচে; জিজ্ঞাসা করে' জানলেম, মেয়েটির বিবাহের আয়োজন হচ্চে; চেজানোর গির্জ্জায় বিবাহটা শীঘ্র হবে; সর্দ্দার মহাশয়, আর দেরী না, এই বেলা শীঘ্র যাও, না হ'লে পায়রাটি তোমার হাত থেকে ফস্‌কে যাবে—আর তাকে পাবে না।"

এই কথা বলিয়া, সে আবার সঙ্গিনীদের মধ্যে গিয়া মিশিল। শাখাপল্লবের ভিতর দিয়া তাহাদের গান অস্পষ্টরূপে শুনা যাইতেছিল।

দন্দোলো বলিয়া উঠিল, "কি! আমার হাত থেকে ফস্‌কে যাবে! না, না, তা অসম্ভব! নিনেত্তা আমাকে ভালবাসে। আমি এখনি যাব, এখনি গিয়ে তার সঙ্গে আবার মিলিত হব; আর যদি ক্লোটিল্‌দা তার অঙ্গীকার রক্ষা না করে, তা হ'লে তার আর রক্ষা নাই; কেননা, সেই উচ্চাভিলাষিণী রমণীই আমাকে এই পাপ-পথে ধাবিত করেছে!

মনে মনে একটা দৃঢ় সংকল্প করিয়া, সেই ক্ষুদ্র পাহাড়টির দিকে দন্দোলো চলিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, একটা বড় আচ্ছাদন-বস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়া, এবং বহুদিনের দস্যুবৃত্তি-লব্ধ ধনরত্নাদি সঙ্গে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল। এইমাত্র আমরা তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়াছি।

দস্যুর আড্ডা হইতে দন্দোলো সহসা পলায়ন করিলে পর, তাহার দুই ঘণ্টা পরে, দস্যুরা দলে দলে একত্র হইয়া, দন্দোলো কোথায় না জানি গিয়াছে, সকলেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; এমন সময়ে পাওলো একখানা পত্র হস্তে করিয়া তাহাদের অভিমুখে অগ্রসর হইল।

—"আমাদের সর্দ্দার কেন পালিয়েছেন, তাহার কারণ বলি শোন।" এই কথা বলিয়া পাওলো পত্রখানা খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিল:—

"তোমাদের সঙ্গে আর আমার পরিচয় নাই, তোমাদের নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেইরূপ আমাকেও তোমরা ভুলিয়া যাও। কিন্তু যদি তোমরা কখন আমার সুখের ব্যাঘাত কর, আমি তোমাদিগকে ধরাইয়া দিব: তোমাদের গুপ্ত আড্ডা আমি জানি।"

পাওলো আরও বলিল,—ফর্জ্জা এই জন্যই টাকা খরচ করিত না, সে আবার সাধু হবে মনে করেছিল; কিন্তু সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে, ধর্ম্মভাইদের সঙ্গে বড় একটা ভাল ব্যবহার করেনি, তার অতীত জীবনের সমস্ত প্রমাণ লোপ করবার জন্য, সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমাদের ধরিয়ে দিতেও পারে; অতএব ভাই সকল, এস আমরা শপথ করি, যে রকম করে' পারি, শীঘ্র আমরা তাকে যমালয়ে পাঠাব, মরণই তার

উপযুক্ত শাস্তি।" এই প্রস্তাবে সকলে হাত বাড়াইয়া দিল এবং এইরূপ উত্তর করিল ;—

আমরা শপথ করে' বল্‌চি, যে আমাদের ছেড়ে চলে' গেছে, আমাদের হাতে তার মরণ নিশ্চিত !

৪

জোৎদার মাতেয়োর গৃহে পেপলির কৌণ্ট কখন্ আসেন, তার জন্য সকলেই আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে। কেবল জোৎদারের কন্যা নিনেতার ভয় হইতেছে, পাছে তিনি আসিয়া পড়েন। কেননা, তাহা হইলে নিনেতার সমস্ত সুখের আশা বিনষ্ট হইবে। বাল্যসহচরী সিল্‌ভিয়ার সহিত একটা ঘরের মধ্যে বদ্ধ হইয়া নিনেতা দন্দোলোর শেষ পত্রখানি পাঠ করিতেছিল ; পত্রখানি এতদিনে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। প্রিয়তমাকে লাভ করিবার জন্য দন্দোলোর কত যুঝাবুঝি করিতে হইতেছে, কত বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হইতেছে, এই সব কথা তাহাতে ছিল। এই সকল স্মৃতির মধ্যে থাকিয়া, তাহার যন্ত্রণা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে ; যে ভীষণ বাস্তবতা আসন্ন, তাহা নৈরাশ্যের বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। মাতার সংকল্পে সে বাধা দিতে চেষ্টা করিতেছে না ; সে বেশ জানে, ক্লোটিল্‌দা-ঠাক্‌রুণ যে-ইচ্ছা একবার প্রকাশ করেন, সে-ইচ্ছায় বাধা দেওয়া নিষ্ফল। হাড়কাঠে গলা বাড়াইয়া দিয়া কখন্ খড়্গাঘাত হয়, সে যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। যদি এই ঘৃণিত বিবাহের প্রস্তাবটা অবাধে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহা হইলে সে কি করিবে, মনে মনে কেবল তাহারই আন্দোলন করিতেছে।

তাহার সহচরী কত আশার কথা বলিয়া তাহার বিষাদ-অন্ধকার দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। সহচরীর কথায় বরং তাহার মনের যাতনা আরও তীব্র হইয়া উঠিতেছে।

নিনেতাকে সে বলিল :—কেন ভাই তুমি এত কষ্ট পাচ্চ ; দেখ, তুমি শীঘ্রই রাজরাণী হবে, "কৌণ্টেস্" হবে !—আমীর-ওমরাওর ঘরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাবে ; তুমি কত সুখী হবে, তোমার সুখে সকলে হিংসে করবে ; উৎসব—আমোদের মধ্যেই তোমার জীবন কাটবে ; তুমি কত বস্ত্র অলঙ্কার পাবে। এইরূপ কল্পনার স্বপ্ন আমার মনে কতবার এসেছে—এরূপ সুখস্বপ্ন তোমার মনেও কি হয় না ?

তাহার সহচরী এইরূপে যতই তাহাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছে, হতভাগিনী নিনেতার বক্ষ অশ্রুজলে ততই ভাসিয়া যাইতেছে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিনেতা দন্দোলোকে বরাবরই ভালবাসে ; বিচ্ছেদে এই ভালবাসা নষ্ট হয় নাই, বরং আরও পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে ; এই ভালবাসাই এখন তাহার জীবনের ভিত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; এখন যতই বাধা বিঘ্ন আসুক না কেন, এই ভালবাসাই বিজয়ী হইয়া তাহার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিবে।

নিনেতা দন্দোলোর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে ; তাহার ধ্রুব বিশ্বাস, দন্দোলো আসিবে। তাহার অন্তরাত্মা যেন বলিতেছে, দন্দোলো আসিবে। কেননা, প্রেমের সহিত আশা চির-বন্ধনে বদ্ধ।

যাহাই হউক, শ্রীমতী ক্লোটিল্‌দা দন্দোলোকে যে সময় দিয়াছিলেন, তাহার তিন দিন মাত্র বাকী আছে ; এদিকে, কৌণ্ট পেপলির সহিত নিনেতার সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে ; নিনেতা এ সমস্তই জানিত ; কিন্তু তবু একেবারে হতাশ হয় নাই। দন্দোলো আসিতেও পারে, কোন দৈবঘটনায় তাহার এই অবাঞ্ছনীয় বিবাহের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া যাইতেও পারে ;—এইরূপে সে ইচ্ছা-সুখে কতই কল্পনা করিতেছিল। কৌণ্ট পেপলির আসিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তাহার এই আশা আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল—"যদি পেপলি কোন কারণে না আসিতে পারে ত বড়ই ভাল হয়।" এই সময়ে নিনেতা মনে মনে পেপলির সকল প্রকার অশুভ কামনা করিতে লাগিল—এইরূপ চিন্তায় মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনের ভারটা একটু যেন কমিয়া আসিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে, এই বালিকাই একটি পাখীর কষ্ট দেখিতে পারিত না। তাহার হৃদয় অনুকম্পায় বিগলিত হইত। কিন্তু প্রেম মানুষকে কখন কখন বড়ই নিষ্ঠুর করিয়া তোলে !

এদিকে, জোৎদার মাতেয়োর গৃহে আর এক-প্রকার দৃশ্যের অভিনয় চলিতেছিল। মাতেয়ো ক্লোটিল্‌দা, পেপলির একজন অনুচরকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। এই লোকটির নাম পেড্রোলিনো। আগমন-সংবাদ

দিবার জন্য তাহার প্রভু তাহাকে অগ্রেই পাঠাইয়া দেয়। পেদ্রোলিনোকে দেখিয়া মনে হইতেছিল, তাহার অন্তরে যেন কি একটা প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ রহিয়াছে। পূর্ব্বরাত্রে সে বলিয়াছিল যে, তাহার প্রভুর কয়েক ঘণ্টা মাত্র পূর্ব্বে সে ছাড়িয়াছে; তাহার পর আবার রাত্রি আসিল, রাত্রি প্রভাত হইল, তবু তাঁহার দেখা নাই!

—"পথে তাঁহার কি কোন দুর্ঘটনা হইয়াছে?" —এই কথা মাতেয়ো ও ক্লোটিল্দা দুজনে একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল। পেদ্রোলিনো দুই একটা কথায় ইহার উত্তর দিল। জিজ্ঞাসাকারীদিগকে পেদ্রোলিনো আশ্বাস দিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু তাহার মনের উদ্বেগ সে ঢাকিতে পারিতেছিল না; তাহার মুখের ভাবেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল।

ইত্যবসরে, একটা লোক, হাতাহীন একটা বৃহৎ আলখাল্লায় আচ্ছাদিত হইয়া (যেরূপ কোর্ত্তা দস্যুরা ইতিপূর্ব্বে তাহার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়াছিল) দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিকটে আসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল:—

—"আমি পেপলির কৌণ্ট।"

মাতেয়ো তিন পা পিছাইয়া গেল।

—"তুমিই পেপলির কৌণ্ট? তুমিই আমার কন্যার বাগ্‌দত্ত বর? তুমি ঠাট্টা করছ না খেপেছ?"

—"আমিই পেপলির কৌণ্ট, এবং আমি তার প্রমাণ দিচ্চি। আমি যে এই পোষাকে এসেচি, তজ্জন্য আপনি আমাকে মার্জ্জনা করবেন, আমার সমস্ত কথা শুনলে আর আপনি আশ্চর্য্য হবেন না।"

এই কথাতেও মাতেয়োর সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল না; কোন একটা গোলযোগ উপস্থিত হইলেই মাতেয়ো ক্লোটিল্দার শরণাপন্ন হইত। তাই, আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া, যে ঘরে ক্লোটিল্দা ও পেদ্রোলিনো ছিল, সেই ঘরে আগন্তুককে লইয়া গেল।

আগন্তুককে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই পেদ্রোলিনো বলিয়া উঠিল:—

"হজুরালী।" এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে একবার চোখ-চাওয়া-চায়ি হইয়া গেল। একজন মনোযোগী দর্শক সহজেই দেখিতে পাইবে, প্রভুর জীবনের জন্য আশঙ্কা হইয়াছে, ভৃত্যের মুখে এরূপ কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই।

মাতেয়োর ন্যায় শ্রীমতী ক্লোটিল্দাও বিস্মিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন উঁহারা আগন্তুককে প্রকৃত পেপলির কৌণ্ট বলিয়া চিনিতে পারিতেছিলেন না, তখন আগন্তুক তাহার দলিলাদি দেখাইল এবং অরণ্যের মধ্যে তাহার যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত বর্ণনা করিল; তখন তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইল; এবং তখন তাঁহাদের বাধো বাধো ভাব চলিয়া গিয়া ব্যগ্রতার ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্লোটিল্দা বলিলেন:—

—"তুমি যাহা বর্ণনা করলে, তাহাতে আমি বড়ই ভয় পেয়েছিলেম। তোমার কি ভয়ানক বিপদই গিয়াছে। যা হোক, ঈশ্বরের কৃপায় তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছ, এই ঢের; যা ঘটেছে, তার প্রতিবিধান এখনো হ'তে পারে। আর আশা করি, সে জন্য এ বিবাহের কোন বিলম্ব হবে না।" পেপলি উত্তর করিলেন:—

—"আমারও সেই ইচ্ছা। আমার প্রিয়তমার জন্য যে হীরার গহনা আন্‌ছিলেম, সে ত রাস্তায় লুঠ হয়ে গেল, তাঁকে অন্য হীরার গহনা আবার দেব; আমার এই পরিচ্ছদটা আমি সহজে বদলে ফেলতে পার্‌বো—তাতেও কোন বাধা হবে না। কিন্তু নিনেত্তা কোথায়? তাঁকে ত এখানে দেখছি নে।"

ক্লোটিল্দা একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন;— তোমাকে গ্রহণ করবার জন্য সে এখন সাজসজ্জা করচে।"—"তিনি যেরূপ সুন্দরী, তাতে সাজসজ্জার ত কোন প্রয়োজন নাই। আমার বরং এই বেশে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সঙ্কোচ হচ্চে।"

মাতেয়ো বলিলেন:—

"আমার রবিবারের পরিচ্ছদটা তোমাকে আমি দিচ্ছি।" কৌণ্ট মধুরভাবে একটু হাসিলেন।

ক্লোটিল্দা মাতেয়োর কাণে-কাণে বলিলেন:— "বোকারাম, তুমি করচ কি? উনি তোমার চাষাড়ে কাপড় পরবেন?"

মাতেয়ো এইরূপ সম্বোধন-বাক্য বিশ বৎসর ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছে—সুতরাং মাতেয়ো বিস্মিত না হইয়া উত্তর করিল:—

"ওঁর প্রাসাদ হ'তে কাপড় আনিয়ে নেওয়া যাবে।"

পেদ্রোলিনো ও পেপলি মুহূর্ত্তের জন্য একটু ভাবিত হইয়া পড়িল। তাহার পর পেপলি বলিল:—

—"আমার প্রাসাদ এখান থেকে একটু দূর—আমার প্রাসাদ লুগানাতে।"

—"কি, লুগানাতে? আমি মনে করেছিলেম পাটচিতে।" পেদ্রোলিনো বলিল;—

"হুজুরের প্রাসাদ দুই জায়গাতেই আছে, কিন্তু হুজুরের পরিচ্ছদাদি লুগানার প্রাসাদেই থাকে।"

"দুইটা প্রাসাদ? আমার মেয়ের কি সৌভাগ্য!"

ক্লোটিল্‌দা এই কথা বলিলেন। পেপলি বলিল—এর দরুণ বিবাহের একটু বিলম্ব হতে পারে; কিন্তু এর জন্য আপনাদের কোন কষ্ট পেতে হবে না—পেদ্রোলিনো সেসানোতে গিয়ে অনায়াসে একটা পরিচ্ছদ নিয়ে আসতে পারবে—তবে ওর হাতে কিছু টাকা দিতে হবে—কেননা, দস্যুরা আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করেছে।

মাতেয়ো পেদ্রোলিনোর হাতে কিছু টাকা গুণিয়া দিল—এবং একটু বিরক্ত হইয়া অন্তরালে এই কথা বলিল:—

"আমার ভাবী জামাতার পোষাক যোগাইতে হইবে, এ কথা ত আমি পূর্ব্বে ভাবি নি।"

পেদ্রোলিনো চলিয়া গিয়াছে—এমন সময় আর এক ব্যক্তি, ঝক্‌মকে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই ঘরের প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

"দন্দোলো!"—মাতেয়ো ও ক্লোটিলদা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল।

সেই সময়ে অন্য দ্বার দিয়া নিনেতা ও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দন্দোলোকে দেখিয়া আনন্দে রুদ্ধশ্বাস হইয়া নিনেতা মূর্চ্ছিতা হইল।

দন্দোলো, অথবা ফর্জ্জা, দস্যুবৃত্তি দ্বারা এক্ষণে ধনশালী হইয়াছে; পূর্ব্বকার কথা অনুসারে, সে নিনেতার পাণিগ্রহণের প্রার্থী হইল।

৫

দন্দোলো হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় তাহাকে দেখিয়া নিনেতা মূর্চ্ছা যায়, এখন তাহার চৈতন্য হইল; নেত্র উন্মীলন করিলে, প্রথমেই নেত্রে হর্ষের ভাব ব্যক্ত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই পেপলিকে দেখিয়া সে ভাবটি চলিয়া গেল। নিনেতা ক্লোটিল্‌দার দিকে মুখ ফিরাইয়া ভয় ও উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে যেন জিজ্ঞাসা করিল—দন্দোলোর সহিত, না, কৌণ্ট পেপলির সহিত তাহার বিবাহ হইবে?

শ্রীমতী ক্লোটিল্‌দা এই মূক জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু মনে হইল, যেন দুই অঙ্গীকারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তিনি ইতস্ততঃ করিতেছেন। প্রথমে তিনি দন্দোলোকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—

"এত দেরীতে এলে কেন? আমি নিনেতাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করেছি।"

দন্দোলো, নিনেতার মূর্চ্ছায় একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, এখন আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া উৎসাহের সহিত কথোপকথনে যোগ দিল,—

"নিনেতাকে অন্যের হাতে সমর্পণ করেছেন! আপনি কি তবে আপনার অঙ্গীকার বিস্মৃত হয়েছেন? আপনি চেয়েছিলেন—আমি ধনী হই! আমি ধনী হয়েছি, আমি নিনেতাকে ভালবাসি! নিনেতাও যে আমাকে বই আর কাহাকেও ভালবাসে না, তার প্রমাণও আপনি পেয়েছেন। আপনার মেয়েকে কি আপনি অসুখী করতে চান? না, তা অসম্ভব... নিনেতা স্বাধীন, নিনেতা আমারই হবে...আপনি জানেন না, নিনেতার পাণিগ্রহণের জন্য আমি কত কষ্টভোগ করেছি!" ক্লোটিল্‌দা বলিলেন;—

"তোমার প্রত্যাগমনের সংবাদ দেওনি কেন তবে?"

"কৌণ্ট মহাশয় বোধ করি বুঝতে পারবেন..."

এই কথা বলিয়াই, দন্দোলা, কৌণ্টের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল; দৃষ্টিমাত্রে দন্দোলার মুখ, মড়ার মত ফ্যাকাশে হইয়া উঠিল; দুই জনেই একসঙ্গে কি একটা কথা বলিয়া উঠিল...ফর্জ্জা এবং যাহাকে ফর্জ্জা পূর্ব্বদিনে বস্ত্র-বিরহিত করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি—এই উভয়েই উভয়কে চিনিল। এক পক্ষে বিস্ময়, অপর পক্ষে হতবুদ্ধিতা—উপস্থিত রঙ্গ-দৃশ্যের গতি ফিরাইয়া দিল। দন্দোলা মাথা হেঁট করিয়া রহিল, একটি কথাও আর বলিতে সাহস করিল না। কৌণ্ট পেপলি এই সময়ে একটু লজ্জিত হইয়াছিল, এখন সাহসপূর্ব্বক সম্মুখে অগ্রসর হইল এবং শ্রীমতী ক্লোটিল্‌দাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিল;—

"আমার নিকট আপনি পবিত্র অঙ্গীকারে বদ্ধ হইয়াছেন, আপনার কন্যার সহিত আমার বিবাহ অবশ্যই হইবে এবং আমি আশা করি, ঐ লোকটি

এতে কিছুমাত্র বাধা দেবে না। আমি যা বল্‌ছি তা ঠিক কি না?"—এই কথা বলিয়া অবজ্ঞার ভাবে সন্ত্রস্ত দন্দোলোর দিকে মুখ ফিরাইল।

দন্দোলো কোন উত্তর করিল না; তাহার অন্তরের মধ্যে ভয়ানক একটা যুঝাযুঝি চলিতেছিল। যে সময়ে সে মনে করিয়াছিল সুখী হইবে, ঠিক সেই সময়েই সুখ তাহার নিকট হইতে পলায়ন করিল। দন্দোলো ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, এবং যাহাকে পাইলে তাহার অনুতাপের তীব্রতার কিছু লাঘব হইত, সেই ললনাকে আর একজন লইয়া গেল, তাহাকে আর সে পাইবে না—দন্দোলোর পক্ষে এটা একটা বিষম ব্যাপার—কেননা, আমরা জানি, দন্দোলো নাছোড়বান্দা লোক, সেই-ত মনে মনে সংকল্প করিয়াছিল—ডাকাতি করেই হউক, হত্যা করেই হউক, নিনেতাকে আমার পেতেই হবে।

একটু উপহাসের ভাবে কৌণ্ট বলিলেন—"মৌন সম্মতি-লক্ষণ, অতএব আমি আজ রাত্রে আমার প্রিয়তমা বাগ্‌দত্তাকে বিবাহ করিব। কেবল এই দুঃখ, এই উৎসবের দিনে একটা উৎপাত এসে জুটেছে।"

দন্দোলো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল:—

—"তুমি নিনেতাকে বিবাহ কর্‌বে? কিন্তু তা কিছুতেই হবে না। আমি জানি না, এ সমস্তের পরিণাম কি হবে, কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, নিনেতা তোমার স্ত্রী কখনই হবে না।"

কৌণ্ট মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন:—"তার পরিণাম এই হবে—দস্যুমহাশয়, যদি তুমি বেশী পীড়াপীড়ি কর, তোমাকে ফাঁসি দেওয়াব।"

দন্দোলো আবার পূর্ব্ববৎ স্থিরভাব ধারণ করিল। এদিকে আর সকলে, এই অভিনয়টা কোথায় গিয়া শেষ হয়, তাহারই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

—"আমি তোমাদের বল্‌চি, এ বিবাহে ও কখনই বাধা দেবে না, আর আমি ইচ্ছা কর্‌লে, এই কথা ওরই মুখ দিয়ে বলাতে পারি।"

দন্দোলো শুধু এইরূপ উত্তর করিল:—

—"আমি ফিরে যাচ্ছি"—এবং এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিল। যাইবার সময় নিনেতার পানে চাহিয়া একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইল। শেষে কি না জানি ঘটে, এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হইয়া নিনেতা উহাদের কথা শুনিতেছিল।

দন্দোলোর আকস্মিক প্রস্থানে, শ্রীমতী ক্রোটিল্‌দা বিস্ময়াভিভূত হইলেন এবং এই সমস্ত ব্যাপারের কারণ কি, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিয়াও এই রহস্যের তিনি কোনও কূল-কিনারাই পাইতেন না—যদি কৌণ্ট এ বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিতেন। তাঁহার কথাতেই ক্রোটিল্‌দার সন্দেহ হইল, যেন এক একটা মন্ত্রের দ্বারা পেপ্‌লি দন্দোলোকে রাখিয়াছে।—"দেখুন, মানুষের জীবনে এমন কতকগুলি গুপ্ত কথা থাক্‌তে পারে যে, সেই গুপ্ত কথার উপরেই তাহার জীবন নির্ভর করে;—গুপ্ত কথাগুলি যেন তাহার জীবনের চির সহচর হয়ে অবস্থিতি করে। দন্দোলো এই কথা বিলক্ষণ বোঝে,—তাই আপনার প্রতিজ্ঞা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য সে আর এখানে আসবে না, আমি নিশ্চয় করে' বল্‌তে পারি।"

দন্দোলো একেবারেই প্রস্থান করে নাই—একটা পত্র হস্তে করিয়া আবার ফিরিয়া আসিল এবং এইরূপ বলিল:—

"তোমার ভারী ভুল, সেখানের গির্জ্জায় কালই আমি প্রিয়তমার সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হব।"

ক্রোটিলদার দিকে ফিরিয়া কৌণ্ট বলিলেন:—লোকটা পাগল!

"পাগল কি না, একটু পরেই দেখা যাবে, তখন আমি তোমাকে যা বল্‌ব, তাই শুন্‌তে হবে।"

—"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌চিনে, আর বোধ করি, তুমিও আমার কথা বুঝ্‌তে পারচ না। তা,—এঁদের কাছে আমি এখনি একটা গল্প বল্‌ব, তাতেই তোমার সমস্ত পাগলামি ছুটে যাবে।"

"আচ্ছা 'মাইকেল' ভায়া, তুমি একবার চেষ্টা করে' দেখ, আমিও এঁদের আমোদের জন্য বল্‌ব,—অরণ্যের কোন অংশে ওঁরা আসল পেপ্‌লিকে পেতে পারেন। তুমি অতি বদ্‌রকমে পেপ্‌লির নকল করচ।" এই কথায় কৌণ্টের মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল এবং সহসা দন্দোলোর নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল:—

—"যা বলচ, তার প্রমাণ?"

—"প্রমাণ—আমি দেখাতে পারি—যদি তুমি ইচ্ছা কর। তোমার বহুমানাস্পদ পেদ্রোলিনো তোমাকে যে পত্র লিখেছিল, আর অরণ্যে তুমি যে

কোর্ত্তাটি ছাড়্‌তে বাধ্য হয়েছিলে, সেই কোর্ত্তার পকেটের মধ্যে এই পত্রখানি ছিল—এই পত্রখানি কি চিনতে পার ?"

সেই পত্রে এই কথাগুলি ছিল :—

প্রিয় মাইকেল।

জ্যোৎস্নার মাতেয়োর কন্যা নিনেতাকে তুমি ভালবাস ; অবশ্য তার রূপলাবণ্যের জন্যই তুমি তাকে ভালবাস, আর ভালবাস বোধ হয় তার ধন ঐশ্বর্য্যের জন্য,পেপ্‌লির কৌণ্টের সহিত তার বিবাহ হবার কথা, এইবার আমাদের দুজনের খুব একটা দাঁও মারবার অবসর হয়েছে।

কৌণ্টকে হবু শ্বশুরও চেনে না, বাগ্‌দত্তা কন্যাও চেনে না। আমি জানি, কাল কৌণ্ট নিকটবর্ত্তী অরণ্যে রাত্রি যাপন করবেন। এসো, আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় থাকি। আর যে সময় তুমি তাকে "বৈতরণী নদী" পার করাবে (যে কাজে তোমার খুব রক্‌ত আছে), সেই সময়ে আমিও তোমার কতকটা সাহায্য কর্‌তে পারব।

তুমি কৌণ্টের নাম ও উপাধি ধারণ করে' তুমিই নিনেতাকে বিবাহ কর্‌বে। অবশ্য আসল কাজের সময় তোমার কোন সাহায্য কর্‌তে পারব না—কেননা, ও কাজে আমার রুচি নাই ; আমি শুধু তোমার চাকর সাজ্‌ব ; এবং বিবাহের দুই দিন পরে শ্বশুরের কাছ থেকে তুমি যে টাকা পাবে, আমাকে তার ভাগ দিতে হবে। তার পর তুমি যাকে এত ভালবাস, তার মন যোগাতে থাক, আমি ততক্ষণ ফ্রান্সে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদে জীবন কাটাই। এ প্রস্তাবে তোমার যদি সম্মতি থাকে, আজ সন্ধ্যার সময় তোমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ব।

পেড্রোলিনো।

জাল্ কৌণ্ট পেপ্‌লি (এখন হইতে তাহাকে আমরা মাইকেল বলিব) লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া রহিল ; কিয়ৎক্ষণ পরে, ক্রোধভরে দন্দোলোর প্রতি এবং ঈর্ষাভরে নিনেতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। তাহার মুখের ভাবে স্থির সংকল্পহীনতা ও নৈরাশ্য প্রকটিত হইল। তাহার হৃদয়ে ভয়ানক যুঝাযুঝি চলিতেছিল ; কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিল না।

পাপের দ্বারা সে যাহা অর্জ্জন করিয়াছিল, এই-বার তাহা ত্যাগ করিতে হইবে—তাহা অপেক্ষা ভাগ্যবান্, তাহার যে প্রতিদ্বন্দ্বী, সেই এখন নিনেতাকে লাভ করিবে। দুইজনই এক পথের যাত্রী। নিনেতার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া দুইজনই আততায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দুইজনই দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

এই সময়ে মাইকেলের হঠাৎ একটা উপায় মনে হইল। পেড্রোলিনোর নিকটে গিয়া সে মৃদুস্বরে দুইচারিটি কি কথা বলিল, পেড্রোলিনো ছদ্মবেশী প্রভুর আদেশে একটা টেবিলের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল। যখন নিনেতা মূর্চ্ছা যায়, সেই সময়ে তাহার জন্য যে পানীয় প্রস্তুত হইয়াছিল, সেই পানীয় সেই টেবিলের উপর ছিল। সে হাত দাড়াইয়া অলক্ষিতে কি একটা গুঁড়া তাহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর মাইকেলের নিকটে গিয়া তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, তাহাকে ইঙ্গিতে এইরূপ জানাইল। তখন মাইকেল মুখে নির্ব্বিকার ভাব ধারণ করিয়া স্বাভাবিক স্বরে শ্রীমতী ক্লোটিল্‌দাকে বলিল,—

—"আপনি প্রথমেই দন্দোলোর নিকটেই প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হয়েছিলেন, অতএব ঐ প্রতিজ্ঞার ফল সেই ভোগ করুক, নিনেতাকে সেই বিবাহ করুক।"

এই কথায় বালিকার চক্ষু আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ঠিক্ এই সময়ে নিনেতার পিতা সেই পানীয়ের সাঙ্ঘাতিক পাত্রটি হাতে করিয়া নিনেতাকে দিল। নিনেতা পাত্র হইতে সেই পানীয় পান করিল।

মাইকেলের মুখ একটা ভীষণ নারকীভাবে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রতিশোধজনিত সুখের আবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বলিল ;—

—"সুখী হও দন্দোলো, আমার উপর সন্তুষ্ট হওয়া তোমার উচিত।"

দন্দোলো কোন উত্তর করিল না ; কিন্তু এই কথাগুলি মাইকেল এমন তীব্র কর্কশ-স্বরে বলিয়াছিল যে, দন্দোলো শিহরিয়া উঠিল।

মাইকেল ও পেড্রোলিনো, হতভাগিনী নিনেতার প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং তাহার ভাবী পতির সর্ব্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করিয়া ক্ষেতবাড়ী হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, নিনেতা তাহার ভাবী পতির

ক্রোড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল; বক্ষের স্পন্দন থামিল, শরীর শীতল হইয়া পড়িল। দন্দোলো রোষ সহকারে বলিয়া উঠিল;—

"ঐ পিশাচেরা বিষপ্রয়োগ করেছে! নিনেতা, আমি এর প্রতিশোধ নেব। প্রতিশোধ নিয়ে তবে আমি মরব—এখন পৃথিবীতে আমার এইমাত্র কাজ।" এই কথা বলিয়া দন্দোলো নিনেতাকে বহন করিয়া একটা পাশের ঘরে স্থাপন করিল। দস্যুপতি ফর্জ্জা একা শয্যায় শিয়রে নতজানু হইয়া বালিকার মৃতদেহের সম্মুখে শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল।

৬

সেই ব্যাঘ্র-হৃদয় দন্দোলো, যে নির্দ্দয়ভাবে কত লোকের রক্তপাত করিয়াছে—সেই ভীষণ দস্যু ফর্জ্জা,—নিনেতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্ব্বে, সমস্তক্ষণ বিষাদ-জড়তায় আচ্ছন্ন ছিল। অতীত জীবনের জন্য অনুতাপ হইয়াছে বলিয়া, কিংবা পাছে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার দস্যুবৃত্তির কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, এই ভয়ে সে যে এইরূপ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহা নহে। যে তার হৃদয়কে অবিরত অধিকার করিয়াছিল, দস্যুবৃত্তির সময় যাহার স্মৃতি তাহাকে বল দিয়াছিল এবং সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কত মহাপাপের মূল্যে যাহাকে পাইয়াছে বলিয়া সে বিশ্বাস করিয়াছিল এবং সেই সময় আর এক জন আসিয়া যাহাকে তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল, সেই যুবতী ললনার মৃত্যুতেই সে এইরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

দন্দোলো, নিনেতার শিয়রে উবু হইয়া বসিয়াছিল; শব-বহনের যে সব বিষাদময় পূর্ব্বোদ্যোগ চলিতেছিল, তাহার প্রতি সে কিছুমাত্র লক্ষ্য করে নাই। তাহার পর যখন শবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যাইতে হইল, তখন সে এক বিন্দু অশ্রুমোচন করিল না—কোন কথা না কহিয়া, কিছুরই প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সে সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

সে যাই হোক্, ভজন-মণ্ডপ হইতে বাহির হইবামাত্র তাহার একটু জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তাহার স্বকীয় চরিত্র আবার প্রকাশ পাইল; পারিবারিক সমাধি-মন্দিরে নিনেতার মৃতদেহ যখন ন্যস্ত হইল, তখন দন্দোলো মনে মনে শপথ করিল,—মাইকেলকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া প্রিয়তমার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে হইবে।

তার পর সমস্ত দিন দন্দোলো এইরূপ বিষাদে নিমজ্জিত ছিল। দুহিতার মৃত্যুর পর, মাতেয়োর সমস্ত স্নেহ-মমতা দন্দোলোর উপর আসিয়া পড়ে। নিজে শোকগ্রস্ত হইলেও মাতেয়ো দন্দোলোকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিল। মাতেয়ো সমস্ত সন্ধ্যাটা দন্দোলোর নিকটে রহিল, কিন্তু বিশ্রামার্থ শয্যা গ্রহণ করিতে দন্দোলোকে কিছুতেই রাজী করাইতে পারিল না। তখন অগত্যা মাতেয়ো ক্লোটিল্‌দার সেবাতেই ব্যাপৃত হইল। এই অবসরে দন্দোলো ক্ষেতবাড়ী হইতে বহির্গত হইয়া, নিনেতার—সমাধিস্থানের অভিমুখে গমন করিল। যে তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব ছিল, সেই নিনেতার মৃতদেহের নিকট গেলেও তাহার কতকটা সান্ত্বনা হইবে, এইরূপ সে আশা করিয়াছিল।

শিলাবৃষ্টির শিলায় সমস্ত পথটা আচ্ছন্ন হইয়াছিল; চাঁদ মাঝে মাঝে মেঘে ঢাকিয়া যাইতেছিল, তবু সেই চাঁদের আলোতেই দন্দোলো পথ চিনিয়া লইল। শিলাবৃষ্টিতে পথটা পিছল হইয়াছে। একটু দূরে সে একটা পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার পর ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় কতকগুলি লোকের কণ্ঠস্বরও তাহার কাণে আসিল। ফিরিয়া দেখিল, যেন কতকগুলা মনুষ্যমূর্ত্তি; সেই সময়ে চাঁদ মেঘে ঢাকিয়া গেল, আবার সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল। দন্দোলো না থামিয়া বরাবর চলিতে লাগিল এবং যেন এক প্রকার অশিক্ষিত সহজ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইয়া গন্তব্য স্থানে ঠিক আসিয়া পৌঁছিল। আর দুই চারি পা অগ্রসর হইবামাত্র একটা আলো দেখিতে পাইল। আলোটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া আবার নিবিয়া গেল। দন্দোলো থামিল। এবার চোখের ভ্রম কিংবা অলীক কল্পনা নহে। আর কোন ব্যক্তি, দন্দোলোর পূর্ব্বেই ঐ স্থানে আসিয়াছে। ঐ আলোকে দন্দোলো নিনেতার সমাধিস্থান চিনিতে পারিয়াছিল। না জানি আর কে এ সময়ে মৃতদিগের পুণ্য-মন্দিরে অনধিকারপ্রবেশ করিতে সাহস পাইবে, দন্দোলো কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। একজন বলিল—

"কি অদ্ভুত কাজেই আমরা আজ বেরিয়েছি! আমাদের এ যেন জলের উপর খাঁড়ার ঘা মারা

হচ্ছে। মনে কর যেন নিদ্রাবস্থাতেই আছে; তা হ'লেও, যে শীতে আমরা জমে যাচ্ছি, সেই শীতে আর বাতাসের অভাবে ও কি মারা যাবে না?" আর একজন উত্তর করিল :—

"আমাকে এখন সাহায্য কর ও সব তোমায় ভাবতে হবে না।"

"যদি তার সঙ্গে তার সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য থাক্ত কিংবা নিদেন পক্ষে অলঙ্কারগুলো থাক্ত, তা হ'লেও বুঝতেম, এ একটা কাজের মত কাজ বটে; কিন্তু তা ত কিছুই নয়। আমরা একটা মৃত শরীর ভিন্ন এখানে আর কিছুই পাব না।"

"চুপ কর বল্‌ছি, পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্নের চেয়েও ওকে আমি ভালবাসি; আমি কোন বাধা মান্‌ব না; ওকে আমায় পেতেই হবে; এসো, আমরা দুজনে এই পাথরটা টেনে বার করি। শুধু একজন খনক মাটির মধ্যে পাথরটাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

যে দুই ব্যক্তি এইরূপ বাক্যালাপ করিতেছিল, নিনেত্তার দেহ যে পাথরের দেরাজে বদ্ধ ছিল, তাহারা সেই দেরাজটা উঠাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এমন সময়ে দন্দোলো সেইখানে অগ্রসর হইল। একটা লণ্ঠনের আলোক-রশ্মি তাহাদের মুখের উপর পড়িতেছিল; সেই আলোকে দন্দোলো মাইকেলকে চিনিতে পারিল। সে-ই পেপ্‌লির জাল-কৌণ্ট, নিনেত্তার গুপ্তঘাতক। দন্দোলো শত্রুকে দুই হাতে জাপটিয়া ধরিয়া এইরূপ বলিল :—"তুই ভাবিস্‌নি আমি এখানে আস্‌ব; বিষঘাতী কাপুরুষ তোরই এই যোগ্য কাজ বটে; যাকে বিষ খাইয়ে মেরেছিস, তারই কবরের ধারে দাঁড়িয়ে আবার তার কবরকেও কলুষিত করছিস্।"

এই মর্ম্মঘাতী বাক্যে মাইকেল কিছুমাত্র বিচলিত হইল না; দন্দোলোর বাহুবন্ধন হইতে একটা হাত বিমুক্ত করিয়া মাইকেল ছোরা বাহির করিবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু দন্দোলো তাহা পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিল এবং দ্বিগুণ বল-প্রয়োগ করিয়া সেই ছোরা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইল; এই কাড়াকাড়িতে তাহার হাতে যে একটা খোঁচা লাগিয়াছিল, সে তা টেরও পায় নাই। দন্দোলো সেই ছোরা লইয়া মাইকেলের বুকে বসাইয়া দিল। মাইকেল ধরাশায়ী হইল। তার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না।

এই ঘটনাটা এত চকিতের মধ্যে হইয়া গেল যে, মাইকেলের পাপ-সহকারী সেই পেদ্রোলিনো, ইচ্ছা করিলেও মাইকেলকে সাহায্য করিতে পারিত না। সাহায্য করিবে বলিয়া সে মনেও করে নাই; দন্দোলোর প্রচণ্ড রুদ্রভাব দেখিয়া সাহায্য করা দূরে থাকুক, সে পলায়নের চেষ্টায় ছিল। লণ্ঠনটা পেদ্রোলিনো হইতে দূরে থাকায়, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সে কয়েক পা মাত্র অগ্রসর হইতে পারিল।

এই ভীষণ কার্য্য সাধন করিয়া দন্দোলো লণ্ঠনটা হস্তে লইয়া পেদ্রোলিনোর অভিমুখে গমন করিল; মনে করিল, মাইকেলের ন্যায় তাহাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিবে। কিন্তু পেদ্রোলিনো তাহার পদতলে নতজানু হইয়া যোড়করে তাহার নিকট এইরূপ অনুনয় করিল :—

—"প্রভু, আমাকে মের না। আমার কথা শোনো, আমি যা বলি, তা শুনলে তুমি আমাকে ধন্যবাদ দেবে। তোমার বাগ্‌দত্তা ভাবীপত্নী মরে নাই, তুমি আবার যাতে তাকে পেতে পার, তার জন্য আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।"

এই কথা শুনিয়া দন্দোলো সঙ্কল্পিত কার্য্য হইতে ক্ষণেকের জন্য বিরত হইল। পেদ্রোলিনো বলিতে লাগিল :—

"মাইকেল মাতেয়োর মেয়েকে ভালবাসত; সে তাহাকে বিষ খাওয়ায়নি; সেই সরবতের কোন মারাত্মক গুণ ছিল না, সে সরবত খেলে শুধু ঘুমিয়ে পড়্‌তে হয়।"

দন্দোলো আর কোন কথা শুনিল না, প্রচণ্ড বলপ্রয়োগ করিয়া সেই পাথরের দেরাজটাকে টানিয়া আনিল এবং তাহার ছোরার আঘাতে শবাধারের একটা তক্তা উড়াইয়া দিল।

নিনেত্তা মরে নাই। আলোর রশ্মি তাহার সুপ্ত চেতনাকে উদ্‌বোধিত করিল, কিংবা বাক্স ভাঙ্গার আঘাত-শব্দে সরবতের নেশাটা ছুটিয়া গেল। যে কারণেই হউক, নিনেত্তাকে যখন দন্দোলো বাহুপাশে আবদ্ধ করিল—তখন নিনেত্তার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছে। যেন তখনও একটা স্বপ্ন দেখিতেছে, এই ভাবে নিনেত্তা চক্ষু উন্মীলন করিল এবং তাহার প্রণয়ীকে এইরূপ বলিল :—

"এতক্ষণ তুমি কেন আমাকে এখানে একলা

ফেলে গিয়েছিলে ? আমাদের বিবাহ-স্থানে লোকেরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে।"

—"নিশ্চিন্ত হও, আমি তোমার হ'য়ে প্রতিশোধ নিয়েছি।" এই কথা বলিয়া দন্দোলো মাইকেলের মৃতদেহের উপর লণ্ঠনের আলোক নিক্ষেপ করিল। নিনেতা ভীত হইয়া বলিয়া উঠিল, "এ কি ! আমরা এখন কোথায় আছি ?" তাহার পর, চারিদিকে অন্ত্যেষ্টির উপকরণ সমূহ নিরীক্ষণ করিয়া আতঙ্কে আবার মূর্চ্ছিত হইল। দন্দোলো বক্ষের উপর নিনেতাকে চাপিয়া ধরিয়া এবং পেদ্রোলিনোর দিকে ফিরিয়া এইরূপ বলিল :—

"তোকে আমি মার্জ্জনা করলাম ; তুই এখন আমার কাজে নিযুক্ত হ'। এ দেশ ছেড়ে আমরা চলে' যাব—আর এখানে ফিরব না। এই বিষয়ে তুই আমার সাহায্য কর্। আমরা সমুদ্র পার হয়ে যাব—আয়, তুই আমার সাহায্য কর্—তোকে আমি ধনী করে' দেব।" এই অমূল্য বোঝা লইয়া, দন্দোলো পেদ্রোলিনোকে পথ দেখাইল—পেদ্রোলিনো লণ্ঠন হস্তে লইল ; সমাধিস্তম্ভ সমূহের মধ্য দিয়া উভয়ে অতিকষ্টে পথ চিনিয়া চলিতে লাগিল।

দন্দোলো যখন চুপি চুপি প্রস্থান করে, মাতেয়ো তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল। এখন হইতে মাতেয়ো তাহাকে আপনার পুত্রের মত মনে রাখিত, সে চলিয়া যাওয়ায় মাতেয়ো বড়ই চিন্তিত হইল। পরিচারিকা সিল্‌ভিয়া ক্রোটিন্দার নিকটে আছে কি না, নিশ্চিত জানিয়া মাতেয়ো গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল। দন্দোলো নিশ্চয়ই তাহার প্রিয়তমার কবরের নিকট গিয়াছে, এই মনে করিয়া মাতেয়ো গোরস্থানের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল।

একজন লোক পথের ধারে বসিয়াছিল ; অন্ধকারের মধ্য দিয়া হাত্‌ড়াইতে হাত্‌ড়াইতে মাতেয়ো তাহার উপর গিয়া পড়িল ; মাতেয়ো তাহাকে দন্দোলো মনে করিয়া যেমন তাহার হাত ধরিবে, অমনি একটা ধাক্কা খাইয়া পিছু হটিয়া পড়িল। সে লোকটা উঠিয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল। তখন মাতেয়ো বলিল :—

"দন্দোলো, এসো, পথের ধারে কেন বসে' আছ, বৎস ?"

আচ্ছাদন-বস্ত্রে আবৃত সেই লোকটা আরও দূরে চলিয়া গেল। মাতেয়ো তাহাকে ডাকিল,—

"দন্দোলো ! দন্দোলো !"

তখন সেই লোকটা ফিরিয়া আসিয়া এরূপ স্বরে একটা কথা বলিয়া উঠিল যে, শোকের আবেগ যদি মাতেয়োকে নির্ভীক করিয়া না তুলিত, তাহা হইলে সেই স্বর শুনিয়া মাতেয়ো নিশ্চয়ই পলায়ন করিত :—

"আমি দন্দোলো নই।"

মাতেয়ো আবার সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল ; ভাবিল, আমি কি ভুলই করিয়াছিলাম ! যেখানে রাস্তাটা বাঁকিয়াছে, সেই বাঁকের মুখে পৌঁছিয়া, মাতেয়ো পার্শ্ববর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করায় একটা অদ্ভূত দৃশ্য তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল। অনেকটা দূরে থাকিলেও সে যেন দেখিতে পাইল,—একজন মানুষ একটা সাদা লম্বা পুলিন্দা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহার উপর একটা আলো পড়িয়াছে এবং সেই আলোয় বড় বড় রক্তের দাগ দেখা যাইতেছে। মুহূর্ত্তের জন্য সে মনে করিল, বুঝি একদল বে-আইনী মালের সওদাগর ; কিন্তু পরক্ষণেই দন্দোলোর সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে মনে করিয়া ঐ দিকেই চলিতে আরম্ভ করিল। যাইতে যাইতে, একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিতে পাইল এবং মনে হইল, সাদা বিন্দুর মত কি একটা জিনিস স্থির হইয়া আছে। মাতেয়ো ঐ দিকেই চলিতে লাগিল, পেদ্রোলিনোর নিকটে আসিয়া, একটা অদ্ভূত দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইল।

দন্দোলো ভূতলে সটান পড়িয়াছে, মস্তক রক্তাপ্লুত এবং সে আসন্ন মরণের সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে। আলুলায়িতকুন্তলা নিনেতা, শব-বস্ত্রে কোন প্রকারে আচ্ছাদিত হইয়া, তাহার প্রিয়তমের দেহের উপর পড়িয়া রহিয়াছে এবং তাহাকে বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য পেদ্রোলিনোর নিকট নানা প্রকার কাকুতি-মিনতি করিতেছে। পেদ্রোলিনো, লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়া আছে, এই ভীষণ দৃশ্যের উপর লণ্ঠনের আলো পড়িয়াছে।

পিতাকে দেখিবামাত্র নিনেতা উঠিয়া তাহার বাহুপাশে ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই সময়ে মাতেয়োর মনে যাহা হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা সুকঠিন। সে জাগ্রত কি নিদ্রিত, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার বিশ্বাস, তাহার কন্যা মরিয়াছে, তাহার মৃতদেহের নিকট থাকিয়া একটা দিন

কাটাইয়াছে ; কিন্তু এ কি অদ্ভুত কাণ্ড, এখানে আবার তাহাকে দেখিতে পাইল ; দন্দোলোর পাশে তাহারও দেহ শোণিতাপ্লুত,—আর দন্দোলো গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে মৃতপ্রায়। যাহা দেখিল, তাহা বাস্তব বলিয়া মনে হইল না। নির্ব্বিকার-চিত্ত মাতেয়ো—যে এরূপ হত্যাকাণ্ডে কখন অভ্যস্ত ছিল না—সে সুখ কিংবা দুঃখ কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছে না ; সে বাঁচিয়া আছে মাত্র, সে দস্তুরমত কাজ করিয়া যাইতেছে মাত্র। কিন্তু তাহার হৃদয়ের অনুভূতি চলিয়া গিয়াছে,—হৃদয় অসাড় হইয়া পড়িয়াছে।

বলিতে যতটা সময় লাগে, তাহা অপেক্ষা অল্পসময়ের মধ্যেই এই সমস্ত ঘটিয়াছিল। মাতেয়ো বিস্ময়-বিহ্বল অবস্থা হইতে একটু সামলাইয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে যেন কাহার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল। দীর্ঘ আচ্ছাদন-বস্ত্রে আবৃত—একটা বড় টুপিতে মুখ অৰ্দ্ধেক ঢাকা—কতকগুলি লোক দ্রুতপদে সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মুমূর্ষু দন্দোলোর দিকে ঝুঁকিয়া একজন লোক তাহাকে এইরূপ বলিল :—"তুই বিশ্বাসঘাতকের কাজ করেছিলি—আমরা তার প্রতিফল দেব বলে' অঙ্গীকার করেছিলেম, আমরা আমাদের কথা রেখেছি। এই তোর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল।"

দন্দোলো অনেক কষ্টে তাহার ক্ষত-বিক্ষত মুখ নিনেতার দিকে ফিরাইয়া তাহার শেষ কথা বলিল :—"আমি মহাপাপী...ঈশ্বর ন্যায়বান...... নিনেতা, তুমি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কোরো।"

প্রিয়তমের মৃতদেহের সম্মুখে নতজানু হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নিনেতা এই কথা বলিল :—

"আমি তোমার হ'তে পারলেম না।
এখন আমি একমাত্র ঈশ্বরেরই হলেম।"

৮

দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই একদল দস্যু ধরা পড়িল ; উহারাই নেপ্‌লস্ নগরের চতুর্দ্দিকস্থ ছারখার করিয়াছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া উহারা ঐ সব প্রদেশে আড্ডা গাড়িয়া কৃষকদিগের বিভীষিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোকদ্দমা দীর্ঘকাল চলিল ; এবং সেই মোকদ্দমায় পেদ্রোলিনো নামক এক দস্যুর এজাহারে আরও অনেক বদমাইসির কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

বিচারে সকল অপরাধীরই প্রাণদণ্ড আদিষ্ট হইল।

উহাদিগকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার সময়ে, অপর দিক্ হইতে আর একদল লোক আসিতেছিল। ধর্ম্মমঠের সন্ন্যাসিনীরা একটি সন্ন্যাসিনীর মৃত দেহ লইয়া যাইতেছিল, শবের পশ্চাতে যে জনতা ছিল, সেই জনতার মধ্যে পেদ্রোলিনো, নিনেতার পিতাকে চিনিতে পারিল।

উহারা নিনেতারই মৃতদেহ সমাধিস্থানে লইয়া যাইতেছিল। এই দস্যুদের মোকদ্দমার কথা নিনেতারও কাণে আসিয়াছিল। (এখনও ইটালীর প্রসিদ্ধ ডাকাতি মোকদ্দমার মধ্যে এই মোকদ্দমাটি দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা হয়)—এই মোকদ্দমার মধ্যে ফর্জ্জা নামধারী দন্দোলোর নাম বারম্বার ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। রোগগ্রস্ত নিনেতা যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত, তাহার নামে এইরূপ কলঙ্ক রটনা হওয়ায়, সেই মনস্তাপে তাহার পীড়া আরও বাড়িয়া উঠিল, একমাত্র ধর্ম্ম যাহাকে সান্ত্বনা দিয়া এত দিন বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, মৃত্যু তাহাকে এই দুঃখময় সংসার হইতে মুক্তিদান করিল।

হত্যাকাণ্ডের পর

(Constant Guiroult'র ফরাসী হইতে)

গ্রামের প্রান্তভাগে একটা গৃহের জান্‌লা হঠাৎ খুলিয়া গেল; সেখানে একজন লোক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ সীসার মত নীলাভ, তাহার চোখ্ কোটরে ঢোকা, তাহার ঠোঁট থর্-থর করিয়া সজোরে কাঁপিতেছে। তাহার হাতে একটা ছুরী; সেই ছুরী হইতে রক্তবিন্দু টপ্-টপ্ করিয়া মাটিতে পড়িতেছে। সেই নিস্তব্ধ মাঠের উপর সে ভাল করিয়া একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাহার পর, মাটির উপর লাফাইয়া পড়িয়া মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল।

পোয়াঘণ্টা এই ভাবে চলিয়া, বড় রাস্তার ২০ কদম দূরে, একটা বনের প্রান্তভাগে সে থামিয়া পড়িল। ভয়ানক হাঁপাইয়া পড়িয়াছে। আরও নিবিড় একটা ঝোপ্‌ঝাড়ের জায়গা খুঁজিয়া, শরীরটা কোন রকমে গলাইয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ঝোপ্-ঝাড়ের কাঁটায় শরীর ক্ষতবিক্ষত হইতেছে, কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাহার পর সে তাহার ছুরী দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। যখন একফুট পরিমাণ গর্ত্ত খোঁড়া হইয়াছে, তখন সে তাহার রক্তাক্ত বাহু তাহার মধ্যে স্থাপন করিল; তাহার পর মাটি দিয়া গর্ত্তটা ভরিয়া দিল, এবং তাহার উপর ঘাসের চাপ্‌ড়া দিয়া খুব সজোরে পা দিয়া চাপিয়া দিল; তাহার পর, সেই আর্দ্র তৃণের উপর সে বসিয়া পড়িল।

সমস্ত মাঠ-ময়দানের উপর একটা গভীর নিস্তব্ধতা। সে কাণ পাতিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; এবং মনে হইল, যেন সেই নিস্তব্ধতায় সে ভয় পাইয়াছে।

সেই সময়টা যেন "ন রাত্রি ন দিবা";--একটা ধূসর বর্ণের আভা তিমির-রাশির স্থান অধিকার করিয়াছে, এবং সেই আভার মধ্য দিয়া পদার্থ সকল যেন ছায়ার ন্যায় ভাসিতেছে।

তাহার মনে হইতে লাগিল, এই ভীষণ অসীমতার মধ্যে, এই মূক ও অনুজ্জ্বল বাহ্যপ্রকৃতির মধ্যে, সে যেন একা।

হঠাৎ একটা শব্দে সে চমকাইয়া উঠিল; সম্ভবতঃ দেড়ক্রোশ দূরে, রাস্তায় একটা পথ-চল্‌তি গরুর গাড়ীর চাকা হইতে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ শব্দ হইতেছিল; এই নিস্তব্ধতার মধ্যে এই অদ্ভুত ও বেসুরো শব্দটা আরও যেন স্পষ্ট শুনা যাইতেছিল।

ক্রমে বাহ্যজগৎ অল্পে অল্পে জাগিয়া উঠিল। জীবন ও সুখের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ একটা আকুল চীৎকারে দিগ্‌বিদিক কাঁপাইয়া পেচক ভূমি হইতে নীল আকাশে সবেগে উত্থান করিল; এক-জাতীয় বিহঙ্গকুল শিশিরসিক্ত বৃক্ষপত্রের মধ্য হইতে গাহিতে আরম্ভ করিল, পক্ষস্পন্দন করিতে লাগিল। পরিশেষে, "স্বর্ণ-কীটের" বিহার-ক্ষেত্র শৈবাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিহঙ্গের আরাম-নিবাস ওক-গাছের উচ্চতম শাখা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই অরুণোদয়ের প্রারম্ভে--একটা সমবেত সঙ্গীত সমুত্থিত হইল। তাহা কোলাহলের মধ্যেও সুমধুর; তাহা প্রলাপের মধ্যেও মহাশক্তিমান! অকলুষা কুমারীর ন্যায় প্রকৃতি নবযৌবনে বিকশিত হইয়া উঠিল, নবীন কিরণে উদ্ভাসিত হইল। অরণ্যের সর্ব্বাংশেই সৌন্দর্য্য, সরলতা ও কিরণের ঝিকিমিকি; একটা নীলাভ কুয়াসা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাঠের যাহা কিছু সমস্তই শান্ত ও সংযত; উহার বৃক্ষ-রেখাগুলি ঢেউ খেলাইয়া অসীমে গিয়া মিশিয়াছে; উহার ধূসর আভা নীল আকাশের ঝিকিমিকি-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

হত্যাকারী উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে, দাঁতে দাঁত লাগিতেছে।

সে তাহার চারিদিকে ভয়বিহ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; তাহার পর, খুব সাবধানে গাছের ডালগুলা সরাইয়া কখন থমকিয়া দাঁড়াইতেছে, কখন চমকিয়া উঠিতেছে; একটু কিছু শব্দ হইলেই সেইদিকে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতেছে। অবশেষে যেখানে গাছের ঘন ঝোপের মধ্যে তার ছুরীটা পুঁতিয়া রাখিয়াছিল, সেখান হইতে সে বাহির হইয়া পড়িল।

অরণ্যের আরও গভীর প্রদেশে সে প্রবেশ করিল। পরিষ্কার ফাঁকা জমি, পায়ে-চলা কাঁচা

রাস্তা ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত অন্ধকার স্থান খুঁজিতে লাগিল ; বনের শব্দ কাণ পাতিয়া শুনিবার জন্য এক এক জায়গায় থামিতে লাগিল।

সমস্ত দিন এইভাবে চলিতে লাগিল ; একটুও শ্রান্তি বোধ করিল না—এতই যন্ত্রণার উদ্বেগ তার মনকে অধিকার করিয়াছিল। এইবার একটা "বীচ"-বৃক্ষকুঞ্জের প্রবেশ-পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বীচ-গাছের গুঁড়িগুলা ঊর্দ্ধদিকে সোজা উঠিয়াছে ;—সাদা ও "তেল-চুক্‌চুকে"—যেন পত্র-পল্লব-শীর্ষ শত শত স্তম্ভ দণ্ডায়মান। দিনটি শান্ত ; মধুর নিস্তব্ধতা ;—প্রকৃতি সুন্দরীর মহিমাচ্ছটাকে ও তাহার শান্ত সংযত ভাবটিকে উহা যেন আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছে। নিশ্চল ও শ্যামল পত্রপুঞ্জ-নিঃসৃত ভাস্বর ছায়ার মধ্যে একটা কি সজীব পদার্থ যেন স্পন্দিত হইতেছে বলিয়া মনে হইল। আধো-আঁধারের মধ্যে যেন কোন দেহ-মুক্ত আত্মা মস্তক-উপরি ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে এবং কতকগুলি রহস্যময় শব্দ গুন্‌গুন্ করিয়া উচ্চারণ করিতেছে।

পলাতক, মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি ও অশান্তি অনুভব করিতেছিল, এবং সরীসৃপের ন্যায় গুড়ি-গুড়ি চলিয়া একটা খাগ্‌ড়ার ঝাড়ের নীচে গিয়া বসিল ; সেই ঘন ঝোপের মধ্যে সে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন হইল।

যখন দেখিল, সে নিরাপদ হইয়াছে, তখন সে প্রথমে মাথায় হাত দিয়া, পরে বুকে হাত দিয়া গুন্‌গুনস্বরে বলিল ;—"আমার ক্ষিদে পেয়েছে।"

নিজের কণ্ঠস্বরে সে শিহরিয়া উঠিল ; হত্যা করিবার পর এই সর্ব্বপ্রথম তাহার নিজের কণ্ঠস্বর শুনিল ; তাহার কাণে যেন উহা মৃত্যুর সঙ্কেতধ্বনি-রূপে—ভাবী অমঙ্গলসূচক অভিসম্পাতরূপে প্রতি-ধ্বনিত হইল।

কিয়ৎ মুহূর্ত্ত সে নিশ্চল হইয়া রহিল ; পাছে তার কথা কেহ শুনিয়া থাকে, এই ভয়ে সে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া রহিল।

পরে তাহার মন যখন আবার একটু শান্ত হইল, —সে তাহার দুই পকেট্ হাত্‌ড়াইতে লাগিল ; পকেটে কয়েকটা পয়সা ছিল। আস্তে আস্তে বলিল, "এতেই হবে ; ৬ ঘণ্টার মধ্যে, আমি প্রান্তসীমা পার হয়ে যাব ; তখন আমি লোকালয়ে মুখ দেখাতে পারব, কাজ করতে পারব, রক্ষা পাব।"

এক ঘণ্টার পর, সে অনুভব করিল—তাহার গা-হাত পা যেন অসাড় হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, রাত্রে হিম পড়িয়াছিল, এবং তার গায়ে কাপড়ের মধ্যে ছিল শুধু একটা জামা ও শণ-সূতির পেণ্টলুন ; সে উঠিয়া দাঁড়াইল, খাগ্‌ড়ার ঝোপ্ হইতে সাবধানে বাহির হইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

ভোর হইলে পর তবে থামিল। সে বনের সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল ; এখন মাঠের উপর দিয়া চলিতে হইবে, মুক্ত আলোকের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে। এই কথাটা মনে হইবামাত্র ভয়ে ভীত হইয়া সে একপাও আর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না।

একটা ঝোপের মধ্যে যখন সে লুকাইয়াছিল, সেই সময়ে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল।

তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল।

মাটির উপর শুইয়া সে অস্ফুটস্বরে বলিল, পাহারা-ওয়ালার দল !

আসল কথা, একজন চাষা লাঙ্গলে এক জোড়া ঘোড়া জুড়িয়া ঐ মাঠে আসিয়াছিল। তার চাবুকের রজ্জুর জট্ ছাড়াইতে ছাড়াইতে তাদের দেশের একটা সুর শিশ্ দিয়া গাহিতেছিল। এমন সময়ে কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল।

—"জ্যাক্ !"

চাষা ফিরিল।

—তুমি "পাচী"? এত সকালে যে আজ?

—আমি ঐ ঝরণার জলে এই কাপড়গুলা ধুতে যাচ্চি। ঝরণাটা ত খুব কাছে না।

—আমি যেখানে যাচ্চি, সেখান থেকে দু-কদম দূরে। তবে ঐ কাপড়ের বোচ্‌কাটা আমার একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেও না।

—সেই ভাল, তোমার কথা ত ঠেল্‌তে পারি নে। হাঁ গা ! তোমার স্ত্রী, ছেলেপুলে, সবাই ভাল আছে ত ?

জ্যাক্ "হাঃ হাঃ" করিয়া হাসিয়া বলিল ;—

—ওগো ! বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে রোগা ছেলেটি আমি। সবাই ভাল আছে, তোফা আছে, সুখে স্বচ্ছন্দে আছে—কাজ-কর্ম্ম ও বেশ চল্‌চে।

সে আবার চাবুকের রজ্জুর জট্ খুলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে, তাহার চাবুকের আস্ফালন-শব্দে দিগ্‌বিদিক্ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

হত্যাকারী অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল; তাহার পর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বক্ষ হইতে নিঃসৃত হইল এবং সম্মুখস্থ প্রসারিত মাঠের উপর তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। সে অস্ফুটস্বরে বলিল :—

—যাওয়া যাক্, অনেকটা পথ হাঁট্‌তে হবে; আমি ত এই চব্বিশ ঘণ্টা···সব প্রকাশ হয়ে পড়েছে, আমার খোঁজ হচ্চে; একঘণ্টা দেরী হ'লে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

এইরূপ দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া, সে বন হইতে বাহির হইল।

দশ মিনিটের পর, একটা গির্জ্জার চূড়া দেখিতে পাইল। তখন একটু আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল; বিরুদ্ধ ভাবের নানা কথা মনোমধ্যে উদয় হইতে লাগিল। ক্ষুধায় মাথা ঘুরিতেছিল; ক্ষুধার জ্বালাতেই সে গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। আবার ভয়ের প্ররোচনায় থামিল;—ভাবিল, মানুষের বসতি হইতে দূরে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃ।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে তরুকুঞ্জের পিছনে ঘুরিয়া গিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ মনের মধ্যে যুঝাযুঝি করিয়া অবশেষে সে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন দেখিল, সেখান হইতে ১০০ কদম দূরে কি একটা জিনিস ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

সেটা আর কিছুই নয়—সেটা একটা চাপ্‌রাশের উপর তাঁবার পতর ও মেঠো চৌকিদারের তলোয়ারের হাতল। তাহা দেখিয়া সে শিহরিয়া উঠিল এবং অস্ফুটস্বরে বলিল;—বোধ হয়, আমার সঙ্গে পলাতকের বর্ণনার মিল পেয়েছে; এবং খপ্ করিয়া একটু পিছাইয়া গিয়া বাঁ-দিকে প্রসারিত একটা ক্ষুদ্র বনের মধ্যে ছুটিয়া গেল।

ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়া গিয়া, লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। তখন সে কেবল ইহাই ভাবিতেছিল, কি করিয়া গ্রাম হইতে পলাইতে পারে, চৌকিদারের হাত এড়াইতে পারে।

কিন্তু শীঘ্রই সে গ্রামের সীমায় আসিয়া পৌঁছিল। তাহার পরিসর কয়েক বিঘা মাত্র। তাহার পরেই মাঠের আরম্ভ।

স্থানটা চিনিবার উদ্দেশে ডালপালার ভিতর দিয়া মাথা গলাইয়া দেখিতে গিয়া সে দেখিল, একজন লোক তৃণের উপর বসিয়া প্রাতর্ভোজনে ব্যাপৃত। সে আর কেহ নহে, জ্যাক্—সেই চাষা।

আহারের জন্য সে বেশ একটি সুন্দর কোণ বাছিয়া লইয়াছিল।—একটা ভাঙ্গা-চোরা পাথুরে স্রোত-খাতের মত; তার মধ্য দিয়া, গভীররূপে অঙ্কিত দুইটা রথ্যা গিয়াছে, কিন্তু তার ফাট্‌ধরা ও আব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো জমির উপর ঘাস ও শেওলা যেন গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে; এবং তার দুইধারে নানাপ্রকার লতা-গাছ জন্মিয়াছে; নিপুণ চিত্রশিল্পী শরৎলক্ষ্মী যেন নিজের খেয়াল অনুসারে কাহারও পত্রপুঞ্জ সবুজ, কাহারও হল্‌দে, কাহারও নীলরঙ্গে রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন।

রথ্যাদুটি নির্ম্মল জলে পূর্ণ; তাহার তলায়, সাদা মসৃণ স্বচ্ছ ছোট ছোট নুড়ি মণির মত জ্বলিতেছে। এই "নীড়" খানি বার্চ-তরু-পুঞ্জের ছায়ায় ঢাকা, বার্চগাছের গুঁড়িগুলা বলি-রেখাঙ্কিত ও রজতাভ, তাহার সরু পত্রপুঞ্জ মুহুর্ম্মুহু কম্পিত হইতেছে।

এই মরু-উদ্যানটির ওধারে চষা ক্ষেতের জমি গড়াইয়া চলিয়াছে, তাহার উপরে সাদা কাশ রজত-জালের মত ভাসিতেছে ও ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। এক খণ্ড কালো রুটি, আর তার সঙ্গে খানিকটা পনির—প্রাতর্ভোজনে ইহাই তাহার আহার। আর পানীয়ের মধ্যে, রথ্যার যে জল জমিয়া গিয়াছে, সেই বরফগলা জল। এই হৃষ্টপুষ্ট বলবান্ চাষার সাদা দাঁতগুলা, এক এক কামড়ে ঐ কালো রুটির মধ্যে নিমজ্জিত হইতেছে—এমনি তীব্র ক্ষুধা। এই ক্ষুধা দেখিয়া ধনী লোকেরও এইরূপ সাদাসিধা আহারে প্রবৃত্তি জন্মে। কিছু দূরে তাহার দুইটা চাষের ঘোড়া ভ্রাতৃভাবে এক বাল্‌তি হইতেই শুকনা কাটা-ঘাস খাইতেছে। আর চাষা মধ্যে মধ্যে বন্ধুভাবে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া দুই একটা আদরের কথা বলিতেছে।

হত্যাকারী অস্ফুটস্বরে বলিল :—

—"ও বেশ সুখী।" পরে মনে ভাবিল :—

—হাঁ, কাজকর্ম্ম, পারিবারিক ভালবাসা!··· শান্তি ও সুখ সবই ওর আছে···

জ্যাক্‌কে অভিবাদন করিয়া একটু রুটি চাহিবার জন্য তাহার লোভ হইল; নিজের ছেঁড়া-কুটিকুটি কাপড়ের উপর নজর পড়ায় সে আর তার সামনে যাইতে পারিল না। আরও তার মনে হইল, তার

মুখের উপর তার দুষ্কর্মের যেন একটা ছাপ্ পড়িয়াছে—তার চেহারাই তাকে অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিবে।

একটা পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ঘাড় ফিরাইল এবং ডালপালার ফাঁকের মধ্য দিয়া দেখিল, ছিন্নবস্ত্র এক বৃদ্ধ নত হইয়া চলিতেছে,—হাতে একটা ছড়ি, কোমর হইতে দড়ি দিয়া বাঁধা একটা ঝুলি ঝুলিতেছে।

সে একজন ভিখারী।

তাহাকে দেখিয়া হত্যাকারীর হিংসা হইল। আর মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিল :—

"আহা! আমি যদি ভিখারী হতাম। ও ভিক্ষা করে বটে, কিন্তু স্বাধীন; মুক্ত বাতাসে সূর্য্যের মুক্ত আলোয় স্বচ্ছন্দে যাওয়া আসা করচে; মনের মধ্যে কোন অশান্তি নেই; ভিক্ষা-লব্ধ রুটি সে নির্ভয়ে মনের সুখে খাচ্চে। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখ্‌লে, কোন শবের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে না, পাশের দিকে তাকালে কোন পাহারাওয়ালা দেখ্‌তে পাবে না, সম্মুখ দিকেও ফাঁসিকাঠের ছায়ামূর্ত্তি দেখ্‌তে পাবে না। হাঁ, ঐ বুড়ো ভিখারীটা সুখী, ওকে দেখে সত্যই হিংসা হয়।"

হঠাৎ তার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং মৃগী-রোগীর মুখের মত তার মুখের চামড়া কুঁচ্‌কিয়া গেল। রাস্তার একটা বিশেষ স্থানে লক্ষ্য স্থির করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল :—"ঐ তারা!"

চোখ্ কোটরে ঢোকা, বিক্ষিপ্তচিত্ত, ভয়ে পাগলের মত—সে চারিধারে ছুটিতে আরম্ভ করিল, কোথায় লুকাইবে, সেই জায়গা খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু ভয়ে এরূপ বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, সে কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না, কোন প্রকার চিন্তা করিবারও তার শক্তি ছিল না।

এই সময়ে প্রহরীরা সত্বর আসিয়া পৌছিল।

ঘোড়াদের দৌড়ের পদশব্দে ও অস্ত্র-শস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় হঠাৎ তাহার প্রত্যুৎপন্নমতি ফিরিয়া আসিল এবং দুষ্প্রবেশ্য ঘন-পল্লব-যুক্ত এক ছায়াতরু দেখিতে পাইয়া চটুল কাঠবিড়ালীর ন্যায় সেই গাছে উঠিয়া পড়িল।

এই সময়ে কয়েক কদম দূরে, দুইজন প্রহরী রাস্তার উপর থামিল।

নিশ্চল ও ভীতবিহ্বল হইয়া সে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। মনের মধ্যে এমন একটা দারুণ উদ্বেগ হইতেছিল যে, সে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেছিল। একজন প্রহরী বলিল :—

—"ঐ বনটা একবার খুঁজিলে হয় না?"

অপর প্রহরী উত্তর করিল :—

—ও বনটা নিতান্তই ছোট; সে লোকটা ওখানে আশ্রয় নেবে বলে, মনে হয় না, কোন অরণ্যের মধ্যে বোধ হয় লুকিয়ে আছে। "তা হোক, একবার খোঁজ করা ভাল।" অপর প্রহরী বলিল :— "না, তা হ'লে সময় নষ্ট হবে; খুনি লোকটা আমাদের দশ ঘণ্টা আগে বেরিয়েছে।"

তারা দুল্কী চালে ঘোড়া হাঁকাইয়া প্রস্থান করিল।

তখন হত্যাকারী হাঁপ ছাড়িল; ধড়ে যেন তার প্রাণ আসিল। মনের এই দারুণ যন্ত্রণাটা চলিয়া গেলে, মুহূর্ত্ত পরে আবার তার কষ্ট হইতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল :—

—"বাবা রে! ক্ষুধার জ্বালায় মলাম!"

সে ৪৮ ঘণ্টা কিছুই খায় নাই।

তার পা-দুইটা নুইয়া নুইয়া পড়িতেছিল, চোখে যেন সর্ষেফুল দেখিতেছিল, কাণে যেন ভ্রমর-গুঞ্জন শুনিতেছিল।

তথাপি গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করিবার কথা তার মনে আর স্থান পাইল না। পাহারাওয়ালা! ফাঁসি-কাঠ! এই দুই ছায়ামূর্ত্তি ক্রমাগত তাহার সম্মুখে খাড়া হইয়া উঠিতেছে এবং তার ক্ষুধাকে পর্য্যন্ত দমাইয়া রাখিতেছে।

মাঠের শব্দে সে উদ্বিগ্ন হইতেছিল এবং হঠাৎ মৃত্যু-জ্ঞাপক একটা ঘণ্টাধ্বনি হওয়ায় শিহরিয়া উঠিল।

গ্রামের গির্জ্জাঘড়িতে ঐ মৃত্যু-ঘণ্টা বাজিতেছিল; হত্যাকারী পাণ্ডুমুখ হইয়া, উদ্বিগ্ন হইয়া, সেই ঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতেছিল। ঘণ্টার প্রতি আঘাতে শিহরিয়া উঠিতেছিল, ঘড়ির হাতুড়ীটা যেন তার হৃদয়ের উপর আঘাত করিতেছিল।

তাহার পর, তাহার চোখ হইতে মোটা মোটা অশ্রু-বিন্দু কপোল বহিয়া ঝরিতে লাগিল। সে তাহা টেরও পায় নাই, মুছিতেও চেষ্টা করে নাই।

এই সমাধিযাত্রার ঘণ্টাধ্বনি তাহার কল্পনাপটে যে ছবি আঁকিয়াছিল, তাহা বড়ই ভয়ানক ও হৃদয়-বিদারক।

এই একই সময়ে আর এক গ্রামের গির্জ্জা-ঘড়ি হইতে মৃত্যুধ্বনি বাজিয়া উঠিল; একটি দরিদ্রা তরুণবয়স্কা রমণী; তাহার মুখমণ্ডলে অশ্রুময় জীবন, কষ্টের জীবন, নৈরাশ্যের জীবন যেন মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে একটা শবাধারে স্থাপন করা হইয়াছে; ছুরীর আঘাতে তাহার কণ্ঠ এফোঁড়-ওফোঁড় হইয়া গিয়াছে। প্রথমে তাহাকে গির্জ্জায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তাহার পর এখন তাহাকে সমাধিভূমিতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

তিনটি সুন্দর শিশুসন্তান শবাধারের পিছনে পিছনে চলিয়াছে; আর মনে মনে ভাবিতেছে, তাহাদের মাকে কেন উহার ভিতর রাখা হইয়াছে, কেন পিতা তাহাদের নিকটে নাই। হত্যাকারী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"হা হতভাগ্য! হতভাগ্য!"

সে আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইল; সেই ধ্বনি তাহার নিকট হতভাগিনীর আর্ত্তনাদ বলিয়া মনে হইল;— সে আস্তে আস্তে অস্পষ্ট স্বরে বলিল:—

—হা! আলস্যই যত অনিষ্টের মূল। এই আলস্যই আমাকে শুঁড়ীখানায় নিয়ে গিয়েছিল—আর শুঁড়ীখানায় যাবার ফল:—তিনটি অনাথ শিশু একটি নিহতা রমণী, আর আমি!...আমি সেই পিশাচ—যে সকলেরই ঘৃণার পাত্র; হিংস্র জন্তুর মত যাকে সবাই তাড়া করেছে; আর যতক্ষণ না আমাকে ফাঁসি-কাঠের কাছে নিয়ে যেতে পারে, ততক্ষণ তাদের আর বিশ্রাম নেই।...ওঃ! ভয়ানক ভয়ানক নিয়তি!

নিশাগম পর্য্যন্ত সে সেই বৃক্ষের মধ্যেই রহিল। যখন দেখিল, আকাশে তারা ফুটিয়াছে, যখন সেই বিশাল নিস্তব্ধতার মধ্যে নিদ্রিতা ধরণীর নিঃশ্বাসের ন্যায় একটা অস্পষ্ট ও মৃদুমন্দ অনিল-প্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইল, তখন সে বিশ্রামলাভ করিবার জন্য বৃক্ষ হইতে নামিয়া আসিল।

গাছের তলায় সটান শুইয়া পড়িয়া চোখ বুজিল; কিন্তু তখনও ভয় যায় নাই, ক্ষুধায় জঠরানল জ্বলিতেছিল, কাজেই ঘুম হইল না; সারাক্ষণ জাগিয়াই রহিল। অরুণের প্রথম আলোকেই সে উঠিয়া পড়িল। তখন একেবারে অভিভূত; উদ্বেগে, ক্লান্তিতে, তিন দিনের উপবাসে শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

কয়েক ঘণ্টার পর, বনের ক্ষুধা-উদ্রেককারী হাওয়ার গুণে উহার ক্ষুধা আরও তীব্র হইয়া উঠিয়াছে; ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাহার সমস্ত ভয় ভাঙ্গিয়া গেল এবং এইরূপ অনুভব করিল, যেন তাহার শূন্য-গর্ভ মস্তিষ্কের মধ্যে বুদ্ধিটা টলমল করিতে আরম্ভ করিয়াছে; তখন সে গ্রামে গিয়া খাদ্য ভিক্ষা করিবে বলিয়া স্থির করিল।

তাহার কাপড়ে যে সব তৃণ লাগিয়াছিল, সে তাহা ঝাড়িয়া ফেলিল, কাপড় ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া পরিল, এলোমেলো চুলে একবার হাত বুলাইয়া লইল, তার পর বন হইতে বাহির হইয়া দৃঢ় সংকল্পের সহিত মাঠের উপর দিয়া চলিতে লাগিল।

পাঁচ মিনিট পরে, গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। শ্রান্তি-অভিভূত ব্যক্তির ন্যায় মাটির দিকে মাথা নোয়াইয়া, বামে ও দক্ষিণে আড়-চোখে সতর্কভাবে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। মতলবটা—বিপদের প্রথম আবির্ভাবেই পলায়ন করিবে।

গির্জ্জার অদূরে, অর্থাৎ সেই গ্রামের মধ্যস্থানে, একটা শুঁড়ীর দোকান দেখিতে পাইল। তার শান্ত বাহ্য-আকার-প্রকার দেখিয়া সে আশ্বস্ত হইল। যখন দেখিল, তাহার ভিতর হইতে কোন গান, চীৎকার বা ঝগড়া-ঝাঁটির শব্দ বাহির হইতেছে না, উহা প্রায় পরিত্যক্ত ও জনশূন্য, তখন সে প্রবেশ করিবে বলিয়া স্থির করিল। শুঁড়ীখানার কর্ত্তা একজন নিরেট চাষা,—চাওড়া কাঁধ,—মুখে বেশ একটা তাজা ও প্রফুল্লভাব। সে জিজ্ঞাসা করিল:—"ওগো, তোমার কি চাই?" হত্যাকারী উত্তর করিল:—

—"একটু রুটি ও একটু সরাপ।" এই কথা বলিয়া সে একটা টেবিলের সামনে বসিয়া পড়িল। টেবিলটা একটা জান্‌লার ধারে স্থাপিত। সেখান হইতে একটি উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

আহার-সামগ্রী তাহার পাত্রে দেওয়া হইল। শুঁড়ীখানার কর্ত্তা তাহাকে বলিল:—

—"এই লও রুটি, এই লও সরাপ, এই লও

পনির।" হত্যাকারী দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া শপ করিয়া বলিল :—

—আমি কেবল একটু রুটি আর সরাপ চেয়েছিলাম।

—সে কি কথা! পনির ও রুটির বিষয়—সে আমি বুঝব। গরিবের ছাবাল, তোমার চেহারায় ত পয়সাওয়ালা বলে' মনে হয় না। আমার মনে হয়, তোমার শরীরে একটু বলের দরকার। আহার কর, সরাপ খাও—তোমার আর কিছু ভাববার দরকার নেই।

—বড় অনুগ্রহ, বড় অনুগ্রহ।

এই সময়ে ঘন-ঘন ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। হত্যাকারী জিজ্ঞাসা করিল :—

—ও কি? ঘণ্টা বাজাচ্চে কেন?

—গির্জ্জার "মাস" পূজা শেষ হয়ে গেল।

—"মাস"-পূজা! আজকের বারটা তবে কি?

—"রবিবার; ওহো! তুমি বুঝি খৃষ্টান নও! দেখো, এখনি এখানে তোমার কতকগুলি সঙ্গী জুটবে।

হত্যাকারীর মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইল। একবার তার মনে হইল, ঘর হইতে এখনি ছুটিয়া বাহির হই, কিন্তু একটু বিবেচনার পর বুঝিল, তাহা হইলে নিশ্চিত বিপদ; সাবধানতার প্ররোচনায় সে ঐখানেই থাকা স্থির করিল।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়াছে, এমন সময় মদ্যপায়ীর দল ঝাঁকে ঝাঁকে শুঁড়ীখানায় প্রবেশ করিল। শুঁড়ীখানা লোকে ভরিয়া গেল। হত্যাকারী পানাহারে বিরত হইল না; তবে, জান্‌লার দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, যতটা পারে,মুখ ঢাকিবার চেষ্টা করিল।

এইরূপে পোয়াঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। হত্যাকারীর নিকট এই পোয়াঘণ্টাই যন্ত্রণা ও উদ্বেগপূর্ণ একশতাব্দী বলিলেও হয়। এক একটা সামান্য তুচ্ছ কথায় তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া যাইতে লাগিল, সে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে বাহির হইবার জন্য উঠিয়া পড়িল। একজন মদ্যপায়ী বলিয়া উঠিল :—

—এই যে আমাদের জমাদার সাহেব।

হত্যাকারী লাফাইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি কপালের কাছে হাত লইয়া গেল; হৃৎপিণ্ডে রক্ত ছুটিয়া আসিল, হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত মস্তকে উঠিল; মনে হইল, যেন মৃগীরোগে আক্রান্ত হইবে।

অল্পে অল্পে আবার প্রকৃতিস্থ হইল; কিন্তু শরীরে আর বল পাইল না। এইরূপ একটা প্রবল ঝাঁকানির পর একটা দৌর্ব্বল্য আসিল, একটা স্নায়ুঘটিত কম্পন আরম্ভ হইল; সে তখন স্বল্পমাত্র চেষ্টা করিতেও অসমর্থ হইল।

জমাদার সাহেবকে আসিতে দেখিয়া, টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া সে নিদ্রার ভাণ করিল।

দেশের লোকে জমাদার সাহেবকে কতটা সম্মান করে, তাহাদের সাদর অভ্যর্থনাতেই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। সকলে সসম্ভ্রমে টেবিলের নিকট তাহার একটা জায়গা করিয়া দিল। জমাদার উত্তর করিল :—

—বেশ ভাই, বেশ ভাই। একটু কড়ে-আঙুল-ভোর সরাপ হলেও হয়—তোমরা দিচ্ছ, "না" বল্‌তে ত পারিনে। তবে কি জান, এখানে বসে' আমি আরাম করব, তাতে সরকারী কাজের ক্ষতি হ'তে পারে।

—সরকারী কাজ! রেখে দিন! আজ রবিবার; রবিবারে চোর-ডাকাতেরও বিশ্রাম করা চাই।

—চোর ডাকাতের সম্বন্ধে তা হতেও পারে; কিন্তু খুনীদের কথা জুদো।

—খুনী! বল্লেন কি জমাদার সাহেব? তবে কি "স্কাদিদিয়ের" ব্যাপারটা তোমরা জান না?

—কৈ না; ব্যাপারটা কি, বলুন-না জমাদার সাহেব।

—তা ইচ্ছে করেই তোমাদের কাছে আমি বল্‌চি শোনো। কেননা, যে বদ্‌মাইসটাকে আমরা পাক্‌ড়াবার চেষ্টা করচি, তার আকৃতির বর্ণনা শুনে যদি তোমরা তার কোন সন্ধান দিতে পার।

এই সময়ে হত্যাকারীর বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল, মনে হইল, বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইবে।

—সে একজন রাজমিস্ত্রী, তার নাম "পিকার।"

—সে কাকে খুন করেছে?

—তার স্ত্রীকে।

—কি সর্ব্বনাশ! সে তার কি করেছিল?

—যখন তার স্ত্রীকে সে প্রহার করত, তখন তার স্ত্রী নীরবে কেবলই কাঁদত। ছেলেরা না খেতে

পেয়ে মারা যাচ্ছে, সে তা চোখে দেখতে পারত না। কাজেই কখন কখন শুঁড়ীর বাড়ী গিয়ে স্বামীর কাছে ছেলেদের জন্য খাবার চাইতে যেত। এই ত তার অপরাধ, বেচারী! এই জন্য সে গত বৃহস্পতিবার রাত্রে তাকে ছুরীর খোঁচা মেরে হত্যা করেছে। ২৫ বৎসর মাত্র তার বয়েস। সে লোকটা ওর স্ত্রীর পায়ের ধুলোরও যোগ্য নয়। স্ত্রীর পায়ের ধুলো তার মাথায় নেওয়া উচিত। সে কাজকর্ম্ম করত, স্বামীকে ও ছেলেদের সেবা শুশ্রূষা করত; আর তার প্রতিদানে কি না কেবলই প্রহার, আর যার-পর নাই কষ্ট-ভোগ।

একজন যুবক টেবিলের উপর সজোরে কিল মারিয়া বলিয়া উঠিল :—

"পাজি সয়তান! তার যে দিন গলা কাটা যাবে, আমি আমোদ করে' সেদিন দেখতে যাব।" জমাদার বলিলেন—

—এই জন্যই ত সেই লোকটার আকৃতির বর্ণনা তোমাদের জানা উচিত; তা হ'লে আবশুক হলে তোমরাই তাকে পাকড়াও করতে পারবে। আমরা জানি, সে লোকটা এখানকারই আশ্ পাশে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই বলিয়া জমাদার ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। হত্যাকারীও কাণ পাতিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। যে উদ্বেগের জ্বালায় তার শোণিত তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত হইতেছিল, খুব চেষ্টা করিয়া সে তাহা সামলাইয়া লইল। জমাদার একটা কাগজ সামনে ধরিয়া বলিলেন :—

—এই দেখ পিকারের আকৃতির বর্ণনা-পত্র :—

দেহের উচ্চতা মাঝামাঝি; ঘাড় খাটো; কাঁধ চওড়া; স্কন্ধ-দেশ বাহির করা। নাক মোটা; চোখ কালো; দাড়ির রং লাল্চে; ঠোঁট সরু; কপালে একটা শাম্লা দাগ।

পরে কাগজটা আবার ভাঁজ করিয়া রাখিয়া জমাদার বলিলেন :—

—এখন তোমরা তাকে দেখ্‌লেই চিন্‌তে পারবে—পারবে না কি?

—এ রকম বর্ণনা পেলে ভুল করা অসম্ভব।

—আচ্ছা, এখন তবে সেলাম। আমি আমার শিকারে চল্লুম।

হত্যাকারীর নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসিয়াছিল; জমাদার খানিকটা দূরে চলিয়া গেলে হত্যাকারী গণনা করিয়া দেখিল, সেখান হইতে গ্রামের প্রান্ত-সীমা কয়েক ঘণ্টার ব্যবধান মাত্র। ভাবিল, তাহা হইলে সে পলাইতে পারিবে।

টেবিল হইতে মাথা যেই তুলিল, অমনি জমাদারের মোটা বুটজুতার শব্দ দিক্-পরিবর্ত্তন করিয়া হঠাৎ তাহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইল। টেবিলের যেখানে সে বসিয়াছিল, তার দুই কদম দূরে জমাদার সাহেব থামিলেন; হত্যাকারীর মনে হইতে লাগিল, জমাদারের দৃষ্টি যেন একটা পাথরের মত তাহার উপর চাপিয়া আছে। তার রক্ত চম্‌চম্ করিয়া উঠিল। গাত্রের সমস্ত লোমকূপ হইতে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইতে লাগিল। আর তার মনে হইল, যেন তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে। জমাদার বলিয়া উঠিলেন :—

—হাঁ হাঁ! এ লোকটার ঘুম যে আর ভাঙ্গে না। —এবং তার কাঁধের উপর একটা থাপ্পড় মারিয়া বলিলেন :—

—ওহে বন্ধু, মুখটা একটু দেখাও দিকি, এটা ঠিক কৌতূহল নয়;—তবে, তোমার মুখখানি দেখতে আমার বড় ইচ্ছে হচ্চে।

পিকার থপ্ করিয়া মাথা তুলিল; মুখে ভয়ের ভাব; একেবারে নীল হইয়া গিয়াছে। তাহার চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে। তাহার রক্তবর্ণ চোখ হইতে বিদ্যুৎ ছুটিতেছে; এবং তাহার শক্ত চাপা ঠোঁট থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দশজন লোকের কণ্ঠ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল :—

—"এ সেই রে!"

জমাদার তার গলার কলারটা ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, কিন্তু হস্তস্পর্শের পূর্ব্বেই হত্যাকারী জমাদারের চোখে এমন জোরে দুই ঘুসি কশাইয়া দিল যে, জমাদার অন্ধ হইয়া পড়িলেন; তাহার পর সে জান্‌লা হইতে লাফ দিয়া পড়িয়া, উদ্যানের মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়া অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

এই কাণ্ড দেখিয়া সেই যুবকের দল প্রথমে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল, পরে একটু সামলাইয়া উঠিয়া ঐ ২০ জন হত্যাকারীর পিছনে পিছনে ছুটিল। কিন্তু হত্যাকারী তাদের আধ মিনিট আগে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল; এবং সে লোক খুব বলিষ্ঠ ও আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি

যাহার শক্তিকে শতগুণ বাড়াইয়া তুলিয়াছে, তাহার পক্ষে এই আধমিনিটের ব্যবধান বড় কম ব্যবধান নহে।

আহারে বল-সঞ্চয় করিয়া তাহার পেশীগুলা যেন ইস্পাতের মত শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একলাফে সে বাগানের বেড়া লঙ্ঘন করিয়া মাঠে গিয়া পড়িল, এবং দশমিনিটের মধ্যেই গ্রাম ছাড়াইয়া প্রায় এক ক্রোশ দূরে চলিয়া গেল।

যখন সে দেখিল, শত্রুদের দৃষ্টি এড়াইয়াছে, তখন সে হাঁফ ছাড়িবার জন্য একটু থামিল, সে এতটা হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল যে, এই রকম আর ২০ মিনিট ছুটিয়া চলিলে সে নিশ্চয়ই অচেতন হইয়া পড়িত।

কিন্তু সবে-একটু বসিয়াছে, এমন সময় একটা তুমুল চীৎকার তাহার কর্ণে আসিয়া পৌঁছিল। সে উঠিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

"এ যে তারাই!"

এখন উপায় কি? এখন সে শ্রান্ত-ক্লান্ত; হাঁপাইতেছে; আর দৌড়াইতে পারে না। আর তারা ঐখানে আসিয়া পড়িয়াছে।

নৈরাশ্যের দৃষ্টিতে সে চারিদিক দেখিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই মাঠ ধূ-ধূ করিতেছে, এমন একটি শৈলখণ্ড নাই, খোয়াড় নাই, গাছের ঝোপ নাই—যেখানে সে লুকাইতে পারে।

হঠাৎ খাগড়া-ঘেরা একটা জলাভূমি দেখিতে পাইয়া তাহার চোখ্ জল্-জল্ করিয়া উঠিল। "এক-বার চেষ্টা করে' দেখা যাক্।" সে কষ্টে-সৃষ্টে কোন-রকমে জলাভূমি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া তাহার জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইল। কতকগুলা খাগড়া ও জলজ গাছ-পালা কুড়াইয়া তাহার মাথার উপর স্থাপন করিল, এবং সেইখানে এরূপ নিশ্চল হইয়া রহিল—ঠিক যেন একটা টবে গাছের শিকড় নামিয়াছে। যখন সেই ২০ জন চাষা ঐ জলার ধারে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার জল আর্শির মত আবার শান্ত ও স্থির হইয়া গিয়াছে। জমাদার সবার আগে ছিল। শুঁড়ী-খানার কর্তার সেবা-শুশ্রূষায় জমাদার আঘাতজনিত ক্ষণিক বিহ্বলতা হইতে শীঘ্রই মুক্তিলাভ করিয়া-ছিলেন; তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিয়াছিল। জমাদার তাঁহার অশ্বপৃষ্ঠ হইতে বলিয়া উঠিলেন,—"তাই বটে" তাহার পর চারিদিক অবলোকন করিয়া বলিলেন;—"হতভাগাটা কোথায় না জানি গেল।" একজন চাষা বলিল;—"এ ভারী অদ্ভুত ব্যাপার, এই পাঁচ মিনিট আগে আমি তাকে দেখেছিলাম, আর এখন কেউ কোথাও নেই! অথচ দুইক্রোশ ধরে' চারিদিক একেবারে খোলা; এমন একটা মাটির ঢিবি নেই, এমন একটা গর্ত্ত নেই, যেখানে তার নাকের ডগাটি পর্য্যন্ত লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে।" জমাদার বলিলেন:—

"সে এখান থেকে দূরে আছে বলে,মনে হয় নি; এসো, আমরা এক একদল পৃথক্ হয়ে সমস্ত মাঠটা খুঁজে বেড়াই। একটা আ'লও বাদ দেওয়া হবে না; তার পর এখানে এসে আবার খুঁজ্‌ব।"

খুনী দেখিল, দলের যত লোক এদিকে ওদিকে চলিয়া গিয়াছে।

সে সমস্তক্ষণ জলার মধ্যে নিশ্চলভাবে ছিল, তার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। পাছে তার চারিপাশের জল নাড়া পায়, মাথার উপর যে সব খাগড়া ও তৃণ-রাশি ছিল, পাছে সে সব বিচলিত হয়, এই ভয়ে সে একটু নড়িতেও সাহস করিল না।

ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সে একই জায়গায় স্থিরভাবে রহিল। মাঠ দিয়া চলিবার পায়ের শব্দ সে খুব মন দিয়া শুনিতেছিল; স্বল্পমাত্র প্রতিধ্বনিও তার কাণ এড়াইতে পারে নাই।

অবশেষে আবার সেই চাষার দল সেই জলার চারিদিকে আসিয়া সমবেত হইল। ভয়ানক রুষ্ট হইয়া জমাদার বলিয়া উঠিলেন:—"আঃ! কি আপদেই পড়া গেছে। বদমায়েস্‌টা দেখ্‌ছি আমা-দের হাত-ছাড়া হয়েছে; কিন্তু আর কোথায় না জানি সে যেতে পারে।" একজন চাষা বলিল:—"বোধ হয় সে যাদু জানে।" জমাদার বলিলেন:—

"—যাদুকর হোক্ আর যাই হোক্, আমি তাকে ছাড়চিনে, আমার ঘোড়াকে এখন জল খাইয়ে, আমাদের মধ্যে দু'জন চল সীমাপ্রান্তের দিকে যাই; সেইদিকে নিশ্চয় সে গেছে।" জমাদার জলার দিকে ঘোড়া লইয়া গিয়া, যেখানে পলাতক তৃণ-রাশির নীচে লুকাইয়াছিল, ঠিক সেইখানে গিয়া থামিলেন। ঘোড়াটা গলা লম্বা করিয়া দিয়া নিঃশ্বাস টানিয়া খুব জোরে সেই নিঃশ্বাস ছাড়িয়া দিল। তাহার পর পশ্চাতে ঘাড় ফিরাইল। সম্মুখ দিকে অগ্রসর হইতে রাজি হ'লো না। পিকার তার গালের উপর ঘোড়ার নিঃশ্বাসের তাপ অনুভব করিতেছিল।

জমাদার ঘোড়াকে জোর করিয়া জলায় লইয়া যাইবার জন্য ঘোড়ার কাণে একটু চাবুক মারিলেন ; কিন্তু ঘোড়া দুই কদম পিছু হটিল ; কি প্রহার, কি আদর, কিছুতেই তার প্রভু তাকে বাধ্য করিতে পারিল না। ঘোড়ার এই "আড়ি করায়" জমাদার অভ্যস্ত নাথাকায় রোষ সহকারে বলিয়া উঠিলেন :—

—"বাপু হে ! আমাদেরও জেদ্ আছে ! দেখা যাক্, কার কথা বজায় থাকে।"

এই বলিয়া তিনি বেচারী ঘোড়াকে বিধিমতে শাসন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন—ঘোড়া বিপদ আসন্ন বুঝিতে পারিয়া হঠাৎ বাঁ-দিকে ফিরিয়া একটু দূরে জলার মধ্যে প্রবেশ করিল। জমাদার বলিল :—"এইবার বাছাধন পথে এসেছে !" ঘোড়া জলপান করিতে লাগিল। জমাদার চাষাদিগকে বলিলেন—"এইবার তোমরা গ্রামে ফিরে যেতে পার, আমার ঘোড়া আর আমি—আমরা এই কাজের ভার নিলুম।"

জমাদারের সফলতার জন্য শুভইচ্ছা প্রকাশ করিয়া চাষারা প্রস্থান করিল। তাহার পর, জলপানে ঘোড়ার পিপাসা-নিবৃত্তি হইলে পর, ঘোড়া জলা হইতে বাহির হইল এবং প্রভুর কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা লাভ করিয়া মাঠ দিয়া ছুটিয়া চলিল।

হত্যাকারী একাকী রহিল।

শীতে শরীর অসাড় হইয়া পড়িতেছে, তবু সে সোয়া ঘণ্টাকাল সেইখানেই কাটাইল ; আশ্রয়স্থান ত্যাগ করিতে সাহস হইতেছিল না।

অবশেষে জলা হইতে সে বাহির হইল। গা হইতে জলধারা গড়াইয়া পড়িতেছে। মাথা ও কাঁধ জলজ তৃণে আচ্ছন্ন ; আর সেই তৃণগুলা তাহার গায়ে ও তাহার কাপড়-চোপড়ে আঁটিয়া ধরিয়াছে। শরীর শীতে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। মুখ মড়ার মত ফ্যাঁকাসে। সেই শূন্য মাঠের সুদূর পর্য্যন্ত একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে মনে করিয়া কি কথা গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে যাইতেছিল ; কিন্তু, কিছুক্ষণ তাহার দাঁতে দাঁতে এমন জোরে ঠোকাঠুকি হইতে লাগিল যে, কোন কথা তার মুখ দিয়া বাহির হইল না। অবশেষে অস্পষ্টস্বরে শুধু এই কথাটি বলিল :—"বেঁচে গেছি !"

তার পর, আবার একটা গভীর অবসাদ ও নিরুৎসাহের ভাব তাহার মুখে প্রকাশ পাইল।

—হাঁ, বেঁচে গেছি বটে—কিন্তু সে কেবল ঘণ্টাখানেকের জন্য !—জমাদার প্রান্তসীমায় আমার জন্য অপেক্ষা করচে, পাহারাওয়ালারা আগেই এসে বসে আছে ; গ্রামের সমস্ত লোক আমার পিছনে ছুটেছে ; সাধারণ শত্রুকে,—হিংস্র জন্তুটাকে পাকড়াবার জন্য আবার এখনই শিকার আরম্ভ হবে। কেবলই ধর-পাকড় ধস্তাধ্বস্তি—একটু বিরাম নেই,—একটু দয়াও নেই। সকল লোকই আমার বিরুদ্ধে ; ভগবানও আমার বিরুদ্ধে—ভগবানের নিকটেই ত আমি অপরাধী ! আর পারিনে —আর আমার শক্তি নেই।

এইরূপ বলিতে বলিতে, গাত্রলগ্ন তৃণগুলা সে যন্ত্রবৎ ছাড়াইতে লাগিল।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। এই নিস্তব্ধতায় যেন সে ভীত হইয়া পড়িল। সে তাহার অন্তরের মধ্যেও এইরূপ একটা শীতল, বিষাদময়, জনশূন্য নিস্তব্ধতা অনুভব করিতে লাগিল।

তার পর দুই হাতে মাথা ধরিয়া পাঁচ মিনিট কাল চিন্তায় নিমগ্ন হইল। অবশেষে স্থির-প্রতিজ্ঞার স্বরে বলিয়া উঠিল :—

—"যাওয়া যাক্।"

সে যে গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়াছিল, আবার সেই গ্রামের দিকে চলিতে লাগিল।

একঘণ্টা পরে,—জমাদার যে শুঁড়ীখানায় যাকে ধৃত করিতে পারে নাই, সে সেই শুঁড়ীখানার মধ্যেই প্রবেশ করিল।

যে সকল চাষা তাহার অনুধাবনে বাহির হইয়াছিল, তাহারা সকলেই আবার এখানে জড় হইয়াছে দেখিল। তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিল :—

—"সেই খুনী রে !" হত্যাকারী শান্তভাবে উত্তর করিল—"হাঁ, আমি সেই খুনী পিকার, আমি আপন ইচ্ছায় ধরা দিচ্ছি। পাহারাওয়ালাদের খবর দেও।"

এই কথা বলিয়া সে শুঁড়ীখানার মধ্যস্থলে শান্তভাবে ও নির্ব্বিকার-চিত্তে বসিয়া পড়িল।

শীঘ্র দুইজন পাহারাওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। আগের দিন, এল্‌ম্-গাছের নিকটে যাহাদিগকে সে দেখিয়াছিল, ইহারা সেই পাহারাওয়ালার দল।

সে দেখিয়াই তাহাদিগকে চিনিতে পারিল।

নিস্তব্ধভাবে তাহাদের নিকট সে হাত বাড়াইয়া দিল; পাহারাওয়ালারা তাহার হাতে হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে নিকটস্থ থানায় লইয়া গেল। যতদিন না তাহাকে স্থানান্তরিত করা হয়, ততদিন সেইখানেই সে হাজতে রহিল।

সে দেখিল, সে এখন একাকী। জেলখানায় আবদ্ধ। দুইজন প্রহরী দ্বার আগ্‌লাইতেছিল। হত্যাকারী, একটা কয়েদীর খাটিয়ার উপর ঝাঁপাইয়া গিয়া পড়িল এবং একটা মুক্তির আরাম অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিল—"এইবার আমার বিশ্রাম।"

সবুজ-সয়তান

(Gourdon de Genouillac'এর ফরাসী হইতে)

সে একজন চিত্রকর।

তাহার বেশ একটু ক্ষমতা ছিল; "আধুনিকী" নামক একটা মাসিক পত্রে তার দুই তিনখানা মজার ছবি বাহির হইয়াছিল মাত্র, তাহাতেই সমস্ত সচিত্র মাসিক পত্রের সম্পাদকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, এবং এক সময়েই চারিদিক হইতে "নামজাদা লেখকদিগের" ছবি জোগাইবার জন্য তাহার উপর তাগিদ আসিতে লাগিল; আর তাহারা জানাইল, উহার জন্য যে পারিশ্রমিক সে চাহিবে, তাহাই তাহারা দিতে প্রস্তুত। তাহার ছবির বিশেষত্ব এই ছিল, নামজাদা লেখকদের সহিত অবিকল সাদৃশ্য না থাকিলেও, তাহাদের মুখের ভাবটুকু বেশ নিপুণভাবে প্রকাশ করিতে পারিত।

চিত্রকরের নাম বোদ্দিয়ো। দস্তুরমত কাজের উপর বোদ্দিয়োর ভয়ানক বিদ্বেষ ছিল। প্রতি সপ্তাহে বা প্রতিপক্ষে বা প্রতিমাসে একখানা করিয়া ছবি জোগাইতে হইবে, একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগাইতে হইবে, এ কল্পনাটা সে কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিত না। তাহার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হইলে, সময়ের মেয়াদ না করিয়া, তাহার স্বেচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইত। তাহার সুবিধামত, যেদিন খুসী সে ছবি আঁকিয়া আনিত।

কোন কাজ না করিবার পক্ষে তাহার অনেক ছুতা ছিল।

প্রথমতঃ উৎকৃষ্ট শিল্পসামগ্রীর সে একজন পরম ভক্ত ছিল। যদি কোন মাসিকপত্রে, বিশেষতঃ যে মাসিকপত্রের সহিত তাহার সংস্রব ছিল, সেই মাসিকপত্রে, কোন খারাপ ছবি বাহির হইত, তখন সে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিত; সেই মাসিকপত্রের সম্পাদককে শুধু নহে, সেই মাসিকপত্রের পাঠকদিগকেও গালাগালি দিয়া ভূত ভাগাইত।—সে বলিত—"কতকগুলা আস্ত গাধা, গোমূর্খ! এমন বিশ্রী জিনিষ কেউ কখন আঁকতে পারে। আর যারা ঐগুলি দেখে তারাও কি বোকা! * * * আর আমি কি না * * * সেই সব মাসিকের জন্য ছবি আঁকি যারা এই সব অপদার্থ জিনিস জনসমাজে প্রচার করতে সাহস করে—না, আর কখ্খন না।"

যতদিন না সেই কাগজে আর একটা ভাল ছবি দেখিত, ততদিন সে আর পেন্‌সিল ধরিতে কিছুতেই রাজি হইত না। গোঁ ধরিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত।

তার পর কুঁড়েমির দিকে তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল। আমোদ-প্রমোদের কোন একটা উপলক্ষ পাইলে সে সুযোগ সে ছাড়িত না। কখন বা তার কোন সঙ্গী প্রাতর্ভোজন বা সায়াহ্নভোজনের

জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে আনিত। কোথাও বা কাফির আড্ডায় এক ব্যক্তি বিলিয়ার্ড খেলা হইত, কোথাও বা পায়চারি করিয়া বেড়ান হইত, কোথাও বা দেখা-সাক্ষাতের জন্য কোন সংকেত-স্থানে যাওয়া হইত। এইরূপে কত সপ্তাহ কাটিয়া যাইত, কাজ করিবার শুভমুহূর্ত্ত তাহার নিকট আর আসিত না।

স্বভাবতঃ তাহার অন্যান্য আমোদপ্রমোদের মধ্যে প্রেমের লীলাখেলাটাও ছিল। কেননা, তার পক্ষে প্রেম জিনিসটা একটা আমোদের বিষয় বই আর কিছুই ছিল না। যাহারা তাহাকে ছেলে-বেলা হইতে জানিত, তারা বলিত যে, ২৫ বৎসর বয়সে তাহার মন প্রেমে একেবারে ডগমগ করিত। এই সময়ে সকলে তাহাকে একজন সুবেশী "ফিট্‌ বাবু" বলিয়া জানিত; তাহার চোখের দৃষ্টি গর্ব্বিত ও বুদ্ধিব্যঞ্জক; সমস্ত মুখের ভাবটা খোলাখালা ও সৌম্যমধুর; খুব ধনী না হইলেও তার অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল; সে খুব উঁচু চালে চলিত। সর্ব্বদাই পরিপাটী বেশভূষা করিত। প্রতি বৎসরই সে সরকারী চিত্রশালায় তাহার আঁকা একখানি চিত্র-পট দান করিত,—সে বলিত, আমি জনসাধারণের জন্যই প্রতি বৎসর এই দান করিয়া থাকি।

তাহার পর এমন একদিন আসিল—যখন সবই পরিবর্ত্তিত হইল।

প্রায় দেড় বৎসর হইল, কাহাকে না বলিয়া বোর্দ্দিয়ো কোথায় চলিয়া গিয়াছিল; তাহার যাহারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাহারাও জানিত না, তাহার কি ঘটিয়াছে; আবার যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাকে আর চেনা যায় না। বুড়াইয়া গিয়াছে, শ্রান্ত-ক্লান্ত; বেশভূষায় অমনোযোগী; কাজ এড়াইবার চেষ্টা; কেবল কাফির আড্ডায় ও ছোট ছোট থিয়েটারে গিয়া সময় কাটায়। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, এখন রীতিমত বর্ণচিত্রের বদলে সে এখন "মুখ ভেংচান" বিকৃতাকার ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন তাহার মেজাজটা যেরূপ বিদ্রূপ-কঠোর ও নির্দ্দয় হইয়া পড়িয়াছে, এই সকল ছবি তাহারই উপযুক্ত খোরাক জোগাইতেছে। অবশ্য এইরূপ রচনায় তাহার স্বাভাবিক ক্ষমতা ও নৈপুণ্য থাকায় এবং এই প্রকার রচনার খুব একটা পসার ও কাট্‌তি হওয়ায় সে বেশ পারিশ্রমিক পাইতে লাগিল, তাহার অভাবের তুলনায় সে যথেষ্ট টাকা পাইতে লাগিল। কিন্তু উপার্জ্জনের দিকে তার মন না থাকায় সে তার নিজের খেয়াল অনুসারে চিত্র-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। কোন প্রকারে তাহার খাই-খরচ ও কাফির আড্ডার খরচটা চলিয়া গেলেই সে নিশ্চিন্ত; আর কিছুরই জন্য সে ভাবিত না।

বিশেষতঃ কাফির আড্ডার খরচ।

প্রায়ই দেখা যাইত, সে কাফির আড্ডাতেই সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গেলাস গেলাস সবুজসুরা (absinthe) পান করিতেছে।

প্রথমে সে প্রতিদিন আহারের পূর্ব্বে অভুক্ত অবস্থায় এক গ্লাস করিয়া পান করিতে আরম্ভ করে; তাহার পর মধ্যাহ্ন-ভোজনের পূর্ব্বে আর এক গ্লাস; তাহার পর দুই হইতে চারে, চার হইতে আটে আসিয়া পৌঁছিল; তাহার পর সে সংখ্যা-গণনায় একেবারে বিরত হইল। ভীষণ তৃষ্ণায় সে আক্রান্ত হইল। এই তৃষা-রাক্ষসী তার মনকে একেবারে দখল করিয়া বসিল। কখন কখন সে তাহার দাসত্বের জোয়ালটা ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিত। যদি কখন সে এই মারাত্মক সুরার হাত হইতে একদিন এড়াইত,—তবে তার পরদিনই আবার দ্বিগুণ উন্মত্ততার সহিত তাহার হাতে আত্ম-সমর্পণ করিত।

এই সবুজ সুরাপানের অভ্যাসটা যে কতটা মারাত্মক, তাহা বুঝাইবার জন্য ফ্রাঁসে নামক তাহার এক ভাস্কর বন্ধু তাহাকে নানাকৌশলে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। বোর্দ্দিয়ো তার প্রত্যুত্তরে এইরূপ বলিত:—"তা সত্যি! কিন্তু ভাই, তুমি কি তবে আমাকে একজন রীতিমত মাতাল ঠাওরেছ? আমি অন্য দশজনের মত ক্ষিদে চাগাবার জন্য আহারের পূর্ব্বে ৩।৪ গেলাস সবুজসুরা পান করে থাকি। তুমি যাকে বল 'অনিষ্টকর সুরা', সেই সুরার যারা অপব্যবহার করে, তাদের জন্য তোমার এই সকল কথাগুলি রেখে দাও—আমি তোমাকে ভাই অনুনয় করচি, আমার কাছে এ সব কথা বোলো না—আমাকে রেহাই দেও।"

এই কথার উত্তর আর কিছুই ছিল না। ফ্রাঁসে চুপ করিয়া রহিল।

শীঘ্রই সবুজ-সুরা বোর্দ্দিয়োর এরূপ প্রয়োজনীয় সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইল যে, সে যেন সবুজসুরার

জোরেই বাঁচিয়া আছে মনে হইত। এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সবুজ-সুরা নৈলে আর তার চলে না।

প্রাতঃকালে ভোজনের পূর্ব্বে তাহার জড়তাচ্ছন্ন চিত্ত কিছুরই ধারণা করিতে পারিত না, কিছুই বুঝিতে পারিত না। তাহার ক্ষীণ দৃষ্টি পদার্থ-সকলকে অসম্পূর্ণরূপে দর্শন করিত, তাহার পাকস্থলী কোন প্রকার খাদ্য গ্রহণ করিতে রাজি হইত না।

কোন নিকটবর্ত্তী কাফির আড্ডায় গিয়া যেই সে দুই গ্লাস সবুজ-সুরা পান করিত,—আর অমনি তার অত্যুত্তেজিত মস্তিষ্ক আবার চিন্তা করিতে, অনুভব করিতে সমর্থ হইত; তার দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, তখন হইতে তাহার একটা কৃত্রিম জীবন আরম্ভ হইত। আর সেই সময় যদি তাহার অর্থাভাব থাকিত, তখন ছবি আঁকিতে তার মন যাইত, এবং পেন্‌সিলের দুই চার আঁচড়ে এমন উৎকৃষ্ট ছবি আঁকিত—যাহার বাস্তবিক একটা নিজস্ব মূল্য আছে। সেই রচনার মধ্যে, একটা স্নায়ব উত্তেজনার লক্ষণ, আকারের সৌকুমার্য্য, একটা আমোদের ভাব, একটা বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ পাইত; যাহারা এই চিত্রশিল্পীকে জানিত, যাহারা তাহার এই শোচনীয় দুর্ব্বলতার জন্য আক্ষেপ করিত, তাহারাও বলিত, তাহার এই অত্যুত্তেজনার সময়কার রচনাগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কিন্তু বোর্দ্দিয়ো যতই সুরাপান করিত, ততই তাহার চিত্রকর্ম্ম আয়াসসাধ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে ইহা একটা বিষম যন্ত্রণা হইয়া দাঁড়াইল।

তা ছাড়া নিতান্ত অনিচ্ছা ও অরুচির রহিত সে এই কাজে প্রবৃত্ত হইত। বরং এখানে ওখানে দুই একটা টাকা ধার করিবে, তবু ছবি আঁকিয়া উপার্জ্জন করিতে তার প্রবৃত্তি হইত না। অথচ তাহার এক একখানা ছবি ১০০৲ টাকায় বিকাইত।

ক্রমে লোকে তাহাকে এড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

শেষবার যখন ভাস্কর ফ্রানেজ একটা রাস্তার বাঁক ফিরিবার সময় বোর্দ্দিয়োর সম্মুখে আসিয়া পড়ে, বোর্দ্দিয়ো তামাক কিনিবার জন্য তাহার নিকট কিছু পয়সা চাহিয়াছিল।

একটা সিগারেটের জন্য কিছু তামাক, আর কাফির আড্ডায় গিয়া এক গেলাস সবুজ-সুরাপান—চিত্রশিল্পী শুধু এই দুইটি সামগ্রীর অভাব অনুভব করিত।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এই জঘন্য অভ্যাসটা ক্রমেই বাড়িয়া চলিলেও কখন কখন তাহার চিত্তমাঝে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় বুদ্ধির বিকাশ হইত, কখন কখন ভীষণ নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইত; তখন সে বুঝিত, কোন্ রসাতলে সে নামিয়াছে, এবং এই বদ্ধমূল মত্ততা-রোগের কুফল প্রতিরোধ করিবার জন্য, সে তাহার শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিত।

এই যুবকটিকে দেখিলে বড় দুঃখ হয়। এখনও বয়স অল্প। ত্রিশ বৎসর মাত্র। কিন্তু ত্রিশ বৎসর হইলেও ৪০ বৎসর বলিয়া মনে হইত। তাহার মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত; কখন কখন চক্ষু হইতে অনলশিখা ছুটিতেছে, কখন কখন চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে ও কাচের মত দীপ্তিহীন, অস্রুবৎ একপ্রকার তরল পদার্থে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে; চুলে এরই মধ্যে পাক ধরিয়াছে; গলার আওয়াজ ভাঙ্গা। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করিয়া বসিয়া আছে। কেবল সম্মুখে এক গেলাস সবুজ-সুরা। তাহা ধীরে ধীরে পান করিতেছে। যেই এক গ্লাস শেষ হইতেছে, অমনি আর এক গ্লাস ভরিয়া লইতেছে; এবং কুণ্ডলাকারে সমুত্থিত সিগারেটের অবিরাম ধূম একমনে ধ্যান করিতেছে।

একদিন সে একেবারেই গৃহ হইতে বাহির হইল না।

কে একজন তার দরজায় ধাক্কা মারিল, কিন্তু চিত্রকর কোন উত্তর দিল না। কেবল হুড়কো দিয়া দরজাটা বন্ধ ছিল। বোর্দ্দিয়োর কোন বন্ধু দরজা ভাঙ্গিয়া জোর করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

চিত্রশিল্পী তাহার শয্যার উপর নিশ্চলভাবে অবস্থিত; দাঁতে দাঁতে লাগিয়া গিয়াছে; চোখ, খুব খোলা,—একদৃষ্টে যেন চাহিয়া আছে। মরিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

তাড়াতাড়ি একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনা হইল; ডাক্তার বলিলেন, "লোকটার একেবারে চৈতন্য-লোপ হইয়াছে।" নিকটবর্ত্তী মিউনিসিপাল পল্লীর স্বাস্থ্যনিবাসে তাহাকে অবিলম্বে পাঠান হইল।

২

যুবক মার্শলার যখন পিতৃবিয়োগ হয়, সে উত্তরাধিকারসূত্রে দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইল। তার বয়স ২১ বৎসর কয়েক মাস। বালকটি বড়ই সৌখীন; প্যারীনগর-সুলভ সমস্ত আমোদ উপভোগের জন্য তাহার একটা বলবতী তৃষ্ণা ছিল; এমন লোক কেহই ছিল না যে, তাহাকে সুপরামর্শ দিতে পারে—অন্ততঃ সুপথে লইয়া যাইতে পারে। সুতরাং অভিজ্ঞতাহীন অপরিণতবয়স্ক যুবকদিগের যতপ্রকার দুর্ব্বুদ্ধিতা হইতে পারে,—সেই সমস্তের মধ্যে সে "ঘাড়মোড় ভাঙ্গিয়া" ঝাঁপাইয়া পড়িল।

স্বভাবতঃই, এই সকল আমোদের মধ্যে রমণীই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল; সে রমণীদিগকে যতটা ভালবাসিত, তাহাদের নিকট হইতেও সে ততটা ভালবাসা পাইবার আশা করিত।

পূরা একবৎসরকাল তাহার জীবনটা কেবলই উৎসবের জীবন ছিল, সর্ব্বপ্রকার আতিশয্যে রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত হইত। কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে,মার্শলা যেরূপ অনাচার অত্যাচারে অপব্যয়ের পথে সবেগে চলিয়াছে, তাহাতে পৈতৃক-ধনের শেষ কপর্দ্দকে না আসিয়া ঠেকিলে সে আর থামিবে না—এবং তাহারও বড় বিলম্ব নাই। কিন্তু ভোগবিলাসীর জীবন যাপন করা বড় সহজ নহে। সে ক্ষমতা সকলের নাই। তার জন্য বলিষ্ঠ ধাতুর দরকার এবং রাত্রির পর রাত্রি বিবিধ দুষ্পাচ্য মুখরোচক সামগ্রী আহার করিতে হইলে প্রত্যহ বস্ত্রপরিবর্ত্তনের ন্যায় প্রেয়সী পরিবর্ত্তন করিতে হইলে যে নীরেট শরীরের প্রয়োজন, তাহা মার্শলার ছিল না।

মার্শলার মাতা, মার্শলার শরীর অত্যন্ত সুকুমার ও "ঠুনকো" ধরণের জানিতেন বলিয়াই, তাহাকে "আতুপাতু" করিয়া সযত্নে মানুষ করিয়াছিলেন। মাতৃবিয়োগের পর, সে আপনাকে বয়স্ক বালক বলিয়া মনে করিতে লাগিল, শীঘ্রই সে ফ্যাঁকাসে হইয়া যাইতে লাগিল, রোগা হইয়া যাইতে লাগিল, যক্ষ্মারোগীর মত অল্প অল্প কাসিতে আরম্ভ করিল।

প্রকৃতির উপর জবরদস্তি করিয়া বরাবর এই-ভাবেই সে জীবন যাপন করিবে বলিয়া বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে দুর্ব্বলপক্ষ,—এই যুঝা-যুঝিতে সে জয়ী হইবে কি করিয়া?

একদিন তার থুৎকারের সহিত একটা রক্ত দেখা দিল যে দেখিলে ভয় হয়। তাহার নিকটে যে তরুণীটি ছিল, সে অনুকম্পাসহকারে বলিল—"তুমি মনে করচ, তোমার তেমন কিছুই হয়নি; কিন্তু আমার মনে হয়, তোমার একটা কঠিন রোগ হয়েছে।"

—"যেতে দেও, যেতে দেও! ও কিছুই নয়, একটু ক্লান্তিমাত্র।"

—"আমি বলচি, আমার কথা বিশ্বাস কর—তোমার শরীরের দিকে একটু মনোযোগ দেও—শরীরের একটু সেবা-যত্ন কর।"

—"ছোঃ! আমাকে তা হ'লে তুমি একটু পাচন ও পল্‌তার ঝোল খাইয়ে রাখ না কেন? ওসব রেখে দাও ডিয়ার—আমি সেদিন কুমার বাহাদুরের টেবিলে ৩৬ ঘণ্টা বসেছিলাম, খাঁ সাহেবের বাড়ী ৬ বোতল কোয়ার্ট পার করেছিলেম; সেই খাঁ সাহেবকে চেনো ত ডিয়ার?" যুবক আপনার বাহাদুরী দেখাইবার জন্য সেই সব মজলিসের আরও তন্নতন্ন বিবরণ কি-সব বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহাকে বাধ্য হইয়া থামিতে হইল। ফ্যাঁকাসে রঙের কতকটা রক্ত উছলিয়া উঠিয়া আবার তাহার ঠোঁটকে আচ্ছন্ন করিল।

তাহার সঙ্গিনী এক ফোঁটা চোখের জল মুছিবার জন্য মুখ ফিরাইল।

দুইদিন পরে সেই রমণীর চেষ্টায় একজন ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রোগীর জন্য খুব কড়াক্কড় নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন; কিন্তু তরুণীর নিকট কিছুই ঢাকিলেন না, বলিলেন—"রোগীর যেরূপ অবস্থা, তাতে বাঁচবার বড় আশা নেই।"

তরুণী বলিল—"মশায়, আমি ত ওকে চিনি,—ও মুখে বলবে, 'সব নিয়ম পালন করব'—কিন্তু আসলে কিছুই করবে না।"

—"একটা কিছু করা চাই; আমার ত বড় একটা আশা-ভরসা নেই। তবে, বয়স অল্প, সেবা-শুশ্রূষা ও যত্নে যদি" * * *

—"তা হ'লে মশায় ওকে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া আবশ্যক। এখানে থাকতে কিছুই হবে না।"

—"সে ত সহজেই হ'তে পারে? ওকে মিউনিসিপাল হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্‌।"

—"হাঁসপাতাল!"

—"না, ঠিক্ হাঁসপাতাল নয়, একটা স্বাস্থ্য-নিবাস; কিছু টাকা দিলেই সেখানে নিজের ইচ্ছেমত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে পাবে।"

—"আচ্ছা, আমি কি তা হ'লে ওকে দেখ্‌তে পাব?"

—"ইচ্ছে কর, প্রতিদিনই দেখ্‌তে পাবে।"

—"আমি নিশ্চয়ই রোজ দেখা করতে যাব * * * আহা, বেচারী মার্শলা!"

যখন মার্শলাকে এই সঙ্কল্পের কথা জানান হইল, তখন সে তার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করিতে লাগিল। যখন ডাক্তার দেখিলেন, আর কিছুতেই বাগ মানাইতে পারেন না, তখন তিনি তাহার আসল অবস্থাটা প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"সেই স্বাস্থ্যনিবাসে গেলে তোমার রীতিমত সেবাশুশ্রূষা হবে, যত্ন হবে; আর যদি না যাও, একমাসের মধ্যেই তোমার সব শেষ হয়ে যাবে।"

—"আমার অবস্থা এতটা সঙ্গীন নয় বোধ হয় ডাক্তার?"

—"খুবই সঙ্গীন!"

মার্শলা উদাসীনভাবে বলিল:—"আচ্ছা, যদি যেতেই হয় ত যাওয়া যাবে; কিন্তু ডাক্তার, আমার কাছে একটা করার করতে হবে; সে করারটা রাখ্‌তেই হবে।"

—"কি করার?"

—"হাঁসপাতালের রোগীদের মত, মার্কামারা সাদা টুপি পরতে আমাকে না বাধ্য করে। বরং তার চেয়ে আমার মৃত্যু ভাল!"

ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকাইয়া গুন্ গুন্ স্বরে বলিলেন, —"কি ছেলেমানুষ! এই কথা ত?"

—"হাঁ, এই কথা।"

এইরূপে মার্শলা ও বোর্দ্দিয়ো দুইজনেই একই আতুরাবাসের বাসিন্দা হইল।

৩

মার্শলার গৃহে যে তরুণীকে ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহার নাম জুলি। জুলি নটি-শ্রেণীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সৎচরিত্র; "মন-ভোলান" কারবার তার ছিল না। মার্শলার আত্মীয়দিগের সহিত তার পরিচয় ছিল। যখন মার্শলা আমোদ উপ-ভোগের জন্য থিয়েটারে যাইত, তখন জুলিকে একবার সেখানে দেখিয়াছিল, এবং তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছিল। জুলি একটু কল্পনাপ্রবণ লোক ছিল। মার্শলার আমুদে ভাব, মার্শলার ভদ্রতা, মার্শলার অল্প বয়স, এই কল্পনাপ্রবণ তরুণীর মনের উপর একটা ছাপ দিয়াছিল। মুগ্ধচিত্ত প্রেমোন্মত্ত এই যুবকের প্রেম সে কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। মার্শলা কোন রমণীর সহিত পাঁচ মিনিটকাল থাকিলেই সেই রমণীর নিকট শপথ করিয়া বলিত, সে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে।

মার্শলার ভালবাসা কিরূপ হাল্‌কা ধরণের, তাহা বুঝিতে জুলির বিলম্ব হইল না। মার্শলা অকপটে জুলির নিকট স্বীকার করিত যে, একমাত্র নারীর উপর প্রেম স্থির রাখিতে সে একেবারেই অসমর্থ; তাই জুলি তাহার উপর বড় একটা পীড়াপীড়ি করিত না; জুলি মার্শলার সহিত প্রেয়সী অপেক্ষা বন্ধুভাবেই ব্যবহার করিত। জুলি তাহার সব দোষ ক্ষমার চক্ষে দেখিত। মার্শলা তাহাকে একবার মনেও করিত না—তাহাকে আপনার নিকট রাখিতে চাহিত না, অন্য দুশ্চরিত্রা রমণীদের সহিত আমোদ-প্রমোদে অর্থনাশ করিত, তখনও জুলি প্রতিদিন তাহাকে হৃদয়ের সহিত আদর অভ্যর্থনা করিত।

জুলি যখন দেখিল, মার্শলা ধ্বংসের মুখে যাইতেছে, তখন নির্ভয়ে সে মার্শলার গৃহে গিয়া তাহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সে সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল।

তথাপি সে একটুও পিছপাও হইল না এবং যখন মার্শলা মিউনিসিপাল স্বাস্থ্যাশ্রমে যাইতে স্বীকৃত হইল, তখন সে তাহার শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বাস্থ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিন সেইখানেই কাটাইত।

তখন বৈশাখের মাঝামাঝি। স্বাস্থ্যাশ্রমের উদ্যানটি বাসন্তী শোভায় বিভূষিত। যে সকল রোগীর মুক্ত বায়ু সেবন করিবার অবস্থা হইয়াছে, তাহারা এইখানে আসিয়া মধ্যাহ্ন, সৌরকিরণে স্বাস্থ্যপ্রদ কুসুম-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইত।

এই রোগীদের মধ্যে বোর্দ্দিয়ো একজন। চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার গুণে সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে। এইখানে আসিয়া অচৈতন্য অবস্থা হইতে যখন সে মুক্তিলাভ করে, সে সর্ব্বপ্রথমেই সবুজ-সুরা

চাহিয়াছিল। কিন্তু সবুজ-সুরা যাহাতে সে একটুও না পায়, তজ্জন্য ভৃত্যদের প্রতি বিশেষ আদেশ দিল। সবুজ-সুরার অভাবে প্রথম প্রথম তাহার ভয়ানক কষ্ট হইত। কিন্তু ক্রমশঃ অল্প অল্প করিয়া পানেচ্ছার বেগটা কমিয়া আসিল। স্বাস্থ্যপ্রদ বলপ্রদ খাদ্য আহার করিয়া শরীরে একটু বল আসিল; এবং যে পরিমাণে সুরাপানজনিত মূঢ়তা অন্তর্হিত হইল, সেই পরিমাণে তাহার মন তাজা হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ হইয়া উঠিল; আর সে সবুজ-সুরার নাম করিত না; বলিত, সবুজ-সুরা সে আর কখন পান করিবে না। এখন সে আরোগ্যলাভ করিয়াছে মনে করিয়া তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার কথা হইল। কিন্তু তাহার বন্ধুরা—যাহারা তার হইয়া স্বাস্থ্যাশ্রমের বেতনাদি দিত—তাহারা স্বাস্থ্যাশ্রমের উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া, তাহাদের এই বন্ধুত্বের কাজটাকে অসম্পূর্ণ রাখিতে ইচ্ছা করিল না। তাহারা আর একটু ত্যাগ-স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল, এবং তাহাকে স্বাস্থ্য-আশ্রমে আরও কিছু কাল রাখিতে চাহিল—যাহাতে পুরাতন কু-অভ্যাসটা আবার ফিরিয়া না আসে।

উহাকে সিগারেট ব্যবহার করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। এখন সে সবুজ-সুরা ভুলিয়া গিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

এখন প্রায়ই দেখা যায়, বোর্দ্দিয়ো বাগানে বসিয়া বই পড়িতেছে কিংবা ছবি আঁকিতেছে। মার্শলা যখন স্বাস্থ্যাশ্রমে আসিল, সেই সময় হইতে বোর্দ্দিয়ো তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মার্শলার অসুস্থ অবস্থা; আর বোর্দ্দিয়ো একটা উপলক্ষ পাইলেই রসিকতা করিতেছে, স্ফূর্ত্তি করিতেছে। এই উভয়ের মধ্যে বেশ একটা বৈপরীত্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে দুইজনই পারী নগরের একই সমাজে যাতায়াত করিত; একই ভাষা ব্যবহার করিত—অর্থাৎ সেই ইতর ইয়ারকির ভাষা যাহা সহরের সৌখীন রাস্তায়, রঙ্গশালার নেপথ্য-কক্ষে, শিল্পকার-খানায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে স্বাস্থ্যাশ্রমে আসিয়া উহারা পরস্পরকে অন্বেষণ করিত, এবং বরাবর একসঙ্গেই থাকিত।

জুলি এই আতুরাশ্রমে বোর্দ্দিয়োকে দেখিয়া খুসী হইল। মনে মনে ভাবিল, বোর্দ্দিয়ো তাহার প্রাণসখা মার্শলার সঙ্গী হইতে পারিবে এবং তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াও সে আমোদ পাইত, কেননা, সে বেশ একটু রসাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত।

বোর্দ্দিয়ো প্রথমেই তাহাদের নিকট তাহার সমস্ত ইতিহাস বলিয়াছিল, এবং আপনার সম্বন্ধে কতকগুলি দুঃশ্রাব্য বিশেষণ প্রয়োগ করিতেও বিরত হয় নাই। সে তাহাদের নিকট এইরূপ বলিল :—"আমাকে ত ভাই এখন এই রকম দেখছ; একমাস পূর্ব্বে, আমি পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত নিতান্তই অসাড় ও বিকলাঙ্গ ছিলেম, দুর্ব্বল-চিত্ত বিলাসী ছিলেম, সবুজ-সুরাপানে মত্ত হয়ে পশুর মত জীবন যাপন করতেম। ওঃ! এখন ওকথা মনে করলে এয়াদ্দি দেশের জনশূন্য প্রান্তরে লুকিয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে!"

—"এখন ত দেখ্‌চ, এ ব্যামো সারে, চিকিৎসার অসাধ্য নয়।" বোর্দ্দিয়ো বলিল,—"এই রোগে মরেও লোকে, আমি মরতে মরতে রয়ে গেছি।"

"এই মারাত্মক সুরা আর কখন তুমি পান করবে না?"

—"কখ্‌খনো না!"

বোর্দ্দিয়ো "কখ্‌খনো না" এই কথা দুটি যে ধরণে উচ্চারণ করিল, তাতে মনে হয়, উহার মধ্যে কোন কাপট্য নাই। সে বলিল, সুরাপান করিতে তাহার আর ইচ্ছা হয় না; পূর্ব্বে ঐদিকে যেরূপ একটা ভয়ানক ঝোঁক্ ছিল, এখন আবার উল্টা ভয়ানক বিতৃষ্ণা হইয়াছে। চিত্রকর বোর্দ্দিয়ো যেমন সম্পূর্ণ আরোগ্যের পথে আসিয়াছি" মার্শলার সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে সে কথা বলা চলে না। অজস্র সেবা-শুশ্রূষা সত্ত্বেও, তাহার ক্ষয়রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। উহার শেষ পরিণাম সম্বন্ধে জুলির আর কোন সন্দেহ ছিল না। তবু—সে নিজের আশঙ্কা ও মনোবেদনা মার্শলার নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য যার-পর-নাই চেষ্টা করিত। নানা প্রকার অত্যাচারের ফলে বন্ধুর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, বোর্দ্দিয়ো অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিল।

বোর্দ্দিয়ো তাহাকে আশ্বাস দিবার জন্য নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইল—"দেখ, আমি এখানে এসে বাস্তবিকই নবজীবন লাভ করেছি।"

কিন্তু মার্শলা ওকথায় ভুলিল না। যে ব্যক্তি অসাধ্য রোগকে সাধ্য বলিয়া তাহাকে বিশ্বাস

করাইবার জন্য বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছে, সেই অন্তিমের বন্ধুর প্রতি তাহার প্রীতির মাত্রাটা যেন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল।

একদিন বোদ্দিয়ো সময় কাটাইবার জন্য মার্শলার ছবি আঁকিবে, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

মার্শলা ঈষৎ হাসিয়া, প্রসন্নভাবে সম্মতি দিল। ইতিপূর্ব্বে একবার জুলিও তাহার একটা ছবি তুলাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। মার্শলা বুঝিয়াছিল, তাহার মৃত্যু আসন্ন, তাই এই প্রস্তাবে আর দ্বিরুক্তি করিল না।

ছবি আঁকা শেষ হইলে মার্শলা, চিত্রকর বন্ধুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল :—"ভাই,তোমার নিকট আমার একটা স্মৃতি-চিহ্ন রেখে যাব, রাখবে কি ?" বোদ্দিয়ো আকুল হইয়া একটা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু মার্শলা বলিল,—"ভাই, কাতর হয়ো না, আমাকে শুধু একটা কলম আর কাগজ দাও। আমার অন্তিমকালের জন্য একটা বন্দোবস্ত করিতে চাই।"

—"মার্শলা, এত ব্যস্ত হচ্চ কেন ?—ত্বরা করবার মত কিছুই হয় নি।"

—"তা হোক্, একটু আগে থাকতে গুছিয়ে রাখা কি বুদ্ধিমানের কাজ নয় ?"

কিন্তু * * * তার পরেই আর একটু ম্লান হাসি হাসিয়া মার্শলা আরও এই কথা বলিল :—

—"তা ছাড়া নিয়তির ডাক্ না আস্‌লে এতেই কি আমার মৃত্যু আরও এগিয়ে আস্‌বে মনে কর ?" মুমূর্ষু ব্যক্তি যাহা চাহিতেছিল, তাহা আনিয়া দেওয়া হইল।

কাগজের উপর অতিকষ্টে সে দুই চারি ছত্র লিখিল। পরক্ষণেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মনে হইল, বুঝি সব শেষ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই আবার জ্ঞান হওয়ায় সে একজন পাদ্রিকে আনিতে বলিল। তার পরদিনই সমস্ত ভব-যন্ত্রণার অবসান হইল।

৪

মার্শলার মৃত্যুর একমাস পরে, বোদ্দিয়ো একদিন সহরের বেড়াইবার পথে পায়চারি করিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। আর এখন ভবঘুরের মত তার আঙ্গুলগুলা সিগারেটের ধোঁয়ায় হলদে হইয়া যায় নাই, তার কাপড়-চোপড় এখন আর ধূলায় আচ্ছন্ন নহে, তার চোখ এখন আর কাচের মত নিষ্প্রভ নহে, তার নিশ্বাস এখন আর সবুজ সুরার গন্ধে ভরপূর নহে।

এখন তার হাসি হাসি মুখ, সাদা ধপধপে কাপড়, উত্তম ছাটের কোর্ত্তা, নূতন দস্তানা, হাতে একটা ছড়ি। তার বয়স যেন দশ বৎসর পিছাইয়া গিয়াছে।

তাহার সহিত যাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহারা অতি কষ্টে তাকে চিনিতে পারিল। কিন্তু বিস্ময়ের প্রথম মুহূর্ত্তটা চলিয়া গেলে, তাহারা প্রীতিভরে তাহার হাত টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

—"ভাই বোদ্দিয়ো, তোমাকে দেখে বড় খুসী হলেম। বাস্তবিক তোমাকে এমন সুস্থ আর কখন দেখিনি।"

—"শুনেছিলেম, তোমার নাকি ব্যামো হয়েছিল সে কথাটা তবে কি সত্যি নয় ?"

বোদ্দিয়ো একটু হাতে রাখিয়া,এই সকল সহানুভূতির নিদর্শন গ্রহণ করিল। তাহারা বুঝিতে পারিল, এই অবস্থা পরিবর্ত্তনের কারণ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে তাহার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তাহার মতলবটা জানিবার জন্য তাহার বন্ধুদের কোন আগ্রহ ছিল না। তাহাদের সখা ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া আসিয়াছে, নিজ পদমর্য্যাদার উপযুক্ত অবস্থা আবার লাভ করিয়াছে—ইহাতেই তাহারা সুখী। তাহারা আর কিছু চাহে না।

এইখানেই বলিয়া রাখি, বোদ্দিয়ো ধনশালী হইতে পারে নাই। কেবল মার্শলা স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ তাহাকে তাহার আসবাবপত্র ও তাহার কাপড়ের আলমারীটা দিয়া গিয়াছিল। এই সূত্রে অনেক রকমের পরিধান বস্ত্র তাহার হস্তগত হইয়াছে—নানা ফ্যাসানের নানা রঙের পেন্টুলেন, কামিজ, কোর্ত্তা ইত্যাদি।

বাইশটা ছড়ি সে পাইয়াছে। আর দেরাজভরা অসংখ্য নেকটাই;—ইংরেজি কালো নেকটাই, লাল নেকটাই, ফিঁকে গাঢ় সকল রঙের নেকটাই। টুপিরও অভাব ছিল না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে টুপিগুলা তার মাথায় ঢুকিত না বলিয়া, অনেকগুলা টুপির বিনিময়ে সে একটা নূতন টুপি সংগ্রহ করিয়াছিল।

এই সকল জিনিষ তাহার হস্তগত হইবার পর সে ভাল কাপড়-চোপড় পরিয়া প্রথমেই জুলিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। সেই বিধবা রমণী অন্তরের সহিত তাহার অভ্যর্থনা করিল; এবং তাহাকে ভদ্রলোকের বেশে আসিতে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, এই কি সেই দরিদ্র চিত্রকর—যাকে সে আতুরাশ্রমে দেখিয়াছিল ?

বোদ্দিয়ো খুব কৌশলী ও উপায়জ্ঞ ছিল। কি করিয়া তার উপর জুলিয়ার একটু দরদ হয়, কি করিয়া তার মন ভিজান যাইতে পারে, তাহা বোদ্দিয়ো জানিত; এবং কাজেও তাহা করিল। প্রথম সাক্ষাতেই জুলিয়া তাহাকে আবার আসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল।

বোদ্দিয়ো এই সুযোগ ছাড়ে নাই। এই রমণী ইতিপূর্ব্বে তাহার মনের উপর একটা গভীর রেখাপাত করিয়াছিল; তাহার প্রতি একটা অকৃত্রিম ভালবাসার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াছিল; তাহার চোখের সামনে যখন তাহার বন্ধু মার্শলার মৃত্যু হয়, সেই সময়ে এই জুলিয়াকে প্রাণ ঢালিয়া তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে দেখিয়াছিল। বোদ্দিয়ো মনে মনে ভাবিত, এমন বন্ধুর ভালবাসা ও সুপরামর্শ পাইলে, বেশ ভালভাবে জীবন যাপন করা যাইতে পারে। আর বোদ্দিয়ো যেরূপ খোলা-খালা সরল প্রকৃতির লোক ছিল, সে জুলিয়াকে এই কথা বলিতেও সঙ্কোচ বোধ করে নাই। জুলিয়া উত্তর করিল :—"তাতেও ত মার্শলার বদখেয়ালি ঘোচেনি, বেচারা যদি আমার কথা শুনত, তা হ'লে আরও কতকাল বেঁচে থাকত।"

বোদ্দিয়ো বলিল—"আমি যদি তোমার মত কোন রমণী পেতেম, তা হ'লে আমি কখনই অধঃপাতে যেতেম না।"

"না, আপনি ও কথা বল্বেন না। আপনি একটা বদ্ অভ্যাস একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন না ?"

এই কথা বলিবার সময়ে জুলিয়া বোদ্দিয়োর চোখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বোদ্দিয়ো সেই প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে একটুও টলিল না। বুঝা গেল, বোদ্দিয়ো সত্য কথাই বলিতেছে।

বস্তুতঃ আতুরাশ্রম হইতে বাহির হইবার পর হইতে বোদ্দিয়ো একেবারেই সবুজ-সুরা পান করে নাই। জুলিয়া নেত্র অবনত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। বোদ্দিয়ো আবার বলিল :—

"একজন আর্টিষ্টের উপর এরূপ ভালবাসার কি সুখজনক প্রভাব, তা কি আপনি বুঝতে পারেন ? এক বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম আমাকে ধারণ করে' আছে, একটি প্রেমপূর্ণ হৃদয় আমার পাশে থেকে আমার নিরাশার মুহূর্ত্তে আমাকে সান্ত্বনা দিতে প্রস্তুত রয়েছে; আমার হস্ত, এক করুণাময়ী দেবীর স্নেহ-হস্তের অবলম্বন পেয়েছে—এইরূপ অনুভব করতে কত সুখ, তা কি আপনি বোঝেন ?"

—"মশায় আমি"—

—"না না, ওরকম বলাটা আমার ভারী ভুল; এইরূপে আনন্দের স্বপ্ন দেখা পাগলামি বই আর কিছুই নয়; আমি এমন রমণী কখন পাব কি,—যার হৃদয় ভাণ্ডার ক্ষমার ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ, যে আমাকে অমন করে' ভালবাস্তে পারবে—যাই হোক, যদি এমন একটি রমণী পাই যে সম্পূর্ণ আমার উপর বিশ্বাস করে' আমাকে এই কথা বলতে পারবে :—'ওগো, তুমি একটু উন্নতির চেষ্টা কর, একজন বিখ্যাত লোক হয়ে পড়; পরিশ্রম কর, আপনার নাম জাহির কর; তোমার জীবনের অর্দ্ধাংশভাগী হ'তে আমি রাজী আছি; তোমার দুঃখ, তোমার সুখ আমার হবে।' কিন্তু দেখুন, ওরকম ভালবাসার যোগ্য হ'তে এখনও আমার অনেক দিন লাগবে।

"দেখ জুলিয়া, ওরকম রমণীকে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাস্ব, প্রাণ ঢেলে ভালবাস্ব আমি তার গোলাম হয়ে থাকব। আমার সমস্ত মন, সমস্ত হৃদয়—জুলিয়া, আমার জীবন তোমার হাতে সমর্পণ করচি।"

এই কথা বলিয়া, বোদ্দিয়ো তরুণীর পদ-তলে বসিয়া পড়িল এবং তাহার হস্ত চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া ফেলিল।

জুলিয়ারও হৃদয় বিচলিত হইল, ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। চিত্রশিল্পীর সেই আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাস তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিল। হঠাৎ জুলিয়া বোদ্দিয়োর হাত ছাড়াইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, আর এইরূপ বলিল :—

"দেখ বোদ্দিয়ো, তুমি যদি সচরাচর লোকের মত বাঁধিগৎ আউড়ে আমার সাধ্য-সাধনা করতে, তা হ'লে তখনি আমি প্রত্যাখ্যান করতেম; কিন্তু

তুমি আর্টিষ্টের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা পেড়েছ—ঐ কথাই আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমি বল্‌ছি তোমাকে, আমি আর্টিষ্টের আমোদের ভাগী, আর্টিষ্টের মত্ততার ভাগী হ'তে চাই না। যার বুদ্ধি অন্যলোকের বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে উঠেছে, তার কাছ থেকে ভালবাসা পেলে আমি গর্ব্ব অনুভব করব, তার সুখে আমি সুখী হব—এই মাত্র। তুমি বল্‌ছিলে, তোমার একজন বন্ধুর প্রয়োজন, একজন অনুরক্ত সঙ্গীর প্রয়োজন, এমন এক স্ত্রীর প্রয়োজন যে, তোমার আর্টিষ্ট জীবনের দুর্ব্বলতা সামলাতে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে; আচ্ছা বেশ, তাই হবে, আমিই তোমার সেই স্ত্রী হব।"—"জুলিয়া! এ কি সম্ভব? তুমি রাজী হবে?"—

—"হাঁ, কিন্তু একটা কথা তোমায় বলি শোন—সেই কথাটি তোমার স্মৃতি-পটে মুদ্রিত করে' রাখতে হবে।"

—"আচ্ছা, সে কথাটা কি—আমাকে বল।"

—"আজ থেকে আমার দেহমন তোমাকে সমর্পণ করচি; তোমার সমস্ত ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হবে; এবং কখন আমার মুখ থেকে একটি কটু কথা, বা তিরস্কারের কথা শুনতে পাবে না।"

—"তুমি দেবী! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

—"কিন্তু যে দিন—কালই হোক্, দশ বৎসর পরেই হোক্—যে দিন দেখব, এক গেলাস সবুজ-সুরা তোমার ঠোঁটে ঠেকিয়েছ, সেই দিনই—মন দিয়ে শুনচ ত? সেই দিনই একটু টুঁ শব্দ না করে', কোন বাদ-প্রতিবাদ না করে', তোমাকে ছেড়ে চলে' যাব। তখন তুমি যতই অনুরোধ উপরোধ কর না কেন, অঙ্গীকার কর না, আমি তোমাকে মার্জ্জনা করব না; তোমার আর মুখ দর্শন করব না। আমি এই শপথ কর্‌চি!"

—"এই করারে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মতি দিচ্ছি, তার জন্য আমার কোন ভয় নাই...সবুজ-সুরা—সে-ত চিরজীবনের মত আমি ত্যাগ করেছি। আমি এ কথা শপথ করে' বল্‌ছি।"

ছয়মাস কাল বোদ্দিয়োর জীবনটা বেশ সুখে কাটিল। বোদ্দিয়ো জুলিয়াকে সাক্ষাৎ গৃহ-লক্ষ্মী বলিয়া মনে করিল। জুলিয়া শিল্পকলার মর্ম্ম বেশ বুঝিত; শিল্প সম্বন্ধে তাহার একটা স্বাভাবিক বোধ-শক্তি ছিল, তাই সে বোদ্দিয়োর চিত্র-রচনা প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খুব অনুরাগের সহিত দেখিত। বোদ্দিয়ো দেখিত, জুলিয়ার ওষ্ঠে সর্ব্বদাই একটু হাসি লাগিয়াছে, তাহার দৃষ্টি স্নেহ ও প্রেমরসে পূর্ণ এবং জুলিয়া বোদ্দিয়োর জীবনকে ও জীবনের সমস্ত কার্য্যকে এমন নিজের করিয়া লইয়াছে যে, দেখিয়া মনে হয়, যেন কত বৎসর ধরিয়া উহাদের বিবাহ হইয়াছে।

বড় রাস্তার ধারে বোদ্দিয়ো একপ্রস্থ কামরা ভাড়া লইয়াছে। তন্মধ্যে একটা কামরা চিত্রকর্ম্মের জন্য নির্দ্দিষ্ট। জুলিয়া তাহার সঙ্গিনী। কিন্তু জুলিয়া বাড়ী ভাড়ার মেয়াদ এখনও একবৎসর আছে, এই ছুতা করিয়া নিজের বাসাবাড়ী এখনও ত্যাগ করে নাই।

বোদ্দিয়োর নিকট দেদার কাজ আসিতে লাগিল। সমস্ত সচিত্র মাসিকগুলা তাহাকে ছবির জন্য ফরমাস করিতে লাগিল, কিন্তু সকলকে সন্তুষ্ট করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। সে প্রাতঃকাল হইতেই কাজে লাগিত; এবং বেলা বারটার সময়, হয় মাসিকপত্রের ম্যানেজারদিগের নিকট যাইত, নয় বেড়াইবার সরকারী উদ্যান-পথে বেড়াইতে যাইত; এবং আর্টিষ্ট-মহলে কি-কি নূতন ব্যাপার চলিতেছে, তাহার খোঁজ-খবর লইত। একদিন কোন এক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হওয়ায় তাহাকে কোন এক কাফির আড্ডায় দেখিতে যাইবে মনে করিয়া সেইখানে ঢুকিয়া পড়িল; যার তল্লাসে গিয়াছিল, তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ও তাহার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া অধীর হইয়া উঠিল। গরম বোধ হওয়ায়, একটা গেলাসে "গুসবেরীর" রস জলে মিশাইয়া ঠাণ্ডা সর্ব্বৎ প্রস্তুত করিয়া লইল।

হঠাৎ মাথা তুলিয়া একটা গন্ধের আঘ্রাণ পাইল। তাহার পাশেই এক ভদ্রলোক সবুজ-সুরা তৈরী করিয়া গেলাসে গেলাসে ভরিবার উদ্যোগে ছিল। ঘোলা ঘোলা দুধোলো একপ্রকার সবুজ-সুরা, যার তীক্ষ্ণগন্ধ একটু বরফ-জলের যোগে আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই গন্ধটা চারিপাশে ছড়াইয়া পড়ায় বোদ্দিয়োর নাসা-রন্ধ্রকে একটু উত্তেজিত করিল।

বোদ্দিয়ো নড়িয়া উঠিল এবং সেখানকার ভৃত্যকে তাড়াতাড়ি ডাকিয়া সর্ব্বতের দামটা চুকাইয়া দিয়া সর্ব্বৎ পান না করিয়াই প্রস্থান করিল। ঐ দিন একটু মুখ ভারি করিয়া গৃহে ফিরিল।

জুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—"বোর্দ্দিয়ো, তোমার হয়েছে কি ?"

—"কিছুই না ! একটা লোকের উপর আমি ভারী চটে গেছি, সে আমাকে বলেছিল, কোন একটা কাফির আড্ডায় তার সঙ্গে দেখা হবে ; আধঘন্টা তার জন্য মিছি মিছি সেখানে আমায় বস্‌তে হ'ল। অথচ আমাকে বলেছিল প্রতিদিন সেখানে সে যায়।

তার পরদিন, বোর্দ্দিয়ো আবার সেই কাফির আড্ডায় উপস্থিত হইল। সেই লোকটা সেখানে ছিল। বোর্দ্দিয়োকে সে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি নেবে ? এক গেলাস সবুজ-সুরা ? এখন সাড়ে পাঁচটা, এই ঠিক্ সময়।"

বোর্দ্দিয়ো খুব জোরের সহিত বলিল—"না। তুমি ত জান, আমি আর ওসব পান করিনে।"

"—আঃ ! ছোঃ ! একবার পান করলেই বা ! এ-ই, ছোক্‌রা ! দুগ্লাস সবুজ-সুরা নিয়ে আয়।" বোর্দ্দিয়োর চোখের সাম্‌নে দিয়ে যেন একটা মেঘ চলিয়া গেল। এক গেলাস সবুজ-সুরা তাহার হাতে আসিলেও, অতিকষ্টে তাহা ঠোঁট পর্য্যন্ত লইয়া গেল, তার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হইতে লাগিল।

ভালবাসার ধনকে কোন প্রেমিক ফিরিয়া পাইলে যেমন তাহার আনন্দ হয়, বোর্দ্দিয়ো সবুজ-সরাপ পাইয়া তদপেক্ষা বেশী আনন্দ অনুভব করিল।

কিন্তু এক গেলাস সরাপ পান করিবার পরেই তাহার শপথের কথা মনে পড়িল। তাহার বন্ধুকে সে বলিল :—"এখন আমরা যদি একটু কুল্পি বরফ খাই, তা হ'লে"—

—"সবুজ-সরাপের উপরে আবার কুল্পি বরফ ; ঠাট্টা করচ না কি ?"

—"না, সত্যি বল্‌চি, এখন কুল্পি বরফ আমার বেশ লাগবে।"

—"তোমার যা' খুসি, আমি কিন্তু আমার সবুজ-সরাপ নিয়েই থাক্‌ব।"

—"ছোক্‌রা ! একটা কাফি-জমান কুল্পি বরফ।" কুল্পি বরফ আনা হইলে, বোর্দ্দিয়ো উহা লইল, তার পর তার বন্ধুকে এইরূপ বলিল :—"দেখ ত ভাই, আমার মুখ দিয়ে সরাপের গন্ধ বেরুচ্চে কি না।"—এই বলিয়া তাহার মুখের উপর ফুঁ দিল।

—"বুঝিচি, তুমি চাও...ওহে...তুমি তবে বুঝি কাউকে ভালবাস ?"

—"হাঁ।"

বন্ধু আবার বলিল :—

—"তা' বেশ ! তোমার কোন ভয় নেই, সবুজ সরাপের গন্ধ আছে বলে একটু সন্দেহ পর্য্যন্ত হচ্চে না।"

—"ভাই, তোমার কথা শুনে বাঁচলুম।"

যখন বোর্দ্দিয়ো ডিনার খাইবার জন্য বাড়ী ফিরিল, অন্য দিন যেমন স্ত্রীর মুখচুম্বন করে, আজ তাহা না করিয়া, এবং মুখ হইতে সিগারেটটা না নামাইয়া, তাহার দিকে তাকাইল না। জুলিয়া চকিতের মধ্যে এক নজরেই তাহাকে দেখিয়া লইল ; কিন্তু কিছুই বলিল না। তার পরদিন বোর্দ্দিয়ো বেলা পাঁচটার সময় আবার কাফির আড্ডায় চলিয়া গেল। এবার সে নিজে বন্ধুকে সবুজ সরাপ পান করিতে অনুরোধ করিল। তাহার বন্ধু বলিল :—"কিন্তু ভাই, তোমার প্রাণেশ্বরী তা হ'লে কি বলবেন ?"

—"আঃ রেখে দেও ! ক্রমে তার অভ্যাস হয়ে যাবে।" ঐ দিন সে দুই গ্লাস সবুজ-সরাপ পান করিল—

তারপর মুখে একটু জল লইয়া কুলকুচি করিয়া ফেলিল। আর বেশী কিছু করিল না। তার পর মুখের ভাব অবিকৃত রাখিবার জন্য সে মাথা খুব উঁচু করিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই জুলিয়ার মুখ সাদা হইয়া গেল। বোর্দ্দিয়ো জিজ্ঞাসা করিল :—

"এখনো ডিনার প্রস্তুত হয় নি ?" এই কথাটা এমন একটা খাপছাড়া ভাবে হঠাৎ বলিয়া উঠিল যে, ওরকম ভাবে বলা তার কখন অভ্যাস ছিল না।

—"এক মিনিটের মধ্যেই হবে ভাই ; দাসী লুইজা এখনই নিয়ে আস্‌বে।"—এই কথা বলিয়া জুলিয়া শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

সোয়া ঘণ্টা অতিবাহিত হইল ; বোর্দ্দিয়ো কতকগুলি ছবি গুছাইয়া রাখিতেছিল—তাই ওদিকে তার খেয়াল ছিল না। আধঘণ্টা পরে, সে ডিনারের জন্য অধীর হইয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—"লুইজা, ডিনার কৈ ?"

—"আমি মা ঠাক্‌রুণের জন্য অপেক্ষা করচি। তিনি হুকুম দিলেই আমি ডিনার আনি।"

—"দেখদিকি তিনি শোবার ঘরে কি কচ্ছেন ? আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে !"

ঝি শোবার ঘরে ঢুকিয়া তখনই আবার বাহির হইয়া আসিল।

—"মা ঠাকরুণ ওখানে নেই।"

—"কি ! তিনি ঘরে নেই ?"

বোর্দ্দিয়ো তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে প্রবেশ করিল। শোবার ঘর খালি। কেবল একটা ছোট টিপায়ের মাঝখানে একখানি পত্র ছিল। যন্ত্র-চালিতের মত বোর্দ্দিয়ো উহা গ্রহণ করিল। চিঠি-খানা বোর্দ্দিয়োর নামে। থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে উহা খুলিল। উহাতে এই কথাগুলি মাত্র ছিল :—

"তুমি তোমার শপথ রক্ষা করিলে না, আমি আমার শপথ রক্ষা করিব ; আমি ও সবুজ-সরাপ এই দুইয়ের মধ্যে একটা তোমার বাছিয়া লইবার কথা ছিল। তুমি সবুজ-সরাপকেই পছন্দ করিয়াছ। আমার সহিত আর কখন তোমার দেখা হইবে না।"

বোর্দ্দিয়ো একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল।

—"জুলিয়া ! জুলিয়া !"

কেহ উত্তর দিল না।

—"চলে' গেছে। না, না, তা সম্ভব নয়...সে কখনই তা করবে না ! আমি তাকে ফিরে পাবই পাব......আমি এখনই তার বাড়ী যাচ্ছি।"

সে তখনই দৌড়িয়া তাহার বাসায় গেল। দ্বার-পাল বলিল, "ঐ তরুণী ছয় সপ্তাহ হইল, সেখানে আর আসে নাই।"

বোর্দ্দিয়ো কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে অচল হইয়া একদৃষ্টে সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল, দরোয়ান আবার বলিল, "জুলিয়া বাড়ীতে নাই।"

তখন সে আবার রাস্তায় বাহির হইল। কিন্তু তার পা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল ; মাতালের মত চলিতে লাগিল ; কি করিতেছে, তাহার সে জ্ঞান ছিল না ; বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া আর একটু সাহস পাইল ; মনে মনে ভাবিল, আমি বুঝ্‌তে পারচি, জুলিয়া আমার উপর ভয়ানক রাগ করেছে। বোধ হয়, আমাকে ভয় দেখাচ্চে, কাল সকালে ফিরে আস্‌বে। আমি আবার তার বাড়ীতে যাই। তাকে আমার ফিরে পেতেই হবে।

কিন্তু তার পরদিনও জুলিয়া আসিল না।

বোর্দ্দিয়ো তখন আবার তার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল, দরোয়ান তাহার প্রতি ভাল ব্যবহার করিল না। তাহাকে বলিল, সে কি তামাসা পাইয়াছে, কাল তাহাকে সে দশবার বলিয়াছে, জুলিয়া বাড়ী নাই, আরও কতবার বলিতে হইবে ?

বোর্দ্দিয়ো আম্‌তা আম্‌তা করিয়া ফিরিয়া গেল।

সে বুঝিয়াছিল, সব শেষ হইয়াছে। সে সোজা কফির আড্ডায় গিয়া এতখানি সবুজ-সরাপ পান করিল যে, আনন্দ-উল্লাসের স্থানে একটা মারাত্মক বেদনা আসিয়া তাহার অন্তর-আত্মার অন্তরতম প্রদেশকে অধিকার করিল।

সে গান গাইতে লাগিল, অনর্গল প্রলাপ বকিয়া যাইতে লাগিল, হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চরবে হাসিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বুক ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। তখন আবার বলিয়া উঠিল :—"ছোক্‌রা, আর এক গ্লাস সবুজ সরাপ !" —যখন সে কফির আড্ডা ত্যাগ করিল, তখন সে "চুর-চুর" মাতাল।

পরদিনও জুলিয়া আসিল না।

বোর্দ্দিয়ো আবার কফির আড্ডায় গিয়া হাজির হইল।

ঐ দিন হইতে কফির আড্ডা হইতে আর নড়িল না—সেইখানেই পড়িয়া রহিল। তার পরেই আবার পূর্ব্বের ন্যায় কাফির আড্ডা হইতে শুঁড়ীর দোকানে গিয়া মদ্যপান করিতে লাগিল।

একেবারে উন্মত্ত হইয়া মদ্য পান করিতে লাগিল—শুধু আমোদের জন্য নয়, মাতাল হইবার জন্য। যখন এক একবার সেই আনন্দের দিন মনে পড়িতে-ছিল—জুলিয়ার সহিত কেমন সুখে কাল কাটাইয়া-ছিল, তখনই সে এক-এক গ্লাস মদ্য পান করিয়া সেই চিন্তাটাকে পিষিয়া মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একদিন দেখা গেল, সে নিজ গৃহের দ্বার-দেশে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাকে উঠাইয়া লইয়া হাসপাতালে পাঠান হইল।

সে 'মদাতঙ্ক' (Delerium tremens) রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।

হাসপাতালে আসিলে পর, সেখানকার সেবকেরা অনুকম্পার সহিত তাহাকে দেখিতে লাগিল।

—"এই দেখ, আবার একজন সবুজ-সরাপের

কবলে পড়িয়াছে—হায় হায়! ও ত সবুজ-স্বরূপ নয়, ও সবুজ-সয়তান।”

এবার আরোগ্যের কোন সম্ভবনা ছিল না। লোকটার তখন অন্তিম দশা। চোখ দুটা কোটর হইতে যেন বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখ খোলা—তাহা হইতে অসাড় নিস্পন্দ জিহ্বা ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

খুব কড়া কড়া ঔষধ সেবন করাইয়া বাঁচাইয়া তুলিবার অশেষ চেষ্টা হইতে লাগিল।

কিন্তু তার পরদিনই একটা মৃগীরোগসুলভ তড়কা উপস্থিত হইয়া তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিল।

মৃত্যুর পরেই একটি অবগুণ্ঠিতা তরুণী উপস্থিত হইয়া তাহার মৃতদেহ লইবার দাবী করিল এবং যথোপযুক্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিল।

ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ

(এফ্-দু-বোয়াগোবে-রচিত ফরাসী গল্প হইতে)

(সত্য ইতিহাস)

যে সময়ে সরকারী ঘুর্ত্তিখেলা প্রচলিত ছিল—আজকালের যুবকবৃন্দ সেই সুখের দিন দেখে নাই। বড় বড় শাদা তাস্-কাগজের উপর ঘুর্ত্তির সংখ্যাগুলা প্রকাণ্ড অক্ষরে লেখা; ঘুর্ত্তির টিকিট টানিবার পূর্ব্বরাত্রে টিকিট্-বিক্রেতার হাঁক-ডাক্ চীৎকার; যাহাদের ভাগ্যে ঠিক্ টিকিট্ উঠিয়াছে, তাহাদের গৃহের সম্মুখে লোকদিগের বেণু-বীণার সঙ্গীতালাপ,—অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বেকার এই সমস্ত দৃশ্য আমাদের মনে পড়ে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী জুয়া-খেলার সহিত ঘুর্ত্তি-খেলাও তিরোহিত হয়। কিন্তু ১৮০৫ সালে, ফ্রান্সের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে ঘুর্ত্তিখেলাটা খুব প্রচলিত ছিল। প্যারিস-নগরীতে ঘুর্ত্তিখেলার একটি বিশেষ কার্য্যালয়ও ছিল। সেখানে প্রতিমাসের ৫ই, ১৫ই ও ২৫শে তারিখে, এই প্রকার কৌতুকাবহ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যাইত।

সে বৎসরের শেষভাগে প্রসিদ্ধ অষ্টর্লিট্স্-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই বৎসরের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে—যে হোটেলে ঘুর্ত্তির টিকিট্ টানা হইতেছিল, তাহার দ্বারদেশে লোকের বিপুল জনতা। ঘড়ীতে ১২টা বাজিয়াছে। যাহারা দেরীতে আসিয়াছে, তাহারা প্রবেশ করিতে না পাইয়া, ভাগ্যফল জানিবার জন্য, অধীর ঔৎসুক্যের সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সওয়া বারোটার সময় দরজা খুলিল। একটি অবোধ শিশু ঘুর্ত্তি টিকিটের কলস হইতে যে সংখ্যাগুলা টানিয়া তুলিতেছে, তাহাই ঘোষকেরা চীৎকার করিয়া সকলকে শুনাইতেছে। এইবার উঠিয়াছে :—[illegible] ৮৬—৪৪—৮০—১১ খেলুড়ের দল, এই সব [illegible] শুনিবামাত্র, কেহ খানিকটা ফোঁস ফোঁস করিয়া, কেহ বা একটু শিস্ দিয়া অন্তরের দারুণ নৈরাশ্য প্রকাশ করিল। কেননা, এইসব গরীব লোকদিগের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে ঠিক সংখ্যা উঠে নাই। কিছুকাল ধরিয়া একটা ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। তাহার পরেই জনতার লোক আশ্‌পাশ রাস্তা দিয়া কে কোথায় সরিয়া পড়িল। আবার সেই স্থানটি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। এই ঘুর্ত্তিখেলায় যাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি রমণীও ছিল। পরিচ্ছদাদি দেখিয়া মনে হয়, ইঁহার বেশ সচ্ছল অবস্থা; এবং মুখশ্রী দেখিয়া মনে হয়, ইনি হীনকুলোদ্ভবা নহেন। ইঁহার একহাতে একটা ছোট বেতের ঝুড়ি; আর এক হাতে প্রকাণ্ড একটি ছাতা। লম্বা লম্বা পা ফেলিতে ফেলিতে এবং বদ্ধ ছাতাটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আপন মনে উচ্চৈঃস্বরে কি বলিতেছেন।

পরে ডাহিনে ফিরিয়া, "প্যালে-রয়্যালের" সোপান দিয়া নীচে নামিলেন; এবং উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন।—"অন্ধটা ভারি জুয়াচ্চোর! পাজি ভিক্ষুক কোথাকার! সে আমার কাছে অঙ্গীকার করলে,—১৫ সংখ্যাটা আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই উঠ্‌বে। কিন্তু প্রতিবারেই ১৫ সংখ্যার কাছাকাছি সংখ্যাগুলি উঠ্‌তে লাগ্‌ল—" রমণী এইরূপ গন্‌গন্‌ করিয়া আপন মনে বকিয়া যাইতেন।

এইরূপ মনের ঝাল ছাড়িয়া রমণী যেন একটু শান্ত হইলেন এবং তাহার ঝুড়ি হইতে একটা কেতাব বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। হল্‌দে মলাটের উপর এই চিত্তহারী নামটি লেখা:—"ফ্রান্সের রাজকীয় স্ফুর্ত্তির প্রকৃত চাবির তালা; বার্ষিক ৪২০০০ টাকা দিলেই স্ফুর্ত্তির ঠিক সংখ্যা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে।"

স্ফুর্ত্তি ব্যসনাসক্ত রমণী যে সময়ে এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থপাঠে নিমগ্ন—একটি বৃদ্ধ—দেখিতে বেশ কিট্‌-কাট্‌ সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল। প্রাচীন রাজত্বের আমলে, এই বৃদ্ধটি রাজার একজন উচ্চপদস্থ পরিচারক ছিল। পার্শ্বোপবিষ্টা রমণীকে সে আড়চোখে দেখিতে লাগিল এবং কোন কু-মৎলবে একটু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। পরে একটু গলাখাঁকানি দিয়া তাহার সান্নিধ্য জানাইয়া দেওয়ায় রমণী অমনি উঠিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে ভদ্রভাবে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া অতীব মধুরস্বরে এইরূপ বলিল:—

—"বিনা পরিচয়ে আমি যে শ্রীমতীর সহিত কথা কহিতে সাহস করচি, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আর এখন আপনি যে গ্রন্থখানা পাঠ করচেন—যদি জান্‌তে পারেন, আমিই এই গ্রন্থের রচয়িতা, তা হ'লে আমার ধৃষ্টতা বোধ হয় আরো মার্জ্জনীয় বলে' মনে হবে।"

—"কি, তুমি এই গ্রন্থের—"

—"হাঁ, আমার নাম মার্সেই-পেয়ার—আমি গণিতবেত্তা—ভাগ্য-গণনার আচার্য্য; ভান্‌রি-চৌরাস্তার, ৫১ নম্বর বাড়ীর দোতালায় আমি থাকি। আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল যদি শ্রীমতীর কোন কাজে আসে, তা হ'লে আমি কৃতার্থ হব।"

রমণী বলিলেন:—"আচ্ছা, যত তোমার অভিজ্ঞতার বড়াই কর, তাতে কিছু আসে যায় না! তোমার গ্রন্থখানি চমৎকার! এই গ্রন্থ পড়েই ত স্ফুর্ত্তি-টিকিটের সংখ্যা সম্বন্ধে অন্ধকে জিজ্ঞাসা করবার কথা আমার মাথায় আসে; আর দেখ, সেই পাজি বেলাঁজে আমায় যে সংখ্যাগুলা দিয়েছিল, এই তিন বৎসর ধরে' সেগুলা আমি সযত্নে ধরে' রেখেছি;—"নাজ" সেতুর ধারে যে অন্ধলোকটা থাকে, তাকে তুমি বোধ হয় জান;—তার একটা গাড়ী আছে—একটা কুকুর আছে। আমার সংখ্যা উঠল্‌ আজ পর্য্যন্ত আমি চক্ষে দেখলেম না। আর লোকে তাকে বলে কিনা,—"ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ!"

ভাগ্যগণনার অধ্যাপক, যাহাতে রমণীর হৃদ্বোধ হয়, এইরূপ স্বরে বলিলেন:—"এ কথা সত্য, আমার পুস্তকের ১২৫ পৃষ্ঠায় অন্ধদের জিজ্ঞাসা করতে আমি পরামর্শ দিয়েছি; কিন্তু ২১৩ পৃষ্ঠায় আর এক শ্রেণীর লোকের কথাও উল্লেখ করেছি—যাদের মুখের কথা আরো অব্যর্থ।"

—"আহা, কি চমৎকার শ্রেণীর কথাই বলেছ! সেই সব লোক—যাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে! তাদের এখন আমি কোথায় পাই বল দেখি? তাদের সঙ্গে কি আমার পরিচয় আছে?"

মার্সেই-পেয়ার কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিল:—"কিন্তু শ্রীমতী, এমন কি ঘট্‌তে পারে না, যে ব্যক্তি * গিলোটিনের আসামী, তার কাছে থেকেই হয় ত আপনি সংখ্যাগুলা পেয়েছেন। এরূপ ত প্রায়ই ঘটে থাকে—আর এইরূপ স্থলেই আমার গণনা-পদ্ধতি অব্যর্থ। প্রাণদণ্ড হবার পরদিন যে স্ফুর্ত্তিখেলা হয়, তাতেই এই ঠিক সংখ্যাগুলা উঠে।"

রুষ্টা রমণী, সেই সব কথায় পূর্ব্বেই নরম হইয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে গুন্‌গুন্‌ স্বরে বলিলেন:—হুঁ! তাও যদি বুঝ্‌তাম নিশ্চিত! কিন্তু আমার ভাগ্যে তা কখনই ঘট্‌বে না। পাজি বেলাঁজেটা কখনই গিলোটিন-মঞ্চে উঠ্‌বে না। ও যে অন্ধ! অন্ধকে গিলোটিন-মঞ্চে উঠ্‌তে কেউ কখন দেখেছে?"

—"সম্ভাবনাটা কম বটে;—এই যা দুঃখের বিষয়। কিন্তু যদি কখন আপনার ওরূপ ঘটে,

* ফ্রান্সে, গিলোটিন্ যন্ত্রে বধ্যদিগের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। আমাদের যেরূপ "ফাঁসীকাঠ," ফ্রান্সে সেইরূপ "গিলোটিন-মঞ্চ"।

তা হ'লে জানবেন, আমার কথা অব্যর্থ। অন্যত্র আপনি এ বিষয়ের খোঁজ নিতে পারেন। বধ্য-লোক দুর্লভ নয়, উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে করে', 'বিসেত্রে'র জেলখানায় অনায়াসে যাওয়া যেতে পারে।"

—"তা যেন হ'ল, কিন্তু যে সংখ্যাগুলা এতকাল আমি পুষে রেখেছি এবং যা-থেকে এক কোটি টাকা পাবার কথা—সে সমস্তই ত এখন জলাঞ্জলি দিতে হয়! সেই অব্যর্থ সংখ্যাগুলি এই :—১৩—৮৭—৮৮...দেড় বৎসর হয়ে গেল, এই ৮৮ সংখ্যাটা একবারও উঠ্‌ল না। না,—আমার শেষ কড়িটি থাক্‌তে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। যেন কেউ বল্‌তে না পারে,—মোলদেনের রাণী শেষকালে পিছপাও হলেন।"

এইরূপ আস্ফালন করিয়া, রমণী ঝুড়ির ভিতর বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ছাতাটা খপ্‌ করিয়া ধরিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং গণৎকারকে বিদায়-সম্ভাষণ না করিয়াই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপ কথোপকথন, ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে খুবই স্বাভাবিক। ঐ সময়ে তাসের জুয়াখেলার বদলে স্ফূর্ত্তি খেলার খুব চলন হয়। তখনকার স্ফূর্ত্তি খেলুড়ের জীবন্ত নমুনা—এই মোলদেনের রাণী; এবং এই মার্সেই-পেয়ার ধরণের ভাগ্যাচার্য্য এখনও ফ্রান্সে লোপ পায় নাই—ঐ ছাঁচের লোক "মোনাকো"র জুয়ার আড্ডায় এখনও দেখা যায়। কিন্তু সে সময়ে প্যারিস নগরেই এই সব লোকের আড্ডা ছিল।

মোল্‌দেনের রাণী, যে অন্ধের উদ্দেশে গালি-গালাজ করিতেছিলেন, তাহাকে লইয়াই সেই সময়ে একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। আশা করি, সেরূপ ধরণের মোকদ্দমা আর যেন কখন দেখিতে না হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারীর পরে, "লেণ্ট" নামক উপবাস পর্ব্বের পূর্ব্ব মঙ্গলবারে এই গরীব-বেচারা, রাত্রির প্রারম্ভে, নিজের বুচ্‌কিটি বাঁধিয়া ক্যাঁজ-ভ্যাঁ অন্ধা-শ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সে ২০ বৎসরের অধিক কাল, "চাঁজ" সেতুর ধারে একটা স্থান অধিকার করিয়াছিল; কালক্রমে সেই স্থানটিতে তাহার কতকটা স্বত্ব জন্মিয়া যায়—অন্ততঃ সে এইরূপ ভাবিত।

লোকটার বয়স ৫০।৬০; এখনো বেশ সিধা ও শক্ত-সমর্থ, কিন্তু জন্মান্ধ। প্রথমে সে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া জীবন আরম্ভ করে; পরে ক্যাঁজ্-ভ্যা-আশ্রমে কোন প্রকারে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে মিউনিসিপ্যালিটির কৃপায়, "চাঁজ্" সেতুর ধারে একটু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে এইখানে আসিয়া আড্ডা করে এবং সন্ধ্যা হইলেই অন্ধাশ্রমে ফিরিয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ফরাসী-বিপ্লবের সময়েও তাহার এই অভ্যাসের বদল হয় নাই। কত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হই-তেছে, কত লোকের প্রাণদণ্ড হইতেছে, কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। সেই ভীষণ ১৭৯৩।৯৪ সালে, —তাহার বসিবার টুলটি হইতে দশ-পা অন্তর দিয়া রক্ষিগণ প্রতিদিন গাড়ী বোঝাই করিয়া প্রাণদণ্ডের আসামীদিগকে লইয়া যাইত। সেই সময়ে চাকার ঘর্ঘরানি, সৈনিকদিগের চীৎকার, জনতার কোলা-হলও তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে নাই; —সে তাহার তীক্ষ্ণস্বর ক্লারিওনেট্ বাঁশীটি সমান বাজাইয়া যাইত। চাক্ষুষ দর্শনে মনে যে আবেগ জন্মিবারই কথা, অবশ্য তাহার পক্ষে সে সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু সেই সব ভীষণ কোলাহল তাহার শ্রুতিগোচর হইত সন্দেহ নাই।

অন্ধ বেচারাকে প্যারিসের সকল লোকই জানিত। ইহার নাম ফিলিপ বেলাঁজে। কালক্রমে ইহার অবস্থা বেশ একটু সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল; —সে গরম কাপড় চোপড় পরিত; প্রাতে দুধের সহিত কাফি পান করিত; কখন কখন দুই এক পাত্র ক্লারেটও তাহার পেটে পড়িত। ভিক্ষাই তাহার একমাত্র সম্বল ছিল না। দুইটা লাভের ব্যবসায় সে একসঙ্গে চালাইত। প্রথমতঃ সে কাঠের কাজে খুব নিপুণ ছিল; ছোট ছোট কাঠের সামগ্রী তৈয়ারী করিয়া রাস্তায় লোকদিগকে বিক্রয় করিত। আর একটা ব্যবসায় হইতে তাহার বেশী আয় হইত। স্ফূর্ত্তি খেলার অব্যর্থ সংখ্যাগুলা বলিয়া দিবার দৈবশক্তি তাহার আছে—এইরূপে সে লোকের কাছে জাহির করিত। সে কালের খেলু-ড়েদেরও এইরূপ একটা সংস্কার ছিল যে, অন্ধেরা দৈবশক্তিসম্পন্ন। এই সংস্কারের মূল কি?—কোথা হইতে আসিল? একটা পৌরাণিক কথা আছে যে,

—ভাগ্যলক্ষ্মী অন্ধ ; এই কথার সহিত সংস্কারটির কি কোন সংস্রব আছে ? সে যাহা হউক, স্ফূর্তিখেলায় কতকগুলি সংখ্যা অব্যর্থ বলিয়া সেই অন্ধ, লোকের নিকট ক্রমাগত বিক্রয় করিতে লাগিল। দৈবক্রমে দুই তিনবার তাহার কথা খাটিয়া যাওয়ায় তাহার খুব পসার জমিয়া গেল। ১৮০৫ সালে এই "ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ" (এই নামে সবাই তাহাকে ডাকিত) তাহার সমব্যবসায়ীদের ঈর্ষ্যাস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু অন্ধের এই সুখের জীবনে, একটা গভীর দুঃখের বীজ নিহিত ছিল। সে তাহার অন্তরে কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি একটা বিদ্বেষ পোষণ করিত। এই ভাবটা এত তীব্র যে, হিংসা ও ঘৃণার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

অন্ধ বেল্‌াঁজের উন্নতির প্রথম অবস্থায়, ক্যাপুলে নামক একটি বিধবা তাহার পথপ্রদর্শকের কাজ করিত এবং প্যাসো নামক একটি পূর্ণবয়স্ক যুবক, অন্ধের স্বহস্তকৃত খেলনা-সামগ্রী বোঝাই গাড়ীটি টানিয়া লইয়া যাইত। এই বিধবা ও যুবক—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে আসক্তি ছিল ; এবং এই আসক্তি ক্রমে বিবাহে পরিসমাপ্ত হয়। পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল অন্ধের সেবা-শুশ্রূষা করিয়া, তাহার পর অন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নিজের ঘরকন্না আরম্ভ করিল। এখন কুকুরটিই অন্ধের একমাত্র সঙ্গী ; কাজেই তাহার আয় খুব কমিয়া গেল। কিন্তু ইহার দরুণ অন্ধ তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ, কাজে প্রকাশ না করিয়া, নির্ব্বন্ধতা সহকারে মনে মনে পোষণ করিতে লাগিল। অন্ধ প্যাসোঁর গৃহে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিত ; কিন্তু তাহার মনের আগুন কিছুতেই নিবিল না।

১৮০৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যার সময়, অন্ধ বেল্‌াঁজে, স্যাঁতোয়ান্ সহরতলীর দিকে যাত্রা করিল। এইখানেই তাহার সেই পুরাতন ভৃত্যদিগের আবাস-গৃহ। সে দিন সে বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়াছিল, কেননা, সে দিন "সেণ্টের" পূর্ব্বমঙ্গলবার—একটা পরবের দিন। সে দিন সে যথেষ্ট ভিক্ষা পায় এবং স্ফূর্ত্তির সংখ্যা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য তাহার নিকট বিস্তর লোক আসে। মোলদেনের রাণী অন্ধকে ভৎর্সনা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যেরূপ আসিতেন, সে দিনও তাহার নিকট সেইরূপ আসিয়াছিলেন। এবারকার স্ফূর্তিও রাণীর ভাগ্যে কিছুই উঠিল না। আবার তিনি অন্ধের উপর ঝাল ঝাড়িলেন। অন্ধের দৈব শক্তিতে এবার তাঁহার বিশ্বাস টলিল। অন্ধের সংখ্যাগুলি কোন কাজেরই নহে—এইরূপ তিনি বলিতে সুরু করিলেন।

বেল্‌াঁজে এই সব ভৎর্সনা-বাক্যে অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। মুদ্রাগুলি জেবের মধ্যে পুরিয়া আবার সে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল এবং প্যাসো দম্পতির গৃহে ঠিক আসিয়া পৌঁছিল।—"আমি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র সুরাপান করে' একটু গরম হব বলে' এখানে এলেম" এই কথা বলিয়া অন্ধ ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার বিশাল কোর্ত্তার পকেট হইতে নানা প্রকার জিনিস বাহির করিয়া উনানের নিকটস্থ তক্তার উপর রাখিয়া দিল। তন্মধ্যে এক বোতল ব্রাণ্ডিও ছিল।

মিঠা চাপাটি বানাইবার জন্য গৃহিণী আগুন জ্বালিল। অন্ধ আহারে যোগ দিতে অসম্মত হইল এবং ছোট একটি পাত্রে দুই তিনবার সুরা ঢালিয়া পরস্পরের সহিত পাত্র ঠোকাঠোকি করিয়া,—গলাধঃকরণ করিল। তাহার পর বুঁচকিটা আবার বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। বলিল, বড় ব্যস্ত।

অন্ধ চলিয়া গেলে, প্যাসো-পত্নী, উনানের নিকট চালা-কাঠের যে একটা টুক্‌রা ছিল, তাহা লইয়া আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়া দেখে, সেই কাঠের টুক্‌রা হইতে কালো গুঁড়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার সন্দেহ হইল। তাহার স্বামী আরো কাছে আসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল—সেই কাঠে একটা গর্ত্ত আছে ; সেই গর্ত্তটা বারুদে ভরা এবং একটা মোটা গোঁজের দ্বারা গর্ত্তের মুখ বেমালুন করিয়া বন্ধ করা। ভয়ে আতঙ্কে—দম্পতি চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার-শব্দে প্রতিবেশীরা আসিয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া স্থির করিল, অন্ধই কাঠের টুক্‌রাটা আনিয়াছে ;—ইহা তাহারই কাজ। তাহাকে দু'চক্ষে কেহ দেখিতে পারিত না। সুতরাং কোন দ্বিধা না করিয়া সহর-কোতোয়ালের নিকট অবিলম্বে তাহার নামে নালীশ দায়ের করিয়া দিল। বেল্‌াঁজে নিজের ঘরটিতে বেশ আরামে নিদ্রা যাইতেছিল, ঘণ্টাখানেকের পরেই পুলিসের লোক তাহাকে গেরেপ্‌তার করিয়া একটা ঠিকা গাড়িতে উঠাইয়া লইয়া, থানায় লইয়া,

চলিল এবং গুপ্ত-হত্যার অপরাধ তাহার প্রতি আরোপ করিল। এই অপরাধে প্রাণদণ্ডই ব্যবস্থা। ইতিমধ্যে রাণীর হাতে স্থুত্তি সংখ্যার যে রেস্ত ছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিটা সফল হইল।

দুই মাস হইয়া গেল, "ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ" এখনও জেলখানায়। এখন তাহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। "ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ" এই ডাক্‌নামটা সকলের মুখেই এখন পরিহাসের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারক হাকিম, অনর্থক কতকগুলা খুঁটিনাটি, জেরা করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষের নিদর্শন সন্দেহ নাই। যে কারণে অন্ধ, প্যাসোর উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা পাইয়াছিল, বিচারক তাহা দেখাইয়া দিলেন। অন্ধ কাঠের কাজ করিত; উপবাস-পরবের পূর্ব্ব মঙ্গলবারে প্যাসোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ব্যস্ততার ওজর করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসে,—এই সমস্ত, অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া সাব্যস্ত হইল।

অন্ধ আপনাকে সাফাই করিল না;—স্বপক্ষ-সমর্থনের কোন কথাই বলিল না। কেবলই সে বারংবার বলিতে লাগিল—এরূপ কার্য্য তাহার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া, অন্ধ নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে এক প্রকার বে-পরোয়া ছিল; —তাই সে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় নাই। "ফোর্স" নামক জেলখানার নিয়মাদি, আশ্রমের নিয়মাদিরই অনুরূপ। যে ব্যক্তি চক্ষে কিছুই দেখে না, তাহার পক্ষে আশ্রম ও কারাগার দুই সমান। কারাগারে গিয়াও সে স্থুর্ত্তি-সংখ্যার কারবার ছাড়িল না; উহার দ্বারা বেশ দশ টাকা রোজগার করিতে লাগিল। সেখানে তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দতার কোন অভাব হইল না। প্যারিসে তাহার এই ঘটনা লইয়া বেশ একটু তোলপাড় হইতেছিল, কিন্তু পরিণামে উহা যে এতদূর গড়াইবে, তাহা কেহ মনেও করে নাই। এমন কি, কেহ কেহ এরূপ ভাবিয়াছিল,—অন্ধ আসলে কোন অপরাধ করে নাই,—উৎসবের সময় বন্ধুদের লইয়া একটা মর্ম্মান্তিক রঙ্গ-তামাসা করিবে, ইহাই তাহার মৎলব ছিল। ১৮০৫ সালে, ১০ই মে তারিখে জুরির সমক্ষে অন্ধের পুনর্বিচার হইল। এই মোকদ্দমা দেখিবার জন্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল; অন্ধের মক্কেলরাও এই মোকদ্দমায় তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিল। বিচারের সময় বিশেষ রক্ষিত আসনের প্রথম পংক্তিতে মোল্‌দেনের রাণীও আদালতে বিরাজ করিতেছেন, দেখা গেল।

প্যালে-রয়্যালের উদ্যানে ভাগ্যাচার্য্য মার্সেই পেয়ারের সহিত কথাবার্ত্তা হইবার পর, মোল্‌দেনের রাণীর মাথায় নানা প্রকার অসম্ভব কল্পনা চলা-ফেরা করিতেছিল; কি উপায়ে এই স্থুত্তিখেলায় তিনি সফল হইতে পারেন, সেই বিষয়ে মনে মনে নানা প্রকার মতলব আঁটিতেছিলেন—এমন সময়ে শুনিতে পাইলেন; অন্ধ বেলাঁজে গেরেপ্‌তার হইয়াছে; তখন তাঁহার চিত্ত আরো বিপর্যাস্ত হইয়া পড়িল। অন্ধের প্রাণদণ্ড ত সচরাচর দেখা যায় না, এই দুর্লভ অবসরটি তাই হাতছাড়া করিবেন না স্থির করিলেন।

আসামী, কৌঁশুলীর সহিত যথাসময়ে আদালতে হাজির হইল। কৌঁশুলীর নাম লেবো—সেই সময়কার একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। বহির্দৃশ্যের দর্শনে লোকের মন স্বভাবতই যেরূপ বিচলিত হয়, বেলাঁজের মুখে সেরূপ কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না। তাহার মনে কি হইতেছে, তাহা তাহার মুখের ভাবে কিছুই জানিবার জো নাই;—যেন তাহার মুখ একটা দুষ্প্রবেশ্য মুখসে ঢাকা। অনেক বড়লোক-স্থুত্তিখেলুড়ের সহিত তাহার সংসর্গ হওয়ায় তাহার ধরন-ধারণ কতকটা বিশিষ্ট লোকের মতরূপ।

তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইবার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ না পাওয়ায় কিছুই স্থিরনিশ্চয় হইল না। বিনা আলোকে এমন একটা জটিল ধরনের কল-কৌশল প্রস্তুত করা কি সম্ভব? অন্ধ, বারুদই বা কোথা হইতে পাইল? কেহই তাহা বলিতে পারে না। বারুদ-পোরা কার্ড-পট্‌কার এতই কি জোর যে, তাহার আঘাতে প্যাসোদের মৃত্যু ঘটিতে পারে?

দুর্ভাগ্যক্রমে, একজন বিশেষজ্ঞ কারিকর খুব বুক ফুলাইয়া সদর্পে সাক্ষ্য দিল যে, কাঠের টুকরার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল—যাহা সমস্ত অঞ্চলটা উড়াইয়া দিতে পারে। এই সাক্ষ্যের ভয়ানক ফল হইল। "স্যাঁ-নিসেস্‌"-রাস্তায় সেই "নারকী-যন্ত্রের" কথাটা তাহাদের মনে পড়িয়া গেল। তাই এই জাতীয় মারাত্মক যন্ত্রাদির সম্বন্ধে প্রশ্রয় দেওয়া

কিছুতেই উচিত নহে, এইরূপ জুরির মনে হইল। সরকারী উকিল মহাশয়ও পূর্ব্বেকার ঘটনাটি বিচারককে স্মরণ করাইয়া দিলেন, এবং বলিলেন, এই বেলাঁজে দ্বিতীয় স্যা-রেজ্ঁা। এমন কি, তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ "বারুদ-ষড়যন্ত্রের" সহিতও ইহার তুলনা দিলেন।

এই সব তুলনা অতীব হাস্যজনক হইলেও, জুরির মনে একটা ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়া গেল। কৌঁশুলী খুব জোরের সহিত বলিলেন—মনে কর, সত্যই যদি তাহার মক্কেল একটা কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে বারুদ পুরিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি?—তাহাতে ত অপরাধ-কার্য্য সম্পাদনের আরম্ভ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু জুরিরা রায় দিলেন,—হাঁ, বলা যাইতে পারে।

যখন অন্ধকে দণ্ডাজ্ঞা শুনান হইল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু তবু সে খাড়া হইয়া রহিল; এবং তাহার বদ্ধ-নেত্র বিচারপতির দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

—"আমার কৌঁশুলী কোথায়?

কৌঁশুলীর বাহুতে তাহার হস্ত স্পর্শ করাইয়া দেওয়া হইল। তখন অন্ধ খুব সজোরে বলিল :—

—"আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন; আপনি আমাকে বাঁচাতে পার্‌লেন না, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমি নির্দ্দোষ।" এই সময়ে পুলিস-সিপাহীরা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল; এবং সেই রাত্রেই বিসেত্রের জেলখানায় তাহাকে চালান দিল। এই জেলখানায় বধ্যদিগকে হাজতে রাখা হয়। কিন্তু অন্ধ এখানে আসিয়াও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইল না। বরং এখন তাহার কার-বার আরো জমজমার হইয়া উঠিল। সে তাহার কারাকক্ষ হইতে জুতির সংখ্যাগুলা শত সহস্র লোককে বিতরণ করিতে লাগিল। নানা প্রকারের লোক আসিয়া তাহার দ্বারে জমা হইতে লাগিল;—পুলিস-সিপাহী, জেল দারোগা, এমন কি, বিচারপতিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আসিয়া, এই হতভাগ্য ব্যক্তির নিকটে অব্যর্থ-সংখ্যাগুলা চাহিতে লাগিলেন।

রাণীর হাতে এখন আর কোন রেস্ত নাই। রাণী অন্ধকে অনেক দ্রব্য উপহার দিয়া, তাহার সহিত পত্র-ব্যবহার সুরু করিয়া দিয়াছেন। গণিত-বেত্তা মার্সেই-পেয়ারেরও সহিত তাহার অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শাদি চলিতেছে। প্রত্যেক জুতি-খেলার দিনে, রাণী তাহার রেস্তসংখ্যাগুলি বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার করেন।—তাহার স্বল্প রাজবৃত্তি-মাত্র ভরসা,—আর কোন সম্বল ছিল না। এইরূপে ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু যায় আসে না। নিজ অদৃষ্টের উপর এখনো তার খুব বিশ্বাস।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায়, ১৫ই ও ২৫শে মের জুতিখেলাতেও তিনি ভাল ফল পাইলেন না। ৫ই জুনের খেলায় তাহার ভাগ্যে খুবই খারাপ ফল হইল। কিন্তু সময় ফুরাইয়া আসিতেছে, অন্ধের প্রাণ-দণ্ডের আর বড় বিলম্ব নাই। এখন "রাজকীয় জুতির তালা"—গুজুখানায় বলিতেছে, প্রাণ-দণ্ডের পরে যে-জুতি খেলা হইবে, তাহাতেই তাহার সংখ্যা-গুলা উঠিবে। বেলাঁজে আপীল-দায়ের করিয়াছিল—৭ই জুন আপীল অগ্রাহ্য হইল। রাণী ১৫ই তারিখের জুতিখেলার দিনে, তাহার সংখ্যাগুলা তিন গুণ পণে আবার বন্ধক রাখিলেন।

১০ই জুনে, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, তখনকার দস্তুরমত ঘোষকেরা এইরূপ হাঁক দিয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল :—"ফিলিপ্ বেলাঁজে নামক প্যারিসের কোন সুপরিচিত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে—আজ অমুক স্থানে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে,—ইত্যাদি।"

আজ বেলা চারিটার সময় এই ভীষণ ব্যাপারটা সম্পন্ন হইবে।

বধ্যব্যক্তি ইহারই মধ্যে প্রধান জেলখানায় আনীত হইয়াছে। আজ তাহাকে অন্তিম দিনে দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তখন-কার কালে বধ্য ব্যক্তিকে ১২ ঘণ্টাকাল এইরূপ মরণের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইত। বধ্য-ভূমি লোকে লোকারণ্য। "ন্যায়-ধ্বজা" খাড়া করা হইল। এদিকে জেলখানায় অন্ধ বিলাপ-ক্রন্দন করিতেছে এবং পাদ্রিদের অন্তিম প্রশ্নের উত্তর দিতেছে:

—"বাবা! আমি নির্দ্দোষ!"

অন্ধের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটা গভীর আতঙ্ক তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে।

আসন্ন মৃত্যুদণ্ডে একজন অন্ধের মনের ভাব কিরূপ হয়, তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখ। সে জানে, গিলোটিন-নামক একটা যন্ত্র আছে; এবং

ঐ যন্ত্রের উপর তাহাকে উঠিতে হইবে; তাহার হস্তপদের বন্ধন-রজ্জু সে অনুভব করিবে;—গাড়ীর ঝাঁকানি অনুভব করিবে; জনতার গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইবে; তার-যন্ত্রের সংস্পর্শে শিহরিয়া উঠিবে; কিন্তু যে ছুরিকা তাহার মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিবে, সে ছুরিকা সে দেখিতে পাইবে না; যখন ঐ ছুরি সজোরে আসিয়া তাহার স্কন্ধে পতিত হইবে, তখন আর কিছুই হইবে না;—একটা রাত্রির পরিবর্তে অন্ধের নিকট আর একটা রাত্রি আসিবে, এইমাত্র।

বেচারা অন্ধ মরণভয়ে অভিভূত হইল; এই সময়ে উহার যন্ত্রণা দেখিয়া, কতকগুলি সহৃদয় লোকের হৃদয় বিগলিত হইল। সেই বিপ্লবের সময়ে, নির্দ্দোষীর রক্তে কলঙ্কিত কত লোমহর্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হইত;—এই সব ব্যাপারে লোকেরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাহারা দয়ার অযোগ্য, সেই সব বদমায়েস কিম্বা ষড়যন্ত্রী ছাড়া এ পর্য্যন্ত কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই। তাই অন্ধের এইরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া প্যারিস-নাগরিকদিগের সুপ্ত দয়া জাগিয়া উঠিল। তাই তাহার পক্ষসমর্থনকারী মোসিওলেবো ও মোসিও-কোর্লাঁ, আদালতের নিকট একটু সময় লইবার চেষ্টা করিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। মার্জ্জনা করিবার ক্ষমতা একমাত্র সম্রাটের হাতে, কিন্তু সম্রাট এখানে নাই, দুই মাস হইল, ইটালির রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য, সাম্রাজ্ঞীর সহিত তিনি মিলানে চলিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার অবিদ্যমানে রাজ্যের প্রধান বিচারপতি কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিতে পারেন; সে ক্ষমতা তাঁহার আছে। একজন প্রাচীন অভিনেতা এই দুর্লভ-দর্শন মহোচ্চপদস্থ ব্যক্তির কখন কখন দর্শন পাইত; সে এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিল। দুইজন কৌঁশুলীর স্বাক্ষরে একটা দরখাস্ত প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠান হইল। মাননীয়, প্রধান বিচারপতি এই দরখাস্ত সম্রাটের নিকট পেশ করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

সময় হইয়াছে। ঘড়িতে সওয়া-তিনটা বাজিয়াছে। বধ্য ব্যক্তিকে দস্তুরমত সাজ-সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছে। বৃদ্ধ জল্লাদ তাহার সহকারিগণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, অন্ধকে বধ্য-ভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিবার হুকুম জেলখানায় আসিয়া পৌঁছিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র অন্ধ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার সহৃদয় বন্ধুগণ তাড়াতাড়ি তাহার নিকট আসিল; তাহাদের হস্তের উপর সে কেবলি অজস্র অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রক্ষীরা আসিয়া তাহাকে আবার জেলখানায় লইয়া গেল। বধ্যমঞ্চটা নামাইয়া লওয়া হইয়াছে দেখিয়া জনতার লোক ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িল।

কিন্তু এই সংবাদে মোল্‌দেনের রাণী ক্রোধের আবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনই গণিতবেত্তা মাসেই-পেয়ারের নিকট গিয়া তাঁহার উপস্থিত বিপদের কথা জানাইলেন এবং সেই অন্ধ তাঁহার নক্ষত্রদিগকে ঠকাইয়াছে, এই বলিয়া তাহার নামে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। অন্ধের মাথা বাঁচিল, কিন্তু রাণী দেউলিয়া হইলেন।

১৫ই জুলাইয়ের হুণ্ডিখেলায় তাঁহার সুবিধা না হওয়ায় দুর্ভাগিনী রাণী তেমেরেগুনে আরও জলিয়া উঠিলেন। পরিশেষে তিনি এক প্রকার ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হইলেন; আহার পরিত্যাগ করিলেন; সর্ব্বদাই স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন। এমন কি, হুণ্ডিখেলায় আর কখন হাত দিবেন না, এরূপ কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল। তাঁহার ঘনিষ্ঠবন্ধু ও পরামর্শদাতা সেই ভাগ্যাচার্য্য যথাসাধ্য তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসে কোন পরিবর্ত্তন আনিতে পারিল না।

১৫ দিনের মধ্যে মিলান হইতে উত্তর আসিবার কথা। এতদিন যখন দণ্ডটা স্থগিত রহিয়াছে—তবে নিশ্চয়ই সম্রাটের নিকট হইতে মার্জ্জনার আদেশ আসিয়াছে; এইরূপ জনসাধারণের ধারণা হওয়ায় লোকে অন্ধের কথা লইয়া আর বড়-একটা আলোচনা করিত না। অন্ধ বিসেত্রের কারাগারে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া আবার তাহার নিত্য নিয়মিত কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিল। এখন সে বেশ নিশ্চিন্ত।

তাহার কথা যে কেহ বড়-একটা ভাবিত না, তাহার প্রমাণ;—২৮শে জুনের রাত্রে, আবার যখন গিলোটিন-যন্ত্রটা বধ্যভূমিতে খাড়া করা হইল, তখন রাস্তার লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—না জানি, আবার কাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু আসল কথাটা প্রকাশ হইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

কয়েক মিনিট কম ৯ টার সময়, আবার সেই শ্মশান-যাত্রার ভীষণ ঠাট বধ্যভূমিতে আসিয়া মিলিত হইল। দ্রুতচালে গাড়ীটা আসিয়া পৌঁছিল ; এখনি জনতার মধ্য হইতে এই গুঞ্জন শুনা যাইতে লাগিল :—"ওরে! এ-যে সেই অন্ধ!—সেই বেলাঁজে!"

বাস্তবিকই সেই অন্ধ। মিলানে মার্জ্জনার দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই ; এবং দণ্ড স্থগিত রাখায়, প্রধান বিচারপতি একটু তিরস্কৃতও হইয়াছেন। সুতরাং বিচারপতি—যত শীঘ্র পারেন, কাজটা শেষ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। আবার বধ্য-মঞ্চটা বধ্যভূমিতে তাড়াতাড়ি উঠান হইল। প্রত্যূষে রক্ষিগণ কারাকক্ষ হইতে অন্ধকে টানিয়া বাহির করিয়া আবার তাহাকে প্রধান জেলখানায় লইয়া গেল ; আবার তাহাকে সেই সব অন্তিম সাজসজ্জার দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

কিন্তু এইবার তাহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে। এবার সে পদব্রজে মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধেরা যেরূপ ইতস্ততঃভাবে গুরু-পদক্ষেপে চলিয়া থাকে, সেইরূপ চালে যখন সে মঞ্চের ধাপ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, তখন জনতার লোকেরা শিহরিয়া উঠিল। যখন গিলোটিনের ভার-যন্ত্রটা দ্রুত নামিয়া আসিল, তখন মুহূর্তমাত্র অন্ধের সেই পাণ্ডুবর্ণ মুখ ও ধবল নেত্র ভার-যন্ত্রের উপরিভাগে দেখা গিয়াছিল। এখন কেবল একটা চীৎকার এবং একটা চাপা-ধরণের আওয়াজ শুনা গেল। সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে "ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ" ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইল। এই অপূর্ব্ব ইতিহাসের বিশেষত্ব এই —এই শোচনীয় ঘটনায় কাহারও অনুকম্পা হয় নাই। সেই সময়কার সংবাদপত্রাদিতে দেখা যায়, সকলেই একবাক্যে এই প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিয়াছিল।

বোধ হয়, যে সকল খেলুড়ে তাহার সংখ্যা গুলা ক্রয় করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হয়, অন্ধের প্রতি তাহাদেরই বিশেষ আক্রোশ ছিল।

যাহা হউক, এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, মোল্‌দেনের জুয়া-পাগলা রাণী অন্ধকে ক্রমাগত গালিগালাজ করিতে করিতেই পীড়িত হইয়া পড়েন। তিনি একমাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন, এবং সেই অবস্থাতেই অন্ধের বিরুদ্ধে ও স্ফূর্ত্তিখেলার বিরুদ্ধে আপনার মনের ঝাল ঝাড়িতেন, তিনি স্ফূর্ত্তিখেলার সরকারী ফর্দ্দ ছাড়া আর কিছুই পাঠ করিতেন না ; সুতরাং বেলাঁজের মৃত্যুর কথা তিনি জানিতে পারেন নাই।

৫ই জুলাই, রাত্রি ১টার সময়, কে একজন আসিয়া সজোরে তাঁহার দরজায় ঘা মারিতে লাগিল। এই শব্দে আজ এই প্রথম তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন। গণিতবেত্তা মারসি-পেয়ার চীৎকার করিয়া উঠিল ;—রাণী চমকিয়া উঠিলেন।

—"রাণীর জয়! আপনার আর ধনের অভাব নাই। আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। প্রাণদণ্ডের পরেই যে স্ফূর্ত্তিখেলা হয়, তাহাতে আপনার সংখ্যা গুলা উঠিয়াছে।" রাণী আনন্দে দিশাহারা হইলেন। আচার্য্য একটা ছাপান কাগজ তাঁহাকে দেখাইল ; তাহাতে এই সংখ্যা গুলা লেখা আছে :—

৫৬—১৩—৮১—৮৭—৮৮।

—"আমি কি হতভাগ্য! আমি কি হতভাগ্য! আমার বাঁধা দেওয়া সংখ্যাগুলি আমি যথাসময়ে উদ্ধার করিতে ভুলিয়া গিয়াছি"—রাণী বিহ্বল হইয়া এই কথাগুলি বলিলেন :—

আজ তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইতেন। রাণী হস্ত প্রসারিত করিয়া এই সংখ্যাগুলি কেবল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন :—

১৩—৮৭—৮৮,—তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিল—মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ভাগ্যাচার্য্য অগ্রসর হইল।—

রাণী ভূমিতলে উল্টাইয়া পড়িলেন। রাণীর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল। এই অব্যর্থ সংখ্যা গুলিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

অলীক বাবু

(প্রহসন)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

অলীক বাবু।

(প্রহসন)

প্রথমাঙ্ক।

(একটা ঘর)

(প্রসন্নের প্রবেশ)

নেপথ্যে দ্বারে আঘাত।

প্রসন্ন। দরজা ঠ্যালে কে ও?—(দ্বার উদ্ঘাটন ও গদাধরের প্রবেশ) ও মা, গদাধর বাবু যে! কি ভাগ্যি! আজ যে এত সকাল সকাল? বড় মানুষের মোসাহেব, দশটা না বাজতে বাজতেই ঘুম ভাংলো?

গদা। মাইরি! তাই তো! আজ-কাল দেখচি তুই বড় রসিক হয়েছিস্!

প্রস। আমাকে আবার রসিক দেখলে কিসে? বলি, বড়মানুষের মোসাহেব ব'লে আমাদের কি একেবারে ভুলে যেতে হয়?

গদা। ছি! ও কথা ব'ল না। তোমাকে কি আমি ভুল্‌তে পারি? যেই শুনেছি তোমাদের মনিবের সঙ্গে কাল তুমি কল্‌কাতায় এসেছ—অমনি আমি আহার-নিদ্রে ত্যাগ ক'রে কখন্ তোমার সঙ্গে দেখা হয়, এই চিন্তাতেই আছি। আজ ভোর না হতে হতেই দেখ তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি। এই বাড়ীটের সন্ধান কত্তেই যা আমার একটু দেরি হয়েছে। তা পিস্‌নি, তোর সাক্ষেতে বল্‌তে কি, এই দ্যাথ, তোর জন্যে ভেবে ভেবে আমার কণ্ঠার হাড় বেড়িয়ে পড়েছে।

প্রস। (কণ্ঠায় হাত দিয়া) ও মা, তাই তো গা —আহা! কি হবে!

গদা। ভাল পিস্‌নি, আমি যে এই দশটা মাস ধৈর্য্য ধ'রে রয়েচি, কারও পানে একবারও চোক্ ফেরাইনি, এর দরুণ তুই আমাকে কি দিবি বল্ দেখি?

প্রসন্ন। এত দিন আর কারও পানে কি তোমার মন যায় নি?

গদা। তোমার দিব্যি না। তা কেন, অত কথায় কাজ কি, তোমা ভিন্ন আর কারও পরে আমার মন নেই ব'লে মোসাহেব-মহলে আমার ভারি নিন্দে হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ঠাট্টা খেতে খেতে আমার প্রাণটা গেল। ভাল পিস্‌নি, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস্ করব? আমি যেমন ঠিক্ আছি, তুইও তো—

প্রস। মর্ ড্যাক্‌রা—আমরা কি পুরুষের মতন—

গদা। না না না, আমি তা বল্‌চি নে। আমি বেশ জানি, তোমার মত সতী সাবিত্রী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে যা হোক্, তুমি আমাকে তখন কি বল্‌ছিলে?

প্রস। এমন কিছু নয়, আমি বল্‌ছিলেম কি যে, আমাদের কর্ত্তা সত্যসিন্ধু বাবু, তাঁর মেয়ের বে দেবার জন্যে এখানে এসেছেন। আমাদের দিদি-ঠাকৃরুণ সমস্ত হয়ে উঠেছে—এখনও বে হ'ল না—কি ঘেন্নার কথা মা!

গদা। সে কি? এখনও বে হয় নি? তোমাদের কর্ত্তা খেষ্টান না কি?

প্রস। অমন কথা বোলো না। তেনার বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। কর্ত্তা ইদিকে খুব ধর্ম্মিষ্টি। তবে কিনা তেনার একটা এই বাতিক হয়েছে যে, মনের মতন ভাল বর না পেলে, তিনি কখনই তেনার মেয়ের বে দেবেন না। এর মধ্যে যে কত বর এল আর গেল, তার আর ঠিকানা নেই। এইবার যে ছেলেটীর সঙ্গে বে হবার কথা হচ্চে, সে ছেলেটী খুব ভাগ্যিমন্ত। যে বাড়ীতে এখন আমরা রয়েছি, এটা তার বাড়ী।

গদা। এটা তো মস্ত বাড়ী দেখচি।

প্রস। মস্ত বৈ কি; এর আবার দুই মহল। এক মহলে বরটী নিজে থাকে, আর এক মহলে আমাদের কর্ত্তাকে থাকতে দিয়েছে। তিনি কৃষ্ণনগর থেকে সবে এই এসেছেন—কল্‌কাতার তো কিছুই চেনেন না, তাই আপাতত এই বাড়ীতে উঠেছেন। বরটীকে আমাদের দিদিঠাকরুণের বড়

পছন্দ হয়েছে। এখন যার সঙ্গেই হোক্, দিদিঠাক্‌রুণের বে-টা হলে হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তেনার বে হলে আমাকে গয়না দেবেন, কাপড় দেবেন আর নগদ টাকা দেবেন।

গদা। নগদ টাকা! তবে তো তোমার পোহাবারো দেখছি! তা-তা-তা কত টাকা পাবে?

প্রস। হাজার টাকা।

গদা। মরুক্‌ গে যাক্‌, আমার তা জেনে লাভ কি? (স্বগত) এই টাকাটা গ্যাঁড়া দিতে হবে, (প্রকাশ্যে) তা, ওতে আমার কি লাভ? পীরিত যে জিনিস, সে কি টাকার ধার ধারে? ওই যে কি একটা ভাল গান আছে—

(গান গাইতে গাইতে)

"শুধু ধনে কি করে,

যে যারে সঁপেছে প্রাণ সে চায় তারে"

(কিঞ্চিৎ পরে) ভাল হ্যাঁগা, টাকাটা কি নগদ দেবে?

প্রস। নগদ বৈ কি!

গদা। (স্বগত) ভাল, একটা কথা মনে পড়ল। আমাদের জগদীশ বাবু আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি বিধবা বে কত্তে পারি, তা হলে তিনি আমাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন। তিনি বলেন যে, বিধবা-বিয়ে চল্‌তি না হলে দেশের ভাল হবে না। আর এই জন্য তিনি বিস্তর টাকা খরচ কচ্চেন। এতে দেশের ভালই হোক্‌ আর মন্দই হোক্‌, তাতে আমার কিছু এসে যায় না—আমার কিছু লাভ হলেই হ'ল। একবার চেষ্টা করেই দেখা যাক্‌ না। এতে আমার দোকর লাভ হবে—মাগীকে যদি রাজি কত্তে পারি, তা হলে ওর হাজার টাকাটা গ্যাঁড়া দেওয়া যাবে, আবার আমাদের বাবুর কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা হাতানো যাবে। বড় মজাই হয়েচে। এখন মাগীকে রাজি কত্তে পাল্লে হয়। কথাটা পেড়েই দেখা যাক্‌ না। (প্রকাশ্যে) পিস্‌নি, তুই যদি আমাকে ভালবাসিস্‌, তা হলে তোকে আমার একটি কথা শুন্‌তে হবে, বল্‌ শুন্‌বি কি না?

প্রস। ইস্তক নাগাদ আমি তোমার কোন্‌ কথাটি শুনিনি যে, তুমি আমাকে অমন করে' বল্‌চ?

গদা। তবে বল্‌ব?—কোন দূষ্য কথা নয়—এই বল্‌ছিলেম কি—তুই বে করবি?

প্র। মরণ আর কি! মিন্‌ষের কথার ছিরি দেখ না, আমি আবার কেন বে কর্‌তে গেলেম—তুই বে কর্‌, তোর চোদ্দপুরুষ বে করুক। পোড়ামুখোর বল্‌বার রকম দেখ না—একবার বে হয়ে গেলে আবার নাকি বে হয়, ও মা, কি লজ্জার কথা! কি ঘেন্নার কথা মা! তুমি কি গা পাগল হয়েছ না কি?

গদা। এ সে বে নয় রে, এ সে বে নয়। এ বিধবা-বে। এতে কোন দোষ নেই। এখনকার পণ্ডিতরা বলেছে যে, বিধবাদের বে হতে পারে। আর এখন তো পাড়ায় পাড়ায় তাই হচ্চে, আবার বিধবা-বে'র আইনও হয়েছে। এই সে দিন তো আমাদের ভট্‌চায্যি মশাদের বাড়ীতে বিধবা-বে হয়ে গেল, তাতে কত বড় বড় পণ্ডিত সব বিদেয় নিয়ে গেল।

প্র। (আহ্লাদিত হইয়া) ও মা, কি হবে! বিধবার বে তবে হতে পারে? যে পণ্ডিত এ কথা বলেছে, তার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক্‌!

গদা। এখন বল্‌ দিকি এতে রাজি আছিস্‌ কি না?

প্র। এতে যখন কোন দোষ নেই, তখন রাজি হব না কেন?

গদা। আর ছাখ্‌, বের খরচপত্রের কোন ভাবনা নেই, তুই যে টাকাটা পাবি, তাতেই অনায়াসে হবে; তা আর দেরি কর্‌বার দরকার নেই, শুভস্য শীঘ্রং, বুঝ্‌লি কি না?

প্র। হা আমার কপাল! এখনও যে আমাদের দিদিঠাকরুণের বে হয় নি—তেনার বে না হলে তো আর আমি ও টাকা পাচ্চিনে।

গদা। কেন, এখনও হচ্চে না কেন?

প্র। তা আমি বল্‌তে পারিনে—কিন্তু ভাবসাব দেখে বোধ হচ্চে, একটা বাগড়া পড়েছে।

গদা। কিসের বাগ্‌ড়া? নগদ হাজার টাকা যখন পাবার কথা হচ্চে, তখন আবার বাগ্‌ড়া কিসের? এই বিয়েটা কোন রকম করে' ঘটাতেই হবে। তোর কর্তাকে কোন রকম করে' ভুলিয়ে ভালিয়ে যাতে এই বিয়েটা হয়, তার জন্যে তোর চেষ্টা কত্তে হবে। আর যদি কোন বিষয়ে আমাকে দরকার হয়—

প্রস। তোমাকে দরকার হবেই—আমি

জানি, তোমার অনেক ফন্দি-টন্দি এসে। কিন্তু আগে এইটে জান্‌তে হবে, কর্ত্তা রাজি হচ্চেন না কেন? এই যে দিদিঠাকরুণ এই দিকে আসচেন। তুমি এই ব্যালা ঐ আড়ালটায় লুকোও, মাথা খাও, পালিও না।

(গদার অন্তরালে গমন)

নেপথ্যে। (উচ্চৈঃস্বরে) ওলো ও পিস্‌নি! —পিস্‌নি!—

(হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

প্র। কেন দিদিঠাকরুণ?

হেমা। এই যে লো—তুই যে এখানে আচিস্ দেখ্‌চি। হ্যাঁলো, তিনি কি আজ বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন?

প্র। কে গা?

হেমা। কে গা—যেন উনি কিছুই বুঝ্‌তে পারেন নি—রঙ্গিণী আর কি!

প্র। (ঈষৎ হাসিয়া)—ও বুঝিচি; অলীক বাবুর কথা সুধোচ্চো?

হেমা। হ্যাঁলো হ্যাঁ।

প্র। কৈ, না দিদিঠাকরুণ, তাঁকে আজ এখানে দেখ্‌তে পাইনি।

হেমা। ও লোকটি কে লো, যে এইমাত্র চলে' গেল?

প্র। (স্বগত) ও মা! দিদিঠাকরুণ দেখ্‌তে পেয়েচেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) আমার দেশের একটি কুটুম্বু মানুষ দিদিঠাকরুণ। তা—তা—

হেমা। আমার কাছে আবার ভাঁড়াচ্চিস্? ঠিক কথা না বল্লে দেখ্‌তে পাবি।

প্র। তবে বল্‌ব দিদিঠাকরুণ! এই, কৃষ্ণনগরে তোমার সাক্ষেতে যার কথা বলেছিলাম দিদিঠাকরুণ, সেই মিন্‌ষেটি।

হেমা। তার সঙ্গে তোর কি কথা হচ্ছিল লো?

প্র। ও মা, কি ঘেন্নার কথা! মিন্‌ষে বলে কি দিদিঠাকরুণ,যে, তুই আমাকে বে কর্, পণ্ডিতরে নাকি বলেছে যে, বিধবা-বে'তে দোষ নেই; এ কথা কি সত্যি দিদিঠাকরুণ?

হেমা। (হাস্য করত) ওলো! তুই বিধবা-বিয়ে কর্‌বি? ও মা, আমি কোথায় যাব! তা তুই কর্ না, তাতে কোন দোষ নেই; সত্যি পণ্ডিতেরা বলেছে, বিধবার বিয়ে হতে পারে।

প্র। দিদিঠাকরুণ, তাই তোমায় সুধোচ্চি—মিন্‌ষের কথায় আমার বড় পেত্তয় হয় নি।

হেমা। তার সঙ্গে যদি তোর ভাব হয়ে থাকে, তা হ'লে তুই বিয়ে কর্ না। যার সঙ্গে যার ভালবাসা হয়, তাদের বিয়ে দিতে আমার বড় ইচ্ছে করে। যখন নভেলে পড়ি যে, দুজনের ভালবাসা হয়ে বিয়ে হ'ল না, তখন আমার বড় কষ্ট হয়। তা—আমার বিয়ে হয়ে গেলে, তোর বিয়ে দিয়ে দেব—আর তাতে যে খরচপত্র লাগ্‌বে, তা সব দেব।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তবে আমাকে আর পায় কে?

হেমা। তা—সেই মিন্‌ষেটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তো লো?

প্র। মিন্‌সেটাকে—দিদিঠাকরুণ, দেখ্‌তে বেশ। মুখ্‌টা চ্যাপ্‌টা পারা—চোখ দুটি গোল গোল পারা—নাকটা ট্যাকাল পারা—বেশ।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) আ মরি! আমার রূপের কি বর্ণিমেটাই হচ্চে!

হেমা। (হাস্য করত) তার রূপের যে রকম বর্ণনা কল্লি, তাতে আর কার না পছন্দ হয়?—সে যা হোক্—ইদিকে যে ভারি গোল বেধে উঠেচে লো, আমার বে'তে যে বাগ্‌ড়া পড়েছে। আমার বিয়ে না হলে তো আর তোর বিয়ে হচ্চে না।

প্র। বাগ্‌ড়া পোলো কেন দিদিঠাকরুণ?

হেমা। অলীক বাবুর সঙ্গে বাবা আমার বিয়ে দেবেন না, সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দেবেন।

গদা। (অন্তরাল হইতে) আরে গেল যা! হাজার টাকাটা দেখ্‌ছি তবে মাঠ মারা গ্যাল।

প্র। কেন দিদিঠাকরুণ, বরটি তো বেশ। দেখ্‌তে শুন্‌তে, কথায়-বাত্রায় কেমন!—দু চারটে সৌখীন রকমের দোষ থাক্‌লে আর কি এসে যায়?

হেমা। (হাস্য) মাইরি, তোর কথা শুন্‌লে হাসি পায়, দোষ আবার সৌখীন রকমের কি লা? মাইরি, পিস্‌নি এত জানে!

প্র। সৌখীন দোষ কাকে বলে, জান না দিদিঠাকরুণ?—এই মদ-টদ্ খাওয়া। বাবু লোকদের এ দোষগুলি প্রায়ই হয়ে থাকে।

হেমা। দোষের কথা যদি বলিস্—তো তাঁর আমি একটি দোষ দেখেছি। সেই দোষের কথা কাল বাবার কাছে একজন কে বলে' দিয়েছে।

তুই তো জানিস্ আমার বাবা কি রকম সাদাসিদে লোক, পষ্টাপষ্টি কথা না বল্লে তিনি ভারি চটে' যান। তিনি আর সব দোষ মাপ করেন, কিন্তু সেই দোষটি মাপ করেন না। বাবার কাছে কে বলেছে যে, অলীক বাবু, আর সকল রকমে লোক ভাল, কেবল দোষের মধ্যে ভুলেও তাঁর মুখ দিয়ে একটি সত্যি কথা বেরোয় না। কিন্তু বাস্তবিক তা তো নয়। তিনি একটু সাজিয়ে গুজিয়ে কথা বলেন, আর লোকে মনে করে মিথ্যে কথা। আর, লোকগুল এমনি খারাপ যে, গল্প একটু আশ্চর্য্যি রকমের হলেই তাদের আর বিশ্বাস হয় না।

প্র। এতক্ষণে আমি কথাটা বুঝতে পাল্লেম দিদিঠাকরুণ। বোধ করি, তিনি অনেক মুলুক ভেমন করে' থাক্‌বেন। যারা মুলুক দেখে বেড়ায়, তাদের কাছে অনেক রকম আশ্চর্য্যি কথা শুনতে পাওয়া যায়।

হেমা। তা নয় পিস্‌নি, আমার বোধ হয়, তিনি অনেক নভেল পড়েছেন। নভেল কি তা জানিস্? নভেল বোলে এক রকম নতুন বই উঠেছে—তাতে যেমন জ্ঞানের কথা থাকে, এমন আর কিছুতে না। আগে মহাভারত রামায়ণ পড়্‌তে কি ভালই লাগতো, কিন্তু নভেল পড়্‌তে শিখে অবধি সেগুলো আর ছুঁতেও ইচ্ছে করে না। আমার ইচ্ছে করে, তোকে লেখা-পড়া শেখাই, তা হলে নভেল পড়্‌বার সুখটা তুই জানতে পারিস্।—আচ্ছা, নভেল পড়্‌তে কেমন লাগে, শুন্‌বি পিস্‌নি?

প্র। আমরা দিদিঠাকরুণ মুখ্‌খু সুখ্‌খু মানুষ, আমরা ও সব কি বুঝ্‌ব?

হেমা। সব কথা না বুঝিস্, ভাবটাও তো বুঝ্‌তে পার্‌বি,—সে এমনি মিষ্টি, একবার শুনলে আর তুই ভুলতে পার্‌বি নে—আমি বইটা নিয়ে আস্‌চি।

প্র। কথক ঠাকুরের কাছে কত শাস্তোরের কথা শুনেছি, কিন্তু দিদিঠাকরুণ যে শাস্তোরের কথা বল্লেন, তা তো আমি কখন শুনিনি। আমাদের দিদিঠাকুরুণ কত স্নাকাপড়াই না জানি শিখেছেন।

(পুস্তক হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

এই শোন্ (পাঠারম্ভ) "এখনও প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। এখনও ক্ষীণ চন্দ্র নৈশ-গগন-প্রান্তে, সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল, হাসিতেছিল, খেলিতেছিল, আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল।" দ্যাখ্ দিকি পিস্‌নি, এখানটা কেমন লিখেছে—তোরা হলে শুধু বল্‌তিস্, "হেসে খেলে ব্যাড়াচ্ছিল" কিন্তু এতে দ্যাখ্ দিকি কেমন বলেছে "ভাসিতেছিল, হাসিতেছিল, খেলিতেছিল আবার হাসিতেছিল এবং আবার খেলিতেছিল" (প্রসন্ন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্‌ভাবে হাঁ করিয়া শ্রবণ) তার পর শোন্—"ক্রমে উষার দুই চারিটি দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল—পুষ্প-কলিকা দুই চারিটি ফুটিয়া উঠিল—গাছের দুই চারিটি পাতা নড়িল। প্রথমে একটি পক্ষী ডাকিল, তার পর দুইটি পক্ষী ডাকিল, পরে তিনটি পক্ষী ডাকিল—শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। কুঞ্জে কুঞ্জে পক্ষীর কলরবের সহিত গৃহে গৃহে ঝাঁটার কলরব উঠিল। এই দুই কলরব মিশিয়া এক অপূর্ব্ব মধুর প্রভাত-সঙ্গীত সৃজিত হইয়া প্রাভাতিক গগনে সমুত্থিত হইল। সকলই নিস্তব্ধ—কেবল একটিমাত্র অশ্বারোহী পুরুষ জনশূন্য পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহার অশ্বের পদ-শব্দে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে—ক্রমে সেই অশ্বারোহী পুরুষ একটি গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন; দেখিলেন, বংশীবদন ঘোষের বাড়ীর গৃহস্থেরা সকলে নিদ্রিত; কেবল একটিমাত্র বালিকা সম্মার্জ্জনীহস্তে গৃহপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিল। সুন্দরীর সুকুমার হস্তে ঝাঁটার যে কি শোভা, তাহা কি পাঠকগণ দেখিয়াছেন?—কেহ যদি না দেখিয়া থাকেন তো আমি দেখিয়াছি। ইহাতে প্রখরে মধুরে মিশে। বজ্র ও বিদ্যুতে প্রখরে মধুরে মিশে; নিদাঘে দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ও বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় প্রখরে মধুরে মিশে; ব্রাণ্ডি ও বরফে প্রখরে মধুরে মিশে; চীলের চিঁহিঁরবে ও কোকিলের কুহুধ্বনিতে প্রখরে মধুরে মিশে; এবং বালিকার সুকুমার হস্তে ঝাঁটিকাও প্রখরে মধুরে মিশে। হে ঝাঁটে!—হে শতমুখি!—হে ধূমকেতুপ্রতিরূপিণি সম্মার্জ্জনি! হে কুগুলাকৃতিধূলিরাশিসম্প্রসারিণি!—হে শল্লক-কণ্টকী-নিন্দিত-তীক্ষ্ণকর-প্রসারিণি!—হে নারিকেল-

রশ্মিনিবদ্ধ-শিরোদেশ-সুশোভিনি! কিবা তোমার অতুলনা মহিমা! তুমি গৃহের শ্রীস্বরূপা, কারণ, তুমি গৃহ-প্রাঙ্গণের মুখ উজ্জ্বল কর—তুমি পল্লীর বৈতালিকস্বরূপা, কারণ, তোমার মৃদু মধুর ঝরঝর নিনাদে গৃহস্থের নিদ্রা ভঙ্গ কর—তুমি দ্বিপত্নীক ভর্ত্তার ভীতি-স্বরূপা, কারণ, দিবারাত্রি তাহার উপর নিগ্রহ কর—তুমি বীরত্বের আদর্শ-স্বরূপা, তোমার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে কেহ অগ্রসর হয় না, কারণ, তোমা কর্ত্তৃক নিগৃহীত ভীরুদের পৃষ্ঠদেশেই ক্ষতচিহ্ন লক্ষিত হয়। তুমি অলঙ্কার-শাস্ত্রোল্লিখিত মহাকাব্য-স্বরূপা, কারণ, তোমাতে নব রসেরই আবির্ভাব। যখন আনতমুখী অবগুণ্ঠনবতী যুবতীর সুকুমার হস্তে তুমি শোভমানা হও, তখন তুমি আদি রসের উত্তেজক—যখন প্রচণ্ড মূর্ত্তিধারিণী ঘূর্ণায়মানলোচনা, আলুলায়িত-কেশা, বদ্ধপরিকরা, বাপান্তবর্ষিণী প্রৌঢ়ার হস্তে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া থাকো, তখন তুমি রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক রসের উত্তেজক এবং যখন তোমার সেই সুতীব্র ভীষণ বজ্র নিগৃহীত ব্যক্তির পৃষ্ঠদেশ শতধা বিদীর্ণ করিয়া রক্ত-নদী প্রবাহিত করে, তখন তুমি করুণ-রসের উত্তেজক; যখন তুমি আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনারাশির মধ্যে ক্রীড়া করিতে থাক, তখন তুমি বীভৎস রসের উত্তেজক; যখন তোমার কোমল স্পর্শে কুপিত নায়কের কোপ-শান্তি হয়, তখন তুমি শান্তিরসের উত্তেজক। তোমার মহিমার অন্ত কোথায়?—তোমাকে প্রণাম।

প্রস। (ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম)

হেমা। ও কি লো? প্রণাম করিস্ কাকে?

প্রস। দিদিঠাকরুণ, ঠাকুর-দেবতাদের নাম শুন্‌লে প্রণাম করতে হয়। ওতে ঠাকুরের মহিমের কথা খুব লিকেচে।

হেমা। (হাসিয়া) সে কি লো? ঠাকুর-দেবতার কথা এতে কোথায় পেলি?—তুই কি কিছুই বুঝ্‌তে পারিস্ নি? তাই তো বলি, লেখাপড়া যদি শিখ্‌তিস্, তা হ'লে কেমন বুঝ্‌তে পাত্তিস্। দেখ্‌ছিস্ নে, একটা সামান্য কথা বাড়িয়ে—কত অলঙ্কার দিয়ে লিখেছে। তা দেখ্, একটা ছোট কথা বাড়িয়ে বল্লে কেমন বেশ মিষ্টি লাগে। সেই জন্যে অলীক বাবুর কথা শুন্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। কিন্তু বাবা তো তা বোঝেন না। একটা কথা ভাল করে' সাজিয়ে বল্লেই তিনি মিথ্যে কথা মনে করেন। আশ্‌চর্য্যি, আমার বোলে নয়—যথার্থ ভালবাসা হ'লেই কেমন একটা না একটা বাগ্‌ড়া পড়ে। এ রকম ঢের আমি নভেলে পড়েছি কিন্তু ভালবাসা হ'লে কি কেউ ধরে' রাখ্‌তে পারে? বাবা বলেছেন, যদি তিনি একবার একটা মিথ্যে কথা ধর্‌তে পারেন, তা হ'লে তাঁর সঙ্গে আর আমায় বিয়ে দেবেন না।

প্রস। বল কি দিদিঠাকরুণ? বাবু মানুষ কাঁচা বয়েস, সহরে বাস, দু চারটে মিথ্যে কথা না বল্লে কি চলে?

হেমা। সে যাক্, এখন অলীক বাবুকে আগে থাক্‌তে কি করে' সাবধান করে' দি, ভেবে পাচ্চি নে।

প্রস। বোস, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দেখি, তিনি কখন্ এখানে আসেন। কর্ত্তাবাবুর কাছে যাবার আগেই আমি তেনাকে সাবধান করে' দেব।

হেমা। চুপ্ কর্ তো!—বাবার ঘরে কে যেন কথা কচ্চে না?—এ নিশ্চয় অলীক বাবুর গলা।

প্রস। তবে বুঝি দিদিঠাকরুণ, তিনি আর এক সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এসেছেন।

হেমা। তবেই তো দেখছি সর্ব্বনাশ? যদি বাবার সঙ্গে কথা কবার সময় পেয়ে থাকেন, তা হলেই তো দেখছি—

প্রস। তা দিদিঠাকরুণ, কর্ত্তাবাবু যাতে ওঁর বেফাঁস কথাগুন না ধর্‌তে পারেন, তার একটা ফন্দি করতে হবে। আমার ঘটে বড় বুদ্ধি এসে না; তবে আমার সেই মিনসেটিকে বলে' দেখি, যদি তার কোন রকম বুদ্ধি যোগায়; দিদিঠাকরুণ, আমি জানি, তার অনেক রকম ফন্দি এসে।

হেমা। তবে তাই আখ্ দিকি।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

প্রস। (গদাধরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ও গো, একবার এই দিকে এস তো গা।

(গদাধরের প্রবেশ)

প্রস। দিদিঠাকরুণ যা বল্‌ছিলেন, তা সব শুনেছো তো?

গদা। আড়াল থেকে আমি সব শুনেছি।

প্রস। পারবে?

গদা। পার্‌ব না? হাজার টাকা বড় কম

কথা না, আমি এর ভার নিলুম। আমি এমন ফন্দি করব যে, তাঁর মিথ্যা কথা স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও ধর্‌তে পারবেন না। অলীক বাবু আমাকে দেখ্‌তে পাবেন না, অথচ তাঁর কথা আড়াল থেকে আমার সব শুন্‌তে হবে ;- কি রকম ধাঁচার লোকটা, তার একটু আঁচ আমার আগে থাকৃতে নিতে হবে।

প্রস। আচ্ছা—ওনরা এলে তুমি ঐ ঘরের ভিতর ঢুকো; তুমি ঐ ঘর থেকে সব দেখ্‌তে শুন্‌তে পাবে, অথচ তোমাকে কেউ দেখ্‌তে পাবে না। পিছনের সিঁড়ি দিয়ে পালাবারও বেশ পথ আছে।

গদা। কিছু ভয় নেই—আচ্ছা দিকি আমি কি করি। (স্বগত) অলীক বাবু মিথ্যে কথা বোলে যেই ধরা পড়বার মতন হবেন, অমনি তাঁকে আমার বাঁচিয়ে দিতে হবে। যদি বুদ্ধির দোষে না বাঁচাতে পারি, তা হ'লে হাজার টাকাটা মাটে মারা যাবে। এই বুঝে এখন আমার কাজ করতে হবে।

প্রস। ওগো, এই ব্যালা ঘরে ঢুকে পড়, ওেনরা আস্‌চেন।

(গদাধর ও প্রসন্নের প্রস্থান এবং অন্তরাল হইতে অবলোকন)।

(নেপথ্য হইতে) সত্যি বলচি মশায়।

(সত্যসিন্ধু ও অলীক বাবুর প্রবেশ)

সত্য। বল কি বাপু?

অলীক। আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, কামাখ্যা দেশের রাজকন্যা। রাজকন্যার নামটি হচ্চে মনোরমা। আমাকে বিবাহ কর্‌বার জন্য তিনি একবারে পাগল; কিন্তু আমি তাতে রাজি হলেম না। কেন না, আর এক জনের সঙ্গে আমার নাকি—

সত্য। আচ্ছা বাপু, সে কি সত্য রাজকন্যা?

অলীক। আজ্ঞে, রাজা বিক্রমাদিত্যের বংশ।

সত্য। বনেদি ঘরের বটে। ভাল, সকলেই কি তাঁর দর্শন পেতে পারে?

অলীক। বলেন কি মশায়, তাও কি কখন হয়? চারিদিকে সেপাই পাহারা। কেবল আমি বোলে তাই পেরেছিলেম।

সত্য। বটে?

অলীক। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হয়ে আমার যে কি আনন্দ হয়েছে, তা আমি এক মুখে বলতে পারিনে। সমস্ত গল্পটা মহাশয়ের কাছে বল্‌ছি, শুনুন।—

সত্য। ও কথাটা বাপু থাক্, বরং আর একটা গল্প বল।

অলীক। এ গল্পটা সত্যি মশায়।

সত্য। এ গল্পটা সত্যি, তবে কি অন্য গল্পগুল মিথ্যে?

অলীক। রাম! সে কি কখন হ'তে পারে? সব গল্পগুলিই সত্যি, তবে কি না, এটা আরও—

সত্য। এটা আরও সত্যি?

অলীক। না না, তা নয়। আমি সে কথা বল্‌চি নে। সে যা হোক্, বিবাহের তো সমস্তই স্থির হয়ে গিয়েছিল, তবে আবার আপত্তি হচ্চে কিসে মশায়?

সত্য। বাপু! তোমাকে তবে সব খুলে বলি। আমার মেয়েটির বয়স হয়েছে, আর তাকে বেশি দিন রাখা যায় না। এখনও তার বিবাহ হ'ল না বলে' লোকে আমার ভারি নিন্দে কচ্চে, কিন্তু আমি সে সব সহ্য কচ্চি; আমার এই প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে, যত দিন না একটি ভাল বর খুঁজে পাই, তত দিন কখনই আমার মেয়ের বিবাহ দেব না। এতে আমার জাত থাকুক আর নাই থাকুক। বিশেষ আমার মেয়েটিকে অনেক যত্নে লেখা-পড়া শিখিয়েছি, উপযুক্ত বর না পেলে তাকে জলে ফেলে দেওয়া হয়।

অলীক। তাতে আর সন্দেহ কি মশায়। তা কেন, সেক্সপিয়ার তাঁর ওএব্‌ষ্টর ডিক্‌স্তনারি বোলে একটা নভেলেতে তো পষ্টই লিখেছেন যে, মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালে তারা হয় একটা জন্তু।

হেমা। (প্রসন্নের প্রতি অন্তরালে) দেখ্‌লি, উনি নভেল পড়েছেন, আমি যা ঠাউরেছিলেম, তাই।

অলীক। আর, চেম্বর্স অ্যাট্‌লাসে বায়রণ্ লিখেছে যে, নথ্ যেমন স্ত্রীলোকের প্রধান আলঙ্কার, বিদ্যাও স্ত্রীলোকের পক্ষে তদ্রূপ।

সত্য। আমাদের শাস্ত্রেতেও এ বিষয়ের অনেক প্রসঙ্গ আছে।

অলীক। আজ্ঞে আছে বৈ কি; আমাদের শাস্ত্র অগাধজলধিবিশেষ, উপযুক্ত ডুবুরি হ'লে সকল রত্নই পাওয়া যায়। তা কেন, কালিদাসই তো মুগ্ধবোধে লিখে গেছেন যে, "বিদ্যাহীন না শোভন্তি বৈশাখে নর-বাঁদরী।"

সত্য। তুমি বাপু সংস্কৃত জান না কি?

অলীক। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) আজ্ঞে, আপনার আশীর্ব্বাদে কিঞ্চিৎ জানা আছে—বল্লে অহঙ্কার করা হয়, এই সে দিন, তারানাথ বাচস্পতি মশায়ের সঙ্গে ব্যাকরণ-ঘটিত অনেক তর্ক-বিতর্ক হ'ল—তা বল্‌তে কি, তাঁর কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি জন্মেছে—তা মশায়, ঝাড়া তিন ঘণ্টা তর্কের পর তাঁকে মুক্তকণ্ঠকে স্বীকার কর্‌তে হ'ল যে, বাপু তোমার মত অদ্বিতীয় পণ্ডিত আর ভূভারতে নেই।

সত্য। বাপু, আমাদের সেকেলে ইংরাজী ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বড় একটা ছিল না—পার্সিটাই খুব চলিত ছিল। (স্বগত) সংস্কৃত ও ইংরাজী শাস্ত্রে ছোক্‌রাটির বিলক্ষণ দখল আছে দেখ্‌ছি—কিন্তু শুধু বিদ্যা থাক্‌লে তো চল্‌বে না, (প্রকাশ্যে) দেখ বাপু, এ পর্য্যন্ত যে কত বর এল গেল, তার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু তাদের কাকেও আমার পছন্দ হয় নি.

অলীক। ভাল বর না হ'লে আপনার মতন লোকের পছন্দ হবে কেন? আর, ভাল বর পাওয়াও অদৃষ্টের কর্ম্ম। অত কথায় কাজ কি, এই দেখুন না কেন, বিষ্ণুপুরের রাজা তার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য আমাকে কত সাধাসাধি কল্লে—কিন্তু আপনাকে কথা দিয়েছি বোলে আমি তাতে কিছুতেই রাজি হলেম না। আর দেখুন মশায়, আমার কি একটা বদ্‌ রোগ আছে যে, একবার কথা দিলে আর আমি তা লঙ্ঘন কত্তে পারিনে—বরং ইদিকের সূর্য্যি উদিকে উঠ্‌তে পারে, তবু আমার কথার বেঠিক্‌ হয় না।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা কেমন—যুধিষ্ঠিরের ঠাকুরদাদা আর কি!

সত্য। এ আবার বদ্‌ রোগ কি?—এ তো সচ্চরিত্রেরই লক্ষণ। এ রকম রোগ যেন বাপু সকলেরই হয়। যা হোক্‌ বাপু, তোমাকে আজ আমার পরীক্ষা কত্তে হবে। আমি এই নিয়ম করেছি যে, পরীক্ষা না করে' কারও সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক।—(আশ্চর্য্য হইয়া) পরীক্ষা!—কিসের পরীক্ষা মশায়? (স্বগত) কি উৎপাত। এত করে' ইস্কুল থেকে এড়িয়ে আবার বুড়ো বয়সে এগ্‌জ্যামিনের দায়ে পড়তে হ'ল নাকি!

সত্য। এমন কিছু পরীক্ষা নয়—তোমার কথাবার্ত্তাতেই তোমার যথেষ্ট পরীক্ষা হবে।

অলীক। (স্বগত) রাম বল, বাঁচলেম। কথাবার্ত্তায় আমার পরীক্ষা হবে; তবে আমাকে আর পায় কে?—এম্‌নি লম্বা-চৌড়া কথা শুনিয়ে দেব যে, উনি একেবারে তাক্‌ হয়ে যাবেন। (প্রকাশ্যে) তা মশায়, আমি পরীক্ষা দিতে রাজি আছি। দেখুন মশায়, সে দিন একটা ভারি বিপদে পড়েছিলেম।

সত্য। কি বিপদ বাপু?

গদা। (অন্তরাল হইতে) এই দেখ, আবার কি একটা আষাঢ়ে গল্প বলে।

অলীক। ও পারে বোসদের বাড়ী, সে দিন আমার আর আমার একটি বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল—তা মশায়, আমরা তো জগন্নাথ ঘাটে নৌকা করলেম। নৌকোয় উঠে খানিক দূর গিয়েছি—তখন ঝিকিমিকি ব্যালা—আর অমনি কোন্নগরের দিকে একখানা মেঘ দেখা দিলে, তার পরে ফুর্‌ ফুর্‌ করে' একটু বাতাস উঠল। তার পরেই মশায়, ভয়ঙ্কর করে' কাল মেঘে একেবারে আকাশ ছেয়ে গেল—আর ভয়ানক ঝড়!

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) যে রকম বর্ণনা কচ্চেন, তাতে তো দেখচি, ইনি বেশ নভেল লিখ্‌তে পারেন।

অলীক। তার পর মশায় ভয়ানক তুফান;—এমন আমি কখন দেখিনি:—তালগাছের মত বড় বড় ঢেউ যেন চারদিক থেকে গিল্‌তে এল—নৌকটা ডোবে আর কি—এমন সময় আমি কোমর বেঁধে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়লেম। ভাগ্যি আমার সাঁতার দেওয়াটা খুব অভ্যেস ছিল, তাই রক্ষে। আমি সেখান থেকে এক ডুব মার্‌লেম, আর এক-ডুবেই একেবারে শাল্‌কের ঘাটে দাখিল। ঘাটের রাণাটা আমার মাথায় ঠনাৎ করে' লাগল। কপালটা মশায় একেবারে ফুলে ঢাক হয়ে উঠল। তার পর দেখি পেট্‌টাও জল খেয়ে ঢেঁকি হয়েছে। যা হোক্‌, প্রাণটা তো বাঁচলো।

হেমা। আহা, না জানি উনি কত কষ্টই পেয়েছিলেন।

সত্য। জল খেলে কি করে' বাপু? যে ডুব-সাঁতার ভাল জানে, সে কি কখন জল খায়?

অলীক। এ কি মশায় ছোট পুষ্করিণী? একে

ঙ্গা, তাতে আবার তুফান ; যেই এক একবার থা ওঠাচ্ছি, অমনি এক এক ঘটি জল খেয়ে ফলচি।

সত্য। তবে যে বাপু তুমি ব'ল্লে, এক ডুবেই ঙ্গা পার হলেম ?

অলীক। সে কথার কথা বল্‌ছিলেম। তার র শুনুন্ না মশায়, সাঁতার দিয়ে তো ভয়ানক াপিয়ে পড়েছি, প্রাণ যায় আর কি, কি করি, কোথায় াই, ভাগ্যি কাছে একটা দোকান ছিল, তাই মশায় ক্তে, সেখানে গিয়ে এক ঘটি জল খেয়ে তবে বাঁচি।

সত্য। এক গঙ্গা জল খেয়েও সাধ মিট্‌ল না াপু ?

অলীক। সে জল কি পেটে ছিল মশায়, ডাঙ্গায় সেই সব উঠে গিয়েছিল।

সত্য। ভাল, তোমার সেই বন্ধুটির দশা কি ল ? ঘোলো কি বাঁচ্‌লো, তার কথা তো তুমি কছুই বল্লে না ?

অলীক। বন্ধু কে মশায় ?

সত্য। এই যে তুমি প্রথমেই বল্লে, "ওপারে মার আর আমার একটি বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল"—

অলীক। ওঃ ! তার কথা বল্‌চেন ? সে তো নি অক্কা পেলে। যেমন নৌক-ডুবি হ'ল, তারও ই সঙ্গে কর্ম্ম সাফ্ হয়ে গেল। সাঁতার না জান্‌লে ঃ গঙ্গায় রক্ষা আছে মশায় ?

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) লোকটার মুখ্- ার খুব আছে দেখ্‌ছি। বোধ হয়, আমার বেশি ষ্ট পেতে হবে না, আপনার কাজ আপনিই ফতে তে পারবে।

(অলীক বাবুর একজন বন্ধুর প্রবেশ)

বন্ধু (স্বগত) সে শালা কোথায় ? সে দিন বড় লিয়েছিল। এমনি মাতাল হয়েছিল যে, চৌকি- ারেরা ঝোলায় করে' তাকে পুলিসে নিয়ে যায়। মামি তবে দশটা টাকা দিয়ে চৌকিদারের হাত থকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। কোথায় সে শালা ?

(অলীককে দেখিতে পাইয়া প্রকাশ্যে)

হ্যাঃ বাবা ! সে দিন কেমন রগড় হয়েছিল ?

অলীক। (ত্রস্ত হইয়া স্বগত) কি উৎপাত ! ই শালা এসেছে দেখ্‌ছি—এইবার দেখ্‌ছি সব াস হয়ে গেল। কি করে' এখন একে থামাই।

(এই সময়ে গদাধর অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অলীকের বন্ধুকে তাড়াতাড়ি ইঙ্গিত দ্বারা আহ্বান ও গদাধরের নিকট তাহার গমন)

সত্য। ও লোকটি কে বাপু ?

অলীক। (আত্মগত) তা এই বলে' চালিয়ে দেওয়া যাক্ না কেন। সহরের একজন খুব ধনী বলে' আমি সত্যসিন্ধুর কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছি—ছুই জন এক জন গাইয়েও যে আমার মাইনে-করা চাকর আছে—সেটাও তো বলা ভাল। আর গান কত্তে বল্লেই ও ব্যাটাও লজ্জায় এখান থেকে এখনি পালাবে, তা হ'লে আমিও বাঁচব।

সত্য। ও ছোক্‌রাটি কে বাপু ?—বল্‌চ না যে ?

অলীক। আজ্ঞে, ও একটি গাইয়ে, ৫০ টাকা দিয়ে ওকে আমি চাকর রেখেচি।

সত্য। বটে !

গদাধর। (অন্তরালে—অলীকের বন্ধুর প্রতি জনান্তিকে) কর্ত্তা বসে' আছেন, দেখ্‌তে পাও নি ? এয়ারকির কথাগুল ছেড়ে দিয়ে ওখানে ভাল হয়ে বোসো।

বন্ধু। (স্বগত) উনি কর্ত্তা না কি ?—তবে তো কথাটা ভাল হয় নি। এবার তবে ভাল মানুষের মত বসি গে। (নিকটে আসিয়া উপবেশন)

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ইনি বেশ গাইতে পারেন মশায়।

সত্য। "জ্ঞানং পরতরং নাস্তি, গানং পরতরং নাস্তি।" গানের চেয়ে কি আর জিনিস আছে ? তোমাদের কল্‌কাতায় এলেম বাপু—দু একটা গান- টান শোনাও।

বন্ধু। (লজ্জিত হইয়া) আমি মশায় গান জানিনে।

অলীক। মশায়, উনি গানেতে ওস্তাদ।

সত্য। তবে হোক্ না একটা—হোক্—হোক্।

অলীক। গাও না একটা—

বন্ধু। (স্বগত) ভাল মুস্কিলেই পড়েছি—এ রকম হবে জান্‌লে কোন্ শালা এখানে আস্‌তো— দূর হোক্ গে যা জানি, একটা গেয়ে পালাই

(গানারম্ভ)

ললিত—আড়াঠেকা।

"গা তোলো রে নিশি অবসান প্রাণ।
বাঁশবনে ডাকে কাক, মালি কাটে পুঁই শাক,
গাধার পিঠে কাপড় দিয়ে রজক যায় বাগান।

ধুতুরা ভ্যারেণ্ডা আদি, ফুটে ফুল নানা জাতি,
স্ক্যাভেঙ্গারের গাড়ি নিয়ে যায় গাড়োয়ান।"

সত্য। বাঃ, বেশ মিষ্টি গলা তো!

অলীক। কেন মশায়, প্রাতঃকালের বর্ণিমেটাই বা কি মন্দ।

বন্ধু। (উৎসাহ পাইয়া) এরই জোড়া আর একটি সন্ধ্যার বর্ণনা আছে—সেটা আরও ভাল।

অলীক। সেটা শুনিয়ে দেও না।

বন্ধু। গানটি হচ্চে জানকীর প্রতি শ্রীরামের উক্তি।

সত্য। তা বেশ—বেশ—ঐ গানটিই গাও বাপু।

বন্ধু। (গানারম্ভ)

পূরবী—কাওয়ালি।

গা ঢালো রে, নিশি আগুয়ান, প্রাণ।
"বেল ফুল" "বেল ফুল", ঘন হাঁকে মালি-কুল;
"বরীফ্" "বরীফ্" হেঁকে বরফ্-ওলা যান।
শ্যাওড়াবনে পালে-পাল, ক্যাক্কা-হুয়া ডাকে শ্যাল,
আঁস্তাকুড়ে কিচিব্-মিচিব্ ছুচোয় করে গান।
হুলো বেড়াল মিয়াও কোরে, নেংটে ইঁদুর খাচ্চে ধোরে,
পেঁচা ভাবে আমার খাবার অন্যে কেন খান।
পড়্‌ল গুড়ুম নটার তোপ্, এখনও কি যায় নি কোপ,
একটু-খানি দিয়ে হোপ্ রাখ্ লো আমার প্রাণ।
ভোঁদড়গুল মারচে উঁকি, ঘুমিয়ে পোলো খোকা খুকি,
শ্রীরাম বলেন হে জানকী, ভাংবে কি তোর মান?
দ্বিজ বাল্মীকি কয়, এ মান ভাংবার নয়,
চরণ ধর হে দয়াময়, নইলে নাইকো ত্রাণ॥

সত্য। (কিয়ৎক্ষণ-ভাবিয়া)—কিন্তু—এটা তো বাল্মীকের রচনা বলে' বোধ হচ্চে না বাপু!—এটা যে কেমন কেমন ঠেক্‌চে।

অলীক। আজ্ঞে, ওটা নিজ বাল্মীকের না হোক, কীর্ত্তিরাম দাসের ভাঙ্গা বটে। (স্বগত) ইনি হচ্চেন এক জন অজ্ পাড়াগেঁয়ে লোক—রাগ-রাগিণীর ধার তো কিছুই রাখেন না।—আমিও ততোধিক—কিন্তু এঁর কাছে রাগরাগিণী ফলাতে খুব আরাম আছে। (প্রকাশ্যে) এটা কি রাগিণী জানেন মশায়?

সত্য। না বাপু—রাগরাগিণী আমি কিছু বুঝি নে।

অলীক। আজ্ঞে, এটা হচ্চে রাগিণী শব্দকল্পদ্রুম।

বন্ধু। না না—এটা যে বেহাগ।

অলীক। আরে মূর্খ—এর বাঙ্গলা নাম বেহাগ, সংস্কৃততে একে শব্দকল্পদ্রুম বলে। দেখুন মশায়—হিন্দু-সন্তান হয়ে সংস্কৃতটা না জানা বড়ই খারাপ।

সত্য। তার সন্দেহ কি বাপু। আর একটা গান হোক্ না—তুমি বাপু ফরমাস কর—আমি তো রাগরাগিণী কিছুই বুঝিনে।

অলীক। আচ্ছা—রাগ ঘটোৎকচ গাও দিকি।

বন্ধু। সে কি আবার?

সত্য। ঘটোৎকচ বলে' তো একটা রাক্ষস ছিল জানি, ঐ নামে এক রাগও আছে না কি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ!—এ রাগ সকলে জানে না। খুব বড় গাইয়ে না হ'লে এ রাগে গাইতে পারে না।

বন্ধু। (স্বগত) শালা তো ভারি উৎপাতে ফেল্লে দেখ্‌চি, ঘটোৎকচ রাগ তো আমি কখন শুনিনি। যা হোক্, আর এখানে থাকা নয়, পালান যাক্। (প্রকাশ্যে) অলীক বাবু, আমি তবে আসি—আমার আজ একটু বিশেষ কাজ আছে।

[তাড়াতাড়ি প্রস্থান।

অলীক। ব্যাটার রোজই একটা না একটা ওজর। ৫০ টাকা মাইনে বড় কম নয়। রোস্, কালই ওকে ছাড়িয়ে আর এক জন গাইয়ে বাহাল কচ্চি। আমার বড় আপ্‌সোস্ হচ্চে যে, মশায় ঘটোৎকচ রাগিণীটা শুনতে পেলেন না—তা, সকল ওস্তাদ তো সকল রাগ জানে না, আমি আর এক ওস্তাদের কাছে এই রাগটি পূর্ব্বে শিক্ষা করেছিলেম—তা যদি বেয়াদবি মাপ করেন তো—

সত্য। তা গাও না—তাতে ক্ষতি কি? উত্তম সঙ্গীত হ'লে পিতা-পুত্রেও গাওয়া যায়। শাস্ত্রেই তো আছে "শিশু পশু মৃগব্যালা নাদেন পরিতুষ্ঠতি"

অলীক। (নানা ভঙ্গী সহকারে গানারম্ভ)

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

"ছিলি যেখানে সেখানে যা রে ভৃঙ্গ;
চটক্ ফটক্ দেখালে কি হবে।
আস্‌কারা মস্‌কারা পেয়ে করিস্ নেকো রঙ্গ।
করিস্‌নে করিস্‌নে ম্যানে মিছে হ্যাকেরা,
রাগে গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ গর্ কপালে খ্যাংরা;
ধা কিটিতাক্ ধুম্‌কিটিতাক্ ধেন্না উড়ে যা পতঙ্গ,
রঙ্গভঙ্গ দেখে জ্বলিছে অঙ্গ"॥

সত্য। দিল্লী থেকে একজন মস্ত ওস্তাদ কৃষ্ণনগরে

একবার এসেছিল—সে বাপু এই রকম মিটি-মিটি খিটিমিটি করে' কত কি গান গেয়েছিল। তাতেই বোধ হচ্চে, ইটি উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত।

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, উচ্চ অঙ্গের বৈ কি, মিঞা তানসেনের প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হা কর্ণ! তুমি কি শুনলে! যা শুনলে, তা কি আর কখন শুনেছ? এমন মিষ্টতা কোথায় আছে? এমন মিষ্টতা পূর্ণিমার চন্দ্রালোকে নেই—এমন মিষ্টতা উষার অরুণ-কিরণে নেই—এমন মিষ্টতা মধুকর-রচিত মধুচক্রে নেই—হা, কি শুনলেম!

সত্য। বাপু, তমাক্ ডাক, সেই অবধি তোমার গল্প শুন্‌চি—এক ছিলিম তমাক দিলে না।

অলীক। তাই তো, ব্যাটারা ভারি কুঁড়ে দেখ্‌চি। ওরে মাধা, হারা, কানাই, কোন ব্যাটাই যে উত্তর দেয় না।

সত্য। এমন জান্‌লে যে আমার চাকর সঙ্গে নিয়ে আস্‌তেম। তুমি বল্লে, তোমার ঢের চাকর আছে—তাই আর আন্‌লেম না।

অলীক। আজ্ঞে, চাকরের অপ্রতুল কি—আমার দশ বারো জন চাকর।—ব্যাটারা সব ঘুমুচ্চে দেখ্‌চি। বসুন মশায়—আমি একবার দেখে আসি।

(অলীকের প্রস্থান, পরে স্বয়ং তামাক সাজিয়া অলক্ষিতভাবে হাতটি মাত্র বাড়াইয়া ঘরের ভিতরের দেয়ালে হুঁকা ঠেস্ দিয়া রাখন ও পরে পুনঃ প্রবেশ)

অলীক। আশ্চর্য্য! এখনও ব্যাটারা তামাক্ দিলে না?—ও!—ঐ যে দিয়ে গেছে দেখছি। মশায়, তামাক ইচ্ছে করুন।

সত্য। (হুঁকা লইয়া) আ, বাঁচলেম!

অলীক। দেখেছেন মশায়—ব্যাটারা আস্তে আস্তে হুঁক টা ঐখানে রেখে গেছে—আমার ভয়ে এখানে আসতে পারে নি।

সত্য। (কাসিতে কাসিতে) দেখ বাপু, তোমাদের কল্‌কাতা বড় গরম—এখানে আর তিষ্ঠোনো যায় না।

অলীক। গরম বোধ হচ্চে?—একটু নক্স্-ভমিকা খান্ না মশায়।

সত্য। সে কি বাপু?

অলীক। হুমোপাথি চিকিৎসায় এই ওষুধ চলিত—বড় চমৎকার ওষুধ। হনুমানজী গন্ধমদন থেকে যে ওষুধ এনে লক্ষ্মণ ভায়াকে বাঁচান, এ সেই ওষুধ। জানেন মশায়, আমাদের হনুমান এক জন মস্ত ডাক্তার ছিলেন?

সত্য। হুমোপাথি চিকিৎসাটা কি রকম বাপু? —তোমার চিকিৎসা-বিদ্যাও আসে না কি?

অলীক। আজ্ঞে, চিকিৎসা-শাস্ত্রও কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করা হয়েছিল—হুমোপ্যাথি শাস্ত্রটা কি জানেন মশায়? প্রথমে এই শাস্ত্রের নাম হনুমান-পত্থি ছিল—ক্রমে তার নাম হুমোপ্যাথি হয়ে দাঁড়িয়েছে।—ইংরেজ বেটারা বলে কি না, এ শাস্ত্র তারা বের করেছে—কিন্তু হনুমান যে এর সৃষ্টিকর্ত্তা, এটা মশায় তারা অস্বীকার কত্তে পারে না।

সত্য। বটে?

(বাড়ী ভাড়ার টাকা আদায় করিবার জন্য একটা খাতা হস্তে এক জন ব্যক্তির প্রবেশ)

ঐ ব্যক্তি। (স্বগত) সেই ছোক্‌রাটা তো এই বাড়ী ভাড়া করেছে—তার বিষয়-আশয় আছে কি না, তা তো জানি নে—এখন ভাড়ার টাকাটা আদায় হ'লে হয়।

অলীক। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করেছে—সেই ব্যাটা এই বাড়ীর ভাড়া আদায় কত্তে এসেছে। এটা যে আমার নিজ বাড়ী নয়—ভাড়াটে বাড়ী—এইবার দেখচি সব প্রকাশ হয়ে পড়বে। ব্যাটাকে এখন কি করে' তাড়ান যায়?

ঐ ব্যক্তি। (অলীককে দেখিতে পাইয়া) এই যে বাবু—আমার হিসাবটা চুকিয়ে দিলে ভাল হয় না?—অনেক দিন পড়ে' আছে।

অলীক। (ধম্‌কাইয়া) এখানে কি?—যাও যাও, নীচে যাও—দফতরখানায় যাও—

ঐ ব্যক্তি। দফতরখানায় যাব? এই যাই মশায়, (স্বগত) এমন তেরিয়া মেজাজের বাবুও তো আমি কখন দেখিনি, মিষ্টি মুখে বল্লেই হয় যে। যাও দপ্তরখানায় গিয়ে খাতাঞ্চির কাছ থেকে ভাড়ার টাকা কটা চুকিয়ে নেও গে, তা তো নয়, বাবা! আমাকে যেন একেবারে খেতে এল। [প্রস্থান।

গদা। (স্বগত অন্তরাল হইতে) বাবুর খাতাঞ্চি তো ঢের! এখন ও ব্যাটা যদি ফের উপরে আসে, তা হ'লেই তো মিথ্যা কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে, তা কখনই হ'তে দেব না—ব্যাটা নীচে গেলে এমনি ঠুকে দেব যে, প্রাণান্তেও আর এ-মুখো হবে না।

অলীক। আরে মশায়, আমার সরকারটা ভারি বিরক্ত করে' তুলেছে। এই সময় কিনা হিসেব নিয়ে উপস্থিত!—এই সময় কি হিসেব দেখবার সময়?

সত্য। হিসেব টিসেব বুঝি তুমি নিজেই দেখ?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ, সব নিজে দেখতে হয়—নিজের চোখে না দেখলে কি চলে মশায়?

সত্য। এ কথা শুনে বাপু আমি বড় খুশি হলেম—কেন না, বড় মানুষের ছেলেরা নিজে চোখে কিছুই দেখে না। আর একটা বাপু তোমাকে আমি উপদেশ দি। দেখ, ঘরে বসে কখনই থেক না—একটা কোন ভাল কাজ কর্ম্মের চেষ্টা দ্যাখ। যদিও তোমার অতুল ঐশ্বর্য্য—কিছুরই অভাব নেই—তবু একটা কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকলে খারাপ দিকে মন যায় না। গভর্ণমেণ্টে কাজ করে, এমন কি কোন বড় লোকের সঙ্গে তোমার আলাপ নাই?—মুরুব্বির জোর না থাকলে বাপু আজকাল কোন কাজ পাওয়া যায় না। অনারেবল জগদীশ বাবুর সঙ্গে কি তোমার আলাপ আছে? তিনি এক জন মস্ত লোক।

অলীক। বলেন কি মশায়?—তাঁর সঙ্গে আমার আবার আলাপ নেই? বিলক্ষণ আলাপ আছে।

সত্য। তাঁর সঙ্গে তোমার সর্ব্বদা সাক্ষাৎ হয়?

অলীক।—সাক্ষাৎ হয় না?—প্রতিদিনই সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বাড়ীটি বড় চমৎকার দেখতে মশায়।

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এই দেখ, আবার একটা মিথ্যে কথা কয়। আমি হলেম জগদীশ বাবুর গোমা হব—আমি তো ওকে এক দিনও আমাদের বাড়ীতে যেতে দেখি নি।

অলীক। জগদীশ বাবু আমার একজন মস্ত মুরুব্বি। তিনি দুটো কর্ম্ম আমার জন্যে রেখেছেন। হয় বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের, নয় টাক-শালের দেওয়ানি পদটা তিনি সাহেব-সুবকে বলে' আমাকে করে' দেবেন। এখন আমার ওর মধ্যে যেটা পছন্দ হয়। আর তিনি পষ্টই বলেন যে, অলীকপ্রকাশের মত বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সচ্চরিত্র, সত্যবাদী লোক সহরের মধ্যে অতি অল্পই আছে।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) তা বাস্তবিক। অলীক বাবুর মত লোক আমি তো কোথাও দেখি নি। যে পৃথিবীতে গোলাপে কণ্টক আছে, বিদ্যুতে বজ্র আছে, পুষ্পকলিকায় কীট আছে, প্রতি পদে অলীকতা কুটিলতা শঠতা, অলীক বাবু সে পৃথিবীর লোক নন।

সত্য। এ অতি সুখের বিষয়। তা বাপু—এমন সুবিধে পেয়েও চুপ করে' বসে' আছ? এস, এখনি তোমায় জগদীশ বাবুর কাছে যেতে হবে, এস আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্চি। এই দুটোর মধ্যে একটা কর্ম্ম যাতে তোমার শীঘ্র হয়, তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। এই সবে আপনি এখানে এসেছেন, এর মধ্যেই কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে যাবেন?—ভাল কথা—আমার এই বাড়ীটা আপনি কেমন পছন্দ করেন?

সত্য। বাড়ীটা একটু ফাঁকা জায়গায় হলেই ভাল হ'ত—তা—

অলীক। এ কথা আমাকে আগে বল্লেন না কেন মশায়? বিডন স্কোয়্যারের সামনে আমার একটা মস্ত বাড়ী আছে—সে জায়গাটা বেশ ফাঁকা তা হ'লে ঠিক আপনার মনের মত হ'ত।

সত্য। তোমার আর একটা বাড়ী আছে না কি?

অলীক। আজ্ঞে হাঁ। সে বাড়ীটে তৈরী কত্তে আমার বেশী খরচ পড়ে নি। হদ্দ পাঁচ লাখ টাকা।

গদা। (অন্তরাল হইতে) খরচের মধ্যে একটা মিথ্যে কথা।

অলীক। বাড়ীটি মশায় বড় চমৎকার! আগাগোড়া নতুন—বড় বড় ঘর, আর সকল রকম সুবিধে আছে। সে বাড়ী দেখলে আপনি নিশ্চয় পছন্দ কত্তেন।

সত্য। সত্যি নাকি?—তা বেশ হয়েছে—আমি সেই বাড়ীতেই থাকব। যদিও এ বাড়ীর দুটো মহল আছে—তবু তোমাতে আমাতে এখন একসঙ্গে থাকাটা ভাল দেখায় না।

অলীক। কি আপশোষ! আপনি যদি এর কিছু আগে বলতেন, তা হ'লে বড় ভাল হ'ত। আমি—এই কাল বাড়ীটে বিক্রী করে' ফেলেছি।

সত্য। কি! এর মধ্যেই—বিক্রী করে' ফেলেছ?

অলীক। হাঁ মশায়, দেড় লাখ টাকায়। যেমন বাড়ী, তদুপযুক্ত দাম হয় নি যদিও—কিন্তু কিছু মেরামত বাকী ছিল না কি, তাই—

সত্য। এই বল্লে, বাড়ীটে আগা-গোড়া নতুন—আবার মেরামত বাকি?

অলীক। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়—বাড়ীটা নতুন সত্যি—কিন্তু একটা দেয়ালের গাঁথনি মজবুদ ছিল না বলে' খানিকটা ভেঙ্গে পড়েছিল। আজকালের গাঁথুনি কি কম-মজবুত, তা তো আপনি জানেন—সেই জন্যে দেড় লাখ টাকা দেড় লাখ টাকাতেই রাজি হলেম। মনে কল্লেম, যথা-লাভ!

সত্য। বাড়ীটা বিক্রী করেছ কাকে?

অলীক। যাকে বিক্রী করেছি, তার নাম লাটু ভাই। লোকটা খুব ধনী। আগে কল্‌কাতায় একজন মস্ত দালাল ছিল। এখন কাজকর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বাড়ী ব'সে আছে।

(পত্র লইয়া এক ব্যক্তির প্রবেশ)

পত্রবাহক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি।) মশায়! আপনার নামে একখানি পত্র আছে (পত্র প্রদান)

সত্য। (পত্রপাঠ) ও! সেই টাকাটা দিতে হবে বটে! সেই হুণ্ডিগুল আবার কোথায় রাখলেম দেখি।

[সত্যসিন্ধু, পত্র-বাহক ও অলীকের প্রস্থান।

(হেমাঙ্গিনী ও প্রসন্নের প্রবেশ)

হেমা। ছাখ পিস্‌নি, যার সঙ্গে ভালবাসা হয়, তাকে ভালবাসার চিঠি গোপনে পাঠাতে হয়—তুই যদি নভেল পড়্‌তিস্, তা হ'লে এ সব বেশ বুঝ্‌তে পারিস্।

প্রস। তোমরা দিদিঠাকরুণ লাখা পড়া জান, তোমরা চিঠি পাঠাবে বৈ কি—আমরা মুখ্যু লোক, আমরা অত কি জানি।

হেমা। তা ছাখ্—আমি একটা চিঠি লিখেছি, শোন্ দিকি কেমন হয়েছে। (পত্রপাঠ)

"স্বামিন্!—

কি বলিলাম?—আমি কি এখন আপনাকে এরূপ সম্বোধন করিতে পারি?—কে বলে পারি না? —অবশ্য পারি। সমাজ ইহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত লোক আমার নিন্দা দেশ-বিদেশে পরিঘোষণা করিতে পারে, পিতা-মাতা আমাকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু এরূপ মধুর সম্বোধন করিতে কেহই আমাকে বিরত করিতে পারিবে না। আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্র-সূর্য্যকে সাক্ষী করিয়া মুক্তকণ্ঠে স্পষ্টাক্ষরে বলিব—তুমিই আমার স্বামী; শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষবার বলিব, তুমিই আমার স্বামী। যে অবধি আমাদের গবাক্ষদ্বার দিয়া তোমার সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখ-খানি দেখিলাম—সেই মুখ-খানি, সেই উষার প্রথম কিরণের ন্যায় মুখ খানি, সায়াহ্নের প্রথম তারার ন্যায় মুখ খানি, কমল-বনে প্রথম শিশিরবিন্দুর ন্যায় মুখ-খানি, প্রেমের প্রথম আলাপের ন্যায় সেই মুখ-খানি দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জ্বলিলাম—জ্বলিয়া মরিলাম না কেন? আর পারি না, পত্রের প্রতি ছত্র অশ্রুজলে সিক্ত হইয়াছে। কত পত্র লিখিলাম, অশ্রুজলে মুছিয়া গেল। আবার মুছিয়া গেছে—আবার লিখিয়াছি। আর পারি না, অশ্রুজলে আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এইবার বিদায়, এইবার শেষ বিদায়; জন্মের মত বিদায়। যদি এই নারী-জন্মে বিধাতা এমন দিন লিখিয়া থাকেন তবে একবার তোমার সেই মুখ-খানি দেখিব, নয়ন ভরিয়া দেখিব, দেখিতে দেখিতে মরিব। জীবনে আর আমার কোন সাধ নাই।

তোমারি হেম।"

প্রস। (অঞ্চলে চক্ষু মুছিতে মুছিতে) বালাই! তুমি দিদিঠাকরুন মর্‌বে কেন?—ও রকম অলুক্ষুণে কথা কি বল্‌তে আছে?—যার কেউ নেই, সেই মরুক্, তুমি মর্‌বে কেন?—বালাই!

হেমা। তুই পাগল হয়েছিস্ না কি? আমি কি সত্যি সত্যি মর্‌তে যাচ্ছি?—ভালবাসার চিঠিতে ওরকম লিখ্‌তে হয়। তুই যদি নভেল পড়্‌তে জান্‌তিস্ তো এ সব বুঝ্‌তে পার্‌তিস্। (স্বগত) হাঁ৷ হাঁ৷, একটা কথা ভুলে গিয়েছি, বিষবৃক্ষের সেই জায়গাটা তুলে দিতে। থাক, আর কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) ছাখ পিস্‌নি, তুই এই চিঠিটা কোন রকম করে' অলীক বাবুর হাতে দিতে পারিস্?—

প্রস। তা দিদিঠাকরুণ পার্‌ব না কেন—আমি লুকিয়ে দিয়ে আস্‌ব এখন।

হেমা। (পত্র প্রদান) দেখিস্ যেন কেউ না টের পায়। ঐ বুঝি অলীক বাবু এই দিকে আস্‌চেন।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

(অলীকের প্রবেশ)

প্রস। (অলীকের প্রতি) হ্যাগা বাবু, তুমি কি কিছুতেই শোধ্‌রাবে না ?

অলীক। (চমকিত হইয়া) এ মাগী আবার কোথা থেকে এল ?—ক্যাডাভ্যারাস্—কে তুই ?—আ মোলো মাগী, শোধ্‌রাব কি ?

প্রস। তোমার সঙ্গে বের সোম্মোন্দো হচ্চে নাকি—তাই বল্‌চি, আমি দিদিঠাকরুণের দাসী, আমার নাম পেসন্ন।

অলীক। (বুঝিতে পারিয়া) ও! তুমি প্রসন্ন—দিদিঠাকরুণের দাসী—এস এস। তোমার দিদিঠাকরুণ ভাল আছেন ?

প্রস। হ্যাগা, ভাল আছেন।

অলীক। আমি তোমার দিদিঠাকরুণের কাছে কি দোষে অপরাধী যে, তুমি আমার শোধরাবার কথা বল্‌চ ? তোমার দিদিঠাকরুণ বই আমি তো আর কাউকে জানিনে।

প্রস। না না, তা নয়—কত্তা-বাবু বলেচেন যে, আজ রাত্তিরের মধ্যে যদি তোমার একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়ে, তা হলে তোমার সঙ্গে দিদিঠাকরুণের বে দেবেন না।

অলীক। আমার মিথ্যা কথা ?—আমি মিথ্যে কথা কই ?—এ দোষ কে দিলে ?—আমার মতন মিথ্যেবাদী—রাম্ বল—সত্যবাদী আর একটি খুঁজে বের কর দিকিন।

প্রস। না না, তা বলচিনে বাবু—কথা-গুন ডাগর-ডাগর না বোলে একটু খাট-খাট করে' বোলো—আমাদের কত্তা ডাগর-ডাগর কথা ভালবাসেন না।

অলীক। সব সময়েই কি কথা ছোটো হয়—কখন খাট—কখন ডাগর—যেটা সত্যি, সেইটিই তো আমার বলতে হবে। জান্‌লে প্রসন্ন, আমার সব কথাই সত্যি—মোদ্দাখানা সত্যি। তবে অত খুঁটিনাটি ধরতে গেলে চলে না। আর ত্যাখ বাছা, যেটি হয়েছে, ঠিক্ সেইটি বলতে আমার বড় ভাল লাগে না—ওর মধ্যে একটুখানি অলঙ্কার না দিলে কথাগুল কেমন খট্‌খোটে হয়ে হয়ে পড়ে। কাট্‌খোট্টার মত নেহাৎ ডালরুটি-খেগো কথাগুল কি ভাল লাগে ? ভদ্র লোকের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই পাঁচ রকম সাজিয়ে বল্‌তে হয়—না হ'লে যে আমাকে অসভ্য বল্‌বে। অত কথায় কাজ কি—এবার তোমাকে বেশ বুঝিয়ে দিচ্চি। মানুষ কি শুধু ভাত খেয়ে বাঁচতে পারে ? ভাতের সঙ্গে ডাল চাই—মাছের ঝোল চাই—কালিয়ে চাই—

প্রস। (তাড়াতাড়ি) আমি বাবু কিন্তু একটা মাচচচ্চড়ি আর আম্বল পেলেই সব ভাতগুল খেয়ে ফেল্‌তে পারি।

অলীক। তাই বল্‌চি—এখন বুঝ্‌লে তো ?

প্রস। এখন বুঝিচি। আমিও তো তাই বলি বাবু।

প্রস। হ্যা ত্যাখো বাবু, দিদিঠাকরুণ তোমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন (পত্র-প্রদান)

অলীক। (পত্র পড়িতে পড়িতে)—এর মধ্যেই স্বামী—পাছে না উঠতেই এক কাঁদি—তা হয়েছে ভাল—মেয়েটাও দেখ্‌তে মন্দ নয় আর সত্যসিন্ধুর টাকাও ঢের। মেয়েটার তো পছন্দ হয়েছে, এখন বাবা-ব্যাটার চোখে ধুলো দিতে পারলেই হয়। মেয়েটার পেটে কিছু বিদ্যে আছে দেখচি—যে রকম লিখেছে, আমার চোদ্দপুরুষেও অমন লিখ্‌তে পারে না। মেয়েটা দেখচি, আমার প্রেমে একেবারে মজে গেছে। তা, আমাকে দেখতে তো নেহাৎ মন্দ নয় ; মোজবেই বা না কেন ? লিখ্‌চে "দেখিলাম—দেখিয়া মজিলাম—মজিয়া জলিলাম—জলিয়া মরিলাম না কেন"—বালাই, মরবে কেন ?—লিখে জবাব দেওয়া তো আমার কর্ম্ম নয়, মুখে জবাব দেওয়া যাক্ ! আমার পেটে যত রসিকতা আছে, এইবার সব টেনে-টুনে বের কত্তে হবে। আমার চেয়ে মেয়েটার বিদ্যে থাকতে পারে, কিন্তু রসিকতায় আমার সঙ্গে আর পার্‌তে হয় না—পেট্ থেকে পড়েই বিদ্যেসুন্দর পড়্‌তে আরম্ভ করেছি। (প্রকাশ্যে প্রসন্নের প্রতি) ত্যাখ প্রসন্ন, তোমার দিদিঠাকরুণকে বোলো,—যে অবধি আমি তাঁর সেই পদ্মপলাশ-লোচনবৎ চক্ষুযুগল, তাঁর সেই শুকচঞ্চুবৎ ঠোঁট-যুগল, তাঁর সেই অজানুলম্বা হাত-যুগল এবং তাঁর সেই গজেন্দ্র-গমনবৎ শ্রীচরকমলেষু দর্শন করেছি, সেই অবধি আমিও মোজেছি—মোজেওচি বটে—মরেছিও বটে। ত্যাখ প্রসন্ন, তোমার দিব্যি, সেই অবধি আমার আর আহার-নিদ্রে নেই। সদা-সর্ব্বদা অষ্ট প্রহরই তোমার দিদিঠাকুরুণের ধ্যানেতেই মগ্ন আছি। আবার তাতে এখন বসন্তকাল। বসন্তকালের যে কি বিরহ-

যন্ত্রণা, তা তো তুমি জানো প্রসন্ন। যখন কোকিল কুহু-কুহু করে' ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, তখন গুম্ গুম্ শব্দে আমার প্রাণে যেন কে কিল মার্‌তে থাকে,—যখন চাঁদের জোচ্ছনা ফোটে, তখন এমনি গরম হয়ে ওঠে যে, শরীরটা একেবারে শীককাবাব হয়ে যায়—গা-ময় মস্ত মস্ত সব ফোস্কা পড়ে—ত্থাখ প্রসন্ন, এখনও তার দাগ মিলোয় নি, (বসন্তের দাগ প্রদর্শন) আর যখন আমি বিছানায় শুই, তখন যে শুষ্যি-কণ্টকটা উপস্থিত হয়, তা আর কি বলব—একবার এ পাশ, একবার ও পাশ—ক্রমাগত ছট্‌ফট্‌ কত্তে হয়। কে বলে বিছানা বিছা না। অন্যের পক্ষে যাই হোক্, আমার পক্ষে প্রসন্ন সে বিছাই বটে। কট্ কট্ কোরে ভয়ানক কামড়াতে থাকে। এই সব যন্ত্রণার কথা তোমার দিদিঠাকরুণের কাছে সব নিবেদন কোরো প্রসন্ন। আর যদি কোন রকমে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়, তবে তো আর কথাই নেই। তোমার দিদিঠাকরুণকে বোলো, আমি তাঁর জন্যে তৃষিত চাতকিনীর ন্যায় উপেক্ষা কচ্চি।

প্রস। তা বল্‌ব। [প্রসন্নের প্রস্থান।

অলীক। (স্বগত) সত্যসিন্ধু বাবু তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে যে আপত্তির কথা বল্‌ছিলেন, প্রসন্নের কথার ভাবে এতক্ষণে তা বুঝতে পাল্লেম। এইবার খুব সাবধান হয়ে কথা কইতে হবে। কিন্তু—আমার কেমন একটা বদ্ অভ্যাস হয়ে গেছে যে, মিথ্যা কথাগুল যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

[অলীকের প্রস্থান।

(প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। কি লো, সেই চিঠিটা কি তাঁকে দিয়েচিস্?

প্রস। দিয়েছি বৈ কি দিদিঠাকরুণ।

হেমা। তিনি কি তার কোন উত্তর দিয়েছেন?

প্রস। দিদিঠাকরুণ, বরটি বেশ—না হ'লে কি তোমার মনে ধরে—কেমন বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা। ভাল মানসের ছেলেটি বড় সুবোধ শান্ত—আমাকে একবারও তুইতোকারি কোল্লে না গা—আমাকে বাছা বোলে, পেসন্ন বোলে কত কথাই কইলে, একবারও আমাকে পিস্‌নি বোলে ডাকেনি দিদিঠাকরুণ।

হেমা। তিনি কি বল্লেন, তাই বল্ না।

প্রস। আমি কি সে সব বুঝতে পেরেছি দিদিঠাকরুণ—তিনি কত ল্যাকাপড়ার কথা কইলেন—কোকিলের কথা কইলেন—চন্দর-সূর্যির কথা কইলেন—আর কত কি কথা কইলেন। কিন্তু একবারও আমাকে পিস্‌নি বোলে ডাকেন নি।

হেমা। আ মর্! পিস্‌নি বলেন নি, এই আহ্লাদেই উনি গেলেন আর কি—আমার কথা কি বোল্লেন, তা বোল্‌বে না—আপনার কথাই পাঁচ কাহন।

প্রস। দিদিঠাকরুণ, তোমার কথাই তো কইলেন। আহা, ভাল মানসের ছেলে কত দুক্কু কোত্তে নাগ্‌লো গা—বোল্লে, গরমে তার গায়ে ফোস্কা পড়েচে—আবার বিছানার মধ্যে একটা বিছে ছিল, তেনাকে কট্ কট্ কোরে কামড়ে দিয়েচে—তার জন্যে তেনার রাত্তেরে ঘুম হয় নি—এই সব দুক্কের কথা তোমার কাছে দিদিঠাকরুণ জানাতে বোল্লেন। আরও বল্লেন, তোমাকে তেনার বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে করে

হেমা। (আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া) কি বল্লি পিস্‌নি, আমাকে তাঁর দেখতে ইচ্ছে করে? আমার জন্যে তাঁর কষ্ট হয়? হা!—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমি এখনি তাঁর সঙ্গে দেখা কোর্‌ব। নদী যখন সাগর উদ্দেশে যায়, তখন কে তাকে রোধ কর্‌তে পারে? দ্যাখ্ পিস্‌নি, আজ তটিনী সাগর উদ্দেশে চোল্লো—কল্ কল্ নিনাদে চোল্লো—দেখ্‌ব, কে তার গতি রোধ করে?—পিস্‌নি তুই তাঁকে খবর দে—আমি তাঁর সঙ্গে আজ দ্যাখা কোর্‌বোই কোর্‌বো। আমাকে দ্যাখ্‌বার জন্যে না জানি তিনি কত অধীর হয়েছেন।

প্রস। তা যাবে এখন দিদিঠাকরুণ—আগে একটু তেল দিয়ে মুখ-খানি পোঁচো—দাঁতে একটু মিশি দাও, একটি সিঁদুরের টীপ পর—একটি পান খেয়ে ঠোঁট টুকটুকে কর—পায়ে একটু আল্‌তা দাও—একখানি রাঙ্গা পেড়ে সাড়ী পর—বেশ কোরে পেটে-পাড়িয়ে চুল বাঁধো—আহা দিদিঠাকরুণ, বয়স-কালে আমি কত কোরেছি—মিন্‌ষে আমায় কত আদর কোত্তো—সে সব কথা এখন মনে কল্লে বুকটা ফেটে যায়।

হেমা। (ঈষৎ হাসিয়া) ও মা, কি হবে, ঐ রূপ নিয়ে তুই আবার সাজ্ গোজ্ কোত্তিস্?—তা ওসব যে সেকেলে ধরন। আশ্চর্যি!—ওরকম সাজ-গোজে আবার তখনকার পুরুষগুলা ভুল্‌তো!

—তোদের কালে পিস্‌নি লোক-গুলো রূপে ভুল্‌তো—এখনকার কালে তারা ভাবে ভোলে। প্রেম যে কি পদার্থ, তা তখন-কার লোকে কি কোরে জান্‌বে বল্‌ দিকি—তখন তো আর নভেলের সৃষ্টি হয় নি। এখন কি রকম সাজ-গোজ কোত্তে হয়, শুন্‌বি পিস্‌নি?— এই শোন্—চুলগুলো এলো কোরে রাখ্‌তে হয়—মুখে একটু দুঃখের ভাব আন্‌তে হয়—কখন বা আকাশ পানে একদৃষ্টে তাকিয়ে, বুকে হাত দিয়ে ব্যাড়াতে হয়—কখন বা চোখ্ মাটির দিকে কোরে গালে হাত দিয়ে বোসে থাকতে হয়—মধ্যে মধ্যে খুব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে হয়—স্থাখ্, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত গয়না পর্‌লে যত না হয়, এক এক দীর্ঘ নিঃশ্বাসে তার চেয়ে বেশি কাজ হয়—এই রকম ভাব দেখ্‌লে নভেল-পড়া পুরুষগুলো একেবারে ভুলে যায়। তাদের বেশি স্থাখা দেওয়াও ভাল নয়—একবার দ্যাখা দিয়েই সোরে পড়্‌তে হয়। তার পর তারা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছেড়ে, চোখের জল ফেলে, বুক চাপ্‌ড়ে মরুক্‌গে। এই দ্যাখ্, যারা মাছ ধরে, তারা যেমন মাছদের মুখে বঁড়শী লাগিয়েও শীঘ্‌ঘির তোলে না—অনেকক্ষণ খেলিয়ে খেলিয়ে আধমারা কোরে তবে তোলে, সেই রকম পুরুষদেরও খেলায় নিয়ে বেড়াতে হয়। তার পর, যখন তারা নিতান্ত নিরাশ হয়ে গলায় দড়ি দিতে যাবে কিম্বা বুকে ছুরি বসাতে যাবে কিম্বা এক আধ ঘা বসিয়েছে বা—তখন হঠাৎ পিছন থেকে গিয়ে "নাথ! কি কর" বোলে বারণ কত্তে হবে।

প্রস। তোমার কথা দিদিঠাকরুণ বুঝ্‌তে নারি।

হেমা। তুই যে নভেল পড়িস নি, তাই বুঝ্‌তে পাচ্চিস্‌ নে। যা, এখন শীঘ্‌ঘির অলীক বাবুকে খবর দিয়ে আয়।

[প্রসন্ন ও হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

(অলীকের প্রবেশ)

অলীক। (স্বগত) প্রসন্ন বোল্লে যে, তার দিদি-ঠাকরুণ আমার সঙ্গে আজ দ্যাখা কর্‌তে আস্‌বে। আর একটু আগে যদি খবর পেতুম, তা হ'লে আরও ভাল কোরে সাজগোজ কত্তে পাত্তুম—তা—যা করেছি, তাতেই কিস্তি মাৎ হবে—প্রায় বছর দশেক হোলো, একজন বন্ধু লোকের কাছে এই জরির পোষাক ও টুপি ধার কোরে এনেছিলেম—তা সে বোধ হয় এত দিনে তামাদি হয়ে গেছে।—দোষের মধ্যে পোষাকটা আমার গায়ে বড় ঢিলে হয়—আর একটু পোকাতেও কেটেছে—তা হোক গে—এখনও তো ঝক্‌ঝকে আছে। আর বেশি সাজ গোজেই বা দরকার কি—যে চেহারা, তাতেই মেরে রেখেছি বাবা!—(পকেট হইতে একটা ছোট আর্শি বাহির করিয়া নানা ভঙ্গী সহকারে মুখ দর্শন) বাঃ! কি চেহারা—(আয়না পকেটে রাখিয়া) এখন যে, সে এলে হয়—মল ঝম্-ঝম্ কোরে, নাকে নথ্ দুলিয়ে, ঘোম্‌টার ভিতর থেকে যখন নয়ান-বাণ মারতে মার্‌তে গজেন্দ্র-গমনে আস্‌বে—তখন দেখ্‌ছি, একেবারে খুনখারাপি হবে।

(হেমাঙ্গিনীর ও প্রসন্নের প্রবেশ)

হেমা। (আলুলায়িত-কেশে, মলিন-বেশে, উর্দ্ধনেত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করত বুকে হাত দিয়া ম্লানভাবে অবস্থান)

অলীক। এস এস—প্রেয়সি, এস!—

হেমা। (ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস)

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া অবলোকন করত স্বগত) এ কি!—ঘোমটা নেই—চুল এলো—আকাশ-পানে তাকিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ কোরে সাপের মতন নিঃশ্বাস ফেল্‌চে—ব্যাপারটা কি? (প্রকাশ্যে) প্রেয়সি!—হৃদয়-বল্লভ!—বিধুমুখি—গজেন্দ্রগমনি!—এ দাস কি অপরাধ করেছে?—তোমা বই যে আমি আর কাউকে জানিনে—তুমি আমার হৃদয়-চকোরের পদ্মিনী—তুমি আমার নয়ান বাণের মণি—তুমি আমার "বিনোদিয়া বিনোদিনী"—তুমি আমার "বেণী"—তুমি আমার "সাপিনী"—তুমি আমার "তাপিনী"—তুমি আমার—

হেমা।—(ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস) (স্বগত) এতেই বোধ হয় কার্য্য শেষ হবে। বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি, আমার এই হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিঃশ্বাসগুলি ওর মর্ম্মের অন্তস্থল পর্য্যন্ত ভেদ ক'চ্চে।

অলীক। (স্বগত) ঘোমটা নেই—মেয়েটা বেহদ্দ বেহায়া দেখ্‌চি—কিন্তু কথা কয় না কেন?—বোবা নাকি?—কি আপদ্!—সত্যি সত্যি টাকা-কটা হাতিয়েই ডাইভোর্স কত্তে হবে। যত দিন বিয়ে না হয়, তত দিন মন যুগিয়ে চলা যাক। মান করেছে নাকি?—দ্যাখাই যাক্ না।

কেন মলিন মলিন হেরি বিধুবদনী।
কথা ক-না লো, প্রাণে বাঁচা লো,

নইলে গলায় বাঁধিয়া দড়ি মরিব এখনি।
কেন এত মান, কে করেছে অপমান,
বুঝি ভগবান প্রেমে লিখেছে শনি।
প্রেমের তুফান্, বাঁচে নাকো প্রাণ,
এখন ভরসা কেবল ঐ চরণ তরণী।

(পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন)

হেমা। আজ আমি তোমাকে জগৎসমীপে বলিব—কে নিবারণ করিবে—স্বামিন্—প্রভো—প্রাণেশ্বর—

প্রস। পালাও পালাও, কর্ত্তাবাবু আস্চেন।

হেমা।—(স্বগত) বাবা আস্চেন না কি?—তাঁর যেমন খেয়ে দেয়ে কর্ম্ম নেই, আমাদের এই মধুর প্রণয় প্রেমালাপে কি না তিনি ভঙ্গ দিতে এলেন—

অলীক। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ) কৈ! কেউ কোথাও তো নেই—প্রেয়সি—তুমি বোলে যাও—কিছু ভয় নেই—হাম্ হ্যায়। (স্বগত) মেয়েটা দেখ্চি আমার প্রেমে একেবারে মোজে গ্যাছে—"স্বামী প্রভু প্রাণেশ্বর"—আরও না জানি কত কি বোল্বে।

হেমা। কণ্ঠরত্ন! হৃদয়েশ্বর——

প্রস। এইবার সত্যি কর্ত্তাবাবু আস্চেন।

হেমা। মোলো যা, কথা-গুলা শেষ করেও দিলে না। (পলায়নোদ্যত)

অলীক। প্রেয়সি—ওর কথা সব মিথ্যে, কেউ কোথাও নেই—আমার মাথা খাও, পালিও না—(হঠাৎ পা ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি, যেও না (হেমাঙ্গিনীর পতন ও পুনর্ব্বার উঠিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন)

অলীক। (পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করত) প্রেয়সি, যেও না যেও না, তা হ'লে আমি বিরহ-যন্ত্রণায় একেবারে মারা যাব।

[হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

(সত্যসিন্ধুর প্রবেশ)

সত্য। (একটা কাগজ হস্তে) আমার কাছে দেখ্চি এখন বেশি টাকা নেই। ভাল কথা—বাপু অলীক-প্রকাশ, তুমি আমার একটা উপকার কর্ত্তে পার?

অলীক। কি বলুন না মশায়—আপনার উপকার আমি করব না?

সত্য।—এমন কিছু না—হাজার টাকা আমার প্রয়োজন হয়েছে—এখন আমার হাতে অত টাকা নেই—যদি তুমি বাপু—

অলীক। (মুস্কিলে পড়িয়া চিন্তা) অ্যাঁ—অ্যাঁ (স্বগত) হাজার পয়সা নেই তো হাজার টাকা (প্রকাশ্যে) এখন তো আমার কাছে মশায় অত টাকা নগদ নেই।

সত্য। বাঃ, সেকি বাপু? সে টাকা-গুলা কোথায় গেল?

অলীক। কোন্ টাকা?

সত্য। কেন, বাড়ী বিক্রী করে, যে টাকাটা পেয়েছ।

অলীক। (আশ্চর্য্য হয়ে) আমার বাড়ী? (পরে সাম্লে নিয়ে) ও!—হাঁ হাঁ, সত্যি—তবে আসল বৃত্তান্তটা শুনবেন? এইমাত্র আমি—

সত্য। কি! এত টাকা এর মধ্যেই খরচ করে ফেলেছ?

অলীক। না-না—হাঁ—এক রকম খরচই বটে—তবে সত্যি কথা বল্ব?—আপনার কাছে লুকিয়ে আর কি হবে? (মৃদু স্বরে) আমার কিছু ধার ছিল, তাই ঐ টাকাটা দিয়ে শুধেছি। মশায়, সংসারে থাক্তে গেলে কিছু না কিছু ধার কর্তেই হয়। আবার হয়েছে কি মশায়, চুণিলাল নামে যে লোকটার কাছে আমি বাড়ী বিক্রী করে-ছিলেম—তার কাছে—

সত্য। এই একটু আগে যে তুমি আমাকে বলেছিলে, তার নাম নাটু ভাই।

অলীক। কি?—হ্যাঁ, তাই তো। তাঁর নাম চুণিলাল নাটু ভাই।

গদা। (অন্তরাল হইতে) সাবাস! বেশ যুগিয়ে বলেচো বাবা! (প্রসন্নের প্রতি) স্থাখ্ পিস্নি, নীচের একটা ঘর ভাড়া করে' এক জন বহুরূপী আছে—তার সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে—তুই এখানে থাক্, আমি চল্লেম—যদি মিথ্যে কথাটা ধরা পড়বার মতন হয়, তা হলে চট্ করে' আমাকে খবর দিস্—আমি নাটু ভাই সেজে আস্ব। [প্রস্থান।

অলীক। আগে সে এক জন মস্ত দালাল ছিল—এখন এখানে বড়বাজারে একটা জুয়া খেলবার আড্ডা করেছে। তা মশায়—এই ভদ্র লোকটির কাছে থেকে আমি পূর্ব্বে টাকা ধার

করেছিলেম। তা মশায়, সে যখন আমার কাছ থেকে বাড়ীটা কিনে নিলে, তখন ঐ বাড়ীর দামের টাকাতে আমার ধারের টাকা শোধ্‌বোধ্‌ হয়ে গেল।

সত্য। ভাল বাপু—কত তার ধার্‌তে?

অলীক। এক লাখ টাকা।

সত্য। তুমি যে বাপু দেড় লাখ টাকায় তোমার বাড়ী বিক্রি করেছিলে, তা হ'লে এখন তো তুমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তার কাছ থেকে পাবে।

অলীক। —হাঁ—আমিও—আমিও—আমিও তো তাই বল্‌তে যাচ্ছিলেম—কিন্তু—কিন্তু—

প্রস। এই ব্যালা আমার মিন্‌ষেকে খবর দি গে। [প্রস্থান।

সত্য।—বাপু, তোমার এই বাড়ীর গল্পটি সর্ব্বৈব মিথ্যা বোধ হচ্চে। আমার বেশ প্রত্যয় হয়েছে যে, নাটু ভাই—না কি ভাই যে তোমার বাড়ী কিনেচে বল্‌চ, সে লোকটি তোমার কল্পনা বই আর কিছুই নয়।

অলীক। সে কি মশায়!—তা কি কখন হতে পারে?—আপনি বলেন কি?—আমার কল্পনা? —তা কি করে' হবে?—আপনি প্রণিধান কোরে বিবেচনা করে' দেখুন না—আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌বার লোক? আপনি কি শেষে এই ঠাওরালেন? আপনার মতন লোকের এ বিবেচনটা কি ভাল হল?

প্রস। (অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া) নাটু ভাই না কি একজন লোক দেখা কর্‌তে এসেছে।

(একজন বুড় চসমা নাকে হিন্দুস্থানী দালালের বেশে গদাধরের প্রবেশ)

অলীক (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি?

সত্য (অবাক্ হইয়া) অ্যাঁ—এ কি?

গদা। (অলীকের প্রতি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে) মসা হামাকে মাপ করতে হোবে—হপনাকে হামি একটু দেক্ করতে আসিছি—হমার দস্তুর আছে কি যে "আগাড়ি কাম—পিছে সেলাম"—হমি মশায় গোলাম আজির আছে—একটু উঠ্‌তে আজ্ঞে হোয়—সত্যসিন্ধুর প্রতি) অলীকবাবুর সাথ্‌ হমার-কুছ্‌ বাত্‌ চিত্‌ আছে মশা।

সত্য। কোন গোপনীয় কথা আছে নাকি? আমি তবে যাই।

গদা। না না মশাই, হাপনি যাবে কেন?—বইস না—বইস না।

অলীক। এ ব্যাটা কে রে?

গদা। (কথা টেনে টেনে) ভালা—অলীক-চন্দ্র বাবু উ-উ——হম জান্‌নে কো আয়া-য়া-য়া—তোম্‌ ও বাড়ীকো বাৎ শেষ করে গা কি নেই?

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমার বাড়ী?

গদা। হাঁ বাবু, যো বাড়ী তোম্‌ হামার কাছে বিক্রী করিয়েছে, ঐ বাড়ীর কথা হামি বল্‌ছে—এখন ঐ বাড়ী হমাকে দখল দেলাতে হোবে—এখন বুঝিয়েছে কিনা মশা?—জল্‌দি কাম শেষ করিয়ে ফেলো মশা—হমার দস্তুর আছে কি যে—"আগাড়ি কাম—পিছে সেলাম।"

অলীক। সেই জন্য আপনি বুঝি—ইয়ে কত্তে—ইয়ে হয়েছে—(সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায় এর কিছু মানে বুঝেচেন্?—ব্যাপারটা কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারচ্ছিনে—আশ্চর্য্যি!

সত্য। বিলক্ষণ! আশ্চর্য্যটা কিসের?—তুমি তোমার বাড়ী এঁকে বিক্রী করেছ, তাতে আবার আশ্চর্য্য কি?

অলীক (স্মরণ হওয়াতে) না—এতে আর আশ্চর্য্য কি? (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি না কি? আমি তো কিছুই এর ভাব বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। যা হোক, দেখা যাক, কত দূর যায়। (প্রকাশ্যে) আমি বল্‌ছিলেম কি যে, এত অল্প দামে—

গদা। বলো কি মশা—সওদা ঠিক হয়ে গেইছে—আর কি ফের্‌ফার্ হৈতে পারে? টকা হমার পাস নগদ আছে—যখনি চাবে, তখনি হমি দিতে পারে—

অলীক। (স্বগত) এর মানে কি? বোধ হচ্চে সব দম্‌বাজি! রোস, ওর ফাঁদেই ওকে ধর্‌চি (প্রকাশ্যে) আচ্ছা জি তুমি যে বল্‌চ নগদ টাকা সঙ্গে এনেছ—আচ্ছা টাকাটা দিয়ে ফ্যাল দিকি।

গদা। অলবৎ মশাই (পাকেট হাতড়াইয়া পরে নস্তের ডিবে বাহির করণ) হমি তোমার কাছে যে এক লাখ টাকা পাব, তার কি করিয়েছে মশা?

অলীক। তুমি আমার কাছ থেকে এক লাখ টাকা পাবে, আমি তোমার কাছে থেকে দেড় লাখ টাকা পাব। আচ্ছা, তুমি এক লাখ টাকা কেটে নিয়ে বাকি টাকাটা আমাকে দেও।

গদা। তোমার উকিলের পাস্ হমি পঞ্চাশ হাজার টাকা জমা করিয়ে দিয়েছে, দেখে গে যাও মশা।

অলীক। (আশ্চর্য্য হইয়া) আমার উকিলের কাছে জমা করে' দিয়েছে, (স্বগত) পঞ্চাশ হাজার টাকা পেলে যে বত্তিয়ে যাই, (প্রকাশ্যে) এখন যদি ঐ টাকাটা নগদ দিতে পার জি, তা হ'লে আমারও উপকারে আসে, আর এই বাবু মহাশয়েরও উপকারে আসে, (স্বগত) নগদ টাকাটা পেলে বড় মজাই হয়।

গদা। ও তো ঠিক্ বাৎ আছে মশা। তোমার মতন লোকের টাকার বহুৎ দরকার আছে, হমি তা জানে; বিশেষ তোমার আবি টাকা ডেপাজিট দিতে হোবে না কি।

অলীক। আমার টাকা ডেপজিট্!

গদা। হাঁ মশাই, বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দাওয়ানি কাম নিতে হ'লে টাকা ডেপাজিট্ দিতে হোবে।

সত্য। কর্ম্মের কথাটাও তবে সত্যি না কি?

গদা। সে তো সব কোই জানে মশাই যে, জানারেরল জগদীশচন্দ্র মুখুর্য্যা উনকো মুরব্বি আছে। কামের ভাবনা কি? তাঁর সঙ্গে সকালে এই মাত্র হামার দেখা হইছে।

অলীক। (স্বগত) না, এ আমাকে হারিয়েছে—আমি জানতেম, আমার আর জুড়ি নেই—কিন্তু এ যে দেখ্‌চি আমার ঠাকুরদাদা—এর মতন বেহায়া আমি তো আর দুনিয়ায় দেখিনি; যা হোক্ ভাগ্যি এ লোকটা ছিল, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলেম। কিন্তু এ লোকটা কে? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (প্রকাশ্যে) ভালা ও জি!

গদা। এখন তবে মশাই হমি আসি—হমার বহুৎ কাম আছে—কাম থাকতে মশায় ঝুট মুট বাতচিৎ আচ্ছা লাগে না, হমি এই জানে মশাই কি "আগাড়ি কাম পিছে সেলাম।" [প্রস্থান।

অলীক। (স্বগত) এ ব্যাটার মতন মিথ্যেবাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি।

সত্য। বাপু, আমাকে মাপ কত্তে হবে। আমি তোমার গল্প মিথ্যা বলে' মনে কচ্ছিলেম কিন্তু এখন আমার সে ভ্রম ঘুচলো।

অলীক। আমার কথায় মশায় সন্দেহ করেন?

সত্য। ও বিষয় তুমি কিছু বাপু মনে-টনে কোরো না—আমাকে মাপ কর—জগদীশ বাবু তোমাকে যে মস্ত কর্ম্ম জুটিয়ে দিয়েছেন, তজ্জন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছি। আর দেখ বাপু, আমার সঙ্গে একবার তাঁর আলাপটা করিয়ে দেও।

গদা। এইবার দেখ্‌চি ওর দফা নিকেশ হ'ল।

অলীক। রসুন মশায়, দেখি। আজ হ'ল শনিবার। ও!—তবে তিনি এখন তাঁর উল্টোডিঙ্গির বাগানে আছেন—সে স্থানটি বড় চমৎকার! ঠিক গঙ্গার উপর—কাছে একটা মস্ত কাল জামের গাছ আছে। মশায় জাম ভালবাসেন? জগদীশ বাবু কিন্তু বড় জাম-ভক্ত—সে দিন দেখ্‌লেম, দুশো জাম আপনি খেলেন।

সত্য। সে কি বাপু?—পৌষ মাসে জাম?

অলীক। (মুস্কিলে পড়িয়া) সে যে বারমেসে গাছ মশায়!

গদা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) হাঃ সাবাস!

সত্য। ও! বটে!

অলীক।—আমি সেখানে প্রায় হপ্তার মধ্যে দুই তিনবার করে' যাই। জগদীশ বাবু খুব দাবা খেল্‌তে পারেন। তাঁর মতন খ্যালোয়াড় আর কল্‌কাতারসহরে দুটি নেই। সেদিন তাঁর সঙ্গে এক বাজি খেলা গ্যাল—তা তাঁর আর বেশি খেল্‌তে হ'ল না—এক চালেই মাৎ।

সত্য। কিন্তু বাপু—আজ তো জগদীশ বাবু বাগানে যান নি। কেন না, ঐ যে তোমার বন্ধু—নাটু ভাই না ফাটু ভাই—কি ভাল তার নাম—যে তোমার কাছে এই মাত্র এসেছিল—সে যে বল্‌ছিল, তাঁকে কলকাতায় আজ সকালে দেখেছে। এস বাপু, তবে তাঁর ওখানে এখনি যাওয়া যাক।

আমার এক জায়গায় একটা নেমন্তন্ন আছে—আবার সেইখানে এখনি যেতে হবে—এই ব্যালা চল বাপু।

অলীক। আজ কেমন ক'রে হয় মশায়? আজ বৰ্দ্ধমানের রাজা প্রভৃতি আমারও কতকগুলি বন্ধু মানুষ এখানে খেতে আস্‌বেন—আপনাকেও বল্‌ব মনে কর্‌ছিলেম—

সত্য। বৰ্দ্ধমানের রাজা?—আমি আজ পারিনে বাপু—আর এক জায়গায় আমার নিমন্ত্রণ আছে—

অলীক। এ সমস্ত আয়োজনটা কি তবে বৃথা নষ্ট হবে? এত উদ্যোগ করা গিয়েছিল। পোলাও-কালিয়ে-কোপ্তা ক্ষীর-দই-পায়েস সব নষ্ট হ'ল দেখ্‌চি।

গদা। (অন্তরাল হইতে) এটাও তো দেখছি সব মিথ্যে—আমাদের বাবুর বাড়ী থেকে কালিয়ে পোলাও তৈরি করিয়ে এনে গুচিয়ে রাখা ভাল—কি জানি যদি দরকার হয়। আর আমাদের বাবুর বাড়ীও তো এ বাড়ীর একেবারে লাগাও।

সত্য। এখন সবে চারটে বৈ তো নয়, সাতটার আগে তো তোমাদের আর খাওয়া হবে না। আমার ছটার সময় নিমন্ত্রণ খেতে যেতে হবে—এর মধ্যে তো অনেক সময় আছে—চল এখনই জগদীশ বাবুর ওখানে যাওয়া যাক্‌—সেখানে আজ যেতেই হবে। —কেন বাপু—চুপ ক'রে রইলে যে?

অলীক। (স্বগত) মোলো যা! আমাকে যে ছিনে জোঁকের মতন ধরেছে—এখন যে ছাড়ান ভার! এক কালে আমার বাপের সঙ্গে জগদীশ বাবুর আলাপ ছিল তো শুনেচি—তাঁর সঙ্গে আমার তো চাক্ষুষ কখন আলাপ হয় নি, এখন করি কি?

সত্য। বাপু, তোমার হ'ল কি? তোমাকে এত ভাবিত দেখ্‌ছি কেন? একটুখানির জন্য বাড়ী থেকে বেরোবে, তাতেও তোমার আলস্য?

অলীক। আলিস্যি কি মশায়?—আপনার কাছে দেখচি তবে প্রকৃত কথাটা না বোল্লে চোল্লো না। আজকে আমি বাড়ী থেকে নড়্‌তে পার্‌চি না মশায়—আপনাকে তবে আসল কথাটা বলি—এক জন ব'লে গেছে যে, আজ আমার বাড়ীতে এসে আমাকে মারবে, আমি যদি এখন চলে যাই মশায়, তা হ'লে সে মনে করবে, আমি ভারি ভিতু তাই পালিয়ে গিছি। সেটী মশায় আমি প্রাণ থাক্‌তে পার্‌ব না। আমি আর সব সহ্য কত্তে পারি, কিন্তু লোকে যে আমাকে কাপুরুষ বল্‌বে, তা আমার কখন সহ্য হবে না।

সত্য। মারামারি!

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) ইনি দেখ্‌চি একজন বীর-পুরুষ। ইনিই তবে আমার কুমার জগৎসিংহ।

সত্য। তোমার এমন বিপদ উপস্থিত—তোমাকে বাপু আমি এখন একলা ফেলে যেতে পারি নে।

অলীক। আপনি বুড় মানুষ, আপনি থাক্‌লে কি সাহায্য হবে? আপনার এখানে থেকে কাজ নেই, দৈবাৎ লেগে টেগে যাবে।

সত্য। ঝগ্‌ড়াটা কি জন্য হয়েছিল, আমার জান্‌তে হবে বাপু!—ঝগড়ার কথাটা জানতে না পেলে কখনই তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দেব না।

অলীক। (স্বগত) এ যে বড় ভয়ানক লোক দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) আপনার এখনি যে কোথায় নিমন্ত্রণে যাবার কথা ছিল—তার তো সময় হয়েছে—

সত্য। কি বল বাপু, তোমার জীবন নিয়ে টানাটানি, আমি কি না স্বচ্ছন্দে নেমন্তন্ন খেতে যাব? আচ্ছা, সত্যি করে' বল দিকি বাপু, অলীক-প্রকাশ, আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল।

অলীক। এমন কিছু না—যা সচরাচর হয়ে থাকে—একটা দাঙ্গা।

সত্য। দাঙ্গা—কেমন করে' ঝগড়াটা হ'ল বাপু?

অলীক। আমি মশায় তার গায়ে হাত দিই নি।

সত্য। প্রথমে তবে গালাগালি হয়েছিল?

অলীক। আমি তাকে একটী কথাও বলি নি।

সত্য। তবে ঝগড়াটা কি করে' হ'ল?

অলীক। শুনুন না মশায়—যে রকম যে রকম হয়েছিল, আমি সব বল্‌চি। এক দিন আমার একটী বন্ধু মানুষ আমাকে ও আর কতকগুলি লোককে তাঁর বাড়ীতে খেতে নেমন্তন্ন করেছিলেন। সে দিন-টা বড় গরম হয়েছিল। তাই আমাদের সকলের মত হ'ল যে, আমরা ছাতের উপরে গিয়ে খাব। সে ছাতটার চারিদিক খোলা, পাঁচিল-টাচিল নেই—বুঝলেন মশায়—তার পরে মশায়——তার পর মশায়—তা—তা—ছাতের উপরেই তো পাত্‌-টাত্‌ সাজান হোলো। তা, আমার সেই ফ্রেণ্ডের স্ত্রী পরিবেশন কচ্ছিলেন—তিনি আমাদের সাক্ষাতে বেরোতে লজ্জা করেন না—কেন না, তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার নাকি হরিহর-আত্মা—বুঝলেন মশায়—তাই তাঁর চুলের আমি প্রশংসা কচ্ছিলেম। তা তিনি সেই প্রশংসাতেই মত্ত হয়ে গরম ঘি আমার পাতে না দিয়ে আমার গায়ের উপর ঢেলে দিয়েছেন—ঐ যেমন ঢেলে দেওয়া—আমিও মা গো করে' চীৎকার করে' উঠে পাশে এক ঠ্যালা মেরেচি

—আমার ঠিক্ পাশে ছাতের কিনারায় একজন খেতে বসেছিলেন—তিনি সেই ঠ্যালা খেয়ে একেবারে ছাতের উপর থেকে নীচে—

সত্য। (আশ্চর্য্য ও ভীত হইয়া) লোকটা মারা গ্যাল না কি?

অলীক। না মশায়, বেঁচে গিয়েছে।

সত্য। রাম! বাঁচলেম। তা ছাদের উপর থেকে পড়ে' গিয়ে হাত-পা ভাংলো না?

অলীক। সে দিন সে বড় বাঁচন্ বেঁচে গিয়েছিল মশায়। ভগবান তাকে রক্ষা করেছেন। ভাগ্যিস্ সেই সময় নীচে রাস্তা দিয়ে এক জন চীনেম্যান যাচ্ছিলো—পড়্‌বি তো পড়্ ঠিক তার কাঁধের উপর গিয়ে পোলো। সে তো কাঁধের উপর চোড়ে বেঁচে গেল—কিন্তু আমি শেষ কালে মশায় বিপদে পড়্‌লেম।

সত্য। এ কি ব্যাপার?—তুমি কি করে' বিপদে পড়্‌লে?

অলীক। চীনে-ম্যানটা আমাকে বল্‌তে লাগ্‌লো কি, যে, তুই আমাকে অপমান কর্‌বার জন্য ঐ লোকটাকে আমার ঘাড়ের উপর ফেলে দিইচিস্। আমি আপোষ কর্‌বার জন্য ঢের চেষ্টা কল্লেম। কিন্তু কিছুতেই সে শুন্‌লে না। আমি তাকে বল্লেম, আচ্ছা, তুই বরং এর প্রতিশোধ নে—আমি তাতে রাজি আছি। আমি নীচে রাস্তায় দাঁড়াচ্চি, তুই নয় ঐ ছাতের উপর থেকে লাফিয়ে আমার ঘাড়ের উপর পড়্—আচ্ছা, সে ব্যক্তি এক তলা থেকে পড়েছে—তুই নয় দোতলার থেকে—নয় তেতলার ছাদ থেকেই পড়্—আর কি চাস্। কিছুতেই সে ব্যাটা তাতে রাজি হল না। তার পরে সে আমার বাড়ীর ঠিকানা জিজ্ঞাসা কল্লে—আমি ঠিকানাটা বল্লেম। সে ব্যাটা মশায় আমাকে বল্লে কি—যে, তুই আমাকে রাস্তায় অপমান করিচিস্—আমি তোকে তোর বাড়ীতে গিয়ে অপমান কর্‌ব। একবার আস্পদ্ধার কথাটা শুনেচেন মশায়? আমার বাড়ীতে এসে আমাকে অপমান কর্‌বে? ব্যাটার সাহস দেখুন্ না—বাড়ীতে এলেই এমনি ঠুকে দেব যে, বাছাধন টের পাবেন। এখনি তার আস্‌বার কথা আছে মশায়।

প্রস। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কথাটা তো সত্যি বলে' বোধ হচ্চে না। রোস্ আমার মন্মেকে বলি গে যাই।

সত্য। (মাথা নাড়িতে নাড়িতে স্বগত) উঁহু—উঁহু—এ গল্পটা বড় আজ্‌গুবি রকম বোধ হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) না বাপু, তোমাকে ছেড়ে যাওয়া আমার উচিত হচ্চে না—যাতে আপোস্ হয়, তার চেষ্টা কত্তে হবে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো। আমি মনে করেছিলেম, বুড় মানুষ দাঙ্গার কথা শুন্‌লেই বুঝি পালাবে—এ দেখ্‌ছি ভয়ানক লোক। এর হাত থেকে এখন কি করে' অ্যাড়ানো যায়? (প্রকাশ্যে) আপনার থাক্‌বার আর দরকার নেই। সে ব্যাটার সাহস এতক্ষণে বোধ হয় কোন্ দিকে উড়ে গ্যাছে।

সত্য। (স্বগত) তবে এই গল্পটা বোধ হচ্চে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

(চীনে-ম্যানের বেশে সজ্জিত গদাধরকে লইয়া প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রস। এক জন চীনের সাহেব।

সত্য। (স্বগত) কি! এ সব তবে সত্যি না কি?

অলীক। (স্বগত) এ কি! আমি যেটা মনে মনে মৎলব্ কচ্চি, সেইটা দেখ্‌চি সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্চে! না জানি আমার কি একটা আশ্চর্য্যি ক্ষ্যামতা জন্মেছে। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে—

গদা। (রাগের লক্ষণ মুখে প্রকাশ করিয়া অলীকের প্রতি) চুঁ চুঁ মাচু কাচু কিচি মিচি—শালা হমি টোর গর্ডান লেবে (ছুরি হস্তে অলীকের নিকট গমন, অলীক ভয়ে পলাইতে উদ্যত ও চীৎকার) চৌকিদার—চৌকিদার—

সত্য। (উহাদের মধ্যে যাইয়া) হাঁ-হাঁ কর কি সাহেব—ওকে মের না—আমার কথা শোন—ওকে মাপ কর—ছেলেমানুষ একটা কাজ করে, ফেলেছে, দোহাই সাহেব, মাপ কর।

গদা। টুম বোল্‌টা কি বাবু—ওট্টা উচুশে হমার মাঠার উপর পরি গেছে—ডেথ টো হম্‌রা টোপি কেয়া হুয়া (ভাঙ্গা টুপি প্রদান) এ টোপি ডেখ্‌নে সে হমার রাগ হোটা—ওবাৎ হমি ছুনবে না, টোমার গোলা কাট্‌বে।

অলীক। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য!—আমি যেটী মনে কচ্চি, সেইটিই কাজে ঘ'ট্‌চে! আমি

কোথায় একটা চীনেম্যানের গল্প বানিয়ে বোল্লেম—না একটা কিম্বা সত্যিকার টিকি-ওয়ালা বেড়াল-চোকো ইঁদুর-খেগো জল্‌জ্যান্ত চীনেম্যান উপস্থিত—কিন্তু আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে—আমার ছিষ্টি কর্‌বার একটা ক্ষ্যামতা জন্মালো নাকি?—কিন্তু এবারকার ছিষ্টিটা যে বড় বেয়াড়া ছিষ্টি—এ ব্যাটা সত্যি সত্যি যদি ছুরি বসিয়ে দেয়—না—বোধ হয় এক বেটা কে এসে আমাকে দম্ দিচ্ছে!—আমার জান্‌তে হবে—রোস্ পরখ্ করে' দেখা যাক্। (কোমর বেঁধে দ্বারের নিকটে গিয়া দূর হইতে প্রকাশ্যে) আয় দিকি শালা দেখি। তুই আমাকে মার দিকি দেখি তোর কেমন যুগ্যতা। ব্যাটা চালাকি কর্‌তা হ্যায়—জান্‌তা নেই আমি কে হ্যায়—আমি অলীকপ্রকাশ রায় বাহাদুর হ্যায়—এত বড় আস্পদ্দা হ্যায় যে হামকো অপমান কর্‌তা হ্যায়—রাগে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বল্‌তা হ্যায়—কি বল্‌বো তুই হাতের কাছে নেই,না হ'লে ব্যাটা তোর টিকি ধোরে আচ্ছা কোরে দেখিয়ে দেতা হ্যায়—(স্বগত) ও বাবা, ব্যাটা যে ছুরি বাগিয়ে এগোয়—তেমন তেমন হলে এই দিক দিয়ে পিট্টান দেওয়া যাবে (ভয়ে কম্পমান)।

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) কি সাহস!—হাতে অস্ত্র নেই—তবু যুদ্ধে অগ্রসর হচ্চেন—ওঃ, কি তেজ! ক্রোধে ওঁর সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হচ্চে।

সত্য। (দুই জনের মধ্যে যাইয়া) অলীক-প্রকাশ, লেখাপড়া শিখে তোমার এই ব্যবহার? ওরকম ঝগ্‌ড়াটে স্বভাব হ'লে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের কখনই বিয়ে দেব না (গদাধরের প্রতি) সাহেব, ও ছেলেমানুষ, বোঝে না—মাপ কর, দোহাই সাহেব। আচ্ছা, তোমরা দুজনে থামো, আমি মিটিয়ে দিচ্চি। বল দিকি, কে কারে আগে অপমান করেছিল?

অলীক। ও আগে আমাকে অপমান করে-ছিল।

সত্য। তোমাকে অপমান করেছে? ওর টুপি যে রকম ভেঙ্গে গেছে দেখ্‌ছি, তাতে তুমি যে ওকে মেরে ফ্যাল্‌বার যো করেছিলে, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

অলীক। ওর কথা সত্যি না মশায়।

গদ্দা। আলবট্ সচ্ হ্যায়।

সত্য। হাঁ,এ কথা সত্যি বাপু—তুমি যে মেরেছ, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই—দেখ দিকি ওর টুপিটা কি করে' দিয়েছ। তোমার দোষ স্বীকার কর বাপু,না হ'লে কখন তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব না।

অলীক। সাক্ষীর মধ্যে তো ওর ঐ টুপিটা। আপনি যথন বল্‌চেন, তখন আর কি বলি। ভাল, আমার কথাই মিথ্যা, ওর কথাই সত্যি।

সত্য। দেখ সাহেব, ও আপনার দোষ কবুল কচ্চে—আর ঝগড়াতে কাজ কি—দুজনে আপোষ করে' ফ্যাল।

গদা। (হাস্য করত সত্যসিন্ধুর প্রতি) বুড্‌ঢা, টুম বড়া মজেকা আড্‌মি আছে—হা হা হা!—আও বাবু—(দুই জনে সেক্‌হ্যাণ্ড)——

অলীক। (স্বগত) বাঁচা গেল—ঘাম দিয়ে জ্বর পালাল। এ সব কাণ্ড কি হচ্চে, আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে।

সত্য। তবে আর কি—মিট্‌-মাট্ হয়ে গেল—সাহেবকে এখন কিছু খাইয়ে দাও।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) আঃ, বাঁচ্‌লেম! যুদ্ধটা হোলো না, ভালোই হোলো—যদি যুদ্ধে আহত হতেন, তা হ'লে আমি আয়েষার মতন ওঁর শিয়রে বোসে কত শুশ্রূষাই কত্তেম।

সত্য। বাপু, তোমার চাকরদের [illegible]—সাহেবকে কিছু খাইয়ে দিক্।

অলীক। ওরে—ওরে হরে—মোধো—হারা—ব্যাটারা গেল কোথায়? আবার সেই বন্ধুর বাড়ী সব ব্যাটাই সগাদ নিয়ে গেছে দেখ্‌চি, দু চার আনার লোভ আর সাম্‌লাতে পারে না। কিন্তু মশায়, ওঁর খাওয়া তো সহজ নয়—ছুঁচো ইঁদুর সাপ ব্যাং না দিলে তো ওঁর আর তৃপ্তি হবে না।

গদা। বাঙ্গালা খানা আমি বহুট্ পসন্দ করি, আমি বাঙ্গালীর সাথ দশ বরষ কলকাটায় আছে—আমি বাঙ্গালীর সব্ জানে।

অলীক। (স্বগত) এ ব্যাটা খেতে রাজী হ'ল যে—তবেই তো দেখচি মুস্কিল! (সত্যসিন্ধুর প্রতি) কলায়ের ডাল আর ভাত কি সাহেবের ভাল লাগবে মশায়?

সত্য। তুমি যে বাপু পোলাও কালিয়ে হুকুম দিয়েছিলে, তার কি হ'ল?

অলীক। কালিয়ে পোলাও ?

সত্য। তোমার বন্ধুরা তো কেউ এল না বাপু—সেই সব খাবার সাহেবকে খাইয়ে দেও না কেন।

অলীক।—হাঁ হাঁ—বটে বটে—এখন চাকরগুলো এলে যে হয়।

প্রস। মশায় খাবার সব ঠিক্ হয়েছে।

অলীক। (স্বগত) এ কি! কোথা থেকে এর মধ্যে সব তৈরি হ'ল ? এ সব কাণ্ড ভেল্কিতে হচ্চে না কি—আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। আমি যতই মিথ্যে কথা কচ্চি, ততই কিনা সত্যি হয়ে দাঁড়াচ্চে! যা হোক্, এখন আমার একটু ভরসা হচ্চে এর মধ্যে একটা কি আছে। একটা মিথ্যে কথাতেও তো এ পর্য্যন্ত ধরা পড়্‌লেম না। এখন তবে অনর্গল মিথ্যে কথা কওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) এস সাহেব, তোমাকে কিছু খাইয়ে দি—তোমাকে বড় কষ্ট দিয়েছি।

গদা। (স্বগত) বেশ হ'ল—এখন বিলক্ষণ করে' সেবা দেওয়া যাক্ গে—সব ফাঁড়াগুলই তো কেটেছে—এখন কেবল একটা আছে—সত্যসিন্ধু বাবু আমাদের বাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌বার জন্তে ব্যস্ত হয়েছেন; তাথা কর্‌তে গেলেই তো মিথ্যে কথাটা ধরা পড়্‌বে—তা—আমিই আগে থাক্‌তে কেন জগদীশ বাবু সেজে আসিনে—সেই ভাল।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত) শক্রকে আবার খাওয়াতে নিয়ে যাচ্চেন, এরূপ উদারতা বীর পুরুষেরই উপযুক্ত বটে। [অন্তরাল হইতে প্রস্থান।

[গদাধর, অলীক ও সত্যসিন্ধুর প্রস্থান।

প্রস। হি হি হি হি—মাইরি এত রঙ্গও জানে। মিন্‌ষের নকল দেখে এমনি হাসি পাচ্ছিল যে, আর দম্ রাখ্‌তে পারি নে—এখন হেসে বাঁচি—হি হি হি হি—কিচি মিচি কোরে চীনের সাহেবের মত কত নকলই কোল্লে—মরণ আর কি—হি হি হি হি—আমার মিন্‌ষেটা খুম্ নসিক যাহোক্—না হলে কি আমার মনে ধরে।—হি হি হি হি—ভ্যাল্লা যা হোক্! [প্রসন্নের প্রস্থান।

(জগদীশ বাবুর প্রবেশ)।

জগ। অলীকপ্রকাশ কি এখানে আছে ?

প্রস। তিনি আমাদের কর্ত্তা-বাবুর কাছে আছেন।

জগ। তোমাদের কর্ত্তার নাম কি বাছা ?

প্রস। তেনার নামটা আমার বড় মনে থাকে থাকে না বাবু—রোস মনে করি—প্যাট্‌রা—প্যাট্‌রা প্যাট্‌রা—আ মর্—

জগ। (আশ্চর্য্য হইয়া) প্যাট্‌রা।—সে কি বাছা ?

প্রস। না না—প্যাট্‌রা না—সিন্দুক—সিন্দুক-

জগ। সে কি বাছা—সিন্দুক কি ?

প্রস। এইবার মনে পড়েছে বাবু—আমাদের কর্ত্তাবাবুর নাম সত্যিকের সিন্দুক—আ মর্—সত্যি সিন্দুক।

জগ। সতি-সিন্দুক!—সত্যসিন্ধু বুঝি—

প্রস। তাই হবে—আমি বাবু অত জানিনে। বাবু, তোমার নাম কি গা ?

জগ। তা বাছা তোমার জেনে কাজ নেই।

প্রস। তোমার কি দরকার বল না, আমি—

জগ। সে তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে আমি বল্‌ব।

প্রস। এই যে কর্ত্তা-বাবু আস্‌চেন।

(সত্য-সিন্ধুর প্রবেশ)

সত্য। (দ্বারের নিকট) এ লোকটি কে প্রসন্ন ?

প্রস। বোধ হয়, অলীক বাবুর সঙ্গে ওঁর কিছু কাজ আছে।

[প্রসন্নের প্রস্থান।

জগ। মহাশয়ের নাম বোধ করি সত্য-সিন্ধু বাবু ? বড় সৌভাগ্য যে, মহাশয়ের সঙ্গে এখানে আলাপ হ'ল। আপনার নাম পূর্ব্বে কর্ণে শোনা ছিল। এখন সাক্ষাৎ হয়ে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হ'ল। মহাশয়, অখিল-প্রকাশের পুত্র অলীক-প্রকাশ কি এই বাড়ীতে থাকে ?

সত্য। তাঁদের সঙ্গে কি মহাশয়ের আলাপ আছে ?

জগ। পূর্ব্বে অখিলের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হ'ত এখন তার সঙ্গে আমার প্রায় ২০—২৫ বৎসর দেখা হয় নি। মধ্যে মধ্যে কখন সে পত্র লেখে, এইমাত্র।

সত্য। মহাশয়ের নাম ?

জগ। আমার নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

সত্য। কি! মহাশয়ের নাম জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ? আপনি এত কষ্ট কোরে এই

ক্ষুদ্র কুটীরে পদার্পণ করেছেন? আজ আমার পরম সৌভাগ্য। আপনার বন্ধু অখিল-প্রকাশের পুত্র অলীক-প্রকাশের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহের কথা হচ্চে—তার উপর মহাশয়ের যেরূপ অনুগ্রহ, তা আমি সব শুনেছি।

জগ। অনুগ্রহ!—আমি ত মশায় অলীক-প্রকাশকে চক্ষেও দেখিনি। তবে তার বাপের একটা কর্ম্ম করে' দিয়েছি বটে—অখিল এখন মুরসিদাবাদে সেরেস্তাদারি কাজ করে।

সত্য। সেরেস্তাদারি কাজ!—তিনি যে এক জন মস্ত জমীদার। তাঁর পুত্রের সঙ্গে মহাশয়ের তবে কি আলাপ নাই?

জগ। কাল আমি তাঁর বাপের কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছি। কিন্তু সেই পত্রের মর্ম্ম আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। শুনলেম না কি, অখিলের পুত্র অলীক-প্রকাশ এই বাড়ীতে থাকে, তাই সেই বিষয়টা জান্‌তে এলেম। অলীকের সঙ্গে আমার কখন চাক্ষুষ্‌ হয় নি। এই পত্রটা পড়ে, দেখুন দিকি। এর মর্ম্ম তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। (সত্য-সিন্ধুকে পত্র প্রদান)

সত্য। সে কি মশায়! (পত্রপাঠ)

"দীন-প্রতিপালক বরেষু—

অসংখ্যপ্রণামা বহবো নিবেদনঞ্চ বিশেষ—

হজুরালীর শ্রীচরণ-সরোজের কৃপায় এই দীন হীন অভাজন সেরেস্তাদারি কর্ম্ম প্রাপ্তে কোন প্রকারে সপরিবারে বজায় আছে। আমার পুত্রটি বেকার অবস্থায় থাকা বিধায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহাকে বার বার লিখি—অদ্য পুত্রের পত্রে অবগত হইলাম যে, সে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল এবং তাহাকে দেখিবামাত্রই তাহার পরে নাকি মহাশয়ের আত্যান্তিক স্নেহ পড়িয়াছে এমন কি যাহা অস্মদাদির ন্যায় অন্ত্যজ মনিষ্যের স্বপ্নেরও অগোচর, মহাশয় নাকি বাঙ্গাল ব্যাঙ্কের দেওয়ানী পদটি তাকে দিবেন বলিয়া স্বীকার পাইয়াছেন—এই সমাচারে অধীন যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছে, তাহা ভগবানই জানেন। অলীক-প্রকাশ যেরূপ সুবোধ, সুশীল, সত্যবাদী, তাহাতে দেখিবামাত্রই যে তাহাকে মহাশয়ের পছন্দ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কি। কেন না, শাস্ত্রে বলে জহরী না হইলে কি কখন জহর চিনিতে পারে? আর যদ্যপিস্যাৎ তাহার কোন গুণই না থাকে, তথাপি মহাশয় নিজগুণে সকলই করিতে পারেন। মহাশয়ের অসাধ্য কি আছে—একবার এই দীনজনের উপর কৃপা-কটাক্ষ-পাত হইলে সকলই সম্ভব। এ অধীনদিগের আর দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? মহাশয়ই আমাদের সকল ভরসা—মহাশয় আমাদের জজ্‌—মহাশয়ই আমাদের মেজেষ্টর—মহাশয়ই আমাদের কুইন-ভেকটরিয়া। আর অধিক কি লিখিব ইতি।

পদ-রজ-প্রেত্যাশিত

শ্রীঅখিলপ্রকাশ দাসস্য।"

মশায় তবে অলীকপ্রকাশকে বাঙ্গলা-ব্যাঙ্কের দেওয়ানি পদ দেবেন বোলে স্বীকার পেয়েছেন?

জগ। মশায় বলেন কি! আমার সঙ্গে তার মোটেই স্থাখাশুনো নেই, আমি তাকে কর্ম্ম কি কোরে দেব?

সত্য। সে কি মশায়! অলীকপ্রকাশ কি মহাশয়ের বাটীতে সর্ব্বদা যাতায়াত করে না?

জগ। কৈ! না মশায়।

সত্য। মশায়ের বসত্‌বাটীর কথা বল্‌চিনে—বাগানবাটীর কথা বল্‌চি।

জগ। আমার বাগান-বাড়ী এখানে কোথা মশায়, আমার বাগান-বাড়ী বালিগঞ্জে।

সত্য। উল্টোডিঙ্গিতে আপনার কি একটা বাগান-বাড়ী নেই?

জগ। কৈ, আমি ত মশায় জানি নে।

সত্য। আপনার সেই বাগানে নাকি একটা প্রকাণ্ড বারমেসে জামগাছ আছে—আর আপনি নাকি জাম খেতে বড় ভালবাসেন। সেখানে নাকি অলীক-প্রকাশের সঙ্গে রাতদিন দাবা খেলেন!

জগ। (হাস্য করিতে করিতে) সে কি মশায়—অলীকপ্রকাশকে এখনও পর্য্যন্ত চক্ষে দেখিনি—আর যে জায়গার কথা বলচেন, আমি তো তার কিছুই জানিনে মশায়—আর, দাবা খ্যালা আমার জীবনে তো আমি কখন খেলিনি। (স্বগত) অলীকপ্রকাশের দেখ্‌চি সকলি অলীক।

সত্য। পাজি—লক্ষীছাড়া—তবে দেখ্‌চি আগাগোড়া মিথ্যেকথা বলেছে। এমন মিথ্যে-বাদী তো আমি দুনিয়ায় দেখিনি। আর যাই

হোক্, ওর সঙ্গে তো আমার মেয়ের বিবাহ দিচ্চিনে।

জগ। মশায়, তার সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দেবেন বোলে কি কথা দিয়েছেন?

সত্য। না মশায়, আমি তাকে কোন কথা দিই নি। সে এ বিষয়ে কোন আপত্তি কর্‌তে পারে না। কেন না, তাকে আমি পূর্ব্ব হতেই বলে' রেখেছিলেম যে, তার সঙ্গে বিবাহ দেবার পক্ষে আমার একটি আপত্তি আছে; সে আপত্তি খণ্ডন না হ'লে আমি বিবাহ দেব না। এই যে, লক্ষ্মীছাড়া এই দিকে আস্‌ছে।

জগ। আপনি ওকে এখন আমার কোন পরিচয় দেবেন না। কি করে, দেখা যাক্।

(অলীকপ্রকাশের প্রবেশ)

অলীক। আপনি মশায় তো আহার করেই চলে এসেছেন—আর সেই চীনেম্যান ব্যাটা যে কোথায় চলে গ্যাল, তা বল্‌তে পারিনে। (জগদীশবাবুর প্রতি) আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন, আপনাকে পূর্ব্বে দেখেছি কি না স্মরণ হচ্চে না, বোধ করি কৃষ্ণনগর থেকে আসা হচ্চে?

জগ। ঠিক ঠাওরেছ।

অলীক। কৃষ্ণনগরের লোকদের দেখ্‌লেই কেমন চেনা যায়। যদি মশায়ের কল্‌কাতায় বাস কর্‌বার ইচ্ছে থাকে, তা হ'লে আমাকে বল্‌বেন, আমি সব ঠিকঠাক্ করে' দেব।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) দিব্যি পাত্রটি তো পেয়েচেন মশায়।

সত্য। (মৃদুস্বরে) পাজি—লক্ষ্মীছাড়া!

জগ। (অলীকের প্রতি) আমি এখানে কাজকর্ম্মের চেষ্টায় এসেছি—জগদীশ বাবুর সঙ্গে মহাশয়ের আলাপ আছে?

অলীক। তাঁর সঙ্গে আবার আমার আলাপ নেই?—দেখ্‌তে বড় ভাল না যদিও—একটু কুঁজো রকম—নাকটা একটু থ্যাঁদা—দাঁতগুলো একটু উঁচু উঁচু—কিন্তু এদিকে লোক খুব ভাল—দোষের মধ্যে দু'একটা মিথ্যে কথা বলে—তা আজকালের বাজারে মশায় ও দোষটি কার না আছে? কিন্তু দেখুন মশায়, আমার কেমন একটা অভ্যেস হয়ে গ্যাছে যে, ভুলেও একটা মিথ্যে কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না।

জগ। (স্বগত) তা তো বিলক্ষণ দ্যাখা যাচ্চে।

সত্য। (স্বগত) পাজি!—লক্ষ্মীছাড়া!—অম্লানবদনে বল্‌চে দ্যাখ না।

জগ। আপনার সঙ্গে তাঁর যখন এত আলাপ—তখন তাঁকে বোলে কোয়ে আমার একটা কোন কর্ম্ম জুটিয়ে দিলে বাধিত হই।

অলীক। অবশ্য অবশ্য। আমি নিজে তোমাকে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তাঁর সঙ্গে আলাপ করে' দেখ্‌বে, তিনি কি চমৎকার লোক। ভারি উত্তম লোক! বোল্লে অহঙ্কার করা হয়, আমার সঙ্গে তাঁর কিছু বিশেষ আত্মীয়তা আছে।

জগ। (হাস্য সম্বরণ করিয়া) হুঁ।

অলীক। তাতে আবার লোকটা খুব ইয়ার। কাল তাঁর বাড়ীতে একত্রে আহার কল্লেম।

সত্য। তাঁর সঙ্গে আহার কল্লে?

অলীক। হাঁ—আর কেউ ছিল না, কেবল আমি আর তিনি। দুজনে খাওয়া যাচ্চে, আর খোস গল্প চল্‌চে।

সত্য। তবে তো জগদীশ বাবু কাল্‌কের চেয়ে অনেক বদ্‌লে গ্যাছেন।

অলীক। কি কোরে মশায়?

সত্য। কি কোরে?—তুমি কাল এঁর সঙ্গে একত্রে খেলে, আর আজ চিন্‌তে পাচ্চ না?

অলীক। অ্যাঁ, ইনিই জগদীশ বাবু? কল্‌কাতার জগদীশ বাবু? দুঃখের বিষয়, এঁকে আমার স্মরণ হচ্চে না।

সত্য। স্মরণ না থাক্‌তে পারে—কিন্তু ইনিই যে জগদীশ বাবু, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই।

অলীক। তা আমি অস্বীকার কচ্চিনে—কিন্তু আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, এঁর সঙ্গে আমি কাল আহার করি নি। তবে এঁর নাম জগদীশ বাবু কি করে' হ'ল, তা মশায় আমি কি করে' বোল্‌বো। তবে যদি ওঁর পরিবারের মধ্যে আর কোন জগদীশ বাবু থাকেন।

জগ। আমার নামে আমার পরিবারের মধ্যে তো কই আর কাকেও দেখ্‌তে পাই নে। তবে আমার একটী ভাগ্‌নে আছে, তার নামও জগদীশ বটে।

অলীক। বটে, তাঁর নামও জগদীশ? এই তবে এখন ঠিক্ হয়েছে। ওঃ—তাঁরই সঙ্গে আমার আলাপ ছিল। তাঁরই সঙ্গে আমি কাল একত্রে আহার করেছি।

জগ। ও কথা আমি বিশ্বাস কত্তে পাত্তেম—কিন্তু ওর মধ্যে যে একটু গোল বাদ্চে। আমার যে ভাগ্নেটির নাম জগদীশ, সে এই তিন বৎসর ধোরে দেশে নেই। সে পশ্চিমে পালিয়ে গ্যাছে।

অলীক। (স্বগত) আরে মোলো! কি উৎপাত! (প্রকাশ্যে) আপনি তবে জানেন না। তিনি কাল কল্কাতায় এসেছেন। লজ্জায় আপনার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্চেন। আমি তাঁকে কাল দেখেছি মশায়।

জগ। না বাপু, সে আসে নি।

অলীক। অবশ্য এসেছেন। আমি বলচি এসেছেন। আচ্ছা বাজি রাখুন—

সত্য। আচ্ছা, বাপু, তিনি এসেছেন, তার প্রমাণ দেও, তা হ'লে তোমার আর সকল দোষ মার্জ্জনা করব।

(প্রসন্নের প্রবেশ)

প্রস। জগদীশ বাবু এসেছেন।

(জগদীশ বাবু সাজিয়া গদাধরের প্রবেশ)

অলীক। (দণ্ডায়মান হইয়া) এই যে জগদীশ বাবু—আস্তে আজ্ঞা হোক্।

জগ। (স্বগত) আ মোলো! এ যে আমার মোসাহেব গদাধর দেখ্চি। এখানে কি কোত্তে এল?—দ্যাখাই যাক্ না কি করে—আমাকে এখনও দেখ্তে পায় নি—রোস্ আমি আর একটু মুখ ফিরিয়ে বসি। (মুখ ফিরিয়া উপবেশন)

গদা। তবে অলীক বাবু ভাল আছেন তো?

অলীক। যেমন রেখেছেন। এখন এসেছেন, বাঁচা গেল। অনেক সময় আপনি আমার উপকার করেছেন—তজ্জন্যে মহাশয়ের কাছে আমি বড়ই বাধিত আছি। (স্বগত) এইবার এ না এলেই তো আমার দফা রফা হচ্চিলো। কিন্তু এ কি ব্যাপার, আমি তো এর কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনে। (গদাধরের প্রতি প্রকাশ্যে) আসুন মশায় এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

গদা। (জগদীশ বাবুকে দেখিয়া স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! বাবু যে—(লজ্জিত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ, পরে মুখে কাপড় ঢাকিয়া মুখ ফিরাইয়া এক কোণে দণ্ডায়মান)

জগ। (স্বগত) ও যে আবার আমার পোষাক পরেছে। এখনও কিছু বলা হবে না—দ্যাখাই যাক্ না কি করে।

অলীক। (গদাধরকে লজ্জিত দেখিয়া সত্যসিন্ধুর প্রতি) এই দেখুন মশায়, আমি সত্যি কি মিথ্যে বলেছিলেম। কাল উনি পশ্চিম থেকে কল্কাতায় এসে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আজ হঠাৎ মামার সঙ্গে দেখা হয়ে লজ্জা হয়েছে। (স্বগত) এ কে? আমি তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্চিনে—ভাগ্যি এ ব্যাটা এসেছিল, তাই এ যাত্রাও রক্ষা পেলেম।

জগ। (স্বগত) একটু মজা করা যাক্—(প্রকাশ্যে গদাধরের প্রতি) লুকিয়ে লুকিয়ে কেন বেড়াচ্চ বাপু?

অলীক। (গদাধরের প্রতি) "মামা গো, ভাগ্নে তোমার" বোলে এসে পড় বাবা—আর কেন।

সত্য। তবে তো অলীকের একটা কথাও মিথ্যে নয়।

অলীক। মশায়, আমার উপর শুধু শুধু সন্দেহ করেন, এই আমার দুঃখ। (স্বগত) আজ সমস্ত দিন যা মনে কচ্চি, তাই কি সত্যি হচ্চে!

সত্য। বাপু, আমাকে মাপ করবে—আর আমি তোমার কথায় সন্দেহ করব না—আমি যতবার সন্দেহ করেছি, ততবারই তোমার কথা সত্যি বোলে পরে প্রকাশ হয়েছে। প্রথমে তোমার সেই লাটু ভায়ের কথা অবিশ্বাস করি—একটু পরেই লাটু ভাই এসে উপস্থিত হ'ল—তোমার সেই চীনে সাহেবের গল্প অবিশ্বাস করেছিলেম—তার পর চীনে সাহেব উপস্থিত হ'ল—আবার জগদীশ বাবুর ভাগ্নের কথা অবিশ্বাস করেছিলেম, সেটাও সত্যি হ'ল। আর আমি তোমাকে অবিশ্বাস কত্তে পারি নে—তোমার সঙ্গেই আমার মেয়ের বিবাহ দেব।

অলীক। (স্বগত) রাম, বাঁচলেম—একে একে সব ফাঁড়া গুলই কেটে গ্যাল। এখন আমাকে পায় কে!

জগ। (স্বগত) সত্যসিন্ধু দেখ্চি ভারি সাদা-সিধে লোক। আমার ভাগ্নে বোলেই বিশ্বাস

করেছে। আর এই ছোকরাটি দেখ্‌চি, মিথ্যেবাদীর একশেষ। সত্যসিন্ধুর মুখে এইমাত্র শুনলেম,—এর পূর্ব্বে অনেকবার অলীকের কথায় তাঁর অবিশ্বাস হয়েছিল, কিন্তু তার পরেই সেই সব কথা সত্যি বোলে প্রকাশ হয়। আমার ভাগ্‌নের কথা যে রকম সত্যি, সে সব কথাও বোধ হয় সেই রকম সত্যি। গদাধর এবার যেমন সেজে এসেছে, এই রকম বোধ হয় প্রতিবার সেজে এসে মিথ্যেকে সত্যি করে' দাঁড় করাচ্চে। আমার বোধ হয়, ওর সঙ্গে অলীক একটা কি ষড়যন্ত্র করে' বুড় মানুষকে ঠকাচ্চে। কিন্তু গদাধরের এ তো বড় অন্যায়—আমার লোক হয়ে তার এই রকম কাজ? আর এই মিথ্যে কথাগুলা যদি সব ধরা না পড়ে, তা হলেই তো সত্যসিন্ধু বাবু এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে ওঁর কন্যার বিবাহ দেবেন। এ সব জেনে শুনে, একজন ভদ্রলোক কখনই নীরব থাকতেন না, আর নীরব থাকা উচিতও নয়। (প্রকাশ্যে সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়—ও আমার ভাগ্‌নে নয়। অলীকের সমস্তই মিথ্যে কথা, আপনি ওর কথায় ভুলবেন না। ছোকরাটির মিথ্যে কথার কতদূর দৌড়, তাই দেখ্‌বার জন্যই ওর কথায় একটু সায় দিয়েছিলেম। কিন্তু বাস্তবিক ও আমার ভাগ্‌নে নয়।

সত্য। কি বল্লেন মশায়, ও ব্যক্তি আপনার ভাগ্‌নে নয়?

জগ। না মশায়।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, উনি মিথ্যে কথা বল্‌চেন। একটু আগে উনি ভাগ্‌নে বোলে স্বীকার কল্লেন—আর এখন কিনা বল্‌চেন ভাগ্নে নয়। আমার বোধ হয়, ওঁর ভাগ্নে কোন বদনামের কাজ করে' পশ্চিমে পালিয়ে গিয়েছিল—তাই আপনার ভাগ্নে বোলে পরিচয় দিতে, এখন ওঁর লজ্জা হচ্চে।

সত্য।—(জগদীশের প্রতি) আমার কাছে মশায় লজ্জা কচ্চেন কেন, আমি প্রকাশ করব না।

জগ। এ কি আপদ! আপনি ওর কথায় বিশ্বাস কল্লেন? আমি নিশ্চয় বল্‌চি, ও আমার ভাগ্নে নয়।

অলীক। আমি বাজি রাখ্‌তে পারি, ঐ ওঁর ভাগ্নে।

সত্য। মশায়, ওরকম স্থলে নাম প্রকাশ কত্তে একটু লজ্জা হয় বটে—কিন্তু মিথ্যে কথা বলাটাও তো ভদ্র লোকের উচিত নয়।

জগ।—এ কি আপদেই পড়লেম—মশায় আমার কথা অবিশ্বাস কচ্চেন?

সত্য। ও লোকটিকে তবে কি আপনি আদপে চেনেন না?

জগ। চিনব না কেন মহাশয়—ও যে আমার মোসাহেব?

অলীক। এই দেখুন মশায়, একটা মিথ্যে কথা ঢাকতে গিয়ে আবার একটা মিথ্যে কথা।

জগ। আমার মিথ্যে কথা!—ও রকম বল্‌তে তোমার লজ্জা হচ্চে না।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) আমার কথা মিথ্যে কি সত্যি,মশাই বিবেচনা করে' দেখুন না।

সত্য। না বাপু, তোমার কথা আর আমি অবিশ্বাস কত্তে পারিনে। যতবার মিথ্যে মনে করেছি, ততবারই সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অলীক। দেখুন দিকি, তবু আমাকে বলে কি না মিথ্যেবাদী।

জগ। (স্বগত) কি আপদ্! সত্যসিন্ধুর চোখে আমিই শেষ মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়ালেম!—অলীককে নিয়ে একটু মজা কচ্ছিলেন—এটা সত্যসিন্ধু আর বুঝ্‌তে পারলেন না, সত্যিসত্যিই আমার ভাগ্নে মনে কল্লেন। এই বিপদ থেকে একবার উদ্ধার হ'লে এখন বাঁচি। আমার বেশ মনে হচ্চে—গদাধরই অলীকের সমস্ত মিথ্যেকে সত্যি করে' দাঁড় করিয়েছে।—ওরই জন্যে আমায় এই বিপদে পড়্‌তে হয়েছে। (গদাধরের নিকটে গিয়া) গদাধর, তুমি ভারি অন্যায় কাজ করেছ।—তুমিই বোধ হয় নানা রকম সং সেজে অলীকের মিথ্যে কথাগুলোকে সত্যি করে' দাঁড় করিয়েছ। এখন সব কথা খুলে বল।—না হ'লে তোমার আমি উচিত শাস্তি করব। আর দেখ, তুমি সব কথা খুলে না বোল্লে, আমি সত্যসিন্ধু বাবুর কাছে মিথ্যেবাদী হয়ে দাঁড়াচ্চি—যদি তোমার একটুও প্রভুভক্তি থাকে, তা হ'লে বোধ হয়, আমার কাছে তুমি কোন কথা ভাঁড়াবে না।

গদাধর। (সম্মুখে আসিয়া)—আপনাকে উনি মিথ্যেবাদী মনে কচ্চেন—আর আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পারিনে—আমি সব খুলে বল্‌চি। এতে

আমার অদৃষ্টে যা থাকে, তাই হবে। আপনি আমাকে বলেছিলেন যে, যদি আমি বিধবা বিয়ে কত্তে পারি, তা হ'লে আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবেন। তাই সেই লোভে—এই বাড়ীর চাকরাণীকে বিধবা-বিয়েতে রাজি করেছিলেম। কিন্তু সে বল্লে যে, তার দিদিঠাকরণের বিয়ে না হলে, সে বিয়ে কত্তে পার্বে না—তার দিদিঠাকরণ তাকে বলেছিলেন, তাঁর নিজের বিয়ে হয়ে গেলে পর, তার বিয়ের খরচপত্র দেবেন। তার পর শুন্লেম যে, দিদিঠাকরণের বিয়েতে একটা বাগড়া পড়েছে—একটা মিথ্যে কথা ধরা পড়্লে অলীক বাবুর সঙ্গে সত্যসিন্ধু বাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। এই কথা শুনে প্রসন্নের সঙ্গে পরামর্শ কল্লেম যে, কোন রকম করে' এই বিয়েটা ঘটাতেই হবে—অলীক বাবুর মিথ্যে কথা যেই ধরা পড়্বার মত হবে, অমনি তাঁকে কোন রকম করে' বাঁচিয়ে দিতে হবে। তাই সত্যসিন্ধু বাবু যতবার অলীক বাবুর কথায় সন্দেহ করেছিলেন, ততবারই আমি সেজে এসে অলীক-বাবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছি। লাটুভায়ের গল্প যখন অবিশ্বাস কল্লেন, তখন আমিই লাটুভাই সেজে আসি—চীনেম্যানের কথা যখন অবিশ্বাস কল্লেন, তখন আমিই চীনেম্যান সেজে আসি—আবার যখন দেখ্লেম, সত্যসিন্ধু বাবু, মহাশয়ের বাড়ী যাবার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছেন, তখন মনে কল্লেম—অলীক বাবুর মিথ্যে কথা ধরা পড়বে—আমিই নয় আগে থাক্তে সেজে এসে মহাশয়ের নামে পরিচয় দি—তা হ'লে আর উনি আপনার ওখানে দেখা করতে যাবেন না। আপনি যে এখানে নিজে এসে উপস্থিত হবেন, তা আমি স্বপ্নেও মনে করি নি। ধর্ম্মাবতার, আমাকে মাপ করুন, এমন কর্ম্ম আর কখন করব না।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) শুন্লেন তো মশায়!

সত্য।—তাই তো! এ সব কি!—আমি তো কিছুই বুঝ্তে পাচ্চি নে।—বাপু অলীকপ্রকাশ, এ সকলের অর্থ কি?

অলীক।—(স্বগত) এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝ্তে পাল্লেন—এখন কি বলা যায়—

সত্য।—চুপ্ করে' রইলে যে বাপু?

অলীক।—আপনি যে এখনও আমার উপর সন্দেহ কচ্চেন, এতেই আমি অবাক্ হয়েছি।—আর কিছু নয়—এই দুই জনে আমাকে ছেলেমানুষ পেয়ে ভোগা দেবার চেষ্টা ক'চ্চে মশায়।

সত্য। তা ঠিক্—ও লোকটিকে আমারও বড় ভাল ঠেক্‌চে না।

জগ। মশায়, আমার কথাও কি বিশ্বাস করেন না?

সত্য। না মশায়, আমি শীঘ্র আর কারও কথায় বিশ্বাস কচ্চিনে। কার কি মনের ভাব, কিছুই বলা যায় না।

গদা। (জগদীশ বাবুর প্রতি) মহাশয়, নিশ্চিন্ত হোন্—আমি এতক্ষণ ওঁর সহায় ছিলেম বোলে মিথ্যে কথাগুল ধরা পড়ে নি—এখন দেখ্‌ব, কে ওঁকে রক্ষা করে। আর পাঁচ মিনিট ওঁকে কথা কইতে দিন, তা হলেই দশটা মিথ্যে কথা হাতে হাতে এখনি ধরা পড়বে—তা হলেই সত্যসিন্ধু বাবু সমস্ত বুঝ্তে পার্‌বেন।

অলীক। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) মশায়, ওর কথা বিশ্বাস কর্‌বেন না—ও ব্যাটা ভারি মিথ্যেবাদী।

গদা। আমি মিথ্যেবাদী না তুই মিথ্যেবাদী?

অলীক। আমি মিথ্যেবাদী!—কোন্ সালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় কি কথা বোল্লে কি হয়, তা তুই জানিস্?—ইষ্টুপিড!—শুধু এক কথা বোল্লেই হয় না—পেটে একটু বিদ্যে চাই—জানিস্ এ কোম্পানির মুলুক—আমাকে মিথ্যেবাদী বলিস্—জানিস্‌নে দশ সালের আট আইনের ৫০০ ধারায় কি বলে?—আমাকে বলে কি না মিথ্যেবাদী!

সত্য। থাক্ থাক্ বাপু, আর ঝগড়ায় কাজ নেই। তুমি যে মিথ্যে কথা কও না, তা আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছে। মিছে ঝগড়ায় কাজ কি?

অলীক। না মশায়, ও কথা আমার বরদাস্ত হয় না—আমাকে বলে কি না মিথ্যেবাদী!—ও কি জানে না যে, আমি মনে কল্লেই এখনি ওর নামে ফরজারি কেস্ এনে, শমন জারি ডিক্রীজারি কোরে, শেষ গেরান জুরিতে ঠেল্‌তে পারি?—আমাকে কি না যে সে লোক মনে করেছে।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ছোক্‌রাটির আইন-জ্ঞান বিলক্ষণ আছে দেখছি।

সত্য। না মশায়, ছোক্‌রাটি লিখতে পড়তে কইতে বলতে স্বভাবচরিত্রে সব দিকেই ভাল—

কেবল দোষের মধ্যে একটু রাগী—তা ও বয়েসের ধর্ম্মে, একটু বয়েস হলেই শুধরে যাবে।

অলীক। রাগ হবে না মহাশয়?—আমার বাড়ীতে বোসে আমাকে কি না অপমান করে—ভাড়াটে বাড়ী হলেও কথা থাক্‌তো—আমার নিজ পৈতৃক বাস্তুভিটেতে বোসে কিনা আমাকে অপমান—এ কখন সহ্য হয়?

সত্য। থাক্ থাক্ বাপু, যেতে দেও।

গদাধর। (জগদীশের প্রতি) দেখুন মশায়, এই একটা মিথ্যে কথা বল্লে—এটা একটা ভাড়াটে বাড়ী—ও বল্লে কিনা ওর নিজের বাড়ী!

অলীক। এই দেখুন মশায়—সাধে কি আমার রাগ হয়—ও ব্যাটা স্বচ্ছন্দে বল্লে কিনা আমার নিজ বাড়ী নয়—ভাড়াটে বাড়ী।

সত্য। না—এ যে তোমার নিজ বাড়ী, তা আমি জানি।

গদাধর। অচ্ছা,আমি যদি প্রমাণ করে' দিতে পারি যে, এটা ভাড়াটে বাড়ী?

জগ। গদাধর! আর কেন মিথ্যে ঝগড়া কচ্চ—চল যাওয়া যাক্। (স্বগত) ভাল বিপদেই পড়েছি—পরের কথায় থাকা বড় ঝক্‌মারি—এখন যেতে পাল্লে হয়। এইবার ওঠা যাক্।

(ভাড়া আদায় করিবার জন্য বেলিফের পেয়াদার সঙ্গে এক জন লোকের প্রবেশ)

ঐ লোক। ঐ বাবু এই বাড়ী ভাড়া করেছিল।

পেয়াদা। (অলীককে ধরিয়া) এই দেখো গেরেফ্‌তারি প'নাযানা। রূপিয়া দেও—নেই আদালৎমে চলো।

অলীক। (ভয়ে কম্পমান)—অ্যাঁ—কি!—ভাড়ার টাকা!—অ্যাঁ—আমি—অ্যাঁ—

পেয়াদা। চল্‌বে চল্!—(গুঁতাপ্রদান)

অলীক। যাচ্চি বাবা—পেয়াদা সাহেব, একটু সবুর কর বাবা—অ্যাঁ—শ্বশুর মশায় ভাড়ার টাকাটা দিন, আমি মারা যাই যে—আপনার জন্যেই তো এই বাড়ী ভাড়া করেছিলেম—

গদা। ফোরজারি পার্জারি—শমনজারি ডিক্রীজারি—গেরানজুরি—সে সব জারিজুরি এখন কোথায় গেল বাবা?—এখন বল তো কোন্ সালের কোন্ আইনের কোন্ ধারায় ওয়ারাণ্টজারি লেখে?

জগ। আর কেন, যথেষ্ট হয়েছে।

সত্য। এটা তবে তো সত্যি ভাড়াটে বাড়ী—তবে তো দেখছি,ওর সব কথাই মিথ্যে—মিথ্যেবাদী পাজি!—লক্ষ্মীছাড়া—ছুঁচো—হতভাগা!—আমাকে দেখচি আগা গোড়া ঠকিয়ে এসেছে।—(জগদীশ বাবুর প্রতি) মহাশয় মাপ করবেন—আমি আপনার কথা পর্য্যন্ত অবিশ্বাস করেছিলেম।

জগ। আমি তাতে কিছু মনে করিনি—আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সকলি সম্ভব।

পেয়াদা। চল্ বে চল্।

অলীক। একটু সবুর কর বাবা—পেয়াদা সাহেব বড় ভাল লোক, শ্বশুর-মশায়, আমাকে এযাত্রা উদ্ধার করুন—আমি এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না।

সত্য। হাঃ, আমাকে "শ্বশুর মশায়" "শ্বশুর মশায়" করে' ডাকিস্‌নে—আর আমার মেয়ের সঙ্গে তোর বিয়ে দিচ্চিনে—পাজি—ছুঁচো—লক্ষ্মীছাড়া!

অলীক। এ যাত্রায় রক্ষা করুন—আর কখন এমন কর্ম্ম কর্‌ব না—

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি) ভাড়ার টাকা কটা দিয়ে খালাস করে' দিন—হাজার হোক্ ভদ্রলোকের ছেলে—

সত্য। না মশায়, আমি ও টাকা দিচ্চিনে—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

(হেমাঙ্গিনীর অন্তরালে আগমন)

হেমা। (অন্তরাল হইতে স্বগত) এ কি!—আমার প্রাণেশ্বর বন্দী হয়েছেন!—

সত্য। না—আমার মেয়ের সঙ্গে ওর কখনই বিয়ে দেব না—পাজি ছুঁচো—লক্ষ্মীছাড়া।

হেমা। (অন্তরালে স্বগত)—কি কথা শুন্‌লেম!—ওঁর সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন না! আমি আর নীরব থাক্‌তে পারিনে।—প্রণয়ের অপমান!—এ প্রাণ আর রাখব না— [প্রস্থান।

পেয়াদা। চলো বাবু চলো।

(গুঁতা প্রদান)

অলীক। মারিস্‌নে বাবা—তোকে পরে খুব খুসি কর্‌ব—শ্বশুর মশায় কিছু কোল্লে না—নিতান্তই কি তবে জেলে শ্বশুর-বাড়ী কর্‌তে হবে—ও প্রেয়সী—প্রেয়সী—বিরহ-যন্ত্রণায় তা হলে যে একে

বারে মারা যাব——এই অসময়ে একবার ত্রাণ দাও।—

(একটা ভোঁতা বঁটি হস্তে হেমাঙ্গিনীর প্রবেশ)

হেমা। আমি পিতার সমক্ষে, সমস্ত জগতের সমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর —আমার কণ্ঠ-রত্ন। ইনি ভিন্ন আর কাহাকেও আমি পতিত্বে বরণ কর্‌ব না—যদি এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়, তা হ'লে এই দণ্ডেই প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব।

সত্য-সিন্ধু। হাঁ হাঁ—কর কি! কর কি!— অমন কর্ম্ম কোরো না মা—আমি এখনি টাকা দিয়ে খালাস করে' দিচ্চি—এ কি উৎপাত! লক্ষ্মীটি, ঘরে যাও—এত লোকের সাম্‌নে কি বেরোতে আছে— ছিছি, কি লজ্জা!

হেমা। আমি জগতের সাম্‌নে এই শেষবার বল্‌চি, এই বন্দীই আমার প্রাণেশ্বর।

[দ্রুতবেগে হেমাঙ্গিনীর প্রস্থান।

জগ। এ কি ব্যাপার!—

গদা। তাই তো, এ কি!—

অলীক। এই বার খালাস ক'রে দিন মশায়, প্রেয়সীর তো অনুমতি হয়েছে।

সত্য। মশায়, আমি কি কুক্ষণে আমার মেয়েকে লেখাপড়া শেখাতে দিয়েছিলেম, তার ফল এখন ফল্‌চে। রাম রাম!—কি লাঞ্ছনা। আমার আর একটী ছোট মেয়ে আছে, তাকে আর লেখাপড়া শেখাচ্চিনে—এবার বিলক্ষণ শিক্ষা হয়েছে—এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না।

জগ।—মশায়, লেখাপড়া শেখানোর দোষ দেবেন না।—ভাল কোরে লেখাপড়া শেখালে কখনই তার মন্দ ফল হয় না—আর শুধু লেখাপড়া শেখালেই যে সুশিক্ষা হয়, তাও নয়—পিতা মাতার উপদেশ দৃষ্টান্তের উপর অনেক নির্ভর করে।

সত্য। যাই হোক্—এখন উপায় কি—ঐ লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে দেওয়াও যা—হাত-পা বেঁধে মেয়েটাকে জলে ফেলে দেওয়াও তা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর প্রতি মৃদু স্বরে) দেখুন মশায়, এক কাজ করুন—ওকে এই কথা বলা যাক্ যে, যদি ও বিয়ে করবার আশা একেবারে পরিত্যাগ করে, তা হ'লে ভাড়ার টাকা চুকিয়ে ওকে খালাস করা যাবে।

সত্য। আপনারা যা ভাল বোঝেন, তাই করুন। —আমি আমার মেয়ের আচরণ দেখে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি।

অলীক। মশায়, আমার উপায় কি কল্লেন, এই অবস্থায় কি আমাকে সমস্ত দিন থাক্‌তে হবে?

জগ। তুমি যদি বাপু ওঁর মেয়ের সঙ্গে বিবাহের আশা একেবারে পরিত্যাগ কর—তা হ'লে ভাড়ার টাকাটা চুকিয়ে দিয়ে তোমাকে খালাস করা যায়।

অলীক। এখনি—এখনি। আমি তাতে রাজি আছি মশায়—আমার বিয়েতে কাজ নেই—এখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—মশায়, ও ভয়ানক মেয়ে মানুষ—যে রকম বঁটি হাতে করে' এসেছিল, ও খুন কত্তে পারে, সব কত্তে পারে—বিয়ে হ'লে আমার গলায় কোন্ দিন ছুরি বসিয়ে দেবে—বাবা! এমন মেয়েকে বিয়ে করা আমার কর্ম্ম নয়—আমার ঝক্‌মারি হয়েছে, আমি এখানে বিয়ে কত্তে এসেছিলেম—এমন কর্ম্ম আর কর্‌ব না—খালাস করে দিলেই আমি এখান থেকে টেনে দৌড় মার্‌ব— আর এমুখোও হব না।—তোমাদের মেয়েকেও ডেকে নিয়ো বাবা—আমার পিছনে পিছনে আবার না তাড়া করে।—কি ভয়ানক!—বঁটি হাতে!—

জগ। (ভাড়া আদায়ের লোকের প্রতি) বাড়ী ভাড়া কত টাকা পাবে?

ঐ লোক। একশো টাকা।

জগ। (সত্যসিন্ধুর নিকট হইতে নোট লইয়া) —এই লও একশো টাকার একখানা নোট্ দিচ্চি। (পেয়াদার প্রতি) আবি বাবুকো ছোড় দেও আওর কেয়া মাংতা?—

পেয়াদা। (অলীককে ছাড়িয়া দিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে) বাবু কো তো ছোড় দিয়া— হমারা বক্‌সিস্!—

অলীক। বক্‌সিস্!—দাঁত বের কর্‌কে এখন হাস্‌তা হায়—যখন আমার পিঠে গুঁতো মার্‌তা হায়—তখন বক্‌সিসের কথা মনে ছিল না হায়— এখন বক্‌সিস্!—বাঞ্চারাম আর কি!—

পেয়াদা। সেলাম বাবু। [প্রস্থান।

অলীক। আমি মশায় চল্লেম। আর এখানে নয়।

জগ। বাপু, তোমার স্বভাবটা একটু শুধরিও। অমনতর অনর্গল মিথ্যে কথা বোলো না। মিথ্যে কথা বল্‌বার কি ফল, তা তো দেখলে? তোমার বাবাকে বোলো, তোমার স্বভাবটা শুধরে গেলে, অলীক নামটা যেন বদ্‌লে দেন।

অলীক। মশায়, আমার ঘাট হয়েছে, আমি নাকে খং দিচ্ছি, এমন কর্ম্ম আর কখন কর্‌ব না। কিন্তু মশায়, মাপ কর্‌বেন, অলীক নামটি আমি কিছুতেই বদ্‌লাতে পারব না। বাপ-মা আদর করে' নামটি দিয়েছেন, আপনারা পাঁচ জনে বলুন না, ও নাম কি এখন বদ্‌লানো যায়? কিছুতেই না। তবে, অনুমতি হয় তো আজ আসি।

জগদীশ ও সত্যসিন্ধু } এখনি এখনি! "শুভস্য শীঘ্রং"।

[অলীকের প্রস্থান।

জগদীশ। চলুন, আমরাও তবে যাই।

[সকলের প্রস্থান.

যবনিকা।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ

পিয়ের-লোটির ফরাসী হইতে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

ভাষান্তরিত।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।

ভারতের অভিমুখে—যাত্রা-পথে।

লোহিত সমুদ্রে, মধ্যাহ্ন। আলোক, আলোক, এত আলোক যে, এই আলোক দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়; যেন এক প্রকার আধো-আঁধার হইতে বাহির হইয়া চোখ্ আরও খুলিয়া গিয়াছে, আরও স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইতেছি। আধুনিক জাহাজের সাহায্যে এই পরিবর্ত্তনটা খুব দ্রুতভাবে সংঘটিত হয়। এই সকল জাহাজের উপর এখন আর বাতাসের কোন হাত নাই; এই সকল জাহাজ, উত্তর দেশের শরৎকাল হইতে, আমাদিগকে হঠাৎ এইখানকার চির-গ্রীষ্মের মধ্যে আনিয়া ফেলে, ঋতুর ক্রম-সংক্রমণ আদৌ উপলব্ধি হয় না।

জল ঘোর নীল; রূপার ঝালরগুলা যেন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—নাচিয়া বেড়াইতেছে। মনে হইতেছে যেন, আকাশ পৃথিবী হইতে আরও দূরে সরিয়া গিয়াছে, মেঘগুলা যেন আরও সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া শূন্যে ঝুলিতেছে; আকাশের গভীরতা ক্রমেই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; দূরত্বের মধ্যে জাহাজ যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই আকাশকে আরও বেশী করিয়া উপলব্ধি করিতেছি।

আরও আলোক, ক্রমাগতই আলোক। বাস্তবিকই নেত্র যেন বিস্ফারিত হইয়া, বেশী বেশী রশ্মি, বেশী বেশী রং গ্রহণ করিতেছে।...তবে কি, নেত্র ইহার পূর্ব্বে ভাল করিয়া কিছুই দেখিতে পাইতেছিল না?—না জানি কোন্ তিমির-রাজ্য হইতে এইমাত্র বাহির হইয়াছে। ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, কাহারও আদেশ অপেক্ষা না করিয়া, এই যে শুভ্র আলোক-উৎসবের আয়োজন—স্বর্ণাভ আলোক-উৎসবের আয়োজন চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে—এ কিসের উৎসব?···

এইখানে,—এই প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাচীন সমাধি-ক্ষেত্রের উপর, বিলুপ্ত মানব-সঙ্ঘের এই ধূলিরাশির উপর, এই বিষাদময় উৎসব অবিরাম চলিতেছে; কেবল, উত্তর-দেশের অভিমুখে গেলে, এ সব ভুলিয়া যাইতে হয়; তাহার পর, এই সব প্রদেশে ফিরিয়া আসিলেই আবার সেই একই দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, আবার বিস্ময়ে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। সেই একই উষ্ণ ও অবসাদক্লান্ত উপসাগরের উপর—সেই একই প্রস্তরময় কিংবা বালুকাময় পুরাতন তটভূমির উপর,—সেই সব ধ্বংসাবশেষের উপর,—এবং যে সকল মৃত প্রস্তর-স্তূপ বাইবেল-বর্ণিত জাতিসমূহের গূঢ় রহস্যকে, পূর্ব্বপুরুষদিগের ধর্ম্মসমূহের গূঢ় রহস্যকে আগলাইয়া রহিয়াছে, সেই সব প্রস্তর-স্তূপের উপর—এই আলোক-রশ্মি অবিরাম পতিত হইতেছে। আমাদের কল্পনা, এই বিষাদময় আলোকের উৎসবকে দূর অতীতে লইয়া গিয়া, প্রাচীন পৌরাণিক কাহিনীর সহিত উহাকে একসূত্রে বাঁধিয়া দেয়; তাই মনে হয়, এই আলোক-উৎসব যেন অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং ইহার বুঝি শেষ নাই।···

কিন্তু, বাইবেল-বর্ণিত এই অতীত,—যাহার আপেক্ষিক প্রাচীনতায় আমাদের বিভ্রম উপস্থিত হয়, যাহার উপর আমাদের এত বিশ্বাস,—জগতের ভীষণ অতীতের তুলনায় এই অতীতটা সে দিনের বলিলেই হয়। এই সমস্ত আলোক, যাহা আমাদের নিকট এত উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয়, যাহাতে আমাদের নেত্রের মত্ততা উপস্থিত হয়, উহা আমাদের ক্ষুদ্র সূর্য্যের ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়ামাত্র; এই সূর্য্য আমাদের এই ক্ষুদ্রতম পৃথিবীর উপর আলো দিতে দিতে ধীরে ধীরে একদিন নির্ব্বাপিত হইবে; এখন সূর্য্য সেই নির্ব্বাণের পথেই চলিয়াছে। আমাদের পৃথিবী, পাছে শীতল হইয়া পড়ে, এই ভয়ে সূর্য্যের খুব কাছে-কাছে রহিয়াছে; আরও তাহার ভয়, পাছে সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়ে—যেখানে অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহগুলো ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আকাশের এই নীলিমা, যাহার উপর চির-পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র-আকারের মেঘগুলা অবিরাম খেলা করিয়া বেড়াইতেছে এবং যাহা অতলস্পর্শ গভীর

বলিয়া আমাদের মনে প্রতিভাত হয়, উহা একটা পাতলা অবগুণ্ঠন মাত্র; আমাদের চোখকে ভুলাইবার জন্য, কালো অন্ধকারকে আমাদের নিকট হইতে লুকাইয়া রাখিবার জন্য, এই নীল অবগুণ্ঠন আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে; এ সমস্ত আসলে কিছুই নহে; আসল কথা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার উহার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এই অন্ধকারই নিত্য পদার্থ, এই অন্ধকারই সর্ব্বাধিপতি; ইহার আদি নাই, অন্ত নাই; অনাদি কাল হইতে ঐ কৃষ্ণবর্ণ শূন্যের মধ্য দিয়া নিস্তব্ধভাবে কত শত জগৎ স্বকীয় কক্ষ হইতে চ্যুত হইতেছে, এই কৃষ্ণবর্ণ মহাশূন্য কখনও তাহাদিগকে আটকায় নাই,—কখনও তাহাদিগকে আটকাইবে না।

আকাশ ও সমুদ্রের এই সমস্ত উজ্জ্বল নীলিমার মধ্য দিয়া এখনও ৭।৮ দিন চলিতে হইবে, তাহার পরেই আমার যাত্রা শেষ হইবে, আমার গন্তব্যস্থানে আমি উপনীত হইব। ধর্ম্মের পীঠস্থান, মানব-চিন্তার লীলাভূমি—সেই ভারতবর্ষে আমি এখন যাইতেছি; আমার ভয় হইতেছে, পাছে সেখানে গিয়া কিছুই না পাই—পাছে সেখানে গিয়া আবার প্রতারিত হই। আত্মবিনোদনের জন্য, কিংবা শুধু একটা মনের খেয়ালে এবার আমি সেখানে যাইতেছি না; আর্য্য-জ্ঞানের রত্নভাণ্ডার যাঁহাদের হস্তে, তাঁহাদের নিকট এবার চিত্তশান্তি যাচ্ঞা করিতে যাইতেছি। খৃষ্টধর্ম্মের আশা-ভরসা আমার চিত্ত হইতে তিরোহিত হইয়াছে; আত্মার অনির্দ্দেশ্য দীর্ঘস্থায়িত্বের উপর তাঁহাদের যে বিশ্বাস আছে, খৃষ্টধর্ম্মের আশ্বাসের পরিবর্ত্তে সেই কঠোরতর বিশ্বাসটি যদি তাঁহারা আমাকে দিতে পারেন,—তাই জানিবার জন্যই আমি তাঁহাদের নিকট যাইতেছি……

এই সময়ে সূর্য্য অস্ত হইতেছে। কি চমৎকার দৃশ্য! এই সূর্য্য—আমাদের এই নিজস্ব সূর্য্য,—যে সূর্য্য অনাদিকাল হইতে ঘুরিতে ঘুরিতে, আমাদিগকে তাহার দিকে নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে—আর এক মুহূর্ত্ত পরেই অন্য অগণ্য সূর্য্যের মধ্যে হারাইয়া যাইবে। এই সেই অস্তাচলের অধিত্যকা—সেখানে নৈশ আকাশের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া, আমরাও ঘুরিতে ঘুরিতে সেই মহারাত্রির অভিমুখে—সেই অন্তহীন তমোরাশির অভিমুখে এখনি গমন করিব। এক্ষণে সায়াহ্নের কুহক-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, এই অস্তমান সূর্য্যের তাম্র-পাটল প্রভা নিরীক্ষণ করা যাক্। পূর্ব্বদিকে, সমুদ্রের ঊর্দ্ধে, দিগন্তের উচ্চদেশে, জনশূন্য উজাড় রক্তবর্ণ প্রস্তরের একটি পর্ব্বতমালা, জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় লাল হইয়া উঠিয়াছে। এই পর্ব্বতগুলি—সেনাই, সের্ব্বাল ও হোরেব্। আবার সেই মুসার সময়কার পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব আমাদের মনকে অধিকার করিল—সেই সকল কাহিনী, যাহা বংশপরম্পরাক্রমে, ধর্ম্মভাবের যেন একটা ভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে।

কিন্তু এই জলন্ত শিখরগুলি নির্ব্বাপিত হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। সূর্য্য জলরাশির পশ্চাতে চলিয়া পড়িল, সায়াহ্নের ক্ষণিক মায়া-দৃশ্য অন্তর্হিত হইল; সন্ধ্যার ধূসরতার মধ্যে সিনাই, সের্ব্বাল, ও হোরেব্ বিলুপ্ত হইল; বিলীন হইল। আর উহাদিগকে দেখা যায় না; আসলে উহারা কি? ধরাপৃষ্ঠে কতকগুলি পাথর একস্থানে আটকাইয়া পড়িয়াছে, এই মাত্র; কিন্তু বাইবেলের "exodus" পরিচ্ছেদের কবিত্ব-প্রভাবে, উহাদিগকে আমরা কল্পনায় অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছি!

অনন্ত রাত্রি—প্রশান্ত রাত্রি আসিয়া—এখনি সকল পদার্থের যথাযথ পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে। এখনি, অনন্ত আকাশে, সৌররাজ্যের যাত্রিদল দেখা দিয়াছে। উহাদের মধ্যে কাহারও যদি পদস্খলন হয়, তাহা হইলে সকলেই ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন অগাধ শূন্যের মধ্যে পতিত হইবে, আমরাও পতিত হইব—এই ভাবটা আবার আমার মনে জাগিয়া উঠিল। সূর্য্য আমাদিগকে ক্রমাগত টানিতেছে—কিন্তু আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহদের কি দুর্দ্দশা, সূর্য্যের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—অথচ কস্মিন্‌কালেও সেখানে পৌঁছিতে পারিবে না; এই সকল সূর্য্যেরা তবু কতকটা স্বাধীনভাবে শূন্যের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু আমাদের গ্রহগণ পেঁচাল গতি অনুসরণ করিয়া ক্রমাগতই সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে।

মধ্য-আকাশ হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত, কোথাও একটি মেঘ নাই, আকাশে চমৎকার স্বচ্ছতা। এক্ষণে আমাদের নেত্রসমক্ষে সেই অসীম শূন্য উদ্‌ঘাটিত, যেখানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অসংখ্য জগৎ ক্রমশ পতিত হইতেছে, অগ্নিময়বৃষ্টিবিন্দুবৎ ক্রমাগত

পতিত হইতেছে; যাই হোক্, কিন্তু নিশার আগমনে তারকা-খচিত আকাশ হইতে আমাদের জন্য মধুর শান্তি নামিয়া আসিল।

মনে হয় যেন, উপর হইতে সোৎকণ্ঠ স্নেহ আসিয়া আমাদের অন্তরাত্মার উপর অল্পে অল্পে স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিতেছে···আহা, যাঁহাদের নিকটে আমি এখন যাইতেছি, সেই ভারতের তত্ত্বজ্ঞানীরা এই স্নেহযত্ন, এই অনুকম্পার সত্যতা সম্বন্ধে যদি আমার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারেন!

সিংহলে।

অনুরাধপুর

এই ত সেই ভারতবর্ষ; সেই অরণ্য; সেই জঙ্গল।

দিনের অভ্যুদয়ে, শাখা-পল্লবময়, তৃণ-গুল্মময় একটি নূতন জগৎ যেন আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হইল। চির-হরিতের অসীম সমুদ্র, অনন্ত রহস্য, অনন্ত নিস্তব্ধতা দিগন্তের শেষ সীমা পর্য্যন্ত আমার পদতলে প্রসারিত হইল।

সাগর-সম্ভূত ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের ন্যায়, ধরণী-সমুত্থিত এই ক্ষুদ্র শৈলশিখর হইতে, আমি এই হরিতের নীরব অসীমতা সন্দর্শন করিতেছি। এই সেই মেঘাম্বরা ভারতভূমি, অরণ্য-সঙ্কুলা ভারতভূমি—জঙ্গলাকীর্ণা ভারতভূমি, সিংহল মহাদ্বীপের কেন্দ্রবর্ত্তী এই সেই স্থান, যেখানে গভীর শান্তি বিরাজিত,—যাহা তরুশাখার দুর্মোচনীয় জটিল বন্ধন-জালে সর্ব্বদাই সুরক্ষিত। এই সেই স্থান, যেখানে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরাবধি, অনুরাধপুর নামক একটি পরমাশ্চর্য্য নগর, ঘননিবিড় শাখাপল্লবের নৈশ অন্ধকারের মধ্যে একেবারে নির্ব্বাপিত।

বৃষ্টি ঝটিকার উদ্ভব-ক্ষেত্র সেই নীলাকাশ ভেদ করিয়া, দিবার অভ্যুদয় হইতেছে। এই সময়ে আমাদের ফরাসীদেশে দ্বিপ্রহর রাত্রি। ধরণী পুরন্ধ্রী, সূর্য্যালোকের সাহায্যে, সেই ধ্বংস-রাজ্যের চিত্রটি আর একবার আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন—সেই ধ্বংসরাজ্য, যাহা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

এখন সেই অদ্ভুত নগরটি কোথায়? * * *

জাহাজের মাস্তুল-মঞ্চ হইতে বৈচিত্র্যহীন সাগর-মণ্ডল যেরূপ দৃষ্ট হয়, আমি সেইরূপ এখান হইতে চারি দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছি;—কুত্রাপি মনুষ্যের চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাইতেছি না। কেবলই গাছ—গাছ—গাছ। গাছের মাথাগুলি সারি সারি চলিয়াছে—সব এক সমান—সব প্রকাণ্ড। সেই তরুপুঞ্জের উত্তাল তরঙ্গভঙ্গ, সীমাহীন দূর-দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। ঐ অদূরে কতকগুলি হ্রদ দেখা যাইতেছে, যেখানে কুম্ভীরগণের একাধিপত্য, এবং যেখানে সায়ংকালে বন্যহস্তিগণ দলে দলে আসিয়া জলপান করে। ঐ সেই অরণ্য—ঐ সেই জঙ্গল, যেখান হইতে বিহঙ্গগণের প্রাভাতিক আহ্বান-সঙ্গীত সমুত্থিত হইয়া আমার অভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু সেই পরমাশ্চর্য্য নগরটির চিহ্নমাত্রও কি আর দেখিতে পাইব না? * * *

কিন্তু এ কি দেখি?—কতকগুলি ছোট ছোট পাহাড়—অতীব অদ্ভুত, তরুসমাচ্ছন্ন, অরণ্যের ন্যায় হরিদ্বর্ণ—কিন্তু একটু যেন বেশী সুষমা-বিশিষ্ট;—কোনটা বা পিরামিডের ন্যায় চূড়াকার, কোনটা বা গম্বুজাকার—ইতস্ততঃ সমুত্থিত; আর সমস্ত পদার্থ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া, পল্লবপুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে।

* * * এইগুলি পুরাতন মন্দিরসমূহের চূড়াদেশ—প্রকাণ্ড "দাগোবা"। খৃষ্টের [illegible] শতাব্দী পূর্ব্বে এইগুলি নির্ম্মিত হয়। অরণ্য ইহাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই—স্বকীয় হরিৎ-শ্যামল শব বসনে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র;—উহাদের উপর অল্পে অল্পে মৃত্তিকা, শিকড়, ঝোপ-ঝাড়, লতাগুল্ম ও কপিবৃন্দ আনিয়া ফেলিয়াছে।

বৌদ্ধধর্ম্মের প্রথম যুগে যেখানে ভক্তগণ আরাধনা করিত, এই "দাগোবা"গুলি তাহারই মুখ্য নিদর্শন; সেই স্থান—সেই পুণ্যনগরীটি আমার নিম্নদেশে পল্লব-মণ্ডপ-তলে প্রচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

আমি যে ক্ষুদ্র পাহাড় হইতে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছি, ইহাও একটি পবিত্র দাগোবা। যিনি যীশুর ভ্রাতা ও অগ্রদূত, সেই মহাপুরুষের লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ, তাঁহার মহিমার উদ্দেশেই, এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করে। প্রস্তর-ক্ষোদিত কতিপয় হস্তী ও

পৌরাণিক দেবমণ্ডলী ইহার তলদেশ আগ্‌লাইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে প্রতিদিনই এখানে ধর্ম্মসঙ্গীতের কলধ্বনি শ্রুত হইত, এবং উহাই তখন প্রার্থনা ও আরাধনার শান্তিময় আনন্দাশ্রম ছিল।

"অনুরাধপুরে অসংখ্য দেবালয়, অসংখ্য অট্টালিকা। উহাদের গম্বুজ, উহাদের মণ্ডপ-সকল সূর্য্য-কিরণে সমুদ্‌ভাসিত। রাজপথে ধনুর্ব্বাণধারী এক দল সৈন্য; গজ অশ্ব রথ, লক্ষ লক্ষ মনুষ্য, অবিরত যাতায়াত করিতেছে। তাহার মধ্যে বাজিকর আছে, নর্ত্তক আছে, বিভিন্ন দেশের বাদক আছে। এই বাদকদিগের ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত।"

কিন্তু এখন এখানে কেবলই নিস্তব্ধতা, তিমির-ছায়া, হরিৎময়ী রজনীর পূর্ণ আবির্ভাব। মানুষ চলিয়া গিয়াছে, অরণ্য ইহার চারি দিক্ বেষ্টন করিয়াছে।

পৃথিবীর সুদূর অতীতে, সেই আদিম মহারণ্যের উপর যেরূপ প্রশান্তভাবে প্রভাতের অভ্যুদয় হইত, এই সদ্যোবিনষ্ট নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর এক্ষণে সেইরূপ প্রশান্ত প্রভাত সমুদিত।

* * * *

ভারত-মহাদেশে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, সিংহল দ্বীপের কোন সদাশয় পরম-কৃপালু মহারাজার নিকট হইতে প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় আমাকে কিছুদিন এখানে থাকিতে হইল। আমি তাঁহার বাটীতে অতিথি হইয়া থাকিব, এইরূপ কথা ছিল। যতদিন না সেই উত্তর পাই, ততদিন এই স্থানেই থাকিব, কেন না, উপকূলবর্ত্তী সার্ব্বজাতিক নগরগুলির প্রতি আমার আন্তরিক বিতৃষ্ণা।

যে পথটি ধরিয়া আমি এখানে আসিয়াছি, তাহার আলোচনা ও উদ্যোগ-আয়োজন অনেক দিন হইতেই চলিতেছিল। এই স্থানের শোভা-সৌন্দর্য্য উপভোগের পক্ষে এই পথটিই সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল।

"কান্দি" হইতে পূর্ব্বাহ্ণেই ছাড়িতে হইল। এই কান্দি নগর প্রাচীন সিংহল-রাজদিগের রাজধানী ছিল। যাত্রার আরম্ভভাগে, সুপারি-নারিকেল-ভূয়িষ্ঠ প্রদেশের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিলাম। বিষুব রেখাবর্ত্তিপ্রদেশ-সুলভ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য আমার সম্মুখে এক্ষণে পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইল। তাহার পর অপরাহ্ণে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইল। নারিকেল ও সুপারির প্রসারিত শাখা-পক্ষরাজি অল্পে অল্পে দৃষ্টিপথ হইতে তিরোহিত হইল। আমরা এই-ক্ষণে নাতি-উষ্ণ-প্রদেশ-সীমায় আসিয়া পড়িয়াছি। এখানকার অরণ্য অনেকটা অস্মদ্দেশের অরণ্যের ন্যায়।

অজস্রধারে বৃষ্টি পড়িতেছে; বৃষ্টির জল উষ্ণ ও সুরভিত; ভিজা মাটির রাস্তা দিয়া আমাদের ক্ষুদ্র ডাক-গাড়ীটি চলিয়াছে; প্রায় প্রতি পাঁচ মাইল অন্তর ঘোড়া বদলি হইতেছে; আমরা ঘোড়াদের ইচ্ছামত চলিয়াছি। ঘোড়া চার-পা তুলিয়া ছুটিতেছে, মাঝে মাঝে লাথিও ছুড়িতেছে। অনেক-বার গাড়ী হইতে আমাদিগকে লাফাইয়া পড়িতে হইয়াছে, দুই একটা "অ-ভাঙ্গা" বুনো ঘোড়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া চূরিয়া ফেলিতে উদ্যত;—উহারা গাড়ী টানার কাজে সবেমাত্র শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিয়াছে। এই দুষ্ট ঘোড়াদের ক্রমাগত বদলি করা হইতেছে; ইহাদের চালাইবার জন্য দুই জন ভারতবাসী নিযুক্ত। এক জন রাশ ধরিয়া থাকে, আর এক জন তেমন তেমন বিপদ উপস্থিত হইলে, ঘোড়ার মাথার উপর লাফাইয়া পড়িবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। আর এক জন তৃতীয় ব্যক্তি আছে, সে ভেঁপু বাজায়; ভেঁপু বাজাইয়া শ্লথ-গতি গরুর গাড়ীগুলাকে পথ হইতে সরাইয়া দেয়; অথবা, নারিকেল-কুঞ্জ-প্রচ্ছন্ন কোন গ্রামের মধ্য দিয়া যখন গাড়ী চলে, তখন গ্রামবাসীদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। আট ঘণ্টার মধ্যে আমাদিগকে যথাস্থানে পৌছাইয়া দিবে, এইরূপ কথা ছিল। কিন্তু অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়ায়, আমাদের ক্রমাগত বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার দিকে, গ্রামের বিরলতা ও অরণ্যের নিবিড়তা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে একদল মানুষ যাইতেছে, দেখিয়াছিলাম। মহাপ্রভাবশালী তরুকুঞ্জের মধ্যে উহারা কি ক্ষুদ্র!—উহারা যেন তাহাদের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। এখন আমাদের ভেঁপুওয়ালার কোন কাজ নাই। লোক নাই ত কাহার জন্য ভেঁপু বাজাইবে?

তালজাতীয় তরুগণ এইবার স্পষ্টরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। দিবাবসান-সময়ে যাত্রা আরম্ভ করিলে মনে হয় যেন, এই অনন্ত গ্রীষ্মের মধ্যে আমাদের য়ুরোপীয় পল্লীগ্রামের কোন নির্জ্জন বনময় প্রদেশে

আসিয়া পড়িয়াছি। তবে, এখানকার অরণ্যগুলি অপেক্ষাকৃত বিশাল এবং ইহার লতা-গুল্ম-বন্ধন-জাল আরও জটিলতর। কিন্তু সময়ে-সময়ে যখন শেয়ালকাঁটার গাছ দেখিতে পাই, সরোবরে রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত দেখি, কিংবা যখন দেখি,—একটি অপূর্ব্ব প্রজাপতি আমার যাত্রা-পথের সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছে, আর বিচিত্র উজ্জ্বল রঙ্গের কোন একটি পাখী তাহার অনুসরণ করিতেছে, তখন উহা বিদেশ-ভূমিকে আবার স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু পর-ক্ষণেই আবার আমাদেরই সেই পল্লীগ্রাম, আমাদেরই সেই অরণ্যভূমি—এইরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয়।

সূর্য্যাস্তের পর গ্রাম পল্লী আর দেখা যায় না, মনুষ্যের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। কবোষ্ণ বৃষ্টিজলের স্নেহ-স্পর্শ উপভোগ করিতে করিতে, গভীর অরণ্যের অফুরন্ত পথ দিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। চারি দিকেই গভীর নিস্তব্ধতা।

ক্রমে অন্ধকার হইতে লাগিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই নিস্তব্ধতাকে ঈষৎ রূপান্তরিত করিয়া কীট-সঙ্গীত সমুত্থিত হইল। আর্দ্র অরণ্য-ভূমির উপর সহস্র সহস্র ঝিল্লীর পক্ষ-স্পন্দন-জনিত অনুরণন-ধ্বনি উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিতে লাগিল। পৃথিবীর আরম্ভকাল হইতে প্রতিরাত্রিই এই সঙ্গীত ধ্বনিত হইয়া আসিতেছে। * * *

ক্রমে ঘনঘোর অন্ধকার; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; ঘণ্টার পর ঘণ্টা কতক্ষণ ধরিয়া আমরা অবিরত ছুটিয়া চলিয়াছি। ক্রমে চারিদিকের দৃশ্য ঘোরতর গম্ভীরভাব ধারণ করিল। লতাবন্ধন-জালে আপাদ-জড়িত দুই সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমরা চলিয়াছি। নগর-উপবনে যেরূপ একজাতীয় বড় বড় বৃক্ষ দেখা যায়, সেইরূপ বৃক্ষ একটার পর একটা আসিতেছে—তাহার আর শেষ নাই।

কতকগুলি স্থূলকায় কৃষ্ণবর্ণ পশু অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। তাহারা আমাদের পথরোধ করিয়াছিল। এই বুনো গরুগুলা নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধ; চীৎকার শব্দ করিয়া দুই চারিবার চাবুক আস্ফালন করিবামাত্রই উহারা ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িল। আবার পথের সেই বৈচিত্র্যহীন শূন্যতা; আবার সেই নিস্তব্ধতা—যাহা কেবল ঝিল্লীর স্পন্দন্দ রবে মুখরিত।

অরণ্যের এই মহা-নিস্তব্ধতার মধ্যে, নৈশ-জীবনের স্পন্দন ও বিকাশ বেশ অনুভব করা যায়। এই অরণ্য কত শত মৃগের বিচরণভূমি;—কেহ বা শত্রুভয়ে সতর্ক হইয়া চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিতেছে, কেহ বা আহার-অন্বেষণে প্রবৃত্ত। একটু ছায়া নড়িলেই না জানি কত মৃগের কান খাড়া হইয়া উঠে—কত মৃগের চক্ষু-তারা বিস্ফারিত হয়। * * * এই রহস্যময় বনপথটি বরাবর সিধা চলিয়াছে; ইহা ম্লান ধূসরবর্ণ, আর ইহার দুই ধারে কৃষ্ণবর্ণ তরু-প্রাচীর। উহার সম্মুখে, পশ্চাতে, চতুর্দ্দিকে যোজন-ব্যাপী দুর্ভেদ্য জটিল শাখাজাল বিস্তৃত হইয়া অরণ্য-ভূমিকে কিরূপ পীড়ন করিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

রজনীর অন্ধকারে আমাদের চক্ষু এখন অভ্যস্ত হইয়াছে; তাই স্বপ্নের মত অস্পষ্ট কখন কখন দেখিতে পাই, ইঁদুর-জাতীয় এক প্রকার জীব মখ্মল-কোমল পদবিক্ষেপে নিঃশব্দে গর্ত্ত হইতে বাহির হইয়াই আবার অন্তর্হিত হইতেছে।

অবশেষে প্রায় ১১টার সময় দেখা গেল, স্থানে স্থানে অল্প অল্প আগুন জলিতেছে, ভগ্নাবশেষের দীর্ঘায়তন গুরুভার প্রস্তরফলকসমূহ পথের দুই ধারে বিকীর্ণ; এবং গাছের মাথা ছাড়াইয়া,দাগোবা-সমূহের প্রকাণ্ড ছায়াচিত্র আকাশপটে অঙ্কিত। এগুলি যে পর্ব্বত নয়—ভূগর্ভনিহিত নগরের মন্দির-চূড়ামাত্র—তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম।

আজ রাত্রে এইখানকার একটি কুটীরে আশ্রয় লইলাম। নন্দনকাননের ন্যায় সুন্দর একটি ক্ষুদ্র বাগানে এই কুটীরটি অবস্থিত। যাইবার সময় ল্যাণ্ঠানের আলোকে দেখিতে পাইলাম, ফুল ফুটিয়াছে।

* * * *

এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে। আমি যে স্থানে আছি, তাহার নীচে, অরণ্যের মধ্যে বিহঙ্গগণের জাগরণ-কোলাহল শুনিতেছি। আমি এই মন্দির-চূড়ার উপরে জঙ্গলসুলভ তৃণ-গুল্মে পরিবেষ্টিত। আমি আসিয়া চামচিকাদিগের শান্তিভঙ্গ করিয়াছি—তাহারা এক্ষণে প্রভাতের আলোকে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা ধ্বংস-স্থানেরই জীব; ইহাদের ডানাগুলা ছাইরঙ্গের। আর কতকগুলি কাঠবিড়ালী তরুপল্লবের অন্তরাল হইতে আমাকে

নিরীক্ষণ করিতেছে; উহাদের কি চটুলতা! কি শোভন গতিভঙ্গি! বড়-বড় গাছগুলা এই মৃত নগরের শবাচ্ছাদনরূপে বিরাজমান। কিন্তু উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ, আমার পাদদেশে, বসন্তোৎসবের সাজসজ্জায় সুসজ্জিত;—রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, গোলাপী বর্ণের ফুল সকল ফুটিয়া রহিয়াছে। এই সকল সুন্দর পুষ্পিত তরুশিরের উপর পর্জ্জন্যদেব তাড়াতাড়ি এক-পস্‌লা বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াই দূরত্বের করাল-গর্ভে মিলাইয়া গেলেন। কিন্তু প্রচণ্ড সূর্য্য শীঘ্রই আবার মেঘ ও বৃষ্টির পশ্চাতে উদিত হইয়া আমার মস্তককে উত্তপ্ত করিয়া তুলিল। যেখানে কতকগুলি মনুষ্যের বসতি আছে,—সেই অরণ্যের নিম্নস্থ একটি ছায়াময় প্রদেশে—হরিৎ-শ্যামল রাজ্যের মধ্যে এইবার আমরা প্রবেশ করিব। এখানকার একটি বৃক্ষশাখার সোপান দিয়া আমি নীচে নামিতেছি।

* * * * * *

নীচে লোহিত মৃত্তিকার মধ্যে, আঁকা-বাঁকা সর্পের মত অদ্ভুতাকার শিকড়জালের মধ্যে, এই ধ্বংস-জগৎটি অবস্থিত। ধ্বংসাবশেষের ভাঙ্গা-চূরা দ্রব্য সকল বিশৃঙ্খলভাবে এক স্থানে স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে।

শত শত দেবতার ভগ্ন প্রতিমা, প্রস্তরময় হস্তী, যজ্ঞবেদিকা, কল্পনা-প্রসূত কত কি মূর্ত্তি—সেই মহাধ্বংসের সাক্ষ্য দিতেছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মালাবার-প্রদেশবাসী আক্রমণকারীরা এই সুন্দর নগরটিকে ভূমিসাৎ করে।

এই সকল দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে যাহা কিছু সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও পূজার্হ, সেই সমস্ত, একালের বৌদ্ধেরা, অবিনশ্বর দাগোবার চারিধার হইতে ভক্তিভাবে সযত্নে কুড়াইয়া রাখিয়াছে। উহারা ভগ্ন মন্দিরের সোপান ধাপের দুইধারে পুরাতন দেবতাদিগের ভগ্ন প্রতিমাগুলি সারি-সারি সাজাইয়া রাখিয়াছে। একণে পুরাতন যজ্ঞবেদিকাগুলি বিলুপ্তমুখশ্রী ও অঙ্গহীন হইলেও, তাহাদেরই যত্নে কোন প্রকারে ভূমির উপর খাড়া রহিয়াছে। এখনও ভক্ত বৌদ্ধেরা ভক্তিসহকারে প্রতিদিন প্রাতে এই বেদীগুলি সুন্দর ফুল দিয়া সজ্জিত করে, এবং তাহার উপর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পূজা-প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। তাহাদিগের চক্ষে অনুরাধপুর পুণ্যতীর্থ; অনেক দূর হইতে যাত্রিগণ এখানে আসিয়া সমবেত হয়, এবং শান্তিময় তরু-ছায়াতলে বাস করিয়া পূজা অর্চ্চনা করে।

গুরুভার প্রস্তর-ফলক-সমূহ সারি সারি পড়িয়া রহিয়াছে; মন্দিরচূড়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্তম্ভশ্রেণীগুলি ক্রমশঃ বনের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে;—এই সমস্ত নিদর্শনের দ্বারা সুবৃহৎ ভজনা-শালার আয়তন ও রচনা প্রণালী কতকটা অনুমান করা যায়। অসংখ্য বহির্দালান পার হইয়া তবে সেই ভজনা-শালায় উপনীত হওয়া যায়। যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি নিকৃষ্ট দেবতারা ঐ দালানগুলির রক্ষিরূপে অবস্থিত। দেবতাদের এই পাষাণ-প্রতিমাগুলি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও শত শত ভগ্ন-চূর্ণ মন্দির ও প্রাসাদের চিহ্ন সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। বৃক্ষকাণ্ডের সহিত অসংখ্য প্রস্তর-স্তম্ভ এই অরণ্য-গর্ভে নিহিত; এবং সকলে মিলিয়া একসঙ্গে আবার সেই অনন্ত অসীম হরিৎ-রাজ্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

অশ্মৎ-যুগের প্রারম্ভে রাজকুমারী—"সঙ্ঘমিত্রা", যিনি একজন মহাযোগিনী ছিলেন—তিনি মহাবোধি-বৃক্ষের একটি শাখা—(যাহার তলায় বসিয়া বুদ্ধদেব বৌদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন) ভারতের উত্তর-খণ্ড হইতে আনাইয়া এইখানে রোপণ করিয়াছিলেন। সেই শাখাটি একণে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে; এবং বটবৃক্ষের নিয়মানুসারে তাহার শাখা-প্রশাখা হইতে অসংখ্য শিকড় নামিয়াছে। এই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বে পুরাতন বেদিকাসমূহ স্থাপিত; তাহার উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পূজাপ্রদীপ দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে, এবং নানাবিধ সুগন্ধি কুসুম বিকীর্ণ রহিয়াছে। প্রতিদিনই এইখানে টাট্‌কা ফুল ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

যখন দেখি, এই অরণ্যের মধ্যে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দ্বারপথগুলি সাদা মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত ও ভাস্করের সূক্ষ্ম-কারুকার্য্যে আচ্ছন্ন; যখন দেখি, স্বাগত-স্মিতমুখে দেবতারা কত কত সোপান-ধাপের উপর দাঁড়াইয়া আছেন; যখন দেখি, এই দ্বারপথগুলি দিয়া কোথাও উপনীত হওয়া যায় না, তখন মনোমধ্যে একটা অভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়।

গৃহগুলি সম্ভবতঃ কাঠের ছিল। কিন্তু এত শতাব্দীর পর, তাহাদের কোন চিহ্নমাত্রও নাই।

কেবল সোপানের ধাপ ও দ্বারদেশগুলি রহিয়া গিয়াছে। এক্ষণে এই বিলাসময় সুসমৃদ্ধ দ্বারপথগুলি বরাবর প্রসারিত হইয়া গাছের শিকড়, লতা-গুল্ম ও মৃত্তিকায় গিয়া শেষ হইয়াছে।

কিয়ৎ বৎসর হইতে, অনুরাধপুরের এক কোণে, একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বসিয়াছে। সেখানে কতকগুলি লোক বাস করে। গ্রামটি তেমন বর্দ্ধিষ্ণু নয়—উহা একটি গোপ-পল্লী মাত্র। ভগ্নাবশেষ নগরটির ন্যায় এই গ্রামটিও তরুশাখায় আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানেও সেই বিষাদের রাজত্ব। যে সকল ভারতবাসী এই ধ্বংস-নগরে আসিয়া আবার বাস করিতেছে, তাহারা অরণ্যের বৃহৎ বৃক্ষগুলিকে ছেদন করে নাই; পরন্তু, আগাছা ও কণ্টক গুল্ম প্রভৃতি কাটিয়া সাফ্ করিয়া, দিব্য শাদ্বলভূমি বাহির করিয়াছে। সেখানে এখন তাহাদের গো, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি পালিত পশুগণ ছায়াতলে সুখস্বচ্ছেন্দ চরিয়া বেড়ায়। মন্দিরসংলগ্ন ভূমিতে বিচরণ করে বলিয়া সেখানকার লোকেরা ইহাদিগকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করে।

যে সকল ভারতবাসী এই পবিত্র ভগ্নাবশেষের মধ্যে জীবনযাপন করে, এই সকল ভগ্নপ্রাসাদ-সংলগ্ন পুষ্করিণীতে স্নান করে, তাহাদের বিশ্বাস, রাজা ও রাজকুমারদের "ভূত" সন্ধ্যার সময় এখানকার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়; এই জন্য তাহারা জ্যোত্স্না-রাতে বড়-বড় দাগোবার ছায়াতলে কিছুতেই দাঁড়াইতে চাহে না।

তা ছাড়া, সুচ্ছায় স্থানটিকে তপস্যা ও ধ্যান-ধারণার অনুকূল, পবিত্র আশ্রম বলিয়া উপলব্ধি হয়। দেবালয়-সুলভ একটি শান্তির ছায়া এই সকল পথের উপর, এই সকল গালিচা-বৎ তৃণভূমির উপর বিরাজমান। একজাতীয় বড়-বড় ফুল ইহার উপর বৃষ্টিবিন্দুর ন্যায় ঝরিয়া-ঝরিয়া পড়িতেছে।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার ভগ্ন পাষাণমূর্ত্তিদিগের সম্মুখে, অরণ্যের মধ্যে, ছোট-ছোট প্রদীপ অষ্ট প্রহর জ্বলিতেছে; বহু পুরাতন পাষাণের উপর টাট্‌কা ফুল প্রতিদিন নিত্য-নিয়মিত স্থাপিত হইতেছে—এই দৃশ্যটি কি মর্ম্মস্পর্শী!

ভারতবর্ষে দেবতাদিগকে ফুলের তোড়া উৎসর্গ করা হয় না; পরন্তু যূথী, জাতি, মালতী প্রভৃতি শুভ্রবর্ণ ও সুগন্ধি পুষ্পরাশি পূজা-বেদিকার উপর অজস্র বিকীর্ণ হইয়া থাকে,—তাহার উপর দুই-চারিটি বঙ্গদেশীয় গোলাপ ও রক্তজবাও ছড়াইয়া দেওয়া হয়।

এই পুষ্পোপহার ভগ্ন-চূর্ণ মন্দিরের প্রস্তর-ফলকের উপর স্থাপিত হয়—যে প্রস্তরফলকগুলি ধীরে-ধীরে মৃত্তিকা-গর্ভে ক্রমশঃ বিলীন হইয়া যাইতেছে।

সিংহলে।

২। শৈল-মন্দির।

যে অরণ্যের মধ্যে ভগ্নাবশেষগুলি নিহিত, সেখান হইতে বাহির হইয়া, জঙ্গলের সম্মুখে আসিয়া পড়িলাম। এইখানকার শৈল-মন্দিরে পূর্ব্বতন দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি অক্ষত রহিয়াছে। এই পরিত্যক্ত বন-ভূমির দূর-দিগন্তে, এই শৈল-মন্দিরের ন্যায় আরও অনেক শৈলপিণ্ড ইতস্ততঃ দৃষ্ট হয়। না জানি, পুরাকালের কোন্ প্রলয়-প্লাবনের প্রভাবে এইগুলি সমুদ্ভূত হইয়াছিল। ঠিক মনে হয়, যেন ধরণীর মুখ কালো হইয়া স্থানে স্থানে ফুলিয়া উঠিয়াছে। এই গোলাকার মসৃণ শৈলপিণ্ডগুলি কি করিয়া এখানে আসিল, চতুর্দ্দিকস্থ ভূমি হইতে তাহার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মনে হয়, যেন এক-একটা প্রকাণ্ড পশু যূথ-ভ্রষ্ট হইয়া তৃণভূমির উপর একাকী বসিয়া আছে।

বৃহদাকার কোন জন্তুবিশেষ ও বৌদ্ধমন্দিরের "দাগোবা"—এই দুয়ের সম্মিলনে যেন এই মন্দিরটি নির্ম্মিত;—শ্যামল স্তূপের উপর সৌধ-ধবল ক্ষুদ্র একটি "দাগোবা" যেন স্থাপিত হইয়াছে। যেন হাতী তাহার কালো পিঠের উপর চূড়াকার একটা হাওদা বহন করিতেছে।

আমরা পৌঁছিয়া দেখিলাম, জঙ্গলটি অস্তোন্মুখ সূর্য্যের কিরণতলে প্রসারিত; চারি দিক্ নিস্তব্ধ; মন্দিরের সমীপে জন-প্রাণী নাই; ভূমির উপর চামেলী প্রভৃতি এক রাশি ফুল ছড়ানো রহিয়াছে; ফুলগুলি শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তার গন্ধ যায় নাই। এইগুলি পূর্ব্বদিনের পুষ্প। দেবতারা এখানেও যে বিস্মৃত নহেন, এই পুষ্পাঞ্জলিই তাহার সাক্ষী।

কোন বৃহদাকার জন্তুর ন্যায় এই শৈলমণ্ডলের

গঠন-ভঙ্গী; উহার পাদ-দেশ সরোবরের জলে বিধৌত; সরোবরটি কুম্ভীরের আবাস ও পঙ্কজ-শোভিত।

নিকটে আসিলে লক্ষ্য করা যায়, উহাদের মসৃণ গায়ে কতকগুলি অস্পষ্ট উৎকীর্ণ-চিত্র মুদ্রিত রহিয়াছে। এত সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট যে, ছায়ার ন্যায় দৃষ্টিপথ হইতে ক্রমাগত সরিয়া সরিয়া যায়। কিন্তু চিত্রগুলি এরূপ নিপুণভাবে অঙ্কিত যে, প্রকৃত বলিয়া ভ্রম হয়। হস্তীর শুণ্ড, কর্ণ, পদ, অঙ্গাদির গঠন—ইহাই চিত্রের বিষয়। শৈলের প্রস্তরগুলি স্বভাবতই এমন আশ্চর্য্যভাবে বিন্যস্ত ও তাহাদের গায়ের এরূপ স্বাভাবিক রং যে, উহাতে হস্তীর গঠন ও বর্ণ যেন পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল; কেবল শিল্পী অতি অপূর্ব্ব কৌশলে উহাদিগকে আপন কাজে লাগাইয়াছে এইমাত্র। স্থানে স্থানে, এই গোলাকার শৈলের ফাটলে ফাটলে ছোট-ছোট গাছের চারা বাহির হইয়াছে। পুরাতন চামড়ার রংএর মত এই শৈল-প্রস্তরের রং—এই রংএর গায়ে এই চারাগুলি এত পরিস্ফুট ও উজ্জ্বল দেখাইতেছে যে, সত্যকার উদ্ভিজ্জ বলিয়া মনে হয় না। 'পেরি-উরিঙ্কল্'এর গাছ খুব লাল, "হিবিসকাস'ও খুব লাল, সুপারীর চারাগুলি অত্যন্ত সবুজ। মনে হয়, যেন খাগড়ার ডাঁটার উপর পালকের থোপ্না বসিতেছে।

শৈলমণ্ডলের পশ্চাদ্দেশে একটি প্রাচীন ধরণের ছোট বাড়ী প্রচ্ছন্ন। উহার মধ্যে মন্দির-রক্ষক বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা বাস করেন। উঁহাদিগের মধ্যে এক জন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসিলেন;—যুবা পুরুষ, বৌদ্ধ পুরোহিতের অনুরূপ পীত রংএর বহির্বাসে গাত্র আচ্ছাদিত, কেবল একটি স্কন্ধ ও একটি বাহু অনাবৃত। দেবালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিবার জন্য এক ফুটের অধিক লম্বা, কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত একটি চাবি তাঁহার সঙ্গে। ইঁহার মুখ সুন্দর ও গম্ভীর, ইঁহার চোখ-দুটিতে যোগিজনসুলভ রহস্যময় ধ্যানের ভাব যেন পরিব্যক্ত। হস্তে চাবিটি লইয়া যখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন সূর্য্যের কনক-কিরণ তাঁহার উপর পতিত হওয়ায় মনে হইল, যেন আমাদের 'পিটার' মুনির তাম্রপ্রতিমাটি রক্তবর্ণে রঞ্জিত না হইয়া, পীতবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। লাল 'পেরি-উইঙ্কলে'র ঝোপের মধ্য দিয়া শৈল-ক্ষোদিত একটা সিঁড়ি বাহিয়া, আমরা উপরে উঠিলাম। চতুর্দ্দিকের জঙ্গল-পরিধিটি যেন আরও বর্দ্ধিত হইল।

মুখ্য শৈলখণ্ডের মধ্যপথে কঠোর শৈল-গর্ভ ভেদ করিয়া, পাথর কাটিয়া দেবালয়টি নির্ম্মিত। প্রথমে একটি গহ্বর; সেখানে প্রস্তর-বেদিকার উপর, যূথী, জাতি, মল্লিকা প্রভৃতি টাট্‌কা ফুল বিকীর্ণ রহিয়াছে। গহ্বরের শেষ সীমায় দেবালয়ের প্রবেশ-দ্বার। দুইটি তাম্রকবাটে দ্বারটি রুদ্ধ। উহাতে কারুকার্য্যবিশিষ্ট এক প্রকাণ্ড তালা লাগানো আছে।

ঝনৎকার-সহকারে ধাতব কবাটদ্বয় উদ্ঘাটিত হইবামাত্র রং-করা কতকগুলি বড়-বড় পুতুল বাহির হইয়া পড়িল। বহুমূল্য সুগন্ধি-নির্য্যাসের চৌবাচ্চা যেন সহসা অনাবৃত হইল। প্রতিদিন গোলাপ-নির্য্যাসে ও চন্দন-রসে ভূমি পরিষিক্ত ও যূথী-জাতি-মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধি শুভ্র পুষ্পস্তবকে সমাচ্ছন্ন হওয়ায়, তত্রস্থ বায়ু সুরভিত ও কুট্টিম-তল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। যে দেবতারা এই সুড়ঙ্গ-গর্ভের অন্ধকারে বাস করেন, তাঁহারা এই সুরম্য সুমধুর সৌরভের মধ্যে নিত্য নিমগ্ন।

এই দেবালয়ে অনেকগুলি পুত্তলিকা; কক্ষটি আলমারীর ন্যায় সংকীর্ণ, কষ্টে-সৃষ্টে ৪।৫ জনের দাঁড়াইবার স্থান হয়। বেদীগুলি ১২ ফুট উচ্চ, শৈলপ্রস্তরের মধ্য হইতেই কুঁদিয়া বাহির করা, এবং বিবিধ সাজসজ্জায় বিভূষিত। বৌদ্ধপুরোহিতের পরিচ্ছদের ন্যায় ইহাদের মুখ পীতবর্ণ, এবং ইঁহাদের মুকুটগুলি দিলানে গিয়া ঠেকিয়াছে। মধ্যস্থলে অতিমানুষ-বিরাট-আকারের একটী বুদ্ধমূর্ত্তি সেই পরিচিত চিরধ্যানের ভঙ্গীতে আসনস্থ। পুত্তলিকার আকারে ছোট ছোট দেবতারা ইঁহার সমীপে ঘেঁসাঘেঁসি বসিয়া আছেন। আর যে বিরাট দেবীমূর্ত্তি-গুলি মণ্ডলাকারে চারিদিকে অবস্থিত, উহারা যেন এই পুতুলগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। উহাদের অলঙ্কারগুলি খুব উজ্জ্বল, রং এখনও বেশ টাটকা রহিয়াছে, প্রস্তরময় পরিচ্ছদগুলি লাল নীল রংএ রঞ্জিত। এ সব সত্ত্বেও, ঐ আয়ত-নেত্র মহোদয়গণকে পুরাকালের লোক বলিয়াই মনে হয়।

আমি এখানে হঠাৎ আসায়, এই দেবতাদিগের গুহায় আজ একটু আলোক প্রবেশ করিয়াছে;

দেবতারা সম্মুখস্থ বিমুক্ত দালানের মধ্য দিয়া—যেখানে তাঁহাদিগের পূর্ব্বশতাব্দীর ভক্তগণ বাস করিতেন—সেই জঙ্গলের দূরদিগন্তদেশ পর্য্যন্ত এক্ষণে অবলোকন করিবার অবসর পাইলেন।

আমি তাঁহাদের মুখ-পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, পরক্ষণেই মন্দির-রক্ষক পুরোহিতেরা দেবালয়ের সেই পুণ্যকক্ষটি আবার বন্ধ করিয়া দিল; শৈলগহ্বরবাসী দেবতারা স্বকীয় সুরভিত অন্ধকার ও নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার নিমগ্ন হইলেন।

আমি বিদেশী—আমার নিকটে বৌদ্ধদিগের এই সকল সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি, বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তি, এখনও প্রহেলিকাবৎ দুর্জ্জ্ঞেয়।

আমি চলিলাম। পীতবসনধারী রক্ষকেরাও স্বকীয় আশ্রম-নিবাসে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

এই অপূর্ব্ব মন্দিরপুরোহিতদিগের আর কোন পার্থিব চিন্তা নাই। দেবালয়ে ফুল সাজানই উঁহাদের একমাত্র কাজ। এই বিজন আশ্রমে থাকিয়া, সুখ-দুঃখ-বিবর্জ্জিত হইয়া, যাহাতে দীর্ঘকাল জীবন-যাপন করিতে পারেন,—ইহাই তাঁহাদের একমাত্র আশা।

এই শৈল-মন্দিরের জঙ্গল ত্যাগ করিয়া, যখন আবার সেই অরণ্য-সুপ্ত অনুরাধপুরে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিলাম, তখন সূর্য্য অস্তোন্মুখ। রাত্রিকালে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বিচরণ করিয়া, কল্য প্রভাতেই আবার এখান হইতে প্রস্থান করিব।

"'চন্দ্র'-পথ ও 'রাজ'-পথ—এই দুটি রাস্তা সব-চেয়ে বড়। বালুকাচ্ছন্ন রাস্তাটি আয়তনে উহাদের চতুর্থাংশ। "'চন্দ্র'-পথের দুই ধারে এগারো হাজার কোঠা-বাড়ী দৃষ্ট হয়। সদর-দরজা হইতে দক্ষিণের দ্বার পর্য্যন্ত দূরত্বে আট ক্রোশ; এবং উত্তর-দ্বার হইতে দক্ষিণ-দ্বার পর্য্যন্ত ঠিক আর আট ক্রোশ।"

অরণ্যের বৃক্ষতলে কত রাশি-রাশি প্রস্তর, প্রাচীন ধরণের কত পাষাণ-প্রতিমা—তার আর শেষ নাই। কিরীট-ভূষিত দেব-দেবী; কুম্ভীরের দেহ, হস্তীর শুণ্ড ও পক্ষীর পুচ্ছবিশিষ্ট বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি। আর, থামের পর থাম চলিয়াছে;—কতকগুলি স্তম্ভ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, কতকগুলি ভগ্ন ও স্বস্থান-ভ্রষ্ট। তা ছাড়া, ভগ্নগৃহের কত যে দেহলী, তার আর সংখ্যা নাই। দ্বারদেশের সোপান-ধাপের প্রত্যেক ধারে এক একটি ক্ষুদ্র স্মিতাননা দেবী-মূর্ত্তি, লতা-পাতা শিকড়-জালের মধ্যে আসিবার জন্য যেন ইঙ্গিতে আহ্বান করিতেছে। এই সকল গৃহের গৃহস্বামীরা সেই তমসাচ্ছন্ন পুরাকালে অতীব আতিথেয় ছিলেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু বহু শতাব্দী হইতে ইঁহাদের ভস্ম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে।

কনক-রাগ-রঞ্জিত সায়াহ্নে, আমার আবাস-গৃহ হইতে বহুদূরে, রাজাদের প্রাসাদ-অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে বৃহৎ ভিত্তিবেষ্টন ও প্রস্তর-ক্ষোদিত সোপান-ধাপ ভিন্ন আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। চারিদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা। একটি কীটের শব্দ নাই, একটি পাখীর ডাক নাই। এক-খানে একটি বৃহৎ চতুষ্কোণ পদ্ম-পুষ্করিণীর ধারে আমি বিশ্রাম করিতেছি। পুষ্করিণীর ধার পাথর দিয়া বাঁধানো; ইহা গজরাজদিগের স্নানাগার। অরণ্যের মধ্যে এইটুকুই তরুশূন্য মুক্ত পরিসর।

এই পুষ্করিণীর জলে ক্রমাগত বুদ্‌বুদ্ উঠিয়া এক একটা চক্র রচনা করিতেছে; এই কবোষ্ণ জলের মধ্যে সর্প-কূর্ম্মের সহিত যে সকল কুম্ভীর বাস করে, তাহাদের নিশ্বাসবায়ুতে এই জলবুদ্‌বুদ্‌গুলি উৎপন্ন হইতেছে।

এই অঞ্চলের মধ্যে ঝোপ ঝাড় কিছুমাত্র নাই; অরণ্যস্থিত ধ্বংসরাজ্যের দূর-প্রান্ত পর্য্যন্ত চারিদিকে আমার দৃষ্টি অবাধে সঞ্চরণ করিতেছে। পশ্চিম দিগন্তে হঠাৎ যেন একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল। গাছের ফাঁকে রশ্মি প্রবেশ করিয়া আমার চক্ষু যেন ঝলসিয়া দিল;—উহা অস্তমান সূর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীর যে অক্ষাংশবৃত্তে আমরা অবস্থিত, তাহাতে শীঘ্রই রাত্রি আসিয়া পড়িবে।

আরও বেশী দেখিবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি আরও দূরে চলিয়া গেলাম। আজ সন্ধ্যায় যতক্ষণ পারি ভ্রমণ করিব; কেন না, আজ এখানে আমার শেষ দিন।

দিবাবসানে আমি যে নূতন ভূভাগে প্রবেশ করিলাম, তাহা আমার নিকট অতীব রমণীয় বলিয়া বোধ হইল। ভূমির মৃত্তিকা সুকুমার, একটু শুষ্ক, একটু বালুকাময়, ছোট ছোট তৃণে আচ্ছন্ন; শৈশবে যে অরণ্য-ভূমির সহিত আমি পরিচিত ছিলাম, ইহা

কতকটা সেইরূপ। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি জিনিস দেখিয়া জন্মভূমি বলিয়া আমার যেন আরও বিভ্রম উপস্থিত হইল। সেই সেখানকারই মত কৃষক ও গোমেষাদির পদক্ষুণ্ণ মেঠো পথ; আমাদের দেশের ওক্‌গাছের ন্যায়, ঘন-শ্যামল-ক্ষুদ্র-পল্লব-যুক্ত ও ধূসরবর্ণের শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট সেই তরুগণ, সেই মেঠো নিস্তব্ধতা, সেই সন্ধ্যার বিষণ্ণতা * * কিন্তু এই ভগ্নাবশেষগুলি, এই বৃহৎ প্রস্তরগুলি, নিত্য নিয়ত আমার নেত্র-সমক্ষে থাকায়, বিশেষতঃ এই পাষাণ-প্রতিমাগুলির রহস্যময় মুখশ্রী আমার মনে সতত জাগরূক থাকায়, এই স্বদেশসম্বন্ধীয় বিভ্রমটি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে পারে না।

ক্রমশঃ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে। যে সকল নিঃসঙ্গ বুদ্ধ-মূর্ত্তি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্মিতমুখে শূন্যের দিকে চাহিয়া আছে, তাহাদের ছায়াও যেন এই অন্ধকারে ভয়-বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে।

এখান হইতে ফিরিয়া, কুক্কুর ও নেকড়েবাঘদিগের মধ্য দিয়া এক্ষণে যে প্রদেশে প্রবেশ করিতেছি, উহা যেন আরও বিষাদ-মধুর—একেবারেই যেন আমাদের দেশের মত। এই চতুর্দ্দিকস্থ ভারতীয় অরণ্যের ভাবটি যদিও আমার অন্তরের অন্তস্তলে গূঢ়ভাবে জাগিতেছে, তবু যেন আমার মনে হইতেছে, আমি Saintonge কিংবা Aunisএর ওকবৃক্ষের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি; তাই আমি এই অরণ্যের মধ্য দিয়া বিশ্রব্ধভাবে চলিতেছি।

আমার বিশ্বাস ছিল, আমি এখানে সম্পূর্ণরূপে একাকী, তাই হঠাৎ আমার পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাহার হস্তদ্বয় কটিদেশে লগ্ন ও মস্তক আনত :—বুদ্ধের এই পাষাণপ্রতিমাটি দুই সহস্র বৎসর হইতে এইখানেই বসিয়া আছে!

তাহার মুখের কাছে আসিয়া, অন্ধকারের মধ্যে দেখিলাম, সেই তার চির-নত দৃষ্টি, সেই তার চিরন্তন স্মিত-হাস্য!

এই সময়ে, বিশেষতঃ এই চন্দ্রালোকে, যখন মন্দিরের চূড়াগুলি জঙ্গলের সুদূরপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বকীয় ছায়া প্রসারিত করে, তখন কি এক পবিত্র ধর্ম্মভাব-রঞ্জিত শান্তিরসের আবির্ভাব হয়। আজ এই সন্ধ্যাকালে চন্দ্রমা সুনীলকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। আজ একটি রাত্রি আমি এই অরণ্যে যাপন করিলাম, আর সৌভাগ্যক্রমে আজিকার রাত্রিতেই দিগ্বিদিক্ স্বর্গীয় আলোকে প্লাবিত হইল। আমাদের জুলাই মাসের তরল-স্বচ্ছ উষ্ণরাত্রির কথা মনে পড়িতেছে। কেবল প্রভেদ এইমাত্র :—মনে হয়, এখানে গ্রীষ্মকালের যেন অন্ত নাই। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে, পদক্ষুণ্ণ-পথবিশিষ্ট সুন্দর শাদ্বল-ভূমির উপরে —আকাশের যে অংশ তরুশাখায় ঢাকা পড়ে নাই, সেই নভোদেশে—এমন কি, সর্ব্বত্রই এখন আলোকে আলোকময়!

এই সময় কীটদিগের সুতীব্র নৈশ-সঙ্গীতে চতুর্দ্দিক অনুরণিত হইলেও, যতই আমি অরণ্য-গভীরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন নিস্তব্ধতার মধ্যে ক্রমশঃ মগ্ন হইয়া যাইতেছি।

আমি এখানে একাকীই বিচরণ করিতেছি। জ্যোৎস্নালোকে যে ছায়া দেখিয়া এখানকার লোকেরা ভয় পায়, আমি সেই মন্দির-চূড়ার প্রকাণ্ড ছায়ার অভিমুখে একাকীই অগ্রসর হইতেছি। পুরোহিত ও রাজাদিগের অপচ্ছায়ার ভয়ে আমার পথ-নেতা আমার সঙ্গে আসে নাই। যখন আমি এখানকার একটি মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন উহার প্রকাণ্ড দাগোবার নিকট যাইবার উদ্দেশে, যে পার্শ্বে জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, আমার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসে,—আমি সেই অংশটিই আপনা হইতেই বাছিয়া লইলাম।

এই পরিসর-স্থানটুকু প্রেতাত্মার বিচরণভূমি বলিয়াই যেন বোধ হয়। চারি দিকেই সারি সারি স্তম্ভ। এইখানে বিচরণ করিতে করিতে হঠাৎ একটা পাথরের টালির উপর পা পড়ায়, সেই শব্দে চারি দিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তখন দেখিলাম, ভগ্নাবয়ব দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে, বেদিকা প্রভৃতির ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছি;—সমস্তই নীল আলোকে প্লাবিত।

নিস্তব্ধ অরণ্যাবলের মধ্যে এখানকার নিস্তব্ধতায় কি যেন একটু বিশেষত্ব আছে; এখানকার লোকদিগের ন্যায় ভয়গ্রস্ত হইয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম; দাগোবার চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে —সেই ভীতিজনক ছায়াময় প্রদেশে প্রবেশ করিতে আমার আর সাহস হইল না।

যাহা হউক, যে সকল রাজা—যে সকল পুরোহিত

এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন কোথায়?—কোন্ নির্ব্বাণের মধ্যে, কোন্ ধূলিরাশির মধ্যে তাঁহারা এখন অবস্থিত? তবে সেই দূরদেশ হইতে তাঁহাদের অপচ্ছায়া এখানে আসিবে কি করিয়া?

তা ছাড়া আমার মনে হইতেছে, যে ধর্ম্মে তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, সেই বৌদ্ধধর্ম্ম এখন মৃত,—এখানকার ভগ্নাবশেষের মধ্যে—পুত্তলিকা-দিগের পুরাতন ভস্মের মধ্যে উহা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজ্যাভিমুখে।

এখন সন্ধ্যা। এই সময়ে সূর্য্যাস্তের পরেই সুস্নিগ্ধ প্রশান্তি ও মধুর শৈত্য কোথা হইতে যেন সহসা আবির্ভূত হয়। কিয়ৎকালের জন্য আমি এই ক্ষুদ্র অনাদৃত পলঙ্কটা-গ্রামে বিশ্রাম করিতেছি। এইখানেই আজ রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

এই দিবাবসানসময়ে, এই তরুতলে, এই নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি আজ সর্ব্বপ্রথমে বাস্তবিকই দূরদেশে আসিয়াছি বলিয়া অনুভব করিতেছি।

আমি ফ্রান্স্ হইতে ডাক-জাহাজে করিয়া, হরিৎ-শ্যামল আর্দ্রভূমি সিংহলদ্বীপে প্রথম উপনীত হই। সেইখানে সপ্তাহকাল থাকিয়া, পরে উপকূল-গামী একটা জঘন্য জাহাজে উঠিয়া, গতরাত্রে ম্যানার-উপসাগর পার হইয়াছি। সেইখানকার সমুদ্র যেন অষ্টপ্রহর টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। তাহার পর, সমস্তদিন শকটে আরোহণ করিয়া, খুব শীঘ্র এই গ্রামে আসিয়া পৌছিয়াছি। ত্রিবঙ্কুরাধিপতি আমার তত্ত্বাবধানের জন্য একটি লোক পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আমার জন্য সুনিবিড় তরুপল্লবের ছায়াতলে একটি ছোট শাদা বাড়ী ঠিক্ করিয়া রাখিয়াছেন—সেইখানে আমাকে লইয়া গেলেন।

আগামী কল্য গরুর গাড়ী করিয়া ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যের অধিকারভুক্ত একটি প্রদেশে উপনীত হইব। সেইখান হইতে আমার যাত্রা আরম্ভ হইবে। লোকে এই প্রদেশটিকে "খয়রাৎ-মহল"ও বলিয়া থাকে। আমার এই প্রদেশটিকে সুখশান্তির আশ্রম বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমানশতাব্দীসুলভ বিলাস-বিভবের সহিত ইহার কোন সম্পর্কই নাই;—পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশসমূহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন, লোকবিরল, তাল নারিকেল প্রভৃতি তরুমণ্ডপের ছায়াতলে অবস্থিত।

রাত্রি হইয়া আসিতেছে; গ্রীষ্মকালের অতি সুন্দর রাত্রি, কিন্তু চন্দ্রহীন। সেই লোকটি ব্রাহ্মণ-মন্দিরের দীপালোক দেখাইবার জন্য আমাকে শকটে করিয়া লইয়া গেল। এই মন্দিরটি "তৃণবল্লী" নামক পার্শ্ববর্ত্তী নগরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শকটের বাহনেরা সহজ দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। আমরা রহস্যময় তরুপুঞ্জের মধ্য দিয়া চলিয়াছি; আমাদের মস্তকোপরি শ্যামল পল্লবজাল প্রসারিত; সেই সকল বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হইতে শিকড় বিস্তৃত হইয়া আবার তাহাদের সহিত যেন মিলিবার চেষ্টা করিতেছে। তরঙ্গিত শিকড়জাল সুদীর্ঘ কেশগুচ্ছের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। পল্লবপুঞ্জের উপরে, পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের অযুত তারা, এবং নিম্নতলে—এমন কি, তৃণভূমির উপরেও—অসংখ্য জোনাকি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রতি সন্ধ্যায়, আতসবাজির স্ফুলিঙ্গবৎ এই কীট-গুলি জ্বলিতে থাকে। তারকা ও জোনাকির স্ফুলিঙ্গজ্যোতি এরূপ পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছে যে, উহার মধ্যে কোন্‌টি জ্যোতিষ্ক ও কোন্‌টি জ্যোতিরিঙ্গণ, তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর।

সিংহলের অবসাদজনক আর্দ্রবায়ু ত্যাগ করিয়া, এইখানে আবার স্বাস্থ্যকর শুষ্কবায়ুর মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। ফ্রান্সের গ্রীষ্মকালীন সুন্দর রাত্রির মত, এখানে আবার সেইরূপ সুখস্পর্শ অনিল, নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি; এবং জুনমাসে ফ্রান্সের পল্লীগ্রামে যেরূপ শুনা যায়, এখানেও সেইরূপ ঝিল্লীসঙ্গীত চারিদিক হইতে শুনিতেছি। কিন্তু এই সকল পথে যে পথিকলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, তাহারা আমাদের চক্ষে অদ্ভুত;—এই সকল তাম্রমূর্ত্তি পথিকেরা নিঃশব্দে খালি-পায়ে চলিয়াছে। তাহাদের স্কন্ধের উপর মল্‌মলের উত্তরীয়। মধ্যে-মধ্যে, দূর হইতে যখন ঢাক্-ঢোলের শব্দ অথবা শানাইযন্ত্রসমুত্থিত আর্ত্তনাদের আলাপ শুনিতে পাই, তখনি ঠিক বুঝিতে পারি, এটি পৃথিবীর কোন্ বিভাগ; তখনি ইহাকে ভারতবর্ষ বলিয়া, ব্রাহ্মণের দেশ বলিয়া চিনিতে পারি; আর

তখনি বুঝিতে পারি, আমাদের দেশ হইতে এই স্থানটি কতটা দূর।

তরুতিমিরের মধ্যে, ছোট ছোট শাদা বারান্দা-ওয়ালা বাড়ী পথের দুই ধারে দেখা দিতে সুরু করিয়াছে; যেখানে আমাদের যাইবার কথা, সেই রূপবল্লী-নগরে ইহারই মধ্যে আমরা আসিয়া পড়িয়াছি। পথের দুই ধারে তালজাতীয় বৃক্ষশ্রেণী—ভঙ্গুর বৃন্তের উপর ভর করিয়া আকাশে যেন কালো-কালো পাখা বিস্তার করিয়া আছে। এই তরুপথটি যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখানে একটি ছায়াচিত্র অঙ্কিত দেখিলাম। এই ছায়াচিত্রটি একটু বিশেষ ধরণের, অতীব নয়নাকর্ষক। ইহা একটি প্রকাণ্ড মন্দির। ভারতবর্ষে যে কখনো আসে নাই, সে ও ইহাকে মন্দির বলিয়া চিনিতে পারে; কেন না, চিত্র প্রতিমূর্ত্তি আদি দেখিয়া, পূর্ব্ব হইতেই উহাদের আকারসম্বন্ধে সকলেরই কিছু-না-কিছু অস্পষ্ট ধারণা থাকে। কিন্তু ঈদৃশ প্রকাণ্ড মন্দির সহসা নৈশগগনে সমুত্থিত দেখিব, ইহা কখন কল্পনা বা প্রত্যাশা করি নাই। ইহা যেন রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির একটা প্রকাণ্ড স্তূপ; ইহার চূড়াদেশও বিকটাকার মূর্ত্তিতে আকীর্ণ। অসংখ্যতারকাদীপ্ত আকাশপটের উপর এই ছায়াচিত্রের কৃষ্ণবর্ণ-রেখাপাত হইয়াছে।

একটু পরেই আমাদের গাড়ী, একটি প্রস্তরময় খিলানমণ্ডপের মধ্য দিয়া সেকেলেধরণের গুরুভার সমচতুষ্কোণ স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিল। মন্দিরের এই অগ্রবর্ত্তী প্রদেশটি অতিক্রম করিয়া, আবার যখন আমাদের মস্তকোপরি তারকামণি-খচিত গগনাম্বর প্রসারিত হইল, তখন দেখিলাম, একটা বিপুল ঘেরের সম্মুখে আসিয়া পড়িয়াছি। তাহার সীমা লঙ্ঘন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সেই প্রকাণ্ড মন্দিরস্তূপটি একেবারে আমাদের সম্মুখে—খুব নিকটে। সেই বিসদৃশপরিমাণযুক্ত মহাভারাক্রান্ত প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়ার নিম্ন দিয়া একটি পথ গিয়াছে—তাহার মধ্যে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। কিন্তু সেই প্রবেশপথের মুখটি এত বড় যে, সেখান হইতে অভ্যন্তরস্থ দেবমণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। সেই পবিত্র অন্ধকারের মধ্যে, মন্দির-মণ্ডপের দুই ধারে অসংখ্য রহস্যময় দীপাবলী সারি সারি সজ্জিত। সেখান হইতে দেখিতে নিষেধ নাই; কিন্তু তাহাও বেশিক্ষণের জন্য কিংবা খুব নিকটে গিয়া দেখা নিষিদ্ধ।

এই সুদূরপ্রসারিত প্রবেশপথের প্রত্যেক দিকে মণ্ডলাকারে বিন্যস্ত স্তম্ভশ্রেণীর নিম্নে, ছোট-ছোট মশালের আলোকে, দেবতাদের ব্যবহারের জন্য ফুলের দোকান, মালার দোকান, মিষ্টান্নের দোকান বসিয়াছে। এই মশালের আলোকে দোকানদার-দিগকে এবং মন্দিরের প্রস্তরময় তলদেশটি বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই প্রস্তরে বিকটাকার বিবিধ মূর্ত্তি, অদ্ভুতাকার জীবজন্তুর মূর্ত্তি ক্ষোদিত, কিন্তু সেই মূর্ত্তিগুলি ক্ষয়গ্রস্ত ও বিলুপ্তমুখশ্রী। ঐ সকল দোকানদারেরাও দেবমূর্ত্তিবৎ অচল। উহাদের শ্যামল নগ্নগাত্র ঐ সকল লাল পাথরের উপর ঠেস দিয়া রহিয়াছে; নেত্রগুলি জল্‌জল্ করিতেছে; এবং উহাদের রমণীসুলভ সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ স্কন্ধের উপর লতাইয়া পড়িয়াছে। উপরে থামগুলির মাথায়, খিলানমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী স্থানে অন্ধকার একাধিপত্য করিতেছে।

মণ্ডপের সুদূর পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত আমি অলক্ষিত-ভাবে এখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি। অফুরন্ত সারি সারি স্তম্ভ অস্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। ক্ষীণপ্রভ দীপাবলী ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। সুদূর প্রান্তে শুভ্রবসন মনুষ্যমূর্ত্তিসকল বিশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করিতেছে, এবং ঐ স্থানটি স্তুতিপাঠে ও গান-কীর্ত্তনে মুহুর্ম্মুহু অনুরণিত হইতেছে।

যে নিষিদ্ধ দ্বার দিয়া আমি লুকাইয়া দেখিতেছি, তাহার গঠন অতি অপূর্ব্ব;—একেবারেই বাস্তু-বিদ্যার অপরিজ্ঞাত। দ্বারের প্রকোষ্ঠটি খুব বড়। কিন্তু এতাদৃশ প্রকাণ্ড গগনস্পর্শী চূড়ার তুলনায়, মন্দিরের দ্বারটি বড়ই নীচু, এমন কি, গুপ্তপথ বলিয়াও মনে হইতে পারে; মনে হয়, উহা যেন সুড়ঙ্গপথের দ্বার—রহস্যরাজ্যের প্রবেশপথ!

জীবনের মধ্যে এই সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণদিগের একটি মন্দির দেখিয়া আমার মনে হইল, আমি এমন একটা কিছু দেখিলাম, যাহা পৌত্তলিকতার বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন;—ভীষণ বৈরভাবাপন্ন লোকের দ্বারা পূর্ণ। আমি এইরূপ দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই; আর ইহাও ভাবি নাই, মন্দিরে আমার

প্রবেশনিষেধ হইবে। আমি কতকটা আশা করিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে গিয়া, মহাপূর্ব্বপুরুষগণ-অবলম্বিত ধর্ম্মের অন্তস্তলে কিঞ্চিৎ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইব। কিন্তু এখন আমার সেই চিরপোষিত আশা অতীব শূন্যগর্ভ ও নিতান্ত "ছেলেমানুষি" বলিয়া মনে হইতেছে।

আহা! খৃষ্টধর্ম্মের মধ্যে কেমন একটি মন-ভুলানিয়া মধুময় শান্তির ভাব বিরাজিত—সেই ধর্ম্ম, যাহার দ্বার সকলেরই নিকট অবারিত এবং যাহা শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিদিগেরও হিতসাধনে সতত নিযুক্ত।...

এখন আমাকে সকলে এইরূপ আশ্বাস দিতেছে, ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে, দেবালয়ের মধ্যে এতটা দারুণ কঠোরতা লক্ষিত হইবে না, এমন কি—সেখানকার দেবালয়ে হয় তো আমি প্রবেশ করিতেও অনুমতি পাইব। যাহা হউক, এইবার এইখান হইতে সরিয়া পড়াই ভাল—বেশিক্ষণ থাকাটা সুবুদ্ধির কাজ নহে। কিন্তু যদি ইচ্ছা করি, গাড়ীতে থাকিয়া আস্তে-আস্তে এই বৃহৎ মন্দিরের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিতে পারি—তাহাকে কোন বাধা নাই।

মন্দিরের ঘেরটা সমচতুষ্কোণ,—এত বৃহৎ যে, ইহার মধ্যে একটা নগরের সমাবেশ হইতে পারে। ইহার চতুঃসীমার মধ্যস্থল হইতে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ সমুত্থিত—উহার নিম্নদেশে একটি দ্বার ফুটানো আছে। এই সকল মূক প্রাচীর—যাহার ধার দিয়া আমরা নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে চলিয়াছি,—উহা দুর্গপ্রাচীরের ন্যায় কঠোরভাবে খাড়া হইয়া আছে। যে বিজন পথটি আমরা অনুসরণ করিতেছি, উহা সেই পবিত্র গণ্ডীরই সামিল,—যাহার মধ্যে নীচ-জাতীয় লোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এইখানে আর একপ্রকার স্তূপের পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—উহা দৈবক্রমে ঐ স্থলে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। উহাও দেখিতে দেবমন্দিরের ন্যায়—কতকগুলি বিরাট্ চাকার উপর স্থাপিত; পর্ব্ব-উৎসবের দিনে দেবতাদিগকে হাওয়া খাওয়াইবার জন্য সহস্র সহস্র লোক এই রথগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়; রথের চাকা বসিয়া গিয়াছে, তাই আজ রাত্রে দেবতারা মর্ত্ত্যদিগেরই ন্যায় এইখানেই নিদ্রা যাইবেন।

আমাদের দুই ধারে সারি-সারি তালজাতীয় উচ্চবৃক্ষ—উহাদের কালো-কালো পাখা ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; যে সময়ে আমরা এই তরুবীথির মধ্য দিয়া চলিয়া আসিলাম, সেই সময়ে ভক্তির প্রচণ্ড উন্মত্ত উল্লাস চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইতেছিল,—সেই সময় ধর্ম্মের কতকগুলি বিশেষ অনুষ্ঠানের উদ্যোগ চলিতেছিল। এই প্রশান্ত সুন্দর রাত্রিতে, গম্ভীর-গভীর ঢাকের শব্দ, তূরীর পৈশাচিক নিনাদ আমাদের পশ্চাতে শুনা যাইতেছে; সে এরূপ বিকট শব্দ যে, শুনিয়া সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে।

এখনো আমরা পলঙ্কটাগ্রামে। মশকপতঙ্গাদি তাড়াইবার জন্য তাম্রমূর্ত্তি ভৃত্যগণ সমস্ত রাত বড়-বড় হাতপাখায় আমাকে বাতাস করিয়াছে।

এক্ষণে এই বহুপুরাতন সৌধধবল ক্ষুদ্র বাড়ীর মধ্যে অরুণ-কিরণ প্রবেশ করিয়াছে; হাস্যময়ী উষার প্রভায় গৃহটি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যের দীপ্যমান মহিমার মধ্যে আমি জাগ্রত হইলাম।

শিশিরসিক্ত বারন্দাটি এখনো বেশ ঠাণ্ডা। এটি সুন্দর বসিবার স্থান। বারন্দাটি সৌধপ্রলেপে তুষারশুভ্র। উহার মোটা-মোটা খাটো-খাটো অসমান (অনিচ্ছাকৃত) থামগুলি চানেলি-লতায় ঘেরা।

চতুর্দ্দিকে মাঠ-ময়দান, গ্রাম্য নিস্তব্ধতা, বিমল প্রাভাতিক শান্তি। যদিও অত্রস্থ প্রকৃতিসুন্দরী একটু তাপদগ্ধা, শরতের প্রভাবে শুষ্কতানিবন্ধন একটু অবসাদক্লিষ্টা, তথাপি এখানকার আলোকরশ্মি দক্ষিণপ্রদেশের সুন্দরতম প্রভাতকিরণের ন্যায় দিব্য প্রশান্ত। এখানে বড় বড় তালজাতীয় বৃক্ষ নাই; অথবা সিংহলের ন্যায় উদ্দাম উদ্ভিজ্জের প্রাচুর্য্য নাই। অস্মদ্দেশীয় অরণ্যের ন্যায় এখানকার বৃক্ষগুলি অনতি উচ্চ ও বিরলপল্লব। ছিন্নতৃণ মাঠ-ময়দান, ফলের বাগান, ছাঁটা-ঘাসের উপর অঙ্কিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পায়ে-চলা পথ, দূরে বৃক্ষশাখার মধ্য হইতে পরিদৃশ্যমান চুণকামকরা ছোট ছোট প্রাচীর, সুধা-ধবল ছোট-ছোট বাড়ী—এই সকল আমি অবলোকন করিতেছি, এবং আমার শৈশবের সুপরিচিত দৃশ্যগুলি আবার আমার চতুর্দ্দিকে দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি।

যে চড়াইপাখী আমাদের গৃহছাদে নীড় নির্ম্মাণ করে, সেই নিতান্ত গ্রাম্য পাখীগুলাও এখানে আছে দেখিতেছি। কেবল এইমাত্র প্রভেদ, ভারতের জীবজন্মাত্রেরই মানুষের উপর যেরূপ অগাধ বিশ্বাস,

ইহাদেরও তদ্রূপ; মানুষ নিকটে গেলে উহারা পলায় না।

আমি দেখিতে পাইতেছি, স্বদেশসাদৃশ্যজনিত বিস্ময় যেন আমার জন্য এদেশে স্থানে স্থানে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ভরপূর শীতের সময়ে, আমাদের গ্রীষ্মদেশের শোভাসৌন্দর্য্য এখানে সম্ভোগ করিতেছি।...

আমি যে ভারতবর্ষে আছি, এই জ্ঞানটি আমার অন্তরের অন্তস্তলে জাগরূক থাকিলেও, যখনি আমি এখানকার কোন অনাদৃত জনবিরল স্থানে আসিয়া উপস্থিত হই, তখনি একপ্রকার মধুর বিস্ময়সহকারে জন্মভূমিসম্বন্ধীয় বিবিধ বিভ্রমের হস্তে আপনাকে ছাড়িয়া দিই।

এই সকল ছোট-ছোট শাদা প্রাচীর, চামেলিলতা, হল্‌দে রং-ধরা ঘাস, শরৎঋতুসুলভ বিচিত্র রং —এই সমস্ত স্বদেশকে স্মরণ করাইয়া দেয় ও মন ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন সেই Aunis,—সেই La Saintonge-র মাঠ-ময়দান, আঙুর পাকিবার সময়ে,—সেই কনকোজ্জ্বল-ঋতুকালে, Pleron-দ্বীপের সেই শান্তিময় বাড়ীগুলি আমার মনে পড়ে।

কিন্তু আবার মধ্যে মধ্যে অনেক ছোটখাটো জিনিস পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া আমার এই স্বপ্নের ব্যাঘাত করে। ঐ দেখ, ছয়বৎসরবয়স্কা একটি ছোট বালিকা আমাকে একটা সংবাদ দিবার জন্য নিজগ্রাম হইতে প্রেরিত হইয়া এইখানে আসিয়াছে। ইহার কালো রহস্যময় চোখদুটি দীর্ঘায়ত; ইহার নাক ফুঁড়িয়া চুনি-বসানো একটি সোনার নাকড়ি আছে; চুনিগুলি দেখিতে শোণিতবিন্দুর ন্যায়।

দূরে, আমাদের বাড়ীর সংলগ্ন শান্তিময় প্রাকৃতিক দৃশ্যটিকে উদ্বেজিত করিয়া কি-একটা অদ্ভুত জিনিস গাছের মধ্য হইতে বাহির হইয়াছে;—ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের একটি কোণ,—দেবতা ও রাক্ষসাদির মন্দিরস্থ একটি কোণ। মন্দিরটি বিষ্ণুদেবের---গাছপালায় ঢাকা পড়িয়াছে।

তরুগণের ছায়াসত্ত্বেও, মধ্যাহ্নের সূর্য্য আমাদের এই শাদা বাড়ীটির উপর বাস্তবিকই একটু অতিরিক্ত-পরিমাণে আলোক ও উত্তাপ বর্ষণ করিতেছে। ছোট-ছোট ফলবাগানের উপর আলো পড়িয়াছে—খুব উজ্জ্বল আলো পড়িয়াছে। আমাদের সেপ্টেম্বর মাসের দীপ্ততম মধ্যাহ্নও এখানে হার মানে।

চারিদিকই নিস্তব্ধ। মেঠো-ঘাসের পথে আর কোন পথিক নাই। বড়-বড় হাতপাখাগুলা এখন ঘুমাইতেছে; যে সকল ভারতীয় ভৃত্য ঐ সকল পাখা ব্যজন করিয়া থাকে, তাহারাও ঘুমাইতেছে। সব চুপ্‌চাপ্‌। কোথাও টুঁশব্দ নাই। কেবল কতকগুলা দাঁড়কাক—যাহাদের দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ —তাহারাই আমার কামরায় প্রবেশ করিয়া আমার চারিদিকে কা-কা-শব্দ করিতেছে। এই সকল নিস্পন্দ পদার্থের মধ্যে, উহাদেরি নাচুনি-চালের পদশব্দ এবং উড়িবার পক্ষসঞ্চালনশব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না।...

হঠাৎ মনে পড়িল—খৃষ্টজন্মোৎসবের দিন আসন্ন; অমনি এখানকার এই চিরনির্ম্মল আকাশ —চিরগ্রীষ্মঋতু আমার কল্পনার উপর যেন ঘনঘোর বিষাদ ঢালিয়া দিল।

এইবার একে-একে আমার যাত্রার গাড়ীগুটি আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে ত্রিবঙ্কুরে যাইতে প্রায় দুই দিন লাগিবে। সেইখানে যাইবার জন্য আমার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। এই দেশীয় শকটগুলি সুদীর্ঘ "কফিনে"র (শবাধার) ন্যায়। পিছন দিক দিয়া উহাতে ঢুকিতে হয়, এবং পর্য্যটনকালে বাধ্য হইয়া উহার মধ্যে শুইয়া থাকিতে হয়। উহাদের বৃষবাহনেরা দুল্‌কিচালে নাচিতে নাচিতে চলে। আমার গাড়ীর বৃষযুগল শাদা; উহাদের শিং নীলরঙে রঞ্জিত। ভৃত্যদের গাড়ীর বৃষদুইটি কপিশ রঙের; এবং উহাদের শিং তাঁবা দিয়া বাঁধানো।

এখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। ইত্যবসরে আমাদের চারিটি নিরীহ শান্ত অলস বৃষ তৃণভূমির উপর সটান শুইয়া পড়িয়াছে।

ত্রিবঙ্কুর-রাজ্যে।

তিন ঘটিকার সময় এখান হইতে যাত্রা করিলাম। এখন সূর্য্যের তাপ আরও প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। শকটের ভিতরে মাদুর ও শতরঞ্জি পাতা। ছাদ

এত নীচু যে, সিধা হইয়া বসিবার যো নাই; কাজেই আহত ব্যক্তির ন্যায় পা ছড়াইয়া রহিলাম। গাড়ীর বলদেরা দুল্‌কি-চালে নাচিতে-নাচিতে চলিতে লাগিল। এইভাবে দুই রাত্রি অবিরাম চলিলে আমার নিদ্রার বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটিবে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় আমার বাহন ও বাদক বদলি হইবে। সমস্ত পথটায় ডাকের গাড়ীর বন্দোবস্ত আছে। এখন যেখানে আমি আছি—এই পূর্ব্বভারত, আর যেখানে যাইতেছি—সেই ত্রিবঙ্কুররাজ্য, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী এই যে যাতায়াতের পথ—এটি দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই সুখের "খররাংমহলে" এখনও রেলপথ হয় নাই যে, তদ্দ্বারা পণ্যাজীবী-দিগের আমদানী হইবে, কিংবা উহার ধনধান্য বিদেশে চলিয়া যাইবে। উত্তর দিক্‌ দিয়া খালপথে নৌকাযোগে, ক্ষুদ্ররাজ্য কোচিনের সহিত উহার যোগাযোগ আছে। এই খাল-বিল অনেক গুলি। তা ছাড়া আত্মরক্ষণ-উপযোগী ইহার কতকগুলি প্রাকৃতিক সুবিধাও আছে, তদ্দ্বারা বাহিরের সংস্পর্শ হইতে স্থানটি সুরক্ষিত।

ইহার পশ্চিমে বন্দরহীন সমুদ্র, দুরধিগম্য সৈকতবেলাভূমি—যাহার উপর ফেনময় তরঙ্গরাজি অবিরাম ভাঙিয়া পড়িতেছে। যাহা ভারতের এক প্রকার মেরুদণ্ড বলিলেও হয়,—সেই "ঘাটের"র গিরিমালা পূর্ব্বদিকে অবস্থিত;—উহার শৈলচূড়া, উহার অরণ্য, উহার ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তু, কতকটা প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।

আমার গাড়ীর বলদ দুটি কখন দুল্‌কি-চালে, কখন বা ছুটিয়া চলিতেছে। যেই একটা গ্রাম পার হইতেছি, অমনি আবার দীর্ঘপথ আরম্ভ হইতেছে—বৈচিত্র্যহীন, অফুরন্ত। সূর্য্য জলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে। পথের দুই ধারে যে বৃক্ষগুলি সারি সারি চলিয়াছে, উহা দেখিতে কতকটা আমাদের আখ্‌রোট্‌ ও "অ্যাশ্‌"-গাছের মত। যেগুলিকে আখ্‌রোট্‌-গাছের মত বলিতেছি, উহা আসলে তরুণ বটবৃক্ষ,—কালসহকারে প্রকাণ্ড হইয়া উঠিবে। শিকড়ের জটা স্থানে স্থানে বাহির হইতে সুরু করিয়াছে; উহার ফ্যাক্‌ড়াগুলি মাটির দিকে নামিতেছে; তাহা হইতে আবার নূতন ফ্যাক্‌ড়া বাহির হইয়া চারিদিকে বিস্তৃত হইবে।

এই দুই সারি বৃক্ষের মধ্য দিয়া আমরা সুবিস্তৃত কান্তারভূমি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। মধ্যে মধ্যে বিরলসন্নিবেশ তাল, নারিকেল দৃষ্ট হইতেছে।

দেখিবার জন্য ও নিশ্বাস ফেলিবার জন্য গাড়ীর পার্শ্বদেশে ছোট ছোট রন্ধ্র-জান্‌লা আছে। পশ্চাদ্ভাগে ছোট একটি গোল দরজা, তাহার মধ্য দিয়া, মাথা হেঁট করিয়া, এই সচক্র শবাধারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়।

আমার গাড়ীর প্রায় গা ঘেঁষিয়া, ঠিক পিছনে আমার চাকরবাকরদিগের ও জিনিসপত্রের গাড়ীটি চলিয়াছে। যে দুইটি দীর্ঘকায় নিরীহ বলদ ঐ গাড়ী টানিতেছে, উহারা আমার খুব নিকটবর্ত্তী; আমি গাড়ীর মধ্যে শুইয়া সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, বলদ দুটি যেন আমার পা ছুঁইয়া রহিয়াছে। উহারা কি নিরীহ জানোয়ার! চালক উহাদের শুধু নাকে দড়ি দিয়া চালাইতেছে; পাছে অনিচ্ছাক্রমেও কাহারো অনিষ্ট হয়, তাই যেন উহাদের শিং দুটিও পিছন দিকে পিঠের দাঁড়ার উপর বাঁকিয়া পড়িয়াছে। গাড়ীর চালক নগ্নপ্রায়, তাম্রবর্ণ; আশ্চর্য্যরূপে দেহভার রক্ষা করিয়া, সঙ্কীর্ণ যুগকাষ্ঠের উপরে উবু হইয়া বসিয়া, বাহু দুটি হাঁটুর উপর রাখিয়াছে; আর, একটা বেতের চাবুক দিয়া বলদদিগকে প্রহার করিতেছে; কিংবা বানরগুলা রাগিলে যেরূপ শব্দ করে, সেইরূপ মুখের শব্দ করিয়া উহাদিগকে উত্তেজিত করিতেছে।

কান্তারভূমি, একটার পর একটা ক্রমাগত আসিতেছে; যতই অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছি, ততই যেন কষ্টকর—এমন কি, অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দূর-দূরান্তরে, কোথাও বা ছোটখাটো ধানের ক্ষেত, কোথাও বা ছোটখাটো কার্পাসের ক্ষেত দেখা যাইতেছে; নতুবা আর সমস্তই মরু—কেবলই মরু—সায়াহ্নসূর্য্যের বিষাদম্লান কিরণচ্ছটায় আলোকিত।

দিগন্তগগনে "ঘাটে"র গিরিমালা অঙ্কিত; উহা যেন ত্রিবঙ্কুররাজ্যের প্রাকারাবলী। আজ আমরা রাত্রে, একটি যার-পর-নাই সঙ্কীর্ণ সুঁড়িপথ দিয়া ঐ প্রাকার উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইব।

সিংহলের বৃষ্টিবর্ষা ও হরিৎ-শ্যামল ক্ষেত্রাদি দেখিয়া আসিয়া তাহার পর এই সকল শুষ্কভূমি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়—উহাতে একটি তৃণও

জন্মায় না। শাদাটে রঙের গুঁড়ি—এইরূপ কতক-অদ্ভুত তালজাতীয় বৃক্ষ ইতস্তত একাকী দণ্ডায়মান ;—উহাদিগকে উদ্ভিজ্জরাজ্যের সামিল বলিয়াই মনে হয় না। সোজা, মসৃণ, প্রকাণ্ড উচ্চ খোঁটার মত, তলদেশ স্ফীত, তাহার পরেই চরকাকাঠির ন্যায় হঠাৎ সরু হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহাদের অতি দীর্ঘ কাণ্ডের অগ্রভাগে, জ্বালাময় গগনের উচ্চদেশে, শুষ্ক কঠোর ছোট ছোট এক এক গুচ্ছ তালপত্র রহিয়াছে। এই শুষ্কশীর্ণ তরুদিগের ছায়াচিত্রগুলি বরাবর রাস্তার দুই ধারে, বিষাদম্লান দিগন্তরেখা পর্য্যন্ত—স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। দুই সারি তরুণ বটবৃক্ষের মধ্য দিয়া এই যে পথটি গিয়াছে, ইহার মধ্যে জনমানব দৃষ্টিগোচর হয় না। মনে হয়, যেন এই পথটি ধরিয়া চলিলে আমরা কোথাও গিয়া উপনীত হইব না। অবসাদজনক উত্তাপ, তালে তালে অল্প অল্প ঝাঁকানি, ক্রমাগত গাড়ীর একঘেয়ে ক্যাঁচ্‌ কোঁচ্‌ শব্দ। এই সবে আমার তন্দ্রা আসিল—আমার চিন্তাপ্রবাহ ক্রমশঃ তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

প্রায় ৫ ঘটিকার সময় রাস্তার উপর দিয়া অদ্ভুত ধরণের চারিজন পথিক চলিয়া গেল। আমার চক্ষু এখনো তন্দ্রাবেশে প্রায় অর্দ্ধনিমীলিত ; তা ছাড়া, এই একঘেয়ে পথে কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না—তাই হঠাৎ যখন চারিটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিলাম, তখন ইহাই একটি গুরুতর ঘটনা বলিয়া আমার নিকট প্রতিভাত হইল। ইহারা দীর্ঘকায় পুরুষ—লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুত চলিতেছে ; নগ্ন গাত্র, একটা শাদা ও লাল রঙের ধুতি-পরা, মাথায় একটা লাল পাগ্‌ড়ি। এই বিজন কান্তারের মধ্য দিয়া এই অজ্ঞাত ব্যক্তিগণ এইরূপ উজ্জ্বলবেশে, এত দ্রুতপদে, না জানি কোথায় যাইতেছে ?

পরে অল্পে অল্পে, ধীরে ধীরে, এই "ঘুপ্‌সি" দম্‌-আট্‌কানিয়া শয্যাকক্ষের মধ্যে নিদ্রাদেবী আবির্ভূতা হইয়া আমার সংজ্ঞা হরণ করিলেন—চারিদিকে কি হইতেছে, আমি আর কিছুই জানিতে পারিলাম না।

এক ঘণ্টা পরে, সন্ধ্যার সময়, জাগিয়া উঠিয়া মুমূর্ষু দিবসের অন্তিম ছবিটি দর্শন করিলাম।

দেখিলাম, "ঘাটের" গিরিমালা হঠাৎ যেন আমার পার্শ্ববর্ত্তী হইয়াছে—যেন এক লম্ফে ৪॥ ক্রোশ পথ লঙ্ঘন করিয়া আসিয়াছে। পশ্চিম-দিকের সমস্ত সমভূমি এই গিরিমালায় অবরুদ্ধ।

অস্তমান সূর্য্যের লোহিত কিরণে দিগন্তপট এখনো অনুরঞ্জিত। ঐ লোহিত দিগন্তপটের উপর, এই সুনীল গিরিকায় কেমন পরিস্ফুটরূপে প্রকটিত। উহার শৈলচূড়াগুলির আকার ভারতবর্ষীয় ধরণের ; দেখিতে কতকটা মন্দিরাদির চূড়া ও গম্বুজের মত।

সরু সরু খুঁটির মত তালগাছ আর কঠোরদর্শন মনসার ঝাড়—এখানকার এই একমাত্র বৃক্ষ, মৃত্তিকা হইতে উর্দ্ধে উঠিয়াছে ; যাহা কিছু আলো এখনো অবশিষ্ট আছে, সেই আলোকে, ম্লানাভ সোনালি রঙের আকাশের গায়ে, তাহাদের কালো কালো কাঠিগুলা সর্ব্বত্র প্রসারিত।

হঠাৎ অন্ধকার হইয়া পড়িল। এই অন্ধকার একটু বিষাদরঞ্জিত, কেন না, আজ রাত্রে চাঁদ উঠিবে না।

প্রভাত পর্য্যন্ত এই সঙ্কীর্ণ শবাধারের মধ্যে ঝাঁকানি খাইতে খাইতে কিছুই স্পষ্ট দেখিতে পাই নাই ; চক্ষের সমক্ষে সবই যেন বিশৃঙ্খলভাবে প্রতিভাত হইতেছিল।

পথে যাইতে যাইতে, অন্য গরুর গাড়ী যখনি আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখনি গোকণ্ঠের ঘণ্টিকাধ্বনি ও লোকজনের কি ভয়ানক চীৎকারই শুনিতে পাওয়া যায়। সেই গাড়ীগুলা এত মন্থর-গতি যে, আমাদের পথ হইতে সরিয়া যাইতেও তাহাদের অনেক বিলম্ব হয়। মধ্যে মধ্যে বাহন ও চালক বদ্‌লি করিবার জন্য, কোন গ্রামের নিকট আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিতেছে। গ্রামগুলি রাস্তার ধারে অবস্থিত। গাড়ী হইতে অস্পষ্টরূপে, নিদ্রিত ব্রাহ্মণদিগের আবাস-কুটীর দেখা যাইতেছে ; সম্মুখে, দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেত তাড়াইবার জন্য ছোট ছোট নারিকেল-তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখা হইয়াছে।

ভৃত্যেরা আমাকে অভিবাদনপূর্ব্বক জাগাইয়া দিল। এখন প্রভাত ; শীতল শান্ত ঊষার ইহাই মধুরতম মুহূর্ত্ত। আমরা এখন নাগরকৈলগ্রামে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আজ সমস্ত দিন এইখানে থাকিয়া, সূর্য্যাস্তসময়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করিব। যে পর্ব্বতমালা গতকল্য আমাদের সম্মুখে, অস্তমান সূর্য্যের কিরণ-উদ্ভাসিত লোহিত গগনে অঙ্কিত

দেখিয়াছিলাম, আজ তাহা আমাদের পিছনে পড়িয়াছে। এখন দিগন্তদেশ ম্লান-পাটল বর্ণে রঞ্জিত। রাত্রিতে আমরা এই পর্ব্বতমালা পার হইয়া আসিয়াছি,—এখন আমরা ত্রিবঙ্কুররাজ্যে। এই বারান্দা-ওয়ালা বাড়ীটি একটি পান্থশালা; ইহার সম্মুখে আমাদের গাড়ী আসিয়া থামিল। শুভ্রবসনধারী একজন ভারতবাসী দুই হস্তে স্বকীয় ললাট স্পর্শ করিয়া আমার সম্মুখে নতশির হইলেন। ইনি পান্থশালার অধ্যক্ষ। মহারাজের আদেশানুসারে ইনি আমার বাসের জন্য এই বাড়ীটি ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

ভারতীয় অন্যান্য গ্রামের পান্থশালার ন্যায় এ পান্থশালাটিও সাদাসিধা একতলা গৃহ। তিন চারিটি শাদা ধব্‌ধবে চূণকাম করা কাম্‌রা—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, প্রায় খালি, শুইবার জন্য শুধু কতকগুলি বেতে ছাওয়া খাট পাতা। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ প্রযুক্ত গৃহের ছাদ গৃহ হইতে চারিদিকে খানিকটা বাহির হইয়া আসিয়াছে, আর কতকগুলো মোটা মোটা খাটো থাম ঐ ছাদকে ধারণ করিয়া আছে।

তাহার পর স্নান; স্নানের পর প্রাতরাশ। এই সময়ে ব্যগ্রতাবিরহিত ভৃত্যেরা তালপত্রের পাখা দিয়া আমাকে অলসভাবে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার পর মধ্যাহ্নের বিষণ্ণতা; আলোক উদ্ভাসিত মহা নিস্তব্ধতা। মধ্যে মধ্যে কাকেরা আমার কক্-কুটিমের তক্তার উপর আসিয়া নাচিয়া বেড়াইতেছে।

দুই ঘটিকার সময় ত্রিবঙ্কুর মহারাজের দেওয়ানের নিকট হইতে পত্র পাইলাম। তিনি লিখিয়াছেন;—আমার যাত্রাপথের ধারে, নৈজেভাবারে নামক একটি গ্রামে, আমার ব্যবহারের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ী প্রস্তুত থাকিবে। সেখানে যাইতে হইলে, এখান হইতে ১১টা রাত্রে ছাড়িতে হইবে। কিন্তু আমি এখনি ছাড়িব বলিয়া স্থির করিলাম। আজ রাত্রেই সেইখানে গিয়া পৌছিব। সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া তাহার পর যাত্রা করা—এবং প্রভাত পর্য্যন্ত গাড়ীতেই নিদ্রা যাওয়া—ইহাই এখানকার প্রচলিত রীতি। কিন্তু আমি তাহা করিলাম না।

আমি যাত্রা করিতে উদ্যত হইলাম। এই সময়ে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ। পান্থশালার অধ্যক্ষ আমাকে দুই হাতে সেলাম করিতে লাগিল। নীরব বাক্য মুখে প্রকটিত করিয়া, তাম্রবর্ণ ভৃত্যবর্গ আমার গাড়ীর সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইল। উহাদের মধ্যে একটি নগ্নপ্রায় দরিদ্র বৃদ্ধা ছিল। ভারতের প্রায় সমস্ত পান্থশালাতেই, স্নানাগারের জলাধারে জল ভরিয়া রাখাই ইহাদের কাজ। ত্রিবঙ্কুরের রৌপ্য-মুদ্রা, আজ এই সর্ব্বপ্রথম এই সব লোকদিগকে আমি নিজ হাতে বিতরণ করিলাম। এই ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি মোটা মোটা ঝকঝকে গুটিকার মত। আমাদের বলদেরা এই অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে *দুল্‌কি চালে চলিতে লাগিল।*

ক্রমে ক্রমে, অপেক্ষাকৃত শাখাপল্লববহুল প্রদেশ—এমন কি, স্বকীয় উদ্ভিজ্জ-প্রাচুর্য্যে সিংহলেরও সমকক্ষ—এরূপ একটি প্রদেশে উপনীত হইলাম। এই জঙ্গলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষে পরিপূর্ণ। উক্ত তালবৃক্ষের কাণ্ডগুলি গতকল্য পীতাভ ও শুষ্ক দেখিয়াছিলাম; আজ দেখি, এখানে প্রচুর পত্র-ভূষণে সুশোভিত। বড় বড় হরিৎ-শ্যামল শাখা-পক্ষ বিস্তার করিয়া, নারিকেল-তরুপুঞ্জ আবার আবির্ভূত হইয়াছে। ভূতল পর্য্যন্ত শিকড়কুণ্ডল বিস্তার করিয়া, মার্গপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষগুলি আমাদের মাথার উপর ছত্রাকারে প্রসারিত। দেখিলে মনে হয়, এই প্রদেশটিতে তরুসমাচ্ছন্ন বিজনতা ও দুর্ভেদ্য জটিল অরণ্য ভিন্ন বুঝি আর কিছুই নাই। কিন্তু এখন ছায়াময় পথে অনেক লোকজন [illegible] যাইতেছে। আমাদেরই মত গরুর গাড়ী চড়িয়া কতকগুলি লোক যাইতেছে। গরুর পাল লইয়া রাখাল এবং দধ্যাম্রশীভরা চুপ্‌ড়ি মাথায় করিয়া অগণ্য স্ত্রীলোক সারিসারি চলিয়াছে।

ইতস্তত একএকটি ছোট প্রস্তরমন্দির;—বড় পুরাতন—খিলান চ্যাপ্‌টা-পাথরে গঠিত; ইহাদিগকে মিশরদেশীয় স্মৃতিমন্দিরের ক্ষুদ্র নমুনা বলিয়া মনে হয়।

আবার প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের তলে মুসলমান ফকিরের একটি সমাধিস্থান; উহা শুধু বার্দ্ধক্যের বলে পূজাস্পদ হইয়া উঠিয়াছে। উহা টাট্‌কা ফুলের মালায় সজ্জিত। আর, একটি গজমুণ্ডধারী গণেশ-মূর্ত্তি দেখিলাম; সেঁউতি ও গোলাপের মালা গাঁথিয়া কোন ভক্তজন উঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছে।

ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়—অথবা আমার

চক্ষেরই ভ্রম—রাস্তায় এতগুলি স্ত্রীলোক দেখিলাম, কিন্তু উহাদের মধ্যে একটিকেও দেখিতে ভাল নয়, অথচ পুরুষেরা অধিকাংশই দেখিতে সুন্দর। পুরুষের মুখে তাম্রবর্ণ যেরূপ মানাইয়াছে, রমণীর মুখে সেরূপ মানায় নাই। পুরুষের ওষ্ঠস্থূলতা পুরুষের গোঁফে ঢাকিয়া যায়, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের অনাবৃত ওষ্ঠের স্থূলতা আরও বেশি বলিয়া মনে হয়। যাহাদের দেহগঠন গ্রীশীয় রমণীমূর্ত্তির ন্যায় অনিন্দ্যসুন্দর—এরূপ কতকগুলি বালিকা ছাড়া প্রায় আর সকলেরই উদরদেশ অকালবৈরূপ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তা ছাড়া, এমন কোন বস্ত্রাবরণও নাই, যাহাতে ঐ অধোলম্বিত উদর কোনপ্রকারে ঢাকিয়া রাখা যাইতে পারে। উহারা নাক ফুঁড়িয়া সোনার নথ ও কান ফুঁড়িয়া কানবালা পরিয়া থাকে। কানবালাগুলি ওজনে এত ভারি যে, উহাতে কান একেবারে ঝুলিয়া পড়ে। তবে কি না, উহারা 'পারিয়া'-রমণী; উচ্চশ্রেণীর মহিলারা মাল-বোঝাই গরুর গাড়ীতে কখনই যাতায়াত করে না। এই উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগকে কিন্তু এখনও আমি দেখি নাই।

রাস্তায় এই মজুর-রমণীদিগের জন্য দূরদূরান্তরে এক একটি বিরামস্থান স্থাপিত হইয়াছে। নিরেট পাথরের বেদী, উচ্চতায় একমানুষ-সমান,—এই বেদীর উপর উহারা নিজ-নিজ বোঝা নামাইয়া রাখে। তাহার পর, আবার যখন ঐ বোঝাগুলি মাথায় উঠাইয়া লয়, তখন তাহাদিগকে ভূমি পর্য্যন্ত আর মাথা নোয়াইতে হয় না।

চারিদিকে কি রমণীয় নিস্তব্ধতা! এই সকল বিহঙ্গনীড়বৎ তরুপ্রচ্ছন্ন বিরল গ্রামগুলির মধ্যে কি স্বর্গীয় প্রশান্তি!

একটি বটবৃক্ষের তলে, মহাদেবের একটি পুরাতন মূর্ত্তির সন্নিকটে, বেগুনি-রঙের পরিচ্ছদ-পরা, শাদা লম্বাদাড়ি, ইরাণীর ন্যায় মুখশ্রী, একটি লোক শান্তভাবে বসিয়া কি একটা গ্রন্থ পাঠ করিতেছে; ইনি একজন প্রধান পাদ্রি— একজন সিরিয়াদেশীয় প্রধান-পাদ্রি! প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয়, এই রহস্যময় ব্রাহ্মণ্যের দেশে এ কি অদ্ভুত দৃশ্য!

কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি পূর্ব্বেই জানিতাম, ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজ্যে প্রায় পাঁচলক্ষ খৃষ্টান প্রজার বসতি। এই সকল খৃষ্টানদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সময়ে এখানে গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা করে, য়ুরোপ তখনও পৌত্তলিকধর্ম্মাবলম্বী। ইহারা 'সেন্ট-টমাসে'র শিষ্য বলিয়া পরিচয় দেয়। সেন্ট-টমাস্ প্রথম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু সম্ভবত ইহারা 'নেষ্টোরীয়'-সম্প্রদায়ের খৃষ্টান, সিরিয়াদেশ হইতে আসিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বরাবর এখানে পাদ্রি-প্রচারক পাঠাইয়া থাকে। অন্তত ইহারা যে বহুপুরাতন, লোকপূজ্য মহৎ বংশ হইতে প্রসূত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তা ছাড়া রাজ্যের উত্তরপ্রদেশে কতকগুলি ইহুদিও আছে। 'জেরুসেলেমে'র মন্দির দ্বিতীয়বার ধ্বংস হইবার পর, উহারা এদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ইহাদিগকে কিংবা খৃষ্টানদিগকে কেহ কখন উৎপীড়ন করে নাই। কেননা, এদেশে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতসহিষ্ণুতা সর্ব্বকালেই বিদ্যমান। এই স্থলটি মনুষ্যরক্তপাতে যে কখন কলুষিত হইয়াছে, এরূপ একটি দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

আমাদের বলদেরা দুল্‌কি-চালে অনবরত চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সূর্য্য অস্ত গেল। সেই সঙ্গে সিংহলের ন্যায় এখানকার বাতাসও গ্রীষ্মদেশসুলভ আর্দ্রতায় পূর্ণ হইল। কবোষ্ণ বৃষ্টিধারার পরম মিত্র নারিকেলবৃক্ষগুলি, অন্যান্য বৃক্ষকে অপসারিত করিয়া ক্রমে ক্রমে এখানে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে। আমরা এখন সুবৃহৎ শাখাবৃক্ষ-বিস্তারিত অফুরন্ত তালবৃক্ষের খিলানমণ্ডপতলে প্রবেশ করিয়াছি। ইহা পশ্চিমভারতের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশের—মালাবার উপকূলের শত শত যোজন পর্য্যন্ত প্রসারিত। 'ঘাট'-পর্ব্বতমালার অনুবন্ধী ক্ষুদ্র গিরিসমূহের পাদদেশ দিয়া আমরা যতই চলিতেছি, ততই শৈলচূড়াসমূহে, শৈলবিলম্বিত অরণ্যে, ঝটিকাসঙ্কুল নিবিড় জলদজালে অত্রত্য নভোমণ্ডল ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে।

চারি ঘণ্টা ধরিয়া অনবরত ঝাঁকানি খাইতেছি, তাহার সঙ্গে তালে তালে বলদেরা দুল্‌কি-চালে চলিতেছে। শুইয়া শুইয়া আমি শ্রান্তক্লান্ত—অবসন্ন; আর সহ্য হয় না কি করি, আমার এই শবাধারের সম্মুখস্থ রন্ধ্রপথ দিয়া গলিয়া বাহির হইলাম এবং চালকের পার্শ্বে, যুগকাষ্ঠ-আসনের উপর, বানরেরা

যে ভাবে বসে, সেই ভাবে একটু বসিলাম। দিবা-লোক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। এই সকল মেঘের মধ্যে, এই সকল তালগাছের মধ্যে, সন্ধ্যা সবেমাত্র দেখা দিয়াছে। মার্গস্থ বটবৃক্ষের হরিৎ-শ্যামল সুরঙ্গপথ আমাদের সম্মুখ দিয়া বরাবর সমান চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু স্থানে স্থানে, অরণ্যের মধ্যে, সন্ধ্যাচ্ছায়ায়, কতকগুলি পদার্থ অতীব অদ্ভুত কিম্ভূত-কিমাকার বলিয়া মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন কতকগুলা শ্যামল-কায় বিকটাকার গঠনহীন পশু, কখন বা একাকী নিঃসঙ্গ, কখন বা দলে দলে একত্র, অথবা পরস্পর উপর্য্যুপরি সমারূঢ় রহিয়াছে। এইগুলা শৈলস্তূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিন্তু কি অদ্ভুত, বিচিত্র! এই শৈলস্তূপগুলি স্থূলচর্ম্মী পশুদিগের ন্যায় বর্ত্তুল ও তাহাদিগের চর্ম্মের ন্যায় মসৃণ ও চিক্‌চিকে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে যেন কোন প্রকার যোগসূত্র নাই; প্রত্যেকেই যেন পৃথক্‌ভাবে এখানে অধিষ্ঠিত। কোন সাধারণ হত্যাকাণ্ডের পর, হত ব্যক্তিদিগের দেহগুলি যেরূপ ভাবে থাকে, উহারা সেইরূপ নিষ্পেষিত, বিনিক্ষিপ্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে রহিয়াছে। সেই সঙ্গে, মোটা-মোটা গাছের ডাল, মোটা-মোটা গাছের শিকড়-গুলা হস্তিশুণ্ডের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে।...যেন অত্রত্য প্রকৃতিদেবী স্বকীয় শৈশবদশায়, বিবিধ শৈশব-চেষ্টার বিকাশকালে, নির্জ্জনে কোন জন্তু-বিশেষের আকার লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। যেন হস্তিমূর্ত্তির কল্পনা-অঙ্কুরটি বহুকাল হইতে এইখানে বিদ্যমান। এমন কি, বিধাতা যখন গোড়ায় এই শৈলগুলি নির্ম্মাণ করেন, তখনও বোধ হয়, তাঁহার চিন্তার মধ্যে এই কল্পনাটি গূঢ়ভাবে বিদ্যমান ছিল।

বাস্তবিকই মনে হয়, হস্তী কিংবা হস্তীর ভ্রূণ-নিচয় যেন এখানে সর্ব্বত্রই দেখিতেছি। আমাদের চতুর্দ্দিকে অরণ্যের অন্ধকার যতই ঘনাইয়া উঠি-তেছে, ততই যেন এইরূপ সাদৃশ্য আমাদের মনে অধিকতররূপে প্রতিভাত হইতেছে;—আমাদের মনকে যেন একেবারে অধিকার করিয়া বসিতেছে।

এখন আটটা রাত্রি। ঝটিকা আসন্ন বলিয়া আশঙ্কা হইতেছিল, কিন্তু জানি না, কি করিয়া সমস্ত আবার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। স্বচ্ছ আকাশ, তারাময়ী রজনী। ঝিল্লী ও শলভগণ উল্লাসভরে গান করিতেছে। কীটগণের হর্ষকোলাহলে সমস্ত তরুপল্লব অনুরণিত।

আমাদের সম্মুখে মশালের আলো দেখা যাই-তেছে। তরুপল্লবের মধ্য দিয়া একদল লোক আমাদের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ঢাকঢোল ও করতালের ধ্বনি এবং মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত ঐক্যতান গান শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

ইহারা বরযাত্রীর দল;—বট ও তাল গাছের নীচে দিয়া মহাসমারোহে চলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে একজন, রাজা কিংবা দেবতার ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে:—সোনালী জরির লম্বা জামা-জোড়া, মাথায় সোনার মুকুট।

ইহা একটি বিবাহের উৎসব; বর স্বীয় আত্মীয়-বর্গকে লইয়া, ধর্ম্মবিধি অনুসারে, রাস্তা দিয়া যাত্রা করিতেছে।

এখন এগারটা। আমার শকটের মধ্যেই আমি নিদ্রা গেলাম। আমার ভৃত্য শকটের একটি ক্ষুদ্র জানলা খুলিয়া, হাত-লণ্ঠনের আলোয় একখানা পত্র আমার সম্মুখে আনিয়া ধরিল। সেই পত্রে ত্রিবাঙ্কুররাজচিহ্ন মুদ্রাঙ্কিত:—দুইটি হস্তী ও একটি সামুদ্রিক শঙ্খ। এক্ষণে আমরা 'নৈজ্জাবরে'-গ্রামে আছি। এই পত্রখানি দেওয়ানের নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি এই পত্রযোগে, মহারাজের পক্ষ হইতে, আমাকে স্বাগতসম্ভাষণ করিয়াছেন, আর গাড়ী প্রস্তুত আছে, এই কথা জানাইয়াছেন। দেশীয় শকট হইতে বাহির হইয়া, এই শোভন-সুন্দর ঝাঁকুনিহীন গাড়ীতে উঠিলাম। আহ্লাদের বিষয়। দুইটি উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাকে লইয়া দীর্ঘপদ-বিক্ষেপে দুলকি-চালে চলিতেছে, ইহাতেই আমার আনন্দ। মহারাজের চিহ্নিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া 'কোচোয়ান' স্বকীয় আসনে বসিয়া আছে;—তাহার দীর্ঘ চাপ্‌কান, জরির পাগ্‌ড়ি অন্ধকারে ঝক্‌মক্ করিতেছে। পিছনের পায়দানে দুইজন চটুল সহিস্; উহারা গাড়ীর আগে আগে এইরূপ ভাবে দৌড়িয়া চলে, যেন উহাদের উড়িবার একজোড়া ডানা আছে। তা ছাড়া, পথের অগণ্য গরুর গাড়ী সরাইয়া দিবার জন্য উহারা কি ভয়া-নক চীৎকার করে! একটা ছোট সিন্দুকের ভিতরে ক্রমাগত ঝাঁকানি খাইয়া, তাহার পর খোলা গাড়ীতে তারা দেখিতে দেখিতে সারি সারি তাল-

নারিকেলের মধ্য দিয়া সহজভাবে ও দ্রুতগতি চলিতে কি উন্মাদক আনন্দ! রজনীর সুমধুর বায়ু-রাশি ভেদ করিয়া, সমস্তক্ষণ পুষ্পসৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে আমরা যেন অফুরন্ত কোন একটি পরী-উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

আবার বাদ্যধ্বনি; আবার মশালের রক্তিম অনলশিখা। এত অধিক রাত্রি, আর এই ঘোর নিস্তব্ধ সময়, তবু এখনো আর একদল বরযাত্রী এই পথ দিয়া চলিয়াছে। এবার বরটি অশ্বারূঢ়! উহার জরির জামাজোড়া অশ্বের পশ্চাদ্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। বেশভূষায় বরটিকে রাজার মত দেখিতে হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় একটা। যে সকল তালবৃক্ষের পরস্পর-বিজড়িত শাখাপক্ষপুঞ্জ আমাদের মাথার উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ যেন তাহাদের গতিরোধ হইল। এটি অরণ্যের একটি ফাঁকা জমি। আমরা ক্রমে একটা পাকা-রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িলাম।

মনে হইতেছে, যেন এই রাজপথটি গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চন্দ্রহীন রাত্রে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, তারকারাজি যে শীতল-শান্ত ভস্মাভ আলোক বিকীর্ণ করে, সেইরূপ আলোকে এই রাস্তাটি আলোকিত। যে সকল বাড়ী দিবসে ধব্‌ধবে শাদা দেখাইবার কথা, এই রাত্রিকালে তাহারা একটু যেন নীলাভ বলিয়া মনে হইতেছে। বারান্দার উর্দ্ধে আর একটি তলা আছে, তাহাতে মিশ্র ধরণের ছোট ছোট থাম; এবং কৌণিক খিলানের আকারে, ত্রিপত্রের আকারে, ঝালোরের আকারে খুব ছোট ছোট রন্ধ্র-গবাক্ষ। নীচে, রুদ্ধদ্বারের দুই পার্শ্বে, দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে, ভূতপ্রেতের প্রবেশ নিবারণার্থ সলিতা-বিশিষ্ট ছোট-ছোট প্রদীপ জোনাকির মত মিট্‌মিট্‌ করিয়া জ্বলিতেছে।

কতকগুলি পরিচিত জীবজন্তু নিস্পন্দভাবে সিঁড়ির ধাপের উপর শুইয়া আছে। উহাদের প্রতি কে যেন কি অনিষ্টাচরণ করিবে, এইরূপ কোন অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায়, উহারা যেন মানব-আবাসের যতদূর-সম্ভব নিকটবর্ত্তী স্থানে আশ্রয় লইয়াছে।—গরু, ভাড়া, ছাগল, ঘোড়া, এই সকল জীবজন্তু। আমাদের গমনকালে উহারা জাগিয়া উঠিল না। বালুকাময় রাস্তা দিয়া আমাদের গাড়ী চলিয়াছে। গাড়ীর চাকার মৃদু শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ শুনা যাইতেছে না। এই সকল বাড়ী, নিদ্রিত পশুর পাল, নিস্পন্দ পদার্থসমূহ, যেন কোন দূরবর্ত্তী রং-মশাল আলোকের আভার ন্যায়, একপ্রকার অস্পষ্ট নীল আলোকে পরিস্নাত।

আমাদের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড ঘের, একটা উত্তুঙ্গ তোরণ—শ্রেণীবদ্ধ লণ্ঠনের আলোকে দেখা যাইতেছে। এই তোরণের মধ্য দিয়া একটা বিস্তৃত জনশূন্য তরুবীথি সিধা চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের উর্দ্ধে তালবৃক্ষাদি ও প্রাসাদের ছাদ, এবং দূরপ্রান্তে, তরুবীথির কেন্দ্রস্থলে ও পশ্চাদ্ভাগে, ব্রাহ্মণিক মন্দিরের চূড়াসকল দেখা যাইতেছে। স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, এইবার আমরা ত্রিবঙ্কুর-মহারাজের রাজধানী—প্রকৃত 'ত্রিবন্দ্রম'-নগরে প্রবেশ করিতেছি। পূর্ব্বে যেখানে নিদ্রিত জীবজন্তু-সমাচ্ছন্ন নীলাভ রাজপথ দেখিয়াছিলাম, উহা ইহারই সংলগ্ন উপনগরমাত্র।...

আমি জানিতাম না, এই পুণ্য ঘেরের মধ্যে কেবল উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগেরই বাসাধিকার আছে। আমি মনে করিয়াছিলাম, বুঝি আমার গাড়ী পূর্ব্বোক্ত বৃহৎ তোরণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিবে; কিন্তু তাহা না করিয়া হঠাৎ ডানদিকে ফিরিল; আবার আমরা তরু-অন্ধকারে নিমজ্জিত হইলাম। আরো দূরে লইয়া গিয়া, নানা রাস্তা অনুসরণ করিয়া, উপবনের অলিগলির মধ্য দিয়া, অবশেষে উদ্যানমধ্যস্থিত একটা সুন্দর অট্টালিকার সম্মুখে আমাকে আনিয়া উপস্থিত করিল। কিন্তু হায়! অট্টালিকার মুখশ্রীটি ভারতীয় ধরণের নহে।

এইখানেই আমার জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এইখানেই মহারাজের পক্ষ হইতে আমার প্রতি যথাযোগ্য আদর, অভ্যর্থনা ও আতিথ্য বিতরিত হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, উহার বাহ্য 'কাঠাম'টি—আতিথ্যের ধাঁচটি—য়ুরোপীয়-ধরণের। বরাবর ইহাই আমার নিকট অসঙ্গত ও বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়। আমার মনে হয়, এই পরমাশ্চর্য্য প্রাচীন হিন্দুস্থানের উদার হৃদয়ের ইহাই একটি মার্জ্জনীয় ত্রুটি।

ত্রিবঙ্কুরে এই-যে প্রথম রাত্রি আমি অতিবাহিত করিতেছি, এই রাত্রির শেষভাগে আমার ছাদের উপর একটা ভীষণ কোলাহল উপস্থিত। হুড়া-হুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, তাহার পর লড়ালড়ি। আমার

নিবাসগৃহ চারিদিকে খোলা,—এই মনে করিয়া আমার মনের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা অস্পষ্ট উদ্বেগের ভাব। এখন যেন আমি আধো-ঘুমন্ত অবস্থায় দেখিতে পাইলাম, কতকগুলা বড় বড় বিড়াল লম্ফঝম্প দিয়া কর্কশস্বরে চীৎকার করিতেছে। রাত্রির নিস্তব্ধতাহেতু ও গৃহের মধ্যে কাঠের কাজ অধিক থাকায়, বেশি শব্দ হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। আসলে উহা পার্শ্ববর্তী স্থানের বন-বিড়ালের পদশব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সমস্ত দিন উহারা উদ্যানস্থ বৃক্ষের উপরে নিদ্রা যায়; রাত্রিকালে শিকারে বাহির হইয়া আত্মবিনোদন করে এবং ধৃষ্টতাসহকারে মনুষ্যরাজ্য আক্রমণ করে।

অতি প্রত্যূষে, ত্রিবন্দ্রমে আমার মনে একটা বিষাদের ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল। ঊষার প্রথম প্রারম্ভেই ভীষণ একটা শোকসূচক কোলাহল উপস্থিত হইল। শব্দটা যেন একটু দূর হইতে আসিতেছে,—ব্রাহ্মণ্যের সেই পূতভূমি হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। হাজার হাজার লোক একসঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; উহা যেন সমস্ত মানবমণ্ডলীর আর্ত্তনাদ; বিশ্বমানব যেন জাগ্রত হইয়াই আবার সেই চিরন্তন পৃথিবীর দুঃখকষ্ট অনুভব করিতেছে—মৃত্যুচিন্তার ভারে নিষ্পেষিত হইতেছে। তাহার পরেই বিহঙ্গেরা নব-ভানুকে অভিবাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু বসন্তকালে উহারা আমাদের ফল-বাগানে যেরূপ মৃদু-লঘু-ধরণে সুমধুর প্রভাতী গাহিয়া থাকে, ইহাদের সঙ্গীত সেরূপ নহে।

এখানে, 'নকুলে' টিয়াপাখীর স্থূল কণ্ঠস্বরে—বিশেষতঃ কাকের শোক-বিষাদময় চীৎকারে, ছোট ছোট পাখীর কলধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রথমে সঙ্কেতস্বরূপ পৃথক্‌ভাবে দুই একটা কা-কা-শব্দ সুরু হয়, তাহার পর শতকণ্ঠে—সহস্রকণ্ঠে কা-কা-শব্দের ভীষণ সমবেত-সঙ্গীত বাহির করিয়া, কাকেরা পূতিগন্ধি শবদেহের জয়ঘোষণা করে।... কাক, কাক, সর্ব্বত্রই কাক, ভারতভূমি কাকে আচ্ছন্ন; বরাবর দেখিতেছি,—ত্রিবঙ্কুরে, এই চিত্ত-বিমোহন শান্তিময় রাজ্যে,—ঊষার আরম্ভ হইতেই উহাদের চীৎকারে তালতরুমণ্ডপ পূর্ণ হইয়া উঠে, এবং যাহারা উহার সুন্দর পত্রপুঞ্জের নীচে বাস করে ও জাগ্রত হয়, তাহাদের আনন্দ উচ্ছ্বাস সহসা স্তম্ভিত হইয়া যায়। কাকেরা যেন এই কথা বলে:—"সমস্ত মাংস কখন্ পচিয়া উঠিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় আমরা এখানে আছি, আমাদের খাদ্য নিশ্চিত মিলিবে, আমরা সমস্তই আহার করিব।"......

তাহার পর তাহারা উড়িয়া যায়, আর তাহাদের সাড়াশব্দ থাকে না। আবার মনুষ্যের দূর-কোলাহল শ্রুত হয়;—অতীব প্রবল, অতীব গভীর; বেশ বুঝিতে পারা যায়, অসংখ্য ব্রাহ্মণ কোন বৃহৎ মন্দিরে সমবেত হইয়া স্বকীয় দেবতাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে। তাহার পরেই ত্রিবন্দ্রম-নগর যে তালকুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত, তাহার চারিদিক্ হইতে ঢাক-ঢোল, করতাল-শঙ্খের মিশ্রিত কল্লোল এখানে আসিয়া পৌঁছে। অরণ্যের মধ্যে যে সকল ছোট ছোট দেবালয় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে,—সেই সকল মন্দিরে ইহাই দিবসের প্রথম পূজা।

অবশেষে সূর্য্যের উদয় হইল। সম্পূর্ণ অবারিত এই সকল গৃহে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ করিল। অত্রত্য গৃহ ও নৈশপদার্থের মধ্যে স্তম্ভ ও পাতলা 'চিক্' ভিন্ন আর কোন অন্তরাল নাই। এই আলোকে, এই সুন্দর চমৎকার আলোকে, এই সুমধুর সময়ে, ঊষার সমস্ত বিষণ্ণতা কোথায় যেন অন্তর্হিত হইল। আমি উদ্যানে নামিলাম।

তাল-বনের মধ্যস্থলে একটি ফাঁকা জায়গায় এই উদ্যানটি অবস্থিত। ইহার মধ্যে কত শাদ্বল-ভূমি, কত গোলাপী-রঙের ফুলের বৃক্ষ, কত পর্ণতরু (Fern); উত্তপ্ত আর্দ্র স্থানেই এই পর্ণতরুগুলি জন্মায়। এরূপ অপূর্ব্ব পত্রপুঞ্জ ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। এই জাতীয় সর্ব্বপ্রকার বৃক্ষই এখানে আছে। কোন কোন পাতায় ফুলের মত রং; কোনটা ঘোর লাল, কোনটা বেগ্নি, কোনটা ফিকে রক্তবর্ণ; কোনটায় সরীসৃপজাতীয় জীবদিগের পৃষ্ঠের ন্যায় ডোরাকাটা; আবার কোনটার গায়ে, প্রজাপতির পাখায় যেরূপ থাকে, সেইরূপ চোখ আঁকা।

প্রাতে ৭টায়—যে সময়ে তরুবীথিমণ্ডপে নিশার শৈত্য একেবারে চলিয়া যায় নাই—সেই সময়েই এখানকার লোকদিগের দেখাশুনা করিবার,

লোক-লৌকিকতা করিবার সময়।—অস্মদ্দেশীয় রীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আমি সংবাদ পাইলাম, কাল এই সময়ে রাজার সহিত পরিচিত হইবার জন্য আমাকে ব্রাহ্মণগণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।

মধ্যাহ্নের কাছাকাছি,—এত তালবৃক্ষ, এত ছায়া সত্ত্বেও, ঊর্দ্ধগগনাবলম্বী সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে জীবনপ্রবাহ যেন সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সর্ব্বত্রই ঘুমন্ত ভাব, সর্ব্বত্রই নিস্পন্দতা; সেই চিরন্তন বায়সেরাও নিস্তব্ধ,—পত্রপুঞ্জের নীচে ভূতলে উপবিষ্ট।

আমার বারান্দা হইতে যে রাস্তাটি দেখিতে পাইতেছি, উহা হরিতের নৈশ অন্ধকারে মিলাইয়া গিয়াছে; সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উহা লোকশূন্য থাকিবে। এখনও দুইচারিজন পথিক দৃষ্টিগোচর হইতেছে; উহারা নিজ নিজ কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; ভারতবাসী অথবা ভারতবাসিনী; পরিধানে একই রকম লাল ধুতি; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ তাম্রাভ গায়ে—নগ্নপদে নিঃশব্দে চলিতেছে। লোকদিগের লাল্‌চে-রঙের কাপড়; এবং উহারা লালমাটির উপর দিয়া চলিতেছে; এদিকে তালপুঞ্জের অত্যুজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ;—এই বৈপরীত্যসংযোগে লালরঙের আরো যেন খোল্‌তাই হইয়াছে। কখন-কখন, কোন নিঃশব্দ গুরুপদক্ষেপে পথভূমি কাঁদিয়া উঠিতেছে। উহা হস্তীর পদক্ষেপ। মহারাজার হস্তিগণ, কোনো মোটা কাজ সমাধা করিয়া, চিন্তামগ্ন হইয়া ফিরিয়া আসিতেছে; উহারা হস্তিশালায় গিয়া এইবার নিদ্রা যাইবে। ইহার পর আর কিছুই শুনা যায় না। কেবল যে সকল জীব স্বকীয় স্বাভাবিক গতির উন্মত্ত উচ্ছ্বাসে সর্ব্বদাই চঞ্চল, সেই তরুনিবাসী চটুল কাঠবিড়ালীরা চারিদিক্‌কার নিস্তব্ধতায় সাহস পাইয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সায়াহ্নে, যখন মনুষ্যের চেষ্টা-উদ্যম আবার আরম্ভ হইল, তখন আমার গৃহ হইতে বাহির হইয়া মহারাজার গাড়ীতে আমি আরোহণ করিলাম। অশ্বদিগের দ্রুতগতিতে আমার মনে যেন একটা শৈত্যবিভ্রম উপস্থিত হইল।

এখন, ত্রিবন্দ্রম-নগরের আর-এক নূতন বিভাগ আমার চতুষ্পার্শ্বে প্রসারিত। এখন আর বৃক্ষের আধিপত্য নাই,—শাদ্বলভূমি উহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে,—কতকগুলি বালুকাকীর্ণ সুন্দর বীথি প্রস্তুত হইয়াছে। আধুনিক ধরণের রাজধানীতে যে সকল দ্রষ্টব্য বস্তু থাকা আবশ্যক, সে সমস্তই উদ্যানসমূহের অভ্যন্তরে বিকীর্ণ রহিয়াছে;—মন্ত্রণাভবন আতুরাশ্রম, কর্জ্জ-কুঠী, বিদ্যালয়। এ সব জিনিস তত বেসুরো-বেখাপ্পা বলিয়া মনে হইত না,—যদি একটু ভারতীয় ধরণে গঠিত হইত: কিন্তু, আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এই একই প্রকারের রুচিদোষ দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া, এখানে প্রটেস্‌টাণ্ট, ল্যাটিন ও সিরিয়া-সম্প্রদায়ের বিবিধ খৃষ্টান গির্জাদিও আছে। এই সিরিয়া-সম্প্রদায়ের গির্জাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং উহাদের সম্মুখভাগের আকৃতিটি নিতান্ত সাদাসিদা ধরণের। কিন্তু সে যাহাই হোক, এ সমস্ত দেখিতে আমি ত্রিবন্দ্রে আসি নাই। এখন আমি বুঝিতেছি, ব্রাহ্মণভারতের—রহস্যগভীর ভারতের সংস্পর্শে আসা কতটা কঠিন,—যদিও সেই জীবন্ত ভারত, সেই অ-পরিবর্ত্তনীয় ভারত আমার খুব নিকটেই রহিয়াছে বলিয়া আমি অনুভব করিতেছি এবং উহার মহারহস্য আমার চিত্তকে সততই বিক্ষুব্ধ করিতেছে।

নগরের এই নব অঞ্চলটির বাহিরে, যে সুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে সমস্ত নীচজাতীয় হিন্দুরা বাস করে, তাহার উপর তালতরুর হরিৎ খিলান প্রসারিত। বাঁশের ছোট-ছোট বাড়ী, পাথর ও খড়পাতার ছোট-ছোট পুরাতন দেবালয়, সেই চিরন্তন নারিকেল-পুঞ্জের মধ্যে অর্দ্ধ-প্রচ্ছন্ন; এই স্থানটি ছায়ার রাজ্য এবং ইহার বীথিগুলি তমসাচ্ছন্ন উদ্ভিজ্জের ঢাকা-বারান্দা-পথ বলিয়া মনে হয়।

কেবল একটিমাত্র রীতিমত রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়া, নক্ষত্র-পরিদৃশ্যমান একটা মুক্তস্থানে আসিয়া পড়িলাম এবং এই রাস্তা দিয়াই ব্রাহ্মণদিগের পবিত্র গণ্ডীর দ্বারদেশে উপনীত হওয়া যায়। এই রাস্তাটি বণিক্‌বীথি; নিস্তব্ধপ্রায় এই যে নগর, ইহার যাহা-কিছু চলাচল, যাহা-কিছু কোলাহল, সমস্তই এইখানে কেন্দ্রীভূত। সায়াহ্নের এই সময়ে, এই রাস্তাটি লোকাকীর্ণ; এইখানে ঘোড়াদিগকে একটু আস্তে আস্তে চালাইতে হইল। লোকদিগকে দেখিলে মনে হয়, যেন সব দেবমূর্ত্তি, এমনি সুন্দর মুখশ্রী, এমনি শোভন-গম্ভীর দাঁড়াইবার ভঙ্গী, এমনি সুগভীর অতলস্পর্শ চোখের দৃষ্টি।

এই লোকদিগের বাহু ও গাত্র যেন তাম্রধাতুতে খোদা—গঠন-উৎকর্ষে ও সুচারু ভঙ্গিমায় পুরাতন গ্রীসের উৎকীর্ণ চিত্রমূর্ত্তির সদৃশ।

সূক্ষ্মরুচি ও মহাগৌরবান্বিত উন্নতপদবীর ব্রাহ্মণেরা সাজসজ্জা তুচ্ছ করিয়া, নিকৃষ্ট বর্ণের লোকদিগের অপেক্ষা—এমন কি, গাবিটাদিগের অপেক্ষাও স্বল্প পরিচ্ছদে যাতায়াত করিতেছে। শাদা কাপড়ের ধুতি কোমরে জড়ানো এবং তাহাই নগ্নবক্ষের উপর, চাপ্‌রাসের মত বক্রভাবে গিয়া কাঁধের উপর পড়িয়াছে; সেই নগ্নবক্ষে ছোট একটা শণ-সূতার দড়ি ভিন্ন আর কিছুই নাই; ইহাই বর্ণভেদের বাহ্যচিহ্ন; জন্মমাত্রই পুরোহিত উহা গলায় বাঁধিয়া দেয়; উহা কস্মিন্‌-কালেও ত্যাগ করিবার জো নাই; এই পবিত্র যজ্ঞ-সূত্র ব্রাহ্মণের জীবন-মরণের সাথী। উহাদের ললাটদেশে, গভীর কৃষ্ণবর্ণ নেত্রদ্বয়ের মাঝখানে স্বকীয় ইষ্টদেবতার সাঙ্কেতিক নাম অঙ্কিত থাকে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ এই চিহ্নটি প্রতিদিন প্রাতঃস্নানের পরে উহাদিগকে নূতন করিয়া সযত্নে ললাটে অঙ্কিত করিতে হয়। একটা লাল ফোঁটা ও তিনটা শাদা রেখা—ইহাই শৈবদিগের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন; বৈষ্ণবদিগের একপ্রকার শাদা ও লাল রঙের ত্রিশূল-রেখা, যাহা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে আরম্ভ করিয়া কেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হয়। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি আমাদিগের নিকটে নিতান্তই একটা প্রহেলিকা।

স্ত্রীলোক খুব অল্প কিংবা নাই বলিলেই হয়—যদিও প্রথমদৃষ্টিতে, গ্রন্থিবদ্ধ বা স্কন্ধের উপরে বিলম্বিত সুচিক্কণ দীর্ঘ কেশগুচ্ছ দেখিয়া পুরুষদিগকে স্ত্রীলোক বলিয়া সর্ব্বত্রই ভ্রম হয়। যে সকল স্ত্রীলোক দেখা যায়, তাও আবার অতি নীচবর্ণের—তাহাদের মুখশ্রী রাস্তার মজুর-রমণীদিগের ন্যায় নিতান্ত ইতরধরণের অবশ্য ব্রাহ্মণদিগের পত্নী ও কন্যাগণ এই পবিত্র গণ্ডীর মধ্যে বাস করে। সন্ধ্যার সময় উহারা দলে দলে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এই সমস্ত বাড়ী,—যাহা গতরাত্রে নীলাভ-প্রশান্ত-কিরণ তলে নিদ্রামগ্ন ও নিমীলিতনেত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল—এক্ষণে উহা জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। এখন উহাতে বাজার বসিয়াছে; ফল, শস্য-দানা, রঙীন ফুলের ছাপ-দেওয়া মিহি কাপড়; সোনার মত ঝক্‌ঝকে পিতলের সামগ্রী:—এই পিতলের সামগ্রীর মধ্যে, বহুডালবিশিষ্ট পাতলা-গঠনের প্রদীপ—খুব উচ্চ পায়ার উপর বসানো—(যেরূপ 'পম্পে'তে দেখিতে পাওয়া যায়); বিবিধ প্রকার পূজার বাসন ও পাত্র, এবং হস্তীর উপর আরূঢ় দেবদেবীর মূর্ত্তি।

তাহার পর, আমার প্রদর্শক মহাশয় আমাকে কতকগুলি কুম্ভকারের কর্ম্মস্থান দেখাইলেন। এই সকল কারখানা বর্ত্তমান মহারাজার স্থাপিত। এখানে সুন্দর প্রাচীন-ধরণে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত হয়। আর কতকগুলি কারখানা দেখিলাম, যেখানে রাজপুতানা ও কাশ্মীরপ্রচলিত রঙের অনুকরণে পশমের গালিচাদি তৈয়ারি হয়। অবশেষে কতকগুলি শিল্পশালা দেখিলাম, যেখানে ধৈর্য্যশালী ক্ষোদকেরা নিকটস্থ অরণ্যহস্তীদিগের দন্ত ক্ষুদিয়া দেবদেবীর ছোট-ছোট সুন্দর মূর্ত্তি অথবা চামরের ও ছাতার ডাণ্ডি নির্ম্মাণ করিতেছে।

কিন্তু এ সব দেখিবার জন্য আমি ত্রিবঙ্কুরে আসি নাই। রাজপ্রাসাদ গণ্ডীর বাহিরে ও নিষিদ্ধ-প্রবেশ বৃহৎ দেবালয়ের অভ্যন্তরে যে সকল ব্যাপার হইয়া থাকে—যাহা নিতান্তই ভারতীয়—যাহা ভারতের একেবারে নিজস্ব-জিনিস—কেবল তাহাই দেখিবার জন্য আমার মন নিয়ত আকৃষ্ট হয়।...

ত্রিবঙ্কুরে একটি পশু-উদ্যান আছে; আমাদের য়ুরোপীয় রাজধানী-সমূহের পশু-উদ্যানগুলির ন্যায় এটিও সযত্নরক্ষিত;—ইহাতে হরিণদিগের বিচরণ-ভূমি আছে, কুম্ভীরের চৌবাচ্ছা আছে:—এইরূপ স্থান অতি বিরল; শ্বাসরোধী নিবিড় তালপুঞ্জের ছায়া হইতে বাহির হইয়া এই স্থানটিতে আসিয়া অরণ্য ও জঙ্গলের দূরদৃশ্য একটু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে কতকগুলি শাদ্বলভূমি আছে, তাহার চারিধারে দুর্লভ গাছের চারা ও বড় বড় বিদেশী ফুলের গাছ লাগানো হইয়াছে। এই অংশটি এমনি ভাবে নির্ম্মিত যে, এখানে বেশ নিরাপদে বিচরণ করা যায়; কেননা, এখানকার তৃণাদি উদ্ভিজ্জ সযত্নে ছাঁটা, এবং যে সকল ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্রজন্তু এখান হইতে দুই ছয়মাত্র ক্রোশ দূরে জঙ্গলের মধ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করে—এখানে তাহারা পিঞ্জরাবদ্ধ। সূর্য্য এখন আর জগৎকে দগ্ধ করিতেছে না—রাত্রিও আসিয়া পড়ে

নাই; এই অল্পস্থায়ী মনোহর সময়টিতে একদল ঐক্যতানবাদক, উদ্যানের দ্বারহীন চারিদিক্-খোলা একটি ক্ষুদ্র বিনোদমন্দিরে বাজাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে। উহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়; উহারা য়ুরোপীয় সুর অতি বিশুদ্ধভাবে বাজায়। উদ্যানের বালুকাকীর্ণ সুঁড়িপথগুলিতে, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে—কতকগুলি পাত্‌লা-পাত্‌লা নগ্নগাত্র ব্যক্তি অবস্থিত; শ্বেতজাতীয় দুই-চারিটি খোকা-খুকী—(শ্বেতজাতির মধ্যে দুইচারিজনমাত্র এখানে আছে) রং খুব ফ্যাকাসে—ভারতীয় ধাত্রীর ক্রোড়ে অবস্থিত। তা ছাড়া, দেশীয় শিশুও কতকগুলি ছিল—রাজাদের ছেলে; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এখন তাহারা আর নিজেদের জাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করে না, পরন্তু উদ্ভট-অদ্ভুত পাশ্চাত্য-পুতুলের ছদ্মবেশ ধারণ করে; তাম্রবর্ণসত্ত্বেও এই নরপুত্তলিকাগুলি অতি সুন্দর, আর চোখগুলিও খুব বড়-বড় ও কালো মখমলের মত। এই পশু-উদ্যানটি একটু উচ্চভূমির উপর অধিষ্ঠিত হওয়ায়, দূরস্থ ভারতসমুদ্র অল্প অল্প দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এ সমুদ্রে জাহাজ নাই; অন্য দেশে সমুদ্র বাহ্যজগতের সহিত গতিবিধির পথ বলিয়াই পরিচিত; কিন্তু এ অঞ্চলের সমুদ্রটি একেবারেই অব্যবহার্য্য ও মনুষ্যের প্রতিকূলাচারী;—যোগ নিবদ্ধ করা দূরে থাকুক, বাহ্যজগৎ হইতে উহা যেন এই দেশকে আরও বেশী পৃথক্ করিয়া রাখে। কেননা, এই উপকূলের কোথাও একটি বন্দর নাই; এমন কি, একখানি নৌকাও নাই, ধীবরও নাই, কেবল চারিদিকে দুর্লঙ্ঘ্য বীচিমালা। ত্রিবঙ্কমের এই 'সৌখীন' দিবাবসান-সময়ে, যখন কেবলমাত্র দুইচারিটি বেচারি খোকা-খুকীর জন্য ঐকতানবাদ্য বাদিত হয়, তখন ঐ দূরস্থ সমুদ্রের উপচ্ছায়া প্রবাসীর মনে কষ্ট ও বিষাদের ভাব আরো যেন বাড়াইয়া তুলে।

এক্ষণে সূর্য্যদেব অস্ত গেলেন—বড় শীঘ্র অস্ত গেলেন:—ক্ষণেকের জলন্ত মহিমা; দেখিলে মনে হয়, যেন রক্তবর্ণ ভূমির উপর গোলাপী রংমশালের আলো, এবং তৃণপুঞ্জের উপর—দিগন্তব্যাপী দুর্ভেদ্য বনভূমির উপর—সবুজ রংমশালের আলো পতিত হইয়াছে। তাহার পর অতি শীঘ্র (সহসা বলিলেও হয়) রাত্রির আবির্ভাব হইল। এখানে দীর্ঘ-বিলম্বিত গোধূলি নাই—ঠিক সেই একই সময়ে রাত্রি আসিয়া পড়ে—আমাদের দেশের ন্যায় এই সময়টি ঋতুর উপর কোন প্রভাব প্রকটিত করে। উদ্যানে রাত্রিটা যেন আরো বেশি করিয়া দেখা দিয়াছে—কেন না, ইহার ঝোপ্‌ঝাড়ের সুঁড়িপথে তালপুঞ্জের নীচে—চতুর্দ্দিকের সকল স্থানই ইহারই মধ্যে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এই সময়ে ব্রহ্মার মন্দির হইতে একটা কোলাহল উত্থিত হইল; আর সমস্ত অন্যান্য ইতস্ততোবিকীর্ণ মন্দির হইতে, প্রাতঃকালের ন্যায়, আবার শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। নারিকেল-তৈল-সিক্ত শতসহস্র প্রদীপ বনভূমিতলে প্রজ্বলিত হইল এবং এই লাল আগুনের আলোকচ্ছটা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথসমূহে প্রসারিত হইল।

প্রাতঃকাল, সাতটা; রাজাদিগের সহিত দস্তুরমত দেখাসাক্ষাৎ করিবার ও তাঁহাদের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিবার ইহাই নির্দ্দিষ্ট সময়। যে সময়ে চিরনিদাঘ ত্রিবঙ্কুরের দীপ্যমান প্রখর সূর্য্যরশ্মি দিগন্ত হইতে সুদীর্ঘ সরলরেখায় প্রসারিত হইয়া, পত্রাবরণ ভেদ করিয়া, তালকুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং নারিকেল ও সুপারি তরুর শিখরদেশ স্বর্ণাভ গোলাপী রঙে রঞ্জিত করিল,—সেই সময়ে আমি মহারাজার অতিথিস্বরূপে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গাড়ীতে উঠিলাম। প্রথমে তালজাতীয় তরুমণ্ডপের নীচে দিয়া আমাদের গাড়ী চলিতে লাগিল; একটু পরেই একটা প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে পৌঁছিবার প্রথম রাত্রেই, যে তোরণটি পার হইয়াছি বলিয়া মনে করিয়াছিলাম,—ইহা সেই তোরণ। ইহার ভিতর দিয়া একটা চতুষ্কোণ প্রাচীরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। ইহা যেন একটি নগরের মধ্যে নগর। ইহার মধ্যে নীচজাতীয় লোকেরা প্রবেশ করিতে পায় না।

এইবার আমার গাড়ী তোরণের মধ্য দিয়া একেবারে সিধা চলিয়া গেল। সেইখানে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক তোরণ রক্ষা করিতেছিল। প্রবেশ করিবামাত্র পুণ্যস্থানের বিবিধ নিদর্শন আমার দৃষ্টি-পথে পতিত হইল। আমরা একটা বিস্তীর্ণ সরোবরের ধার দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেই সরোবর-জলে আ-কটি-মজ্জিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান

করিতেছে; প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে পূজার মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; উহাদের লম্বিত কেশগুচ্ছ বাহিয়া জলবিন্দু ঝরিতেছে; উহাদের আর্দ্র গাত্র সূর্য্যকিরণে, অভিনব পিত্তলসামগ্রীর ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে;—মনে হইতেছে, যেন উহারা কতকগুলি জলদেবতা। উহারা স্বকীয় ধ্যানে এমনি নিমগ্ন,—আমাদের গাড়ী উহাদের পার্শ্ব দিয়া চলিতেছে, সৈনিকগণ আমাদের সম্মানার্থ তূরীনাদ করিতেছে, জয়ঢাক পিটাইতেছে, তথাপি সেদিকে উহাদের দৃক্‌পাত নাই।

ইতরসাধারণের অপ্রবেশ্য এই ঘেরাটির মধ্যে রাজ-পরিবারবর্গের নিবাসগৃহ, পাঠশালাসমূহ, আর সেই সর্ব্বপ্রধান মন্দিরটি অধিষ্ঠিত—যাহা আর চারিটি বিরাট্ অট্টালিকার উপর—সেই দেবমন্দিরের গগন-ভেদিচূড়াচতুষ্টয়ের উপর—আধিপত্য করিতেছে। এই প্রাসাদের সম্মুখভাগের আকৃতি ও প্রাসাদ-প্রাচীরের বহির্ভাগটি যেন একটু বিষাদময়। প্রাসাদ-দ্বারের উপর দুইটি যুগল কাল্পনিক মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত; এই মূর্ত্তি-দুটি ভারতীয় ধরণের। আরো কিছু দূরে, পূর্ব্বদিকের শেষপ্রান্তে, কতকগুলি 'ড্রাগন'-মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত—উহা স্পষ্ট চীনদেশীয় বলিয়া মনে হয়।

সমস্তই অতি উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত; এবং বহু-বর্ষাবধি ধূলিরাশি সঞ্চিত হইয়া উহাদিগকে 'পোড়া-পোড়া' ও আরক্তিম করিয়া তুলিয়াছে। কেননা, পথগুলির ন্যায় এদেশে ধূলিও লাল।

মহারাজার প্রাসাদদ্বারের সম্মুখে, অশ্বারোহী রক্ষিগণ আবার আমার সম্মানার্থ স্কন্ধ হইতে অস্ত্রাদি নামাইয়া লইল। সৈনিকগুলিকে দেখিতে খুব জাঁকালো, বেশ কায়দা-দোরস্ত, লাল পাগ্‌ড়ি-পরা; এবং উহারা আধুনিক নিয়মানুসারে, 'পুনঃপুনঃ আওয়াজকারী' নবপ্রচলিত বন্দুকের যথাযথ প্রয়োগ ও চালনা করিতে পারে।

মহারাজা স্বয়ং অভ্যর্থনার জন্য দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। আমার ভয় ছিল, পাছে আমার সম্মুখে য়ুরোপীয় বহং-কোর্ত্তাধারী কোন রাজমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। কিন্তু না—মহারাজা সুরুচির পরিচয় দিয়া খাঁটি ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন। —শাদা রেশমের পাগ্‌ড়ি, মখমলের পরিচ্ছদ—বোতামগুলি স্বচ্ছ হীরকের।

যে দরবারশালায় প্রথম আমার অভ্যর্থনা হইল, উহার কুট্টিমতল চীন-বাসনের দ্রব্যে মণ্ডিত; চাঁদোয়া হইতে কতকগুলি বেলোয়ারি ঝাড়লণ্ঠন ঝুলিতেছে; মধ্যস্থলে খোদাই-কাজ-করা একটা রৌপ্য-সিংহাসন, উহার চারিধারে কালো-রঙের আস্‌বাব;—পুরু আব্লুস্-কাঠে খোদাই-কাজ-করা ভারতীয়-ধাঁচার কালো আরাম-কেদারা; কি করিয়া এরূপ মূল্যবান্ কঠিন কাষ্ঠে খোদাই-কাজ করা যাইতে পারে—এ কেবল আশিয়াখণ্ডের লোকেরাই জানে।

ফরাসী-সরকারের একটি সম্মানভূষণ মহারাজকে প্রদান করিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছিল —এই সহজ কাজটি সম্পন্ন করিয়া, তাঁহার সহিত য়ুরোপের বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলাম। এই য়ুরোপদর্শন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কেননা, বর্ণাশ্রমপ্রথার দুর্লঙ্ঘ্য শাসনে, ভারতবর্ষ ছাড়িয়া তাঁহার কোথাও যাইবার যো নাই। প্রধানত সাহিত্যের বিষয় লইয়াই তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা চলিল; কেননা, মহারাজা মার্জ্জিতরুচি ও সুশিক্ষিত। পরে, তিনি হস্তিদন্তের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিচিত্র দ্রব্যসামগ্রী দেখাইবার নিমিত্ত, আমাকে একটি উচ্চ শিল্পাগারে লইয়া গেলেন। এই শিল্পসামগ্রীগুলি তিনি সযত্নে সংগ্রহ করিয়াছেন। এইবার বিদায়কাল উপস্থিত হইল; আমি মহা-রাজার নিকট বিদায় লইলাম।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জের ছবিং অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমার গাড়ী চলিতে লাগিল এই অমায়িক রাজার সহিত আর-একটু গভীর-ভাবে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখ রহিয়া গেল। কেননা, আমাদের মনের গঠন ও তাঁহার মনের গঠন ভিন্ন হইবারই কথা।

যে কয়েকদিন আমি এখানে থাকিব, তাহার মধ্যে অবশ্যই আবার আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু এই প্রথম সাক্ষাৎকারেই আমি বুঝিয়াছি এখানকার বৃহৎ মন্দিরটির ন্যায়, তাঁহার মনের অন্তরতম প্রদেশটিও আমার নিকট দুর্ভেদ্যরহস্য-রূপেই থাকিয়া যাইবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে, কি জাতি, কি কুল, কি ধর্ম্ম,—সকল বিষয়েই মূল-গত পার্থক্য বিদ্যমান। তা ছাড়া আমাদের ভাষা এক নহে। বাধ্য হইয়া একজন তৃতীয় ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে রাখিতে হয়;—ইহাই ত একটা

বিষম বাধা; দোভাষী যতই সাহায্য করুক না কেন, তবু যেন আমাদের মধ্যে একটা পর্দ্দার ব্যবধান থাকিয়া যায়; এইজন্য আমাদের কথাবার্ত্তা বেশিদূর অগ্রসর হইতে পায় না,—একস্থানে সহসা থামিয়া যায়।

দুইতিনদিনের মধ্যে, আমি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইব। মহারাণী পৃথক্ প্রাসাদে থাকেন। ইনি মহারাজের পত্নী নহেন,—ইনি তাঁহার মাতুলানী। ত্রিবঙ্কুরের প্রধান লোকবর্গ যে জাতির অন্তর্গত, সে জাতিটি বড় প্রাচীন; উহা এক্ষণে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই জাতির মধ্যে, কেবল পত্নীর দিক্ দিয়াই লোকের নাম, উপাধি ও সম্পত্তি উত্তরবংশে সংক্রামিত হয়। তা ছাড়া পত্নীর স্বেচ্ছামত স্বামিপরিত্যাগের অধিকার আছে।

রাজপরিবারের মধ্যে, অভিজাত প্রধানা মহিলার জ্যেষ্ঠকন্যা—'মহারাণী' এবং জ্যেষ্ঠপুত্র—'মহারাজা' হইয়া থাকেন। কিন্তু বর্ত্তমান মহারাণী কিংবা তাঁহার ভগিনীগণের সেরূপ কোন বংশধর না থাকায়, বর্ত্তমান রাজবংশ শীঘ্রই বিলুপ্ত হইবার কথা।

এই রাজ্যে, মহারাজার সন্তানদিগের কোন উত্তরাধিকার-স্বত্ব নাই; শুধু অধিকার নাই, তাহা নহে—"রাজকুমার" কিংবা "রাজকুমারী" এই উপাধিলাভেও তাহারা বঞ্চিত।

এই "নায়ের"-জাতীয় মহিলাদিগের মুখশ্রী অতীব সুন্দর। অস্মদ্দেশীয় কুমারীদিগের ন্যায় উহারা কেশের কিয়দংশ ফিতা দিয়া বাঁধিয়া রাখে, এবং অবশিষ্ট অংশ এক প্রকার গোলাকৃতি "চাপাটির" আকারে রচনা করিয়া তাহাই মস্তকের চূড়াদেশে ধারণ করে; তাহার কতকটা সম্মুখভাগে ও কতকটা পার্শ্বদেশে কপালের দিকে ঝুলিয়া পড়ে; —দেখিলে মনে হয়;—কোঁচ্ কানো-কিনারা এক-প্রকার টুপি যেন বেশ একটু ঢং করিয়া মাথায় পরিয়াছে। কিন্তু উহাদের কেশরচনায় সেরূপ বিলাসলীলা প্রকাশ পায়, উহাদের দেহের সমস্ত সাজসজ্জায় তেম্নি আবার তাপসসুলভ একটা কঠোর গাম্ভীর্য্য দেদীপ্যমান।

এখন সূর্য্যের প্রখর তাপ কমিতে আরম্ভ হইয়াছে; এই অপরাহ্ণ চারঘটিকার সময় গায়ক-বাদকের দল আসিয়া পৌছিল; তাহারা দলে-দলে গরুর গাড়ীতে আসিয়াছে। মহারাজা নিজ প্রাসাদের গায়ক-বাদকদিগকে কিয়ৎকালের জন্য আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।

উহাদের মুখাবয়ব-রেখা সূক্ষ্ম ও সুকুমার, সমস্ত মুখশ্রী কলা-গুণিজনসুলভ। নিঃশব্দে নগ্নপদে উহারা প্রবেশ করিল;—মার্জ্জারবৎ মখমল-কোমল-পদসঞ্চারে প্রবেশ করিল। দস্তুরমত সম্মানপ্রদর্শনার্থ একটু নতশির হইয়া, তাহার পর ভূতলে গালিচার উপর উপবেশন করিল। মাথায় ক্ষুদ্র জরির পাগ্ড়ি; উহাদের গাত্র—পুরাকালীন গ্রীসীয়দের—রেশমী বস্ত্রে আচ্ছাদিত;—উদরের একপার্শ্ব অনাবৃত রাখিয়া উহা স্কন্ধের উপর দিয়া লটাইয়া পড়িয়াছে। বাহুদ্বয় ধাতব বলয়ে বিভূষিত। উহাদের ফিন্‌ফিনে পাত্‌লা পরিচ্ছদের মধ্য হইতে আতর গোলাপের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করিয়া বাহির হইতেছে।

উহারা তারতন্ত্রীযুক্ত বড় বড় বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে আনিয়াছে;—সে এক-প্রকার বিরাট্ "ম্যাণ্ডলিন্" কিংবা "সিতার্"। যন্ত্রগুলির ডাণ্ডি বাঁকিয়া গিয়া এক-প্রকার বিরাট্ আকৃতি জন্তুবিশেষের মস্তকে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই "সিতার্"গুলি বিভিন্ন প্রকারের এবং ইহা হইতে বিভিন্ন প্রকারের স্বর নিঃসৃত হইবার কথা। কিন্তু সকলগুলিরই স্বরকোষ প্রকাণ্ড এবং স্বরের বেগ বৃদ্ধি করিবার জন্য যন্ত্রগুলির গায়ে ফাঁপা তুম্ব সকল রহিয়াছে;—মনে হয়, যেন একটি তরুকাণ্ডের গায়ে বড় বড় ফল ফলিয়া রহিয়াছে। এই যন্ত্রগুলি রং করা, চিত্রিত করা, হাতীর দাঁতের কাজ করা, বহু পুরাতন, সম্পূর্ণরূপে শুষ্কীকৃত, শব্দযোনি ও বহুমূল্য দুর্লভ জিনিস। কেবলমাত্র উহাদের বিচিত্র আকৃতি ও অদ্ভুত গঠন দেখিয়াই আমার মনে রহস্যময় ভাব—ভারতসংক্রান্ত রহস্যময় ভাব জাগিয়া উঠিল। বাদকেরা হাসিমুখে যন্ত্রগুলি আমাকে দেখাইতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র অঙ্গুলির দ্বারা, কতকগুলি ছড়ের দ্বারা ও কতকগুলি ঝিনুকের দ্বারা বাজাইতে হয়। আর এক প্রকার যন্ত্র আছে—তাহার তারের উপর কালো ডিম্বাকার এক টুকরা আবলুশ্ কাষ্ঠ বুলাইয়া বাজাইতে হয়। বাদনের কি সূক্ষ্ম ভেদ! এই সকল সূক্ষ্ম ভেদ আমাদের পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্যার অগোচর!

তা ছাড়া, কতকগুলি "টম্‌টম্" বাদ্য আছে,—সেগুলি বিভিন্ন সুরে বাঁধা। আবার, কতকগুলি বালকগায়ক আসিয়াছে; উহাদের পরিচ্ছদ বিশেষ-রূপে জমকালো ও বিলাসজৃম্ভিত। আমার জন্য সঙ্গীতকার্য্যের যে অনুক্রমপত্র ছাপা হইয়াছে, উহার একখণ্ড আমার হস্তে উহারা অর্পণ করিল। গায়ক-বাদকদিগের শ্রুতিমধুর অদ্ভুত নাম উহাতে লেখা রহিয়াছে—সকল নামগুলিই প্রায় দ্বাদশ পদাক্ষরের।

পাঁচটা বাজিল। গায়কবাদকের দল সব-সুদ্ধ প্রায় পঁচিশ জন। উহারা গালিচার উপর আসীন। যে বৈঠকখানাঘরে উহারা বসিয়াছে, সেই ঘরের মধ্যে এখনি যেন সন্ধ্যার ছায়া পড়িয়াছে। দোলার দোলনবৎ অলসভাবে "পাঙ্খা" চলিতেছে। এইবার সঙ্গীতের আলাপ সুরু হইবে; কেননা, যন্ত্রের অগ্রপ্রান্তস্থ পশুমূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রকাণ্ড যন্ত্রগুলি হইতে না জানি কি ভয়ানক শব্দ—এই "টম্‌টম্"গুলি হইতে না জানি কি ভীষণ কোলাহল সমুত্থিত হইবে। আমি প্রতীক্ষা করিয়া আছি—একটা তুমুল শব্দ শুনিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আছি। গায়কবাদকদিগের পশ্চাদ্ভাগে একটা খিলানাকৃতি দ্বার উন্মুক্ত; তাহার পরেই একটা শাদা প্রবেশ-দালান। সেই দালানে অস্তমান সূর্য্যের একটি কনকরশ্মি প্রবেশ করিয়া মহারাজার একদল সৈন্যের উপর নিপতিত হইয়াছে। শোভার্থ সজ্জিত এই সৈনিকমূর্ত্তিগুলি মাথায় লাল পাগ্‌ড়ি পরিয়া, রক্তিম সূর্য্যালোকে দণ্ডায়মান। এদিকে গায়কবাদকের দল ঘোর ঘোর অস্পষ্ট ছায়ার মধ্যে নিমজ্জিত।

উহাদের সঙ্গীত কি আরম্ভ হইয়াছে? হাঁ, বোধ হয় আরম্ভ হইয়াছে। কেননা, দেখিতেছি, উহারা গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু কৈ, কিছুই ত শুনা যাইতেছে না।...না না—ঐ যে...একটি ক্ষুদ্র তার-গ্রামের সুর—কদাচিৎ শ্রুতিগ্রাহ্য—"লোহেন্-গ্রিন্"-গীতিনাট্যের উদ্ঘাটক আলাপচারীর ন্যায় অতি-বিলম্বিত লয়ে বাদিত হইতেছে। পরে, উহা "দুন্"-লয়ে বাজিতে লাগিল, তান-পল্লবে জটিল হইয়া উঠিল; কিন্তু শব্দের মাত্রা আদৌ বৃদ্ধি না পাইয়া, শুধু ছন্দোময় গুঞ্জনে পরিণত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই সকল শক্তিমান্ তন্ত্রীসমূহ হইতে নিঃশব্দপ্রায় সঙ্গীত বাহির হইতেছে!—যেন করপুট-বন্দী মক্ষিকার গুন্‌গুন্ শব্দ, যেন জান্‌লা-শার্সির গায়ে পতঙ্গের ঘর্ষণশব্দ অথবা যেন Dragon-fly মক্ষিকার কাতরধ্বনি বলিয়া মনে হয়। উহাদের মধ্যে একজন মুখের মধ্যে একটি ছোট ইস্পাতের জিনিস রাখিয়া তাহার উপর গণ্ড-দেশ ঘর্ষণ করিয়া ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় এক-প্রকার ছন্‌ছন্ শব্দ বাহির করিতেছে। একটা বৃহৎ "সিতারের" উপর এবং অন্যান্য বিচিত্র যন্ত্রের উপর বাদক যেন অতি ভয়ে-ভয়ে ও সন্তর্পণে হাত বুলাইয়া প্রায় একই সুর ক্রমাগত বাহির করিতেছে। পেচকের চাপা কণ্ঠস্বরের ন্যায়, ক্রমাগত হুহু!—হুহু!—এইরূপ শব্দ নির্গত হইতেছে। আবার সুদূর সমুদ্রতটের উপর বীচিভঙ্গ-শব্দের ন্যায় এক-প্রকার চাপা আওয়াজ কোন-এক যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। একপ্রকার "টম্‌টম্"-জাতীয় যন্ত্র আছে, তাহার কিনারার উপর বাদক অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বাজাইতেছে।...তাহার পর, হঠাৎ অতর্কিত পূর্ব্ব কতকগুলি ঝাঁকানি আরম্ভ হইল, কিন্তু তাহার প্রচণ্ড প্রকোপ মুহূর্ত্তদ্বয়স্থায়ী। সেই সময় "সিতার"-তন্ত্রীগুলি যার-পর-নাই সজোরে কম্পিত হইতে থাকে এবং টম্‌টম্'গুলি হইতেও তখন গম্ভীর চাপা আওয়াজ বাহির হইতে থাকে। কোন কাঁপা মাটির উপর গুরুপদক্ষেপে হাতী চলিয়া গেলে যেরূপ শব্দ হয়, উহার সেইরূপ শব্দ; অথবা কোন গূঢ়মার্গ অন্তর্ভৌম জল-প্রবাহনিঃসৃত কল্লোলের ন্যায়;—কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত প্রশমিত হইল। আবার সেই পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দপ্রায় বাদনক্রিয়া।

একজন ব্রাহ্মণযুবক—যার চোখদুটি অতি সুন্দর—সে ভূমির উপর আসনবদ্ধ হইয়া বসিয়া আছে তাহার জানুর উপর একটি জিনিস রহিয়াছে। অন্যান্য দ্রব্যাদি যেরূপ সুশোভন ও সুরুচিব্যঞ্জক, এ জিনিসটা ঠিক তার বিপরীত। ইহা নিতান্ত রূঢ় গ্রাম্যধরণের। একটা সামান্য মাটির হাঁড়ি, তাহার মধ্যে কতকগুলো নুড়ি। হাঁড়ির বৃহৎ মুখটা তাহার নগ্ন সুবক্র বক্ষের উপর স্থাপিত। ঐ মুখের কিয়দংশ যে পরিমাণে খুলিয়া রাখিতেছে কিংবা বুকে চাপিয়া বন্ধ করিতেছে, তদনুসারে তন্নিঃসৃত শব্দেরও তারতম্য হইতেছে; এবং অঙ্গুলির দ্বারা সেই হাঁড়িটা এত তাড়াতাড়ি বাজাইতেছে যে, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উহার শব্দ কখন

লঘু, কখন গভীর, কখন খট্‌খটে। এক-এক সময়ে যখন নুড়িগুলা নড়িয়া উঠে, তখন শিলাবৃষ্টির ন্যায় পট্‌পট্‌ শব্দ শ্রুত হয়। পূর্ব্বোক্ত শব্দময় নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া যখন কোন একটি "গিতার্‌" হইতে স্বতন্ত্রভাবে তান উত্থিত হয়, তখন কোন স্বর হইতে স্বরান্তরে গড়াইয়া যাইবার সময় ধ্বনিটা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। সেই আবেগময় তানটি সজোরে পূর্ণস্বরে বাদিত হয় এবং তীব্র যাতনায় যেন একেবারে অধীর ও সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। তখন টম্‌টম্‌গুলির বাদ্য, এই কম্পমান আর্ত্তনাদকে আবৃত না করিয়া, একপ্রকার রহস্যময় তুমুল শব্দ বাহির করিতে থাকে। উহা মানব-হৃদয়ের দুঃখযাতনার পরাকাষ্ঠা এরূপ তীব্রভাবে প্রকাশ করে—যাহা আমাদের উচ্চতম পাশ্চাত্য-সঙ্গীতের সাধ্যাতীত।...

—"হাতীরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে"—একজন বলিয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ হইয়া সঙ্গীত শুনিতে-ছিলাম—এই বাক্যে আমার সেই মোহ ছুটিয়া গেল।...হাতী আবার কোথা হইতে আসিল?—ও! মনে পড়িয়াছে;...ভারতীয় সাজসজ্জায় সজ্জিত হাওদা-সমেত একটি হাতী দেখিবার জন্য আমি ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম; এবং তদনুসারে আমার জন্য রাজার হস্তিশালা হইতে হাতী সজ্জিত করিয়া আনিবার আদেশ হয়।

সঙ্গীত থামিয়া গেল। কেননা, হাতী দেখিবার জন্য এখন আমাকে ঘরের বাহির হইতে হইবে। বাড়ীর দ্বারদেশ পার হইয়াই হঠাৎ দেখিলাম—আমার সম্মুখে তিনটা বড়-বড় হাতী দণ্ডায়মান। অস্তমান সূর্য্যের আলোকে উদ্ভাসিত এই তিনটা হাতী দ্বারদেশের সন্নিকটে আমার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিতেছিল। উহাদের সর্ব্বশরীর সাজ-সজ্জায় এরূপ আবৃত যে, সম্মুখে আসিয়া প্রথমে আর কিছুই লক্ষ্য হয় না;—লক্ষ্য হয় শুধু উহাদের সুদীর্ঘ আত্মরক্ষণের অস্ত্র দন্তদ্বয়, উহাদের কালো-ফুটকি-যুক্ত গোলাপী-রঙের প্রকাণ্ড শুণ্ড, আর উহাদের কর্ণদ্বয়—যাহা হাতপাখার ন্যায় ক্রমাগত আন্দোলিত হইতেছে। সবুজ ও লাল রঙের দীর্ঘ পরিচ্ছদ; স্তম্ভযুক্ত হাওদা, ঘণ্টিকার হার এবং জরির টুপি—যাহা উহাদের বিস্তৃত ললাট পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। তিনটা হাতীই প্রকাণ্ড, ৭০ বৎসর বয়ঃক্রম, বেশ বলিষ্ঠ, আর এমন বশ্য—এমন শান্ত। উহাদের বুদ্ধিব্যঞ্জক ক্ষুদ্র চক্ষুর দৃষ্টি আমার উপর ন্যস্ত হইল। আর এমন শায়েস্তা,—যাহাতে আমি ধীরে-সুস্থে আরোহণ করিতে পারি, তজ্জন্য অনেকক্ষণ জানু পাতিয়া বসিয়া রহিল।

আবার যখন আমি সেই মক্ষিকাগুঞ্জনবৎ সঙ্গীতের নিকট ফিরিয়া আসিলাম, তখন শুভ গোধূলি সঙ্গীতশালায় প্রবেশ করিয়াছে।

মধ্যে মধ্যে যখন সেই স্তব্ধপ্রায় সমবেত সঙ্গীতের বিরাম হইতেছে—সেই অবকাশকালে প্রত্যেক যন্ত্র আবার পৃথক্‌ভাবে খুব উচ্চৈঃস্বরে সজোরে তান ধরিতেছে। বাদক কোনটাকে ছড়ের দ্বারা, কোনটাকে হস্তের দ্বারা প্রপীড়িত—কোনটাকে বা মিজ্‌রাফের দ্বারা সন্তাড়িত করিতেছে; এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক, কোনটাকে তারের উপর ডিম্বাকৃতি কাষ্ঠখণ্ড বুলাইয়া কাঁদাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু সে যাহাই হউক, এই বিষাদময় সুরগুলি, মঙ্গলিয়া কিংবা চীনদেশীয় সঙ্গীতের ন্যায়, আমাদের নিকট নিতান্ত দূরদেশীয় কিংবা দুর্ব্বোধ বলিয়া মনে হয় না। আমরা উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারি। সেই একই মানবজাতির সুতীব্র মর্ম্মবেদনা উহারা প্রকাশ করিতেছে—যে জাতি কালসহকারে আমাদের হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে চলিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু মূলত ভিন্ন নহে। "জিগান্‌"-নামক য়ুরোপীয় বেদিয়ারা আমাদের মধ্যেও এইরূপ দুরাশাময় সঙ্গীত আনয়ন করিয়াছে।

শেষে কণ্ঠসঙ্গীত। একটির পর একটি—সেই সমস্ত সুকুমার বালকগুলি (সুন্দর পরিচ্ছদ-পরিহিত—বড় বড় চোখ) খুব তাড়াতাড়ি দ্রুতলয়ে কতকগুলি গান গাহিল। উহাদের বালকণ্ঠস্বর ইহারই মধ্যে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—চিরিয়া গিয়াছে। জরির পাগড়ি-পরা একটি লোক উহাদের অধিনেতা ও শিক্ষক। সে মাথা নীচু করিয়া—পাখীকে যেরূপ সর্পেরা দৃষ্টির দ্বারা মুগ্ধ করে, সেইরূপ সমস্তক্ষণ উহাদের চোখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। মনে হইল যেন, সে বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা উহা-দিগকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে;—ইচ্ছা করিলে যেন সে উহাদের ভঙ্গুর ক্ষীণ কণ্ঠযন্ত্রটিকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। "কনিষ্ঠ-গ্রামের" সুরে উহারা যে গান ধরিয়াছিল, সেই গানটিতে

কুপিত কোন দেবতাকে প্রার্থনার দ্বারা প্রসন্ন করা হইতেছে।

সর্ব্বশেষে, ঐ দলের যে প্রধান গায়ক, এইবার তাহার গাহিবার পালা। ত্রিশবর্ষবয়স্ক যুবাপুরুষ, দেখিতে বলিষ্ঠ, সুন্দর মুখশ্রী। কোন যুবতী কামিনীর বল্লভ আর তাহাকে ভালবাসে না বলিয়া সেই কামিনী আক্ষেপ করিয়া যে গান করিতেছে, সেই গানটি ঐ গায়ক এইবার আমাকে শুনাইবে।

সে বরাবর ভূতলেই বসিয়াছিল। প্রথমে সে গানটি মনে মনে ঠিক করিয়া লইল, পরে, তাহার দৃষ্টি একটু ঘোর-ঘোর ভাব ধারণ করিল। তাহার পরেই সে একেবারে সজোরে গলা ছাড়িয়া দিল। প্রাচ্যদেশীয় শানাই প্রভৃতি যন্ত্রের ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর অতীব তীক্ষ্ণ। তার-গ্রামের কতকগুলি সুরের উপর, পুরুষোচিত বল-সহকারে (একটু কর্কশ) উহার কণ্ঠস্বর স্থায়ী হইল। খুব তীব্রভাবে (আমার পক্ষে নূতন) কত মর্ম্ম-বেদনাই প্রকাশ করিল। তাহার মুখে কত দুঃখের ভঙ্গী—তাহার সরু-সরু হস্তে কত কষ্টের সঙ্কোচন প্রকটিত হইতে লাগিল। এই সমস্তই উচ্চাঙ্গ-কলার মধ্যে ধর্ত্তব্য।

ইহারা মহারাজের খাস্ গায়ক-বাদক। মহারাজা প্রতিদিন রুদ্ধ-প্রাসাদের ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে উহাদের সঙ্গীত শুনিয়া থাকেন। তাঁহার চারিপার্শ্বে ভৃত্যবর্গ মার্জ্জারবৎ নিঃশব্দপদসঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং যোড়হস্তে নতশিরে ক্রমাগত প্রণাম করে।...জীবনের দুঃখযন্ত্রণা, প্রেমের দুঃখ-যন্ত্রণা, মৃত্যুর দুঃখযন্ত্রণা—এই সম্বন্ধে মহারাজার কল্পনা ও চিন্তাপ্রবাহ আমাদিগের হইতে না-জানি কত ভিন্ন!...আদব-কায়দার সহিত বিদেশীয় ভাষায়, বাধ-বাধ-ভাবে আমাদের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা অল্পক্ষণ হইয়াছে, তাহাতে যত-না আমি তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিয়াছি—তাহা অপেক্ষা এই উচ্চাঙ্গের দুর্লভ সঙ্গীত (যাহা তাঁহার খাস্ জিনিষ) শ্রবণ করিয়া তাঁহার মনোভাবের একটু বেশি আভাস পাইয়াছি, সন্দেহ নাই।

এক্ষণে তিন সহস্র ব্রাহ্মণ মহারাজের নিমন্ত্রিত অতিথি। উঁহারা উচ্চবর্ণের জন্য রক্ষিত সেই ঘেরের মধ্যে বাস করিতেছেন এবং উঁহাদের সমাগমে পবিত্র পুষ্করিণীগুলিও সমাচ্ছন্ন। উঁহারা চতুর্দ্দিকের গ্রামপল্লী ও অরণ্যপ্রদেশ হইতে আসিয়াছেন, ফলমূলশস্যাদি আহার করিয়া জীবন-ধারণ করেন, পার্থিববিষয়ের প্রতি বীতরাগ এবং রহস্যময় ধ্যানধারণায় দিবারাত্রি নিমগ্ন। একটা যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উঁহারা এখানে সমবেত হইয়াছেন। এই যজ্ঞ পনর দিন ধরিয়া চলিবে এবং ইহা ছয় বৎসর অন্তর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বকালে কোন পার্শ্ববর্ত্তী দেশ জয় করিবার জন্য যে যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধকালে ঐ ভূমিতে যে রক্তপাত হয়, তাহারি প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এই ব্রাহ্মণেরা সুদীর্ঘ প্রার্থনা-মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন। অগণিত বৎসর অতীত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কিছুই আসে যায় না। সেই রক্তপাতের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এখনো ভগবানের নিকট উচ্চকণ্ঠে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে, তূরীভেরী বাজাইতে হইবে, পবিত্র শঙ্খধ্বনি করিতে হইবে। রাজচিহ্ন-স্বরূপ এই শঙ্খ, ত্রিবঙ্কুম-অধিপতির ছত্রচামরাদিতে অঙ্কিত।

পাণ্ডবদিগের প্রতিমূর্ত্তি—ত্রিশ ফুট উচ্চ, মস্তকের উপর কিরণমণ্ডল বিরাজিত, ভীষণদর্শন; উঁহাদের রোষকষায়িত নেত্রের রুদ্রদৃষ্টি মানবগণের উপর নিপতিত। এই উৎসব উপলক্ষে, উঁহাদিগকে মন্দিরের গুপ্তকক্ষ হইতে বাহির করিয়া, রশারশি দিয়া, বড় আয়াসে মন্দিরের মুক্তপ্রাঙ্গণে—সাধারণ লোকের মধ্যে টানিয়া আনা হইয়াছে। উদ্দেশ্য—যাহাতে সাধারণ লোকেরা উহাদিগকে দর্শন করিয়া ভীত হয়। ইহাদের নিকট যখন প্রার্থনাদি হয়, তখন ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং অন্তরের অন্তস্তল হইতে সেই অদৃশ্য অনির্ব্বচনীয় পরব্রহ্মেরই আরাধনা করিয়া থাকেন। যজ্ঞোৎসবের এই পনর দিন অনবরত অধ্যয়ন, সাগ্রহ প্রার্থনা, ভয়-আনন্দের তীব্র-উচ্ছ্বাসে—ব্রাহ্মণ গম্ভীর প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ ভূমি তীব্ররূপে স্পন্দিত হইতে থাকে। দূরস্থ লোকদিগের তুমুল কোলাহলে আমি প্রপীড়িত হইতেছি—আকৃষ্টও হইতেছি। কিন্তু সেখানে আমার প্রবেশ একেবারেই নিষিদ্ধ;—মহারাজের অনুগ্রহ এ স্থলে কিছুই করিতে পারে না;—সর্ব্বপ্রকার মানবচেষ্টা এখানে নিষ্ফল।

যে বিশাল তালবনে এই নগরটি সমাচ্ছন্ন—সেই তালবনের মধ্যে যে সময়ে দীক্ষিত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোৎসব করিতেছেন, সেই একই সময়ে, তাহারি

অনুকরণে, মধ্যবর্ত্তী ও নীচবর্ণের লোকেরাও নিজ নিজ গৃহে এই অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত। আমার ন্যায় তাহারাও ব্রাহ্মণসংসর্গ হইতে বর্জ্জিত। সেখানেও চতুর্দ্দিকে, সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দেবতার নিকট এইরূপ অনুশোচনা ও ক্ষমাপ্রার্থনা চলিতেছে।

যুদ্ধে-নিহত বীরপুরুষদিগকে যেখানে গোর দেওয়া হইয়াছে সেই-সব সমাধিস্থানে—সেই-সব চৈত্যবৃক্ষতলে—এইরূপ পূজা-অর্চ্চনা হইতেছে।

রাত্রি হইবামাত্র সেই বনের প্রত্যেক ছায়াচ্ছন্ন মার্গে, এবং যেখানে যেখানে সমাধিস্তম্ভ সমুত্থিত হইয়াছে, এইরূপ প্রত্যেক চতুষ্পথে, ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালান হয়, বাদ্যোদ্যম হইতে থাকে, এবং বিবিধ নৈবিদ্যসামগ্রী প্রদত্ত হয়। ক্ষুদ্র দেবালয় কিংবা সামান্য মন্ত্রবেদী—যাহা অপ-অধিকারী নিকৃষ্ট দেবতাদিগের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—সেখানেও সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কম্পমান অগ্নিশিখা জ্বলিতেছে। এখানে অবাধে প্রবেশ করিতে পাইলাম। সহসা পরস্পরসংশ্লিষ্ট তালবনের নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। যেখান হইতে বাদ্যের শব্দ শোনা যাইতেছে—আলো দেখা যাইতেছে, আমি সেই দিকেই আকৃষ্ট হইয়া, পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলাম।

প্রথমেই একটি সামান্য ক্ষুদ্র দেবালয়;—বহু পুরাতন, লুপ্তমুখশ্রীপ্রস্তরস্তম্ভ-যুক্ত, অতীব নিম্ন, তরুপুঞ্জের পাদদেশে প্রতিষ্ঠিত; তরুগণ তাহাকে ছাড়াইয়া অতি ঊর্দ্ধে অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। দেবালয়টি ফুলের মালায় ও ফুলের অলঙ্কারে বিভূষিত। নারিকেল-তৈলের ছোট-ছোট দীপ চারিদিকে জ্বলিতেছে এবং তাহা হইতে যেন অসংখ্য জোনাকির আলো বিকীর্ণ হইতেছে। দুই তিনটি ক্ষুদ্র দালানের পশ্চাদ্ভাগে মন্দিরের বিগ্রহটি সমাসীন,—ভীষণদর্শন, মস্তকে উচ্চমুকুট, বহুবাহুবিশিষ্ট, মুখমণ্ডল শুকপক্ষীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ। দেবালয়ের সুপরিচিত ও পবিত্র শাদা-শাদা ছাগ-শিশু চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পুষ্পমাল্যে বিভূষিত, অর্দ্ধনগ্ন ভক্তের দল দ্বারের সম্মুখে ভিড় করিয়া হুড়াহুড়ি করিতেছে। শোকবিলাপময় তূরীরবে ও পবিত্র শঙ্খধ্বনিতে ঢাক-ঢোলের শব্দ ও বংশীধ্বনি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

উহারা স্বাগত-স্মিতহাস্যে আমাকে অভ্যর্থনা করিল; তীব্রগন্ধি যুঁইফুলের মালা আমার কণ্ঠে পরাইয়া দিল। রাত্রির 'গুমট্'-উত্তাপে, সুগন্ধি-রস-পাকের কটাহ-সমুত্থিত ধূমের ন্যায়, এই যুঁই-ফুলের গন্ধ আমার 'মাথায় চড়িল'। তাহার পর লোক সরাইয়া আমার জন্য একটু জায়গা করা হইল। তালবনের চতুষ্পথবর্ত্তী শতবর্ষবয়স্ক একটি ডুমুরগাছের তলায় আমি দাঁড়াইলাম। প্রাচীন ধরণের মস্তকহীন ক্ষুদ্রস্তম্ভ-পরিবৃত একটি প্রস্তর-বেদীর চতুর্দ্দিকে সমবেত লোকেরা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া বাদ্য শ্রবণ করিতেছে। এখানে দীপালোক, গোলাপ ও যুঁইফুলের মালা, ফলশস্যাদির নৈবেদ্য। পুরোহিতের মত একজন নীচবর্ণের লোক, মুখের রং কালো, খুব উচ্ছ্বাসের সহিত মন্ত্রাদি পাঠ করিতেছে; আর মধ্যে মধ্যে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিতেছে। বৃক্ষসমূহের পশ্চাতে, ছায়ার মধ্যে, প্রচ্ছন্নপ্রায় রমণীগণ দাঁড়াইয়া আছে; এবং সকলে মিলিয়া দীর্ঘস্বরে চীৎকার করিয়া মুহুর্মুহু কি-একপ্রকার শব্দ করিয়া উঠিতেছে। কতক-গুলি বালক ঘাসের আগুন জ্বালাইয়া ক্রমাগত উস্কাইতেছে; আর বাদকেরা মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি সেই আগুনের উপর সঞ্চালিত করিয়া, যথোপযুক্ত শব্দ বাহির করিবার জন্য তাতাইয়া লইতেছে। পুরোহিতের উন্মত্ত উচ্ছ্বাস উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল;—ক্রমে সে ভূতাবিষ্ট হইল। সে বিকট চীৎকার করিয়া, বৃক্ষের উপর—প্রস্তরের উপর মাথা ঠুকিতে উদ্যত হইল; লোকেরা চারিদিকে শৃঙ্খলের ন্যায় বাহু-বেষ্টন করিয়া তাহাকে আটকাইয়া রাখিল; তাহার পরেই সে অবসন্ন স্পন্দহীন হইয়া মূর্চ্ছিত হইল; কণ্ঠ হইতে ঘর্ঘর শব্দ বাহির হইতে লাগিল।...

এই দেবতা—যিনি আমাদের হইতে বহুদূরে—যাহাকে এখানকার লোকেরা ঘোর বাদ্যধ্বনি-সহকারে পূজা করিতেছেন—ইনি রহস্যময় ব্রাহ্মণ-দিগের দেবতারই রূপান্তরমাত্র,—সেই দেবতা,—যাহাকে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের নিভৃতকক্ষে আধ্যাত্মিক-ভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন।

আমরা যে-দেবতাকে ভজনা করি—তিনি সেই দেবতারই রূপান্তরমাত্র...কেননা, ব্রহ্ম, জিহোবা, আল্লা—যে নামেই অভিহিত হউন না, "মিথ্যা-দেবতা" কেহই নাই। যে তত্ত্বজ্ঞানীরা

অভিমান করেন—কেবল তাঁহাদের দেবতাই সত্য, তাঁহাদের বৃথা-গর্ব্ব শিশুজনোচিত বলিয়া আমার মনে হয়। আসল কথা, সেই অপরিমেয় অনধিগম্য পুরুষ আমাদের জ্ঞানকে এতদূর অতিক্রম করেন যে, আমরা তাঁহার স্বরূপসম্বন্ধে যে কোন ধারণাই করি না কেন, তাহাতে ভ্রান্তি হইবার কথা; একটু কম ভ্রম হইল, কি একটু বেশি ভ্রম হইল, তাহাতে কিছুই আসে যায় না। যাহারা জীবন-মৃত্যুর কষ্টযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অরণ্যের মধ্যে একটা হীনবিগ্রহের পদতলে প্রার্থনা করে—যতই তাহারা ক্ষুদ্র হউক, যতই তাহারা অনুন্নত হউক, তাহাদের প্রার্থনাও তিনি শ্রবণ করেন।

ভারতে কাকের কা-কা-ধ্বনি যেন সমস্ত শব্দরাশির ভিত্তি-স্বরূপ। তাই, ক্রমে সেই ধ্বনি অভ্যস্ত হইয়া যায়—আর গ্রাহ্যের মধ্যে আইসে না। মন্দিরের কোলাহল থামিয়া গেলে, পার্শ্ববর্ত্তী কাকদিগের ভীষণ বৈতালিক সঙ্গীত যখন আরম্ভ হয়, আমি জাগ্রত হইয়া আর তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। আমার ছাদের সম্মুখেই একটা বৃহৎ বৃক্ষ,—সেই বৃক্ষশাখাই তাহাদের প্রিয় দাঁড়। সেই বৃহৎ তরুর গোলাপীরঙের কুসুমগুচ্ছ অনেকটা আমাদের Chestnut-তরুর পুষ্পের ন্যায়। অরুণোদয় পর্য্যন্ত ইহার শাখাগুলি এই কৃষ্ণবর্ণ বিহঙ্গদিগের ভারে বক্র হইয়া থাকে।

আজ প্রাতে, সূর্য্যোদয়ে, যখন পল্লবপুঞ্জের তলদেশ—হরিৎ-শাখামণ্ডপের তলদেশ—নবভানুর কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইল, আমি সেই সময়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একটা গাড়ীতে উঠিলাম।

সিংহদ্বার পার হইয়া, প্রথমেই আবার সেই পবিত্র পুষ্করিণীগুলি দেখিতে পাইলাম। এই সব পুষ্করিণীর জলে ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন প্রভাতে অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া স্নান করে—পূজার্চ্চনা করে।

এই প্রাচীরবেষ্টিত নগরের মধ্যে এইবার আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছি। এই নগরস্থ উদ্যানের মধ্যে,—তালপুঞ্জের মধ্যে, শুধু যে রাজপরিবারেরই বাসস্থান, তাহা নহে; তা ছাড়া, রাস্তার দুধারে ছোট ছোট মাটির ঘর রহিয়াছে,—তাহাতে শুধু উচ্চবর্ণের লোকেরা বাস করে। আয়তনয়না ব্রাহ্মণগৃহিণীরা এই রমণীয় উষাকালে, নিজ নিজ গৃহের সম্মুখস্থ ভূমির শোভাসম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়। সেই লাল মাটি উত্তমরূপে পিটাইয়া ও ঝাঁটাইয়া, একটা শাদা গুঁড়া দিয়া তাহার উপর নানাবিধ অদ্ভুত নক্সা কাটিতে থাকে। কিন্তু এই নক্সাগুলি এত ক্ষণস্থায়ী যে, একটু বাতাসে উড়িয়া বিলুপ্ত হয়—অথবা মানুষের, ছাগলের, কুকুরের, কাকের পদসঞ্চারে মুছিয়া যায়। অগ্রে তাহারা একটু একটু চিহ্ন দিয়া রাখে,—পরে সেই চিহ্ন অনুসারে খুব তাড়াতাড়ি নক্সাগুলি রচনা করে। অতীব শোভনভাবে আনত হইয়া, গুঁড়ার আধারপাত্রটি হস্তে লইয়া, মাটির উপর ঘুরিয়া ফিরিয়া দ্রুতভাবে বেড়াইতে থাকে। সেই চূর্ণপাত্র হইতে শাদা শাদা চূর্ণধারা, অফুরন্ত ফিতার ন্যায় অনবরত পড়িতে থাকে। গোলাপপাপড়ির অনুকরণে জটিল নক্সা, জ্যামিতিক আকৃতির চিত্রাবলী, উহাদের নিপুণ অঙ্গুলি হইতে আশ্চর্য্যরূপে বাহির হইতে থাকে। নক্সা-রচনা শেষ হইলে, অঙ্কিত রেখাজালের প্রধান-প্রধান সন্ধিস্থলে উহারা নানাবিধ পুষ্প বসাইয়া দেয়। এইরূপে, সেই ছোট রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিভূষিত হইলে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য মনে হয়, যেন একটা চিত্রবিচিত্র অদ্ভুত গালিচায় রাস্তাটি আচ্ছাদিত হইয়াছে।

তা ছাড়া, এই অঞ্চলটির সর্ব্বত্রই কেমন একটা প্রাচীনধরণের শোভনপারিপাট্য, বিমল শান্তি ও সরল গাম্ভীর্য্য বিরাজমান।

মহারাণীর উদ্যানের সিংহদ্বারের সম্মুখে, সেই একই ধরণের কায়দাদুরস্ত লালপাগড়ি-ওয়ালা সিপাই শান্ত্রী। উহারা তূরীভেরী বাজাইয়া, অস্ত্রশস্ত্র স্কন্ধ হইতে নামাইয়া,উচিত সম্মানপ্রদর্শনে সতত তৎপর। মহারাণীর পতি রাজা, বহিঃসোপানের নিম্নতলে, চাতালে নামিয়া আসিয়া, বিশিষ্ট শিষ্টতার সহিত পূর্ণ উপচারে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজের ন্যায় ইনিও সুরুচির অনুসরণ করিয়া, ভারতীয় বেশেই আসিয়াছিলেন। সবুজরঙের মখমলের পোষাক, মাথায় শাদা রেশমের পাগড়ি, আর সর্ব্বাঙ্গে হীরক ঝক্‌মক্ করিতেছে। এই সমস্ত বেশভূষা সত্বেও ইনি একজন কৃতবিদ্য পণ্ডিত।

প্রাসাদের প্রথমতলস্থ দরবারশালায় মহারাণী

আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই দরবারশালাটি য়ুরোপীয় আসবাবে সজ্জিত। কিন্তু মহারাণী স্বয়ং স্বদেশীয় পরিচ্ছদ ধারণ করায় তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী ভারতলক্ষ্মী বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার পার্শ্ব-মুখের অবয়বরেখা সরল, মুখশ্রী অতি বিশুদ্ধ, চোখ-দুটি বেশ বড় বড়,—তাঁহার সমস্ত শ্রীসৌন্দর্য্য স্ববংশ-সুলভ। নায়ের-জাতির প্রথা-অনুসারে, তিনি তাঁহার কৃষ্ণ কেশকলাপ প্রথমে কিতাবন্ধনের আকারে বিন্যস্ত করিয়া, পরে সেইগুলি একত্র সম্মিলিত করিয়া ছোট একটি মসৃণ টুপির মত মস্তকে ধারণ করিয়াছেন। উহা সম্মুখদিকে ঝুঁকিয়া ললাটের উপর ছায়াপাত করিয়াছে। হীরক-মাণিক্য-খচিত কানবালার ভারে কর্ণদ্বয়ের নিম্নাংশ অতিমাত্র প্রসারিত। মখ্‌মলের 'চোলি'-পরা, নগ্ন বাহুদ্বয়ে বহুমূল্য মণিখচিত বাজুবন্ধ; পরিধানে জরির পাড়ওয়ালা শাড়ী;—তাহাতে সুন্দর নক্সা কাটা। প্রস্তরপ্রতিমা যেরূপ পরিচ্ছদে আবৃত হয়, তাঁহার পরিচ্ছদ তদনুরূপ। যে দেশে নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও বেশভূষায় মার্জ্জিতরুচি পরিলক্ষিত হয়, সেখানে পুরাতন রাজবংশের সম্ভ্রান্ত রমণীদিগের কিরূপ বেশভূষা, তাহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু এই মহারাণীর শ্রীসৌন্দর্য্য,—বেশভূষা অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বোপরি তাঁহার করুণার্দ্র মুখশ্রীতে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে, তাঁহার নারীজনোচিত শালীনতায় আরো যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

তা ছাড়া, তাঁহার স্মিতহাস্যের অন্তরালে যেন একটা চাপা বিষাদের ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, বেশ বুঝা যায়। তাঁহার তাপসীকল্প জীবন কিসের দুঃখে তমসাচ্ছন্ন, তাহা আমি অবগত আছি। ব্রহ্মা তাঁহার অদৃষ্টে একটিও কন্যারত্ন লেখেন নাই; তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীও নাই যাহাকে তিনি দত্তকস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। তাই তাঁহার বংশলোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। বহুশতাব্দী হইতে আজ পর্য্যন্ত যাহা কখন ঘটে নাই, এইবার তাহা ঘটিতে চলিল। এইবার ত্রিবঙ্কুরে একটা বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইবে।...

মহারাণীর সহিত য়ুরোপসম্বন্ধে আমার কথাবার্ত্তা হইল। এই প্রসঙ্গে তাঁহার কল্পনা বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বুঝিলাম, ঐ সুদূরভূখণ্ড সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করাই তাঁহার জীবনের একটি চির-পোষিত স্বপ্ন। কিন্তু, মঙ্গলগ্রহের কিম্বা চন্দ্রলোকের কাল্পনিক দেশসমূহের ন্যায় এই য়ুরোপ তাঁহার পক্ষে দুরধিগম্য। কেননা, ত্রিবঙ্কুরে কোন সম্ভ্রান্ত উচ্চকুলের রমণী, বিশেষত কোন রাজরাণী য়ুরোপ-যাত্রা করিলে, তাঁহাকে জাত্যংশে পতিত হইয়া "পারিয়া"র সামিল হইতে হয়।

আর যে-কয়েকদিন আমি ত্রিবঙ্কুরে অবস্থিতি করিব, ইহার মধ্যে মহারাজের দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে কখন কখন ঘটিতে পারে, কিন্তু এই লক্ষ্মী-স্বরূপা মহারাণীর দর্শনলাভ আমার ভাগ্যে আর কখনই ঘটিবে না। তাই, এখান হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে, যে মূর্ত্তিটি একালের বলিয়া মনে হয় না, সেই মূর্ত্তিটি আমার নেত্রের উপর ভাল করিয়া মুদ্রিত করিয়া লইতে আমি অভিলাষী হইয়াছি। ইতিপূর্ব্বে আমি এইরূপ রাণীদিগকে কেবল ভারতের পুরাতন ক্ষুদ্র চিত্রপটেই দর্শন করিয়াছি। মহারাণীর নিকট বিদায় লইয়া, এই ব্রাহ্মণগণ্ডীর মধ্যেই মহা-রাণীর এক ভগিনীর পুত্রদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাহারাই সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধি-কারী। তাঁহাদের পরেই এই রাজবংশ লোপ পাইবে। উঁহাদের মধ্যে একজনের পদবী "প্রথম রাজকুমার", অপরটির পদবী "দ্বিতীয় রাজকুমার"। এই উদ্যানের মধ্যে, তাঁহাদের পৃথক্ আবাসগৃহ। এই যুবকদ্বয়ের উষ্ণীষে মরকতমণির শ্রীপচ্ কল্কা সংযোজিত। ইঁহারা ব্যাঘ্রশিকার করেন, ব্রাহ্মণ্যের অনুষ্ঠানাদি করেন, অথচ আধুনিক কালের সমস্ত বিষয়েরই খোঁজখবর রাখেন, এবং সাহিত্য ও ভৌতিকবিজ্ঞানের অনুশীলন করেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন, আমার অনুরোধক্রমে, প্রথমে আমাকে হাওদাখানায় লইয়া গেলেন। সেইখানে হাতীদের সাজসজ্জা ও সরঞ্জাম রক্ষিত। তাহার পর তাঁহার স্বগৃহীত কতকগুলি ফোটোচিত্র আমাকে দেখাইলেন;—তিনি নিজহস্তে সেগুলি পরিস্ফুট করিয়াছেন। এবং পরে, পদকপুরস্কার-লাভের আশায় ঐগুলি সখ্ করিয়া তিনি য়ুরোপের কোন প্রদর্শনীতে পাঠাইয়া দেন।

আজ সন্ধ্যার সময়, সূর্য্যাস্তকালে, ভারতসমুদ্র দেখিতে আমার ইচ্ছা হইল। ত্রিবঙ্কুর হইতে সমুদ্র প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে। সেখানে উহার বীচিমালা বিজন তটভূমির উপর অনবরত ভাঙিয়া পড়িতেছে।

মহারাজার একটা গাড়ীতে উঠিয়া প্রথমে সমস্ত প্রাচীরবেষ্টিত নগরটি অতিক্রম করিতে হইল। ব্রাহ্মণগৃহসমূহের ধার দিয়া যে সব রাস্তা গিয়াছে, সেই সব নিস্তব্ধ রাস্তা দিয়া, প্রাসাদ ও উদ্যানের লাল প্রাচীরের সম্মুখ দিয়া, বৃহৎ মন্দিরটির ধার দিয়া আমার গাড়ী চলিতে লাগিল। মন্দিরের এত নিকটে আমি ইতঃপূর্ব্বে কখন আসি নাই।

শীঘ্রই নগর পার হইলাম এবং নগর পার হইয়াই নিস্তব্ধ সৈকতভূমির মধ্যে, স্তূপাকার বালুকারাশির মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। রক্তবর্ণ সূর্য্য দিগন্তে মগ্নপ্রায়,—তাহারি ভাঙা-ভাঙা রশ্মি-চ্ছটা চারিদিকে প্রসারিত। অস্মদ্দেশের সমুদ্রোপকূলস্থ বৃক্ষের ন্যায়, বাতাহত ও আলুলিতশাখ কতকগুলি বিরল তালজাতীয় বৃক্ষ, সাগরবায়ুর অবিশ্রান্ত প্রবাহবেগে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বহুলতাকীর্ণ-লক্ষিত এই সব বালুরাশি, এই সমস্ত প্রস্তর, প্রবাল ও শম্বুকের চূর্ণরাশি, সহস্র-সহস্র চূর্ণীকৃত জীবদেহের ধূলিরাশি—এই ভীষণ স্থানের সান্নিধ্য ঘোষণা করিতেছে। তাহার পরেই সেই অন্তহীন মহা-কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, এবং এই বালুকাস্তূপের মধ্যে একটা পথের বাঁক ফিরিবামাত্র, সেই সচল অনন্ত-মূর্ত্তি আমার সম্মুখে সহসা আবির্ভূত হইল।

পৃথিবীর অন্যান্য প্রদেশে, মনে হয় যেন, মানব-জীবন স্বভাবতই সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হয়। সেখানে লোকেরা সমুদ্রের ধারে আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করে, সমুদ্রের যতটা নিকটে হওয়া সম্ভব—তাহাদের নগরপত্তন করে; তাহাদের নৌকাদির জন্য অল্প-স্বল্প স্থান এবং বেলাভূমির একটু-আধটু কোণ খালি রাখিতেও তাহারা যেন কুণ্ঠিত হয়।

কিন্তু এখানকার লোকেরা সমুদ্রকে শূন্য শ্মশান ও সাক্ষাৎ মৃত্যু মনে করিয়া, যতটা পারে, তাহা হইতে তফাতে সরিয়া যায়। এদেশে সমুদ্র—একটা দুরতিক্রমণীয় অতলস্পর্শ রসাতলবিশেষ—যাহা কোন কাজে আইসে না, যাহা কেবল মনুষ্যের অন্তরে ভয়ের উদ্রেক করে। সমুদ্রকে দুর্গম স্থান মনে করিয়া কেহ তাহার নিকটে যাইতে সাহস করে না। আমি এই অনন্ত বীচিমালার সম্মুখে, বালুরাশির অফুরন্ত রেখার উপরে, একটি পুরাতন প্রস্তর-মন্দির ছাড়া মনুষ্যের আর কোন নিদর্শন দেখিতে পাইলাম না। মন্দিরটি রূঢ়-ধরণে গঠিত, স্থূল ও খর্ব্বাকার, থামগুলি লুপ্তমুখশ্রী—কতকটা তরঙ্গশীকরে, কতকটা লবণাক্ত জলে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যে সমুদ্র-কর্ত্তৃক ত্রিবঙ্কুর কারারুদ্ধ, সেই দুর্বৃত্ত সমুদ্রকে মন্ত্রবশীভূত ও প্রশমিত করিবার নিমিত্তই যেন এই মন্দিরটি এখানে অধিষ্ঠিত। এই সন্ধ্যাকালে সমুদ্রটি বেশ প্রশান্ত। কিন্তু গ্রীষ্মের আরম্ভ হইতে এই সমুদ্র কিছুকালের জন্য আবার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবে।

মহারাজ-বাহাদুরের উপদেশ-অনুসারে দেওয়ান আমার জন্য যতপ্রকার অনুষ্ঠান-আয়োজনের কল্পনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন, তন্মধ্যে উচ্চবর্ণের বালিকা-মহাবিদ্যালয়ে আমার অভ্যর্থনার্থ যে আয়োজন হইয়াছে, তাহাই আমি বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি। উহা আমি কখন ভুলিতে পারিব না।

সূর্য্যোদয় হইবামাত্র আমি পুর হইতে যাত্রা করিলাম। কিন্তু বলিতে কি, আমার মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল;—না জানি, সেখানে গিয়া কি দেখিব। হয় ত এমন-কিছু দেখিব, যাহা শুধু কঠোর গ্রাদ-গ্রাইণ্ডমহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দিবে; কিংবা এমন-কিছু দেখিব, যাহা অতীব নীরস, বিরক্তিকর ও ক্লান্তিজনক। পাছে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে সেখানে উপনীত হই, এইজন্য তালবনের মধ্যে ঘোড়াদের ছাড়িয়া রাখিয়াছিলাম। এই অবসরে,—প্রথমে একটি, তার পর দুইটি, পরে তিনটি ক্ষুদ্র বালিকা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল;—বেশ সুশ্রী, অনবদ্য বেশভূষায় ভূষিত হইয়া ঝকমক্ করিতেছে; দশবর্ষবয়স্কা, নগ্ন পদ, কেশকলাপে শাদা ফুল;—পরিধানে জরির পাড়-দেওয়া রেশমি শাড়ী; কণ্ঠে ও বাহুদ্বয়ে মণিমাণিক্য—নব ভানুর কিরণে উদ্ভাসিত। আমার ন্যায় উহারাও ব্রাহ্মণঘেরের অভিমুখে চলিয়াছে। আমার গাড়ী দেখিয়া, উহারা প্রাণপণে দ্রুত চলিতে লাগিল; এবং চলিবার সময়, উহাদের মহার্ঘ বস্ত্রের অঞ্চলপ্রান্ত পায়ে জড়াইয়া যাইতে লাগিল। তবে কি উহাদের এই পরীসুলভ কিংবা অপ্সরাসুলভ সাজসজ্জা আমারই জন্য?...

এই সব ভারতীয় পরীবালিকাগুলি উহাদের বিদ্যালয়ে গিয়া সম্মিলিত হইল। বিদ্যালয় সহসা যেন কিরণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বোধ হইল, এখন উহাদের ছুটীর সময়। কিন্তু তথাপি

উহারা আমার জন্য একটি দিনের প্রাতঃকাল ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন একটা ফুলের তোড়া উপহার দিবার জন্য আমার নিকট আসিল। ফুলের তোড়াটি বেশ সুগন্ধ ও সুসজ্জিত; ফুলগুলি জরির তারে জড়িত।

যে শিক্ষা অস্মদ্দেশে সর্ব্বোচ্ছেদকারী মহা অনর্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই শিক্ষা স্বরাজ্যে বিস্তার করা মহারাজার একান্ত ইচ্ছা। কিন্তু যতদিন ধর্ম্ম-বিশ্বাস অক্ষত থাকিবে, যতদিন ধর্ম্ম সর্ব্বোপরি বিরাজমান থাকিয়া মঙ্গলকিরণ বর্ষণ করিবে, ততদিন ত্রিবঙ্কুরে কিছুকালের জন্য শিক্ষা হইতে শুভফলই প্রসূত হইবে সন্দেহ নাই।

উচ্চকুলোদ্ভবা বালিকাদিগের এই মহাবিদ্যালয় —যাহা অস্মদ্দেশীয় বিদ্যালয়ের সমতুল্য, অথবা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই বিদ্যালয়টি মহারাজ আমাকে দেখাইবেন মনে করিয়া, যাহাতে আমার চক্ষে ইহা একটি দুর্লভদর্শন দ্রষ্টব্য জিনিস বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তজ্জন্য তিনি বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন; বালিকাগণের অভিভাবকদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, যেন বালিকাদিগের গুরুভার অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া উহাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়। তাই, মন্দিরের দেবীগণ যেরূপ অলঙ্কার ধারণ করেন, সেইরূপ সুগঠিত মণিমাণিক্যের পুরাতন অলঙ্কারগুলি এই সকল তরুণ বাহুতে—তরুণ কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হইয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল।

এই বিদ্যালয়ের পড়িবার ঘরগুলি আমাদের য়ুরোপীয় ইস্কুলের পড়িবার ঘরের ন্যায়;—স্বল্প উপকরণ ও মুক্ত-পরিসর। শুধু কতকগুলি বড়-বড় মানচিত্র শাদা দেয়ালের গায়ে ঝুলিতেছে। কচি-কচি মেয়েগুলি হইতে, বয়স্ক বালিকা পর্য্যন্ত—এই সমস্ত অপূর্ব্ব ছাত্রীবৃন্দ—আমার চক্ষে কতকগুলি পুতুল বলিয়া মনে হইল। কচি মেয়েগুলির ড্যাবা-ড্যাবা চোখের বিস্ফারিত তারা চারিদিকে ঘুরিতেছিল। শাড়ী ও জরির চোলী—এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, উহাদের তাম্রাভ নগ্নগাত্র দেখা যাইতেছিল। বড় বড় বালিকাগুলির মাথার উপরিভাগে "ভর্জিন্"-ধরণে ফিতা বাঁধা, তাহার উপর ভারতীয় শাদা মল্‌মলের অবগুণ্ঠনবস্ত্র। যে বয়সে বালিকারা স্বীয় শরীরকে দেবালয়বৎ সযত্নে রক্ষা করিতে প্রথম আরম্ভ করে—সেই বয়সের বালিকাদিগের দৃষ্টিতে যে উদ্বেগ ও গাম্ভীর্য্যের ভাব লক্ষিত হয়, এই বালিকাদিগের মুখে ইহারি মধ্যে সেই ভাব পরিব্যক্ত।···উহাদের প্রবন্ধরচনা, উহাদের ঐতিহাসিক রচনা আমাকে দেখান হইল। ঐ ক্ষুদ্র দেবীগুলি যে-সব সুন্দর ছবি আঁকিয়াছে, তাহাও আমাকে দেখান হইল। যে-সব আদর্শ আমাদের শিশুরা নকল করে—য়ুরোপ হইতে আনীত সেই সব আদর্শচিত্র দেখিয়াই এই ছবিগুলি আঁকা। এই সব চিত্ররচনার নীচে উহাদের নাম লেখা। নামগুলি কতিপয়-পদাক্ষর-বিশিষ্ট···গানের কলির ন্যায় অতীব সুশ্রাব্য।

ছয়সাত-বৎসর-বয়স্কা একটি বালিকা, একটা "ঈগল্"-পক্ষীর ছবি আঁকিয়াছে—উহার পালকরাশি অতীব জটিল; পাখীটা বৃক্ষশাখায় বসিয়া আছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, বালিকা মাপ-জোক্ না করিয়াই, মধ্যস্থল হইতে আঁকিতে আরম্ভ করে। সমস্ত মাথাটা কুলায়—কাগজের এরূপ উচ্চতা ছিল না; তাই, ঈগলের মাথাটা চ্যাপ্টা করিয়া আঁকিয়াছে—কাগজপ্রান্তের একেবারে গা-ঘেঁষিয়া আঁকিয়াছে; কিন্তু তবুও একটি পালক বাদ দেয় নাই,—একটি খুঁটি-নাটি বাদ দেয় নাই। ছবির নীচে, বেশ সুস্পষ্টরূপে—জোর-কলমে—নিজের নাম স্বাক্ষর করিয়াছে,—"অপ্সরা"।

জরির কাজ-করা মখ্‌মল্; বাষ্পবৎ স্বচ্ছ অবগুণ্ঠন; হীরা, মাণিক, স্বচ্ছ-পান্না; সরু-সরু ক্ষুদ্র বাহুতে বড়-বড় বালা সূতা দিয়া আবদ্ধ; দুষ্প্রাপ্য পুরাতন পোর্টুগীজমুদ্রায় গ্রথিত কণ্ঠহার;—যে সময়ে গোয়ার সমৃদ্ধ অবস্থা,—এই মুদ্রাগুলি সেই সময়কার,—চন্দনকাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে না জানি কত শতাব্দী ধরিয়া ঘুমাইয়া ছিল!

সর্ব্বশেষে গান, বহু বেহালার সমবেতবাদ্য, তাহার পর নৃত্য। নৃত্য অতীব জটিল ও বিলম্বিত—একটু ধর্ম্মভাবান্বিত; তালে তালে পা পড়িতেছে, বাহুসঞ্চালনে মণি-মাণিক্য ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিতেছে।···

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বেশ সুন্দর-সুশ্রী; সচরাচর এরূপ দৃশ্য দেখা যায় না। আর উহাদের কি সুন্দর চোখ!—এরূপ চোখ একমাত্র ভারতবর্ষেই দেখা যায়। অহো! রহস্যের এই কুসুম-কলিকাগুলি কি-এক অপূর্ব্ব অতীন্দ্রিয় অকলুষ সৌন্দর্য্যের ছবি আমার মনে অঙ্কিত করিয়া দিল!

কাল আমি ত্রিবঙ্কুর ছাড়িয়া যাইব। এখানে যে আদরযত্ন পাইয়াছি, আমি তার যোগ্য নহি। রাজাকে একটি "ক্রুশ" উপহার দিবার যে ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, আমি সেই প্রীতিকর কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছি। মহারাজার একটা নৌকা করিয়া জলা-ভূমির রাস্তা দিয়া আমি উত্তরদিকে যাত্রা করিব। কোচিনের ক্ষুদ্র রাজ্যে পৌছিতে দুই দিন দুই রাত্রি লাগিবে। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিব। তাহার পর, কোচিন ছাড়াইয়া, ৩০।৪০ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, আবার সেই সব প্রদেশে আসিয়া পড়িব, যেখান দিয়া রেলপথ গিয়াছে এবং যেখান দিয়া আমি অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি। যে রেলপথ কালিকট্ হইতে মাদ্রাজে গিয়াছে, সেই মহারেলপথটি আবার আমি ধরিব।

ত্রিবন্দ্রমে আজ আমার শেষ রাত্রি। তাই আজ সহরের অলিগলির মধ্যে ইচ্ছা করিয়া একটু বিলম্ব করিতেছি;—সেই সব পথ; যেখানে তমসাচ্ছন্ন নিবিড় পল্লবপুঞ্জের মধ্যে নারিকেলতৈলের রুদ্ধ-শ্বাস দীপগুলি মহাপ্রভাবশালী তালপুঞ্জের নৈশ অন্ধকার ভেদ করিতে না পারিয়া যেন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। দিনমান অপেক্ষা রাত্রিকালেই উদ্ভিজ্জ-জীবনের প্রভাব এখানে যেন একটু বেশি করিয়া অনুভব করা যায়;—হরিৎশোভার মহিমাসাগরে যেন ডুবিয়া যাইতে হয়।

কাল আমি চলিয়া যাইব। এখানে কিছুই আমি দেখিতে পাইলাম না। ভারতের অন্তরদেশে প্রবেশ করিতে পারিলাম না। এই প্রদেশ—যাহা ব্রাহ্মণ্যের কেন্দ্রস্থল বলিলেও হয়—এখানে আসিয়াও আমি ব্রাহ্মণ্যের কিছুই জানিতে পারিলাম না। যথোচিত সাদর অভ্যর্থনা পাইলেও, আমরা য়ুরোপীয়, আমাদের নিকট সে সমস্ত রহস্যের দ্বার এখনো রুদ্ধ।

বেড়াইতে বেড়াইতে আমি অবশেষে বণিক্‌দের সেই বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। অনাবৃত আকাশ। উপরে তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। সোজা বড় রাস্তা—প্রাসাদ ও মন্দিরের ঘের পর্য্যন্ত আসিয়া মিলিত হইয়াছে। সরু-সরু উচ্চ দণ্ডের উপর স্থাপিত সেকেলে-ধরণের দীপগুলি হইতে যে আলোক বিকীর্ণ—সেই আলোকের মধ্যে, স্ত্রী-জনসুলভ দীর্ঘকেশধারী পুরুষজনতা চলাফেরা করিতেছে। এই সব লোক,—ক্ষোদিত পিত্তলসামগ্রী, ছাপ্-দেওয়া ছিটের কাপড়, পুতুল, দেব-দেবীর মূর্ত্তি—এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রেতা-বিক্রেতা। ইহাদের কপিল গাত্র, কৃষ্ণবর্ণ কেশকলাপ, কৃষ্ণবর্ণ জলন্ত চক্ষু। শস্যের দানা, মিষ্টান্ন, উদ্ভিজ্জমূল প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের মিতাহারোপযোগী সামান্য খাদ্যসামগ্রী বিক্রয়ার্থ সজ্জিত রহিয়াছে। অসংখ্য ছোট ছোট দোকান;—উত্তুঙ্গ প্রদীপসমূহের আলোকে আলোকিত। কোন-কোন দীপের তিনটি শিখা। কোন পশু-মূর্ত্তি অথবা দেবমূর্ত্তি এই দীপগুলিকে ধারণ করিয়া আছে।

রাজপথ হইতে দূরে সেই পবিত্র ঘেরের সিংহদ্বার এবং উহা ছাড়াইয়া আরো দূরে মুক্তদ্বার মহামন্দির ও তাহার গভীর অভ্যন্তরপ্রদেশ দেখা যাইতেছে। বিন্দুচিহ্নের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য দীপশিখা সারি-সারি জ্বলিতেছে। ইহা বিষ্ণুর মন্দির;—যেন এই প্রদেশেরই সুগম্ভীর ধ্যানমগ্ন অন্তরাত্মা।

যতদূর দৃষ্টি যায়—মন্দিরের ভিতরটা সমস্তই আলোকিত। ওখানে পুরোহিত ছাড়া আর কাহারও যাইবার অধিকার নাই। দীপালোকের রেখা দেখিয়া বুঝা যায়—মন্দিরের দালান কতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। মধ্যস্থলে গোলাপপাপ্‌ড়ির অনুকরণে একটা জ্যামিতিক নক্সা পরিলক্ষিত হইতেছে—বোধ হয়, উহা একটা প্রকাণ্ড বেলোয়ারির ঝাড়;—কিন্তু এতদূরে যে, ঠিক করিয়া কিছুই নিরূপণ করা যায় না। মন্দিরে সারাদিনই পূজার্চ্চনা চলিতেছে। আজ এই সান্ধ্যপূজার সময়, মানবকোলাহলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্গীতধ্বনি—তূরীনিনাদ আমার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিতেছে। এই সিংহদ্বার যদিও কখনই রুদ্ধ থাকে না—তবু উহা দুর্লঙ্ঘনীয়। নভোব্যাপ্ত স্বচ্ছ তমোজালের মধ্য হইতে একটি প্রকাণ্ড "পিরামিড্" সিংহদ্বারের উপর দেখা যাইতেছে—উহা রাশীকৃত দেবমূর্ত্তির যেন একটা স্তূপ। উহার খাঁজকাটা চূড়াদেশ—মনে হয় যেন তারকারাজির সহিত সংলগ্ন। চারিটা সিংহদ্বারের উপর এইরূপ চারিটা "পিরামিড্" অধিষ্ঠিত। প্রতিদিন সান্ধ্যপূজার সময়, প্রত্যেক পিরামিডের উপর, দীপাবলী হইতে প্রসারিত একটা আলোকরেখা পরিলক্ষিত হয়;—এই আলোকরেখা তমসাচ্ছন্ন ক্ষোদিত মূর্ত্তিরাশির

মধ্য দিয়া লতাইয়া-লতাইয়া চূড়াদেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে ;—মনে হয় যেন, এই সব প্রস্তরময় দেব-মূর্ত্তির মধ্য দিয়া একটা স্বর্গের পথ উপরে উঠিয়াছে।

যে সময় রাজপথ জনশূন্য হইয়া পড়ে, সেই সময় এখন উপস্থিত। এই সময়ে আদিম-কাল-সুলভ কাঠের দোকানগুলিতে দোকানদারেরা বেচাকেনা বন্ধ করিবার উদ্যোগ করিতেছে এবং ভূতযোনি যাহাতে গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে, এই উদ্দেশে প্রাচীরের বহির্ভাগে, কুলঙ্গিতে ছোট ছোট প্রদীপ জ্বালাইয়াছে।

দোকানদারেরা হিসাবনিকাশ করিতেছে। ত্রিবঙ্কুরের গোল গোল টাকা ও পয়সা উহারা থলিয়া হইতে চাল-ডালের মত মুঠা-মুঠা তুলিয়া একপ্রকার গণনা-যন্ত্রের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে। কতকগুলা তক্তা—তাহাতে সারি-সারি গর্ত্ত; এই প্রত্যেক কাঠের গর্ত্তের মধ্যে একএকটি মুদ্রা ধরে। যখন তক্তার সমস্ত আধারগর্ত্তগুলি পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তাহারা সেই মুদ্রার মোট সংখ্যা ঠিক্ জানিতে পারে; তার পর ঐ সব মুদ্রা একটা বাক্সর মধ্যে ঢালিয়া, আবার অন্য মুদ্রার গণনা আরম্ভ করে। অপর কতগুলি লোক একতাড়া শুষ্ক তালপত্রে তাহার অঙ্কগুলি লিখিয়া হিসাব করিতে থাকে। এই শুষ্ক তালপত্রগুলি কতকটা পুরাকালের "পেপাইরস্"-পত্রের ন্যায়। আমার মনে হইল, আমি যেন সেই পুরাকালের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছি।

রাত্রি অধিক হইয়াছে। জীবন-কোলাহল সহসা স্তম্ভিত হইল। প্রাচীরের ও মন্দিরের প্রদীপগুলি ছাড়া আর সমস্তই অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হইল। রমণীরা নিজ নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়াছে—কোথাও আর তাহাদিগকে দেখা যায় না। পুরুষেরা শাদা মসিনা-সূত্র-বস্ত্রে অথবা মলমলে আবৃত হইয়া, কেশকলাপ মুক্ত করিয়া, ঢাকাদির সহিত গৃহদ্বারের সম্মুখে বারান্দার নীচে, ছাদের উপর, মৃতবৎ সটান শুইয়া পড়িয়াছে। গৃহছাদের নীচে অথবা ভূগর্ভস্থ কক্ষে শয়ন করিতে ভারতবাসীর অত্যন্ত বিতৃষ্ণা। তাই তাহারা অবসাদজনক গ্রীষ্মরাত্রে, বিবিধ কুসুমের সুরভি উচ্ছ্বাসে পরিষিক্ত ও নীল ধূলায় পরিলিপ্ত হইয়া বহির্দ্দেশে শয়ন করে।

প্রভাতে, বায়সদিগের অশুভ কোলাহলের মধ্যে, মন্দিরের প্রাতঃপূজা যখন শেষ হইল, সেই সময়ে একটা গাড়ীতে উঠিয়া আমি যাত্রা করিলাম। প্রথমেই ত্রিবন্দ্রমের বন্দরে উপনীত হইলাম। এই মধুর রমণীয় সূর্য্যোদয়কালে, আর একবার—এবং এই শেষবার—নারিকেলবনাচ্ছন্ন ত্রিবন্দ্রম-নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছি।

আজ রাত্রে একটা ঝড় উঠিয়া, রাস্তার রক্তিম ধূলা, ছোট-ছোট মেটে দেয়ালের উপর—সুধালিপ্ত গৃহছাদের উপর ন্যস্ত করিয়াছে; তাহাতে করিয়া, যেন একপ্রকার লাল আলোকে গৃহগুলি দৃষ্ট হইতেছে। আবার স্থানে-স্থানে, স্তবকে-স্তবকে পুষ্পরাশি তরু-সমূহের চূড়াদেশ হইতে ভূতল পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছে।

প্রভাতে মহারাজার সিপাই-শাস্ত্রী বিভিন্ন স্থানে বদলি হইয়া দলে-দলে যাতায়াত করিতেছে;—অস্ত্রশস্ত্রে ও উষ্ণীষে তাহাদের দেখিতে খুব জম্‌কাল। একদল লোক শান্তভাবে গির্জ্জার অভিমুখে চলিয়াছে; কেননা, আজ রবিবার। ইহারা ক্ষুদ্র বালিকা, মলমলচাদরে অবগুণ্ঠিতা—হস্তে এক এক-খানি গ্রন্থ। ইহাদের অধিকাংশই প্রাচীনখৃষ্টান-বংশীয়; ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ, আমাদের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে, খৃষ্টভক্ত। এই সিরীয় অথবা ক্যাথলিক্ খৃষ্টানদের গির্জ্জা হইতে ঘণ্টাধ্বনি শুনা যাইতেছে। এই গির্জ্জাগুলি হিন্দুমন্দিরের সন্নিকটে এবং সেই একই হরিৎশোভার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। দেখিলে মনে হয়, শান্তি, সুশৃঙ্খলা, নিরুদ্বিগ্নতা ও পরধর্ম্মসহিষ্ণুতা এখানে পূর্ণভাবে বিরাজমান।

নৌকাদেশের ঘাট;—ইহাই ত্রিবন্দ্রমের বন্দর। কিন্তু বন্দর বলিলে যাহা বুঝায়—এ সেরূপ বন্দর নহে;—অর্থাৎ সমুদ্রের বন্দর নহে। কেননা, এখান হইতে সমুদ্র অনধিগম্য। এই বন্দরটি বিস্তৃত বিলের ধারে অবস্থিত। শতশত অচল-স্থির নৌকার মধ্যে একখানি নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এটি রাজার নৌকা। ইহা দেখিতে কতকটা সেকেলে সুদীর্ঘ রণতরীর ন্যায়; ইহার চৌদ্দটা দাঁড়; পশ্চাদ্ভাগে একটি কাম্‌রা;—এই কাম্‌রার মধ্যে পা-ছড়াইয়া ঘুমানো যায়। চৌদ্দজন দাঁড়ী চৌদ্দটা সরু বাঁশের দাঁড় যন্ত্রের ন্যায় একসঙ্গে ফেলিতেছে। এই যন্ত্র—তাম্রাভ মানবদেহ;—সুনম্যতা ও বল যেন মূর্ত্তিমান্।

নিবিড় তালবনের মধ্যে, সূর্য্যালোকে, এই বিলটি আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইল। এই গভীর বিলটি বরাবর সোজা চলিয়াছে। যাত্রারম্ভের সময়, দাঁড়ীরা গান গাইয়া, চীৎকার করিয়া, আপনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। কীটাণু-সঙ্কুল এই আবিল জলরাশি আমরা ভেদ করিয়া চলিলাম। ত্রিদিবসব্যাপী নিঃশব্দ জলযাত্রার আজ এই প্রথম আরম্ভ।

বিলের দুইধারে তালতরুপুঞ্জ অফুরন্ত পর্দার ন্যায় একটার পর একটা ক্রমাগত আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে বহুকাণ্ডবিশিষ্ট বটবৃক্ষ। শাখায়-শাখায় অপরিচিত কুসুমগুচ্ছ মাল্যাকারে বিলম্বিত; এবং বিন্দুলাঞ্ছিত আলুলিতদল একপ্রকার পদ্ম, কাঠিতে-জড়ানো সূতার গুটির ন্যায় খাগড়াবনের মধ্যে গজাইয়া উঠিয়াছে।

ত্রিবন্দ্রম-অভিমুখে নৌকাসকল প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদের নৌকার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে। এই শান্তিময় নিস্তব্ধ প্রদেশের এই বিস্তীর্ণ জলাশয়টি লোকযাতায়াতের মহামার্গ। এই নৌকাগুলি প্রকাণ্ড, আকারে "গণ্ডোলা"র ন্যায়,—অতীব মন্থর ও নিঃশব্দ-চারী। সুনম্য-সুন্দর-অঙ্গভঙ্গি-সহকারে মাল্লারা লগি মারিয়া নৌকা চালাইতেছে। এই নৌকাগুলিরও পশ্চাদ্ভাগে এক একটি কামরা,—এই কামরাগুলি ভারতবাসী স্ত্রী-পুরুষে পরিপূর্ণ। আমরা চৌদ্দদাঁড়ের নৌকা করিয়া ব্যস্তভাবে কোথায়-না-জানি চলিয়াছি,—এই মনে করিয়া ঐ সকল বড়-বড় কাল-চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের উপর নিপতিত।

মধ্যে মধ্যে, একরকম চমৎকার পাখী—"মাছরাঙা",—খুব উজ্জ্বল, খুব নীলবর্ণ, একপ্রকার আনন্দের চীৎকার করিতে করিতে জলের গা ঘেঁসিয়া উড়িয়া যাইতেছে। নীলপদ্ম ও রক্তপদ্ম চারিদিকে ফুটিয়া আছে।

আমাদের যাত্রাপথের এই অফুরন্ত জলরাশি, বিশেষ বিশেষ সময়ে, বিশেষ বিশেষ ভাব ধারণ করিতেছে:—কখন সঙ্কীর্ণ ও ছায়াময়;—মাথার উপর, দুই ধারের নারিকেলগাছগুলা সম্মিলিত হইয়া মন্দিরমণ্ডপে পরিণত হইয়াছে; শাখাগুলি যেন তাহার খিলান!—তাহার পর, এই জলরাশি ক্রমশ বিস্তৃত হইয়া, উচ্ছলিত হইয়া, সুদূর প্রদেশ পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। দুইধারে, যবনিকার ন্যায় নিবিড় তালপুঞ্জ;—তাহার মধ্যে, এই বিলটি উদ্ভিজ্জশ্যামল ক্ষুদ্রদ্বীপসঙ্কুল সাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে।

সূর্য্য ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিল। এই ছায়াসত্বেও, এই আলোড়িত জলরাশিসত্বেও, গ্রীষ্মদেশসুলভ উত্তাপ ক্রমশঃ যেন ঘনাইয়া উঠিতেছে। তথাপি, আমাদের দ্রুতগতির কিছুমাত্র লাঘব নাই; আমাদের দাঁড়ীরা সমান জোরে দাঁড় ফেলিতেছে। মাঝি মধ্যে মধ্যে হাঁকডাক্ দিয়া দাঁড়ীদিগকে উত্তেজিত করিতেছে; সেই হাঁকডাকে তাহাদের সমস্ত মাংসপেশী এক এক চাবুকের ঘায়ে যেন খাড়া হইয়া উঠিতেছে; এবং তাহারাও তাহার প্রত্যুত্তরে বানরের ন্যায় তীব্রস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। আমাদের নৌকার পার্শ্ব দিয়া—তৃণরাশি, পদ্মের বৃন্তসমূহ, বিকশিত খাগড়াগুচ্ছ, আমাদেরি ন্যায় দ্রুতভাবে চলিয়াছে।

বেলা দশটা। এখন আমার নৌকা আর তাল-নারিকেলের নীচে দিয়া যাইতেছে না,—একটা গলির মত সঙ্কীর্ণ পথে, একপ্রকার শাদা ফুলের ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আমার সম্মুখে—দুইধারে সমান সারিসারি তাম্রমূর্ত্তি-মানবেরা যন্ত্রের ন্যায় অঙ্গচালনা করিতেছে। এইভাবে ১৮ ক্রোশ পথ উহারা অতিক্রম করিয়াছে। কেবল, অল্পবল্প স্বেদবিন্দু মুক্তাফলের ন্যায় উহাদের গাত্রে দেখা দিয়াছে; তাহাতে উহাদের দেহযষ্টি খাঁটি ধাতব-পদার্থের ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। প্রখরভীষণ সূর্য্যকিরণে উহাদের দেহপঞ্জরের রেখাবলী আরো যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তটজাত ঝোপের অবসাদক্লিষ্ট শুভ্র কুসুমসমূহ বৃন্তচ্যুত হইয়া, উপর হইতে নীল জলরাশির উপর পতিত হইতেছে। উহাদের অতিপ্রচুর অনাবশ্যক ফলরাশিও বিকীর্ণ হইয়া, ছোট ছোট সোনার "আপেলের" ন্যায় চারিদিকে জলের উপর ভাসিতেছে।

আমাদের মাঝিমাল্লারা অবিশ্রান্ত বাহিয়া চলিয়াছে। এইবার উহারা গান ধরিয়াছে। স্বাস্থ্যকর-শ্রমপ্রভাবে তন্দ্রাভিভূত স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ন্যায় উহারা অলস-অবশভাবে গান গাহিতেছে। একপ্রকার ভাবশূন্য স্মিতহাস্যে উহাদের দশনদীপ্তি প্রকটিত হইতেছে।

এইবার একটি অধ্যুষিত প্রদেশ দিয়া আমরা

চলিয়াছি। কতকগুলি গ্রাম; কতকগুলি মন্দির; কতকগুলি হিন্দুধরণে নির্ম্মিত প্রাচীন গির্জ্জা; সিরীয় খৃষ্টানেরা এদেশে আসিয়া, এইরূপ গঠন-প্রণালী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অবলম্বন করিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে, আবার বিলটি—দুইধারের পর্ণতরু-ভূষিত উচ্চ পাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

হঠাৎ অন্ধকার;—অন্তর্ভৌম শৈত্য। আমরা একটা সুরঙ্গের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। যাহাতে দূরস্থ অন্যান্য বিলের সহিত—উত্তরস্থ বিলসমূহের যোগাযোগ ঘটে, এই উদ্দেশ্যে মহারাজা এই সুরঙ্গটি কাটাইয়াছেন। আজ সন্ধ্যায় এবং কাল সমস্ত দিন আমরা এই অন্তর্ভৌম খালের মধ্য দিয়া যাইব। দাঁড়পতনের শব্দ এখন যেন দশগুণ বর্দ্ধিত হইল। অন্ধকারের ন্যায় কালো-কালো চলন্ত নৌকাগুলা যখন আমাদের নৌকার সম্মুখে আসিয়া পড়ে, তখন আমাদের মাল্লারা চীৎকার করিয়া উঠে;—সেই শোকগম্ভীর প্রতিধ্বনির অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে।

এখন মধ্যাহ্ন। এইবার মাঝিমাল্লারা বদলি হইবে। অন্তর্ভৌম খাল অতিক্রম করিয়া আবার আমরা তালীবনসঙ্কুল ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের গোলকধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। সুশ্যামল-তরুপল্লব-নিমজ্জিত একটি গ্রামের সম্মুখস্থ তটভূমিতে আসিয়া আমাদের নৌকা ভিড়িল। এইখানে চল্লিশজন নূতন মাল্লা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মহারাজার নৌকার জন্য, সমস্ত পথ এইরূপ লোক-বদলির বন্দোবস্ত আছে।

এই নূতন মাল্লারা স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর একপ্রকার উন্মত্ত অঙ্গচালনা ও কোলাহল আরম্ভ হইল। শিশুসুলভ আনন্দের উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উহারা যাত্রা আরম্ভ করিল, খুব উত্তেজিত হইয়া দাঁড় ফেলিতে লাগিল, এবং শুভ্র দন্তপংক্তি আ-প্রান্ত বিকশিত করিয়া হাসিতে লাগিল—গাহিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টান;—খৃষ্টসন্ন্যাসীরা যে বক্ষ-আবরণ পরিধান করে, সেই "স্কাপুলারি" ইহাদের নগ্নবক্ষে ঝুলিতেছে। অপর মাল্লাদের ললাটে শৈবচিহ্ন, এবং বাহু ও বক্ষোদেশে ভস্মধূসর তিনটি করিয়া সমতল রেখা অঙ্কিত।

আবার সেই তালজাতীয় তরুপুঞ্জ,—সেই একঘেয়ে তালীবনের প্রাচুর্য্যমহিমা!...উহা দেখিয়া-দেখিয়া চিত্ত উদ্বেজিত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মনে করিয়া দেখ,—তিনশতক্রোশব্যাপী সমস্ত প্রদেশটি উহাদের নিবিড় শাখাপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন। ইহাতে মনের মধ্যে কেমন একপ্রকার যাতনা উপস্থিত হয়। পুরাকালের লোকেরা যাহাকে "অরণ্যভীতি" বলিত—ইহা তাহারি একটা বিশেষ-আকার বলিলেও হয়।

সেই তালজাতীয় তরু; ক্রমাগত সেই তাল-জাতীয় তরু—তাহার আর অন্ত নাই। তন্মধ্যে কতকগুলি গগনস্পর্শী তালতরুর শাখাপত্র একত্র পুঞ্জীভূত। তাহাদের উত্তুঙ্গ কাণ্ডের চূড়াদেশ হইতে যেন কতকগুলা পালকের থোপ্না নীচে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। আবার কতকগুলি তরুণ তরু আর্দ্রতপ্ত ভূমি হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে; তাহাদের শাখাপত্র আরো বিশাল। সমস্তই কি হরিৎ-শ্যামল!—কি অভিনব উজ্জ্বলকান্তি! সূর্য্যকিরণে ঐ সকল স্নিগ্ধমসৃণ পত্রপুঞ্জ ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে; এবং উহাদের তলদেশে, এই মধ্যাহ্নসময়ে, বিলের জলরাশি টিনের দর্পণের ন্যায় ঝক্‌মক্ করিতেছে।

সূর্য্য এখন মাথার উপর। শ্বেতাঙ্গ লোক-দিগের যাহাতে সদ্য মৃত্যু হইবার কথা—সেই মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের প্রখর কিরণে, আমার এই নৌকার মধ্যে, কি অপর্য্যাপ্ত জীবনী-শক্তি ব্যয়িত হইতেছে! দাঁড়ীরা বাহুপেশী প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিয়া দুইঘণ্টাকাল সমানভাবে দাঁড় টানিতেছে; বাহুর শিরাগুলা ফুলিয়া খাড়া হইয়া উঠিতেছে; আর সেই সঙ্গে উহারা গলা ছাড়িয়া তীক্ষ্ণস্বরে গান গাহিতেছে। এক-একসময়ে, যেন একটা মত্ততার আবেশ আসিয়া উহাদের চিত্তকে অধিকার করে;—তখন উহারা হাপাইতে-হাপাইতে ঝোঁকে ঝোঁকে গান গাহিতে থাকে, জলরাশিকে অতীব ভীষণভাবে আক্রমণ করে;—জল ফেনাইয়া উঠে; দাঁড়গুলা ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। তখন কৃষ্ণচর্ম্মের উপর অঙ্কিত শৈবচিহ্নগুলি স্যন্দমান স্বেদজলে মুছিয়া যায়।

সন্ধ্যার মুখে, বিলটি আবার দুইধারের গালিচা-বৎ তৃণভূষিত উচ্চপাড়ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। আমাদের চতুর্দ্দিকে শত শত নৌকা বিশ্রাম করিতেছে এবং আমাদের মাথার উপর, ক্ষোদাই-কাজ-করা একটা প্রস্তরসেতু প্রসারিত। যে স্থানে আমরা

আসিয়াছি, ইহা "কিলোন্"-নামক ত্রিবঙ্কুরের একটি বৃহৎ নগর ;—ত্রিবন্দ্রমের ন্যায়, বাগান-বাগিচার মধ্যস্থিত একটা মুক্ত পরিসরভূমি। এখানে তাল-জাতীয় বৃক্ষ আর দেখা যায় না। অন্য বৃক্ষ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। এই বৃক্ষগুলি আমাদের বৃক্ষ হইতে ভিন্ন। এমন কি, এখানে শাদ্বলভূমি ও গোলাপগুল্মও দৃষ্ট হইতেছে।

একটা বৃহৎ সোপান জলের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে ; অদূরে শাদা-শাদা স্তম্ভশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। ঐ গৃহে অনেকদিন কেহ বাস করে নাই। শুনিলাম, দেওয়ানের আদেশক্রমে ঐখানেই আমাদের জন্য সান্ধ্যভোজের আয়োজন হইয়াছে। রাত্রির প্রারম্ভেই আমরা ঐ বাটীতে উঠিলাম। উঠিবামাত্র, ঐ শুভ্র-গৃহের ন্যায়—শুভ্রবসনধারী ভারতীয় ভৃত্যগণ সোপান-পংক্তির উপর দৌড়িয়া আসিল এবং স্বাগত-অভ্যর্থনা করিয়া রূপার থালায় রক্ষিত একটা ফুলের তোড়া আমাকে উপহার দিল। দুই একঘণ্টাকাল মাত্র এখানে আমার থাকিবার কথা। ততক্ষণ আমার মাঝিমাল্লারা বিশ্রাম করিতে পাইবে।

সান্ধ্যভোজের পর, এই বিজন উদ্যানে বসিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমার আর কোন কাজ নাই। মনে হয় যেন, ফ্রান্সের একটা পুরাতন উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছি।

উদ্যানটির একটু "পোড়ো" অবস্থা ; ইহার সরু পথগুলির ধারে-ধারে বঙ্গদেশীয় গোলাপগুল্ম। আমার সম্মুখে, অস্তাচলদিগন্তে, নির্কাপিতরশ্মি নভোদেশ এখনো তামসী রক্তিমা ধারণ করিয়া আছে —সেই ম্লানাভ আলোকচ্ছটা যাহা অস্মদ্দেশের উষ্ণতম গ্রীষ্মসন্ধ্যায় কখন-কখন পরিলক্ষিত হয়।

এই শান্তিময় নিস্তব্ধতার মধ্যে, শৈশবের চিরা-ভ্যস্ত ও সুমধুর স্মৃতির আবেশ আসিয়া আমার চিত্তকে অধিকার করিল ;—তখন,—সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বত্র আমি প্রায় যাহা করিয়া থাকি, এখন তাহাই করিলাম ;—এই স্মৃতির প্রবাহ-মুখে আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিলাম। এই বিষাদময় স্মৃতি লইয়া আমি যদৃচ্ছাক্রমে আত্মবিনোদন করিতে পারি —তাহাতে কিছুমাত্র আমার ক্লান্তি হয় না।... বনবেষ্টিত "পোড়ো"-ধরণের এই উদ্যানের ন্যায়, স্বদেশের কোন-একটি উদ্যানে, প্রকৃতির ভাব আমার মনে সর্ব্বপ্রথমে প্রতিভাত হয় ; এবং আমাদের সেই সমতল-দিগন্তপ্রদেশে,অগষ্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের জ্বালাময়ী সন্ধ্যার এইরূপ রক্তিম আলোকে, "গ্রীষ্ম-প্রধানদেশের" প্রথম স্বপ্ন আমার মনে সমুদিত হয়।

সেই সেকালের গ্রীষ্মবায়ুর মধ্যে, এই একই যূথির সৌরভ বিচরণ করিত ; এমন কি, তাহাও আকাশের নীচে, উত্তাপ ও সন্ধ্যালোকপ্রভাবে ধূসরী-কৃত—এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ বাদুড় ও পেচকগুলা সেখানেও যাতায়াত করিত।...তবে কি না, এখানে যে বাদুড়-গুলা গৃহের মধ্যে বিচরণ করে, তাহা আমাদের চামচিকার অপেক্ষা অনেক বড় ; আমাদের চাম্-চিকার ন্যায় ইহারাও নিঃশব্দচারী ও বিচিত্রগতি ; কিন্তু ইহারা সেই বৃহৎ-আকারের বাদুড়, যাহাকে "ভ্যাম্পায়ার্" বলে ; এবং ইহাদের ডানা এত বিস্তৃত যে, উহারা সম্মুখে আসিলে পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে হয় !...তাহার পর সুদূরে—এই উদ্যানের চারিদিকে তমোবেষ্টনের ন্যায় যে তরুপুঞ্জ রহিয়াছে, তাহারি মধ্য হইতে সহসা তূরীনিনাদ ও পবিত্র শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল। এখন পূজার সময় ;—তাই মানবকোলাহলও শুনিতে পাইলাম ;—মন্দিরের অভ্যন্তর হইতে লোকেরা দেবতার নিকট যে স্তব-স্তুতি করিতেছে—ইহা তাহারই শব্দ।...

তাহার পর, নিস্তব্ধতা আবার যেন ঘনাইয়া আসিল ;—মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন একটা বিশেষ আকার ধরিয়া পুনরাবির্ভূত হইল। কি-যেন একটা অনন্তু-ভূতপূর্ব্ব বিষাদের ভারে আমি অভিভূত হইয়া পড়িলাম। স্মরণ হইল, আজ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ, এখন ডিসেম্বরের রাত্রি। আমার শৈশবের শতাব্দীটি কালের অতল রসাতলে এখনি নিমগ্ন হইবে... আমাদের নিকটে যাহা অনন্তবৎ—সেই তারকারাজি নভস্তলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুরুভার অনন্তের ভাব আসিয়া, আমার ন্যায় ক্ষণজীবী প্রাণীর চিত্তকে বিদলিত করিল। এই পুরাতন শতাব্দী—যাহা অস্তোন্মুখ, এবং এই উদীয়মান নব শতাব্দী—যাহাতে আবার আমি ভাসিয়া চলিব—এই উভয়েরই উত্থান-পতন মহাভীষণ অনন্তের তুলনায় অতীব নগণ্য বলিয়া মনে হয়। সকল পদার্থই শীঘ্র চলিয়া যাই-তেছে—মরিয়া যাইতেছে—এইরূপ একটা ভাব আসিয়া মনোমধ্যে উৎকট যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বৃহৎ বন ও বৃহৎ মন্দিরসমূহে আমি পরিবেষ্টিত— সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণভারতের মধ্যে— ছায়ান্ধকারের মধ্যে

রাখি আবদ্ধ—এই কথা মনে হওয়ায়, মনোমধ্যে একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব ও সুমধুর উদ্বেগ উপস্থিত হইল। এই সব গোলাপযূথিকা-শোভিত উদ্যান দর্শনে বারংবার স্বদেশবিভ্রম হইলেও, প্রবাসের ভাব মন হইতে একেবারে দূর হয় না। যখনি যে দেশে গিয়াছি—এইরূপ অসবদ্ধ ও অনির্ব্বচনীয় ভাবসমূহ আমার চিত্তমধ্যে উদয় হইয়াছে। তবে কি না, সকল জিনিসেরই মত তাহার তীব্রতা কালসহকারে হ্রাস হইয়া আসে। কিন্তু আজ রাত্রে, আমার এই দৈহিক শ্রান্তির মধ্যে, অবসাদময় উষ্ণতার মধ্যে, তন্দ্রাবস্থার মধ্যে, ঐ সমস্ত ভাব আবার যেন সহসা ঘনাইয়া আসিল।...

রাত্রি নয় ঘটিকার সময়, এই সুন্দর পরিষ্কার তারার আলোকে, আবার আমরা যাত্রা করিব। আমার মাঝিমাল্লারা বিশ্রাম করিয়াছে। এখন আরো তিন ক্রোশ তাহাদিগকে নৌকা বাহিতে হইবে। তাহার পর আমরা একটা গ্রামে গিয়া পৌঁছিব—সেইখানে মাঝিমাল্লা বদলি হইবে।

আমাদের যাত্রাকালে, মন্থরগামী নৌকাসকল, আবার আমাদের নৌকার পাশ দিয়া যাইতে লাগিল, —কালো-কালো ছায়াচিত্র;—জলে প্রতিবিম্ব পড়ায় আরো বড় দেখাইতেছে—যেন অতি উচ্চ "গণ্ডোলা"—কিন্তু উপচ্ছায়ার মত ঝাপ্‌সা।

একটু পরেই গোলকধাঁধার মত এই বিলগুলি সমুদ্রের ন্যায় বিশাল হইয়া উঠিল—অগ্নিশিখায় পূর্ণ হইল। এই অগ্নিশিখাগুলি ধীবরদিগের লণ্ঠন; —মৎস্যদিগকে ডাকিয়া আনিবার জন্য বড়-বড় মশাল; সুদীর্ঘ খাগড়ার গুচ্ছে আগুন জ্বালিয়াছে, এবং যাহাতে না নিবিয়া যায়, এইজন্য উহা ক্রমাগত ঢুলাইতেছে। এই সকল মশালের আলোকচ্ছটা দীর্ঘরেখায় জলের উপরে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।... নিশার মৃদুমন্দ নিশ্বাসে, লঘুলহরীর ক্ষীণ রেখা জলের উপর কদাচিৎ অঙ্কিত হইতেছে। এই একঘেয়ে দাঁড়পতনের শব্দে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হয়; কিন্তু মনের মধ্যে এই ভাবটি সর্ব্বদাই জাগরূক থাকে যে,—আমার চতুর্দ্দিকে, সর্ব্বত্রই জীবন-উদ্যম— সুতীব্র জীবন-উদ্যম স্ফূর্ত্তি পাইতেছে। তবে এ কথা সত্য,—এ জীবনস্ফূর্ত্তি নিতান্ত আদিমকালের —আমাদের হ্রদবাসী পূর্ব্বপুরুষের জীবন হইতে অধিক ভিন্ন নহে।

দাঁড়ীরা সমস্ত রাত্রি অবিরাম তালে-তালে দাঁড় ফেলিয়াছে। এই কবোষ্ণ রাত্রির অবসানে নব শতাব্দীর নবরক্তিম প্রথম সূর্য্য একপ্রকার মৎস্যজীবি-জগতের উপর সমুদিত হইল;—যে জগতের লোক শিকারে রত,—যাহারা এই অকলুষ তরুণ আলোকে আহার্য্য-আহরণের প্রত্যাশায় চারিধারে বসিয়া আছে। বিশাল-বিস্তীর্ণ বিল; দুই ধারের তালজাতীয় নিবিড় তরুপুঞ্জ তটের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; অসংখ্য জেলে-নৌকা;— অনেক সময়ে আমাদের নৌকার গা ঘেঁষিয়া যাইতেছে—আমাদের পথরোধ করিতেছে। কোন নৌকা একস্থানে স্থির হইয়া আছে, আবার কোন নৌকা, যতদূর সম্ভব—নিঃশব্দে মণ্ডলাকারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লোকগুলা—জাল, ছিপ্, বল্লম হস্তে লইয়া, ভাসন্ত তক্তার উপর, সজাগ-সতর্ক-ভাবে দাঁড়াইয়া আছে; জলের মধ্যে কোথাও কিছু নড়িলেই ব্যগ্রভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। পানিভেলা, বক এবং অন্যান্য ছোট ছোট পাখীরাও জলের ধারে কাদার উপর বসিয়া অন্বেষণের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে; এবং অনেক বঁড়শীর কাঁটায়, প্রসারিত মৎস্যজালে, ত্রিমুখ শূল-অস্ত্রে, শত শত মৎস্যের মুখ আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। এই বিলটি— এই সব শীতলমাংস নিঃশব্দচারী ক্ষুদ্র জীবের অফুরন্ত জলাধার; তাই এত অসংখ্য মৎস্যভোজী এইখানে আকৃষ্ট হয় এবং মৎস্য আহার করিয়া প্রাণধারণ করে। নবোদিত শতাব্দী এ সমস্ত কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না,—এই ব্যাপার অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

তটভূমি নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায়,—মহা-প্রভাবশালী নারিকেলপুঞ্জের নীচে নিম্নশ্রেণী ইতর লোকদিগের বাস। এই দীনহীন মানবকুলের অস্তিত্ব বৃক্ষগণের অস্তিত্বের উপর একান্ত নির্ভর করে। নারিকেলপত্রের ডাঁটাগুলা একটা গুঁড়ি হইতে অন্য গুঁড়িতে প্রসারিত হইয়া বেড়ার কাজ করিতেছে; মৎস্যের জাল, রশারশি—সমস্তই নারিকেল-ছোব্‌ড়ায় প্রস্তুত।

এই অতীব প্রয়োজনীয় বৃক্ষগুলি শুধু যে ছায়াদান করে—ফল দান করে,—তৈল দান করে, তাহা নহে যাহারা উহাদের হরিৎশ্যামল

ছায়াতলে বাস করে, তাহাদের যাহা-কিছু আবশ্যক, সমস্তই উহারা যোগাইয়া থাকে।

রঙীন রেশমের তল্‌তলে গদির মত, চৌকোণা এক এক টুক্‌রা ধানের ক্ষেত যে ইতস্তত দেখা যায়—মনে হয়,—এ প্রদেশে সে সকল ক্ষেত না থাকিলেও চলে—খাদ্যের কোন অভাব হয় না।

বিলটি ক্রমশই বিস্তৃত আকার ধারণ করিতেছে। এইবার একটু অনুকূল বাতাস উঠিয়াছে। বাহুদ্বয়ের সাহায্যার্থ,—মাল্লারা, ৪।৫ গজ উচ্চ একটা দর্ম্মা একটা মাস্তলের উপর চড়াইয়া দিল; নিরীহ-ধরণের এই ক্ষুদ্র সমুদ্রটির উপর পাল ও দাঁড়যোগে আমাদের নৌকা আরো দ্রুত চলিতে লাগিল। বিলের দুই কূলে বন; এই বনরাজি দূর হইতে নীলাভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বায়ু-বেগে, নৌকায় প্রসারিত পালটি ফুলিয়া উঠিতেছে; এই বায়ুর সাহায্য পাইয়া মাল্লারা নিজ বাহুবেগ অনেকটা কমাইয়া দিয়াছে এবং আর-এক ধরণের তান উঠাইয়া একপ্রকার ঘুমের গান মুখ দিয়া গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে হয় যেন, গির্জ্জা-ঘড়ির সুর-সংবলিত ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে আসিতেছে—আর যেন তাহা ফুরায় না।

ফ্রান্সে, এ সময়ে প্রায় মধ্যরাত্রি—এই সময়ে বিংশতি শতাব্দী প্রথম পদার্পণ করিয়াছে। এই নববর্ষের উৎসব আজ সেখানে অন্ধকারের মধ্যে, বরফের মধ্যে, পূর্ণ উপচারে অনুষ্ঠিত হইবে।

বাতাস পড়িয়া গেল। মধ্যাহ্নের শুভ্রোজ্জ্বল নিস্তব্ধতা—অগ্নিকুণ্ডবৎ উষ্ণতা। নারিকেলতরু-শোভিত তটভূমিতে আমাদের নৌকা আসিয়া ভিড়িল। প্রাতঃকালের মাঝিমাল্লারা এইখানে বদ্‌লি হইল,—অতীব নতভাবে উহারা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। নূতন মাল্লারা আর-একটু উজ্জ্বল-তাম্রবর্ণ; উহাদের বহুল কণ্ঠমালা,—কানবালা; গাত্রে নানাবিধ পৌরোহিতিক নক্সা ধূসরবর্ণে অঙ্কিত। এক্ষণে উহারা ভীষণবেগে দাঁড় টানিতে আরম্ভ করিল। বায়ু ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে। উষ্ণবাষ্পগর্ভ পরিম্লান আকাশমণ্ডল, বিস্তীর্ণ আবিল জলাশয়, সমস্ত জীব, সমস্ত পদার্থ,—অতিরিক্ত আলোকপ্রভাবে যেন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। নেত্রাভিঘাতী অত্যুজ্জ্বল একটা শাদা-রঙের ব্যাপক প্রলেপে যেন সমস্তই একাকার। আবার এই সমস্ত একাকারের মধ্যে, নৌকার চতুষ্পার্শ্বে, উজ্জ্বলকান্তি কাটা-ছোলা হীরার টুক্‌রাগুলির মত—জলবিন্দু উচ্ছ্বসিত হইতেছে,—দাঁড়ের গা দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে; এবং দাঁড়ীদেরও ললাট ও বক্ষ বাহিয়া স্বেদবিন্দু স্যন্দিত হইতেছে।

কোচিন।

প্রায় তিনঘটিকার সময়, ত্রিবঙ্কুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র কোচিন-রাজ্যে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু, কি জলরাশির উপর, কি তালী-বনের মধ্যে—কোথাও কিছু রূপান্তর লক্ষিত হইল না। কেবল দিবাবসানে, বৃহৎ নদীর ন্যায় পরস্পর-সমবর্ত্তী দুই কূলে, নগরাদি দেখা যাইতে লাগিল।

অপেক্ষাকৃত নিকটতর দক্ষিণকূলে রাজার রাজধানী—"এরাকুলম" নগর। এইখানে রাজা বাস করেন। বিলের বরাবর ধারে-ধারে, প্যাগোদা-মন্দিরের ন্যায় চারিটা সীরীয় খৃষ্টসম্প্রদায়ের গির্জ্জা, একটা বৃহৎ দেবমন্দির, কতিপয় সৈন্যনিবাস, কতকগুলি পাঠশালা;—এই সমস্ত লালমাটির উপর অধিষ্ঠিত ও রক্তিমবর্ণ। একটি মনুষ্য নাই। কিনারায় একখানি নৌকা নাই। এই সমস্ত প্রাণহীন নিষ্প্রভ ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের পশ্চাতে বিষয়বিতৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের আবাসগৃহগুলি অরণ্যের বিষাদ-অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া,—সর্ব্ব-গ্রাসী তালজাতীয় তরুপুঞ্জের মধ্যে, ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্যে, নীলিম ছায়ার মধ্যে—ক্রমশ বিলীন হইয়া গিয়াছে।

আরো দূরে, জলাশয়ের অপর পারে, বামকূলে,—জীবন-উদ্যমের উদ্দাম স্ফূর্ত্তি। প্রথমেই হিন্দু বণিকদিগের নগর—"মাতাঞ্চেরি"—শত-শত ক্ষুদ্র গৃহ উদ্ভিজ্জশ্যামল ভূমির উপর অধিষ্ঠিত। একটি উপসাগর-সূত্রে, মহাসমুদ্রের সহিত এই নগরীর যোগাযোগ রক্ষিত হইয়াছে। এই উপসাগরে অসংখ্য নৌকা নোঙর করিয়া আছে; এগুলি সেকেলে-ধরণের নৌকা;—পাল ও অদ্ভুত মাস্তুল-বিশিষ্ট। এই নৌকাগুলি আরবসমুদ্রের উপর দিয়া ক্রমাগত যাতায়াত করে, মস্কটের

হিত বাণিজ্য করে, পারস্য উপসাগরের অভ্যন্তর যান্ত প্রবেশ করে এবং বসোরা-নগরে মসলা-সামগ্রী ও শস্যাদি লইয়া যায়। তার পর, আরো রে—পোর্টুগীজ ও ওলন্দাজদিগের পুরাতন কোচিন। এখন ইহা অন্য প্রভুদের হস্তে। হাদের একটা বন্দর আছে,—সেইখানে আধুনিক জাহাজগুলার ধোঁয়া-চোং হইতে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি নিরন্তর উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

এই বিলের মাঝখানে,—ঐ পরস্পর-বিসদৃশ তিনটি নগরের সংস্রব হইতে দূরে,—একটি তরু-সমাচ্ছন্ন দ্বীপ আছে; এখন সেই দ্বীপের অভিমুখে আমার নৌকা চলিতে লাগিল। হরিৎ-শ্যামল উদ্ভিজ্জরাশির মধ্যে নিমজ্জিত কতকগুলা শাদা-শাদা সোপানপংক্তি, একটা শাদা ঘাট, একটি শাদা রঙের পুরাতন প্রাসাদ। আমি যে রাজার অতিথি, সেই রাজার আদেশক্রমে বোধ হয়, ঐখানেই আমার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহার যেরূপ জীর্ণ ও "পোড়ো" অবস্থা, তাহাতে মনে হয়, ঐ সকল শাদ্বলভূমির উপর, ঐ সকল শাখাপল্লবের মধ্যে—কোন নিদ্রামগ্ন ঔপন্যাসিক রূপসী বাস করে। সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, এই বিজন বাটীটি আরো বিষণ্ণ আকার ধারণ করিল।

কিলোন-নগরীর ন্যায়, এখানেও শুভ্রবসনধারী ভারতীয় ভৃত্যগণ আমাকে একটি গোলাপের তোড়া দিবার জন্য, শাদা সিঁড়ির উপর দৌড়িয়া আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইল। আমি এখন একটি সুন্দর পুরাতন উদ্যানের মধ্য দিয়া চলিতেছি;—সেকেলেধরণের সোজা-সোজা রাস্তা; ধারে-ধারে গাঁদাগাছ, গোলাপগাছ।

এই দ্বীপের মধ্যে একটিমাত্র বাড়ী, আর সেই বাড়ীর মধ্যে আমি একা। যে শতাব্দীতে কোচিন-রাজ্য ওলন্দাজদিগের অধিকারে ছিল, তখন এই বাড়ীতে ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তা বাস করিতেন। ইহা দুর্গের ন্যায় পিণ্ডাকৃতি; এবং ইহার অলিন্দ, বারান্দা—সুন্দর মসজিদ্ ধরণের খিলানে বিভূষিত। অভ্যন্তরে, সেকালের স্তম্ভময়ী বিলাসিতা। চূণ-কাম-করা প্রকাণ্ড বড় বড় ঘর;—তাহাতে প্রাচীন-কালের মাদুর বিছানো; এ প্রকার সূক্ষ্মধরণের মাদুর আজকাল আর দেখা যায় না। পুরাতন সুদুর্লভ কাট-কাটবার কাজ; অতি পুরাতন য়ুরোপীয় আদর্শে নির্ম্মিত ক্ষোদাই-কাজ-করা ঘরের আস্‌বাব; দেয়ালে জল-রঙের ছবি;—এই ছবি-গুলা সপ্তদশ-শতাব্দীর আমষ্টার্ডামের চিত্রকলার নমুনা। কি রাত্রে, কি দিনে,—দর্জ্জাগুলা কখনই বন্ধ হয় না। এই প্রত্যেক দর্জ্জার সম্মুখে এক-একটা দাঁড়ানো পর্দ্দা;—তাহাতে ম্লান-মনোহর পীতবর্ণ রেশমের কাপড় টানা।

ভৃত্যেরা আমাকে জানাইল,—আমি যে রাজার অতিথি, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে না; কেননা, তাঁহার অশৌচ—এখন তিনি শ্রাদ্ধ-শান্তি করিতেছেন। কোচিন-রাজ্যের অল্পবয়স্ক যুবরাজ —নিতান্ত শিশু—সম্প্রতি স্বকীয় কৃষ্ণবর্ণ কুসুম-নেত্র চিরতরে নিমীলিত করিয়াছেন; তাই, প্রাসাদের সমস্ত লোক এখন শোকমগ্ন।

এই রাজকীয় বিজনতার মধ্যে না আসিয়া, মাত্তাঞ্চেরি-নগরে অবস্থিতি করিলে আমার পক্ষে ভাল হইত। সেখানে একটা ক্ষুদ্র পান্থনিবাসে থাকিলেও, আজ আমি সায়াহ্নে, তত্রত্য জনতার মধ্যে মিশিয়া, তাহাদের প্রকৃত জীবন প্রত্যক্ষ করিতে পারিতাম!...এখানে ও ত্রিবঙ্কুরে—আমি ভারতবর্ষে থাকিয়াও যেন নাই। বিশিষ্টদর্শন নিঃশব্দচারী ভৃত্যেরা, মার্জ্জারবৎ-পদসঞ্চারে, ঝাঁজ-কাটা ঝাড়-লণ্ঠন-বিলম্বিত সমস্ত দীপগুলি জ্বালিয়া দিল। নূতন-ধরণে পুষ্পপল্লবে সুসজ্জিত টেবিলের ধারে বসিয়া আমার "করেদীর ভোজ" শেষ হইলে পর,—নবশতাব্দীর প্রথম সন্ধ্যার অভ্যুদয় দেখিবার জন্য আমি উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যেখানে নির্ব্বাপিত-প্রায় জ্বলন্ত অঙ্গারের রং এখনো পর্য্যন্ত রহিয়াছে—সেই পশ্চিম দিগন্তপটের উপর, এই দ্বীপতরুগুলি, ঘোর-কৃষ্ণবর্ণ কত-কি দুর্ব্বোধ্য চিত্রাক্ষর অঙ্কিত করিতেছে। এখনো, উদ্যান-বীথির ঊর্দ্ধদেশে—উত্তপ্ত নভস্তলে, সেই সন্ধ্যাচর জীব—পেচক ও বৃহৎ-জাতীয় বাদুড় বিচিত্র চক্র-গতিতে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

তাহার পর, সমস্ত আকাশে, মিট্‌মিট্ করিয়া তারা জ্বলিতে লাগিল—সহসা রাত্রি আসিয়া পড়িল।

প্রভাতে রক্তিমভানু আবার যখন উদিত হইল, দেখিলাম—বৃহৎ সোপানের তলদেশে আমার নৌকা প্রস্তুত রহিয়াছে। নৌকায় উঠিয়া, বিলের

মধ্য দিয়া, মাতাঞ্চেরি-নগরের অভিমুখে চলিলাম। অবশেষে সহরের ইহুদিবিভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অষ্টম শতাব্দীতে, জেরুশালেমের দ্বিতীয় মন্দিরটি যখন ধ্বংস হইয়া যায়, সেই সময়ে প্রায় দশসহস্র ইহুদি ও ইহুদিনী এই ম্যালাবার-প্রদেশে আসিয়া, ক্র্যাঙ্গানোরে (তৎকালীন নাম "মহোদ্র-পত্না") বাসস্থাপন করে। পরধর্ম্মসহিষ্ণু হিন্দুরা উহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। এখনও পর্য্যন্ত এই ক্ষুদ্র ঔপনিবেশিকমণ্ডলী, পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুগণ হইতে—সমস্ত জগৎ হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া, পুরুষপরম্পরাগত স্বকীয় ঐতিহ্য ও কুলপ্রথা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। মনে হয়, যেন উহারা কোন যাদু-ঘরের সংরক্ষিত ঐতিহাসিক কৌতুক-সামগ্রী।

মাতাঞ্চেরির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া, প্রথমেই "শাদা-ইহুদি" দিগের সহরে (এ দেশে উহাদিগকে "শাদা-ইহুদি"-বলে) উপনীত হইলাম। মাতাঞ্চেরি—একটি বৃহৎ বিপণি বলিলেও হয়—খাঁটি দেশীয় বিপণি,—যেখানকার সমস্ত মানবমূর্ত্তি—সমস্ত মানবদেহ বিশুদ্ধ পিত্তলবর্ণের; সমস্ত দোকানগুলি কাঠের,—বারন্দার পশ্চাতে মুক্ত পরিসর—সেই উত্তুঙ্গ সুনম্য তাল-তরুর তলদেশে অবস্থিত। ক্রোশখানেক ধরিয়া এইরূপ বাজার চলিয়াছে। এইরূপ ভারতীয় দৃশ্যে চক্ষু যখন অনেকক্ষণ অভ্যস্ত হইয়াছে—এমন সময়ে একটা বাঁক ফিরিয়াই একটা পুরাতন "অন্ধকেরে" রাস্তায় হঠাৎ আসিয়া পড়িলাম; যেন ইহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া কোন প্রকারে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। কোন স্থানচ্যুত জিনিস দেখিলে মনে যেমন একপ্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, আমার মনে সেইরূপ অশান্তি উপস্থিত হইল। খুব ঘেঁষাঘেঁষি সারি-সারি পাথরের বাড়ী। শীতপ্রধান দেশের ন্যায়, বাড়ীর সম্মুখভাগের মুখশ্রী বিষাদময়, প্রবেশপথগুলি সঙ্কীর্ণ। তাতে আবার, প্রত্যেক গৃহের দ্বারদেশে, গবাক্ষে, বিষাদতমসাচ্ছন্ন এই ক্ষুদ্র রাজপথে, সর্ব্বত্রই ইহুদিমুখ দেখা যাইতেছে। এই আকস্মিক দৃশ্যপরিবর্ত্তনের ন্যায় ইহুদিমুখও আমার চিত্তকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই বিষাদময় জীর্ণদশা, এখানকার এই সমস্ত পরিদৃশ্য,—পার্শ্ববর্ত্তী তালপুঞ্জের সহিত, আকাশের সহিত, যেন একটুও খাপ্ খায় না। এই অপ্রত্যাশিত রাস্তাটিতে সহসা আসিয়া মনে হয় যেন, আমি এখন আর ভারতের মধ্যে নাই;—এমন কি, মনে হয়, প্রাচ্যভাব যেন এখান হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়াছে। যেন লাইডেন্ কিংবা আমষ্টার্ডামের রাস্তার একটা টুকরা স্থানচ্যুত হইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে;—কেবল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের প্রখর উত্তাপে উহা তাপদগ্ধ হইয়াছে,—ফাটিয়া গিয়াছে। বেশ মনে হয়, ওলন্দাজেরাই সহরের এই ভাগটি নির্ম্মাণ করিয়াছে; কেননা, সেই যুগের ওলন্দাজেরা, আপনাদের নিজের দেশেও জলবায়ুভেদে কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহা জানিত না। তাহার পর, ওলন্দাজেরা এ দেশ হইতে চলিয়া গেলে, ক্র্যাঙ্গানোরের ইহুদিরা সেই সব শূন্যগৃহ অধিকার করে। এখানে কেবলি ইহুদি—ইহুদি ছাড়া আর কিছুই নাই। এই সব ইহুদি-দিগের রং ফ্যাকাশে; ভারতের জলবায়ুপ্রভাবে এবং খুব-ঘেঁষাঘেঁষি বাড়ীতে বাস-করা-প্রযুক্ত, ইহারা রক্তহীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু দ্বিসহস্র-বৎসরকাল ম্যালাবার-প্রদেশে বাস করিয়াও উহা-দের মৌলিক ছাঁচ কিছুমাত্র রূপান্তরিত হয় নাই;—এমন কি, (প্রচলিত মতের উল্টা) উহাদের মুখ তাপদগ্ধ হইয়া একটুও মলিন হয় নাই। জেরু-শালেমে, কিংবা তিবেরিয়াদে যেরূপ মূর্ত্তি—যেরূপ লম্বা আলখাল্লা সচরাচর দেখা যায়,—এখানেও ঠিক তাই। যুবতীদের স্বচ্ছচারু মুখশ্রী; [illegible] বৃদ্ধ-দিগের শুকচঞ্চুবৎ বক্র নাসিকা; শিশুদিগের শাদা ও গোলাপী রং; রসপ্রধান দৈহিক প্রকৃতি—মুখে একটু ধূর্ত্তামির ভাব পরিস্ফুট,—"কানানে"র জাতভাইদিগের মত, ইহাদেরও কানের উপর চুল কোঁকড়াইবার কায়দা রহিয়াছে।

রাস্তা দিয়া যদি কোন বিদেশী পথিক চলিয়া যায়, অমনি তাহাকে দেখিবার জন্য, এই সকল লোক দ্বারদেশে নামিয়া আসে; কেননা, মাতাঞ্চেরিতে বিদেশী লোক প্রায় কখন আইসে না। বিদেশী দেখিলেই উহাদের মুখে স্মিতহাস্য ও আতিথ্যের ভাব ফুটিয়া উঠে। যে-কোন গৃহেই আমি প্রবেশ করি না কেন—প্রায় সকল গৃহেই উহারা সৌজন্য-সহকারে আমাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।

এইরূপ কিংবদন্তী—পূর্ব্বে দশসহস্র ইহুদি এখানে আইসে; তন্মধ্যে এখন কয়েকশত মাত্র

অবশিষ্ট। দ্বিসহস্রবৎসরকাল অবসাদজনক উত্তাপের মধ্যে বাস করায়, এই চিরস্থায়ী ইহুদিজাতি ক্রমশই বিকৃত হইয়া পড়িতেছে। বোধ হয়, ইহারা এখন গুপ্ত ব্যবসায়ের দ্বারা—কুসীদবৃত্তির দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে; এবং যখন উহারা ধনাঢ্য হইয়া উঠে—তখন, যেন ধনশালী নহে—এই ভাণ করিয়া থাকে। দুইতিনজন বিশিষ্ট ইহুদির আতিথ্য গ্রহণ করিয়া, কিয়ৎকাল আমি তাহাদের গৃহে ছিয়াছিলাম। সেই সব গৃহের আভ্যন্তরিক অবস্থা এইরূপ:—অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে একটা সুঁড়িপথ; চারদিকে জিনিসপত্র এলোমেলোভাবে ছড়ান রহিয়াছে; কতকগুলা পুরাতন কীটদষ্ট আস্‌বাব—প্রায় সমস্তই য়ুরোপীয়—বোধ হয়, ওলন্দাজদিগের আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। দেয়ালে মুশার কতকগুলি প্রতিকৃতি ও কতকগুলি উৎকীর্ণ-লিপি বিলম্বিত।

রাস্তার প্রান্তভাগে ইহুদি-গির্জ্জা; ঘণ্টাঘরটির অতীব শোচনীয় অবস্থা;—গ্রীষ্মে সূর্য্যের উত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে;—বয়ঃপ্রভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে। প্রথম-দরজা পার হইয়াই একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম;—প্রাচীর স্থূল এবং কারাগারের প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ। পবিত্র বেদীটি মধ্যস্থলে রহিয়াছে;—অষ্টঘটিকার প্রাতঃ-সূর্য্যের বিমল আলোকে পরিপ্লাবিত; এবং ঐ সুধালিপ্ত বেদী হইতে ধবল কিরণ বিকীর্ণ হইয়া নেত্র ঝল্‌সিয়া দিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও এরূপ একটি ইহুদি-গির্জ্জা দেখা যায় না—যাহার সাজসজ্জা এত পুরাতন এবং সাজাইবার ধরণটিও এরূপ অপূর্ব্ব—এরূপ নূতন। এখানকার বিচিত্র বর্ণবিন্যাস কালপ্রভাবে ক্ষীণ ও ম্লানাভ হইয়া, অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে চিত্তকে মুগ্ধ করে। সবুজ দরজা—তাহাতে অদ্ভুত পুষ্পসকল চিত্রিত; গৃহের কুট্টিমটি চমৎকার—নীল চীনে মাটি দিয়া বাঁধানো; দেওয়ালগুলা দুধের মত শাদা। গির্জ্জার অভ্যন্তরে লালরঙের—সোনালিরঙের আগুন যেন চারিদিকে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কতই তাঁবার থাম—কতই তাঁবার গরাদে—তার আর অন্ত নাই;—মানব-হস্তের ঘর্ষণে উহা দর্পণবৎ মসৃণ হইয়া উঠিয়াছে। অনেকগুলা বিচিত্র রঙের বহু-পুরাতন ঝাড়লণ্ঠন চাঁদোয়া-ছাদ হইতে লম্বমান;—এইগুলি বোধ হয়, সেই ঔপনিবেশিক যুগে য়ুরোপ হইতে আসিয়াছিল।

পাণ্ডুমুখশ্রী, 'আলখাল্লা-পরা', দীর্ঘনাসিক কতিপয় ব্যক্তি বিড়্ বিড়্ করিয়া কি প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করিতেছিল,—হস্তে হিব্রুগ্রন্থ;—আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য হঠাৎ থামিল। একজন পুরোহিত,—মনে হয়, শতবর্ষ বয়ঃক্রম—কাঁপিতে-কাঁপিতে আমাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন, অতিসূক্ষ্ম-ক্ষোদাই-কাজ-করা সেই তাম্রস্তম্ভগুলি আমাকে দেখাইলেন, এবং উহা কিরূপ মসৃণ, স্পর্শ করিয়া দেখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন; তাহার পর, নীল চীনেমাটিতে বাঁধানো কুট্টিমের সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট বিবৃত করিলেন। কুট্টিমটি বাস্তবিকই অমূল্য—এত দুর্লভ জিনিস যে, উহাতে পা রাখিতে ভয় হয়। প্রায় দশ সহস্র বৎসর হইল, এই চীনেমাটি চীনদেশ হইতে ফর্মাস দিয়া আনানো হয়, উহার জাহাজভাড়ায় বহু অর্থব্যয় হইয়াছিল। তাহার পর, আমাকে পুণ্য-মঞ্জুষাটি (Tabernacle) দেখাইলেন; উহা একখণ্ড জরির-পাড়-লাগানো বস্ত্রে আচ্ছাদিত ছিল। উহার অভ্যন্তরে কতকগুলি রত্নখচিত মুকুট রহিয়াছে,—যাহার নক্সা-কল্পনা সলোমন-রাজার মুকুট-নক্সার ন্যায় অতীব আদিমকালের। অবস্থাবিশেষে শতবর্ষবয়স্ক বরীয়ান্ পুরোহিতদিগকে এই মুকুটে বিভূষিত করিবার জন্যই ঐগুলি রক্ষিত হইয়াছে। তা ছাড়া, উহার মধ্যে কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে;—অনির্দ্দেশ্য অতীতের কতকগুলা গোটানো পার্চমেণ্ট-কাগজ,—রূপালি-জরির পাড়ওয়ালা কালো রেশমী কাপড়ে আচ্ছাদিত।

অবশেষে, উহাদের যেটি বড় আদরের পবিত্র স্মৃতিসামগ্রী—সেইটি আমার নিকট লইয়া আসিল। ইহা একটি বহুমূল্য দলিল; তাম্রফলকে উৎকীর্ণ লিপিমালা। ইহুদিদিগের ভারতবর্ষে আসিবার প্রায় চারিশত বৎসর পরে, ৩১২ খৃষ্টাব্দে, ম্যালাবারের অধিপতি এই শাসনপত্রে লিখিত কতকগুলি অধিকার উহাদিগকে প্রদান করেন।

এই তাম্রফলকে এই মর্ম্মের কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে:—

যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি রাজাদিগকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন—সেই পরমেশ্বরের প্রসাদে, আমি রবিবর্ম্মা ম্যালাবারের সম্রাট্, আমার ৩৬ বৎসরের রাজত্ব-কালে, ক্র্যাঙ্গানোরস্থ মাদেরকাৎলাদুর্গের মধ্যে অবস্থিত

হইয়া, সচ্চরিত্র জোসেফ-রব্বন্‌কে নিম্নলিখিত স্বত্ব ও অধিকার প্রদান করিলাম :—

১। পবিত্রবর্ণের লোকদিগের মধ্যে তিনি নিজধর্ম্ম প্রচার করিতে পারিবেন।

২। তিনি সর্ব্বপ্রকার সম্মান সম্ভোগ করিতে পারিবেন; তিনি অশ্বারোহণ ও গজারোহণ করিতে পারিবেন; সমারোহপূর্ব্বক নগরযাত্রা করিতে পারিবেন; নাকিবেরা তাঁহার উপাধি প্রভৃতি তাঁহার সম্মুখে ফুকরাইতে পারিবে; দিবাভাগেও তিনি আলোক ব্যবহার করিতে পারিবেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীত করিতে পারিবেন; বৃহৎ ছত্র ব্যবহার করিতে পারিবেন; এবং তাঁহার সম্মুখে প্রসারিত শাদা গালিচার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারিবেন। তিনি চতুর্দ্দোলা সিংহাসনে বসিয়া, লোকজন সম্মুখে রাখিয়া সগৌরবে যাত্রা করিতে পারিবেন।

জোসেফ্-রব্বন্‌কে এবং ৭২ জন ইহুদি ভূস্বামীকে এই সকল অধিকার আমি প্রদান করিলাম। জোসেফ্-রব্বন্ নিজ অধীনস্থ প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারিবেন; এবং যতদিন জগতে দিবাকরের উদয় হইবে, ততদিন ঐ প্রজারা তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিদিগের আদেশ পালন করিতে বাধ্য।

ত্রিবঙ্কুর, তেমোনার, কলমোর, কালিকিলোন, মেরুট-ভামোরিন, পালিয়াথাচেন, ও কালিস্থির—এই সকল রাজাদের সম্মুখে এই শাসনপত্র আমি লিখিয়া দিলাম।

লেখক কলম্বী কেলাপুরের হস্তাক্ষরে এই শাসনপত্র লিখিত হইল, এবং যেহেতু কোচিনের রাজা পরম্পরায় আমার উত্তরাধিকারী—সেইজন্য এই রাজাদিগের মধ্যে তাঁহার নাম ধরা হইল না।

স্বাক্ষরিত :—

চেরুন্ প্রমল্ রবিবর্ম্মা—

মালাবারেশ্বর।

ইহুদিগির্জ্জার উপরে, কাটা ঘণ্টাঘরের পার্শ্বে, উহারা আমাকে একটা উচ্চ ঘর দেখাইল। ঘরটি যার-পর-নাই জীর্ণ ও ভগ্নদশাপন্ন,—দেয়াল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ও লোহার কড়ি গুলা ভাঙাচোরা; তক্তায় গর্ত্ত; কালো চাঁদোয়া-ছাদে বাচড়-চামচিকারা ঘুমাইতেছে। দুর্গপ্রাকারের রন্ধ্রের ন্যায়, প্রাচীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ; তাহার মধ্য দিয়া ওলন্দাজ-সহরের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়—সেই অংশটি এখন ইহুদিদিগের হস্তগত;—সমস্তই ধূসরবর্ণ, বিষাদময় ও হৃতসার—মহাপ্রবল তালপুঞ্জের নীচে অধিষ্ঠিত। এই ঘননিবিষ্ট তালপুঞ্জের বিশাল চূড়াগুলি সুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত;—সহসা একস্থানে অরণ্যের আকার ধারণ করিয়াছে;—উহাদের স্থিরস্নিগ্ধ শ্যামলশোভায় দিগন্ত আচ্ছন্ন। আবার, অপর দিকে দেখা যায়,—একটা পুরাতন দেবমন্দিরের সুধালিপ্ত ছাদ, বৃহৎ ও নিম্ন তাম্রগম্বুজ,—মনে হয়, যেন উত্তপ্ত ধাতলের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

এই উচ্চ ঘরটি—এই শতাতম্বসমাকীর্ণ ভগ্নাবশেষটি শাদা-ইহুদি-শিশুদিগের পাঠশালা। এই অপূর্ব্ব মধুর প্রভাতে, ২০জন শিশু তথায় পড়িতেছে। সিদ্ধপুরুষ (Elie) এলির মত দেখিতে একজন ইহুদি-পুরোহিত একটা ফলকের উপর হিব্রুবাক্য লিখিয়া উহাদিগকে দেখাইতেছে। উহাদের পাশ্চাত্য ভাতৃগণ আজকাল যে হিব্রুভাষাকে অবহেলা করে, সেই হিব্রুভাষাতেই এই প্রাচ্য শিশুরা এখনো কথা কহে।

শাদা-ইহুদি-অঞ্চলের পরেই, কালো-ইহুদিটোলা। এই কালো ইহুদিরা শাদা-ইহুদিদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমাকে জানাইয়া দিল—ইহারা যদি আমি কালো-ইহুদি ও তাহাদের গির্জ্জা দেখিতে না যাই, তাহা হইলে উহারা মনঃক্ষুণ্ণ হইবে। আমি উহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই কি না, দেখিবার জন্য এখনি কতকগুলি কালো-ইহুদি পথের মাথায় দাঁড়াইয়া আছে। আবার উচ্চে গবাক্ষদেশে, অর্দ্ধোন্মোচিত "ঝাকড়া-কানি"র পর্দ্দার পিছনে কতকগুলি শাদা-ইহুদি-মুখও দেখা যাইতেছে;—একটু যেন বেশি শীর্ণ, কিন্তু সুশ্রী। উহারাও কৌতূহলের সহিত দেখিতেছে—আমি কোন্ দিকে যাই।

কালো-ইহুদি-বেচারাদিগের ওখানেই তবে যাওয়া যাক্। কালো-ইহুদিরা বলে, শাদা-ইহুদিদের আসিবার কিয়ৎ-শতাব্দী পূর্ব্বে তাহারা জুডিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে। আবার, শাদা-ইহুদিরা অবজ্ঞাসহকারে এই কথা বলে যে, কালো-ইহুদিরা আদিমনিবাসী পারিয়া-জাতির অন্তর্ভুক্ত, শাদা-ইহুদিরা এদেশে ধর্ম্মপ্রচার করিয়া উহাদিগকে স্বধর্ম্মভুক্ত করিয়াছে।

শাদা প্রতিবেশীদিগের অপেক্ষা ইহাদের রং একটু মলিন বটে, কিন্তু একেবারে কালো নহে। আসলে উহারা ভারতীয় ও ইহুদির সংমিশ্রণজাত "মেটে-ফিরিঙ্গি"। উহারা আমাকে আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিল। উহাদের গির্জ্জা অনেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী গির্জ্জাটিরই অনুরূপ;—কিন্তু তেমন সমৃদ্ধ নহে।

সেই সুন্দর তাম্রময় স্তম্ভশ্রেণী এখানে নাই; বিশেষত এখানকার কুট্টিম সেই চমৎকার চীনেমাটিতে বাঁধানো নহে। এই সময়ে শিশুদের জন্য কি-একটা অনুষ্ঠান হইতেছিল। সমবেত শিশুগণ ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে নাক গুঁজিয়া, ভল্লুকের মত দাঁড়াইয়া, শরীর দোলাইতেছিল;—ইহুদি-অনুষ্ঠানাদির ধরণই এইরূপ। পুরোহিত, প্রতিদ্বন্দ্বী শাদা-ইহুদিদিগের অহঙ্কারের কথা উল্লেখ করিয়া আমার নিকট অনেক দুঃখ করিতে লাগিলেন। উহারা কালো ইহুদিদিগের সহিত পরিণয়-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে সম্মত নহে; এমন কি, কালো-ইহুদিদিগের সহিত ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া একত্র বসিতেও কুণ্ঠিত। আরো দুঃখের বিষয় এই, উহারা যখন এই বিষয়ের দুঃখ জানাইয়া প্রধান-পুরোহিতকে পত্র লিখিয়াছিল, তাহার প্রত্যুত্তরে তিনি সাধারণভাবে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আরো মর্ম্মঘাতী:—"এক নীড়ে একত্র বাস করিতে গেলে, এক-পালকের পাখী হওয়া চাই।"

ইহুদি-গির্জ্জার উপর হইতে—তালপত্র, প্রস্তর-প্রাচীর ও সুধালিপ্তছাদবিশিষ্ট যে দেবমন্দিরটি দেখিয়াছিলাম—সমস্ত উপকূলের মধ্যে সেই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা আদিম ও উগ্রদর্শন। তা ছাড়া এরূপ দুর্গম যে, বলা বাহুল্য, আমি উহার নিকটে ঘেঁষিতে সাহস করি নাই। কদ্দমকোমল প্রাঙ্গণ—শূন্য, শোকগম্ভীর;—উত্তপ্ত প্রস্তররাশির মধ্যে, লৌহ ও তাম্র-গঠিত কতকগুলা অদ্ভুত সামগ্রী খাড়া হইয়া রহিয়াছে;—এইগুলি বহুশাখাবিশিষ্ট এক-প্রকার দীপাধার;—বহুশতাব্দীব্যাপী ঝঞ্ঝাবাতের প্রভাবে উহাতে মর্চ্চে ধরিয়াছে।

পার্শ্বেই কোচিন-রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদ। সরু-সরু দীর্ঘ ঢাকাবারান্দার পথ দিয়া মন্দিরের মধ্যে যাওয়া যায়। কিছুকাল হইল, কোচিন-রাজারা এই প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া, অপরকূলস্থ এর্ণাকুলমের নূতন আবাসগৃহে উঠিয়া গিয়াছেন। এই প্রাসাদটি দেখিলে মনে হয়—একটা গুরুভার চতুষ্কোণ পুরাতন দুর্গ। ইহার নির্ম্মাণকাল ঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব;—বিশেষত এই প্রদেশে, যেখানে গল্প ও রূপকের সহিত ইতিহাস মিশিয়া গিয়াছে। যাহাই হউক, প্রাসাদটি দেখিলে, অতি পুরাকালের ভাব মনোমধ্যে অঙ্কিত হয়। দ্বারদেশে আসিবামাত্র মনে হয়, কি যেন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব প্রবলপরাক্রম অনার্য্য বর্ব্বর-দেশে প্রবেশ করিতেছি। খুব্‌রি-কাটা ছোট ছোট কত গবাক্ষ; নীচে প্রস্তর হইতে কুঁদিয়া-বাহির-করা কত আসন-বেদিকা;—ইহাতেই বুঝা যায়, ইমারতের মালমসলা কতটা ঘন-সন্নিবিষ্ট। সমস্ত সিঁড়ি—এমন কি,—যে সিঁড়িটি দিয়া দরবারশালায় উঠা যায়, তাহাও অতি সঙ্কীর্ণ, তমসাচ্ছন্ন, শ্বাসরোধী—একজনমাত্র উঠিতে পারে, এরূপ পরিসর; উহাদের নির্ম্মাণে কি-যেন একটা শিশুসুলভ বর্ব্বরতা লক্ষিত হয়। বড়-বড় দালানঘর খুব দীর্ঘ, নীচু, "অন্ধকেরে"—কারাগারের মত কষ্টজনক।

ঘরে চাঁদোয়া-ছাদগুলা খুব নীচু—খুব কাজ-করা—দুর্লভ কাষ্ঠে নির্ম্মিত;—কোথাও ঘর-কাটা নক্সা, কোথাও গোলাপ-পাপড়ির নক্সা, কোথাও খিলান-কাটা নক্সা,—সমস্তই মলিন, কোন-কোন অংশ রং দিয়া চিত্রিত। আবার এদিকে দেয়ালগুলা একেবারে সমতল—এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একসমান;—অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে প্রথম-দৃষ্টিতে মনে হয়, দেয়ালগুলা বুঝি নানারঙের রঙীন কাপড়ে মোড়া; কিন্তু আসলে তাহা নহে,—উহাতে নানা রঙের ছবি চিত্রিত হইয়াছে। প্রাসাদের সর্ব্বত্রই, দেয়ালের গায়ে এইরূপ বর্ণচিত্র;—কোথাও বা কাল-প্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—কোথাও বা সমাধিমন্দিরস্থ বর্ণচিত্রের ন্যায় অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

দেয়ালের এই বর্ণচিত্রগুলি দেখিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়;—ইহাতে একটি বিশেষ কলা-নৈপুণ্য প্রকাশ পায়। কি শাখাবহুল প্রাচুর্য্য! কি উদ্দাম বিলাসলীলা! রাশি-রাশি নগ্নমূর্ত্তি,—ভারতরমণীর রূপ অতিরঞ্জিতভাবে চিত্রিত হইলেও মানবদেহযন্ত্রের সমস্ত খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসৃত হইয়াছে। কটিদেশ অতীব ক্ষীণ, বক্ষোদেশ অতীব পরিপুষ্ট ও প্রলম্বিত। সুগোল বাহু, সুবক্র নিতম্ব, অতি পীন পয়োধর—এই সমস্তের ছড়াছড়ি—জড়াজড়ি;—উহার মধ্যে কোনপ্রকার শৃঙ্খলা নাই। হস্তে বলয়, পায়ে নূপুর; ললাটে সীঁথি, কণ্ঠে হার। এই সব মূর্ত্তির সহিত পশুমূর্ত্তিও মিশ্রিত।

কোথাও একটি আস্‌বাব নাই;—সমস্তই শূন্য। সমস্ত দেয়াল বর্ণচিত্রে আচ্ছন্ন—এ ছাড়া আর কিছুই নাই। যে ঘরগুলা পরিত্যক্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন—

সেখানেও এই মানবমূর্ত্তি ও পশুমূর্ত্তির ছড়াছড়ি। মাঝের ঘরটি খুব বিশাল—খুব উচ্চ; এইখানে রাজাদিগের অভিষেক-অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই ঘরের দেয়ালে যে-সব কিরণমণ্ডলভূষিত সারি-সারি দেবীমূর্ত্তি—উঁহারা আসন্নপ্রসবা এবং অসংখ্য বিবস্ত্র দর্শকের মধ্যে অবস্থিত।

রাজাদের শয়নকক্ষটিতে এখনো কিছু-কিছু আসবাব আছে—নৌকা-আকৃতি, দুর্লভ কাষ্ঠে নির্ম্মিত একটি পর্য্যঙ্ক,—তাহাতে জরির রেশমী গদী—লাল রেশমী রজ্জু দিয়া চাঁদোয়া-ছাদে লট্‌কানো। ভোজনান্তে রাজাকে ঘুম পাড়াইবার জন্য ভৃত্যেরা এই পর্য্যঙ্কটি দোলাইয়া থাকে। এই রাজশয্যার চতুর্দ্দিকে, প্রাচীরের বর্ণচিত্রগুলিতে নিরঙ্কুশ লাম্পট্যলীলা প্রকটিত। দেবদেবী, মানব, পশু, বানর, ভল্লুক, হরিণ—সকলেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামাবেশে সবেগে আক্ষিপ্ত, চক্ষু উন্মত্তের ন্যায় বিস্ফারিত, আবেশভরে পরস্পরকে জাপ্টাইয়া ধরিয়াছে—পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি করিয়া আছে। একটা পিছনের ঘর—অতি-ব্যবহারে মলিন ও হতশ্রী—সেখানে দিবারাত্রি একটা পিতলের দীপ জ্বলিতেছে ও ধূমায়িত হইতেছে...এ ঘরটিতে আমার পদার্পণ করিবার অনুমতি নাই—কেননা, উহারি প্রান্তভাগ—যেখানটা অন্ধকার—সেইখান দিয়া মন্দিরে যাইবার পথ।...

মধ্যাহ্ন আসন্ন। এখন একটা গৃহের মধ্যে আশ্রয় লওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমার ছায়া-চ্ছন্ন দ্বীপটি এখানে হইতে বেশি দূরে। এখন আমি কোচিনে গিয়া কোনো পান্থশালায় আশ্রয় লইব।

দুইটি চটুল-অশ্ব-যোজিত একটা ক্ষুদ্র ভাড়াটে গাড়ি করিয়া আবার আমি মাতাঞ্চেরির ভারতীয়-ধরণের রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। আজ প্রাতে যেখানে ম্যালাবারের বিভিন্নবেশধারী নানা-জাতীয় লোক পিপীলিকার সারির ন্যায় চলিতেছে দেখিয়াছিলাম—সেইখানে এখন মধ্যাহ্নের নিস্পন্দতা।

সেখান হইতে শীঘ্রই কোচিনে পৌঁছিলাম। এক দিকে বিল, অপর দিকে সমুদ্র—ইহারই মাঝখানে, বালুভূমির উপর, কোচিন স্থাপিত;—পুরাতন ঔপনিবেশিক নগর—একটু স্থাবরভাবাপন্ন—এখনো যেন সেখানে ওলন্দাজি ছাপ্ মুদ্রিত। যে ক্ষুদ্র গৃহে আমি আশ্রয় লইয়াছি, সেখান হইতে সমুদ্রের বেলাভূমি পরিদৃশ্যমান—বিরাট অনন্ত পরিদৃশ্যমান।

আমার সম্মুখে সেই নীল মহাসমুদ্র,—আরব-সাগর। মাথার উপর মধ্যাহ্নসূর্য্য—তাহার প্রখর কিরণে বালুকারাশি ও তটভূমি একপ্রকার শুভ্র ও গোলাপী রঙে উদ্ভাসিত। কাকচীলেরা চীৎকার করিয়া আকাশে উড়িতেছে। নিয়মিত সময়ান্তরে, তরঙ্গমালা স্ফীত হইয়া, তটভূমির উপর সবেগে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বহিঃসমুদ্রের সুনীল মসৃণ ঝিকিমিকি জলের মধ্যে হইতে শিকার-অন্বেষী দুর্বৃত্ত হাঙরদিগের ডানা ও পৃষ্ঠদেশের কিয়দংশ উঁকি মারিতেছে। নেত্রাভিঘাতী দীপ্ত প্রভার মধ্যে দিগন্ত মিলাইয়া গিয়াছে। যে আবাসগৃহে আমি আজ নিদ্রা যাইব—তাহার কোনো দিক্ বদ্ধ নহে; ইহার পশ্চাদ্ভাগে, নারিকেলবন যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে; আমার ঘরের জানলা দিয়া, যেন এক প্রকার সবুজ আলোকে নিম্নদেশটি দেখা যাইতেছে। উচ্চ তালতরুর খিলান-আকৃতি সুদীর্ঘ সরন্ত-পত্র-গুলি স্বচ্ছ প্রভায় উদ্ভাসিত এবং তালীবনের হরিদ্বর্ণ গভীর প্রদেশ যেন ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, একজন ভারতীয় যুবক এক প্রকার পানীয় আহরণ করিবার জন্য পদাঙ্গুলির সাহায্যে স্তম্ভবৎ মসৃণ তালতরু বাহিয়া কপিসুলভ চটুলতা ও ক্ষিপ্রতা সহকারে নিঃশব্দে উপরে উঠিতেছে। যে শেষ প্রতিবিম্বটি গ্রহণ করিয়া আমার নেত্র নিমীলিত হইল, সেটি ঐ চতুর্ভুজপ্রায় মনুষ্যমূর্ত্তির প্রতিবিম্ব। লোকটা এত শীঘ্র গাছের উপর উঠিয়া গেল যে, তাহার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।...

এই সমুদ্রটি এমন ভাস্বর, এমন গভীর—ইহাকে আজ আমি নিকটে পাইয়াছি, হৃদয়ের মধ্যে যেন অনুভব করিতেছি; ইহার বিপুল স্পন্দন শুনিতে পাইয়া আজ আমার কি আনন্দ।—এই সেই অবারিত মার্গ, যেখান দিয়া সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায়; সেই মার্গ, যেখান হইতে সুদূর পরিলক্ষিত হয়; যেখানে প্রতি নিশ্বাসে মুক্তবায়ু গ্রহণ করা যায়; সেই মার্গ, যাহা আমার চিরপরিচিত। বাস্তবিক ইহার সান্নিধ্যে আমার জীবন যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠে; উহাকে পাইলে আমি যেন আপনাকে

ফিরিয়া পাই ; মনে হয়, যেন এই দুর্ব্বোধ্য দুরব-গাহ ভারত হইতে—ছায়াচ্ছন্ন তরুসমাকীর্ণ বঙ্গ ভারত হইতে ক্ষণেকের জন্য বাহির হইয়াছি।

কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর, আমি আবার সেই দ্বীপটির মধ্যে—সেই আমার স্বপ্ন প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

যখন সূর্য্য অস্তপ্রায়, সেই সময়ে এখান হইতে চিরবিদায় লইবার জন্য আমি উদ্যোগ করিলাম। সেই চল্লিশ দাঁড়ের নৌকায় উঠিয়া কোচিনরাজ্যের দক্ষিণতম নগর "ত্রিচূড়"-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। এখান হইতে আরো একরাত্রির পথ যাইতে হইবে।

প্রত্যেক জলযাত্রার আরম্ভে আমার নৌকা ইতঃপূর্ব্বে যেরূপ বেগে চলিয়াছিল, এবার সেইরূপ বেগে চলিল। বিশ্রামের পর দাঁড়ীরা নববলে বলী-য়ান্ হইয়া, কোদালি-কোদালি মাটি উঠাইবার মত, প্রত্যেক দাঁড়ের আঘাতে রাশি-রাশি জল উঠাইয়া চলিতে লাগিল। দাঁড়ীদের সাহায্যার্থে আমরা পাল তুলিয়া দিলাম। তালীবনসমাচ্ছন্ন দুই কূলের মধ্যবর্ত্তী বিলের মধ্যে আবার প্রবেশ করিলাম।

বলা বাহুল্য—আমাদের অস্তগামী সূর্য্য রক্তিম স্বর্ণ-আভার মধ্যে অবতরণ করিয়া নির্ব্বাপিত হইল; এবং পরক্ষণেই, ঐ অদূরে, চির-উদ্ভিজ্জের পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমাদের এই প্রশান্ত জগ-তের উপর, অতীব মধুর বর্ণে রঞ্জিত নির্মেঘ অমল আকাশ প্রসারিত। আমরা এখন মৎস্যজীবীর রাজ্যে—জেলে-নৌকার মধ্যে—মৎস্যজালের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই ভারতীয় বিলের চারি-ধারে, তালীবনের পর্দ্দা থাকায় সেই আদিমকালের হ্রদবাসী মৎস্যজীবীর জীবন এখানে বেশ সুরক্ষিত রহিয়াছে।

কল্যকার মত আজও আমার মাঝিমাল্লারা মুখ বুজিয়া সমস্বরে তান ধরিয়াছে; এই তান,—এই প্রশান্ত সময়ের সহিত বেশ থাপ্ খাইয়াছে। পবন-দেবের কৃপায় আমাদের নৌকা পালভরে চলিতেছে; দাঁড়ীরা ঔদাস্যের সহিত অলসভাবে দাঁড় ফেলিতেছে। অন্য নৌকাতেও জেলেরা গান ধরিয়াছে; যে স্বরে গান গাহিতেছে, তাহা মানবকণ্ঠ-স্বর বলিয়া মনে হয় না, মনে হয় যেন, গির্জ্জাঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি দূর হইতে ও চারিদিক্ হইতে এই শব্দযোনি জলরাশির উপর আসিয়া পৌঁছিতেছে।...

যে-সব সাদাসিদা সরলপ্রাণ বিশ্বস্তচিত্ত অসংখ্য লোক আমাকে ঘিরিয়া আছে—মনে হয় যেন, উহারা হরিৎ-শ্যামল তালীবনের ছায়াময় সমাধিগর্ভ হইতে সশরীরে পুনরুত্থান করিয়া, এই "থয়রাৎ-ডাঙ্গা"য় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে!—বিভিন্ন পুরাতন আচার-অনুষ্ঠানে আবদ্ধ খৃষ্টান, হিন্দু কিংবা ইহুদি; কিন্তু ইহারা সকলেই সমান শ্রদ্ধার পাত্র, একই সত্য উহাদের সকলেরই পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।... যে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম এমন কঠোরভাবে রক্ষিত, তাহারও মধ্য হইতে যদি আমি দুরধিগম্য সত্যের দুই-এক টুকরা পাইতে পারি—এই শিশুসুলভ আশা আমার চিত্তকে অধিকার করিয়াছিল!.. কিন্তু না;—যেমন অন্যত্র, তেম্নি এখানেও, চিরবিদেশী ও চিরপান্থ হইয়াই আমাকে থাকিতে হইল;—প্রাণী ও পদার্থসমূ-হের বাহ্যভাবদর্শনে নেত্রের তৃপ্তিসাধন ভিন্ন আমি আর কিছুই করিতে পারিলাম না। তা ছাড়া, আমার যাত্রা শেষ হইয়াছে—আমি চলিলাম; গান গাইতে-গাইতে ও দোলাইতে-দোলাইতে একখানি সুন্দর নৌকা করিয়া মাঝিমাল্লারা আমাকে লইয়া চলিল; ইহাতেও আমার আনন্দ; এইটুকুই আমার সৌভাগ্য; এবং ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।...

দিগ্বলয়ের চারিধারে অরণ্যের নীল-যবনিকা... এই নীলিমা ক্রমশ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল; অস্তাচলদিগন্তের ক্ষণস্থায়ী নীলিমা ক্রমে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইল। ইতস্ততঃ, অপেক্ষা-কৃত বিশাল এক-একটি তালবৃক্ষের নিঃসঙ্গ ছায়াচিত্র বৈচিত্র্যহীন অরণ্যরেখার উপরিভাগে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত। সম্মুখে তারকাবলী। মুমূর্ষু সোনালি-গোলাপী আভার মধ্যে শুক্রগ্রহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; এবং তাহার পার্শ্বে নব-ইন্দু সমুদিত। এরূপ চন্দ্র সব-সময়ে দেখা যায় না;—কোন বিশেষ সময়ে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিমল-স্বচ্ছ নভোমণ্ডলেই দৃষ্ট হয়;—একটি ভাস্বর শীর্ণসূত্র বক্রাকারে অঙ্কিত; কিন্তু সমস্তই বেশ পরিস্ফুট ও দৃষ্টিগ্রাহ্য।—মনে হয় যেন, পশ্চাৎ হইতে আলোকিত; বেশ বুঝা যায়, উহা একটা সামান্য চক্রমাত্র নহে, পরন্তু এমন একটি গোলক, যাহা নিরাধার হইয়া মহাশূন্যে ঝুলিতেছে। কোন-একটা পদার্থ বিনা-অবলম্বনে রহিয়াছে—মনে করিতে গেলে,—আমাদের অর্জ্জিত সংস্কার যাহাই হউক—ভারসাম্য ও গুরুত্বের যে স্বাভাবিক

সংস্কার আমাদের মনোমধ্যে নিহিত আছে, সেই স্বাভাবিক সংস্কারের বশে আমাদের চিত্ত একটু আকুল হইয়া উঠে।

অন্ধকার হইয়া আসিল। মৎস্যদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য জেলেরা তাহাদের মশাল জ্বালিল; গান থামিল; এবং সমস্তই নিদ্রামগ্ন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। কেবল, আমার চল্লিশ জন দাঁড়ীর দাঁড় জলের উপর যন্ত্রবৎ অবিরাম পড়িতেছে;—প্রভাত হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহারা আমাকে ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে লইয়া যাইতেছে।

তালীবনের পশ্চাতে হঠাৎ যেন একটা আগুন জ্বলিয়া উঠিল; ইহা সূর্য্যের উদয়। সারারাত্রি আমার নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া ঠেকিয়া অবশেষে লালমাটির একটি ছোট পাহাড়ের নীচে আসিয়া লাগিল। এইখানে বিল শেষ হইয়াছে। ইহাই ত্রিচূড়ের ঘাট;—শতশত নৌকায় সমাচ্ছন্ন। উহাদের সম্মুখভাগ "গণ্ডোলার" মত। এই নৌকাগুলি এখনও নিদ্রামগ্ন।

ব্রাহ্মণধর্ম্মে অতীব নিষ্ঠাবান্ ও অতীব রক্ষণশীল ত্রিচূড়নগর এখান হইতে আরো অৰ্দ্ধক্রোশ দূরে—তরুপুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত। বয়েল-গাড়ী করিয়া যখন আমি সেখানে পৌঁছিলাম, তখন সেখানকার লোকেরা সবেমাত্র জাগিয়াছে। এই সব চূণকামকরা কাঠের বাড়ীর ঊর্দ্ধে তালবৃক্ষসকল বায়ুবেগে আন্দোলিত হইতেছে। একটা ঠাণ্ডা ঝোড়ো বাতাস উঠিয়া, রক্তিম মেঘপুঞ্জের ন্যায় ধূলিরাশি উড়াইয়া, গাছপালাদিগকে হেলাইতেছে। পেটাই তাঁবার ও শস্যদানার ছোট-ছোট দোকান; আলুলিতকুন্তল বটবৃক্ষশ্রেণী, সমস্তই মালাবার-প্রদেশের অন্যান্য নগরেরই মত। এই সকল নগর,—আধুনিক পদার্থসমূহ হইতে বহু দূরে—তরুপুঞ্জের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া, বহুকাল হইতে স্বকীয় জীবন রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ত্রিচূড়ের মন্দিরটি অতীব প্রকাণ্ড ও ভীমদর্শন। এই ত্রিচূড়নগরের অপর নাম—"তিরু শিবায়-পেরিয়া-রুর"—অর্থাৎ শিবের পবিত্র মহানগরী।

এই মন্দিরের সম্মুখস্থ ভূমিতে আমি অবতরণ করিলাম। ইহা মন্দিরও বটে, দুর্গও বটে। এক সময়ে ইহা সেই দুর্দান্ত মহিশূর-সুলতান টিপুর অবরোধ সহ্য করিয়াছিল। দুর্গের ঢালুমাটির উপর দিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। এখন এই ভূমির উপর অলস মেষদল ও গবয়াদি নিদ্রা যাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের একটা দ্বারদেশে বসিয়া ধ্যান ও প্রাতঃসূর্য্যের উদয় নিরীক্ষণ করিতেছে। আমি আসিতেছি দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উহারা আমার দিকে অগ্রসর হইল। এই বিদেশী না-জানি কি মনে করিয়া এখানে আসিতেছে! কিন্তু আমি তাহাদিগকে বলিলাম,—আমি সব জানি, আমি কেবল মন্দির-চূড়ার কারুকার্য্য দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি;—যথাযোগ্য দূর হইতে আমি উহা দর্শন করিব। তখন তাহারা হাসিমুখে আমাকে অভিবাদন করিল এবং নিশ্চিন্তমনে আবার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। গুরুভার প্রাচীরগুলা সুধালেপের দ্বারা ধবলীকৃত; কিন্তু যাহার উপর ক্ষোদাই-কাজ-করা চারিটা চূড়া আছে,—চারিদিকের সেই চারিটা দ্বার, ভারতীয় প্রস্তরের ন্যায় শ্যামলবর্ণ। দূর-অতীতের এই পুরাতন শ্যামল চূড়াগুলি প্রচুর অলঙ্কারে ভূষিত;—বহুল ক্ষুদ্রস্তম্ভ ও বর্ব্বর মূর্ত্তিসমূহে পরিপূর্ণ।

এই যে শীতকালের ঝড়ঝটিকা এখানকার সকল পদার্থকেই উৎপীড়ন করে—আলুলিতকুন্তল বৃহৎ বটবৃক্ষদিগকে ঝাঁকাইয়া দেয়—পথে ঘাটে লাল ধূলা উড়াইয়া দেয়—ইহার প্রভাব কি এই শিবপুরীতে কিছুমাত্র প্রকটিত হয় নাই? পথের ধারে-ধারে সর্ব্বত্রই বর্ষীয়ান্ তরুগণের তলদেশে পূজা-অর্চ্চনার জন্য একএকটি শান্তিময় নিভৃত স্থান রক্ষিত। আমাদের দেশে, যেখানে মৃত্তিকা-স্তূপের উপর ক্রুশ-দণ্ড স্থাপিত হয়—সেই সব চত্বর-ভূমির উপর—চৌমাথা রাস্তার উপর, এখানে ছোট-ছোট প্রস্তরবেদিকা, বিগ্রহশিলা, প্রতিমাদি প্রতিষ্ঠিত।

রাস্তার পথিক খুবই কম। স্বকীয় নগ্নতার সৌন্দর্য্যে গর্ব্বিত,—কেশগুচ্ছ আকটিবিলম্বিত—শিব কিংবা বিষ্ণুর তিলকচিহ্নে ললাট চিহ্নিত—স্বপ্নময় ঢুলুঢুলু নেত্র—এইরূপ কতকগুলি লোক মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছে; প্রায় সকলেরই বক্ষোদেশে উচ্চবর্ণের চিহ্নস্বরূপ উপবীত রহিয়াছে। কতকগুলি রমণী ইন্দারায় জল হইতে আসিয়াছে। তাহাদের বঙ্কিম দেহভঙ্গী;—স্কন্ধের উপর ঝক্‌ঝকে তাঁবার কলস রহিয়াছে। স্তনযুগের একটিতে বক্ষের বসন ঝুলিয়া উঠিয়াছে;—অপরটি (প্রায়ই ডানদিক্‌কার) নগ্ন রহিয়াছে। এই সব তরুণীর তরুণ বক্ষোদেশ

য়ুরোপীয় জাতিদিগের অপেক্ষা বেশি পরিপুষ্ট,—নিতম্বের তুলনায় একটু বেশি অতিরিক্ত;—কিন্তু উহার গঠন অনিন্দ্যসুন্দর। বহু পুরাকাল হইতে হিন্দুরা তাহাদের প্রস্তর ও ধাতুময় মূর্ত্তিসকল যেরূপভাবে গঠন করে—উহাতে নারীসৌন্দর্য্যের উপকরণগুলি যেরূপভাবে অতিরঞ্জিত করে—এই রমণীরাই সেই-সব প্রতিমূর্ত্তির জীবন্ত আদর্শ। পথিমধ্যে তাহাদের সহিত কখন সাক্ষাৎ হইলে, তাহাদের নয়নকোণের চোরা-চাহনি তোমার দৃষ্টির উপর নিপতিত হয়; তাহাদের সেই দৃষ্টি বড়ই মধুর, কিন্তু নিতান্ত উদাসীন—নিতান্ত অন্যমনস্কের;—যেন উহা কালো বিদ্যুতের অনিচ্ছাকৃত সোহাগ-আলিঙ্গন; কিন্তু পরক্ষণেই সেই দৃষ্টি আবার নিম্নদিকে নত হইয়া পড়ে। বিদেশী পথিকের নিকট এদেশের বৃহৎ মন্দির যেরূপ দুর্জ্ঞেয়, সমস্ত পদার্থই যেরূপ দুর্জ্ঞেয়—এই রমণীরাও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

সীমান্তদেশে পৌঁছান পর্য্যন্ত আমি কোচিন-রাজের অতিথি হইয়াছিলাম,—তিনি আমাকে যেখানে লইয়া গিয়াছেন, আমি সেইখানেই গিয়াছি। প্রভাতে ত্রিচুড় দিয়া যাত্রা করিবার সময়, তিনি কৃপা করিয়া সমস্তই পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন; আমার পথপ্রদর্শক, আহারসামগ্রী—সমস্তই প্রস্তুত ছিল। এমন কি, যে তিনঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, গ্রাম-জঙ্গল-বনের মধ্য দিয়া, বয়েল-গাড়িতে আমায় "সোরান্নুরে" যাইতে হইবে—সেই গাড়ির বন্দোবস্ত তিনি করিয়া রাখিয়াছিলেন।

বিদেশী পর্য্যটকেরা সেখানে কখনই যায় না,—সোরান্নুর ছাড়াইলেই—আহা! আমি সেই চিত্তবিমোহন ভারতখণ্ডের বাহিরে চলিয়া যাইব; মাদ্রাজ যাইবার জন্য, আবার সেই সাধারণ রেলপথ ধরিয়া ডাকগাড়ির ট্রেনে আমার উঠিতে হইবে।

তাঞ্জোরের অদ্ভুত শৈল।

তাঞ্জোর প্রদেশের অনন্তপ্রসারিত সমভূমির ঊর্দ্ধে, নারিকেলাদি-বৃক্ষসমাচ্ছন্ন বনভূমির ঊর্দ্ধে, একটি শৈলস্তূপ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—নিঃসঙ্গ, বিরাটাকৃতি; উহা যুগযুগান্তর হইতে এই প্রদেশটিকে নিরীক্ষণ করিতেছে; কালক্রমে কত বন গজাইয়া উঠিল, কত নগর সমুত্থিত হইল, কত দেবালয় নির্ম্মিত হইল—সমস্তই দেখিয়াছে। ভূতত্ত্বের হিসাবে ইহা একটি অদ্ভুত ব্যাপার;—আদিযুগের প্রলয়-প্লাবন-সম্ভূত যেন একটি আজগুবি খেয়াল-কল্পনা; দেখিতে মুকুটের চূড়ার মত; অথবা যেন দৈত্যদিগের জাহাজের অগ্রভাগ, উদ্ভিজ্জের হরিৎ-সাগরে অর্দ্ধ-মজ্জিত। প্রায় পাঁচ শত হাত উচ্চ। চারিদিক্‌কার বিস্তৃত সমতল ভূমির মধ্যে উহা কিরূপে সমুদ্ভূত হইল, আশপাশের কোন লক্ষণ দেখিয়া তাহা বুঝা যায় না। উহার গাত্র এরূপ মসৃণ যে, এই উদ্ভিজ্জ-প্রবল দেশেও, উহাতে কোনও গাছের চারা লগ্ন হইতে পারে নাই। এই হেতু, স্বভাবতই পুরাকালের ভারতবাসী সেই মহা-ঋষিগণ এই শৈলটিকে স্বকীয় আরাধনার স্থান করিয়া লইয়াছেন। বহুকাল ধরিয়া, ধৈর্য্যসহকারে তাঁহারা এই শৈল-প্রস্তর কাটিয়া, অলিন্দ-সোপানাদি-সমন্বিত দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উহার শীর্ষদেশে কনক-মণ্ডিত চূড়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। যুগযুগান্তর কাল হইতে, প্রতিরাত্রে ঐ চূড়ার উপর পুণ্য অগ্নি জ্বালানো হইয়া থাকে। সাগরস্থ দীপ-স্তম্ভের ন্যায়, তাঞ্জোরের দূর দিগন্ত হইতেও উহা সকলের দৃষ্টিগোচর হয়।

আজ প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ে, শৈলের পদ-প্রান্তস্থ নগরটি অন্য দিন অপেক্ষা আজ যেন একটু বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আগামী কল্য ব্রাহ্মণ-দিগের একটা মহা পূজা-পার্ব্বণের দিন। গত কল্য হইতে উহারা বিষ্ণুপূজার জন্য অসংখ্য হলদে ফুলের মালা প্রস্তুত করিতেছে। রমণীরা, বালিকারা, উৎসবের সাজসজ্জায় ভূষিত হইয়া, যাহার যাহা কিছু উত্তম অলঙ্কার ছিল—বলয়, নথ, কান-বালা—সমস্ত পরিধান করিয়া, তাম্রকলসে জল ভরিবার জন্য, উৎসবের চারিধারে আসিয়া মণ্ডলীবদ্ধ হইয়াছে। শকটের বলদদিগের শিং রং-করা—সোনার গিল্টি করা। তাহাদের কণ্ঠহার, ছোট ছোট ঘণ্টা ও কাচের গুটিকায় বিভূষিত। মালার দোকানদারেরা রাশি রাশি মালা সাজাইয়া রাখিয়াছে—একপ্রকার ছোট ছোট লাল ফুল, বঙ্গীয় গোলাপ, গাঁদা—এই সকল পুষ্প মুক্তার মত গাঁথিয়া, কতিপয়-হার-বিশিষ্ট মালা রচিত হইয়াছে। এই মালাগুলি অজাগর অপেক্ষাও স্থূল। ইহার ঝুলনগুলিও

ফুলের, জরি দিয়া জড়ানো। কল্য যাহারা পূজা-উপলক্ষে আসিবে, এবং মন্দিরস্থ দেবতারা—সকলেই এই হল্‌দে ও গোলাপী রঙের মালাগুলি কণ্ঠে ধারণ করিবে। এই উৎসবের কর্ম্মকর্ত্তারা, আজ প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করিয়া স্বকীয় আবাসগৃহের সম্মুখে ও সযত্নসম্মার্জ্জিত কুট্টিম-ভূমির উপরে, ফুলের ও নানাপ্রকার রেথার নক্সা চিত্র করিবার জন্য ব্যস্ত; একটা ছোট সাদা গুঁড়ার পাত্র হস্তে লইয়া, চিত্র-বিচিত্র নক্সার আকারে সেই গুঁড়া ছড়াইয়া দিতেছে। এই সাদা নক্সাগুলি এমন সুন্দর, এবং নক্সার প্রত্যেক সন্ধিস্থলে হল্‌দে ফুল এমন সুন্দর-ভাবে সন্নিবেশিত যে, রাস্তায় চলিতে আর সাহস হয় না। কিন্তু এইবার বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহার সঙ্গে লাল ধূলাও উড়িয়াছে। ভারতের এই দক্ষিণপ্রদেশে এই ধূলায় সব জিনিস লাল হইয়া যায়। লোকেরা যে এত ধৈর্য্য ধরিয়া চিত্র-বিচিত্র রঙে ভূমি রঞ্জিত করিল, এখন ইহার আর কিছুই থাকিবে না।

নগরের বাড়ীগুলিতে লাল ইটের রং। গৃহ-দ্বারের উপর ত্রিশূল-চিহ্ন অঙ্কিত—সমস্তই খুব নীচু। মোটা-মোটা খাটো দেওয়াল, পোস্তা-গাঁথুনি, খিলান-গাঁথুনি,—এই সমস্ত,'ফ্যারোয়া'দিগের মিসর-দেশকে মনে করাইয়া দেয়। এখানে মনুষ্যালয় অপেক্ষা দেবালয়ই অধিক। প্রত্যেক দেবালয়ের সম্মুখস্থ ত্রিকোণাকার গাঁথুনির উপর ছোট ছোট লালচে রঙ্গের বিকটাকার মূর্ত্তি সন্নিবেশিত, এবং তাহাদিগের সঙ্গে এক-ঝাঁক দাঁড়কাক বসিয়া আছে। তাহারা পান্থদিগের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিতেছে;—কিরূপ শিকার জোটে, পচা-ধসা কিরূপ জিনিস মেলে, তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছে; এই চির-অবারিত-দ্বার প্রত্যেক দেবালয়ের অভ্যন্তরে এক একটি ভীষণ মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত; গজমুণ্ডধারী গণেশের মূর্ত্তিই প্রায় সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। টাট্‌কা হল্‌দে ফুলের রাশি-রাশি মালা তাঁহার কণ্ঠে ঝুলিতেছে;—এই সকল মালায় তাঁহার চারিটি বাহু ও লম্বমান শুণ্ডটি ঢাকিয়া গিয়াছে।

মন্দিরের পর মন্দির; ব্রাহ্মণদিগের স্নানার্থ পুণ্য পুষ্করিণী; প্রাসাদ; বাজার। মুসলমানের মস্‌জিদ্‌ও এই তাল-নারিকেলের দেশে অল্প-স্বল্প প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। এক সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য-দেশে মুসলমানধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীন হইয়াছিল—ইহাই বোধ হয় তাহার কারণ। মস্‌জিদ্‌গুলি সাদাসিধা; গায়ে আরবীয় শিল্পরীতির অনুযায়ী নক্সা-কাটা, সরু-সরু "মিনারের" মাঝখান হইতে উহা আকাশ ফুঁড়িয়া সোজা উঠিয়াছে। যে ধূলা এখানকার সব জিনিস লাল করিয়া দেয়, সেই লাল ধূলা-সত্ত্বেও এই মস্‌জিদ্‌গুলি 'হেজাজে'র মস্‌জিদের মত কোন উপায়ে স্বকীয় তুষার-শুভ্রতা রক্ষা করিয়াছে।

পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় লোকের গতিবিধি—লোকের প্রবাহ চলিয়াছে। কাল উৎসবের দিন; আমি শৈল-মন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মন্দিরের সম্মুখভাগটি নগর ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তিন চারিটি প্রকাণ্ড শৈলস্তূপে মন্দিরটি গঠিত; উহাতে একটুও চাড়্ নাই, ফাটল নাই, জীর্ণতার রেখামাত্রও নাই। এই স্তূপগুলি পরস্পর উপর্য্যুপরিনিক্ষিপ্ত, জন্তুর পার্শ্ব দেশের ন্যায় ঈষৎ বর্ত্তুল, বৃষ্টির জলধারায় মসৃণীকৃত; উহাদের গাত্র এত ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, দেখিলে ভয় হয়। দাঁড়-কাকের মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন;—উহারা অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে ঘোর-পাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে; জটিল-নক্সা-কাটা উচ্চ প্রস্তর-স্তম্ভের মধ্যে, ছোট-ছোট মন্দির-চূড়ার মধ্যে, (সমস্তই ক্ষয়গ্রস্ত ও বহু পুরাতন) একটা প্রকাণ্ড উচ্চ সিঁড়ি শৈলের নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কতকগুলি সুলক্ষণাক্রান্ত পবিত্র হস্তি-শাবক (আরাধ্য হস্তি-বংশ-প্রসূত) প্রবেশ-পথটি প্রায় রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছোট-ছোট ঘণ্টা-গাথা মালায় উহাদের দেহ আচ্ছাদিত। সেই প্রবেশ-পথে উহারা শিশু-সুলভ ক্রীড়াচ্ছলে, আমার গায়ে শুঁড় বুলাইয়া দিল। এইবার আমার আরোহণ আরম্ভ হইল। হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে গিয়া পড়িলাম। সেই সঙ্গে চারিদিক হইতে বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল;—শৈল-গহ্বরের মধ্যে সেই ধ্বনির গভীরতা যেন আরও বৃদ্ধি হইল;—মনে হইতে লাগিল, যেন উহা পাতাল-গর্ভ হইতে নির্গত হইতেছে।

বলা বাহুল্য, আমি এক্ষণে মন্দিরের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি। কত গুপ্ত কক্ষ, কত অলিন্দ, কত প্রবেশ-দালান, কত সিঁড়ি;—ইহার মধ্যে কতকগুলি কেবলমাত্র পুরোহিতদিগের ব্যবহার্য্য;

—এই সিঁড়িগুলি রহস্যময় অন্ধকার ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। প্রত্যেক গুপ্তস্থানে, প্রত্যেক কোণে, এক একটি প্রতিমা অধিষ্ঠিত; কোনটা বা বামনের ন্যায় ক্ষুদ্র, কোনটা বা দৈত্যের ন্যায় বিকটাকার, কিন্তু সবগুলিই কাল-বশে লুপ্তাঙ্গ; কাহারও বা বাহুর অংশমাত্র—কাহারও বা আধখানা মুখ অবশিষ্ট রহিয়াছে।

আমি অদীক্ষিত দর্শক—আমি মাঝের বৃহৎ পথটি দিয়া উপরে উঠিতেছি—সে পথটি সকলেরই নিকট অবারিত। চারিধারে, এক-একটি অখণ্ড প্রস্তরে গঠিত চমৎকার স্তম্ভশ্রেণী—নক্সা ও আকৃতি-চিত্রে সমাচ্ছন্ন; উহাদের তলদেশ এক-মানুষ-সমান উচ্চ—পদঘর্ষণে তেলা ও চিক্‌চিকে হইয়া উঠিয়াছে। কত কত শতাব্দী হইতে এই সকল সঙ্কীর্ণ পথের ছায়ান্ধকারে, কত অগণ্য ঘর্ম্মাক্ত নগ্নগাত্র মনুষ্য অবিরাম চলিয়াছে; এই সকল শৈল-কুট্টিম, তাহাদেরই স্বেদজল গভীররূপে শোষণ করিয়াছে। শৈল-মন্দিরের গায়ে—এমন কি, উহার সোপান-ধাপ ও টালিতে পর্য্যন্ত—কতকাল পূর্ব্বে, লেখাক্ষর ও সাঙ্কেতিক চিহ্ন সকল ক্ষোদিত হইয়াছিল, কিন্তু সে সমস্ত এখন দুর্ব্বোধ ও দুর্নিরূপ্য হইয়া পড়িয়াছে;—বিচরণকারী লোকদিগের পাণিতল ও নগ্ন পদের ঘর্ষণে অতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

প্রথমেই কতকগুলি ভজন-মণ্ডপ; এত জনতা যে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এইখানে ভক্তজন অন্ধকারের মধ্যে বন্দনা গান করিতেছে। আর একটু উচ্চে একটি দেবালয়, 'ক্যাথিড্রাল' গির্জ্জার ন্যায় বিশাল; অরণ্যবৎ স্তম্ভশ্রেণী উপরকার ভীষণ পাষাণ-ভার ধারণ করিয়া আছে। এই মন্দিরে বিধর্ম্মীদিগের প্রবেশাধিকার আছে, কেবল এই নিয়ম যে, প্রবেশ করিয়া আর অধিক অগ্রসর হইতে পারিবে না। এই দেবালয়টি কোথায় গিয়া শেষ হইয়াছে, দেখা যায় না। দূর প্রান্তের বর্ণবিন্যাস ও ক্ষোদিত গুহাগুলি শৈলের নৈশ-অন্ধকারে বিলীনপ্রায়। শুভ্র লোমশ বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি বৃদ্ধের নিকট, কতকগুলি ব্রাহ্মণ-শিশু বেদ-পুরাণাদি পাঠ করিতেছে। শৈল-মণ্ডপের সুঁড়িপথ-গুলিতে, ব্রাহ্মণদিগের আনুষঙ্গিক পূজা-সামগ্রী সকল সংরক্ষিত—মহাপুরুষ, রথ, ঘোড়া, হাতী, (প্রকৃত অপেক্ষা বড়) অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত কত খুঁটিনাটি জিনিস, জমাট-কাগজের উপর—রঙীন কাগজের উপর আঁকা—দেবালয়ের গায়ে, ভঙ্গুর বংশদণ্ডের উপর লট্‌কানো রহিয়াছে। এখানকার জীবকুল উন্মত্তভাবে বংশবর্দ্ধনে ব্যাপৃত। ছোট-ছোট পাখী—চাতক কিংবা চড়াই—মন্দিরের সুঁড়ি-পথগুলিতে নীড়নির্ম্মাণ করিয়া, চিত্রবিচিত্র রঙ্গের অণ্ডে তাহা পূর্ণ করিতেছে, এই সুঁড়ি-পথগুলিতে লোকজন যাতায়াত করিতেছে, পক্ষি-শাবকগুলি চিঁ চিঁ শব্দ করিতেছে, এবং এই ক্ষুদ্র প্রাণীদিগের পরিত্যক্ত পুরীষ, কুট্টিম-প্রস্তরের উপর শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছে;—এই সমস্ত জীবন-উদ্যমের বিকাশে, বিচিত্র বিকটাকার জীবের প্রাচীর-বিলম্বিত চিত্রগুলিও যেন একটু সজীব হইয়া উঠিয়াছে।

এখনও আরও ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই অর্দ্ধ-অন্ধকারের মধ্যে, এই সকল অখণ্ড-প্রস্তরময় মসৃণ প্রাচীরের মধ্যে, মনে হয়, যেন কোন ভূগর্ভস্থ সমাধি-মন্দিরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে, হঠাৎ একটি বাতায়নের মধ্য দিয়া সূর্য্যের কিরণ-চ্ছটা প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিল, তখন নিম্নদেশের দূরস্থ বৃক্ষ ও মন্দিরাদি দেখিতে পাইলাম। আমি আকাশের খুব উচ্চদেশে উঠিয়াছি। কতকগুলি শৈলস্তূপ—শৈলযুগের প্রস্তরবৎ প্রকাণ্ড, পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, বিশ্লিষ্ট ও এক-ঝোঁকা, শুধু স্বকীয় পরমাণুরাশির ভারেই, প্রায় অনাদি-কাল হইতে এক স্থানে দণ্ডায়মান।

আবার একটি দেবালয়; কিন্তু উহাতে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। আমি উহা দ্বারদেশ হইতেই দেখিলাম। এইমাত্র আমি যে স্থানটি ছাড়িয়া আসিলাম, সেখানকার শৈলস্তূপগুলির ন্যায় এই শৈলস্তূপগুলিও পরস্পর উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত, কিন্তু তদপেক্ষা আরও প্রকাণ্ড ও চমৎকারজনক। তা ছাড়া এইগুলি অধিকতর আলোকিত; কেননা ইহার খিলানের গায়ে, স্থানে স্থানে চতুষ্কোণাকার ফাঁক আছে,—যেখান হইতে নীল আকাশ পরিলক্ষিত হয়, এবং সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিয়া, বিচিত্র রঙ্গের অলঙ্কারে বিভূষিত, সোনালি-গিল্টির কাজ-করা, মন্দিরের অংশ-বিশেষের উপর নিপতিত হয়। এই দেবালয়টি—যাহা গগনবিলম্বী বলিলেও হয়—ইহার উপরে কতকগুলি ছাদ আছে;—এই ছাদের উপর

হইতে দেখা যায়,—তাঞ্জোরের সমভূমি দূরদিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত, এবং তত্রস্থ অসংখ্য মন্দির, হরিদ্বর্ণ নারিকেল-কুঞ্জের মধ্য হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে।

এখন কেবল সেই সর্ব্বোপরিস্থ শৈলস্তূপটি আমার দেখিতে বাকি;—একটি অখণ্ড প্রস্তরের সেই স্তূপ, যাহা আদিকালের প্রলয়বিপ্লবে, অত উর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইয়া ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। নিম্নদেশ হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন উহা কোন জাহাজ-"গোলুই"এর অগ্রভাগ, অথবা 'হেল্‌মেট'-শিরস্কের চূড়াপ্রান্ত। এই শৈলের গা বাহিয়া একটা অপরিস্ফুট সিঁড়ি উঠিয়াছে, তাহার ১৮০টা ধাপ—সঙ্কীর্ণ, ক্ষয়গ্রস্ত ও এরূপ ঝোঁকা যে, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়।

উল্লিখিত কনক-কলস-ভূষিত ছাদের উপরেই, প্রতিরাত্রে পুণ্য অগ্নি জ্বালানো হয়, এবং সেইখানেই মন্দিরের মুখ্য পুত্তলিকাটি, একটা প্রকাণ্ড তমসাচ্ছন্ন মণ্ডপের মধ্যে স্থাপিত। যেন কোন বন্য পশুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, এইভাবে মণ্ডপের চারিধার মজবুৎ লোহার গরাদে দিয়া ঘেরা। বিগ্রহটি কৃষ্ণবর্ণ ভীষণ গণেশ—স্বকীয় পিঞ্জরের দূর-প্রান্তে, অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া আছেন।—একেবারে গরাদের ধারে না আসিলে স্পষ্ট দেখা যায় না। ইহার গজকর্ণ ও গজশুণ্ড স্বকীয় লম্বোদরের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার প্রস্তরময় দেহটি, ঈষৎ ছাই-রঙ্গের ছিন্ন মলিন চীরবস্ত্রে আচ্ছাদিত। এই উত্তুঙ্গ ব্যোমমার্গস্থ কারাগৃহে বন্দীর ন্যায় আবদ্ধ থাকিয়াও, ইনি একাকী সেই সর্ব্বোপরিস্থ মন্দিরের মধ্যে রাজত্ব করিতেছেন,—সেখান হইতে, দ্বিসহস্র বৎসর যাবৎ, বাদ্যধ্বনি ও বন্দনা-গান অবিরাম উচ্ছ্বসিত হইতেছে।

আমি এখন মনুষ্য ও পাখীর রাজ্য ছাড়াইয়া বহু উর্দ্ধে আসিয়াছি। নীচে কাকেরা ঘোরপাক দিয়া উড়িতেছে, চীলেরা উধাও হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে—মনে হইতেছে, যেন নিস্পন্দ হইয়া স্থিরভাবে আকাশে ঝুলিতেছে। এই মন্দিরস্থ গণপতি যে প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতেছেন, ঐ প্রদেশটি পূজা-অর্চ্চনায় যেরূপ উন্মত্ত, সমস্ত ভূমণ্ডলে এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। দেবালয়-সমূহ যেন বৃক্ষের ন্যায় চারিদিক হইতে গজাইয়া উঠিয়াছে। চারিদিকেই দেব-মন্দিররূপ লোহিত-কুসুম-রাশি যেন হঠাৎ বনভূমি হইতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাল-নারিকেলের বন হইতে এত মন্দির উঠিয়াছে যে, এই উচ্চস্থান হইতে মনে হয়, যেন তৃণক্ষেত্রের মধ্যে, শৃগালের কতকগুলি আবাসগর্ত্ত রহিয়াছে।

ঐ অদূরে, ২০টা ত্রিকোণাকৃতি প্রকাণ্ড মন্দির-চূড়া—যেন কোন ছাউনিতে কতকগুলি তাঁবু একত্র সাজানো রহিয়াছে। উহা 'শ্রীরামে'র মন্দির। যতগুলি বিষ্ণুমন্দির আছে, তন্মধ্যে ঐটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাল ওখানে মন্দিরের উৎসব-উপলক্ষে লোকেরা ঠাকুর লইয়া মহাসমারোহে রাস্তায় বাহির হইবে—আমি দেখিতে যাইব।

শৈলের ঠিক তলদেশে একটি নগর অবস্থিত—এখান হইতে ঝুঁকিয়া যেন একেবারে উহার উপরে গিয়া পড়া যায়; মনে হয়, যেন কোন একটা রং-চং করা মানচিত্রে রাস্তাসমূহের জটিল নক্সা-জাল অঙ্কিত; বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত মন্দিরের ছড়াছড়ি; কতকগুলি মন্দির খুব সাদা ধব্‌ধবে—তাহাতে একটু নীলের আভা স্ফুরিত হইতেছে। সূর্য্যকিরণ-দীপ্ত দর্পণের ন্যায় পুণ্যতীর্থ-পুষ্করিণীগুলি ঝিকমিক করিতেছে, আর সেই পুষ্করিণী-জলে ব্রাহ্মণেরা প্রাতঃস্নান করিতেছে—মনে হয়, যেন কালো-কালো অসংখ্য মাছি ভাসিতেছে।

ম্যালাবার প্রদেশের ন্যায় এখানেও নারিকেলের রাজত্ব। তথাপি, অনিল-আন্দোলিত এই শাখাপক্ষময় অরণ্যের মধ্যে—যাহা চতুর্দ্দিকে দিগন্তে গিয়া শেষ হইয়াছে—এক একটা বড়-বড় ফাঁক, হলদে দাগের মত দেখা যাইতেছে। এইগুলি শুষ্ক তৃণক্ষেত্র, বর্ষণের অভাবে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই শুষ্কতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, এবং আরও দূর-প্রদেশে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। তাঞ্জোরেও এই দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে।

সুতীব্র জীবন-উচ্ছ্বাস-পূর্ণ বিচিত্র কোলাহল, এইখানে পৌঁছিবামাত্র সব একত্র মিশিয়া যাইতেছে। উৎসবময় নগরের প্রমোদ-কল্লোল, গরুর গাড়ির চাকার শব্দ, রাস্তার ঢাক্-ঢোল ও শানাইয়ের বাদ্য-নির্ঘোষ, চিরন্তন বায়সদিগের কা-কা-রব, চীলদিগের তীব্র চীৎকার, উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত মন্দিরসমূহের স্তবগান, তুরী ও শঙ্খধ্বনি,—এই সমস্ত শৈলদেহে প্রতিহত হইয়া অবিরাম প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শ্রীরাগমের অভিমুখে।

যে পান্থনিবাসে আমি আশ্রয় লইয়াছি, উহা পূর্ব্ববর্ণিত নিঃসঙ্গ শৈলটি হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ, এবং শ্রীরাগমের বৃহৎ মন্দির হইতে তিন ক্রোশ দূরে। ইহা অরণ্যমধ্যস্থিত একটি তরুশূন্য রৌদ্রস্নাত মুক্ত পরিসরের মধ্যে অবস্থিত। এখানে একজাতীয় "লজ্জাবতী" লতা-গাছ আসিয়া তালবৃক্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। উহার পাতা এত অল্প ও এত সূক্ষ্ম যে, উহাতে কিছুমাত্র ছায়া হয় না। চারি দিকেই অবসাদক্লিষ্ট ঝোপঝাড়, শুষ্ক দগ্ধ তৃণরাশি; শুষ্কতা-প্রযুক্ত এক্ষণে ভারতের সমস্ত উত্তরপ্রদেশ, সমস্ত রাজস্থান মরণপথে অগ্রসর; সেই অসাধারণ শুষ্কতার একটু নমুনা যেন এই চির-আর্দ্র চিরশ্যামল দক্ষিণদেশেও আসিয়া পড়িয়াছে।

আমার আবাস হইতে শ্রীরাগমে যাত্রা করিবার সময়, যে নগরটির মাথার উপরে পূর্ব্ববর্ণিত শৈলটি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে—সেই নগরটির মধ্য দিয়া আমাকে যাইতে হইল। তাহার পর, দুই ঘণ্টাকাল গাড়িতে তাল প্রভৃতি তরুপুঞ্জের নীচে দিয়া কতকগুলি মন্দিরের নিকট উপনীত হইলাম। এই মন্দিরগুলি বলিতে গেলে, আসল মন্দিরটির পূর্ব্বোদ্যোগমাত্র।

এই মন্দিরগুলি বিভিন্ন যুগের ও বিভিন্ন আকারের।—ইহারা যেন সাদাসিধা ও ক্ষোদিত বিবিধ প্রস্তরের উদ্দাম বিলাসলীলা। ভক্তগণ সাগ্রহে ও উৎসাহভরে এখানে আসিয়া ফুল ও ফুলের মালা রাখিয়া যাইতেছে। এ মালাগুলি কল্যকার উৎসবের জন্য;—অতি অপূর্ব্ব। প্রত্যেক প্রবেশপথে, প্রত্যেক তোরণপ্রকোষ্ঠে, বিষ্ণুদেবের (মহাদেবের?) ভীষণ ত্রিশূলগুলি সাদা ও লাল রঙে টাট্‌কা রং করা হইয়াছে। এই সকল নন্দীদিগেরও ললাটে ত্রিশূলচিহ্ন অঙ্কিত। এখানকার কোনও কোনও তালবন বিষ্ণুদেবের উদ্দেশে বিশেষরূপে উৎসর্গীকৃত, এবং বিষ্ণুদেবেরই নিজস্ব রঙে অনুলিপ্ত। স্তম্ভের ন্যায় মসৃণ প্রত্যেক বৃক্ষকাণ্ড সাদা ও লাল রঙে রঞ্জিত;—কোথায় যে মন্দিরের শেষ ও বনের আরম্ভ, তাহা বুঝা দুষ্কর। সমস্ত প্রদেশটিই যেন একটি বিশাল ভজনালয়।

অবশেষে আসল মন্দিরে আসিয়া পৌঁছিলাম। মন্দিরটি প্রকাণ্ড, এবং উহার সাতটি ঘের। প্রথম ঘেরটির পরিধি তিন ক্রোশ। উহার মধ্যে ২১টি মন্দির;—মন্দিরের চূড়াগুলি ৬০ ফুট পরিমাণ—আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে।

মন্দিরগুলির প্রকাণ্ডতা ও প্রাচুর্য্যের মধ্যে যেন আত্মহারা হইয়া যাইতে হয়; উহাদের আত্যন্তিক বহির্বিকাশে অন্তরাত্মা যেন ক্লিষ্ট হইয়া পড়ে। উহাদের আকার এত বৃহৎ, এবং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যও এত প্রচুর যে, তৎসমস্ত মনোমধ্যে ধারণা করা দুষ্কর। ভারতবর্ষ-সম্বন্ধে যাহা কিছু পাঠ করা গিয়াছিল, যাহা-কিছু জানি বলিয়া বিশ্বাস ছিল, পরীস্থানের নাট্যদৃশ্য ইতঃপূর্ব্বে যাহা-কিছু দেখিয়াছিলাম, সমস্তই এই চমৎকারজনক দৃশ্যের নিকট হার মানে। ভারতবর্ষীয় পুষ্পের নিকট আমাদের ছোট ছোট সুন্দর ফুলগুলি যেরূপ,—এই সকল লাল পাথরের রাশি-রাশি প্রকাণ্ড স্তূপের নিকট, এই সকল বিংশতিবাহু বিংশতিমুখ দেবতাদিগের নিকট, আমাদের সাদাটে রঙ্গের ছোট-ছোট প্রস্তরে গঠিত, "সেণ্ট" ও "এঞ্জেল" ভূষিত ক্যাথিড্রাল গির্জ্জাগুলিও তদ্রূপ।

প্রথম ঘেরটি যার-পর-নাই বিরাট প্রকাণ্ড; উহা মন্দিরের অন্যান্য অংশ নির্ম্মিত হইবারও বহুপূর্ব্বে বিরচিত—কোনও দুর্জ্ঞেয় পুরাকালের সামিল বলিয়া মনে হয়। কোন এক যুগের লোকেরা "ব্যাবেল" মন্দিরের মত একটা প্রকাণ্ড মন্দির এখানে নির্ম্মাণ করিবে বলিয়া কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু মন্দিরটি সমাপ্ত না হইতে হইতেই, তাহাদের কল্পনা-বহ্নি বোধ হয় নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। যে তোরণের মধ্য দিয়া এই ঘেরের ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়, উহার খিলান ৪০ ফুটের ঊর্দ্ধে বিলম্বিত; এবং উহা ১৩।১৪ গজ পরিমাণ—দীর্ঘ অখণ্ড প্রস্তরসমূহে নির্ম্মিত। উহার শীর্ষদেশে একটি ত্রিকোণাকৃতি অসমাপ্ত চূড়ার তলদেশের নিদর্শন এখনও দৃষ্ট হয়। ঐ চূড়া সমাপ্ত হইলে, একটা ভীষণ প্রকাণ্ড অসম্ভব ব্যাপার হইয়া উঠিত, সন্দেহ নাই। সমস্তই তাম্রবৎ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত, এবং উহার ক্ষোদাই-কাব্যখচিত আলিসার উপর কতকগুলি পবিত্র টিয়া-পাখী সপরিবারে বাস করে;—মনে হয়, যেন উহাতে উজ্জ্বল সবুজের কতকগুলি দাগ পড়িয়াছে।

তোরণগুলির অপর দিকে, মন্দিরের উদার

প্রশস্ত বীথিসমূহ প্রসারিত; ক্রমপরম্পরাগত অন্যান্য ঘেরগুলির মধ্য দিয়া এই সমস্ত বীথিগুলি বরাবর চলিয়া গিয়াছে। উহাদের দুই ধারে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিবিধ ইমারৎ, মেছো-পুষ্করিণী, বাজার, কুলুঙ্গীর মধ্যে আসীন বিবিধ দেবমূর্ত্তি, উচ্ছ্রিত-স্তম্ভ প্রস্তরগঠিত দ্বারহীন সেকেলে-ধরণের মণ্ডপগৃহ;—এই মণ্ডপগৃহের থাম-গুলি ভারতীয় ধরণের—চতুর্ম্মুখী; খিলানপার্শ্বের 'ঠেস্'-স্বরূপ, থামের মাথা-গুলি কতকগুলি বিকটাকার মূর্ত্তিতে গঠিত।

প্রত্যেক ঘেরের তোরণের মাথার উপর সেই একেই রকম, বর্ণনাতীত, গুরুভার ত্রিকণাকৃতি চূড়া—৬০ ফুট উচ্চ। ১৫ "থাক্" প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমূর্ত্তি সারি সারি উপর্য্যুপরি স্থাপন করিয়া এই চূড়াটি নির্ম্মিত হইয়াছে। ত্রিদিববাসিগণ অযুত চক্ষু দিয়া উপর হইতে অবলোকন করিতেছেন—অযুত অঙ্গের বিবিধ ভঙ্গী করিতেছেন! কতক-গুলি দেবতা স্বীয় দেহের উভয় পার্শ্ব হইতে বিংশতি বাহু হাত-পাখার মত প্রসারিত করিয়া আছেন। তাঁহাদের মাথায় মুকুট, হস্তে অসি, বিবিধ প্রকারের সাঙ্কেতিক পদার্থ, পদ্মফুল, অথবা নরমুণ্ড। তাঁহাদের ঘন পংক্তির মধ্যে নানা প্রকার কাল্পনিক পশু ও পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি ভাবে রহিয়াছে;—অসম্ভব-বৃহৎ পুচ্ছধারী ময়ূর অথবা পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গ। তা ছাড়া, পাথরগুলা এমন ভাবে উৎকীর্ণ—এরূপ গভীরভাবে ক্ষোদিত যে, প্রত্যেক প্রধান ও আনুষঙ্গিক মূর্ত্তি, সমগ্র মূর্ত্তিসমষ্টি হইতে যেন স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়;—যেন উহাদের প্রত্যেককে পৃথক্ করিয়া খুলিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সমস্ত মূর্ত্তি-সংঘাত আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং ক্রমশঃ সরু হইয়া, সুতীক্ষ্ণ শূলাগ্রের ন্যায়, সারি-সারি কতক-গুলি বিন্দুমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমস্ত পদার্থ, সমস্ত জীবজন্তু, সমস্ত নগ্নমূর্ত্তি, সমস্ত ভুবন, একই অপরিবর্ত্তনীয় রঙ্গে রঞ্জিত। কত কত শতাব্দীর সহিত যুঝাযুঝি করিয়া এই রংটি স্বকীয় উজ্জ্বলতা এখনও পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছে। এখানে রক্ত-লোহিত বর্ণেরই প্রাধান্য। দূর হইতে দেখিলে, প্রত্যেক চূড়াই লাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু কাছে আসিলে, অন্য রঙ্গেরও মিশ্রণ দৃষ্ট হয়;—উহাতে সবুজ, সাদা ও সোনালি রঙ্গের মিশ্রণ রহিয়াছে।

দেবকার্য্যে নিযুক্ত যে সকল ব্রাহ্মণ অতীব শুদ্ধাচারী, তাঁহারাই মন্দিরের শেষ ঘেরটির মধ্যে সপরিবারে বাস করিবার অধিকারী। এই শেষ তোরণের উভয় পার্শ্বে কতকগুলি জীবন্ত হস্তী প্রস্তর-চাতালের উপর শিকল দিয়া বাঁধা। এই বৃদ্ধ হস্তী-গুলি অতীব পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এখন ইহারা আনন্দে বৃংহিতধ্বনি করিতেছে; ভক্তগণ-প্রদত্ত তরুণ বৃক্ষের ডালপালা চর্ব্বণ করিতেছে। যেমন এক দিকে অসংখ্যমূর্ত্তি-সমন্বিত এই সমস্ত গুরুভার মন্দিরচূড়ার গম্ভীর মহিমা, তেমনই আবার চতুষ্পার্শে কতকগুলা নিতান্ত গ্রাম্য জিনিস থাকায় বড়ই বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়; কতকগুলি চালা-ঘর, কতকগুলি ছোট ছোট সেকেলে শকট, আদিম-কালের শ্রমকার্য্যোপযোগী কতকগুলা সামগ্রী ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। এই পুরাতন প্রাকারের পাদদেশে সমস্তই ভগ্ন—চূর্ণ, সমস্তই বিলুপ্তমুখশ্রী। না জানি, কোন্ সুদূর অতীতের নৃশংস বর্ব্বরতা এই প্রাকারটির উপর ধ্বংসের ছাপ রাখিয়া গিয়াছে।

সূর্য্য অস্তগত। দ্বারদেশ পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিব—সে সময় আর নাই। গুরুভার প্রস্তর-খিলানের নিম্নে, মন্দিরের অফুরন্ত মণ্ডপগুলির মধ্যে সন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। তবে যে আমি প্রবেশ করিতেছি, সে কেবল কল্যকার রথযাত্রার কথা মন্দিরপুরোহিতদিগের নিকট জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত। ক্ষুদ্র চলন্ত ছায়ামূর্ত্তিবৎ ঐ সকল পুরো-হিত তন্ত্রশ্রেণীর অসীমতার মধ্যে কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে।

উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া আমি যে কথা জানিতে পারিলাম, তাহা অতীব অস্পষ্ট ও পরস্পর-বিরোধী। যথা,—"বিষ্ণুদেবের রথযাত্রা আজ রাত্রেই, কিংবা আরও বিলম্বে আরম্ভ হইবে। দিন-ক্ষণের উপর, তিথি-নক্ষত্রের উপর সমস্তই নির্ভর করিতেছে।" * * * আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, উহাদের ইচ্ছা নয়, আমি এই উৎসবে যোগ দিই।

এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর দেওয়ালের ধারে ধারে দুই-সারি অদ্ভুত বিচিত্র ব্যাঘ্র, এবং স্বাভাবিক অপেক্ষা বৃহৎ রোষদীপ্ত অশ্ববৃন্দ অঙ্কিত—এইরূপ একটি গভীরনিনাদী সরু পার্শ্ব-দালানের মধ্যে, একজন অতীব সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ পুরো-হিতের নিকট আমি সমস্ত অবগত হইলাম। তিনি

লিলেন, এই উৎসব, নিশ্চয়ই কাল সূর্য্যোদয়সময়ে হবে, এবং যদি এই উৎসব দেখিতে হয়, তাহা হলে আমাকে এইখানেই রাত্রিযাপন করিতে হইবে।

আমি তৎক্ষণাৎ গাড়িতে উঠিয়া ক্ষুৎপিপাসা-নিবৃত্তির জন্য আমার বাসায় গেলাম, এবং রাত্রি যাপন করিবার নিমিত্ত আবার মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম।

কিছু আহার করিয়া পান্থশালা হইতে যখন বাহির হইলাম, তখন মধুর চন্দ্রমা রজতকিরণ বর্ষণ করিতেছেন। এই কিরণচ্ছটা এত শুভ্র যে, মনে হয় যেন, তৃণশূন্য নগ্ন ভূমির উপর—সুধালিপ্ত প্রাচীরের উপর—অজস্র তুষারপাত হইতেছে।

আমাদের শীতদেশীয় বৃক্ষের ন্যায়, চতুর্দ্দিকস্থ লজ্জাবতী লতাগাছের মধ্যে, চন্দ্রের পাণ্ডুর কিরণ স্রোতোভাবে প্রবেশ করিয়াছে। কেননা, উহার শাখাপল্লব অতীব বিরল ও সূক্ষ্ম—প্রায় দৃষ্টির অগোচর। নরম পালকের থোপ্‌নার মত, উহাদের ছোট ছোট ফুলগুলিও যেন পড়ন্ত তুষারকণার অনুকরণ করিতেছে—ভূতলস্থ জমাট হিমকণার অনুকরণ করিতেছে। মনে হয় যেন, শীতপ্রধান উত্তর-দেশের একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এই অত্যুষ্ণ দেশে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এখন আর আমি কিছুতেই বিস্মিত হই না—কেননা, এ দেশে যাহাই দেখি, তাহাই অপূর্ব্ব,—সমস্তই যেন বিচিত্র ছায়া-চিত্রপরম্পরা,—সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল মৃগতৃষ্ণিকা।

কিন্তু এই শীতের বিভ্রমটি ক্ষণিক; কেননা, এই শুষ্ক তৃণহীন ভূমিখণ্ড হইতে বাহির হইবামাত্র, বৃহৎ তালজাতীয় বৃক্ষের, বটবৃক্ষের, Bindweed বৃক্ষের পরিস্ফুট ছায়াতলে আসিয়া উপনীত হইলাম।

এই সময়ে উৎসব-দীপাবলীর আলোকচ্ছটায় নগরটি উদ্ভাসিত। সমস্ত অবারিত মন্দিরগুলি, এমন কি, আলমারীর ন্যায় সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্রতম মন্দির-গুলিও, ছোট ছোট প্রদীপে ও হলদে ফুলের মালায় সুসজ্জিত। শ্রীরাগমের অভিমুখে আমার গাড়ি ছুটিয়া চলিয়াছে; একটার পর একটা কত দৃশ্যই আসিতেছে, কিন্তু সমস্তই পরস্পরের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। * * *

আবার এই সময়েই "রামদানে"র মাস; সুতরাং মুসলমানের মধ্যেও এখন উৎসব আরম্ভ হইয়াছে! যে মস্‌জিদ্‌টির সম্মুখে তূরীভেরী-বাদ্যের সহিত, নানা রঙ্গের অসংখ্য উষ্ণীষ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই মস্‌জিদ্‌টি অসংখ্য প্রজ্বলিত দীপকাঠিতে আচ্ছন্ন। পরিদৃশ্যটি আরও সম্পূর্ণ করিবার জন্যই যেন সাদা প্রাচীরগুলি, স্তম্ভশ্রেণী, লতাপাতা-অঙ্কিত আরবী-ধরণের নক্সাদি, প্রজ্বলিত দীপাবলী,—সমস্তই একটি লাল রঙ্গের সূক্ষ্ম মল্‌মল্‌-বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত; তাহাতে মস্‌জিদ্‌ একটু ঘোর-ঘোর-ভাব ধারণ করিয়াছে; উহাতে গোলাপী রঙ্গের ছায়া পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে, যেন মস্‌জিদ্‌টি আরও একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে; সমস্ত বস্তুর আকারে ও দূরত্বে যেন এক প্রকার অস্পষ্ট অনিশ্চিত-ভাব আসিয়া পড়িয়াছে; কেবল মস্‌জিদ্‌টির ঈষৎ-নীলাভ তুষারধবল "মিনার" চূড়াগুলি ও গম্বুজটি এই রঙীন বস্ত্রের মধ্য হইতে মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে—উহাদের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ধ্বজাগ্রগুলি চন্দ্রালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; এবং সমস্ত মিলিয়া একসঙ্গে তারকা-খচিত আকাশের অভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে।

রথযাত্রার আয়োজন।

এই ত আমি শ্রীরাগমে আবার ফিরিয়া আসিলাম। এখন রাত্রি। সম্মুখে বৃহৎ বিষ্ণুমন্দিরের প্রাচীর। যেখানে কেবল ব্রাহ্মণেরা বাস করে—ইহা সেই গণ্ডীর মধ্যে অধিষ্ঠিত, এবং আমি এক্ষণে বীথির সেই অংশে উপস্থিত হইয়াছি, যেখান হইতে সমস্ত মন্দিরটি প্রদক্ষিণ করা যায়! এইখানে চন্দ্রালোকে রথটি অপেক্ষা করিতেছে। উহার উপর একপ্রকার সিংহাসন কিংবা একপ্রকার চূড়া-বিশিষ্ট মঞ্চ;—উহার গায়ে লাল রঙ্গের, পাণ্ডু রঙ্গের রাংতা ঝক্‌মক্ করিতেছে; উহার ছাদ, মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত ও বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত। ঐ সমস্তের তলদেশে যে আসল রথটি অবস্থিত, উহা ব্রাহ্মণ-ভারতের ন্যায় পুরাতন;—উহা উৎকীর্ণ কাষ্ঠফলকসমূহের একটা গুরুভার প্রকাণ্ড স্তূপ;—এরূপ প্রকাণ্ড যে, মনে হয় না, উহাকে কেহ কখন নড়াইতে পারে। কিন্তু এই বিভূষিত স্তূপটি—এই ঝক্‌মকে অতি প্রকাণ্ড চূড়া-সমন্বিত মঞ্চটি আজ বেশ শোভনভাবে স্থাপিত হইয়াছে। এখন উহাকে, রেশম ও রাংতায়-ঢাকা বাঁশের কাঠামে কাগজ-মোড়া খুব হাল্কা অথচ

একটা জম্‌কালো জিনিস বলিয়া মনে হইতেছে। রথের চারিধারে দলবদ্ধ হইয়া যে সকল শুক্ল-বেশ-ধারী লোক দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের উপর চাঁদের কিরণ পড়িয়াছে ;— এই সকল ভারতবাসী রাত্রি-কালে প্রায়ই সূক্ষ্ম মল্‌মল্‌-বস্ত্রে স্বকীয় গাত্র ও মস্তক আবৃত করিয়া উপচ্ছায়ার ন্যায় বিচরণ করে ; কিন্তু যেন চন্দ্রালোক ও যথেষ্ট নহে, উহারা আবার মশাল লইয়া আসিয়াছে। কেননা, বিকট বিরাট কূর্ম্ম-সদৃশ এই রথটির গায়ে, বৎসরের মধ্যে একবার চাকা লাগাইবার জন্য উহাদিগকে আজ বিশেষরূপে খাটিতে হইবে। এই রথচক্রগুলি, উচ্চতায় মনুষ্যের অর্দ্ধ-শরীর ছাড়াইয়া উঠে ; এই চক্রগুলি পুরু কাষ্ঠফলকের দুই তবকে নির্ম্মিত ; কাষ্ঠফলকগুলি উল্টা-উল্টিভাবে সন্নিবেশিত, এবং লোহার প্রেক্‌ দিয়া আবদ্ধ। ইতিমধ্যেই উহারা রথ টানিবার রশি ভূমির উপর লম্বা করিয়া বিছাইয়া রাখিয়াছে ; এই রশি রক্ষার-জঙ্ঘার ন্যায় স্থূল ; বিরাট রথ-বস্তুটি নাড়াইবার জন্য তিন চারি শত উন্মত্ত লোক এই রশিতে আপনাদিগকে জুড়িয়া দিবে।

এই সময়ে মন্দিরটি—এই প্রস্তররাশির প্রকাণ্ড স্তূপটি একেবারেই জনশূন্য, নৈশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, শব্দগভীরতায় ভীষণ। জনপ্রাণী নাই, কেবল পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থানের কতকগুলি ব্রাহ্মণ উৎসব উপলক্ষে আসিয়া এইখানে আশ্রয় লইয়াছে ; এবং সাদা চাদর মুড়ি দিয়া, সানের উপর সটান পড়িয়া মড়ার মত ঘুমাইতেছে। দূর-দূরান্তরে লম্বমান মিটমিটে প্রদীপগুলা জ্যোৎস্নালোকের সহিত যেন পালা করিয়া, পুত্তলিকা-সমূহের ও স্তম্ভারণ্যের অনন্ততা আরও বর্দ্ধিত করিতেছে।

যে বীথি-পথটি দিয়া কাল প্রভাতে রথযাত্রা আরম্ভ হইবে, উহা মন্দিরের ভীষণ দন্তুর প্রাকারের চারিধার দিয়া গিয়াছে। এই প্রশস্ত সরল পথটি, প্রাকার ও ব্রাহ্মণদিগের পুরাতন গৃহ-সমূহের মধ্য দিয়া চলিয়াছে ; ছোট ছোট থাম, বারান্দা, বিকট-প্রস্তর-মূর্ত্তি-বিভূষিত সোপান-ধাপ—এই সকলের জটিল মিশ্রণে গৃহগুলি পূর্ণ। পথটি আজ সজীব হইয়া উঠিয়াছে ; কেননা, আজ রাত্রে প্রায় কেহই নিদ্রা যাইবে না। এই সকল শুভ্র-বসন-ধারী লোকেরা দলে দলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; মনে হইতেছে যেন, চন্দ্রমার বিরাট ছায়া-মূর্ত্তিখানি উহারা প্রত্যেকে আংশিকভাবে নিজ নিজ দেহে প্রকটিত করিতেছে, এবং দেব ও পশুসমূহের "পিরা-মিড"—সেই প্রকাণ্ড বিরাট গুরুভার বিষ্ণু-মন্দিরের কৃষ্ণবর্ণ চূড়াগুলি সর্ব্বোপরি রাজত্ব করিতেছে। উচ্চবর্ণের রমণীরা, বালিকারা, গৃহ হইতে বাহির হইতেছে ; যে ভূমিখণ্ড চষিয়া—গভীর মাটি খুঁড়িয়া, বিষ্ণুদেবের রথ কাল যাত্রা করিবে, সেই পুণ্যভূমিকে চিত্রিত ও অলঙ্কৃত করিবার জন্য, উহারা স্ব স্ব গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া চলা-ফেরা করিতেছে ; সচরাচর উহারা প্রাতঃকালেই ঐ লাল মাটি বিচিত্র-রঙ্গের রেখায় অঙ্কিত করে ; রথটি খুব প্রত্যূষেই যাত্রা করিবে। আজ রাত্রিটি কি পরিষ্কার ! এই চাঁদের আলোয় দিনের মত সমস্ত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। আর এই রমণীদিগের নিকট—এই বালিকাদিগের নিকট এত যুঁই-ফুলের মালা রহিয়াছে—এত ফুলের হার তাহাদের কণ্ঠে ঝুলিতেছে যে, মনে হয়, যেন তাহারা সুগন্ধী ধূপাধার সঙ্গে করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে।

ঐ দেখ একজন নবযুবতী—গঠনটি বেশ ছিপ্‌-ছিপে—জরির-কাজ-করা কালো রঙ্গের মলমল-শাড়ী পরিয়াছে ; দেখিতে এমন সুশ্রী যে, না ইচ্ছা করিয়াও, তাহার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইতে হয়। যতবার সে মাটির দিকে নীচু হইতেছে—যতবার সে উঠিতেছে, ততবারই তাহার বাহু ও চরণদ্বয় হইতে নূপুর-বলয়ের মধুর ঝঙ্কার শ্রুত হইতেছে ; যে সকল মনঃকল্পিত নক্সা সে ভূমির উপর আঁকিতেছে, তাহাতে তাহার অপূর্ব্ব কল্পনা-লীলার পরিচয় পাওয়া যায়। * * * আজিকার রাত্রে যে ব্যক্তি আমার প্রদর্শক, তাহার নাম "বেল্লনা"—উচ্চবর্ণের লোক ; স্ত্রীলোকটির সহিত সে সাহস করিয়া কথা আরম্ভ করিয়া দিল, এবং আমার হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল—তাহার সাদা গুঁড়া আমাকে সে কিছু দিতে পারে কি না,—যদি দেয়, তাহা হইলে আমিও তাহার গৃহের সম্মুখস্থ ভূমিটি চিত্রিত করিয়া দিই। সে একটু মুচকি হাসিয়া সঙ্কোচের সহিত তাহার চূর্ণাধারটি আমার নিকট পাঠাইয়া দিল, সে-স্বয়ং আমার হস্ত স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইল। আমার হস্ত হইতে কিরূপ নক্সা বাহির হয়, দেখিবার জন্য কুতূহলী হইয়া, এই সকল উপচ্ছায়াবৎ শুভ্রবসনধারী লোকেরা আমার চারি দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

বিষ্ণুর সাঙ্কেতিক চিহ্নটি আমি অতি পরিপাটী-পে লাল মাটির উপর চিত্রিত করিলাম। তখন বস্ময় ও মমতা-সূচক অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি চারিদিক ইতে সমুত্থিত হইল, তখন সেই রূপসী ভারত-লনা স্বয়ং সেই চূর্ণাধারটি আমার হস্ত হইতে করিয়া লইল; এমন কি, তাহার কল্পিত নক্সা-চনার কাজে আমাকে সহকারী করিতেও সম্মত ইল :—চারিধারে গোলাপ-ফুলের ও তারার নক্সা াটিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যবিন্দুতে এক একটি biscus ফুল বসাইয়া দিতে হইবে।—ইহাই াহার কল্পনা।

যাহা হউক, আমাকে সে যে স্পর্শ করিল, তাহার কে ইহা একটা খুব দুঃসাহসের কাজ সন্দেহ নাই। কটা অবিবেচনার কাজ করিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া ামার সহিত জড়িত কোন কষ্টকর স্মৃতি তাহার নে থাকিয়া না যায়, এবং তাহার নিকট হইতে ন্ততঃ শিষ্টাচার-সম্মত একটি বিদায়-দৃষ্টিও যাহাতে ামি লাভ করিতে পারি—এই হেতু, এই সময়ে ামি সরিয়া পড়াই শ্রেয় মনে করিলাম।

ও-দিকে উজ্জ্বলপ্রভ চূড়াসমন্বিত কনক-পত্র-ণ্ডিত বিষ্ণু-রথের চারিধারে, শুক্লবসনধারী লাকেরা দলে-দলে সম্মিলিত হইয়াছে। দ্বিপ্রহর াত্রি আগতপ্রায়। এইবার কি একটা রহস্য-্যাপার অনুষ্ঠিত হইবে, তাহারই আয়োজন হই-তেছে। আমার তাহা দেখিবার অধিকার নাই। ৎসব-ঘণ্টা এবং জাঁকজমক বর্দ্ধিত করিবার জন্য ড় বড় সুলক্ষণ হস্তী (তন্মধ্যে একটির বয়স শতবর্ষ) থের নিকট আনা হইয়াছে; উহারা জরির সাজে সজ্জিত হইয়া চন্দ্রালোকে শরীর দুলাইতেছে—মনে ইতেছে, যেন প্রকাণ্ড কতকগুলা কাদার ঢিবি। ই ঘোর নিশাকালেও বৃহৎ ছত্র সকল উদ্ঘাটিত ইয়াছে—ছত্রের প্রান্তদেশে তাঁবার চাকৃতি। ষ্টাদশবর্ষীয় একদল ব্রাহ্মণযুবক ত্রিশূলের অনু-করণে নির্ম্মিত ত্রিশাখা-বিশিষ্ট কতকগুলা মশাল ইয়া উপস্থিত হইল।

এইক্ষণে যে রহস্যব্যাপারটি অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা ই :—ইতর-সাধারণের অদর্শনীয় সেই পবিত্র াঙ্কেতিক বিগ্রহটিকে—শ্রীরাগমের সেই অনন্য-াধারণ প্রকৃত বিষ্ণুমূর্ত্তিটিকে আজ মন্দিরের পশ্চাদ্-াগে—সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র যে স্থান—সেই নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া যাওয়া হইবে। এই বিগ্রহটি বিশুদ্ধ স্বর্ণে গঠিত,—পঞ্চশীর্ষ ভুজঙ্গের উপর শয়ান। রথের সম্মুখে একটি মঞ্চের উপর প্রাচীন ধরণের একটি মন্দিরাকার গৃহের অভ্যন্তরে স্থাপিত হইবে; গৃহটি এই উদ্দেশ্যেই বিশেষরূপে নির্ম্মিত; বিগ্রহের পাদ-দেশে দীপমালা জ্বলিবে, এবং পুরোহিতেরা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া থাকিবে। তাহার পর কল্য প্রভাতে, যাত্রোৎসবের সময়ে, বিগ্রহটিকে ঐ মন্দির-গৃহের একটা জানলার ভিতর দিয়া বাহির করিয়া রথের উপর মন্দির-চূড়ার ন্যায় একটা চন্দ্রাতপের নীচে —বসান হইবে। বিগ্রহটি উহার ভিতর প্রচ্ছন্ন থাকিবে। পূর্ব্বোক্ত মন্দিরগৃহে ফিরিবার সময় যতবার এই শ্রীরাগমের বিষ্ণুমূর্ত্তি বীথিটি পার হইবে,—বলা বাহুল্য, ততবারই উহাকে কাপড় দিয়া খুব ঢাকিয়া লইয়া যাইতে হইবে। কাপড় দিয়া ঢাকা হউক বা না হউক, সে একই কথা; কেননা, যাহাতে অদীক্ষিত ব্যক্তিগণ বিগ্রহটিকে দেখিতে না পায়, এই জন্য উহাকে রাত্রিতেই গৃহা-স্তরিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ বৎসর, পূর্ণিমা-তিথিতে উৎসবের দিনটা পড়ায়, লোকেরা আমাকে দূরে সরিয়া যাইতে বলিল; কারণ, আমিই এখানে একমাত্র বিধর্ম্মী; আর বাস্তবিকই রাত্রিটা খুব পরিষ্কার।

তখন আমি, অন্য ব্রাহ্মণ পথিকদের ন্যায়, মন্দিরের অভ্যন্তরেই (যে প্রস্তরময় গলির উপর দিয়া রথ চলিবে, তাহা হইতে অবশ্য বহুদূরে) শয়ন করিয়া সূর্য্যোদয়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগি-লাম। চারিদিক ঘোর নিস্তব্ধ; সেখানকার শৈত্য প্রায় যেন গোরস্থানের ন্যায় স্থিতিশীল। মধ্যে মধ্যে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে লোকেরা নগ্নপদে অতি সাবধানে মন্দিরের সানের উপর যাতায়াত করি-তেছে। প্রার্থনা-মন্ত্রাদির অস্ফুট গুঞ্জন শুনিতে শুনিতে মন্দিরের সেই শব্দযোনি খিলানমণ্ডলের নীচে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম! * * *

রথযাত্রা

কা! কা!—একটা কাক উষাকে অভিবাদন করিয়া, এবং আমার চতুর্দ্দিকে নিদ্রিত গলিত-দ্রব্যভোজী শত-সহস্র কাককে প্রথম সঙ্কেত জ্ঞাপন করিয়া, আমাকে জাগাইয়া দিল। এই গভীর

খিলান-মণ্ডলের প্রতিধ্বনিকারী প্রস্তরারণ্য,—ঐ অশুভ-বায়স-সঙ্গীতকে আরও যেন বাড়াইয়া তুলিল। এই বায়সেরা মন্দিরেরই কুলুঙ্গিতে বাস করে। কেননা, ইহারাও একটু পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। এই প্রতিধ্বনির বিরাম নাই—চতুর্দ্দিকেই ইহার পুনরাবৃত্তি হইতেছে। মন্দিরের প্রস্তরময় বীথিগুলির শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত এবং উচ্চ নিম্ন সমস্ত দালানে, আমার চতুর্দ্দিকে, পাকচক্রাকারে ঐ শব্দ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অথচ কাকগুলা আমার নিকট অদৃশ্য। সমস্ত মন্দির এই কা-কা রবে অনুরণিত। মন্দিরের পবিত্র ছায়াতলে যে সকল দেবতা বাস করেন—এই প্রাভাতিক অভ্যর্থনা-গীতি তাঁহাদের চিরপ্রাপ্য।

শেষদীপটি পর্য্যন্ত নিভিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমা আর কিরণ বর্ষণ করিতেছেন না। গতকল্য অপেক্ষা আজিকার রাত্রি এই মন্দিরে যেন আরও ঘনীভূত। শীঘ্রই প্রভাত হইবে—ইহা বুঝিবার জন্য বিহঙ্গ-সুলভ তীক্ষ্ণদৃষ্টির প্রয়োজন। মন্দিরের সানগুলি গোরস্থানের ন্যায় আর্দ্র, সেই জন্য শৈত্য-বিভ্রম উপস্থিত হইতেছে। কিছুই দেখা যায় না। কদাচিৎ দুই একটি অপরিস্ফুট আলোকচ্ছটা,—(যে অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন, তাহা অপেক্ষা কিছু কম অন্ধকার, এইমাত্র)—দুই একটি ক্ষীণ রশ্মি, খিলানমণ্ডলের বায়ুরন্ধ্র দিয়া—ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিতেছে। পরে বিভিন্ন দিক্ হইতে, এই কা-কা-রবের সহিত পালোকের 'ফর্‌ফর্' শব্দ, ডানার 'ঝটাপট' শব্দ সংযোজিত হইল। এইবার কৃষ্ণবর্ণের পিণ্ডগুলা উড়িয়া যাইবে।......

এইবার আলোক আসিয়াছে!.........এ দেশে আলোক যেমন শীঘ্র চলিয়া যায়, তেমনই আবার শীঘ্র আইসে,.........এত শীঘ্র যে, নাট্যবিভ্রম বলিয়া মনে হয়। সুদূরপ্রসারিত স্তম্ভশ্রেণী পাণ্ডুর স্বচ্ছতায় অনুরঞ্জিত হইল;—উহা এত স্বচ্ছ যে, মনে হয়, বুঝি দূরস্থ বস্তুর ছায়াপাত হইয়াছে। ধূসরবর্ণ পাতলা রেশমী কাপড়ের অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়া, স্পর্শাতীত বিবিধ শোভন ছবির ছায়াবাজি যেন দৃষ্ট হইতেছে। মন্দির-দালানের বিভিন্ন প্রকাণ্ড বিভাগগুলি নেত্রসমক্ষে প্রকাশিত হইল; দালানের চতুষ্পথগুলি শেষ প্রান্তে মিলাইয়া গেল। আমার পশ্চাদ্ভাগে, যেখানে গতকল্য সায়াহ্নে এক জন পুরোহিতের নিকট রথযাত্রা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম, সেই রৌদ্রদীপ্ত-বিকটাকার-জন্তু-চিত্রময় বীথিটিতে সেই জন্তুদের ছায়া-ছবি আবার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। যে সকল নরমূর্ত্তি ভূতলে শুইয়াছিল, সেই সকল মলমল-বস্ত্র-পরিহিত মূর্ত্তিগুলি খাড়া হইয়া উঠিল;—বাহুদ্বয় প্রসারিত করিয়া, পশ্চাতে শরীর হেলাইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। এই অবাস্তব, বর্ণহীন, ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যের মধ্যে, এই শুভ্রবসন স্বচ্ছ মূর্ত্তিগুলির পদসঞ্চারশব্দ শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

গতকল্য যে সানের উপর আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাহার নিকটে একটা পাথরের সিঁড়ি মন্দিরের ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। একটু হাতড়াইয়া—ঠাণ্ডা দেওয়ালের উপর হাত বুলাইয়া সেই সিঁড়িটা খুঁজিয়া বাহির করিলাম।

ছাদের উপর উঠিলাম। আমি এখন একাকী। গুরুভার, সমতল খিলান-মণ্ডলের উপর এই ছাদ মরুভূমির ন্যায় ধূধূ করিতেছে। ইহা বড় বড় পাথরের চাক্‌লা দিয়া বাঁধানো। উহার দুই ধার প্রসারিত হইয়া দূরবর্ত্তী আকাশের জলদচূড়ায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। নিম্নতলের ন্যায় এখানেও ছায়াবাজীর দৃশ্য;—আর একটি পাণ্ডুবর্ণের চিত্রাবলী। এখানে একটু ফর্‌সা হইয়াছে, কিন্তু এখনও দিন হয় নাই। মন্দিরের অভ্যন্তরে যেরূপ সমস্তই অলীক বলিয়া মনে হইতেছিল, এখানেও সেইরূপ মনে হইতেছে। এই বিস্তীর্ণ ময়দানের চতুর্দ্দিকে যে জলদ-চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে, উহা বাষ্পরাশি বৈ আর কিছুই নহে;—রাত্রিকালে বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়াছে মাত্র। এই বাষ্পরাশি ঈষৎ নীল রঙ্গের তুলা-ভরা গদীর ন্যায় এরূপ স্থূল যে, মনে হয়, আর একটু নিকটে গেলেই উহাকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা যাইতে পারে। সমস্ত ভূমি ঐ তুলারাশির মধ্যে এরূপ মগ্ন হইয়া আছে যে, কালো কালো কতকগুলা তালপক্ষপুঞ্জ অথবা তালপত্রগুচ্ছ উহার মধ্য হইতে শুধু মাথা বাহির করিয়া আছে। ঐগুলি উচ্চতম তালবৃক্ষের চূড়াদেশ।

'সমুদ্রাভ মণি'র ন্যায় রং—দিব্য শোভন-স্বচ্ছ—এক প্রকার হরিৎ আলোকে উদয়গিরির দিগ্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইল; যেন তৈলের একটি ফোঁটা নৈশ গগন-তটে মণ্ডলাকারে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইল।

...দিগে একটি স্থূল লোহিত গোলক ...মাণ-- একটি পুরাতন গ্রহ শাশ্বত... প্রাচীন জীবলোক পৃথিবীর অতিসান্নিধ্য-...ভয়ে আকুল ;—ইনি অস্তমান চন্দ্রমা। ...মন্দিরের সমস্ত কাকগুলা জাগ্রত হইয়া কা-কা করিতেছে। নিম্নদেশ হইতে, আকাশের সর্ব্বদিক হইতে, যেখান দিয়াই উহারা চলিয়া যাইতেছে—কা-কা-ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে।...

প্রভাত হইয়াছে, সূর্য্যোদয়ের আর বড় বিলম্ব ...। রথের চারিটা প্রকাণ্ড চাকা। টানিবার ...গুলা ভূতলে বিছাইয়া রাখা হইয়াছে।

এইবার পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা যে মন্দিরাকৃতি ...গৃহে পূজা-অর্চনা করিয়া রাত্রিযাপন করিয়া-...ল, সেখান হইতে তাহারা নামিয়া আসিল। ...হাদের সম্মুখে, অষ্টাদশবর্ষীয় এক দল বালক ...শিখা-বিশিষ্ট মশাল ধরিয়া আছে ; এবং বাহিরে ...সিয়া, উদীয়মান দিবালোক যেমন-যেমন বর্দ্ধিত ...তেছে, অমনই উহারা এক এক করিয়া মশাল ...ভাইয়া দিতেছে। এই বৃদ্ধ পুরোহিতেরা, এক ...জন করিয়া ক্রমান্বয়ে সেই দুরস্থ কৃষ্ণবর্ণ সোপা-...র উচ্চতম ধাপে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল ; এবং ...প হইতে ধাপান্তরে ক্রমশঃ যেমন নামিতে লাগিল, ...ধর্ম্মের সেবক শুভ্রকেশ মূর্ত্তিগুলি প্রভাতের ...রুণ আলোকে আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। ...হাতে স্বকীয় ইষ্টদেবের ত্রিশূল-চিহ্নটি আরও ...স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হইতে পারে, এই জন্য উহাদের ...লাটের উপরিভাগ হইতে মস্তকের চূড়াদেশ পর্য্যন্ত ...ণ্ডিত। পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে এমনই উদাসীন যে, ...হারা প্রায় উলঙ্গ—একখণ্ড বস্ত্রমাত্র উহাদের গায়ে ...ড়ানো রহিয়াছে। বর্ণভেদের চিহ্নস্বরূপ, শোণের ...সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছ জটা পাকাইয়া তির্য্যক্‌ভাবে ...ন্ধের উপর লম্বমান। মন্দিরাকৃতি সেই শোভা-...দের জান্‌লা ও রথ—এই উভয়ের মধ্যে রেশমী ...স্ত্রে আচ্ছাদিত একটি পদ-সেতু—যাহার উপর দিয়া ...কছু পূর্ব্বে স্বর্ণবিগ্রহটিকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল—সেই সেতুটি এক্ষণে উঠাইয়া লওয়া হইল। এইবার এক দল কৃষ্ণকায় বাদক এরূপ সজোরে বাদ্য বাজা-...তে লাগিল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায়, এবং এই বাদ্য এরূপ বজ্র-ভীষণ ও শোকভারাক্রান্ত যে, শুনিলে শিহরিয়া উঠিতে হয়। এক দল লোক ঢাক পিটিতেছে ; অপর এক দল বিরাটাকার তূরী-সমূহ সেই প্রচ্ছন্ন দেবতার অভিমুখে উত্তোলন করিয়া, উহাতে প্রাণপণে ফুৎকার করিয়া অমানুষিক ধ্বনি বাহির করিতেছে।

রথ সাজানো হইয়াছে। চৌঘুড়ি গাড়ীর অশ্ব-চতুষ্টয়ের অনুকরণ করিয়া চারিটা বড় বড় কাঠের ঘোড়া রথের সম্মুখভাগে স্থাপিত হইয়াছে। এই তেজীয়ান্ রোষদীপ্ত পক্ষিরাজ ঘোড়াগুলি পা ও ডানার আস্ফালনে আকাশকে তাড়না করিতেছে। লাল রেশমের দুর্ভেদ্য যবনিকার মধ্যে বিগ্রহটি প্রচ্ছন্ন। বিগ্রহ-সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে 'ঝুলানো' বাগিচার ন্যায় কতকগুলি পুষ্পিত কদলীবৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। বস্ত্রের ঝালরে দুই তিন গজ লম্বা বৃহদাকার লোলক-সমূহ ঝুলিতেছে। স্বাভাবিক পুষ্প ও জরী জড়ানো পুষ্পমালা দিয়া এই লোলকগুলি রচিত। এই চক্রবিশিষ্ট অট্টালিকার সকল তলার উপরেই কতকগুলি উলঙ্গপ্রায় বালক অধিষ্ঠিত; প্রথমে উহারা বস্ত্রসজ্জার মধ্যে—পুষ্প-গ্রথিত রেশম-মণ্ডিত মঞ্চতলে লুক্কায়িত ছিল, উহারাই বিগ্রহের পার্শ্বরক্ষী। যে সময়ে নিম্ন হইতে সেই ভীষণ তূর্য্য-ধ্বনি হইল, অমনই উহারাও উপর হইতে তূরীনাদ করিতে লাগিল।

এইবার সুলক্ষণ হস্তীদিগকে আনা হইল। উহারা নূতন জরীর পোষাক ও মুক্তাখচিত জরীর টুপি পাইবার জন্য, আপনা হইতেই হাঁটু গাড়িয়া বসিল। তাহার পর চলিয়া গিয়া চির-অভ্যস্তভাবে পুরোহিতদিগের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। সহ-যাত্রিগণ এখনও অচল স্থির। যুবকেরা, সম্মুখভাগে চারি সার বাঁধিয়া, ভূতলে-প্রসারিত চারিটা বিস্তীর্ণ রজ্জুর ধারে ধারে আসিয়া দাঁড়াইল।

বীথির যে ধারে মন্দিরের প্রাচীর—সেই ধারটি এক্ষণে তমসাচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত, বিষাদময়। কিন্তু অপর ধারে ব্রাহ্মণদিগের আবাস-গৃহের সম্মুখে, জনতার বৃদ্ধি হইয়াছে—উহারা একদৃষ্টে রথের দিকে তাকাইয়া আছে। গবাক্ষ, গুরুভার-স্তম্ভ-সমন্বিত বারান্দা, বিকটাকার পশুমূর্ত্তিভূষিত সোপানাবলী—শিশু ও বৃদ্ধগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত। বিশেষতঃ সেখানে রমণীগণের জনতা। উহারা জরীর পাড়ওয়ালা শাড়ী পরিয়াছে, উহাদের গলায় পুষ্পমালা ঝুলিতেছে, অঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার ঝক্‌মক্ করিতেছে। উহা-

দের মধ্যে কেহ কেহ পুরোহিতদিগের জন্য উপহার-সামগ্রী আনিয়াছে; কেহ বা চূর্ণ-পাত্র হস্তে করিয়া ভূতলস্থ নক্সা-চিত্র যেখানে যেখানে লুপ্ত হইয়াছে,সেই সকল নক্সা আবার তাড়াতাড়ি ফুটাইয়া তুলিতেছে। স্থানে স্থানে নূতন হলদে ফুল বসাইয়া দিতেছে।

কিন্তু এই উষ্ণপ্রধান দেশে, নবভানু-উদ্ভাসিত মুক্ত আকাশ, মানবের সমৃদ্ধি-আড়ম্বর-প্রদর্শনের পক্ষে কি অনুপযোগী! যখন আমি মন্দিরের ছাদ হইতে নামিয়া আসিলাম, তখনও শেষাবশিষ্ট মশাল-গুলির দীপ্তি—স্খলিতপদ উষার অর্দ্ধস্ফুট আলোকে অক্ষুণ্ণ ছিল। তখনও সমস্তই কুহকময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল; কিন্তু এক্ষণে প্রাভাতিক গগনের অভিনব অকলুষ স্বচ্ছতার মধ্যে সে কুহকটা ছুটিয়া গিয়াছে। এখন এই আকাশে আর কিছুই নাই, সর্ব্বত্র কেবলই অপরিসীম বিশুদ্ধতা—মনোহর হরিদ্বর্ণ—কি-এক প্রভাময় হরিদ্বর্ণ—পাণ্ডুর হরিদ্-বর্ণ—যাহার নাম নাই—যাহা বর্ণনাতীত। ইহার পর, সমস্তই যেন হীনপ্রভ, ম্লানচ্ছবি। এক্ষণে মন্দির-প্রাচীরে জরাজীর্ণতা ও রক্তিম কুষ্ঠক্ষত-সকল প্রকাশ পাইতেছে। এখন যেন সমস্তই বেশী বেশী দেখা যাইতেছে। এ সমস্ত ঢাকিয়া রাখিতে হইলে, হয় নিশার আবরণ আবশ্যক, নয় দুর্নিরীক্ষ্য মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্ত-প্রভার প্রয়োজন। রথের বিলাস-সজ্জা নিতান্তই স্থূল ও শিশুচিত্তহারী। হস্তীদের পরিচ্ছদ জীর্ণ ও বহু-ব্যবহৃত। যুবতী ললনাদের মুখমণ্ডল ও কণ্ঠদেশের বিশুদ্ধ তাম্র-আভা অক্ষুণ্ণ থাকিলেও, উহাদের দীনহীন মলিন চীরবস্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণ-ভারতের বার্দ্ধক্য ও অবনতি, এই সব অমানুষিক স্মৃতি-মন্দিরের ধ্বংসদশা, উহাদের উৎসব-অনুষ্ঠানাদির ধূলিধূসর জীর্ণতা, এমন কি, এই মহাজাতির বর্ত্তমান হীনতা—সমস্তই এই কুহকময় মুহূর্ত্তে আমার নিকট অপ্রতিবিধেয় বলিয়া মনে হইতেছে। অতীতের লোক—অতীতের ধর্ম্ম—এই উভয়েরই যুগচক্র যেন ঘুরিয়া গিয়াছে, উহারা এক্ষণে শূন্যে বিলীন হইয়াছে।

তথাপি এখানে বিদেশীয় ভাবের গন্ধমাত্র নাই। এই প্রাচীন সাজসজ্জার মধ্যে, আধুনিক কালের ছোটখাটো খুঁটিনাটি সামগ্রী প্রবেশ করিয়া ইহাকে বেসুরো বেখাপ্পা করিয়া তুলে নাই। বিধর্ম্মী একমাত্র আমিই এই উৎসব-অনুষ্ঠানে উপস্থিত।

ফলতঃ এই সূর্য্যই এ দেশের মহা-ঐন্দ্রজালিক। সূর্য্যই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সমস্ত পদার্থকে রূপান্তরিত করিয়া তুলে। সূর্য্যের এই আকস্মিক উদয়ে কি জানি কি একটু কারুণ্য-রস আছে, যাহা মন্দিরের সহিত—আজ যে দেবতার পূজা হইবে, সেই দেবতার সহিত—একতানে মিশিয়া যায়। দিগন্তে একটিমাত্র মেঘখণ্ড। ধরণীর ধূলিকণা যে আমরা—আমাদের দৃষ্টি হইতে এই মেঘখণ্ডটি সূর্য্যকে এখনও পর্য্যন্ত ঢাকিয়া রাখিয়াছে। একটি ঘোর তাম্রবর্ণ কটিবন্ধের উপরিভাগে সূর্য্যদেব অগ্নিশিখা বিকীর্ণ করিতেছেন। বিষ্ণুদেবের ত্রিশূলচিহ্নের ন্যায় তিনটি অগ্নিশিখা প্রদীপ্ত। ইহারই মধ্যে এই প্রকাণ্ড অট্টচূড়াগুলি সূর্য্যদেবের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছে; এই রক্তিমাভ পাষাণস্তূপগুলি—গগনচুম্বী মন্দির-গুলি দেব-মাহাত্ম্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল ক্ষোদিত প্রস্তরময় মূর্ত্তি-অরণ্যের মধ্যে, টিয়া-পাখীর শত সহস্র নীড় রহিয়াছে। বিবিধ মুখভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গিবিশিষ্ট লোহিত মূর্ত্তির মধ্যে ও বাহু-জঙ্ঘার জটিল মিশ্রণের মধ্যে—সেই উচ্চ শূন্যদেশে উহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে—চীৎকার করিতেছে।

রথের শীর্ষদেশে, গিল্টিকরা কাজগুলি ঝক্‌মক্ করিতেছে। এইবার যাত্রাকাল উপস্থিত। তূরী-ধ্বনি করিয়া যেই সঙ্কেত করা হইল, অমনই পেশী-স্ফীত-বাহু শতসহস্র লোক রজ্জুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত যুবক-মণ্ডলী—এমন কি, উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাও ভক্তি ও প্রীতিসহকারে এই সাধারণ কার্য্যে যোগ দিল। এইবার রথ টানিবার উদ্যোগ হইতেছে। লোকেরা রমণীসুলভ বিবিধ ভাবভঙ্গী প্রকাশ করিতেছে। এই সকল ভাব-ভঙ্গীর সহিত উহাদের নেত্রস্ফূর্ত্ত পৌরুষিক তেজ ও স্কন্ধদেশের বিশালতা মিশ খাইতেছে না। উহারা গুরুকেশভার উন্মোচন করিয়া, এবং বলয়ভূষিত বাহু উত্তোলন করিয়া, কেশে দৃঢ় গ্রন্থি বন্ধন করিল।

পুনর্ব্বার সঙ্কেত। ঢাক-ঢোল সরোষে বাজিয়া উঠিল; সজোরে তূরীনাদ হইতে লাগিল; তাহার সহিত মানব-কণ্ঠ-নিঃসৃত মহা নিনাদ সম্মিলিত হইল; বাহুর পেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইল;—রজ্জু-গুলিতে টান পড়িল। কিন্তু এই বিরাটযন্ত্রটি

একটুও নড়িল না। গতবর্ষের রথযাত্রার পর হইতে উহা স্থূল মৃত্তিকার মধ্যে আবদ্ধ।

একজন প্রধানের অনুজ্ঞাক্রমে, আরও ভাল-করিয়া সমবেত চেষ্টা আরব্ধ হইল। এইবার বোধ হয়, আর কোন বাধা হইবে না। আরও অনেক লোক দৌড়িয়া আসিল; তুষার-শুভ্র-যজ্ঞসূত্রধারী বৃদ্ধগণ, এই কৃষ্ণ রজ্জুর সহিত তাহাদের শুভ্র সূত্র সম্মিলিত করিল; জনতা হইতে একটা মহা কোলাহল সমুত্থিত হইল; বাহু ও প্রকোষ্ঠের মাংসপেশী আরও দৃঢ় কঠিন হইয়া উঠিল। তবু কিছুই হইল না। রজ্জুগুলি সুদীর্ঘ মৃত ভুজঙ্গবৎ হতাশ হইয়া হস্ত হইতে ভূতলে স্খলিত হইল!

তথাপি উহারা বেশ জানে,—দেবতার রথ নিশ্চয়ই চলিবে। সহস্র বৎসর হইতে আবহমান-কাল পর্য্যন্ত রথ অবাধে চলিয়াছে। যাহাদের বাহু এক্ষণে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, যাহাদের আত্মা বহু-কাল-যাবৎ দেহান্তর প্রাপ্ত হইয়া, অথবা মায়াময় ব্যক্তিত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, বিশ্বাত্মার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে—সেই সব পূর্ব্বপুরুষের উদ্যম-চেষ্টায় রথ এতকাল চলিয়াছে।

রথ অবশ্যই চলিবে। রথ চলিবে বলিয়া বৃদ্ধ পুরোহিতদিগের ধ্রুব বিশ্বাস। সেই জন্য তাহারা অবিচলিতভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের নেত্রে অন্যমনস্কভাব; তাহাদের আত্মা ইহারই মধ্যে যেন তপঃক্লিষ্ট দেহ হইতে বিমুক্ত। এমন কি, হস্তীরা পর্য্যন্ত জানে যে, রথ চলিবে; তাই তাহারাও অতীব প্রশান্তভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের মনে যে চিন্তাপ্রবাহ চলিতেছে, আমাদের নিকট তাহা দুরবগাহ হইলেও, এই সব চিন্তায় তাহাদের বৃহৎ মস্তিষ্ক পূর্ণ। তাহাদের মধ্যে যে হস্তী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, সে বিলক্ষণ জানে, রথ এক সময়ে চলিবেই চলিবে। কেননা, তাহার তিন চারি পুরুষ হইতে বংশানুক্রমে, মানববাহুকে রজ্জু ধরিয়া রথ টানিতে দেখিয়াছে; শত বৎসর হইতে এইরূপ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

• চ'লে এসো! আনো ফিক্‌না, আনো কপিকলের রশারশি; উঠাও চাড়া দিয়া! এক দল মুটিয়া কাঁধে কতকগুলা কাঠের গুঁড়ি আসিয়া পৌঁছিল। একটা গুঁড়ির প্রান্তদেশে একটু ছিল্‌কা উঠাইয়া, আবদ্ধ চাকাটির নীচে সেই প্রান্তভাগ স্থাপিত হইল; এবং গুঁড়ির উচ্ছ্রিত অপর প্রান্তের উপর অশ্বারোহীর ধরণে দশ জন লোক বসিয়া ঝাঁকানি দিতে লাগিল; ও দিকে কপিকলের রশারশি ও রজ্জুগুলিতেও একসঙ্গে টান পড়িল। এইবার সেই পর্ব্বত-শিখর একটু নড়িল! একটা আনন্দের কোলাহল সমুত্থিত হইল;—রথ চলিল!

ভূমিতে চারিটা গভীর খাত খনন করিয়া রথ-চক্র ঘুরিতে ঘুরিতে চলিল। অক্ষদণ্ডের আর্ত্তনাদ, নিষ্পেষিত কাষ্ঠের কাতরধ্বনি, মনুষ্যকণ্ঠের কোলাহল ও পবিত্র তূরীর ঘোর নিনাদ যুগপৎ সমুত্থিত হইল। শিশু-সুলভ আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইল; সমস্ত আস্য-বিবর উদ্ঘাটিত হইল; জয়ধ্বনি করিবার জন্য সমস্ত অশুভ্র দন্তপাতি বিকশিত হইল; সমস্ত বাহু শূন্যদেশে উৎক্ষিপ্ত হইল; এই আনন্দে উন্মত্ত হইয়া লোকেরা রজ্জুতে টান দিতে বিস্মৃত হইল;—রথ থামিল! সমবেত আকর্ষণের প্রথম আবেগে, প্রায় ত্রিশপদ অগ্রসর হইয়াছিল, আবার রথ ভূমিতে আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হস্তীরা রথের পিছনে পিছনে আসিতেছিল, রথ সহসা থামিয়া যাওয়ায়, উহাদের পরস্পরের মধ্যে ঠেকাঠেকি হইতে লাগিল। আবার সমস্ত গোড়া হইতে আরম্ভ হইল।

কিন্তু এবার শৃঙ্খলার সহিত আরম্ভ হইল। লোকেরা কপিকলের রশারশি, ফিক্‌না-আদি আনিতে গেল। এই অবসরে, রমণীগণ পুরোহিত-জনতার মধ্যে তাড়াতাড়ি আসিয়া—এমন কি, নিরীহ হস্তিগণের প্রায় পদপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্ণবিগ্রহের গুরুভারে, ভূতলে যে রথ্যা খনিত হইয়াছে, তাহা চুম্বন করিবার জন্য এই সময়ে সৌরক, মন্দির-চূড়া হইতে নামিয়া আসিয়া জনতার উপর পতিত হইল, এবং উহাদিগকে নবতর শোভায় সজ্জিত করিল। সমস্ত নগ্ন বাহুতে ধাতব বলয় ঝক্‌মক্‌ করিতেছে; রমণীগণের মুখমণ্ডলে, শলাকা-বিদ্ধ নাসিকাপুটে, হীরামাণিক্যের ভূষণ ঝিক্‌মিক্‌ করিতেছে; অতিসূক্ষ্ম রঙীন মল্‌মল্ অথবা জরীর পাড়-বিশিষ্ট মল্‌মলের ভিতর দিয়া মীনাক্ষী শিবানীর বক্ষের ন্যায় নির্ম্মল কণ্ঠদেশ দেখা যাইতেছে।

এইবার এই বিরাট যন্ত্রটি দমকে-দমকে ভীষণ বেগে চলিতেছে। মধ্যে মধ্যে থামিতেছে—আবার চলিতেছে।

এই গতিক্রিয়া ও পৈশিক বলের উদ্দাম বিলাস-লীলা দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া চলিবে। এই যাত্রা-পথের পশ্চাদ্ভাগে, ভূমি যেন শত শত হলের দ্বারা কর্ষিত হইয়াছে—সেই ভূমি, যাহা প্রাতঃকালে যেন 'রোলার' যন্ত্রে সমীকৃত হইয়াছিল, এবং শুভ্র নক্সা-চিত্রে ও সুষমান্বিত কুসুমসমূহে বিভূষিত হইয়াছিল!

যেখানে বীথির বাঁক্ ফিরিয়াছে, এবং যে দিকে রথটিকেও ফিরাইতে হইবে, সেই মন্দিরের কোণে রথ আসিয়া যখন অনেকক্ষণ থামিল, সেই অবসরে একজন প্রদর্শক ও একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া, একটু নিস্তব্ধতা ও মুক্ত বায়ুর অন্বেষণে, সেই বৃহৎ দালানের জটিল অরণ্য—সেই সহস্র-স্তম্ভ মণ্ডপ-শালা—সেই তমসাচ্ছন্ন অসংখ্য পার্শ্ব-দালানের উর্দ্ধদেশে—মন্দিরের সেই বিশাল বিস্তীর্ণ ছাদের উপর আবার আরোহণ করিলাম। প্রভাতে যেরূপ মরুবৎ শূন্য দেখিয়াছিলাম, এখনও সেইরূপ। কিন্তু সপ্ত ঘটিকার সূর্য্যালোকে এই স্থানটি আরও ভগ্নপ্রায়—আরও দীনভাবাপন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইল। রক্তিম-ধূসরবর্ণ;—জরা-জাত বলি-রেখার ন্যায় সর্ব্বত্র ফাট্ ধরিয়াছে—চীড় পড়িয়াছে। এখনও যথেষ্ট প্রভাত; সূর্য্য এখনও যথেষ্ট নিম্নে; এই ছাদের উপর এখনও বেশ বসা যায়; এমন কি, এই সব অমানুষী মন্দির-চূড়ার দীর্ঘ-প্রক্ষিপ্ত ছায়া-তলে দিব্য আরামে শয়ন করাও যায়।

এই ছাদ,—'ষ্টেপ্' নামক রুসিয়ার অধিত্যকা-ভূমির ন্যায় সুবিস্তীর্ণ। কিনারায়, বাদুড়ের ডানা-যুক্ত কতকগুলি পুরাতন ক্ষুদ্র দেবমূর্ত্তি স্বকীয় চরণ-যুগল দর্শন করিবার জন্যই যেন বহির্দ্দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই;—সমস্তই সমতল। জীর্ণ-শীর্ণ লুপ্ত-প্রলেপ দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত মন্দিরচূড়া ভিন্ন এখানে আর কিছুই নাই;—চূড়া-দিগের মধ্যে এক একটা বিস্তৃত ব্যবধান-পরিসর। সমতল ছাদ হইতে চূড়াগুলি দূরে-দূরে অবস্থিত;—মন্দিরের আয়তন এতই বৃহৎ।

ইতস্ততঃ, খাতের আকারে কতকগুলি বিচরণ-ভূমি এখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। তমসাচ্ছন্ন মণ্ডপশালা-সমূহের মধ্যে—কোনরূপ প্রকারে যেন জায়গা বাঁচাইয়া এই বিচরণভূমি রচিত হইয়াছে। উহার মধ্যে যেটি সকলের মধ্যস্থলে অবস্থিত, তাহাতে বটবৃক্ষ রোপিত;—সেই বটবৃক্ষের সবুজ মাথাগুলি ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, এবং তাহাতে ফুল ধরিয়াছে। মন্দিরের যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—সেই ভীষণ গুপ্তস্থান—সেই দুরধিগম্য তমসাচ্ছন্ন রহস্য-স্থানকে বেষ্টন করিয়া এই বিচরণ-ভূমিটি অধিষ্ঠিত।

প্রাচীরের মাথায় যে সকল ছোট-ছোট দেবমূর্ত্তি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, তাহারা বোধ হয়, এই রথযাত্রা দেখিবার জন্য সমৎসুক। কিন্তু আমি এখান হইতে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না—কিছুই শুনিতে পাইতেছি না। নিম্নদেশের চটুল গতিবিধি আমার নিকট প্রচ্ছন্ন; এমন কি, নিকটস্থ নগর, গৃহ, মার্গ, সমস্তই আমার নিকট প্রচ্ছন্ন। আমার এই শূন্য মরুক্ষেত্র—সেই তাল-অরণ্যের সংলগ্ন বলিয়া মনে হইতেছে,—যাহার চূড়াগ্রভাগ দিগন্তকে নীলিম করিয়া তুলিয়াছে।

আমার এই দুর্নিরীক্ষ্য প্রজ্বলন্ত আকাশ-খণ্ডে, কাক-চীল ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে টিয়া-পাখীগুলা উড়িয়া যাইতেছে। সর্ব্বত্র টিকটিকি গিরগিটি বিচরণ করিতেছে। যে কাঠবিড়ালী ভারতের সমস্ত ভগ্ন মন্দির—সমস্ত বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া থাকে—সেই কাঠবিড়ালীরা পরস্পরের অনুধাবন করিতেছে; পবিত্র প্রস্তররাশির মধ্যে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। এখানে নিঝুম নিস্তব্ধতা। এই দেবমূর্ত্তি-সমন্বিত অদ্ভুতাকৃতি চূড়াগুলি আমার মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে,—চূড়া-গুলি এত অদ্ভুত ও এত উচ্চ যে, ইহা বাস্তুনির্ম্মাণ-পদ্ধতি-বিষয়ক য়ুরোপীয় সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধ। এই চূড়াগুলি ব্যতীত এখানে এমন আর কিছুই নাই—যাহা আমার চিত্তে ভীতি-সঞ্চার করিতে পারে। এই চূড়াগুলির নিস্তব্ধতা অনন্ত অসীম!

এই গগন-বিলম্বী মরুদেশের ছায়াতলে, শান্তি-আরামে এক ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। আমার প্রদর্শক ও ব্রাহ্মণ এই কবোষ্ণ পাষাণের উপরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।... ... ...

নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিবিভ্রম বা ঘূর্ণি-রোগ উপস্থিত!... ...ঐ অদূরে একটা চূড়া... ... এই-মাত্র নড়িয়া উঠিল......ঐ যে আবার চলিতেছে!:..

মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত হইলাম, পরে দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্ত বুঝিলাম। ওহো! রথের চূড়াটিও মন্দির-চূড়ার অনুকরণে নির্ম্মিত। আমা হইতে বহুদূরে মন্দিরের সম্মুখ দিয়া রথটাকে টানিয়া লইয়া

যাইতেছে। আমি যেখানে আছি, তাহারই নীচে, আকৃষ্ট রজ্জু, উন্মত্ত জনতা, হস্তিবৃন্দ, সহযাত্রিদল—সমস্তই যেন একটা খাতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। যে সিংহাসনের উপর অদৃশ্য বিগ্রহটি আসীন, তাহারই উপরিস্থ চূড়াটিমাত্র আমি দেখিতে পাইতেছি। কোনও জয়ধ্বনি কিংবা কোনও বাদ্যনির্ঘোষ শুনা যাইতেছে না। বিষ্ণুরথের এই শেষ প্রতিবিম্ব আমার নেত্রবিম্বে পতিত হইল। ছাদের ধার দিয়া, প্রস্তররাশির মধ্যে, যেন একটি মন্দির-চূড়া একাকী নিস্তব্ধভাবে আপনা-আপনি চলিতেছে।

মাদুরায় ব্রাহ্মণদিগের গৃহে।

মাদুরা নগর পূর্ব্বে এক জন বিলাস-আড়ম্বর-প্রিয় রাজার রাজধানী ছিল। এখানে হরপার্ব্বতীর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটি মন্দির আছে। "মীনাক্ষী" পার্ব্বতী শিবের গৃহিণী। মন্দিরটি আমাদের "লুভ্‌র্‌" প্রাসাদ অপেক্ষাও বৃহৎ, শিল্পকর্ম্মে ও ক্ষোদাই-কাজে অধিকতর ভূষিত, এবং তাহারই মত বিবিধ আশ্চর্য্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

দয়াশীল ত্রিবঙ্কুর মহারাজের প্রভাবে ও অনুগ্রহে আমি মন্দিরের অনেকটা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিব, অন্তর্ভৌম কক্ষের মধ্যে নামিতে পারিব, দেবীর ঐশ্বর্য্যবিভব ও সাজসজ্জা দেখিতে পাইব, সন্দেহ নাই।

নগরটি অতিমাত্র ভারতীয়-লক্ষণাক্রান্ত হইলেও, বৈদেশিকদিগের প্রতি সাদর-আহ্বান-বিতরণে বিমুখ নহে। মন্দিরদর্শনের জন্য অনেক বৈদেশিক এখানে আসিয়া থাকে। অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যে, মন্দিরগুলিতে বৈদেশিকের প্রবেশ যেরূপ কঠোর-ভাবে নিষিদ্ধ, এখানে সেরূপ নহে। মাদুরায় গিয়া যাহাতে আমি তত্রত্য গৃহস্থ পরিবারবর্গের মধ্যে সাদরে গৃহীত হই, এই উদ্দেশে কতকগুলি অনুরোধ-পত্র ত্রিবঙ্কুরে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। প্রথমেই আমি ব্রাহ্মণদিগের গৃহে উপস্থিত হইলাম। ভারতে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ও পরিশুদ্ধ।

গুরুভার, পিণ্ডাকৃতি, উচ্চ-"ভিত"-বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র একতলা গৃহ। এই মাদুরা নগরে ব্রাহ্মণদিগের যত গৃহ, সমস্তই এই আদর্শের। একটা বারান্দা; —বারান্দার থামের মাথায় বিকটাকার জীবজন্তুর মস্তক। একটা পাথরের সিঁড়ি; সেই সিঁড়ি দিয়া গৃহের অভ্যর্থনাশালায় যাওয়া যায়। সেখান হইতে লতাপাতার কাজ-করা অতীব ক্ষুদ্র তিনটি গবাক্ষ দিয়া নীচের রাস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘরে গৃহস্বামী আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ; চারিটি যুবক তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে;—ইহারা তাঁহার পুত্র। ইহাদের দীর্ঘ নেত্র নীলকৃষ্ণ অঞ্জনরেখায় অঙ্কিত। পরিচ্ছদের মধ্যে একটা ধুতি কোমরে জড়ানো; কিন্তু ইহাতে করিয়া তাহাদের উদাত্তভাব, বিশিষ্টতা ও কুল-গৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। ঘরটি চূণকাম-করা, খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কি একটা সুগন্ধি ধূপে আমোদিত; সাজসজ্জাও নিতান্ত অশোভন নহে। আরাম-কেদারাগুলি ক্ষোদিত আব্লুস্ কাঠের। দেয়ালের উপর, গিল্টিকরা "ফ্রেমে" পুরাতন জলরঙের ছবি সংরক্ষিত;—ছবিগুলি বিষ্ণুর অবতার-মূর্ত্তি। কুট্টিমতলে সুন্দর ভারতীয় গালিচা, এবং ফুলকাটা কাপড়ে আচ্ছাদিত গদী। আমার আগমনে ইহারা একটু বিস্মিত হইল; কেননা, বৈদেশিকেরা এখানে বড় একটা আইসে না; তথাপি, ভদ্রতা ও আতিথ্য-প্রদর্শন পূর্ব্বক গৃহের সমস্ত অংশ আমাকে দেখাইতে চাহিল। প্রথমে একটি অন্তঃপ্রাঙ্গণ—প্রাচীরবেষ্টিত ও বিষাদময়। একটা "মর্কুটে মারা" বটগাছের ছায়ায় মেষ, ছাগল বিশ্রাম করিতেছে। তাহার পর, গৃহের ছাদ;—ছাদে পায়রারা বাস করে ও কাকেরা আসিয়া বসে। সেখান হইতে, মাদুরার প্রাচীন রাজাদিগের প্রাসাদ দেখা যায়;—উহা সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দু-আরব-ধরণের বহুব্যয়সাধ্য প্রকাণ্ড স্মৃতিসামগ্রী; তা ছাড়া পল্লীপ্রদেশের দূরস্থ তালকুঞ্জ পর্য্যন্ত মন্দিরাদি সমেত সমস্ত নগরটি দৃষ্টিপথে পতিত হয়। লাল রঙ্গের প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়াগুলি চারি দিক হইতে বিহঙ্গ-সঙ্কুল গগনমণ্ডলে সমুত্থিত। অবশেষে উহারা আমাকে গৃহের পুস্তকাগার দেখাইল,—উহা দার্শনিক গ্রন্থে ও ধর্ম্মগ্রন্থে পরিপূর্ণ। ইহাতে সূচিত হইতেছে, আমার অভ্যর্থনাকারিগণ অতীব বিশিষ্ট ও অতীব উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞানানুশীলনে নিরত। উহাদিগকে নগ্নকায় দেখিয়া প্রথমে সহসা যেরূপ মনে হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে আবার সেই অভ্যর্থনাশালায় আমাকে আসিতে হইল।

সেখানে একটুখানি বসিলাম। সেই যুবকদিগের মধ্যে এক জন একটা দীর্ঘ গিল্টি-করা সেতার লইয়া মৃদুস্বরে দুই চারিটা সুমধুর গৎ বাজাইল। মহিলা-দিগকে যে উহারা আমার সম্মুখে আনিবে না,—ইহা জানা কথা। কিন্তু বিদায়গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিন চারি বৎসরবয়স্কা ছোট দুইটি বালিকাকে আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। বালিকা দুটি অতি শিষ্ট শান্তভাবে আমার নিকটে আসিল, আদপে ভয় করিল না। উহাদের পরিচ্ছদের মধ্যে,—শিকলে ঝোলানো, হৃৎপিণ্ডাকৃতি একটা সোনার তক্তি—এবং সেই শিকলটা কটিদেশে বেষ্টিত। তক্তিটা যথাযোগ্যরূপে নীচে নামিয়া আসিয়াছে। উহাদের হস্তপদ—গুরুভার বলয়-নূপুরে ভূষিত। বালিকা দুটি যেন সৌন্দর্য্যের প্রতিমা;—অনিন্দ্য-গঠন মনোমোহিনী যেন দুইটি ক্ষুদ্র দেবীমূর্ত্তি। রং উজ্জ্বল পিত্তলের ন্যায়; দেহ সুনম্য ও মাংসল; হাসি-হাসি সুগভীর কালো চোখ,—পক্ষ্মরাজি অতুলনীয়; চারিধারে কজ্জলের রেখা।

দয়াশীলা নর্ত্তকী—বালামণি।

মাদুরা নগরে একটি নর্ত্তকী আছে,—সে যেমন রূপলাবণ্যের জন্য—সেইরূপ বদান্যতার জন্যও প্রখ্যাত। এই শ্রেণীর রমণীদিগের চিরপ্রথা অনু-সারে, বালামণি প্রথমে একজন নবাবের রক্ষিতা ছিল। নবাব মৃত্যুকালে তাঁহার সমস্ত হীরা-জহরৎ তাহাকে দিয়া যান। তাই পুত্তলীর ন্যায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ মণিরত্নে বিভূষিত। এখন সে প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী ও স্বাধীনা। কিন্তু তাহার ধন ঐশ্বর্য্য শিল্পকলার অনুশীলনে ও দানধর্ম্মেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। বালামণি একটা নাট্যশালা স্থাপন করি-য়াছে;—আমাদের সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ভারতে যে সব নাটক রচিত হয়, সেই নাটকগুলি, নিজ মনোহর অভিনয়ের দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমি আজ রাত্রে, সমুজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে, তালীবনের মধ্য দিয়া, সেই দয়াশীলা নর্ত্তকী বালা-মণির নাট্যালয়-অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তাল-তরুর শাখাগুলি সুদীর্ঘ ভঙ্গুর বেতসের ন্যায় অবনত হইয়া আছে, এবং সেই শাখাপ্রান্তবর্ত্তী কৃষ্ণকায় পত্রপুঞ্জ, মৃদুল অনিলে সঞ্চালিত হইয়া, পরস্পরের সহিত সংঘর্ষিত হইতেছে।

আমি যখন আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হই-লাম, তখন বালামণি রঙ্গপীঠে অধিষ্ঠিত;—চিত্রিত পুষ্পোদ্যানের পশ্চাদ্ভাগে, পরী-প্রাসাদের ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণময় চূড়াগৃহের মধ্যে বন্দিভাবে অবস্থিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে বসিয়া, বীণা বাজাইতে বাজাইতে গান গাহিতেছিল। বালামণি একজন রাজকুমারী, পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের কোনও রাজার সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, এবং সেই রাজা তাহার উদ্দেশে এখনই আসিয়া উপস্থিত হইবে। প্রথম আরম্ভ হইতেই তাহার বীণা-বাদনে, তাহার কণ্ঠস্বরে, শ্রোতৃবর্গের চিত্ত বিমোহিত। পুরাতন উৎকীর্ণ চিত্রাদি হইতে তাহার সাজসজ্জা অনুকৃত হইয়াছে। তাহার পার্শ্বমুখের ছায়া-ছবিটি অপূর্ব্ব সুন্দর। এই গায়িকার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গিতে, তাহার ভূষণ-সমাচ্ছন্ন অঙ্গের হীরক-মাণিক্যগুলি ঝিক্-মিক্ করিয়া জ্বলিতেছে।

অন্য নাট্যসজ্জাগুলিতে এমন একটু অবোধ শিশুসুলভ সারল্য প্রকটিত যে, দেখিলে একটু আমোদ বোধ হয়; এবং সেই সঙ্গে, বিদেশভূমির ভাব; দূরত্বের ভাব মানস-পটে অঙ্কিত হয়। নাট্য-শালাটি অতীব বিশাল; উহাতে সহস্রাধিক লোক ধরিতে পারে; কিন্তু উহার গঠনে কোন প্রকার মাজ্জিতরুচির পরিচয় পাওয়া যায় না;—মন্দিরের ধারে, ধর্ম্মমহোৎসবের সময়ে যেরূপ গৃহ এখানে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ কাঠ, খোঁটা, বাঁশ দিয়া হাল্কা ধরণে নির্ম্মিত। রঙ্গপীঠের দুই পার্শ্বে, পুরাতন রাজবংশীয় রাজকুমারীদিগের বসিবার কক্ষ। কিন্তু, আজ তাঁহারা আসিবেন না, আজ তাঁহাদের "আসিবার দিন" নহে। আর সর্ব্বত্রই, নাট্যশালার সমস্ত আসনগুলিই প্রেক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা অলঙ্কৃত। ঘরের ভিতরটা খুব গরম, এবং ফুলের গন্ধে আমোদিত।

সেই লুপ্ত ভাষা—যে ভাষা হিন্দু ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মাতৃস্থানীয়া,—সেই সংস্কৃত ভাষায় বালা-মণি গান গাহিতেছে, এবং সেই ঘোর পুরাকালে নাটকটি যে ভাবে লিখিত হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে সমস্তটা অভিনীত হইবে; শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে আমি ছাড়া আর সকলেরই এতটুকু পাণ্ডিত্য আছে যে, উহা শুনিয়া বুঝিতে পারে।

আখ্যানবস্তুটি মোটামুটি এইরূপ; আজ রাত্রে,

লামণি যাহার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, সেই জকুমারীকে, সাত জন রাজকুমার—সকলেই হোদর ভ্রাতা—একসঙ্গে ভালবাসে। পাছে কোন াতার মনে কষ্ট হয়, এই জন্য তাহারা সকলেই াতিজ্ঞা করিয়াছে, কেহই উহাকে বিবাহ করিবে া; এমন কি, তাহাদের পিতা, যে ভ্রাতার জন্য এই বাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন, সেও উহাকে বিবাহ রিবে না, এইরূপ শপথ করিয়াছে। প্রথম প্রথম াহারা সকলেই সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছল, রাজকুমারীর বন্ধুত্বে ও তাহার স্মিত-হাস্যেই াহারা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু একদিন যখন তাহারা গয়ার্থ কোন বনে গমন করে, কতকগুলা ডরায়া দত্য শুভ্রশ্মশ্রু শুভ্রকেশ মুনির রূপ ধারণ করিয়া হাদিগকে ছলিতে আসিল। তাহাদের প্রত্যেকের নে কামজ লালসা উদ্বোধিত করিয়া দিয়া, বং নানা প্রকার মিথ্যা কথা রচনা করিয়া, পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরকে উত্তেজিত করিয়া দিল। খেনই বিদ্বেষবুদ্ধি ও দুর্ভাগ্য প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ রিল। কিন্তু কোনও দুষ্কর্ম্ম আচরিত হইবার র্বেই, দেবযোনিরা এ দিকে অনেক দলাদলির পর াহাদের মনকে আবার অধিকার করিল। তখন াবার রাজকুমারগণ স্বকীয় চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করিল, বং সেই রাজকুমারীর সহিত ভগিনী-সম্বন্ধ পাতাইয়া কালপ্রকারে কালযাপন করিতে লাগিল। পরে র্ত্তিকা উপস্থিত হইলে, যখন তাহাদের সমস্ত বাসনা নির্ব্বাপিত হইল, তখন তাহারা কল্পবাপানের মাস্থ্যপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল; এবং তাহাদের হ আবার সুখশান্তিতে পূর্ণ হইল। প্রত্যেক স্কের শেষে, কিছু কালের জন্য যে সময়ে বিরাম য়, সেই বিরামকালে আমি বালামণির নেপথ্যাকে গমন করিলাম, আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ রিব—এ সংবাদ পূর্ব্বেই তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। আমি তাহার রূপলাবণ্যের প্রশংসা করিলাম, এবং লিলাম, তাহার গৃহীত রাজকুমারীর ভূমিকাটি বশুদ্ধরূপে অভিনীত হইয়াছে। তাহার ক্ষুদ্র কক্ষটি নিতান্ত সাদাসিধা ধরণের—ঘরের মেজে সপ দিয়া মোড়া। তাহার ইতস্ততঃ-বিকীর্ণ হীরক-অলঙ্কার ও শুভূষণাদি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়,—মনে হয়, চাষার কুটীরে কোনও ঐন্দ্রজালিক দৈত্য আসিয়া এই সকল বিচিত্র উপহার বুঝি বর্ষণ করিয়াছে। কক্ষদ্বারে আসিবামাত্রই তাহার ভৃত্যেরা, চিরপ্রথানুসারে জরি-বিজড়িত একটি স্থূল ফুলের মালা সহজ-শোভন শিষ্টতা-সহকারে আমার গলায় পরাইয়া দিল। বালামণি মন খুলিয়া আমার নিকট বলিল,—পুরাতন উৎকৃষ্ট নাটকগুলি যাহাতে পুনরুজ্জীবিত হয়, সেই উদ্দেশ্যেই এই নাট্যশালা স্থাপিত হইয়াছে। আমি যখন বলিলাম, আমার ফরাসী বন্ধুবর্গের নিকট আমি তাহার কথা বলিব, তখন সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

তাহার পরদিন, কোন একটা সাধারণ স্থানে, তাহার সহিত পুনর্ব্বার আমার সাক্ষাৎ হইল—মান্দ্রাজ-রেলপথের ষ্টেশনে;—দুঃখের বিষয়, এই রেল-পথ মাদুরা পর্য্যন্ত গিয়াছে। বালামণির সঙ্গে দুই জন ভৃত্য। মফস্বলের ভূসম্পত্তি পরিদর্শন করিতে যাইবে তাই ট্রেণ ধরিতে এখানে আসিয়াছে। এখানকার দীন-বসন জনতার মধ্যে বালামণিকে পথহারা পরীর মত দেখাইতেছিল। দূর হইতে মনে হইতেছিল, যেন একটি তারা ঝিকমিক্ করিতেছে। তাহার কাণে হীরক, তাহার কণ্ঠে হীরক, তাহার বক্ষে হীরক। কর-প্রকোষ্ঠ হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত —তাহার সমস্ত নগ্নবাহুতে হীরক-অলঙ্কার। তাহার চারু ক্ষুদ্র নাসিকা হইতে একটি নথ ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঝুলিতেছে;—তাহাতে যে হীরকগুলি রহিয়াছে, তাহা আরও দুর্ল্লভ ও উজ্জ্বল। তাহার জরির-পাড়ওয়ালা হলদে শাড়ী ও তাহার রেশমী কাঁচুলি —এই উভয়ের মাঝখানে গাত্রের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে—আর এই গাত্র সুন্দর ধাতু-তন্তুর ন্যায় সুচিক্কণ—সেই সঙ্গে স্তনযুগলের অকলুষিত তলদেশও অল্প অল্প দেখা যাইতেছে; আর একটু উর্দ্ধে, আঁটাসাঁটা পাতলা কাপড়ের মধ্য দিয়া, সলজ্জ স্তনযুগলেরও একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে। (সায়ংকালে আমাদের রমণীরা বক্ষের উর্দ্ধভাগটি খুলিয়া রাখে; কিন্তু নিম্নভাগটি খুলিয়া রাখায় যে কি অসুবিধা, তাহা আমি ত বুঝিতে পারি না;—উহাতে বেশী কৌশল খাটাইবার আবশ্যক হয় না—এইমাত্র) তা ছাড়া, এই নর্ত্তকীর সাজসজ্জায় বেশ একটু সংযম ও গাম্ভীর্য্য লক্ষিত হইল। বারাঙ্গনাদিগকে যে ধরণে নমস্কার করিতে হয়, সেই ধরণে আমি উহাকে নমস্কার করিলাম। রত্ন-ভারাক্রান্ত কর-যুগলে ললাট স্পর্শ করিয়া ভারতীয় ধরণে সে আমাকে

প্রতিনমস্কার করিল। তাহার পর, পরিজন-সমভি-ব্যাহারে গাড়ীতে উঠিল; * * * কেবল স্ত্রীলোক-দিগের জন্য যে কক্ষটি রক্ষিত, সেই কক্ষে গিয়া বসিল।

ষ্টেশনের সমস্ত কদর্য্য সাজসজ্জা পরিত্যাগ করিয়া, যখন আমি দেবীমন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখনও আমার নেত্রমুকুরে বালামণির ছবিটি প্রতিবিম্বিত। আরও কত সৎকার্য্য সে করিয়াছে, তাহার বিবরণ আজ অনেকের মুখে শুনিলাম। তাহার একটি সৎকার্য্যের উল্লেখ করি; —গতমাসে, কতকগুলি য়ুরোপীয় মহিলা, হিন্দু-অনাথা-বালিকাশ্রমের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে বাহির হইয়া, একটা গৃহের নিকটে আসিয়া যখন দ্বারে আঘাত করিলেন, তখন বালামণি স্মিতমুখে একহাজার টাকার নোট তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিল। বালামণি জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকে, তাহার গৃহের পথটি দরিদ্র-মাত্রেরই সুপরিচিত।

দেবালয়।

ভারতে দেবালয়ের খিলান-মণ্ডপ নিম্ন, সমাধি-মন্দিরের ছাদের ন্যায় গুরুভার ও ভারাবনত; এইজন্য দেবালয়ের মধ্যে প্রায় সময়ের পূর্ব্বেই সন্ধ্যার আবির্ভাব হয়।

অস্তমান সূর্য্যের আলো এখনও রহিয়াছে; কিন্তু ইহারই মধ্যে মাদুরার বৃহৎ মন্দিরের প্রবেশ-পথের—প্রস্তরময় খিলান-পথের দুই ধারে ছোট ছোট দীপ জ্বালান হইয়াছে। ইহা মন্দিরের এক-প্রকার প্রবেশ-দালান; এইখানে ফুলের মালা বিক্রী হয়। কুলঙ্গী প্রভৃতি মন্দিরের সমস্ত খোঁজখাঁজের মধ্যে, খিলান-পথের দুইধারে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি রহিয়াছে, তাহাদের ফাঁকের মধ্যে মাল্যবিক্রে-তারা তাহাদের দোকান বসাইয়াছে। আমার ন্যায় কোন লোক বাহির হইতে আসিলেই একটা ছায়া পড়িয়া সমস্তই যেন একসঙ্গে মিশিয়া যায়;—পুতুলগুলা, বিকট মূর্ত্তিগুলা, মনুষ্যমূর্ত্তি, বড় বড় প্রস্তর-মূর্ত্তি, সেই সব বহুবাহুবিশিষ্ট মূর্ত্তি—যাহাদের অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি দ্বিবাহু-বিশিষ্ট মানুষেরই মত—সমস্তই মিশিয়া যায়। সেখানে 'ধর্ম্মের গরুরা'ও রহিয়াছে, উহারা সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ঘুমাইবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, থাকড়া ও ফুল ধীরে সুস্থে চর্ব্বণ করে।

এই খিলান-পথের পরেই একটা দ্বার; দেব-মূর্ত্তিময় অভ্রভেদী মন্দির-চূড়ার তলদেশে, একটা অন্ধকেরে সুড়ঙ্গ-কাটা পথ। এই পথ দিয়া একে-বারেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করা যায়; মন্দির না বলিয়া ইহাকে একটা নগর বলিলেও চলে; এই নিস্তব্ধ অথচ শব্দায়মান নগরটি পথে-পথে একে-বারে আচ্ছন্ন—পথগুলা আড়াআড়িভাবে প্রসারিত; এবং ইহার অসংখ্য লোক সমস্তই প্রস্তরময়। প্রত্যেক স্তম্ভ, প্রত্যেক বিরাটাকৃতি শিল্পা এক-একটা অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত; কি উপায়ে যে উহাদিগকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য,—(অবশ্য লক্ষ লক্ষ বাহু-পেশীর সমবেত চেষ্টায়) তাহার পর, বিবিধ দেবতা ও দানবের মূর্ত্তি কুঁদিয়া কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে। এই খিলান-মণ্ডপগুলি প্রায়ই সমতল; প্রথম দৃষ্টিতে বুঝিতে পারা যায় না, কেমন করিয়া উহারা ভার-সাম্য রক্ষা করিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান আছে। এই খিলানমণ্ডপগুলি ৮।১০ গজ লম্বা অখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং দুই প্রান্তে ভর দিয়া রহিয়াছে, আমা-দের সাদাসিধা কাষ্ঠফলকের মত এইরূপ কত অসংখ্য প্রস্তরখণ্ড পাশাপাশি অবস্থিত। এই সমস্ত,—পুরাতন মিসরের 'থেব্' ও 'সেফিস্' নগরের ধরণে নির্ম্মিত; কালের দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে—উহারা প্রায় অনন্তকালস্থায়ী। "শ্রী রাগম"-মন্দিরের ন্যায়, এখানেও আকাশে সতেজে গা ছুড়িতেছে, এইরূপ অশ্বের মূর্ত্তি কিংবা দেবতাদের মূর্ত্তি সারি সারি রহিয়াছে এবং সুদূর আঁধারে ক্রমশ মিশিয়া গিয়াছে। এই সকল মূর্ত্তির কৃষ্ণবর্ণ মসৃণ তলদেশ—যেখানে মানুষের হাত কিংবা শরীর পৌঁছায়—তাহা মনুষ্য ও পশুর দৈনিক গাত্র-ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—এবং শুধু ইহাতেই উহাদের প্রাচীনত্ব সূচিত হয়। একদিকে বিরাট মহিমা, অপরদিকে গোময়-রাশি; একদিকে ইন্দ্রপুরীর বিলাস-বিভব, অপর দিকে বর্ব্বরোচিত অপরিচ্ছন্নতা। থাকড়ার ও কাটা-কদলীপত্রের মালা—যাহা পূর্ব্বে কোন উৎসবের সময়ে টাঙ্গান হইয়াছিল, তাহা গুঁড়া-গুঁড়া হইয়া মাটিতে পড়িতেছে ও পচিয়া উঠিতেছে। বিচিত্র কাল্পনিক জীবজন্তু;

...গজ ও ময়দাপিণ্ডে নির্ম্মিত সজীব হাতীর প্রমাণ ...বা হস্তি-মূর্ত্তি—সমস্তই কোণে কোণে পচিতেছে। ...র্ম্মের' গাভীগণ ও যে সব জীবন্ত হাতী কুট্টিম-...সে মুক্তভাবে বিচরণ করে, উহারা সর্ব্বত্রই তাহা-...র বিষ্ঠা ছড়াইয়াছে;—নগ্নপদের ঘর্ষণে মসৃণীকৃত ...চকে তৈলাক্ত মেজের উপরেও ছড়াইয়াছে। ...ড় বড় বাদুড় চাম্‌চিকা এই ভীষণ খিলান-মণ্ডপে ...ংশবৃদ্ধি করিতেছে; উহারা নৌকার পালের মত ...ড়-বড় কালো ডানাগুলা সর্ব্বত্রই নাড়া দিতেছে, ...কিন্তু তাহার শব্দ শোনা যায় না—পালকের ডানা ...হলে বোধ হয় খুব শব্দ হইত।......

অভ্যন্তরস্থ একটা মুক্তাকাশ অঙ্গনের মধ্যে ...সন্ধ্যার আলো আবার আমি মুহূর্ত্তকাল দেখিতে ...পাইলাম। সেখানে আর কেহই নাই, কেবল কতকগুলা ময়ূর, প্রস্তরময় পশুমূর্ত্তির উপর বসিয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছে। প্রাচীর-ঘেরের ঊর্দ্ধে, ...ন্যূনাধিক দূরে, কতকগুলা লাল ও সবুজ মন্দির-চূড়া মাথা তুলিয়া রহিয়াছে। এই দেবমূর্ত্তিময় চূড়া-গুলি চিরবিস্ময়জনক। এই চূড়ার গায়ে, রাশীকৃত দেবতাদের মাঝামাঝি একস্থানে, চাতক ও টিয়ার নীড় ঝুলিতেছে এবং সেই সব নীড়ের চতুষ্পার্শ্বে পাখীগুলা নড়া-চড়া করিতেছে এবং যেখানে শূল-মুখের ন্যায় কতকগুলা খোঁচ্ উঠিয়াছে এবং যাহা এখনো সূর্য্যকিরণে আলোকিত,—সেই ঊর্দ্ধতম চূড়াদেশের খুব নিকটে কাকেরা চীলদিগের সহিত উন্মত্তভাবে ঘোর্-পাক্ দিতেছে।

এই অঙ্গন ছাড়াইয়া, মন্দিরের আর একটি গভীরতর অংশে, আমি পুরোহিতকে অবশেষে দেখিতে পাইলাম। পূর্ব্বেই তাঁহার নিকট আমার সম্বন্ধে অনুরোধ-পত্র পাঠান হইয়াছিল; দেবীর বেশভূষা তিনিই আমাকে দেখাইবেন, এইরূপ কথা আছে।

বোধ হয়, কাল আমি সে সব বেশভূষা দেখিতে পাইব না, কেননা, কাল একটা উৎসবের দিন। শ্রীরাগমের বিষ্ণু যেমন প্রতিবৎসর রথে করিয়া তাঁহার মন্দির প্রদক্ষিণ করেন, মাদুরার শিব-পার্ব্বতীও সেইরূপ প্রতি বৎসর, তাঁহাদের জন্য খনিত একটা বৃহৎ জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে নৌকা করিয়া পরিভ্রমণ করেন। সেই নৌযাত্রার পূর্ব্বদিনে আমরা এখানে আসিয়াছি।

কিন্তু পরশ্ব প্রত্যূষে, যখনই মন্দিরের মধ্যে একটু আলো দেখা দিবে,—পুরোহিত সেই গুপ্ত কক্ষের দ্বার আমার নিকট উদ্‌ঘাটিত করিবেন এবং আমাকে দেবীর রত্নভাণ্ডার প্রদর্শন করিবেন।

শিবের নৌকা।

বলা বাহুল্য, এই নৌকাখানা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইলেও নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী কতকগুলা হাল্‌কা বাঁশে নির্ম্মিত। তিন-'ডেক্'-ওয়ালা জাহাজ অপেক্ষাও ইহা বড়;—এক প্রকার পরী-প্রাসাদ বলিলেও হয়। ইহার পৃষ্ঠভাগ সোনালি পাতমোড়া মোটা কাগজের, অথবা রেশমের। ইহাতে মন্দিরের ন্যায় কতকগুলা চূড়া, কাগজের ঘোড়া, কাগজের হাতী রহিয়াছে; আর কতকগুলা ছোট ছোট নিশান উড়িতেছে। আমরা য়ুরোপীয়,—আমাদের চোখে ইহার সব দোষ খণ্ডিয়া যায় ইহার অতিমাত্র বৈদেশিকতায়, ইহার অদ্ভুত বিচিত্র কল্পনা-লীলায়, ইহার সেকেলে ধরণের সাজসজ্জায়।

এখন অপরাহ্ন দুই ঘটিকা। সরোবরের উপর—উহার বিজন তটভূমির উপর,—প্রখর রৌদ্র। মান্ধাতার আমলের সাজ-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, এই নৌকাখানা এইখানেই প্রকাণ্ড ঘাটের সিঁড়িতে বাঁধা রহিয়াছে। এই সময়ে শিবের নৌকারোহণ করিবার কথা। কিন্তু কেহই আসে নাই,—এখনও কাহারও সাড়াশব্দ নাই।

এই সরোবরটি মানুষের হাতে খনিত চতুষ্কোণ; তটের ঘের ৯০০ কিংবা ১২০০ গজ হইবে। ভক্ত-গণ যাহাতে সরোবরে নামিতে পারে, এই জন্য উহার চারিধারেই পাথরের সিঁড়ি। সরোবরের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ—সরোবরেরই ন্যায় চতুষ্কোণ। এই দ্বীপের উপর একটি ধপ্‌ধপে সাদা মন্দির; উহার প্রত্যেক কোণ হইতে এক একটি ক্ষুদ্র চূড়া সমুত্থিত। সরোবরের তটসংলগ্ন বিস্তীর্ণ ভূমি—জন-তার পক্ষে খুব অনুকূল—এই সময়ে সূর্য্যের প্রখর কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে; উহার চারিধারে উদ্ভিজ্জের হরিৎশ্যামল যবনিকা—তালীবনরাজি, আর কতকগুলি মন্দির; এ সমস্ত, দেবীর বৃহৎ মন্দির হইতে বহুদূরে—প্রায় গ্রামপল্লীর অভ্যন্তরে।

ঢাকঢোলের শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

* * সমারোহের ঠাট্ আসিতেছে;—একটা

ছায়াপথ হইতে বাহির হইয়া উহারা মুক্তালোকে, এই তাপদগ্ধ ক্ষুদ্র মরুভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িল—যেখানে সরোবর ও সরোবরের নৌকাখানা এখনও নিদ্রামগ্ন। প্রথমে মানুষের কাঁধে,—১০।১৫ ফীট উচ্চ, কতকগুলা কাগজের বিরাটমূর্ত্তি,—মানুষের পিঠে কতকগুলা কৃত্রিম হাতী ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে আসিল. তাহার পর, ৬টা সত্যকার হাতী—চুম্‌কি-বসানো, লম্বা, লাল পোষাকে সজ্জিত; ১০টা প্রাচ্য-দেশীয় পুরাতন প্রকাণ্ড লাল ছত্র যাহা এককালে ব্যবিলন্ ও নিনিভায় খুব প্রচলিত ছিল; তাহার পর ঢাক-ঢোল, তীক্ষ্ণস্বর শানাই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র; সর্ব্বশেষে শিবের জন্য ও তাঁহার পরিবারস্থ অন্যান্য দেবতার জন্য সোনার গিল্‌টিকরা পাল্কী। সমারোহের এই সমস্ত ঠাট্। ইহার সঙ্গে কোনও জনতা নাই। এই ঠাট্ মাদুরার মধ্য দিয়া আসিবার সময়, মাদুরার লোকদিগের কিছুমাত্র ঔৎসুক্য হয় নাই। সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া ঠাট্‌টি নৌকার সম্মুখে আসিয়া থামিল। কিন্তু কেহই কুতূহলী হইয়া এখানে দেখিতে আসিল না!

শুনিলাম, এইবার উহারা নৌকায় উঠিবে; কে আগে, কে পরে উঠিবে, তাহাও পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রথমে শিবের দুই পুত্র, পরে শিব, এবং সর্ব্বশেষে পার্ব্বতী,—শিবের পত্নী। যাহারা বহুদিন হইতে এই কর্ম্মে নিযুক্ত,—সেই চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত পুরাতন মাঝিমাল্লারা—টস্‌টস্ করিয়া গা-বাহিয়া জল ঝরিতেছে, এই অবস্থায়,—জল হইতে উঠিয়া পাল্কীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিষ্ণুদের রথারোহণের সহিত ইহার কত প্রভেদ; সেই শ্রীরঙ্গমে, রত্নময় বিষ্ণুদেব—গভীর রাত্রে, কত অবগুণ্ঠন-বস্ত্রে আবৃত হইয়া, তবে রথে উঠিয়াছিলেন! এইখানে আমি খুব কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। উহারা তাহাতে কিছুমাত্র উদ্‌বেজিত হইল না—আমাকে দূরে যাইতেও অনুরোধ করিল না। পাল্কীর ঘেরাটোপ্ খোলা ছিল; তাই, আজ এই প্রথমবার সেই সব বিগ্রহ দেখিতে পাইলাম—যাহাদিগকে কত শতাব্দী ধরিয়া এখানকার লোকে ভয় ও ভক্তি করিয়া আসিতেছে * * *

জমকাল গদীর উপর উপবিষ্ট এই বিগ্রহগুলিকে যখন কতকগুলি নগ্নকায় বৃদ্ধ স্বীয় বলিরেখাঙ্কিত বাহুর উপর বসাইয়া লইয়া গেল, তখন আমার যে কি বিস্ময়—এমনি কি, আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল—তাহা আর কি বলিব! করকগুলি বিকটাকার পুত্তলিকা;—দেখিতে নরম-তল্‌তলে; গ্রীবাদেশ কাঁধের মধ্যে যেন ঢুকিয়া গিয়াছে; গোলাপী রঙ্গের ছোট ছোট মূর্ত্তি—কমলানেবুর মত ট্যাবাটোবা। (কি জন্য গোলাপী রঙ্গ?—ভারতবাসীর রঙ্গ তাম্রাভ বলিয়াই কি?) ওষ্ঠাধর পাতলা; চক্ষু নিমীলিত ও পক্ষ্মশূন্য;—দেখিলে মনে হয়, মনুষ্যের ভ্রূণ,— * * * মৃতশিশু; এই চিরনিদ্রায় অবস্থাতেও মুখের ভাব ভীষণ; কিন্তু এই ভীষণতার সঙ্গে একপ্রকার ভোগতৃপ্ত হৃষ্টপুষ্ট ভাব, প্রসন্নতার ভাবও প্রকটিত রহিয়াছে। রাশি রাশি রত্নমালা, হীরা-চুনির অলঙ্কার, সূক্ষ্ম মুক্তার ঝালর—এই সমস্তের মধ্যে বিগ্রহগুলি নিমজ্জিত। বহুমূল্য কানবালার ভারে ভারাক্রান্ত বড় বড় সোনার কাণ উহাদের মাথার দুই পাশে ঝুলিতেছে। উহাদের হাতের উপর খুব বড় বড় সোনার হাত বসানো,—তাহাতে লম্বা লম্বা নখ। আবার উহাদের জঙ্ঘার শেষপ্রান্তে বড় বড় সোনার পা। এইরূপ একটা বিপরীত-প্রমাণ কৃত্রিম হাতের মধ্য হইতে উহাদের একটা আসল হাত বাহির হইয়া পড়িয়াছে;—ইহা বানরের হাতের ন্যায়, কিংবা ভ্রূণশিশুর হাতের ন্যায় ক্ষুদ্র। হৃষ্টপুষ্ট শম্বূকাকৃতি। হাতের রঙ্গ দেহের রঙ্গেরই মত গোলাপী। * *

সূর্য্যের প্রখর তাপ; ঢাক্-ঢোল-শানাইয়ের ঘোর বাদ্যঘটা। এ দিকে চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত সেই মাঝিমাল্লারা মৃতজাত-শিশুপ্রায় পুতুলগুলাকে রত্নালঙ্কার ও কিংখাব-বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া নৌকায় লইয়া গেল; এবং নৌকার অন্তরতম প্রদেশে সিংহাসনের উপর বসাইয়া, মোটা কাপড়ের পর্দ্দার আড়ালে উহাদিগকে অদৃশ্য করিয়া রাখিল।

এইখানেই সমস্ত শেষ। সমারোহের ঠাট্—হাতী, ছত্র, সমস্তই চলিয়া গিয়াছে। সরোবরের তটদেশ আবার মরুভূমিতে পরিণত হইল। কেবল আজ রাত্রে একবার বিগ্রহগুলিকে সরোবরের চারিধারে ঘুরাইয়া আনা হইবে।

দিবসের প্রখর অত্যাচার এবং রশ্মি ও বর্ণচ্ছটায় উন্মত্ত উৎসব-লীলা থামাইয়া দিয়া,—বৃদ্ধ ভারতকে একটু বিশ্রাম দিবার জন্য, আবার রাত্রি

আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলিম কৃষ্ণবর্ণে ধরাপৃষ্ঠ আচ্ছন্ন ছিল,—এক্ষণে মধুর চন্দ্রমা সমুদিত হইয়া, ধীরে ধীরে সমস্ত পদার্থ রজতকিরণে রঞ্জিত করিল। এই সময়ে ভক্তগণ দলে দলে সরোবরের ধারে নামিয়া, তিনটি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাটের প্রত্যেক ঘাটের সিঁড়িতে নামিয়া, তিন-সারি তৈলসিক্ত দীপ-বর্ত্তিকা জ্বালাইবার জন্য আগ্রহসহকারে প্রবৃত্ত হইল। এই প্রকাণ্ড চৌকোণা সরোবরের চারিধারেই তিন-সারি ছোট ছোট প্রদীপ সজ্জিত রহিয়াছে। সরোবর-মধ্যস্থিত দ্বীপে যে মন্দিরাদি রহিয়াছে, তাহাতেও দীপাবলী জ্বালান হইল। শুভ্র চন্দ্রালোকে সমস্তই দপ্ দপ্ করিতেছে—তথাপি, অনলশিখাচ্ছটা চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইল।

সূর্য্যাস্ত-সময় হইতে জনতার আরম্ভ হইয়াছে। যে সব ছায়াতরুর পথ,—আলুলায়িত-কেশ-বটবৃক্ষ-শোভিত পথ এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই পথগুলি,—নগর-গ্রামাদি হইতে মানব জনতার প্রবাহধারা, এই সরোবরের ধারে অজস্র ঢালিয়া দিতেছে।

শিবপূজার জন্য এই লোকসমাগম। সরোবরের চারিধার মাথায় মাথায় আচ্ছন্ন। মাথাগুলা এত ঘেঁসাঘেঁসি যে, নদীতীরের উপল-রাশি বলিয়া মনে হয়। ভারতবাসীদের এই সরু সরু তমসাচ্ছন্ন মাথা-গুলা আমাদের য়ুরোপীয় মাথা অপেক্ষা অনেক ছোট। মনে হয়, এই সব মস্তকে গুহ্যধর্ম্ম (Mysticism) ও জলন্ত ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বুঝি আর কিছুরই জন্য স্থান নাই। (কথাটা বিরক্তি-কর হইলেও বলিতে হইবে,—এই দুই জিনিস প্রায় যুগলমূর্ত্তিতেই দেখা দেয়।) এই শিবের সরোবরে আসিবার সময়, প্রত্যেকেই একএকটা সপল্লব খাগ্-ড়ার ডাল কাঁধে করিয়া লইয়া আইসে;—দেখিলে মনে হয়, যেন একটা তৃনের ক্ষেত আসিতেছে।

রাত্রির প্রারম্ভেই, বৃহৎ মন্দির হইতে যে সকল হস্তী এখানে আসিয়াছে, তাহারা এই সব চিন্তাশীল-মস্তকরূপী কন্দুকরাশির মধ্যে—গণ্ডশৈলের ন্যায়, ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায়, ইতস্ততঃ সমুত্থিত।

এই পরী-নৌকার পার্শ্বে,—এই স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডচূড়া-সমন্বিত ভাসন্ত প্রাসাদের পার্শ্বে—যেখানে অবিরাম মশাল জ্বলিতেছে—একটা তুমুল মানব-জনতা, বাদ্যোদ্যম-সহকারে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহারা নৌকার গুণটানা রশি মাটির উপর লম্বা-ভাবে ছড়াইয়া রাখিল; এবং ভক্তদিগের মধ্য হইতে শত শত লোক আসিয়া, আনন্দধ্বনি করিতে করিতে ঐ রশিটা ধরিল। এই দীর্ঘ প্রসারিত রজ্জুর পার্শ্বে যাহারা দাঁড়াইবার স্থান পাইল না, তাহারা সকলের উপর জল ছিটাইয়া, সরোবরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। আ-কটি জলে নিমজ্জিত হইয়া উহারা পিছন হইতে—পার্শ্ব হইতে নৌকাকে ঠেলিবে—অন্ততঃ নৌকার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

আবার ঘোর কোলাহল;—ঢাক-ঢোল-শানাই-য়ের উন্মত্ত বাদ্যঘটা। এইবার নৌকা ছাড়িয়াছে। সরোবরের প্রস্তরময় কিনারা দিয়া নৌকা বেশ সহজে চলিতেছে। দেব ও দেবীর নৌকাযাত্রা এইবার আরম্ভ হইয়াছে। যে স্বর্গীয় শুভ্রকিরণ ঢালিয়া আজ রাত্রে চন্দ্রমা সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছেন, তাহা অপেক্ষা শিবের এই উৎসব-আড়ম্বর শতগুণে পাধিব, সন্দেহ নাই। সরোবরের তীরে ঘন্টিকা-জাল-সমাচ্ছন্ন শাণ্ডশিষ্ঠ হস্তিগণ ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে এই তুমুল জনতার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে, এবং তাহাদের গুরুপদভারে পাছে কোনও শিশু বিদলিত হয়, এই জন্য ধীরে ধীরে অতি সাবধানে পাদক্ষেপ করিতেছে।

মীনাক্ষী-দেবীর রত্নভাণ্ডার।

আজ আমি প্রত্যূষে সূর্যোদয় হইবামাত্রই (১) দেবালয়ে উপস্থিত হইলাম। এই প্রস্তরময় গোলোক-ধাঁধার প্রবেশ-পথগুলিতে ইহারই মধ্যে প্রাভাতিক জীবন-উদ্যমের স্ফূর্ত্তি দেখা যাইতেছে। প্রবেশ-বীথীর ধারে ধারে, সমস্ত প্রস্তর-মঞ্চের ভীষণদর্শন প্রতিমা-সমূহের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত কুলঙ্গির মধ্যে, ফুলের দোকানীরা কাজে বসিয়া গিয়াছে; গাঁদা ফুলের মালা গাঁথিতেছে, তাহার সহিত গোলাপ-ফুল ও স্বর্ণসূত্র সংমিশ্রিত করিতেছে। অর্দ্ধনগ্ন লোকেরা যাতায়াত করিতেছে; সদ্যস্নাত ব্যক্তির আর্দ্র কেশ হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহাদের চক্ষে ধ্যানের ভাব,—ভক্তির ভাব। পবিত্র হস্তী, পবিত্র গাভী,—যাহারা তমসাচ্ছন্ন মন্দিরের কুট্টিমতলে বাস করে; পক্ষীগণ, যাহারা রক্তিম মন্দির-চূড়ার বিভিন্ন উচ্চ-অংশে নীড় বাঁধিয়া আছে, সকলেই এই প্রভাত-আলোকে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, ক্রীড়া করিতেছে;

—পশুপক্ষীর মধ্যে—কেহ বা হম্বারব, কেহ বা বৃংহিত, কেহ বা কূজন, কেহ বা গান করিতেছে।

পূর্ব্বের কথামত পুরোহিতেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; তাঁহারা আমাকে অন্ধকারময় মন্দিরের গভীরদেশে লইয়া গেলেন।

আমার সম্মুখে, একটা গুরুভার তাম্র-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল; উহাই মন্দিরের গুপ্ত অংশ। প্রথমে একটা দালান, তাহার দুই ধারে সারি সারি কৃষ্ণবর্ণ দেবমূর্ত্তি, গুহাগহ্বরের মত সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন,—তাহার পরেই বিমল আলোকচ্ছটা, "স্বর্ণ-পদ্ম-সরোবর" নামে একটি পবিত্র পুষ্করিণী;—মুক্ত আকাশতলে, একটি চতুষ্কোণ গভীর জলাশয়; নামিবার জন্য চারিধারে পাথরের সিঁড়ি; জলাশয়ের চারিদিকে শোভন-সুন্দর স্তম্ভশ্রেণী চলিয়া গিয়াছে; কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ ক্ষোদাই-কাজকরা ও কতকগুলি খিলান-মণ্ডপ পবিত্র গম্ভীর বর্ণে রঞ্জিত; আর সারি সারি ঢাকা-বারান্দা; এই বারান্দাগুলি ব্রাহ্মণদিগের গুপ্ত বিচরণভূমি। এই বদ্ধ ঘেরের একটা দিক্ সুশীতল নীল ছায়ায় এখনও পরিস্নাত; অন্য দিক্, সূর্য্যের উদয়ে ইহারই মধ্যে পাটল রাগে, প্রাভাতিক সিন্দুররাগে রঞ্জিত হইয়াছে। এই সরোবরের চতুর্দ্দিকস্থ সারি সারি বারান্দাদালানের মাথা ছাড়াইয়া, ঊর্দ্ধে রক্তিম মন্দির-চূড়াগুলি; সকল স্থান হইতেই এই চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে; এই চূড়াগুলি বিভিন্ন ব্যবধানে ও বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে এবং প্রত্যেক চূড়ার চারিধারে পাখীরা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া বেড়াইতেছে; আর একটি সোনার গম্বুজও ঝিক্‌মিক্ করিতেছে—মন্দিরের যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র ও সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়, যেখানে আমি কোনো উপায়েই প্রবেশলাভ করিতে পারি নাই—সেই গম্বুজটি তাহারই মাথায় অধিষ্ঠিত। অপূর্ব্ব সরোবর! নিস্পন্দতা যেন মূর্ত্তিমতী! তীরস্থ কঠোর ও বিরাট দৃশ্যের মধ্যে এই সরোবরের জল যেন মৃত বলিয়া মনে হয়—উহাতে একটি রেখা-মাত্র নাই। চতুর্দ্দিকের স্তম্ভশ্রেণী, জলের উপর প্রতিবিম্বিত, দ্বিগুণিত, দীর্ঘীকৃত ও বিপর্য্যস্তভাবে দেখা যাইতেছে। এই "স্বর্ণপদ্ম-সরোবর",—এই তপন-তারা জলদরাজির দর্পণ—যাহা বিরাট মন্দিরের হৃদয়দেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত—এইখানে এমন একটি শান্তির ভাব সর্ব্বত্র ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে যে, তাহা বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না। এই সমস্ত খিলান-মণ্ডপের গোলোকধাঁধার মধ্যে, কোন্ পথ দিয়া পুরোহিতেরা যে আমাকে লইয়া গেলেন, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। যতই আমি অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই যেন সমস্ত আমার নিকট অতিভারাক্রান্ত ও অতিমানুষিক বলিয়া মনে হইতে লাগিল;—সমস্ত মন্দির উত্তরোত্তর আরও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাক্‌লায় গঠিত। বিংশতি বাহু-বিশিষ্ট দেবতা, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীবিশিষ্ট দেবতা—এই সমস্ত অসংখ্য বিরাট দেবমূর্ত্তি ছায়ান্ধকারের মধ্যে সারি সারি কতই যে চলিয়াছে, তাহার শেষ নাই—তাহার কোন শৃঙ্খলাও নাই। আমি তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি। যেন স্বপ্নে অতিকায় দৈত্যদের রাজ্যের মধ্য দিয়া—ভয়ানকের রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। চারিদিকেই অন্ধকার, এবং আমাদের পদক্ষেপে সমাধি-গহ্বরসুলভ মুখরতা যেন জাগিয়া উঠিল।

ক্রমাগতই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রতিমা—ক্রমাগতই বিরাট ব্যাপার নেত্রপথে পতিত হইতেছে, আবার সেই সঙ্গে বর্ব্বরোচিত অযত্ন অপরিচ্ছন্নতা, বিষ্ঠা ও আবর্জ্জনা-রাশি। মানুষপ্রমাণ সমস্ত দেয়াল, দেয়ালের গাত্রনিঃসৃত অংশগুলা—সমস্তই কালিমাগ্রস্ত, আর্দ্রতা ও ময়লায় চিক্‌চিক্ করিতেছে। এই একটা বারান্দা—ইহা গজমুণ্ডধারী গণেশের নামে উৎসর্গীকৃত, গণেশের পদতলে, শুণ্ডের নীচে, কতকগুলি ধূমায়মান প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহারই আলোকে গণেশের বিকটাকার শরীরটা আলোকিত হইয়াছে। এই দেখ, একটা ভীষণ কোণে, ঘোর রাত্রিকালে, এই সকল বিকটাকার প্রস্তর-মূর্ত্তির মধ্যে, এক-পাল জীবন্ত পশু অবস্থিত, উহাদের নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে; একটা সমস্ত গো-পরিবার এখনও নিদ্রা যাইতেছে—যেন এখনও সূর্য্যের উদয় হয় নাই; মন্দিরকুট্টিমের শাণ উহাদের গোময়ে আচ্ছন্ন—তাহার মধ্যে পা পড়িয়া পা পিছলাইয়া যাইতেছে; ঘৃণিত বলিয়া কেহ তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করিতে সাহস করে না,—কেননা, যাহা তাহাদের অঙ্গ হইতে নিঃসৃত, তাহাও তাহাদেরই ন্যায় পবিত্র। বড় বড় ডানা-ওয়ালা বাদুড়-চামচিকা ভয়চকিত হইয়া আমাদের মাথার উপর ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমার পথপ্রদর্শকেরা, কোন এক বিশেষ

মুহূর্ত্তে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিল; সেই সময়ে আমরা একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও তমসাচ্ছন্ন দালানের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলাম; সেই দালানের গভীর দেশে কতকগুলা বিকটাকার দেবমূর্ত্তি কতকগুলি দীপের আলোকে আমি 'চোরা-গোপ্তান্' দেখিয়া লইয়াছিলাম। আমাকে যাহারা লইয়া যাইতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একটি ব্রাহ্মণ আমার নিকট আসিয়া মৃদুস্বরে আমাকে বলিলেন, ঐটিই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান; আগে আমাকে বলেন নাই, পাছে আমি বেশী দেখিয়া ফেলি।

অবশেষে, এই গুরুপিণ্ডাকার স্তম্ভারণ্যের একটা জায়গায় আসিয়া পুরোহিতেরা থামিলেন; এই স্থানটি খুব বিশাল ও জম্‌কালো। কতকগুলা বৃহৎমন্দিরের মধ্যবর্ত্তী যেন একটা চৌমাথা-রাস্তা। এইখানে অনেকগুলি দালানের কুট্টিম উদ্ঘাটিত ও সর্ব্বদিকে প্রসারিত হইয়া ক্রমে ছায়ান্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছে। অখণ্ড প্রস্তরের বিরাটাকার বিগ্রহ সমূহ চারিদিক বেষ্টন করিয়া আছে; উহারা বল্লম, অসি, নরমুণ্ড হস্তে ধারণ করিয়া আস্ফালন করিতেছে; উহারা কালো চিক্‌চিকে, তেলা;— হস্তঘর্ষণে উহাদের উপর লম্বা-লম্বা দাগ পড়িয়াছে; উহারা লোকের গাত্রঘর্ম্ম শোষণ করিয়াছে। কতকগুলি বেদীর উপর, তাম্র ও রৌপ্য-সামগ্রী ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; কতকগুলা পিতলের চূড়াকার সামগ্রী বহুশতাব্দীব্যাপী কালপ্রভাবে বাঁকিয়া গিয়াছে,—বোধ হয়, পূর্ব্বে দীপাধার ছিল;—এই সমস্ত দেবীর রহস্যময় পূজার সামগ্রী; এবং ইহারই মাঝখানে, দীর্ঘকুন্তল ও নগ্নকায় ভিক্ষুকের জনতা; মন্দিরই ইহাদের প্রধান আড্ডা; রক্ষিগণ চীৎকার করিয়া, ঠেলাঠেলি করিয়া, উহাদিগকে সরাইয়া দিতেছে; কেননা, ভিক্ষুকেরা কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া একপ্রকার বেড়ার চারিধারে ক্রমাগত ঠেলিয়া আসিতেছে; দুইদিক্‌কার দুইটা পিল্‌পায় দুইগাছা রশি বাঁধিয়া এই বেড়াটি সংরচিত।

আমার প্রবেশের জন্য টানা রশির কিয়দংশ শিথিল করিয়া ভূমিতে নামাইয়া দেওয়া হইল, তাহার পর পূর্ব্বের মত আবার সটানে বাঁধা হইল; আমি পুরোহিতদের সহিত রজ্জু চক্রের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমার সম্মুখে একটা বৃহৎ টেবিল কালো গালিচায় ঢাকা;—তাহারই উপর দেবীর অলঙ্কারগুলি স্তূপাকার। এই রাশীকৃত স্বর্ণ ও রত্নময় অলঙ্কারের নিকটে, উহারা আমাকে একটা আরাম-কেদারায় বসাইল; আমার গলায় গেঁদা-ফুলের মালা পরাইয়া দিল; তাহার পর, পুরোহিতেরা আমার হস্তে অলঙ্কারগুলি দিতে আরম্ভ করিলেন; এই অলঙ্কারগুলি কোন গভীরতম গুপ্ত কক্ষ হইতে ঘণ্টাখানেকের জন্য বাহির করা হইয়াছে; তাঁহারা আমার হাতে অলঙ্কারগুলি স্পর্শ করাইতে লাগিলেন; এবং আমোদ করিয়া, একটার পর একটা আমার জানুর উপর নিক্ষেপ্ত করিতে লাগিলেন। বিবিধ বর্ণের মণিরত্নে খচিত ডজন-ডজন্ ভারী ওজনের সোনার মুকুট। অজাগর সর্পের ন্যায়, মাণিক ও মুক্তার পাকানো হার, সহস্র বৎসরের পুরাতন বলয়। পুরাতন কণ্ঠমালাগুলা এত ভারী যে, এক হাতে উঠানো কঠিন। রমণীরা কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য যে সব কলস ব্যবহার করে, সেইরূপ বড় বড় কলস,—কিন্তু উহা পাত্‌লা সোনার, এবং হাতুড়ী পিটিয়া গঠিত। বক্ষোদেশ বিভূষিত করিবার জন্য নীলরঙ্গের একটি অতুলনীয় কবচ—বাদামের মত বড় বড় মসৃণীকৃত নীলকান্তমণি দিয়া বিরচিত। যে সময় তাঁহারা এই সব অপূর্ব্ব রত্ন-ঐশ্বর্য্যে আমার হাত ভরিয়া দিতেছিলেন, সেই সময়ে দূর হইতে সঙ্গীতলহরী আমার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল:—ঢাক-ঢোলের ঘোর গর্জ্জন, পবিত্র শঙ্খ ও শানাইয়ের বিলাপ ধ্বনি। মধ্যে মধ্যে আমার পশ্চাতে ঘোর কোলাহল; ক্ষুধাতুর ভিক্ষুকদিগকে রক্ষিগণ তাড়াইতেছে; ভিক্ষুকেরা এতদূর ঠেলিয়া আসিয়াছে যে, ভঙ্গুর দড়ির বেড়াটা ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। আবার এই দেখ, হীরক-খচিত কতকগুলা ঘোড়ার রেকাব,—নিশ্চয়ই দেবীর অশ্ব-বাহনের জন্য গঠিত। এই দেখ, কতকগুলা সোনার কৃত্রিম কাণ, তাহাতে সূক্ষ্ম মুক্তাগুচ্ছ; উৎসবযাত্রাকালে দেবীর ভ্রূণাকার ক্ষুদ্র গোলাপী-মস্তকের দুই পাশে উহা আট্‌কাইয়া দেওয়া হয়। এই দেখ, কতকগুলা সোনার কৃত্রিম হাত ও কৃত্রিম পা, দেবী যখনই ভ্রমণার্থ মন্দির হইতে বাহির হয়েন, তখনই উহা তাঁহার ভ্রূণ-প্রায় ক্ষুদ্র হস্তপদের প্রান্তদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়...

এই রত্নভারাক্রান্ত টেবিলের রত্ন-ঐশ্বর্য্য যখন

সমস্তই দেখা হইয়া গেল, আমি মনে করিলাম, এই বুঝি শেষ। কিন্তু না; ভীষণ মূর্ত্তিসমূহে পরিপূর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ বারান্দাগুলার মধ্য দিয়া পুরোহিতেরা আমাকে একটা অঙ্গনে লইয়া গেলেন; সেখান হইতে তূরীনাদের মত ঘোর তীব্র শব্দ নিঃসৃত হইতেছিল; সেখানে লাল পোষাকে আচ্ছাদিত ছয়টা হস্তী, রদ্দুরে দাঁড়াইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; আমি আসিবামাত্রই, তাহাদের বৃহৎ ও স্বচ্ছ কর্ণরূপ তালপত্রের বীজনে ক্ষান্ত না হইয়া, আমার সম্মুখে নতজানু হইল। আমি প্রত্যেককে রৌপ্যমুদ্রা দিলাম; উহারা অতি সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিল এবং মুদ্রাটি উঠাইয়া লইয়াই, কতকগুলা বৃহৎ চামড়ার 'কুপোর মত' 'নড়ব্ বড়ব্' করিতে-করিতে চলিয়া গেল; আপনার খেয়াল-অনুসারে যেখানে খুসি চলিয়া গেল,—কেহ বা সুঁড়ি বারান্দাপথে, কেহ বা মন্দিরের কুট্টিমতলে; এই মন্দিরের মধ্যে উহারা মুক্তভাবে বিচরণ করে।

তাহার পর, উহারা আমাকে মন্দিরের দালানে লইয়া গেল, উহার ছাদ-আদি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাক্‌লায় গঠিত; দেখিলে মনে হয়, অতিকায় দৈত্যদিগের গুহাভবন; যে সকল ভৃত্য আমাদের সঙ্গে ছিল, তাহারা দেওয়াল বাহিয়া উঠিয়া দর্ম্মার ঝাঁপ্‌গুলা সরাইয়া দিল, ঝাঁপ্‌গুলা অপসৃত হইলে, দেয়ালের গায়ে কোন কোন স্থানে আলো আসিবার ফুকোর-পথ দেখা গেল। কিন্তু তাহা থাকা না থাকা সমান, ঠিক রাত্রির মত অন্ধকার,—দীপ জ্বালানো আবশ্যক।

কতকগুলি নগ্নকায় ক্ষুদ্র বালক দীপ কিম্বা মশাল লইয়া দৌড়িয়া আসিল; এই মশালগুলা মান্ধাতা-যুগের, এই জ্বলন্ত মশালগুলি হইতে খুব ধোঁয়া উঠিতেছে; এইগুলি দীর্ঘ পিত্তলদণ্ড,—অগ্রভাগ শুঁড়ের মত বাঁকানো।

লোহার পতর-মারা একটা দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, সর্ব্বপ্রথমেই সেই ক্ষুদ্র বালকেরা প্রবেশ করিল... এখন আমরা দেবীর বিচিত্র পশুশালায় উপস্থিত; জীবন্ত পশুর প্রমাণ একটা রূপার গরু, কতকগুলা সোনার ঘোড়া, সেই চির-আর্দ্র উষ্ণতার মধ্যে—সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে; বালকেরা আসিয়া সেই ক্ষোদিত মূর্ত্তিদের নিকট আলো ধরিল; সেই আলোকে গরু ও ঘোড়ার সাজের রত্নগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতে লাগিল। উপরে—ভীষণ প্রস্তরখিলান-মণ্ডপে, পালকহীন কতকগুলা ডানা ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতেছে এবং সেই সঙ্গে মৃদু মৃদু তীক্ষ্ণ শব্দ শুনা যাইতেছে; বাদুড়-চাম্‌চিকার ঝাঁক উন্মত্ত-ভাবে ঘোরপাক দিতেছে।

লোহার পতর-মারা দ্বিতীয় দ্বার; রূপা ও সোনার পশুদের জন্য আর একটা ঘর।

তৃতীয় দ্বার এবং ইহাই শেষ দ্বার। এই খানে একটি রূপার সিংহ, একটি সোনার প্রকাণ্ড ময়ূর—প্যাখোম তোলা; প্যাখোমের 'চোখ্‌গুলা' পান্না দিয়া রচিত; একটা রূপার গরু, তাহার মুখ নারীমুখের মত, কিন্তু আসল নারীমুখ অপেক্ষা অনেক বড়; হিন্দু রমণীর ন্যায়, কাণে ও নাসিকার অগ্রভাগে বিবিধ রত্নালঙ্কার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই ঘরের কোণে দেবীর একটা সোনার পাল্কী রক্ষিত; এই পাল্কীর গায়ে অনেক ক্ষোদিত কারুকার্য্য—হীরা ও মাণিকের ফুল উৎকীর্ণ। নগ্নকায় বালকেরা এই ঔপন্যাসিক রত্ন-বিভবের উপর তাহাদের মশাল ধরিল; এই মশালে আলো অপেক্ষা ধোঁয়াই বেশী, যাই হোক্, এই মশালের আলোকে কোথাও কোথাও স্বর্ণালঙ্কারের খুঁটিনাটিগুলি প্রকাশ পাইতেছে, কোন কোন বহুমূল্য রত্ন হইতে অগ্নিস্ফুটা উচ্ছ্বসিত হইতেছে, কিন্তু মোটের উপর সমস্তই নিবিড় নৈশ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। দেয়ালগুলা মাকড়শার জালে বিভূষিত—স্থানে স্থানে পাথরের গুঁড়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, স্বেদ ও ময়লার গড়াইয়া পড়িতেছে; আর বাদুড়-চাম্‌চিকারা জাগিয়া উঠিয়া, ক্রমাগত ঘোরপাক দিতেছে, কিন্তু তাহাদের ডানার শব্দ শোনা যাইতেছে না। কালো রঙের কাপড় হইতে ছিন্ন একটা বড় টুকরার মত তাহাদের ডানা; সেই ডানার বাতাস উহারা আমাদের গায়ে লাগাইয়া চলিয়া গেল, এবং এক প্রকার তীব্র শব্দ করিয়া উঠিল, ইঁদুরের কলে ইঁদুর পড়িলে যেরূপ শব্দ করে, কতকটা সেইরূপ।

পণ্ডিচেরীর অভিমুখে।

মাদুরা ছাড়িয়া, উত্তরে পণ্ডিচেরীর অভিমুখে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, তালীবনের আর্দ্র প্রদেশ ততই দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল; এখন শুধু

স্থানে স্থানে সুচ্ছায় তালকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়; তৃণভূমি, বাগান-বাগিচা, ধানের ক্ষেত তালীবনের স্থান অধিকার করিয়াছে। বাতাসও ক্রমে ক্রমে লঘু হইয়া আসিতেছে, মাঠ-ময়দানের মধ্যে জলের বিরলতা, জমি যেন শুকাইয়া গিয়াছে।

তথাপি, এখানকার লোক-জীবনে গোপ-ভূমি-সুলভ একটা শান্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। আমাদের য়ুরোপের ন্যায় এখানকার বসতি ঘননিবিড় নহে। খর্ব্বকায় রাখালেরা, লাল শাড়ী-পরিহিতা রাখালিনীরা ছাগলের পাল, ককুদ্‌বান্ ক্ষুদ্রকায় গরুর পাল লইয়া মাঠে চরাইতেছে। মাঠের ঘাস ইহারই মধ্যে হলদে হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও যথেষ্ট আছে।

গ্রামের ঘরগুলা চূণ ও পেটা-মাটি দিয়া গঠিত। প্রত্যেক গ্রামে এক-একটি দেবালয় আছে। দেবালয়ের দেবমূর্ত্তিগুলি পিরামিডের আকারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে, বিকট মূর্ত্তিগুলা দেয়ালের উপর বসিয়া আছে;—সমস্তই প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে ও লাল ধূলার মধ্যে ম্রিয়মাণ। দূর-দূর ব্যবধানে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের কুঞ্জ, তাহারই ছায়াতলে কতকগুলি দেবতা সিংহাসনে সমাসীন; কতকগুলি পাথরের ছাগল ও পাথরের গরু দেবতাদিগকে আগলাইতেছে, এবং বহুশতাব্দী হইতে তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহাদের ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছে।

লাল ধূলা! এই ধূলা ক্রমেই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। শুষ্কতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্রমে সেই সকল স্থানে প্রবেশ করিলাম, যেখানে অস্বাভাবিক জলকষ্ট। আকাশের সেই একই ভাব, সেই একই স্বচ্ছতা, সেই একই নীলবর্ণ।

চাষারা চারিদিকে, সেকেলে পদ্ধতি অনুসারে সুকৌশলে জলসেচন করিতেছে। ধানের ক্ষেতের ধারে ধারে ছোট ছোট জলস্রোত চলিয়াছে, তাহারই এক-হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া, দুই দুই-জন লোক একটা রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া আছে, সেই রজ্জু একটা ভেড়ার চামড়ার মসকে বাঁধা; উহারা ঐ মসকটাকে একপ্রকার যান্ত্রিক গতির দ্বারা তালে তালে দুলাইতেছে ও তাহার সঙ্গে গান করিতেছে; এবং উহাতে জল ভরিয়া, ধান-ক্ষেতের লাঙ্গল-কৃত খাতের মধ্যে ঢালিয়া দিতেছে।

গাছের তলায় যে সকল কূপ আছে, তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, তাহার গানও স্বতন্ত্র। একটা দীর্ঘ দণ্ডের প্রান্তে একটা চাম্‌ড়ার মসক আবদ্ধ, সেই দণ্ডটা একটা মাস্তুল-কাঠের মাথার উপর বিলম্বিত; সেই দণ্ডটার উপর, দুজন লোক "জিম্‌ন্যাষ্টের" সহজ-শোভন চটুলতা সহকারে পদচারণ করিতেছে, একদিকে তিন পা চলিলেই দণ্ডটা কূপের অভিমুখে নুইয়া পড়িতেছে এবং মসকটাও নিমজ্জিত হইতেছে, আবার উল্টা দিকে তিন পা চলিলেই দণ্ডটা এবং সেই সঙ্গে মসকটাও উঠিয়া পড়িতেছে, এইরূপ ক্রমান্বয়ে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবিরাম উহাদের গান চলিয়াছে।

যতই অগ্রসর হইতেছি, শুষ্কতা ততই কষ্টকর হইয়া উঠিতেছে। একটু পরেই দেখিলাম, কতকগুলা গাছ যেন আগুনে পুড়িয়া গিয়াছে, পাতাগুলা কুঁকড়িয়া গিয়াছে, এবং গাছের গায়ে লাল ধূলার যেন একটা পুরু পোঁচ পড়িয়াছে। দক্ষিণ প্রদেশে কেবল কীর্ত্তিমন্দিরগুলাই এই লাল ধূলায় রঞ্জিত হয়, কিন্তু এখানে গাছপালাও রঞ্জিত রহিয়াছে। এখানে ভূমি যেমন তৃষাতুর, আকাশ যেরূপ নির্ব্বৃষ্টি, তাহাতে মানুষের ক্ষুদ্র চেষ্টায় আর কি হইবে? মসকগুলা ক্রমেই কূপের গভীর দেশে তলাইতেছে, এবং শুষ্ক তলদেশে জল না পাইয়া উঠিয়া পড়িতেছে। আসন্ন ভীষণ দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বসূচনা ও বাস্তবতা ক্রমেই উপলব্ধি হইতেছে। ভারতে আসিবার পূর্ব্বে, এইরূপ উৎপাত প্রাগৈতিহাসিক বলিয়াই মনে করিতাম। আমাদের এই রেল-পথ ও বাষ্পীয় পোতের যুগে, খাদ্যের আমদানির অভাবে, লোকেরা অনাহারে মরিবে—ইহা দয়াধর্ম্মের বিচারে নিতান্তই অমার্জ্জনীয়।

পণ্ডিচেরীতে।

আমাদের পুরাতন ক্ষুদ্র ম্রিয়মাণ উপনিবেশ নগর পণ্ডিচেরীর যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, ততই নারিকেল তালবৃক্ষাদি আবার দেখা দিতেছে। ইহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ এখনও সর্ব্বগ্রাসী শুষ্কতার কবলে পতিত হয় নাই; এই প্রদেশটি যেন একপ্রকার মরুকানন বলিয়া মনে হয়; এখনও ইহা নদীর জলে—বৃষ্টির জলে পরিষিক্ত; এখনও দক্ষিণ প্রদেশের সুন্দর হরিৎক্ষেত্র মনে করাইয়া দেয়।

পণ্ডিচেরী!...আমাদের পুরাতন যে সকল উপনিবেশের নাম আমার শৈশবকালের কল্পনাকে

মুগ্ধ করিত, তন্মধ্যে পণ্ডিচেরী ও গোয়ের নাম, আমার মনে সুদূর বিদেশের একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় স্বপ্ন জাগাইয়া তুলিত। আমার যখন বয়স প্রায় দশ বৎসর, আমার এক অতিবৃদ্ধা পিতামহী একদিন সন্ধ্যাকালে, পণ্ডিচেরী-নিবাসী তাঁহার একটি মহিলা বন্ধুর কথা আমাকে বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্র হইতে একটি অংশ আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন, সেই পত্রের বয়স সেই সময়েই এক-অর্দ্ধ শতাব্দী পিছাইয়া ছিল; সেই পত্রে তিনি তালকুঞ্জের কথা, 'প্যাগোডা'র (দেবালয়) কথা বলিয়াছিলেন...

সেই সুদূরবর্ত্তী পুরাতন রমণীয় নগর, যেখানকার ফাটাফুটো প্রাকারাবলীর মধ্যে সমস্ত ফরাসী-অতীতটা যেন নিদ্রামগ্ন, সেই নগরে আসিয়া, ওঃ! —আমার মনে কি একটা তীব্র বিষাদের ভাব উপস্থিত হইল! আমাদের নিস্তব্ধ মফস্বলের অভ্যন্তর-প্রদেশে যেরূপ ছোট ছোট রাস্তা, এখানেও কতকটা সেইরূপ; ছোট ছোট রাস্তাগুলি খুব সোজা, রাস্তার বাড়ীগুলা নীচু, শতবৎসরের পুরাতন, চূণকাম-করা সাদা, লাল মাটির উপর দণ্ডায়মান; উদ্যানের প্রচীরের উপর হইতে কলমি ফুলের মালা কিংবা অন্যান্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পুষ্পমালা ঝুলিয়া পড়িয়াছে; গরাদে-ওয়ালা জানলার পশ্চাতে কতকগুলি ফিরিঙ্গি-রমণী কিংবা মেটেফিরিঙ্গি রমণীর মুখ দেখা যাইতেছে। সুন্দর মুখ এবং চোখে ভারতীয় গূঢ়-রহস্য বিদ্যমান। 'রু রইয়াল্', 'রু ডুপ্লে' (অর্থাৎ রয়্যাল রোড, ডুপ্লে রোড)। এই নাম অষ্টাদশ শতাব্দীর অক্ষরে, পাথরের উপর সেকেলে-ধরণে ক্ষোদিত। যে নগরটি আমার জন্মস্থান, সেই নগরের কোণে, কতকগুলি পুরাতন বাড়ীর উপর এইরূপ ধরণে নাম এখনও ক্ষোদিত আছে বলিয়া আমার স্মরণ হয়। "রু সাঁ্যলুই" এবং "quay (কে) ব্লাঁশ্‌—এই quayর বানানে i র বদলে সেকেলে y...

পণ্ডিচেরীর মধ্যস্থলে, একটা বৃহৎ চত্বর, ময়দানের মত প্রসারিত, সর্ব্বদাই জনশূন্য, তৃণাক্রান্ত, এবং তাহার মাঝখানে একপ্রকার শোভাফোয়ারা; বোধ হয়, ইহা একশ বৎসরেরও পুরাতন নহে, কিন্তু সর্ব্বধ্বংসী সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যের ভাব ধারণ করিয়াছে; উহাকে দেখিলে, কে জানে কেন, মনে এক প্রকার বিষাদের ভাব উপস্থিত হয়।

"গোয়া সহরের" পরেই দেশী সহর। এই দেশী সহর খুব বড়, জীবন উদ্যমে পূর্ণ, তা ছাড়া খুব হিন্দুভাবাপন্ন;—বাজার আছে, তালকুঞ্জ আছে, দেবালয় আছে।

এখানকার ভারতবাসীরা ফরাসী, আমাদের ফ্রান্সের লোক,—অন্তত এই কথা আবৃত্তি করিতে উহারা ভালবাসে। এখানকার একটি ক্লব—নিছক্ ভারতবাসীদের ক্লব—আমাকে যেরূপ আগ্রহের সহিত আদর-অভ্যর্থনা করিয়াছিল, তাহা আমি বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না—উহা বড়ই মর্ম্মস্পর্শী। উহারা নিজের চেষ্টা ও যত্নে এই ক্লবটি স্থাপন করে। যাহাতে আমাদের মাসিকপত্রিকা, আমাদের পুস্তকাদি পাঠ করিবার সুবিধা হয়, এই উদ্দেশেই ক্লবটি স্থাপিত।

আমাদের ভাষাকে আরও দেশব্যাপ্ত করিবার জন্য উহারা এই ক্লবের সঙ্গে একটা বিদ্যালয়ও যুড়িয়া দিয়াছে। যে সকল ছোট ছোট ছাত্রগুলিকে উহারা আমার সমক্ষে আনিল, উহারা কি সৌম্য সুন্দর! আট বৎসরের বালক, সূক্ষ্মাবয়ব শ্যামল মুখমণ্ডল, কেমন ভদ্র, কেমন শিষ্ট, ছোট ছোট ক্ষুদে রাজার মত, উহাদের জরির পাড়ওয়ালা মখমলের পরিচ্ছদ। উহারা বিবিধ সমস্যা ও ফরাসীদের কর্ত্তব্য সকল যেরূপ স্পষ্ট করিয়া বিবৃত করিল, তাহা আমাদের নিম্ন পাঠশালার অধিকাংশ ছাত্রের পক্ষে দুরূহ।

বাই-নাচ

দীর্ঘায়াত-নেত্র-বিশিষ্ট, রং-করা একটি তরুণ মুখ,—ইন্দ্রিয়াসক্তি-পরিব্যঞ্জক মুখ,—তিমির-রাজ্যের মুখ—খুব লঘুভাবে, তাড়াতাড়ি একবার এগিয়ে আসিতেছে, আবার পিছিয়া যাইতেছে। চোখের দুইটি তারা মিনা-র সাদা জমির উপর বসানো কৃষ্ণ-মণির (Onyx) মত কালো দুইটি তারা আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। এই যে হৃদয়-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য একবার আমাকে আক্রমণ করিতেছে, আবার পলায়ন করিয়া ছায়ান্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে, একবার এগিয়া আসিতেছে, আবার পিছাইয়া যাইতেছে,—এই সমস্ত ক্ষণ উহার চোখের দুইটি কালো তারা আমার চোখের উপর সমানভাবে নিবদ্ধ রহিয়াছে। এই শ্যামল তরুণ মুখখানি মণি-রয়ে

তে; হীরক-খচিত একটা সোনার সিঁথি বেষ্টন করিয়া, চুল ঢাকিয়া অগের দিকে নামিয়া আছে; কাণে ও নাকে আরও কতকগুলি টুক্‌রা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

আলোকোজ্জ্বল রাত্রি। জনতার মধ্যে এই কে ছাড়া আমি আর কাহাকেও দেখিতেছি না, ঐ সীঁথি-বিভূষিত মস্তক ছাড়া আর কিছুই তেছি না। উহার উজ্জ্বলতা যেন আমাকে মন্ত্র- করিয়া রাখিয়াছে। দর্শক-বৃন্দের জন্যও ---সম্মুখদিকে ঠেলিয়া আসিয়া উহারাও কে একদৃষ্টে দেখিতেছে; এতটা ঠেলিয়া সিয়াছে যে, রমণী অতি কষ্টে ঘোরাফেরা করিতেছে হারা রমণীর জন্য কেবল একটি সরু পথের মত রাখিয়া দিয়াছে; সেই স্থানটুকুর মধ্য দিয়া, কী একবার আমার নিকট আসিতেছে, আবার র নিকট হইতে পলায়ন করিতেছে; কিন্তু ার চক্ষে জনতার যেন অস্তিত্বমাত্র নাই; বস্তুত রমণীকে ছাড়া,---সেই রমণীর শিরোভূষণটি ছাড়া হার সেই চোখের কালো তারা ও কালো ভুরুর া ছাড়া, আমি যেন আর কাহাকেও দেখিতে ইতেছি না---কিছুই দেখিতে পাইতেছি না......

শ মোটা-সোটা ও মাংসল হইলেও, উহার দেহ- ই ভুজঙ্গের ন্যায় সুনম্য, বিধাতা যেন মনোহরণ আলিঙ্গনের জন্যই উহার বাহু দুটি গড়িয়াছেন; ণী, হীরক-মাণিক্য-খচিত বলয়-কেউরাদি ভূষণে লঙ্ক-বিভূষিত বাহুযুগলকে ভুজঙ্গ-গতির অনুকরণে ত রকম করিয়া বাঁকাইতেছে...কিন্তু না, সর্ব্বাগ্রে হার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের অন্তস্তল পর্য্যন্ত মন ভাবে ভেদ করিতেছে যে, আমার সর্ব্বাঙ্গ শহরিয়া উঠিতেছে; ঐ চোখে নানাপ্রকার ভাব খলিতেছে---কখন পরিহাসের ভাব, কখনও স্নিগ্ধ কোমল প্রেমের ভাব...উহার মণিরত্নখচিত শিরো- ভূষণের ও কর্ণনাসিকার অলঙ্কারের এরূপ উজ্জ্বলতা এবং ঐ উজ্জ্বল সোনার সীঁথিটি এমন পরিপাটীরূপে উহার মুখটি বেড়িয়া আছে যে, তাহাতে ঐ সুন্দর শ্যামল মুখখানিতে কি জানি কি একটা অস্পষ্ট দূরত্বের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে---আমাকে স্পর্শ করিলেও যেন সে দূরত্ব ঘুচিবার নহে।

সে যাইতেছে, আবার আসিতেছে; নর্ত্তকী বিশেষ করিয়া আমার জন্যই নাচিতেছে। উহার নৃত্যে লেশমাত্র শব্দ নাই। গালিচার উপর কেবল উহার পায়ের মৃদুমধুর নূপুরধ্বনি শুনা যাইতেছে। উহার ছোট ছোট পা-দুখানির আঙ্গুলগুলি ছড়ানো, আংটীর দ্বারা ভারাক্রান্ত; গালিচার উপরে পা-দু- খানি তালে তালে ফেলিতেছে; এবং পায়ের আঙ্গুলগুলাও হাতের মত কেমন সহজভাবে নাড়িতেছে।

ফুলের গন্ধে এখানকার বাতাস এমন পরিষিক্ত যে, নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া যায়। এখানকার হিন্দুরা হিন্দু-ফরাসীরা---আমার জন্য এই উৎসবের আয়ো- জন করিয়াছে, এবং উঁহাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান, আমি নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারই বাড়ীতে আসিয়াছি। আমি আসিবামাত্র গৃহস্বামী আমার গলায় কয়েক ছড়া যুঁই-ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন; সৌরভে ঘর ভরিয়া গেল---আমার যেন একটু নেশার ঘোর লাগিল; লম্বা-গলাবিশিষ্ট একটা রূপার গোলাবদান হইতে খানিকটা গোলাপ-জলও আমার উপর ছিটাইয়া দেওয়া হইল। গরমে হাঁপাইয়া উঠিতেছি। যে সকল নিমন্ত্রিত লোক বসিয়া আছে---(অধিকাংশই জরির পাড়ওয়ালা- পাগড়ীপরা শ্যামবর্ণ লোক) দণ্ডায়মান নগ্নকায় ভৃত্যেরা তাহাদের মাথার উপর, রং-চঙে বড় বড় তালপাতার পাখা ব্যজন করিতেছে; যেখানে লোকেরা বেশভূষায় বিভূষিত---এমন কি, পুরুষেরা পর্য্যন্ত কাণে হীরা পরিয়াছে---কোমরবন্ধে হীরা পরিয়াছে---সেই জনতার মধ্যে ভৃত্যদের এইরূপ নগ্নতা কেমন বিসদৃশ বলিয়া মনে হয়।

নর্ত্তকীকে উহারা বলিয়াছে,---আমারই জন্য এই উৎসবের আয়োজন; তাই, চতুর অভিনেত্রী এবং বংশপরম্পরাক্রমে পেশাদার এই নর্ত্তকী, আমার উপরেই তাহার সমস্ত চাতুরী প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

আজিকার রাত্রির জন্য, উহাকে বহুদূর হইতে আনা হইয়াছে---এই প্রসিদ্ধ নর্ত্তকী, দক্ষিণ প্রদেশের কোন এক বৃহৎ দেবালয়ে মহাদেবের সেবায় নিযুক্ত। উহাকে আনিতে অনেক অর্থব্যয় হইয়াছে।

নর্ত্তকী সম্মুখদিকে ঝুঁকিতেছে কিংবা ধনুকের মত বাঁকিয়া পড়িতেছে, হাতের আঙ্গুল ঘুরাইয়া কত রকম ভঙ্গী করিতেছে। শৈশবাবধি অভ্যাসের

দ্বারা উহার পায়ের আঙুলগুলা বেশ সুনম্য হইয়াছে; পায়ের বুড়া আঙুলটা সর্ব্বদাই অন্য আঙুল হইতে বিচ্ছিন্ন এবং সিধা ভাবে উপরপানে তোলা। সোনালী গাজের শাড়ীতে নিতম্বদেশ আচ্ছাদিত এবং বক্ষোদেশ আঁটসাঁট কাঁচুলীতে আবদ্ধ—তাহাতে শ্যামল গাত্র ও মাংসপেশীযুক্ত মাংসল শরীরের একটু আভাস পাওয়া যাইতেছে, বক্ষের নিম্ন অংশের নড়াচড়া দেখা যাইতেছে।

উহার নৃত্যে কেবলই কতকগুলি অঙ্গভঙ্গী ও হাব-ভাব; যে নাট্যাভিনয়ে কথোপকথন নাই,—কেবল একজন মাত্র অভিনয় করে, সেইরূপ নাট্যের যেন ইহা মূক অভিনয়; আর আমার চোখের উপর চোখ নিবদ্ধ করিয়া, সেই জনতা-বিরচিত সরু পথের মধ্য দিয়া, একবার আমার নিকটে এগিয়া আসিতেছে, আবার সহসা আলোকিত নৃত্যশালার শেষপ্রান্তে পিছিয়া যাইতেছে।

এইবার নর্ত্তকী মনোহরণ ও ভর্ৎসনার একটা দৃশ্য অভিনয় করিতেছে। ঐ ওদিকে উহার পশ্চাতে কতকগুলি বাদক গান গাহিয়া এই দৃশ্যটির ভাব ব্যক্ত করিতেছে এবং গানের সঙ্গে বাঁয়া-তবলা ও বাঁশী বাজাইতেছে। নর্ত্তকীও মূক-অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে যেন স্বগত গাইতেছে; সে গান আর কাহাকে শুনানো যেন তাহার উদ্দেশ্য নয়—কেবল অভিনয়ের অংশগুলা পর-পর যাহাতে তাহার স্মরণে আইসে, এইজন্যই যেন আপনার মনে গাইতেছে।

এই নর্ত্তকী নৃত্যশালার একপ্রান্তে কিছুক্ষণ অন্ধকারের মধ্যে ছিল,—সহসা আবার আসিয়া উপস্থিত;—উহার দেহ আপাদ-মস্তক সোনা ও জহরতে আচ্ছন্ন, উহার চোখ্ দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে, কুপিতা নায়িকার ন্যায় রোষকষায়িত-নেত্র হইতে আমার উপর তীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতেছে; আমি যেন উহার নিকট কি একটা অপরাধ করিয়াছি—তাহারই জন্য যেন সে স্বর্গ মর্ত্তকে সাক্ষী রাখিয়া, আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছে...

তার পর, নর্ত্তকী হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল, সে হাসি পরিহাসের হাসি, ঘৃণার হাসি; জনতার নিকট আমাকে হাস্যাস্পদ করিবার জন্য আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হাসিতে লাগিল। জানা কথা, উহার ভর্ৎসনাও যেমন কৃত্রিম, এইরূপ উপহাস ও সেইরূপ কৃত্রিম। কৃত্রিম হউক, কিন্তু আসলের ঠিক্ নকল;—চমৎকার নকল।

নর্ত্তকী, কণ্ঠ একটু উত্তোলন করিয়া, একটু গম্ভীর স্বরে, তীব্র হাসি হাসিতেছে। তাহার হাসি—মুখ দিয়া, ভুরু দিয়া, উদর দিয়া, কম্পমান বক্ষ দিয়া যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছে। হাসির আবেশে উহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে এবং এইরূপ হাসিতে হাসিতে সে দূরে সরিয়া যাইতেছে। সে হাসি দুর্দ্দমনীয়, সে হাসি শুনিলে অন্যকেও হাসিতে হয়।

আর যেন আমার মুখদর্শন করিবে না, এইভাবে অত্যন্ত অবজ্ঞা সহকারে, মুখ ফিরাইয়া, নর্ত্তকী দ্রুতপদক্ষেপে পিছাইতে পিছাইতে চলিয়া গেল; আবার ফিরিয়া আসিল—কিন্তু এবার ধীরপদক্ষেপে গম্ভীরভাবে ফিরিয়া আসিল। আমার উপর তাহার প্রবল ভালবাসা পড়িয়াছে; সে সর্ব্বজয়ী মদনের নিকট পরাভূত হইয়া, আমার দিকে বাহু প্রসারিত করিয়া করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছে; আমাকে তাহার সর্ব্বস্ব দান করিবে বলিয়া অনুনয় করিতেছে, ইহাই তাহার শেষ প্রার্থনা। এবার যখন চলিয়া গেল, তখন তাহার দেহ একটু হেলিয়া পড়িয়াছে, ওষ্ঠদ্বয় একটু ফাঁক হইয়া তাহার মধ্য হইতে শুভ্র দন্তরাজি প্রকাশ পাইতেছে; তাহার নাসিকায় হীরকের টুক্রাগুলি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; সে চায়—সে নিতান্তই চায়, আমি তাহার অনুসরণ করি; সে তাহার বাহুর দ্বারা, তাহার কম্পিত বক্ষের দ্বারা, তাহার অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রের দ্বারা আমাকে ডাকিতে লাগিল; সে চুম্বকমণির মত, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল; আমিও মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায়, ক্ষণেকের জন্য তাহাকে অনুসরণ করিলাম; কেননা, সে আমাকে সত্যই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু আসলে তাহার এই প্রেমের আহ্বানটা সর্ব্বৈব মিথ্যা; হাসির মত এই প্রেমের প্রকাশও তাহার অভিনয়ের একটা অংশ মাত্র; এ কথা সবাই জানে, তবু তাহাতে আকর্ষণের কিছুই লাঘব হয় না; প্রত্যুত, এই আহ্বান মিথ্যা বলিয়া জানি বলিয়াই যেন উহার এই দুষ্ট আকর্ষণের মাত্রাটা আরও বৃদ্ধি হয়...

যতক্ষণ সে অভিনয় করিতেছিল,—বাদকদলের

গায়কের সহিত সে যেন একপ্রকার চুম্বক-আকর্ষণে সংযুক্ত কিংবা একটা অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ ছিল।

তাহারা তাহার তিন চারি পা পশ্চাতে থাকিয়া, তাহারই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়া আসিতেছে—পিছাইয়া যাইতেছে। সে যখন এগিয়া আসে, তাহার পিছনে পিছনে তাহারাও এগিয়া আসে,—এবং পিছাইবার সময় হইলে তাহারাই আগে পিছাইতে আরম্ভ করে। তাহারা কখনই তাহাকে নজর-ছাড়া করে না; উহাদের চোখ যেন জ্বলিতেছে, ওষ্ঠ অনেকটা উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আর উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেছে; মস্তক সম্মুখে এগিয়া আসিয়াছে; উহারা মাথায় উঁচু, নর্ত্তকী ক্ষুদ্রকায়; উহারাই যেন নর্ত্তকীর প্রভু; উহাদেরই প্রভাবে যেন উহার ভাবস্ফূর্ত্তি হইতেছে, উহারাই উহার মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে;—যেন একটা উজ্জ্বল লঘুকায় প্রজাপতির উপর ফুঁ দিয়া নিজের খেয়াল-অনুসারে উহাকে যেখানে সেখানে চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। উহার মধ্যে, কি জানি কেমন একটা বিকৃতভাব—কেমন একটা কুটিল নষ্টামির ভাব পরিলক্ষিত হয়।

বাদকদলের পাশে, আরও দুই তিনটি নর্ত্তকী রহিয়াছে,—উহারই মত বেশভূষায় সুসজ্জিত। উহারা প্রথমেই নাচিয়াছে। উহার মধ্যে একজনকে আমার ভারী অদ্ভুত বলিয়া ঠেকিয়াছিল: যেন একপ্রকার বিষাক্ত সুন্দর ফুল, পাত্‌লা ও লম্বা; মুখটা সরু; একেই ত বড় বড় টানা চোখ, তাতে আবার সুর্ম্মা দেওয়ায় আরও বেপরিমাণ দীর্ঘ হইয়াছে; চুল খুব কালো, দুই গালের উপর দিয়া, খুব 'পেটোপাড়ানো' ভাবে ফিতার মত নামিয়াছে; শুধু কালো পরিচ্ছদ, কালো শাড়ী, সরু জরির পাড়-ওয়ালা একটা কালো ওড়না; অলঙ্কারের মধ্যে শুধু মাণিকের অলঙ্কার; হাতে মাণিক, বাহুতে মাণিক; এবং একগুচ্ছ মাণিক নাসিকা হইতে লম্বিত হইয়া ওষ্ঠের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, মনে হইতেছে, যেন রক্তপায়ী রাক্ষসীর মুখে এখনও রক্তের দাগ লাগিয়া রহিয়াছে।

কিন্তু যখন আবার সেই স্বর্ণভূষণা নর্ত্তকী—সেই নর্ত্তকীবৃন্দের রাণী, নর্ত্তকীবৃন্দের উজ্জ্বল তারা,—বাদকদলে পরিবেষ্টিত হইয়া আবার সহসা আবির্ভূত হইল, তখন উহাদের স্মৃতি আমার মন হইতে একেবারেই অন্তর্হিত হইল। শেষ নৃত্যের জন্য উহাকেই রাখা হইয়াছিল।

এই নর্ত্তকী অনেকক্ষণ ধরিয়া নৃত্য করিল; যদিও এই নৃত্যে আমার ক্লান্তিবোধ হইতেছিল, তবুও সেই সঙ্গে ভয়ও হইতেছিল, কোন্ মুহূর্ত্তে না জানি তাহার নৃত্যের অবসান হইবে, আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইব না।

আবার সেই ভর্ৎসনা, সেই দুর্দ্দমনীয় হাসি, নেত্রভঙ্গীতে সেই বিদ্রূপের ভাব, আবার সেই নিরঙ্কুশ প্রেমের আহ্বান...

যাই হোক্, নর্ত্তকী এইবার থামিল। সব শেষ হইয়া গেল; আমার চমক ভাঙ্গিল; যে সব লোক সেখানে ছিল, তাহাদিগকে আবার আমি দেখিতে পাইলাম। আমার অভ্যর্থনার জন্যই এই মজলিসের আয়োজন হইয়াছিল; আবার আমি মজলিসের বাস্তব ভূমিতে পদার্পণ করিলাম।

এইবার প্রস্থানের সময় হইয়াছে। প্রস্থানের পূর্ব্বে নর্ত্তকীকে আমি অভিনন্দন করিতে গেলাম। দেখিলাম, নর্ত্তকী একটা মিহি রুমাল দিয়া মুখ মুছিতেছে; উহার বড় গরম বোধ হইতেছে, মুক্তাফলের ন্যায় স্বেদবিন্দু উহার ললাটে, উহার শ্যামল মসৃণ গাত্রে দেখা দিয়াছে। এখন সে আদব্-কায়দা-দুরস্ত, পাষাণ-শীতল, সুবিনীত, উদাসীন, হৃদয়-হীন অভিনেত্রী মাত্র; সে কৃত্রিম লজ্জার সহিত, আমার প্রশংসা গ্রহণ করিল, আমাকে সেলাম করিল; প্রত্যেকবারেই অঙ্গুরী-বিভূষিত-সর্ব্বাঙ্গুলি—হস্তযুগলের দ্বারা আপনার মুখ ঢাকিতে লাগিল...

শত সহস্র বৎসর হইতে বংশানুক্রমে যাহাদের ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছে, সেই পুরাতন নর্ত্তকীর বংশে ইহার জন্ম, ইহার হৃদয়ে মোহবিভ্রম ও ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কি থাকিতে পারে?...

পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া।

কাল পণ্ডিচেরী ছাড়িয়া, নিজামের রাজ্যের ভিতর দিয়া, ভারতের দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ রাজপুতদের রাজ্যে যাত্রা করিব।

আমাদের পুরাতন উপনিবেশে আমি ছয় দশ দিন মাত্র রহিয়াছি, আশ্চর্য্য, ইহারই মধ্যে এই স্থান ছাড়িয়া যাইতে আমার কেমন একটু কষ্টবোধ হইতেছে। এতদিন ত আমি ভারতের একস্থান

হইতে স্থানান্তরে লঘুহৃদয়ে প্রস্থান করিয়াছি। কেহ মনে করিতে পারে, আমি যেন পণ্ডিচেরীতে দ্বিতীয়-বার আসিয়াছি, যেন আমার মনে পণ্ডিচেরীর পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিয়াছে। আমার প্রথম যৌবনে, সেনেগ্যালের সেই নির্ব্বাপিত পুরাতন নগর Saint-Louisতে এক বৎসর বাস করিয়া প্রস্থানের সময় আমার মনে যেরূপ ভাব হইয়াছিল, এখান হইতে যাইবার সময়েও কতকটা সেইরূপ ভাব উপস্থিত হইয়াছে।

আমি এখানে আসিয়া একটা হোটেলে ছিলাম। পণ্ডিচেরীতে দুইটা হোটেল আছে, কিন্তু পর্য্যটক আগন্তুকের অভাবে, দুইটা হোটেলই কোনপ্রকারে কষ্টেসৃষ্টে চলে। যে হোটেলটা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত, আমি সেই হোটেলটা বাছিয়া লইয়াছিলাম। হোটেলের বাড়ীটা একটু সেকেলে রাজ-রাজড়ার বাড়ীর মত, নগরের গোড়াপত্তন হইতে উহার নির্ম্মাণকাল ধরা যাইতে পারে; উহার জরাজীর্ণতা চূণকামে ঢাকা পড়িয়াছে। উহার ভগ্নদশা দেখিয়া, আমি একটু ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিয়াছিলাম। তখন কে বলিতে পারিত, যদৃচ্ছালব্ধ এই প্রবাস-গৃহটির উপর আমার আসক্তি জন্মিবে? আমি একটা বড় কাম্‌রা অধিকার করিয়াছিলাম, বয়ঃপ্রভাবে কাম্‌রাটা একটু বাঁকিয়া গিয়াছে, চূণকামে ধব্‌ধব্‌ করিতেছে এবং ভিতরটা প্রায় খালি। আফ্রিকার উপকূলে যে বাড়ীটিতে আমি অনেকদিন বাস করিয়াছিলাম, তাহার সহিত উহার কি-যেন একটা অনির্দ্দেশ্য ও ঘনিষ্ঠতর সাদৃশ্য আছে। সবুজ খড়খড়িওয়ালা জান্‌লা হইতে ভারতের অসীম সমুদ্র দেখা যায়; দিনের যে সময়টা অত্যন্ত কষ্টজনক, সেই সময়ে বহিঃসমুদ্রের স্নিগ্ধ বায়ু আদর্শ শৈত্য বহন করিয়া আনে। ফিরিঙ্গিদের ঘরে যেরূপ থাকে,—সেইরূপ আমার ঘরে, শত বর্ষের পুরাতন কতকগুলা কাঠের আরাম-কেদারা ছিল; কেদারার কিনারায় ক্ষোদাই-কাজ। ষোড়শ লুইর আমলের একটা দেয়াল-ঘেঁসা অর্দ্ধ-টেবিলের উপর সেই সময়কার একটা ঘড়ি ছিল। তাহার টিক্ টিক্ শব্দে জানা যায়, তাহার জরাগ্রস্ত ক্ষুদ্রপ্রাণটা এখনও একটু ধুক্‌ধুক্ করিতেছে। সমস্ত আস্‌বাবই শুষ্ক-জীর্ণ, পোকা-খাওয়া, ভগ্নপ্রায়; কেদারায় খুব চাপিয়া বসিতে কিংবা খাটের উপর ধড়াস্ করিয়া শুইয়া পড়িতে সাহস হয় না। কিন্তু দিনগুলি বড়ই রমণীয় ও উপভোগ্য; বায়ু নিস্তব্ধ, সমুদ্রের দিগন্ত সুনীল, চতুর্দ্দিকের সামুদ্রিক শান্তি অতীব মধুর।

জান্‌লার উপর হাতের কনুই রাখিয়া ঝুঁকিয়া দেখিলে আরও অনেকটা সমুদ্র ও সমুদ্রের বেলাভূমি, নিকটস্থ অনেক পুরাতন বাড়ীর বারান্দা, ও আরব-ধরণের ছাদ দেখা যায়,—ছাদগুলা সূর্য্যোত্তাপে ফাটিয়া গিয়াছে; এই সমস্ত দেখিয়াও আমার আফ্রিকা মনে পড়ে। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত একদল নগ্নকায় মজুর পার্শ্ববর্ত্তী একটা অঙ্গনে, জাহাজ বোঝাই করিবার জন্য, শস্যের দানা ও বিবিধ মসলা চটাই-থলের মধ্যে ভরিতেছে, আর একপ্রকার ঘুমন্ত সুরে গান করিতেছে।

কি দিন, কি রাত্রি,—আমি দরজা-জান্‌লা কখনই বন্ধ করিতাম না, পাখীরা আপনার ঘরের মত স্বচ্ছন্দে আমার ঘরে আসিত; চড়াইরা আমার ঘরের মেজের মাদুরের উপর নির্ভয়ে বিচরণ করিত; ছোট ছোট কাঠবিড়ালীরাও চারিদিকটা এক নজরে একবার দেখিয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিত, আমার সমস্ত আস্‌বাবের উপর চলিয়া বেড়াইত; একদিন প্রাতে দেখিলাম, দুইটা দাঁড়কাক আমার মশারির কোণে বসিয়া আছে।

আমার বাড়ীর চতুর্দ্দিকে, ছোট ছোট নিস্তব্ধ রাস্তাগুলা (রাস্তার নামগুলা সেকেলে ধরণের) প্রখর সূর্য্যোত্তাপে যখন প্রপীড়িত হইতেছে—সেই মধ্যাহ্নসময়ে—ওঃ! কি বিষাদময় নিস্তব্ধতা! আমার কাম্‌রার মধ্যে কিংবা কাম্‌রার চারিদিকে আধুনিক কালের কোন চিহ্নই নাই; এই সকল বিজন বারান্দার কিংবা অদূরের ঐ অসীম নীল মরুক্ষেত্রের কালনির্ণয় করিবার কোন নিদর্শন নাই। যাহারা শস্যের বস্তা প্রস্তুত করিতে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহাদের শান্তিময় ভাব,—পূর্ব্বকালের উপনিবেশ-জীবনের একটা দৃশ্য মনে করিয়া দেয়। তখনকার কালে, এরূপ উন্মত্ত ব্যস্তভাব ছিল না, কার্য্যের কঠোরতা ছিল না, দ্রুতগতিতে বাষ্পপোত ছিল না; তখন খামখেয়ালী পালের জাহাজ, আফ্রিকা ঘুরিয়া কত বিলম্বে এখানে আসিত...

যাইবার সময় আমার যে কষ্ট হইয়াছিল, তাহা অবশ্য গভীর নহে, কালই আমি সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া যাইব, আমার সম্মুখে আবার কতকগুলা নূতন দৃশ্য

াবির্ভূত হইয়া এই কষ্টের ভাবকে মন হইতে বদূরিত করিবে। কিন্তু, পুরাতন ফ্রান্সের যে ক্ষুদ্র একটি কোণ, পথ হারাইয়া বঙ্গোপসাগরের তীরে াসিয়া পড়িয়াছে, উহা যেমন আমার মনকে াট্‌কাইয়াছে—এই পরমাশ্চর্য্য ভারতে যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত আমি দেখিয়াছি, কিংবা পরে আরও যাহা দেখিব, তাহার কিছুই এরূপ করিয়া আমাকে াট্‌কাইতে পারে নাই কিংবা পারিবে না।

হৈদরাবাদের অভিমুখে।

আর সে তৃণশ্যামলা ভূমি নাই; আর সে তাল-জাতীয় বৃক্ষাদি নাই; আর সে লাল মাটি দেখা যায় না। বেশ একটু শীত পড়িয়াছে।...পণ্ডিচেরী ও মাদ্রাজের হরিৎশ্যামল প্রদেশ ছাড়িয়া আসিবার পর,—সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া আজ যখন প্রথম জাগ্রত হইলাম, তখন এই সমস্ত পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। সেই "চিরকেলে" কাকদিগের কা-কা-ধ্বনি ছাড়া আর সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। হাজা-পোড়া মাটি, ধূসরবর্ণের মাঠ, জোয়ারিশস্যের ক্ষেত, পর্য্যায়ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নারিকেলের পরিবর্ত্তে শুধু কতকগুলা বিরল মুসব্বরতরু; শীর্ণকায় তাপশুষ্ক খর্জ্জুরবৃক্ষ—গ্রামপল্লীর চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতেছে। মনে হয়, এখানকার গ্রামগুলিও যেন একটা কৃত্রিম আরবী-ভাব ধারণ করিয়াছে। অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবর্ষী মরুভূমির সহিত, বিষাদময় প্রদেশসমূহের সহিত যে ইস্‌লামজাতির চিরসম্বন্ধ, সেই ইস্‌লাম-জাতি এখানে আসিয়া যেন তাহাদের জাতীয়ভাবটি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে।

পরিচ্ছদেরও পরিবর্ত্তন। লোকদিগের গাত্র আর নগ্ন দেখা যায় না, পরন্তু শুভ্র পরিচ্ছদে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত। আর সে দীর্ঘলম্বিত কেশগুচ্ছ দেখা যায় না, পরন্তু মস্তক উষ্ণীষের দ্বারা আচ্ছাদিত।

মাঠময়দানের উপর দিয়া যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখা যায়, ঘণ্টায়-ঘণ্টায় যেন শুষ্কতার বৃদ্ধি হইতেছে। যে-সব ধান্যক্ষেত্রের উপর হল-কর্ষণের রেখাচিহ্ন বিদ্যমান, সেই ক্ষেতগুলি যেন আগুনে জ্বলিয়া-পুড়িয়া গিয়াছে। জোয়ারি-ক্ষেত-গুলি অপেক্ষাকৃত তাপসহ হইলেও, তাহার অধি-কাংশই "হলদে-মারিয়া" গিয়াছে। যে-সব ক্ষেত এখনো টিকিয়া আছে, সেই সব ক্ষেতের স্বল্পাবশিষ্ট শস্য পাছে পাখী ও ইঁদুরে খাইয়া ফেলে, সেইজন্য কৃষকেরা মাচার উপর বসিয়া পাহারা দিতেছে। হায় হায়! বেচারা মানুষ, দুর্ভিক্ষপীড়িত, ক্ষুধাক্লিষ্ট, দুঃসাহসী পশুর গ্রাস হইতে দুইচারি মুঠা শস্য বাঁচা-ইবার জন্য প্রাণপণে যুঝাযুঝি করিতেছে।

শীতরাত্রির অবসানে সূর্য্যদেব চুল্লিসুলভ প্রখর তাপ ভূমির উপর নির্দ্দয়ভাবে ঢালিয়া দিলেন। আকাশ স্বচ্ছ নীলবর্ণ ধারণ করিয়া একটা বিশাল নীলকান্তমণির ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

দিবাবসানে, এখানকার ভূভাগ, এক অপূর্ব্বভাব ধারণ করিল। অঙ্কুরন্ত তাপদগ্ধ জোয়ারি-ক্ষেত্রের উপরে, তাপদগ্ধ জঙ্গলের মধ্যে, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শ্যামল পাষাণস্তূপ;—বিচিত্র আকারের, মসৃণগাত্র, অসংলগ্ন বড়-বড় গণ্ডশৈল। মনে হয়—যত-প্রকার অদ্ভুত ভঙ্গীতে,—অদৃঢ়ভাবে—কোন-এক পদার্থকে বসান যাইতে পারে, সেইরূপ উহা-দিগকে বসানো হইয়াছে। কোনোটা একে-বারে খাড়া হইয়া আছে; কোনোটা ঝুঁকিয়া আছে; এবং এই বিচিত্র-আকারের প্রস্তরগুলি এরূপভাবে পুঞ্জীভূত যে, উহাতে কতকটা পর্ব্বতের সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। আবার উহাদের মধ্যে কতক-গুলি বাস্তবিকই পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ।

অবশেষে, সূর্য্যাস্তসময়ে হৈদরাবাদ দৃষ্টিগোচর হইল। শাদা ধূলায় আচ্ছন্ন—সব শাদা। সেই মুসলমানী-ধরণের বারান্দাওয়ালা ছাদ; সেই লঘু-গঠনের ধ্বজচূড়াসমূহ (Minaret)। চতুর্দ্দিকস্থ তরুপল্লব শুষ্ক ও মুমূর্ষু। মনে হয় যেন, ঋতুনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে;—গ্রীষ্মসায়াহ্নে যেন বিষণ্ণ শর-তের আবির্ভাব। নগরের পাদদেশ দিয়া যে নদীটি বহিয়া যাইতেছে, উহার তল-পরিসর বৃহৎ মূলনদীর ন্যায়; কিন্তু উহার জল প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে; উহার জল এত নিম্নতলে যে,প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। হাতীরা দলে-দলে (তটভূমিরই ন্যায় ধূসরবর্ণ) ধীরপদক্ষেপে একেবারে নীচে নামিয়া যাইতেছে। নদীতে অবতরণ করিয়া উহারা জলপান করিবে—স্নান করিবে।

দিবাবসানের সঙ্গে-সঙ্গে, নগরের পশ্চাদ্ভাগে, পশ্চিমদিক্‌টা যেন আগুনের মত লাল হইয়া উঠিল। ভস্মাচ্ছন্ন নীলিমায় নগরের সমস্ত শুভ্রতা যেন নির্ব্বা-পিত হইল। এ-হেন সুন্দর আকাশে, এই সময়ে বাদুড়েরা নিঃশব্দে সঞ্চরণ করিতেছে।

হৈদরাবাদে।

কিন্তু যাহাই হউক, প্রতিবেশী রাজপুতের ন্যায়, এই রাজ্যের লোকেরা এখনও ক্ষুধার জ্বালায় ততটা অভিভূত হয় নাই এবং পরীস্থানতুল্য উহাদের রাজধানীটি আজ উৎসব-আনন্দে আকণ্ঠ-নিমগ্ন;—উহারা নিজামের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। সমস্ত গৃহের পতাকায়, এবং রাজপথে রেশম-মখ্‌মল্‌-মণ্ডিত যে-সব বিজয়তোরণ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের শিরোদেশে, এই কথাগুলি বড়-বড় সোনালি অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে:—"আমাদের নিজাম-বাহাদুর দীর্ঘজীবী হউন।"

শুভ্রবর্ণ হৈদরাবাদ। একটি শুষ্কপ্রায় নদী সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইতেছে; হাতীরা দলে-দলে নদীতে নামিয়া উহার শীতল জলে অবগাহন করিতেছে। এখনো কেন নিজাম স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন না—তাই, উৎসবমত্ত হৈদরাবাদ,—ধ্বজপতাকাভূষিত হৈদরাবাদ, একসপ্তাহ ধরিয়া প্রতিদিন তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

যে বিশাল প্রস্তরসেতু দিয়া নগরে প্রবেশ করিতে হয়, সেই সেতুর মুখে স্বর্ণপত্রখচিত লাল "ক্রেপ্‌"-বস্ত্রে মণ্ডিত একটি দ্বারপ্রকোষ্ঠ প্রসারিত;—তাহারি ঝালরে লেখা রহিয়াছে;—"স্বাগত নিজামবাহাদুর!"

এই সেতুর উপর দিয়া কত বর্ণের কত লোক পদব্রজে, কত লোক যানে, কত লোক বাহনে চলিয়াছে;—কতপ্রকার যান, কতপ্রকার বাহন, কতই সমারোহ, তাহার আর ইয়ত্তা নাই! বিষাদময় বিজনতার মধ্য দিয়া যখন আমি এখানে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন প্রত্যাশা করি নাই, যে নগর ক্ষেত্রভূমির মধ্যে,—প্রস্তরময় ধূসর মাঠময়দানের মধ্যে বিলীন, সেই নগরটিকে এমন জীবন-উদ্যমে পূর্ণ দেখিব, এমন উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত দেখিব, এমন উৎসবানন্দে মত্ত দেখিব।

শাদা-শাদা, সোজা-সোজা, বড়-বড় রাস্তা—লোকের জনতায় সমাচ্ছন্ন। ফুলের রঙের আভায় যেরূপ নানাপ্রকার সূক্ষ্ম ভেদ লক্ষিত হয়, এই সব লোকদিগের মুখবর্ণেও সেইরূপ সূক্ষ্ম ভেদ বিদ্যমান। নেত্র ঝল্‌সিয়া যায় প্রথমেই উষ্ণীষের অনন্ত বৈচিত্র্য ও বিলাসলীলা দেখিয়া; পাগ্‌ড়ির গোলাপী রং—"সামন্‌"-মাছের রং—পিচ-ফুলের রং। কোনোটায় কুমুদফুলের, কোনোটায় "অ্যামারান্ত" ফুলের, কোনোটায় "নার্সিসাস্‌" ফুলের, কোনোটায় "বটর্‌-কপ্‌"-ফুলের রং। পাগ্‌ড়িগুলা প্রকাণ্ড-বড়;—ছোট-ছোট একপ্রকার ছুঁচাল-মুখ টুপির চারিধারে জড়াইয়া বাঁধা; এবং পাগ্‌ড়ির আঁচ্‌লাটা, পিছনদিকে, পরিচ্ছদের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে।

কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ ব্যবধানে স্থাপিত রাজপথের বিজয়তোরণগুলা গৃহসমূহের মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তোরণের উপরে সোনালি-"অর্দ্ধচন্দ্র"-সমন্বিত মস্‌জিদি-ধরণের ধ্বজচূড়া (Minaret)। কোথাও বা এই তোরণের সহিত—রেশমমণ্ডিত ও বংশনির্ম্মিত লঘুধরণের দ্বারপ্রকোষ্ঠ সংযোজিত; নিজামের স্বাগত অভ্যর্থনার জন্য এই সমস্ত স্থাপিত হইয়াছে। নগরের মধ্যস্থলে—রাজপথসমূহের কেন্দ্রদেশে,—চৌমাথা রাস্তার উপর, একটা প্রকাণ্ড "চারমুখো তোরণ,—যাহার ধ্বজচূড়া সহরের সমস্ত ধ্বজচূড়া ছাড়াইয়া, মস্‌জিদের শীর্ণকায় ধ্বজচূড়া ছাড়াইয়া, হৈদরাবাদের শুভ্র ধূলারাশি ছাড়াইয়া, সুনির্ম্মল ধ্রুব আকাশে একেবারে সিধা উঠিয়াছে।

সাদাসিধা ছুঁচাল-মুখ আর্‌বী-খিলান্‌গুলা ভারতে আসিয়া একটু জটিলভাব ধারণ করিয়াছে,—এখন উহাতে কোথাও বা ফুলমালার কাজ—কোথাও বা খাঁজকাটা কাজ দৃষ্ট হয়। ভারতীয় শিল্পীরা মূল-আদর্শের নক্‌সাকে শ্রীসম্পদে আরো যেন সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে। প্রত্যেক গৃহের প্রাঙ্গণতলে কত যে বিচিত্রধরণের ছোট-ছোট খিলান সারি-সারি চলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। খিলান-গুলা খুব ছুঁচাল অথবা খুব "থ্যাব্‌ড়া"-ধরণের; কোনোটা গোলাপ-পাপড়ির আকারে,—কোনোটা বা ত্রিপত্র কিংবা বহুপত্র তৃণের আকারে গঠিত। বরাবর রাস্তার ধারে-ধারে, খোলা বারন্দার নীচে, দোকানদারেরা গদি ও গালিচার উপর উপবিষ্ট। দোকানের পশ্চাদ্ভাগে, প্রাচীরের গায়ে বাহির-খিলানের অনুকরণে খিলানের একটা নক্সা কাটা—সবুজ, নীল কিংবা সোনালি রঙে রঞ্জিত; এবং উহাতে প্রায়ই ময়ূরাদির ন্যায় কোন বৃহৎ পক্ষীর বিস্তারিত পুচ্ছের অনুকৃতি দৃষ্ট হয়। ভিন্ন ভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ। কোথাও রত্নাদির অলঙ্কার, কোথাও মুক্তার কণ্ঠহার, কোথাও

বলয়াদি বিক্রীত হইতেছে। সকল দোকানেই মূল্য রত্নাদির পার্শ্বে কাচের নিজিস, এবং খাঁটি নার পার্শ্বে ঝুঁটা চুম্‌কির জিনিস ঝিক্‌মিক্ করিছে। সুগন্ধিদ্রব্যের দোকানে—পুরাতন চীনের মের মধ্যে বিবিধ ফুলের আতর সংরক্ষিত। কটা দোকানে চুম্‌কি-বসানো জরির কাজ-করা, নেকে তুর্কিচটিজুতা রহিয়াছে। গণ্ডোলা নৌকার থর মত উহাদের অগ্রভাগ উপরদিকে বাঁকানো। ধ্য-মধ্যে ফুলের দোকান; ছিন্নবৃন্ত গোলাপফুল ট-ছোট পাহাড়ের মত স্তূপাকারে সজ্জিত; লকেরা যুঁইফুলের রাশীকৃত স্তূপ হইতে ফুল ইয়া-লইয়া মুক্তা গাঁথিবার মত মালা গাঁথিতেছে। থাও বা অস্ত্রাদি বিক্রীত হইতেছে;—বর্শা, ই-হাতে ধরিবার বড়-বড় তলোয়ার, একটা শেব-আকারের বাঘ-মারা ছোরা। যখন বাঘ খব্যাদান করিয়া মানুষকে আক্রমণ করে, তখন ই ছোরা তাহার গলায় বসাইয়া দেওয়া হয়। কোথাও বা ঝুঁটা-জরির বরের পোষাক,—চুম্‌কিসানো বর-কনের টোপর বিক্রীত হইতেছে। র এক স্থানে, (গৃহাদির সম্মুখে, খানিকটা "পদথ" জুড়িয়া) কতকগুলি লোক মিহি কাপড়ের পর নক্‌সা ছাপিতেছে। এই কাপড়গুলা বাষ্পবৎ চ্ছ; লাল, সবুজ কিংবা হলুদে জমির উপর,—পালি কিংবা সোনালি রঙের ছোট-ছোট নক্সা; এই নক্‌সাগুলি আদৌ স্থায়ী নহে; একফোঁটা ষ্টির জলে সমস্তই ধুইয়া যায়; কিন্তু উহার বর্ণবিন্যাস অতি চমৎকার; এই সকল কাপড় অতি "খেলো" ইলেও, যখন এই মুক্তবায়ু-সেবী শিল্পীদিগের হস্ত ইতে বাহির হইয়া আইসে, তখন যেন উহা কোন রীর মোহন অবগুণ্ঠন বলিয়া মনে হয়। সোনা, সোনা, এখানে সর্ব্বত্রই সোনা; অথবা তাহার অভাবে ঝুটা-জরি, সোনালি পাত—এমন কোন-কিছু—যাহা দীপ্ত ভানুর উজ্জ্বল কিরণে ঝিক্‌মিক্ করে, কিংবা কুতূহলী দর্শকের নেত্ররঞ্জন করে।

এখানকার ধূলা শুভ্র, গৃহগুলি শুভ্র এবং লোকের পরিচ্ছদ শুভ্র। তুষারবৎ শুভ্রতা—রাজপথে, জনতার মধ্যে, দেকোন-হাটে; এবং লোকদিগের অম্লান-শুভ্র পরিচ্ছদের উপর—বৃহদাকার মল্‌মল্-পাগড়ির সমস্ত "সারিগম" মন্দ্রগ্রাম হইতে তারগ্রাম পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

রমণীরা অদৃশ্য; (কেননা, ইহা মুসলমানরাজ্য) একটা শাদা ঘেরাটোপে উহাদের আপাদমস্তক আবৃত; বিড়ালগর্ত্তের ন্যায় প্রায়ই উহাতে এক একটা ছিদ্র কাটা;—তাহার মধ্য হইতে, কোলের শিশুর মত ছোট ছোট সুন্দর মাথা বাহির হইয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দীর্ঘপ্রবাসী নৃপতির মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য যে সমস্ত রেশম, মল্‌মল্, মখ্‌মলের সাজসজ্জা স্থানে-স্থানে সজ্জিত রহিয়াছে, তাহারা সকলেই যেন নীরব ভাষায় বলিতেছে:—"নিজামের জয় হউক!" সমস্ত হৈদরাবাদ আজ উল্লাসভরে নিজামের প্রতীক্ষা করিতেছে। এক সপ্তাহ হইতে সমস্তই প্রস্তুত হইয়া আছে;—এমন কি, সজ্জিত পুষ্পগুলি সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া যাইতেছে। এখন নিজাম আশিষ্টিক-আড়ম্বর-সহকারে কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন;—১২ খানা সোনার গাড়ি তাঁহার পিছনে-পিছনে চলিয়াছে। তিনি স্বরাজ্যে আর ফিরিয়া আসেন না, কোন সংবাদ দেন না, যাহা খেয়াল হইতেছে, তাহাই করিতেছেন। কিন্তু ভারতবাসীরা ইহাতে বিস্মিত নহে;—কেননা, তাহারা সকলেই এইরূপ করিয়া থাকে। তাই, নিরাশ না হইয়া তাহারা ক্রমাগত তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তা ছাড়া, এই সকল নববস্ত্রের সাজসজ্জা যে বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবে, তাহারও কোন আশঙ্কা নাই; কেননা, আকাশ এখন একেবারেই নির্মেঘ।

প্রতিদিন, যেমন বেলা অধিক হইতে থাকে—সেই পরিমাণে, সমস্ত নগরীর ধূলিরাশি, জনকোলাহল, সঙ্গীতাদিরও বৃদ্ধি হইতে থাকে; অবশেষে রাত্রিসমাগমে সমস্তই উপশান্ত হইয়া যায়।

ঘোড়ার গাড়ি, বলদের গাড়ি ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছে। রহস্যময়ী পর্দ্দা-মহিলাদের জন্য, ডিঙির আকারে বাখারির গাড়ি—পর্দ্দায় সমস্ত ঢাকা। পর্দ্দার স্থানে-স্থানে ছিদ্র। সেই ছিদ্রের মধ্য হইতে রূপসীগণ সুচিত্রিত "ডাগর-আঁখির" তীক্ষ্ণবাণ জনতার উপর বর্ষণ করিতেছেন। কোথাও কোন সুপুরুষ অশ্বারোহী ছুঁচালটুপির চারিধারে-জড়ানো আসমানি-ধাঁচার পাগ্‌ড়ি পরিয়া, জিনের পাশে বল্লম আট্‌কাইয়া—খুব ছুটিয়া চলিয়াছে। বণিক্‌দলের উটগুলা দীর্ঘরেখাকারে সারি-সারি চলিয়াছে। ধূলাধূসরিত, কর্দ্দমলিপ্ত মজুরহাতীরা কর্ম্মান্তে ঘরে

ফিরিয়া আসিতেছে। বিলাসী হাতীরা সানাই-বাদ্য-সহকারে বরযাত্রীর সঙ্গে চলিয়াছে;—পৃষ্ঠের উপর বাসাচ্ছাদিত হাওদার মধ্যে—বর প্রচ্ছন্ন।

পাল্কীবাহকদের, মন্ত্রপাঠের ন্যায়, একঘেয়ে গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে; জরির কাজ করা রাশি-রাশি তাকিয়া বালিসের উপর, চস্‌মাধারী কোন বৃদ্ধকে, অথবা কোন গম্ভীরমূর্ত্তি মোল্লাকে চড়াইয়া, উহারা চটুলপদক্ষেপে চলিয়াছে। ফকিরেরা কড়ি-সমাচ্ছন্ন কাঁথা পরিয়া, পথে-পথে ভ্রমণ করিতেছে; —এই সব আকুলচিত্ত উন্মাদগ্রস্ত লোকেরা সাধু বলিয়া সমাদৃত;—এখন হইতেই উহাদের নেত্র অন্যত্র—পরলোকের দিকে নিয়োজিত। বৃদ্ধ দরবেশদিগের সুদীর্ঘ কেশকলাপ;—সমস্ত ভস্মাচ্ছন্ন। উহারা ঘণ্টা নাড়িতে-নাড়িতে দ্রুতপদে চলিয়াছে। ইয়েমেনবাসী আরবেরা দলে-দলে ভ্রমণ করিতেছে; নিজাম উহাদিগকে সযত্নে নিজরাজ্যে স্থাপন করিয়াছেন; উহারা যাহাতে স্থায়ী হইয়া প্রজাদের মধ্যে মিশিয়া যায়—ইহাই নিজামের মনোগত অভিপ্রায়। ঐ দেখ, দূর অঞ্চলের কোন অশ্বারোহী সর্দ্দার,—জংলি-মূর্ত্তি, মহাকায়—ঘোড়াকে বিচিত্র-ভঙ্গীতে দৌড় করাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার পশ্চাতে কতকগুলা বল্লমধারী ঘোড়সওয়ার।

ধূপের সৌরভ,—সাজসজ্জার দোকানে পর্ব্বতাকারে সজ্জিত গোলাপফুলের সৌরভ,—ঝুড়িভরা শাদা যুঁয়ের সৌরভ, তুষারপাতের ন্যায় রাস্তার ধূলির উপর আসিয়া পড়িতেছে। কে তবে বলিবে, পশ্চিমাঞ্চল হইতে দুর্ভিক্ষ আসিয়াছে—স্বকীয় বিকট দশন বাহির করিয়া দুর্ভিক্ষ ইহারই মধ্যে সীমান্ত-দেশ পার হইয়াছে। না-জানি তবে কোন্ জলাশয়ের জলসেকে,—কোন্ বিশেষ-রক্ষিত উদ্যানে এই সমস্ত ফুল ফুটানো রহিয়াছে!

অবশেষে, সূর্য্যাস্তসময়ে, "সহস্র-এক রজনীর" ব্যক্তিগণ গৃহ হইতে বাহির হইতে লাগিল—সেই সব সৌখীন লোক, যাহাদের নেত্র নীলাঞ্জনে চিত্রিত, যাহাদের শ্মশ্রুজাল সিন্দুর-রঙ্গে রঞ্জিত, যাহারা কিংখাপের পোষাক কিংবা জরি-বসানো মখমলের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়াছে, কণ্ঠে মণিমুক্তার কণ্ঠহার ধারণ করিয়াছে, এবং যাহাদের বামহস্তের মুষ্টির উপর একএকটা পোষাপাখী রহিয়াছে।

"স্বাগত নিজামবাহাদুর!"—এই কথাগুলি আবার একটা দ্বারপ্রকোষ্ঠের চূড়াদেশে লিখিত দেখিলাম; সেই চূড়াদেশে নারাঙ্গি-রঙের একটা ক্রেপ কাপড় টানা—তাহাতে নেবু-হল্‌দে ও গন্ধকি-হল্‌দে রঙের ঝালর ঝুলিতেছে, ঝালরের উপর সবুজ রঙের চুম্‌কি বসানো। এই দ্বারপ্রকোষ্ঠের পরেই —স্বর্ণচূড়া ও স্বর্ণ-"অর্দ্ধচন্দ্র"-বিশিষ্ট, তুষার-শুভ্র একটা মস্‌জিদ্। এই সান্ধ্য-নমাজের সময়ে, ভক্ত মুসলমানেরা এই মস্‌জিদে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। উহাদের শুভ্র পরিচ্ছদ,—মাথায় মল্‌মলের কাপড় জড়ানো পাগড়ি; দূর হইতে মনে হয়—যেন বিচিত্র-রঙের একপ্রকার খুব বড়-বড় ফুল ছড়ান রহিয়াছে।

কিন্তু এই সময়ে একটা জনরব উঠিল,—নিজামের আসিতে এখনও বিলম্ব আছে; রমাদানের মাস নিশ্চয়ই পার হইয়া যাইবে, বোধ হয়, আগামী মাসে আসিবেন, কিংবা আরো বিলম্ব হইতে পারে। কবে আসিবেন, আল্লাই জানেন।...

গল্কণ্ডা।

হৈদরাবাদের কোন এক উপনগর যেখানে শেষ হইয়াছে—সেই বাঁকের মুখে একটা পুরাতন প্রাচীরের গায়ে এই কথাগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে:—"গল্কণ্ডার পথ।" ভগ্নাবশেষের পথ, নিস্তব্ধতার পথ;—এরূপ লিখিলেও ক্ষতি ছিল না।

ঘোড়াদের দুল্‌কি-চালে পথে খুব ধূলা উড়িয়া[illegible]। এই বিজন পথের ধারে ধারে প্রথমেই দেখা যায়, কতকগুলি ক্ষুদ্র "পোড়ো" মস্‌জিদ, আর কতকগুলি সরু-সরু ক্ষুদ্র ধ্বজমন্দির—যাহা একটু ভগ্নদশাপন্ন হইলেও অতীব শোভন ও সুষমাবিশিষ্ট। তাহার পর আর কিছুই নাই;—কেবল পাংশুবর্ণ তাপদগ্ধ বিস্তীর্ণ ময়দান, আর কতকগুলা পাষাণস্তূপ ছোট-ছোট পাহাড়ের আকারে, ঢিবির আকারে, "পিরামিডের" আকারে ইতস্তত বিকীর্ণ এবং দেখিতে এরূপ অদ্ভুত যে, উহাদিগকে এই পৃথিবীর কোন পদার্থ বলিয়া মনেই হয় না।

গাড়িতে একঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া, একটা জনশূন্য আ-তল-শুষ্ক হ্রদের ধারে আসিয়া পড়িলাম। ইহারই পশ্চাদ্ভাগে প্রাচীরবদ্ধ একটা বৃহৎ মৃতনগরের দিগন্তব্যাপী উপচ্ছায়া। অত্রত্য ময়দানভূমির ন্যায় ইহাও ভীষণ ধূসরবর্ণ। ইহাই সেই গল্কণ্ডা, যাহা

তন শতাব্দী ধরিয়া এসিয়ার একটি পরমাশ্চর্য্য দ্রব্য দার্থ বলিয়া প্রখ্যাত ছিল।

কে না জানে, ভগ্নাবশেষের অবস্থাতেই—নগর-প্রাসাদাদি মানুষের সমস্ত কীর্ত্তিমন্দিরগুলিই আসল অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই যে তনগরের উপচ্ছায়াটি দেখা যাইতেছে, ইহা বাস্তবিকই একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার। ইহার দন্তুর প্রথম প্রাকারটি অন্যূন ৩০ ফীট উচ্চ। বুরুজ, অগ্নিনিক্ষেপের জন্য রন্ধ্রময় স্থান, প্রস্তরময় আবৃত প্রহরিস্থান—সমস্তই উহাতে বিদ্যমান; এবং উহা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতে-চলিতে সুদূর মরুভূমিতে গিয়া শেষ হইয়াছে। এমনই ত প্রাকারটি ভীমদর্শন—তাহার উপর আবার একটা বিরাটকায় প্রকাণ্ড দুর্গনগর সমুত্থিত;—আসলে পর্ব্বত, কিন্তু মানুষ ইহাকে এইরূপ কাজে লাগাইয়াছে। ইহা সেই শ্রেণীর পর্ব্বত —সেই পাষাণস্তূপ, যাহা অত্রত্য ভূভাগের একটা বিস্ময়জনক অপূর্ব্ব বিশেষত্ব। পুরাতন রাজাদিগের ও জনসাধারণের চিত্তে বিরাট পদার্থের জন্য—অলৌকিক পদার্থের জন্য যে একটা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই ক্ষেত্রে পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হইয়াছে। প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড শিলারাশির মধ্যে অসংখ্য প্রাচীর পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া আছে—পরস্পরের উপর চাপিয়া আছে;—উহাদের দন্তুর রেখাবলী পরস্পরের সহিত জড়াইয়া গিয়াছে। যে সকল গণ্ডশৈল দুঃসাহসীর ন্যায় অতিমাত্র ঝুঁকিয়া আছে, তাহাদের ঠিক্ ধারেই বুরুজসকল সম্মুখে প্রসারিত;—নীচে অতলস্পর্শ খাত। উচ্চতার বিভিন্ন ধাপে,—কত মসজিদ, কত জটিল নক্সার খিলান, কত প্রকাণ্ড পোস্তার গাথুনি। খেয়ালের ঝোঁকেই হউক, কিম্বা কোন উপধর্ম্মের খাতিরেই হউক,—সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপর একটা গণ্ডশৈল এরূপভাবে স্থাপিত যে, মনে হয় যেন, একটা গোলাকার পণ্ড চূড়ার উপরে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিয়া আছে।

এই মৃতনগরের প্রবেশপথে ধাতু ও পাথরের গোলাগুলী স্তূপাকারে সজ্জিত এবং পুরাকালীন সমস্ত যুদ্ধ-আয়োজন প্রস্তুত রহিয়াছে;—ইহাদেরি পাশাপাশি "পুনরাবৃত্তিকারী" আধুনিক বন্দুকসকল পুঞ্জীকৃত। নিজামের সিপাইশান্ত্রীরা পাহারা দিতেছে। প্রবেশপথে উহাদিগকে প্রবেশানুমতিপত্র দেখাইতে হয়। এই সমস্ত ভগ্নাবশেষের মধ্যে ইচ্ছা করিলেই প্রবেশ করা যায় না; এখনও উহা দুষ্প্রবেশ্য দুর্গরূপে বিদ্যমান। শোনা যায়, নিজাম তাঁহার গুপ্তনিধি এইখানেই লুকাইয়া রাখিয়াছেন।

এই গল্কণ্ডার দ্বারগুলি অতীব ভীষণ;—বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন উহা উদ্ঘাটিত হয় না। প্রাকারভিত্তির গভীরদেশে দ্বারের ভাঁজ ওয়ালা জোড়া কপাটগুলি দেওয়ালের গায়ে সংলগ্ন, ধাতুপত্রে মণ্ডিত এবং লম্বা-লম্বা ছোরার মত তীক্ষ্ণধার লৌহকণ্টকে সমাকীর্ণ। পূর্ব্বকালে হস্তিগণ আত্মবিনোদনার্থ নগরের মধ্যে দলে-দলে প্রবেশপূর্ব্বক দন্তের দ্বারা অনেক কাঠের কাজ নষ্ট করিয়া বিস্তর ক্ষতি করিত। উহাদিগকে অপসারিত করিবার জন্যই দ্বারের কপাটগুলি এইরূপ ভীষণ বর্ম্মে আবৃত। আমার ক্ষুদ্র যানবাহন যখন এই নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল (যদিও কোচম্যানের মাথায় জরির পাগড়ি ছিল এবং সহিস একটা লম্বা চামর লইয়া ঘোড়ার গাত্র হইতে মাছি তাড়াইতেছিল), তখনই আমাদের য়ুরোপীয় ক্ষুদ্রতা ও দীনহীনতা সহসা প্রকাশ হইয়া পড়িল!..

এই-সব স্থূলকায় প্রাচীর হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই যে রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম, সেই রাস্তাটিতেই যা-কিছু লোকের বসতি। কতকগুলি নিঃস্ব লোক প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের মধ্যে বাসা করিয়া আছে এবং সেইখানে উহারা দুর্গরক্ষী সৈনিকদিগের ব্যবহারার্থ দুইচারিখানি সামান্য দোকান খুলিয়াছে।

তা ছাড়া, এই বিশাল ঘেরের মধ্যে আর সমস্তই শূন্য ও নিস্তব্ধ। গল্কণ্ডা এখন শুধু ভগ্নাস্তূপ একটা শ্মশানক্ষেত্র,—স্থানচ্যুত গণ্ডশৈল সমাকীর্ণ। প্রকাণ্ডকায় সুপ্ত পশুর পৃষ্ঠদেশের ন্যায় সেই সব পাষাণস্তূপ—যাহা মানবগঠিত পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর ঘাতপ্রতিরোধী—ইতস্তত উত্থিত হইয়াছে; সেই সব গোলাকার মসৃণ গণ্ডশৈল,—যাহা সমস্ত দেশময় পরিব্যাপ্ত—পর্ব্বতের ন্যায় ইতস্তত মাথা তুলিয়া আছে।*

---

* নিজামরাজ্যের এই সব গণ্ডশৈলসম্বন্ধে একটা পৌরাণিকী কথা প্রচলিত আছে। পৃথিবীর সৃষ্টি শেষ হইয়া গেলে ঈশ্বর যখন দেখিলেন, কতকগুলা অতিরিক্ত উপকরণ উদ্বৃত্ত হইয়াছে, তখন তিনি এই সমস্ত লইয়া হাতে গোলা পাকাইয়া, সেই সব গোলকপিণ্ড পৃথিবীর উপর—এই প্রদেশে—ইতস্তত নিক্ষেপ করিলেন।

এই দুর্গনগরের দ্বারগুলিও নিম্নস্থ প্রাকারদ্বারের ন্যায় ভীমদর্শন ও লৌহকণ্টকে আচ্ছাদিত। দুর্গাদি অতিক্রম করিয়া, গণ্ডশৈলসমূহ অতিক্রম করিয়া, কখন খোলা-পথে,—কখন বা অন্ধকার-সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। সমস্তই এরূপ বিশাল যে, দেখিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। যে ভারতে প্রকাণ্ড পদার্থ দেখিয়া আর বিস্ময় উৎপন্ন হয় না, সেই ভারতের পক্ষেও এ সমস্ত প্রকাণ্ড বলিয়া মনে হয়। দন্তুর প্রাকারাবলী, নৈসর্গিক গণ্ডশৈলসমূহ পর্য্যায়-ক্রমে উপর্য্যুপরি উত্থিত হইয়া সমস্ত স্থানটিকে দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। অবরোধের সময়ে, জলরক্ষণের জন্য কতকগুলি গভীর-নিখাত চৌবাচ্ছা রহিয়াছে। এই গভীর গহ্বরগুলি শৈলগাত্র খনন করিয়া নির্ম্মিত। তা ছাড়া, কতকগুলা কালো-কালো গর্ত্ত রহিয়াছে—যাহা সুরঙ্গপথের মুখ। এই সুরঙ্গটি পর্ব্বতের হৃদয় ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যখন শত্রুর আক্রমণে হতাশ হইয়া পলায়ন ভিন্ন আর কোন উপায় থাকে না, তখন এই সুরঙ্গটিই পলায়নের প্রকৃষ্ট পথ। শেষদিন পর্য্যন্ত যাহাতে ভজনার ব্যাঘাত না হয়, এইজন্য উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রত্যেক শিখরে একএকটি মস্‌জিদ রহিয়াছে। যাহাতে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অসংখ্য শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে কল্পনাচক্ষে বাস্তব-বৎ প্রত্যক্ষ করিয়াই যেন সমস্ত আয়োজন পূর্ব্ব হইতে সজ্জিত।

আধুনিক কামানসৃষ্টির তিন শতাব্দী পূর্ব্বে গল্কণ্ডার প্রবলপরাক্রান্ত সুল্‌তানগণ এই দুর্গ হইতে কিরূপে দূরীকৃত হইয়াছিলেন, তাহা বুঝা কঠিন।

যতই উচ্চে উঠা যায়, ততই মাথার উপর সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ,—ততই যেন চতুর্দ্দিকস্থ মরুদৃশ্যের বিষাদময় মণ্ডলপরিধিটি বিস্তৃত হইতে থাকে। শিখরস্থ ইমারৎগুলি উচ্চতা-অনুসারে একদিকে যেমন অধিকতর ভীমদর্শন, তেমনি আবার ভগ্নদশা-পন্ন। উহারা এতটা ঝুঁকিয়া আছে যে, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়;—মনে হয় যেন, নীচে পড়িবার জন্য উন্মুখ। কত ভাঙা খিলান;—তাহাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফাট ধরিয়াছে। কতকগুলি দেবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে—যাহার উদ্দেশ্য অথবা নির্ম্মাণ-কাল কিছুই নির্ণয় করা যায় না। ইস্‌লামের পূর্ব্ব-বর্ত্তী কাল হইতে কতকগুলা দেবমূর্ত্তি—বানরমুণ্ড-ধারী কতকগুলা হনুমান্;—বাহুড়দিগের সহিত গুহাগহ্বরের মধ্যে একত্র বাস করিতেছে। ছোট-ছোট ধূপবর্ত্তিকার ধূমগন্ধে স্থানটি আমোদিত। রহস্যময় ভক্তগণ এখনও বোধ হয় সময়ে সময়ে এই ধূপবর্ত্তিকাগুলি এখানে গোপনে লইয়া আইসে।

সর্ব্বোচ্চ-শিখরে, শেষ ছাদটির উপর একটি মসজিদ রহিয়াছে এবং একটি চতুষ্ক (Kiosk)*—যেখান হইতে পূর্ব্বতন সুল্‌তানেরা সমস্ত দেশ পরি-বীক্ষণ এবং দিগন্তনিঃসৃত শত্রুবাহিনীর আগমন নিরীক্ষণ করিতেন। মাঠ-ময়দান, উদ্যান-উপবন প্রভৃতি যে সমস্ত দৃশ্য এখান হইতে দেখা যায়, সমস্তই তখনকার কালে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু আজ এই সমস্ত ক্ষেত্র নির্জীব ও প্রাণশূন্য।

দেশের হাওয়া বদলাইয়াছে। আর এখন বৃষ্টি হয় না। বেশ মনে হয়, অনাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় অবনতি হইতেছে—ভারত অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে। এই সমস্ত গণ্ডশৈল ও প্রাকারাবলীর পরপারে অবস্থিত দুর্গনগরটি, মহানিস্তব্ধতার মধ্যে,—ভূতল পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। নগরের বহিঃপ্রাচীর,—নিজামের সংরক্ষিত সেই দন্তুর প্রাচীরটি, প্রাচীন গল্কণ্ডার—সেই পরমাশ্চর্য্য হীরকখনি গল্কণ্ডার গঠন-রেখাভঙ্গী অঙ্কিত করিবার জন্যই যেন আঁকিয়া-বাঁকিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে লাভ কি? বাহিরের বিস্তীর্ণ মরুক্ষেত্রেরই অনুরূপ এই যে মরুময় কটিবন্ধটি —ইহাকে বিশেষ করিয়া প্রাচীরে ঘিরিয়া রাখায় কি ফল? এখানেও সেই একই ধূসর মরুভূমি—সেই একই মসৃণ গণ্ডশৈলপুঞ্জ—যাহা দেখিয়া মনে হয়, যেন ভস্মরাশির উপর কতকগুলা বৃহৎকায় পশু দলে-দলে বসিয়া আছে। সুদূরপ্রান্তে হৈদরাবাদ দীর্ঘ শাদারেখার ন্যায় অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; এবং ময়দানভূমির সীমান্তদেশে এই সব গণ্ডশৈল—ছিন্নাঙ্গ পর্ব্বতের আকারে বিচিত্রভঙ্গী দুর্গের আকারে ইতস্তত পুঞ্জীকৃত হইয়া ধ্বংসনগরের বিভ্রমটিকে যেন আরো দীর্ঘীকৃত করিয়া সুদূর অসীমে প্রসারিত হইয়াছে।

কিন্তু এই মৃতনগরের প্রাচীর ছাড়াইয়া অদূরে

* চতুষ্ক—চতুঃস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ। বোধ হয়, এই ফার্সি শব্দ (Kiosk) "চতুষ্ক" শব্দেরই অপভ্রংশ। Kiosk—garden summer-house অর্থাৎ "হাওয়া-খানা"।—অনুবাদক।

কগুলি বড়-বড় গম্বুজ রহিয়াছে, যাহা সুধালেপের সযত্নে ধবলীকৃত এবং যাহাতে ভগ্নাবশেষের কিছুমাত্র নাই। ছোট-ছোট বনের মধ্য হইতে গম্বুজগুলি সমুত্থিত। এই সব বনের উদ্ভিজ্জ প সরস ও তাজা যে, এই তাপদগ্ধ শুষ্কভূমিতে রূপে উৎপন্ন হইল, ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। গুলি গল্কণ্ডার প্রাচীন রাজাদিগের সমাধিমন্দির। ব্যক্তিদিগের প্রতি ভারতবাসীর যে স্বাভাবিক ভক্তি, তাহারি প্রভাবে এই সকল সমাধিমন্দির ত রহিয়াছে। আবার সম্প্রতি উহার চারিধারে ধি-উদ্যান স্থাপিত রহিয়াছে।

এই পরীরাজ্যের অনেক সুল্‌তান্ সুল্‌তানাই সব গম্বুজতলে চিরনিদ্রায় মগ্ন। কেবল উহাদের ধ্য একজন এই নীরব সঙ্গীদিগের সহবাস হইতে ঞ্চত; ইনি গল্কণ্ডার শেষ সুল্‌তান। ইনি পূর্ব্ব তেই স্বকীয় পারত্রিক নিবাস প্রস্তুত করিয়া খিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়ী ঔরঙ্গজেব তাঁহাকে াহার রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিয়া সেই সঙ্গে তাঁহার মাধিমন্দির হইতেও তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিলেন। নি নির্ব্বাসিত হইয়া প্রবাসেই ইহলীলা সংবরণ রেন।

এই চিরবিশ্রামের স্থানগুলি অতীব সুন্দর। ামাদের দেশের ন্যায় এই প্রাচ্য সমাধিক্ষেত্রেও ই "সাইপ্রেস্"-ঝাউগাছগুলি দেখিতে পাওয়া ায়;—কেবল ভারতের প্রখর সূর্য্যোত্তাপে একটু ানপ্রভ হইয়াছে, এইমাত্র। ফ্রান্সের "সেকেলে" উদ্যানের ন্যায়, অত্রত্য উদ্যানেও, সরু-সরু বালির থগুলি সোজা চলিয়াছে; উহার ধারে-ধারে আল-ালভূমিতে সারি-সারি গোলাপগাছ। কতকগুলি মণী ও কতকগুলি বালিকা এই কৃত্রিম মরু-উদ্যানের ক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। উহারা প্রাতঃসন্ধ্যা দুই বলা মাটির কলসীতে কোন কূপবিশেষের দুর্লভ জল মানিয়া এই সব গাছের তলায় ঢালিয়া দেয়; এবং এই সব অতলস্পর্শ গভীর কূপ হইতে পুরুষেরা অতি কষ্টে উহাদের জন্য জল উত্তোলন করে।

দূর হইতে মনে হয়, যেন এই সব সুধালিপ্ত গম্বুজগুলি জীবন-উদ্যমে পূর্ণ। কিন্তু এই সব বিশাল মস্‌জিদের অভ্যন্তরে একটিও চিত্র নাই, একটিও অলঙ্কার নাই। পূর্ব্বেকার সমস্ত বিলাসসামগ্রী এক্ষণে ধ্বংসের জরাজীর্ণতার মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

তথাপি, এই সব শূন্যগর্ভ গম্বুজের নীচে, সমাধি-স্থানের প্রত্যেক প্রস্তর-বেদিকার উপর, এখনও পুষ্পমাল্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। তিনশত বৎসর হইতে যে রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়াছে, সেই রাজবংশীয় রাজাদিগের প্রতি শ্লাঘ্য ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ এই পুষ্পাঞ্জলি।

তাপদগ্ধ মরুভূমির মধ্যে শুধু জলসেকের বলে এই যে উদ্যানগুলি সংরক্ষিত—ইহাদের কি-একটা অপূর্ব্ব মোহিনী শক্তি আছে; ইহাদের দেখিলে, স্বদেশে ফিরিবার জন্য কেমন-একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। এই সব উদ্যানে সাইপ্রেস্-ঝাউ প্রতিবেশী তালীবনের সহিত একত্র বাস করিতেছে; এবং গোলাপ-আলবালের চারিধারে, আমাদের দেশে প্রজাপতিরা যেরূপ পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসে, এখানে সেইরূপ মনিয়া-চড়াই ফুলের উপর উড়িয়া-উড়িয়া বসিতেছে।

ভীষণ গুহা।

এই সকল গুহাগহ্বর, পৌরাণিক সমস্ত দেবতা-দিগের নামেই উৎসর্গীকৃত; কিন্তু যেগুলি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, তাহার প্রায় অধিকাংশই সেই মৃত্যুর দেবতা শিবের নামে প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বকালে যাহাদের চিত্তে নানাপ্রকার ভীষণ ও বিরাট্ কল্পনার উদয় হইত, সেই সব মনুষ্য কত কত শতাব্দী ধরিয়া অতীব আগ্রহসহকারে পর্ব্বতের প্রস্তর-পাষাণ কুঁদিয়া এই সমস্ত গুহাগহ্বর প্রস্তুত করিয়াছে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধযুগের, কতকগুলি ব্রাহ্মণযুগের এবং কতকগুলি আরো প্রাচীন জৈন-রাজাদের আমলের। সভ্যতার বিভিন্ন যুগের মধ্য দিয়া, বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া, এই সকল আশ্চর্য্য খননকার্য্য অব্যাঘাতে ও ধারাবাহিকরূপে ভারতীয়-তক্ষণশিল্পিগণ-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ের যিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন লেখক, সেই মাসুদি-নামক একজন আরব এইরূপ বলেন:—প্রায় একসহস্র খৃষ্টাব্দে এই সকল গুহার অসীম মাহাত্ম্য ছিল; ভারতবর্ষের সকল দিক্ হইতেই অসংখ্য যাত্রী এখানে ক্রমাগত আসিয়া উপস্থিত হইত।

এক্ষণে এই সকল গুহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে চতুর্দ্দিক্‌স্থ রুক্ষ-শুষ্ক প্রদেশটি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই মৃতকল্প

প্রদেশের অভ্যন্তরে এই গুহাগুলি কতকাল হইতে এইরূপ পরিত্যক্ত অবস্থায় ও নিস্তব্ধতার মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ নাই।

অধুনা এই সকল গুহায় উপনীত হইতে হইলে, একটা ছোটখাটো মরুভূমি অতিক্রম করিতে হয়; এই ভূমির বর্ণ মৃগচর্ম্মের ন্যায়; ইহা সমুদ্রতটস্থ সৈকতভূমির ন্যায় সমতল; কেবল একএকটি নিঃসঙ্গ পর্ব্বত ইতস্তত সমুত্থিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতগুলা যেন একটু বেশিরকম মানানসই; মাথায়-মাথায় সব একসমান;—দেখিতে কারাগারের ন্যায়—বৃহৎ দুর্গনগরের ন্যায়।

আজ আমি ভারতীয় শকটে করিয়া প্রখর রৌদ্রে এই বিজন প্রদেশ অতিক্রম করিলাম। যাত্রাপথের দুই ধারে মরা গাছগুলা খুঁটির মত সারি-সারি পোঁতা রহিয়াছে।

সন্ধ্যার মুখে একটা মৃতনগরের উপচ্ছায়া পার হইয়া গেলাম—যাহা পূর্ব্বে দৌলতাবাদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং যেখানে নির্ব্বাসিত হইয়া, তিন-শত বৎসর হইল, গল্কণ্ডার শেষ-সুল্‌তান ইহলীলা সংবরণ করেন। পুরাতন চিত্রসমূহে, "ব্যাবেলের টাওয়ার্" যেরূপ দেখা যায়—তাহার সহিত অনেকটা এই মৃতনগরের সাদৃশ্য দূর হইতে উপলব্ধি হয়। ইহা একটি নগরগিরি,—একটি মন্দিরদুর্গ, একটি বৃহৎ শৈলখণ্ড—যাহা হইতে পূর্ব্বকালীন মনুষ্যেরা ইহাকে খুদিয়া-কাটিয়া বাহির করিয়াছে;—যাহাতে ইমারতের মালমসলা প্রয়োগ করিয়াছে,—যাহার আপাদমস্তক একটু মানানসই করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে এবং যাহা এক্ষণে বালুরাশিসমুত্থিত মিশরীয় পিরামিড্ অপেক্ষাও অধিক বিস্ময়জনক বলিয়া বোধ হয়। ইহার কাছাকাছি শতশত সমাধিমন্দির ভগ্নদশাপন্ন হইয়া মাটীর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে। কত সূচাগ্রচূড়াবহুল দস্তুর প্রাকারাবলী পরস্পরকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। গল্কণ্ডার ন্যায় এখানেও লৌহশলাকাবৃত ভাঁজ-ওয়ালা ভীষণ জোড়া-কপাটের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। কিন্তু উহার অভ্যন্তরে জনপ্রাণী নাই;—কেবলি নিস্তব্ধতা, ভগ্নাবশেষ, আর ইতস্তত শুষ্কতরুসমূহ বিরাজমান; বটবৃক্ষগুলা কঙ্কালসার,—উহার শাখাপ্রশাখা হইতে দীর্ঘ কেশগুচ্ছের ন্যায় শিকড় নামিয়াছে। আবার আমরা সেইরূপ ভাঁজ কপাটের দরজা দিয়া বাহির হইলাম, সেইরূপই অকেজো ও সেইরূপই ভীষণ বর্ম্মে আবৃত।

পূর্ব্বদিকে উচ্চ শৈলভূমি দিগন্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। আঁকা বাঁকা পথ দিয়া উপরে উঠিতে হইল। আমাদের মন্থরগামী শকটের পিছনে-পিছনে আমরা পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। এখন সূর্য্যাস্তের সময়। মেঘের অভাবে দেশ মৃতকল্প,—তথাপি সূর্য্যাস্তের সেই একই অপরিবর্ত্তনীয় আরক্তিম ভাস্বর-মহিমা। আমরাও যেমন উপরে উঠিলাম, আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই দৌলতাবাদ—ধ্বস্তচূড়া প্রাকার-মন্দির-সমন্বিত সেই ভীষণ দৌলতাবাদ যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া খাড়া হইয়া উঠিল; মুক্ত আকাশে, দেবকিরীটের ন্যায় অস্তভানুর কিরণচ্ছটার মধ্যে, দৌলতাবাদের অবয়বরেখা ফুটিয়া উঠিল। এদিকে সেই নিস্তব্ধ অসীম লোহিত ক্ষেত্রভূমিতে যেন আগুন জ্বলিতেছে বলিয়া বোধ হইল, সেখানে জীবনের নিদর্শনমাত্র নাই।

এই উচ্চ শৈলভূমির উপর আরো একটা ধ্বংসাবশেষ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল;—"রজাস্"নামক একটা অত্যন্ত-মুসলমানদিগের নগর;—"গোড়ো" মস্‌জিদ্ ও সরু-সরু ভঙ্গুর ধ্বজস্তম্ভে আচ্ছন্ন। উহার প্রাকারাবলীর সন্নিকটে রাশিরাশি সমাধি-গম্বুজ সন্ধ্যার আলোকে আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাত্রি যখন আসে, সেই সময়ে এই সব প্রাণশূন্য রাজপথের দুই ধারে উষ্ণীষধারী কতকগুলি লোক পাথরের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছে দেখিলাম। এই দুঃস্থ বৃদ্ধগণ এই নগরের শেষ-অধিবাসী; শুধু এই সব মস্‌জিদের মাহাত্ম্যের খাতিরেই উহারা এখানে "মাটী কাম্‌ড়াইয়া" পড়িয়া আছে।

তাহার পর প্রায় একঘণ্টাকাল আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না—কেবল সেই একঘেয়ে শ্যামল শৈলরাশি—সায়াহ্নের মহানিস্তব্ধতার মধ্যে সম্মুখে প্রসারিত।...

পরে হঠাৎ এমন-একটা আশ্চর্য্য পদার্থ—অসম্ভব পদার্থ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল—যাহা দেখিয়া এবং আর কিছুই বুঝিতে না পাইয়া, প্রথম মুহূর্ত্তে মনোমধ্যে যেন একটু ভয়ের উদয় হয়। সমুদ্র! সমুদ্র আমার সম্মুখে উপস্থিত, অথচ আমি মধ্যভারতে নিজামের রাজ্যে রহিয়াছি! অধিত্যকা-

মির উপর একটা কুঠারধ্বনিত বৃহৎ গহ্বর—সেই-নেই যেন সমস্ত সেই "তরঙ্গিত অসীম" পূর্ণমহিমায় সারিত। বিস্তীর্ণ শৈলভূমির উপর হইতে নিম্নস্থ দিগন্তভূমি আমাদের নয়নগোচর হইতেছে। ই উচ্চ শৈলভূমির ধার দিয়া আমাদের যাত্রাপথ। ই সময়ে নিম্নদেশ হইতে একটা প্রবল বাতাস উঠিয়া আমাদের নিকটে আসিয়া পৌঁছিল; এ বাতাসটা তেমন গরম নহে—যেন কতকটা খোলা-সমুদ্রের হাওয়া...

এই শৈলভূমির পরপারে হাজাপোড়া গুঁড়া-মাটির যে শুষ্কক্ষেত্র প্রসারিত—সেইখানেই এই বাতাস ধূলা-বালির ঢেউ উঠাইয়া সমুদ্রের মত সফেন তরঙ্গভঙ্গের সৃষ্টি করিয়াছে।

তা ছাড়া, আমরা আমাদের যাত্রাপথের শেষ-সীমায় সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছি, এখনো গুহার * লেশমাত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই গুহাগুলা আমাদের নিম্নে—ঐ বিষাদময় কল্পিত সমুদ্রতটের ধারে-ধারে—বিস্তীর্ণ শৈলভূমি কাটিয়া প্রস্তুত হইয়াছে; এবং ঐ জলহীন সমুদ্রের সম্মুখেই এই ভীষণ গুহাগুলা মুখব্যাদান করিয়া আছে।

এখন রাত্রি, আকাশে তারা জ্বলিতেছে; আমার শকট একটা ক্ষুদ্র পান্থশালার সম্মুখে আসিয়া থামিল। আমার আতিথ্যকারী—পলিতকেশ দুই জন বৃদ্ধ ভারতবাসী আমার অভ্যর্থনার জন্য তাড়া-তাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের ভৃত্যগণ—যাহারা অলসভাবে নিকটস্থ মাঠে বেড়াই-তেছিল—তাহাদিগকে উচ্চৈস্বরে ডাক দিলেন।

আজ রাত্রে আমাকে শিবের গুহায় লইয়া যাইতে কেহই সম্মত হইল না। তাহারা বলিল, আজ রাত্রিটা অপেক্ষা করিয়া কাল দিনে গেলেই ভাল হয়। অবশেষে একজন ছাগপালক রাখাল কিছু অর্থের লোভে আমাকে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। আমরা সঙ্গে একটা হাত-ল্যাণ্ঠান্ লইয়া যাত্রা করিলাম। নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রবেশপথে যাইবার সময় ল্যাণ্ঠানটা জ্বালাইতে হইবে।

আজিকার রাত্রি চন্দ্রহীন, কিন্তু বেশ স্বচ্ছ পরি-ষ্কার; চক্ষু অন্ধকারে একটু অভ্যস্ত হইলেই, এই রাত্রিকালেও বেশ দেখা যাইবে। এখন সেই সাগর-ছদ্মবেশী নিম্নক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইবে। প্রায় ৬।৭ শত-গজ-পরিমাণ একটা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিলাম। চারিদিক নিস্তব্ধ, আকাশে তারা ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। কুঠারাহত ক্ষোদিত শৈলগণ যেন মর্ম্মান্তিক যাতনায় অভিভূত। এখানকার সকল পদার্থেরই ন্যায়—"ক্যাক্‌টাস্"-গাছগুলাও শুষ্কশীর্ণ, কিন্তু তবু এখনো খাড়া হইয়া আছে। ইহার শুষ্ককঠিন শাখাগুলা ডালওয়ালা ঝাড়ের বড়-বড় মোমবাতির মত দেখিতে হইয়াছে।

যাহা উপর হইতে সমুদ্রতট বলিয়া মনে হইয়া-ছিল, সেই তটরেখা অনুসরণ করিয়া যখন চলিতে আরম্ভ করিলাম, তখন সেই নীচে, অন্ধকার যেন আরো ঘনাইয়া আসিল। উচ্চ শৈলভূমির আড়ালে যেখানে ছায়া পড়িয়াছে, সেই শৈলভূমির পাদদেশে এই কল্পিত সমুদ্রটি অবস্থিত। রাত্রির প্রারম্ভে যে-একটা জোর-বাতাস উঠিয়াছিল, তাহা এখন শান্ত হইয়াছে। এখন কোথাও আর সাড়াশব্দ নাই। এই স্থানটির কি অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য!

পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে গুহার প্রবেশপথগুলা মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। এই গুহার মুখ চারিদিককার অন্ধকার হইতে আরো ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। গুহাগুলা এত প্রকাণ্ড যে, উহা মানুষের রচনা বলিয়া মনে হয় না—আবার এতটা মানানসই যে, নৈসর্গিক পদার্থ বলিয়াও বোধ হয় না।...

আমরা একটুও না থামিয়া বরাবর চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার সেই পথপ্রদর্শক একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল; কিন্তু একটু পরেই কি জানি কি ভাবিয়া, একটা মুখ-ঝাঁকানি দিয়া, আমাদের সহিত আবার চলিতে লাগিল। বোধ করি, যেখানে আমাদিগকে লইয়া যাইবে মনে করিয়াছিল, সেই-খানে যাইতে তাহার মনে দেবতাদির ভয় কিংবা এম্‌নি একটা কোন সাদাসিধা ভয়ের উদয় হইয়াছিল। এখানকার এক-একটা স্থান যে অপেক্ষাকৃত একটু বেশি ভয়ানক, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখের ভাবে মনে হইতেছিল, সে যেন আমাকে এইরূপ বলিতেছে—"না, আর বেশিদূর গিয়া কাজ নাই—এই পর্য্যন্ত যথেষ্ট।" কিন্তু পরে সে আমার সহিত শৈলস্খলিত প্রস্তর-রাশির মধ্য দিয়া,—ক্যাক্‌টাস্-গাছের মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহামুখে প্রবেশ

---

* এলোরা গুহা।

করিল। এখনি এই স্থানটি আমার নিকট ভীষণ-সুন্দর বলিয়া মনে হইল। কিন্তু আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, পথ-প্রদর্শক আমাকে যে স্থানটি দেখাইতে সাহস করিতেছে না, তাহার কাছে ইহা কিছুই নয়।

ঘোড়সওয়ারদিগের ক্রীড়াস্থানের ন্যায় মুক্তাকাশ বৃহৎ প্রাঙ্গণসমূহ সেই সব প্রকাণ্ড পাষাণস্তূপ হইতে—সেই আদিমকালের পর্ব্বত হইতে কাটিয়া বাহির করা হইয়াছে। উহার দেয়াল এত উচ্চ যে, মনে হয় যেন, এখনি মাথায় ভাঙিয়া পড়িবে। দেয়ালের গায়ে,—মোটা-মোটা খাটো থামের চার থাক্ বারন্দা-দালান উপর্য্যুপরি স্থাপিত। এই দালানের বরাবর ধারে-ধারে অমানুষিক-দেহপ্রমাণ সারি-সারি দেবমূর্ত্তি,—যেন নাট্যালয়ে মৃত্যুর অভিনয়ে কতকগুলা লোক অসাড় ও স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া আছে। রাত্রির অন্ধকারে সমস্তই কালো দেখাইতেছে। এই সব দালানের মাথার উপর তারকাখচিত আকাশ ভিন্ন আর-কিছুই নাই। তারার এই অস্পষ্ট তরল আলোকে আমরা সেই বিরাট্ মূর্ত্তিগুলা দেখিলাম। উহারা যেন দর্শকের ন্যায় আমাদের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল।

এইরূপ এক-এক-সার গুহা যে কত রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। এইরূপ প্রত্যেক গুহার সার,—কোন বিশেষ সময়কার লোকদিগের সমবেত উদ্যম ও প্রভূত শ্রমের ফল।

আমার পথপ্রদর্শক ছাগপালক প্রথমে ভয় পাইয়াছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই সব ভয়ানক স্থানে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমশ তাহার সাহস জন্মিল। এক্ষণে ঘোর-অন্ধকার একটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় সে তাহার হাত-ল্যাণ্ঠান্টা জ্বালিল। আর এখন আমাদের মাথার উপর আকাশের তারা নাই—তাহার স্থানে পর্ব্বতের স্থূল প্রস্তর-রাশি প্রসারিত। ইহা একটা ঢাকাপথ—দুই ধারের প্রাচীরের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই গুহা "গথিক্ ক্যাথিড্রালের" মধ্য-দালান-মণ্ডপের মত উচ্চ ও গভীর। মসৃণ দেয়ালের গায়ে পশুপক্ষীর মূর্ত্তির অনুকরণে উৎকীর্ণ একপ্রকার ছোট-ছোট খিলান রহিয়াছে। গুহার ভিতরে গিয়া মনে হয়, যেন একটা বিরাট্কায় জন্তুর দেহের শূন্যগর্ভ খোলের মধ্যে রহিয়াছি। এই ঘন অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ল্যাণ্ঠান্টা এমন মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল যে, কিছুই প্রায় দেখা যাইতেছিল না। এই দীর্ঘ দালানের মধ্যে মনে হইল, যেন জনপ্রাণী নাই। কিন্তু গুহার পশ্চাদ্ভাগে একটা আকৃতি স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইল;—২৯ কি ৩০ ফীট্ উচ্চ একটি নিঃসঙ্গ বিগ্রহ সিংহাসনে আসীন; পশ্চাৎ হইতে তাহার ছায়া মণ্ডপের খিলান-ছাদ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে এবং সেই ছায়া আমাদের ল্যাণ্ঠানের চলন্ত আলোকের সঙ্গে সঙ্গে যেন নাচিয়া বেড়াইতেছে। সমস্ত স্থানটির ন্যায় এই বিগ্রহও সেই একই শ্যামল প্রস্তরে নির্ম্মিত; কিন্তু তাহার বিরাট্ দেহ লাল-রঙে রঞ্জিত। বড়-বড় শাদা চোখ;—কালো-কালো চোখের তারা যেন আমাদের দিকে অবনত; মনে হয়, যেন তাহার নৈশ শান্তির ব্যাঘাত হওয়ায় একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার নিস্তব্ধতা এরূপ মুখর যে, আমাদের কথা শেষ হইয়া গেলেও আমাদের কণ্ঠস্বরের অনুরণন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। বিগ্রহের একদৃষ্টি-চাহনিতে আমরা যেন স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। যাই হোক্, আমার পথপ্রদর্শক ছাগপালকটির এখন আর কোন ভয় নাই; সে এখন প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, এই সকল প্রস্তরবিগ্রহ, যেমন দিবসে, তেম্‌নি রাত্রিকালেও অচল, স্থির। গুহা হইতে বাহির হইয়া তাহার ল্যাণ্ঠান্ নিবিয়া গেলে, সে ইচ্ছা করিয়া আবার ফিরিয়া চলিল; আমি বুঝিলাম, আগে যে-জিনিসের কাছে যাইতে সাহস করিতেছিল না, এখন আমাকে তাহার কাছে লইয়া যাইতে চাহে। যে বালুকা-রাশি সমুদ্রের সৈকতবেলা-ভূমিকে স্মরণ করিয়া দেয়, সেই বালুকারাশির উপর দিয়া আমরা দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম;—শৈলভূমির রেখা অনুসরণ না করিয়া এবার তাহার উল্টাদিকে চলিলাম। সেই সব প্রবেশপথের সম্মুখে আর থামিলাম না; কেননা, আমরা পূর্ব্বেই তাহার রহস্যভেদ করিয়াছি।

যখন আমরা শেষসীমায় আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমার পথপ্রদর্শক আবার তাহার ল্যাণ্ঠান্ জ্বালিল এবং জ্বালিয়া একটু পিছু হটিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয়, যেখানে আমরা যাইতেছি, সে স্থানটা খুব অন্ধকার।

সর্ব্বাপেক্ষা এই প্রবেশপথটি অধিকতর ভীষণ।

ারণ, এইমাত্র যে বিগ্রহগুলি দেখিয়া আসিলাম, াহাদের ন্যায় এই দ্বারদেশের মূর্ত্তিগুলা শান্তচিত্ত হে—পরন্তু যেন রোষের আবেশে ও কষ্টযাতনায় াড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া ড়িয়াছে; এই ঘনঘোর অন্ধকারের মধ্যে এত ম দেখা যায় যে, কোন্ মূর্ত্তিগুলি পাথর কাটিয়া ঠিত এবং কোন্‌গুলিই বা পাথরের গায়ে উৎকীর্ণ, াহা নির্ব্বাচন করা কঠিন। এই গণ্ডশৈলগুলাও, এই অতিভারাক্রান্ত পাষাণ-স্তূপগুলাও যেন অবসন্ন-ভাবে শুইয়া পড়িয়াছে; যেন তীব্র যাতনায় উহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাঁকিয়া-চুরিয়া গিয়াছে। আমরা এখন শিবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত;—সেই শিব,—যিনি মৃত্যুর দেবতা, সংহারের জন্যই যিনি সংহার করিয়া থাকেন, সংহারেই যাঁহার আনন্দ।

এই দ্বারদেশের নিস্তব্ধতায় কি-যেন-একটা বিশেষত্ব আছে—একটা বিশেষ প্রকারের ভীষণতা আছে। এই গণ্ডশৈল-সমূহ, এই সব মানবাকার বিরাট্‌মূর্ত্তি, এই সব প্রস্তরীভূত মূর্ত্তিমান্ কষ্টগুলা, এই সব স্তম্ভিতশ্বাস সাক্ষাৎ যন্ত্রণাগুলা—দশ শতাব্দী হইতে এই মহানিস্তব্ধতার মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছে;—এ সেই নিস্তব্ধতা, যাহা একটু নিশ্বাসপাতেই মুখরিত হইয়া উঠে,—যে নিস্তব্ধতার মধ্যে আপনার পদশব্দ শুনিয়া বিচলিত হইতে হয় এবং আপনার প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

এখানে আর সমস্তই প্রত্যাশা করিতেছিলাম, কিন্তু কোন শব্দ শুনিব বলিয়া প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু গুহার প্রথম মণ্ডপটিতে যেই আমরা পদার্পণ করিয়াছি, অম্‌নি হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হইয়া সমস্ত স্থান কাঁপিয়া উঠিল। ঘড়ির ঘুম-ভাঙানো ঘণ্টাটির কল-কাটি স্পর্শ করিলে হঠাৎ যেরূপ বাজিয়া উঠে, সেইরূপ একটা শব্দ এক সেকেণ্ডের মধ্যে গুহার গভীরতম দেশ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। যাহারা উপরের প্রস্তররাশির মধ্যে ঘুমাইতেছিল,—চীল, পেচক, শকুনি প্রভৃতি সেই সব শিকারী পাখী জাগিয়া-উঠিয়া পাখার ঝাপ্‌টা দিতেছিল—পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতেছিল। ইহা তাহারই শব্দ। এই সমস্ত সমবেত-ধ্বনি গুহার স্বাভাবিক-মুখরতা-প্রভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। পরে ক্রমশ প্রশমিত হইয়া শব্দটা দূরে চলিয়া গেল,—থামিয়া গেল। আবার সেই ঘোর নিস্তব্ধতা।...

এই স্তম্ভপরিবেষ্টিত গম্বুজ-আচ্ছাদিত মণ্ডপটি হইতে বাহির হইয়াই মাথার উপর আবার তারা দেখিতে পাইলাম। কিন্তু এই তারাগুলা আকাশের ফাঁকে মাঝে মাঝে দেখা যাইতেছে—যেন একটা গহ্বরের গভীরদেশ হইতে দৃষ্ট হইতেছে। এখন আমরা কতকগুলা মুক্তাকাশ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া চলিতেছিলাম। একটা সমগ্র পর্ব্বতের আধখানা তুলিয়া-ফেলিয়া এই প্রাঙ্গণগুলা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হইতে যে প্রস্তর বাহির হইয়াছিল, তাহাতে নিশ্চয়ই একটা নগর নির্ম্মিত হইতে পারে। এই প্রাঙ্গণগুলার বিশেষত্ব এই যে, উহার দেয়াল ২০০ ফীট্ উচ্চ এবং উহার গায়ে থাকে-থাকে কতকগুলি বারান্দা-দালান উপর্য্যুপরি স্থাপিত এবং অসংখ্য বিগ্রহ যুদ্ধোদ্যত সৈন্যের ন্যায় সারি-সারি সজ্জিত। এই সব প্রাঙ্গণপ্রাচীর ভারকেন্দ্রচ্যুত হইয়া ভীষণ-ভাবে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই প্রাচীর এক-একটা অখণ্ড কঠিন প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত; উহার আপাদ-মস্তক কোথাও একটি ফাট্ নাই, চীর নাই। প্রাঙ্গণের এই দেয়ালগুলা খুব ঝুঁকিয়া থাকায় গুহার আকার ধারণ করিয়াছে, এবং এরূপ ভীষণ, যেন আমাদিগকে গ্রাস করিতে উদ্যত।

ওদিক্‌কার কতকগুলা প্রাঙ্গণ একেবারে খালি। কিন্তু এই প্রাঙ্গণগুলা বিরাট্ পদার্থসমূহে আচ্ছন্ন;—ক্রমসঙ্কীর্ণ চতুষ্কোণ স্তম্ভমন্দির (Obelisk), পীঠের উপর স্থাপিত হস্তী, মন্দিরের দ্বারপ্রকোষ্ঠ, দেবালয় প্রভৃতি। এখন প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি। এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ক্ষুদ্র দীপটি বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখানকার সমগ্র নক্‌সা-কল্পনাটি যে কি, তাহা এখন নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। এখন চতুর্দ্দিকে কেবল প্রাচুর্য্য ও ভীষণতাই লক্ষিত হইতেছে। যাইতে যাইতে কোথাও বা প্রস্তরে-অঙ্কিত একটা বৃহৎ শবমূর্ত্তি, কোথাও বা কোন নরকঙ্কালের অথবা দৈত্যের মুখে অঙ্কিত বিকট হাস্যরেখা মুহূর্ত্ত-কাল বিদ্যুতের ন্যায় স্ফুরিত হইয়া আবার তখনি সেই বিশৃঙ্খল পদার্থরাশির মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে।

প্রথমে আমরা শুধু কতকগুলি নিঃসঙ্গ হস্তী দেখিয়াছিলাম; এখন দেখিতেছি, কতকগুলা হস্তী দল বাঁধিয়া সারি-সারি দণ্ডায়মান, তাহাদের

শুঁড়গুলা নীচের দিকে ঝুঁলিয়া আছে। আরো কত-প্রকার জীবজন্তু হাতপা খিঁচাইয়া মরণকে যেন ভ্যাংচাইতেছে। ইহাদের মধ্যে এই হাতীরাই শান্তমূর্ত্তি। মধ্যস্থলে অখণ্ড-প্রস্তরের যে তিনটি বৃহৎ মন্দির—এই হস্তীরা সেই মন্দির পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

এই সকল মন্দির ও গুহার চতুর্দ্দিকে সেই যে ভীষণ দেয়ালগুলা—এই উভয়ের মধ্য দিয়া এক-প্রকার চক্রাকার পথে আমরা চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে তারা দেখা যাইতেছে। তারাগুলা এত দূরবর্ত্তী বলিয়া পূর্ব্বে আমার কখন মনে হয় নাই। সর্ব্বত্রই প্রচণ্ড মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে জড়াজড়ি-ঝাপ্‌টা-ঝাপ্‌টি, দৈত্যদানবের যুদ্ধ ভীষণ মৈথুন, মনুষ্যদেহের ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছড়াছড়ি। উহাদের মধ্যে কাহারো অন্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তবু পরস্পরকে জাপটা-ইয়া ধরিয়া আছে। এখানে শিব, শিব, ক্রমাগতই শিব! শিব—যাঁহার ভূষণ মুণ্ডমালা; শিব—যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া আবার সংহার করিতেছেন; শিব—যিনি দশ দিকেই সমানভাবে সংহার করিতে পারিবেন বলিয়া বহুবাহু হইয়াছেন; শিব—যাঁহার মুখে মর্ম্মান্তিক প্রচ্ছন্ন উপহাসের কুটিল রেখা; শিব—যিনি পরে বিনাশ করিবেন বলিয়াই এখন নির্দ্দয়-রূপে প্রজা উৎপাদন করিতেছেন; শিব—যিনি ধ্বংসাবশেষের উপর, ছিন্নমূল বাহুসমূহের উপর, ছিন্নভিন্ন অস্ত্ররাশির উপর হুঙ্কার ছাড়িয়া তাণ্ডবনৃত্য করিতেছেন; শিব—যিনি কতকগুলি ক্ষুদ্র মৃত-বালিকাকে পদদলিত করিয়া উন্মত্ত-আনন্দে হাস্য করিতেছেন এবং তাঁহার পদাঘাতে ঐ সব শবমুণ্ড হইতে মস্তিষ্ক উছলিয়া পড়িতেছে। আমাদের ল্যাণ্ঠানের আলো নীচের দিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, শুধু নিম্নস্থ ভীষণ দৃশ্যগুলার মধ্যে কোন কোনটা এক-একবার প্রকাশ পাইয়া আবার তখনি অন্ধকারের মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে। স্থানে স্থানে এই সব মূর্ত্তি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—বহুশতাব্দীর ঘর্ষণ-স্পর্শনে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। একটা-কিছু দৃষ্টিগোচর হইবামাত্রই অন্ধকার যেন তাহার উপর একটা তুলি বুলাইয়া দেয় এবং তখনি উহা সেই চঞ্চল তমোরাশির মধ্যে কোথায় যেন ছুটিয়া পলায়—শৈলরাশির সহিত মিশিয়া একাকার হইয়া যায়, আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কোথায় গিয়া থামিল, বুঝা যায় না। তখন এইরূপ মনে হয়, যেন সমস্ত পর্ব্বতটা—তার হৃদয়দেশ পর্য্যন্ত—কেবল কতকগুলা অস্পষ্ট ভীষণ আকৃতিতে সমাচ্ছন্ন, সমস্তই যেন বিলাস ও বিনাশের দৃশ্যে পরিপূর্ণ।

মধ্যস্থলের মন্দিরগুলি পৃষ্ঠে ধারণ করিয়া হস্তি-গণ সারি-সারি দণ্ডায়মান; ইহাদের যেরূপ শান্ত-ভাব, তাহাতে এ স্থানের পক্ষে ইহাদিগকে "বেসুরো" ও "বেখাপ্পা" বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই মন্দিরগুলির অপর পার্শ্বে গিয়া দেখিলাম, উহাদেরই সমান-উচ্চ আর কতকগুলা হস্তী অন্যান্য জীবজন্তুর ন্যায় যুঝাযুঝি ও যন্ত্রণার ভাবভঙ্গী প্রকটিত করি-তেছে; কতকগুলা বাঘ ও কতকগুলা কল্পিত জীব-জন্তু এই হস্তীদিগকে চাপিয়া ধরিয়াছে অথবা উহা-দের উদরে দংষ্ট্রাঘাত করিতেছে। একে ত উহা-দের দেহের পশ্চাদ্ভাগে দেয়ালের ভার চাপিয়া থাকায় উহারা যেন অর্দ্ধনিষ্পেষিত অবস্থায় রহি-য়াছে, তাহাতে আবার পরস্পরের মধ্যে প্রাণপণে যুদ্ধ চলিতেছে। এই পাশটাতেই গুহার প্রাচীর—সেই আদিম ভূস্তরের পাষাণরাশি—সর্ব্বাপেক্ষা বেশি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। এই প্রাচীরের দশ কিংবা বিশ ফিট্ উচ্চে অত্রত্য অসংখ্য মূর্ত্তিগুলার প্রথম রেখাপাত আরম্ভ হইয়াছে। প্রাচীরের সমস্ত তল-দেশটা স্ফীত উদরের ন্যায় মসৃণ; স্থানে-স্থানে যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে—এই ফুলোগুলা দেখিলে মনে হয়, যেন খুব তল্‌তলে নরম; এই স্ফীত প্রস্তরাংশ মনে হয় যেন কালো ঘূর্ণিজলের পার্শ্বদেশ—মনে হয় যেন অত্রত্য ইমারৎ আদি হইতে "বানডাকা"র মত স্ফীত জলরাশির একটা প্রবাহ নামিয়া আসিয়াছে, আর যেন সমস্ত ইমারৎ এখনি ভাঙিয়া পড়িবে এবং আমরা সকলেই তাহাতে চাপা পড়িয়া যাইব।...

অখণ্ডপ্রস্তরের যে মন্দিরগুলা হস্তিপৃষ্ঠের উপর সংস্থাপিত এবং যাহা ক্ষোদিত পর্ব্বতে পরিবেষ্টিত—তৎসমস্তই আমরা প্রদক্ষিণ করিলাম। এখন কেবল বাকি উহাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা; কিন্তু আমার পথপ্রদর্শক একটু ইতস্তত করিতেছে—কল্যকার সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিতেছে।

যে সিঁড়ি দিয়া ঐ সকল মন্দিরে প্রবেশ করা যায়, ঐ সিঁড়ির ধাপগুলা ভাঙিয়া-চূরিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে;—নগ্নপদের অবিরত গতায়াতে

ণ হইয়া এরূপ পিছল হইয়াছে যে, বিপদের লক্ষণ সম্ভাবনা।

না ভাবিয়া-চিন্তিয়া, কেবলমাত্র স্বাভাবিক স্কারের বশে, আমরা নিস্তব্ধভাবে অতি সাবধানে পরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু ছোটখাটো কোন-কটা পাথর যেই নড়িয়া উঠে,—কোন-একটা নুড়ি ই গড়াইয়া যায়, অমনি উহার শব্দে প্রতিধ্বনি গিয়া উঠে, আর আমরাও অমনি থম্‌কিয়া ড়াই। এখন আমাদের চতুর্দ্দিকে বিবিধ ভীষণ-শ্যের ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি হইতেছে। কোথাও কোন শিব বিবিধপ্রকার মুখভঙ্গী করিতেছেন; কোথাও কান শিব কুঞ্চিত-কায় হইয়া আছেন; কোথাও কান শিব স্বীয় শীর্ণশরীরকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া-ছেন; কোথাও কোন শিব স্বীয় মাংসল বক্ষ ফুলাইয়া আছেন;—কোথাও জননক্রিয়ায় বিহ্বল, কোথাও নেনক্রিয়ায় উন্মত্ত।

এই ঘন-অন্ধকার মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময়, সঙ্গে কোন অস্ত্র লই নাই, একগাছি ছড়িও লই নাই, লওয়া আবশ্যকও মনে করি নাই। কোন মনুষ্য কিংবা হিংস্রপশুকর্তৃক আক্রমণের সম্ভাবনা আছে বলিয়া একবার মনেও হয় নাই। তথাপি, কে জানে কেন, আমিও পথপ্রদর্শক ছাগপালকের ন্যায় ভয়ে ক্রমশ অভিভূত হইয়া পড়িলাম;—এক-প্রকার "অন্ধকেরে" "কিম্ভূত-কিমাকার" ভয়—যে ভয়ের কোন নাম নাই—যাহা বাক্যে ব্যক্ত করা যায় না।

যে সকল ভীষণ দৃশ্য চারিদিকে প্রসারিত—তাহারই কোন চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত—সাঙ্কেতিক নিষ্ঠুর ব্যাপারসমূহের একটা চরম আতিশয্য,—এইবার মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া দেখিব, মনে করিতে-ছিলাম। কিন্তু না,—এখানকার সমস্ত পদার্থেরই সহজ শান্তভাব। ঠিক যেন মরণত্রাসের পর মহা-শান্তি আসিয়া মৃত্যুর পরপারে আমাকে অভিবাদন করিল। এখানে মনুষ্য কিংবা পশুর কোন প্রতিকৃতি নাই; একটি মূর্ত্তি নাই; যুঝাযুঝির দৃশ্য নাই; মুখভঙ্গীর রেখামাত্র নাই; কিছুই নাই। কেবল একটা শূন্য দেবালয়; তাহাতে প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য বিরাজমান। কেবল এখানকার করাল শব্দমুখরতা বাহিরের অপেক্ষাও বেশী। একটু কথা কহিলে কিংবা পায়ের শব্দ হইলে চতুর্দ্দিক্ ভয়ানক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। তা ছাড়া, বাস্তবপক্ষে এখানে এমন কিছুই নাই, যাহাতে ভয় হইতে পারে। এমন কি, এখানে সেই পাথীগুলার কালো পাথার নাড়া-চাড়াও নাই। এই সব চৌকোণা থাম—যাহা খিলান-ছাদের সহিত একই অখণ্ডপ্রস্তরে গঠিত—এই সব থামের অলঙ্কারগুলি নিতান্ত সাদাসিধা ও কঠোর-ধরণের। কতকগুলি রেখাই উহাদের প্রধান অলঙ্কার।

দারুণ ভগ্নাবস্থা ও সহস্রবর্ষব্যাপী জরাজীর্ণতা সত্ত্বেও এ স্থানটি এখনো পুণ্যতীর্থরূপে বিরাজমান। প্রবেশমাত্রই এই ভাবটি যেন সহসা অন্তরে জাগিয়া উঠে। এখানে আসিয়া যে ভয়ের উদয় হয়, সে ভয়ও ধর্ম্মভাবসংশ্লিষ্ট। মন্দিরের দেয়ালগুলা মশাল ও প্রদীপের ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে। কুট্টিমের সান্ চক্‌চক্ করিতেছে ও "তেলচুক্‌চুকে" হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায়, সময়ে সময়ে এখানে বহুল জনতা হইয়া থাকে। অন্য যুগের লোকেরা, যে পর্ব্বতে মহাদেবের জন্য গুহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, মহাদেব এখনো সে পর্ব্বতটিকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই। এই পুরাতন দেবালয়ের মধ্যে এখনো যেন একটা প্রাণ রহিয়াছে।

যে তিনটি দালান, যে তিনটি দেবালয় একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে অবস্থিত—ইহারা একই অখণ্ড-প্রস্তরে গঠিত। শেষেরটির পুণ্যমাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক; তাই ইহার মধ্যে প্রায় কেহই প্রবেশ করিতে পায় না। অন্য ব্রাহ্মণিক দেবালয়ের এই-রূপ স্থানে আমি পূর্ব্বে কখনই প্রবেশ করিতে পাই নাই।

এখানেও আমি মনে করিয়াছিলাম, কি-না-জানি ভয়ানক দৃশ্য দেখিব, কিন্তু এখানেও সেরূপ দৃশ্য প্রায় কিছুই নাই।

কিন্তু এখানে একটি ক্ষুদ্র জিনিস দেখিলাম, যাহা বাহিরের সমস্ত ভীষণ পদার্থ অপেক্ষাও বিস্ময় উৎপাদন করে, চিত্তকে আকুল করে, সমস্ত স্থান-টিকে তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। বেদীর ক্ষয়িত প্রস্তরের উপর চক্‌চকে মর্ম্মরপাথরের একটা ছোট কালো নুড়ি,—দীর্ঘডিম্বাকৃতি—খাড়া হইয়া রহি-য়াছে; তাহার প্রত্যেক পার্শ্বে, বেদীর উপর, সেই সব শৈবচিহ্ন উৎকীর্ণ রহিয়াছে, যাহা শৈবগণ প্রতি-দিন প্রভাতে স্বকীয় ললাটে ভস্ম দিয়া অঙ্কিত করে।

চারিধারের সমস্ত পদার্থ ধোঁয়ায় কালো হইয়া গিয়াছে। দেবালয়ের যে সব কুলুঙ্গিতে পুণ্যদীপ রক্ষিত হয়, সেই সব কুলুঙ্গিতে একপ্রকার কালো ঘন ঝুল জমিয়া গিয়াছে। দীপের পোড়া সলিতা-গুলা—যাহা সরাইয়া ফেলিতে কেহই সাহস করে না —দীপ হইতে ঝরিয়া ঝরিয়া কুলুঙ্গির ভূমিকে তৈলাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এখানকার সমস্তই দীন-হীন-মলিন ;—সমস্তই সেই ভীষণ ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিদর্শন।

এই কালো নুড়িটিই সকলের কেন্দ্রস্থল; অলৌকিকশ্রমসাধ্য এই সব খনন ও ক্ষোদন কার্য্যের ইহাই একমাত্র হেতু ও মূলকারণ। কোন-এক দেবতা কেবল সংহার করিবার জন্যই ক্রমাগত জীব উৎপাদন করিতেছেন—এই ভাবটি পূর্ব্বতন ভারত-বাসিগণ সংযতভাবে ও বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য যে সাঙ্কেতিক চিহ্নের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা অতীব অপূর্ব্ব। ইহাই শিবলিঙ্গ; ইহা জননক্রিয়ার সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ। কিন্তু এই-প্রকার জননে মরণেরই উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে।

এই ভীষণ গুহাগহ্বর হইতে ফিরিয়া গিয়া যেখানে আমি নিদ্রা গিয়াছিলাম, সেই পান্থশালা হইতে বাহির হইয়াই দেখিলাম,—যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সমুদ্রের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আছে, তাহা ক্ষীণরেখায় আমার সমক্ষে প্রসারিত। একপ্রকার কুজ্ঝটিকার ন্যায়, ধূলার অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত হওয়ায়, সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বে এই স্থানটি একটু নীলাভ ও বাষ্পবৎ অস্পষ্ট বলিয়া বোধ হইতেছে।

কিন্তু সূর্য্যোদয় হইবামাত্র একটা বিস্তীর্ণ লোহিতক্ষেত্র আমার সমক্ষে প্রসারিত হইল;—শুষ্কবায়ুর প্রভাবে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে; আর, ইতস্ততঃ কতকগুলা মরাগাছ দেখা যাইতেছে।

এই প্রখর দিবালোকে সেই সব শিবমন্দির দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। যাহা দেখিয়াছি বলিয়া এখন স্মরণ হইতেছে, তাহা বাস্তবিক সেইরূপ কি না, আমার একবার পরখ করিয়া দেখিতে হইবে। এইবার আমি একাকীই নীচে নামিলাম; আমি এখন পথ চিনি; সেই সব শ্যামল শৈল-রাশির মধ্য দিয়া, সেই সব শুষ্ক উচ্চ "ক্যাক্‌টাস্"—যাহা হলদে রঙের পুরাতন মোমবাতির মত একে-বারে কঠিন হইয়া গিয়াছে—সেই সব ক্যাক্‌টাস্-গাছের মধ্য দিয়া চলিলাম।

এখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয়, তবু এই সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে আমার রগ্ যেন পুড়িয়া যাইতেছে বোধ হইল। এই দুর্বৃত্ত সর্ব্বসংহারী প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রভাবেই প্রতিদিন ভারতভূমির উপর মৃত্যুর ছায়া ক্রমশই প্রসারিত হইতেছে।...ছড়ি-হাতে তিনজন লোক,—গরুর পাল সঙ্গে নাই, অথচ দেখিতে রাখালের মত—ক্ষেত্রভূমি হইতে উপরে উঠিয়া আমাকে নতভাবে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল; এরূপ শীর্ণকায় মনুষ্য আমি কখন চক্ষে দেখি নাই; বড়-বড় চোখ—জরবিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ঘোর রক্তবর্ণ! নিশ্চয়ই উহারা দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশ হইতে আসিয়াছে,—যাহার ঠিক দ্বারদেশে আমি এখন উপনীত হইয়াছি। শতসহস্র ছোট-ছোট চারাগাছ,—যাহা পূর্ব্বে স্থানে-স্থানে পর্ব্বতের গায়ে যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিত, তাহা এখন প্রাণ-শূন্য—এখন যেন জমাটপশমের মত দেখিতে হইয়াছে।

কিন্তু এখানকার জীবজন্তুরা—যেরূপ চিরকাল করিয়া থাকে—সেইরূপ এখনো পরস্পরের সহিত যুঝাযুঝি করিতেছে। মাটির উপর ছোট-ছোট পাখীদের মৃতদেহ পড়িয়া আছে,—চীলেরা উহাদিগকে কাটিয়া খণ্ডখণ্ড করিয়াছে। সর্ব্বত্রই দেখা যায়, মোটামোটা লোভী মাকড়সা শেষাবশিষ্ট প্রজাপতি-দিগকে—ফড়িংদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য তন্তুজাল বিস্তার করিয়াছে। নিকটস্থ জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় এই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড প্রতাপ মিনিটে-মিনিটে যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। এই মার্ত্তণ্ডের মহিমা শিবের মহিমারই ন্যায় দারুণ অশিব।...আজ প্রাতে শিবের ভীষণ মন্দিরে অবতরণ করিয়া শিবকে মনে মনে চিন্তা করিতেছিলাম;—ইনি সেই দেবতা, যিনি জীব সৃষ্টি করিতেছেন এবং সৃষ্টি করিয়া আবার সংহার করি-তেছেন! এইবার আমি ব্রাহ্মণদের ধরণে শিবকে বেশ কল্পনা করিতে পারিয়াছি! সেই দেবতা, যিনি একপ্রকার প্রচ্ছন্ন উপহাসের সহিত উন্মত্তভাবে মনুষ্য ও পশুদিগের বংশবৃদ্ধি করিতেছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে সেই প্রত্যেকজাতীয় জীবের জন্য সাংঘা-তিক অস্ত্রে সুসজ্জিত এক একটা শত্রুরও সৃষ্টি করি-য়াছেন! কি অশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়া ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কতপ্রকার কৌশলসহকারে তিনি দংষ্ট্রা, নখর, শিং, ক্ষুধা, ব্যাধি, সর্প ও মক্ষিকার বিষ

প্রস্তুত করিয়াছেন! যেখানে মৎস্যগণ ভাসিয়া বেড়ায়, সেই পুষ্করিণীর উপরিস্থ মাছরাঙা পাখীদের ঠোঁট তিনি ছুঁচাল ও তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছেন, মানুষের জন্য তিনি নানাপ্রকার রোগ, অবসাদ, জরা-বার্দ্ধক্য পূর্ব্ব হইতেই চুপিচুপি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন; প্রত্যেকেরই রক্তমাংসের মধ্যে তিনি মর্ম্মন্তুদ চৈতন্যলোপী সুতীক্ষ্ণ প্রেমের কাঁটা প্রবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন; সকলের জন্যই তিনি অসংখ্য ছোটখাট দুঃখ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন; স্বচ্ছ নদীর জলেও তিনি শতসহস্র অদৃশ্য ঘাতক রাখিয়া দিয়াছেন;—ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কীটের বীজ সেই জলে নিহিত করিয়াছেন;—যখনই সেই জল কেহ পান করিতে যাইবে, অমনি তাহারা তাহার অন্ত্রভক্ষণে উদ্যত হইবে।..."আত্মাকে উন্নত করিবার নিমিত্তই দুঃখযন্ত্রণার সৃষ্টি," ভাল, তাহাই যেন হইল; কিন্তু আমাদের অবোধ শিশুসন্তানেরা যে একটা বিশেষ রোগে (যে রোগটি বিশেষ করিয়া তাহাদেরই জন্য উদ্ভাবিত) রুদ্ধশ্বাস হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সে বিষয়ে কি বক্তব্য?...তা ছাড়া, আমি কত হতভাগ্য ক্ষুদ্র পশুদিগের ভয়বিস্ফারিত নয়নে তীব্র যাতনা, নিষ্ফল প্রার্থনা, স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি।...আর ছোট-ছোট পাখীগুলা যে নির্ব্বোধ-ব্যাধগণকর্তৃক শস্ত্রাঘাতে নিহত হয়, তাহাও কি উহাদের আত্মার উন্নতির জন্য? মাকড়সারা বায়ুস্থিত ক্ষুদ্র প্রাণীদিগকে শোষণ করিয়া যে উদরস্থ করে, সে সম্বন্ধেই বা কি বক্তব্য?...এই সমস্ত অনন্ত নিষ্ঠুরতা যুগযুগান্তরব্যাপী জীব-আবর্ত্তের উপর প্রসারিত। বিধাতার প্রতি এরূপ তিরস্কার নিতান্ত অযথা নহে; সর্ব্বকালের সকল লোকেই এই কথা বলিয়া আসিতেছে—ইহার আলোচনা করিতেছে; কিন্তু শিবের গুহার মধ্যে পুনর্ব্বার অবতরণ করিয়া এ কথা আজ যেমন আমার মনে দারুণ সত্যরূপে প্রতিভাত হইল, এমন আর পূর্ব্বে কখন হয় নাই। অথচ আমি একজন সুখী পুরুষ; সুখস্বচ্ছন্দে আমার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতেছে; দুর্ভিক্ষ আমার নিকট সহজে পৌঁছিতে পারে না; বিনাশের অপর কোন হেতুও আমার নিকট আপাতত উপস্থিত নাই; বড়-জোর আমি এখন—মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ হইতে অথবা শুষ্ক তৃণাচ্ছন্ন কৃষ্ণচক্রধারী কেউটে-সাপের দংশন হইতে আমার বিনাশের আশঙ্কা করিতে পারি। তা ছাড়া, আমার আশঙ্কার বিষয় এখন আর কিছুই নাই।...

যখন আমি নীচের সেই বালুকা ও ধূলার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিলাম—সেইখানে ডাহিনে ফিরিয়া কয়েকমিনিটের মধ্যেই আবার সেই "হাঁ-করা" প্রকাণ্ড গুহাদ্বারের সম্মুখে উপনীত হইলাম।

আজ প্রাতে এই ভীষণ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোন ভীষণ শব্দ শুনিতে পাইলাম না। চীল, শকুনি কিংবা বাজ, যাহারা মন্দিরের ভিতর-ছাদে বাসা করিয়া থাকে, তাহারা ইতঃপূর্ব্বেই শিকারে বহির হইয়াছে। এখন চতুর্দ্দিক্ নিস্তব্ধ। বিগত দ্বিপ্রহর রাত্রির নিস্তব্ধতার ন্যায় এ নিস্তব্ধতা তত ভীষণ নহে।

স্তম্ভমন্দিরসমূহের পরেই,—হস্তিপৃষ্ঠপরিধৃত অখণ্ড-প্রস্তরক্ষোদিত সেই সব দেবালয় গুহার গভীরদেশে খাড়া হইয়া আছে; অসংখ্য-মূর্ত্তি-উৎকীর্ণ গুহার দেয়ালগুলা দেবালয়ের চতুর্দ্দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে; কিন্তু উদীয়মান আলোকে এ সমস্ত আর তত বিরাট্—তত অতিমানুষিক বলিয়া বোধ হইল না; সৃষ্টির যিনি দেবতা, তাঁহার বাসস্থানের পক্ষে ইহা যথেষ্ট ভীষণ কিংবা যথেষ্ট অলৌকিক বলিয়া মনে হইল না। এই সমস্ত যে জাতির যে সময়কার হস্তরচনা, সে জাতির তখনো শৈশবদশা উত্তীর্ণ হয় নাই; সুতরাং জীবনের যে কি অপরিমেয় ভীষণতা, সে সময়ে উহারা যথেষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই; অথবা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহার উপযুক্ত সাঙ্কেতিক প্রতিরূপ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয় নাই। একে ত তমসাচ্ছন্ন দ্বিপ্রহর রাত্রি, তাহাতে আবার ল্যাণ্ঠানে ভাল আলো হইতেছিল না—এই অবস্থায় গতকল্য এখানে আসিয়া আমার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, সেই ধারণার অনুরূপ আজ এখানে কিছুই দেখিতেছি না।

অত্রত্য সমস্ত পদার্থেরই যে চূড়ান্ত ভগ্নদশা, তাহা আজ প্রভাতের আলোকে বিলক্ষণ জানা যাইতেছে। ভাঙা থাম, থামের মাথাল, মূর্ত্তিদের মুণ্ড, মূর্ত্তিদের ভগ্নদেহ—এই সমস্তের উপর দিয়া শুধু যে শতশত শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, তাহা নহে; তা ছাড়া, সেই বিজয়ী মুসলমানদিগের আমলে,—যাহারা ঈশ্বরকে ভিন্ন নামে অভিহিত করে, সেই

ধর্ম্মোন্মত্ত মনুষ্যেরা অন্য স্থানের শিবমন্দিরের ন্যায় এই শিবমন্দিরগুলিকেও আক্রমণ করিয়াছিল।

গতকল্য সেই গভীর রাত্রে, যাহা আমি সন্দেহ পর্য্যন্ত করি নাই, এখন তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি;—পূর্ব্বে এই সমস্ত পদার্থে রং মাখানো ছিল। এই এক-ঝোঁকা শৈলসমূহের আধো-আধারে যে সকল অসংখ্য অখণ্ড মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—চারিধারে যে সকল বিচিত্র-অঙ্গভঙ্গি-বিশিষ্ট মূর্ত্তিদিগের ভগ্ন অবয়বাদি দেখিতে পাওয়া যায়—সে-সমস্তে এখনো একটু ফিঁকে সবুজের পোঁচ রহিয়াছে;—কতকটা যেন শবের রং। পক্ষান্তরে, উহাদের বাসস্থানের গভীরদেশে শুষ্ক শোণিতের ন্যায় একটু লাল রহিয়া গিয়াছে।

মধ্যস্থলের অখণ্ড প্রস্তরক্ষোদিত মন্দিরগুলিও পূর্ব্বকালে মিশ্রবর্ণ ছিল। প্রাচীন মিশরের থেরিস্ ও মেম্‌ফিস্ নগরের গৃহাদিতে যেরূপ সূক্ষ্ম বর্ণভেদ পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বিচিত্র মিশ্রবর্ণ এখানকার মন্দিরাদিতে এখনো রহিয়া গিয়াছে;—শাদা, লাল, গেরুয়া-হল্‌দে।

আজ প্রাতে আমি একাই উপরে উঠিব, এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম। আমার পথপ্রদর্শক সেই ছাগপালক যতই মূর্খ বর্ব্বর হউক না কেন, তবু সে চিন্তাধর্ম্মী মনুষ্য। সে আমার সঙ্গে থাকিলে শিবের সহিত মুখামুখী করিয়া আলাপ করিবার পক্ষে ব্যাঘাত হইতে পারে।

পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম,—মন্দিরের অভ্যন্তরে এখনো সেইরূপ নিস্তব্ধতা। কিন্তু খিলান-ছাদের নীচে আর একটু বেশি আলো পাইব বলিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। এখন সূর্য্যোদয়; ইহারই মধ্যে বাহিরের লোহিত ক্ষেত্রভূমিতে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বাহিরের এই প্রখর উজ্জ্বল আলোক সত্ত্বেও এখানে ঘোর অন্ধকার। উপরিস্থ গুরুভার পাষাণরাশির তলদেশে এখনো যেন একটু নিশার শৈত্য কারাবদ্ধ হইয়া আছে। মন্দিরের যে অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহারই পশ্চাদ্ভাগে—যেখানকার দেয়ালগুলা বহুশতাব্দী হইতে মশালের ধোঁয়ার কালো হইয়া গিয়াছে—সেখানে অনন্ত অন্ধকারে পরিবেষ্টিত সেই দেবতার তীব্র উপহাস-ব্যঞ্জক মুখচ্ছবি বিরাজমান—যিনি জন্মমৃত্যুর দেবতা;—সেই কৃষ্ণবর্ণের উপলখণ্ড—সেই প্রস্তর-ক্ষোদিত শিবলিঙ্গ।

দুর্ভিক্ষের গান।

গ্রামের প্রবেশপথে রাস্তার চৌমাথায় কতকগুলি শিশু—কতকগুলি ক্ষুদ্র নরকঙ্কাল বলিলেও হয়—দুই হাতে আপনাদের উদর ধরিয়া একটা-কি গান গাহিতেছে, অথবা চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে। উহাদের উদর ভিতরদিকে ভয়ানক ঢুকিয়া গিয়াছে; চামড়ার থালি বোতলের মত কুঁচ্‌কিয়া চুপ্‌সিয়া গিয়াছে; বড় বড় চক্ষু;—কেন এত দুঃখ যন্ত্রণা সহিতে হইতেছে, ভাবিয়াই যেন বিস্ময়বিস্ফারিত।

এই গানের পূর্ণ প্রচণ্ডতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে যাইতে হয়, রাজস্থানে যাইতে হয়—যেখানে, শুধু একমুষ্টি চাউলের অভাবে শতসহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এই গুহা হইতে সেই সব স্থান প্রায় দেড়শতক্রোশ দূরে।

এই প্রদেশে,—মৃত বন, মৃত জঙ্গল, সমস্তই মৃত। যে বৃষ্টি পূর্ব্বে আরবসাগর হইতে প্রেরিত হইত, কিয়ৎবৎসর হইতে তাহার অভাব হইয়াছে, অথবা উহা ভিন্নপথে চলিয়া গিয়াছে;—বেলুচিস্থানের মরুভূমির উপর নিরর্থক ছড়াইয়া পড়িয়াছে। স্রোতস্বিনীতে জল নাই; নদী শুকাইয়া গিয়াছে: তরুলতা আর হরিৎ পরিচ্ছদ ধারণ করে না।

আমি এখন রৎলাম ও ইন্দোরের রাস্তা ধরিয়া রেলপথে দুর্ভিক্ষপ্রদেশে যাইতেছি। এক্ষণে সমস্ত ভারতই লৌহপথে ক্ষতবিক্ষত। যে ট্রেণে যাইতেছি, উহার সমস্ত গাড়িই প্রায় খালি;—যাত্রীর মধ্যে দুইটিমাত্র ভারতবাসী।

আমার চোখের নীচে দিয়া—কয়েকঘণ্টাকাল—কেবলই বন চলিয়াছে;—ইহা তালীবন নহে; এই সব বনতরু কতকটা আমাদের দেশীয় গাছের মত। বনগুলা যদি এত বড় না হইত, উহার দিগন্তদেশ যদি বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশের বন বলিয়া ভ্রম হইতেও পারিত। সুকুমার শাখা, ধূসর শাখা। উহার সাধারণ রং—আমাদের দেশের ডিসেম্বারের "ওক্"-গাছের পাতার মত। আমাদের ফ্রান্সদেশে, শরতের শেষভাগেই এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা

এখন এপ্রিলমাসে ভারতবর্ষে রহিয়াছি। গ্রীষ্ম-দেশসুলভ প্রখর উত্তাপ, অথচ বহির্দৃশ্য শীতদেশের মত। আজ ভ্রমণের এই প্রথমদিবসে, উৎকট দুঃখ-কষ্টের চিহ্ন এখনো পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশ পায় নাই ; তবে মনে হয়, প্রকৃতির কি-যেন-একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে ; সমস্ত দেশ নিরুপায় হইয়া যেন একটা উদাসভাব ধারণ করিয়াছে ; নিঃশেষিতশক্তি কোন গ্রহের যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে।

আমাদের য়ুরোপের পিতামহ ভারত—বলা বাহুল্য, এখন ধ্বংসাবশেষের দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রায় চারিদিকেই সেই সব মৃতনগরের উপচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়—যাহা শত শত বৎসর, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে ;—সেই সব নগর, যাহার নাম পর্য্যন্ত এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু যাহা এককালে খুব বড় ছিল ;—পর্ব্বতাদির উপর রাজমহিমায় অধিষ্ঠিত হইয়া, পদ-শায়ী অতলস্পর্শ অবলোকন করিত। তিনক্রোশ দীর্ঘ প্রাকারাবলী, প্রাসাদ ও মন্দিরাদি এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়া কপিবৃন্দ ও ভীষণ সর্পের আবাস হইয়া পড়িয়াছে।...এই সব ভগ্নাবশেষের নিকটে —আমাদের সেকেলে দুর্গপ্রাসাদের চূড়ামন্দির, নগরপালের আবাসগৃহ, আমাদের সেই সামন্ত-যুগের আর সমস্ত কি ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হয়!

আমাদের যাত্রাপথের বরাবর ধারেধারে একটার পর একটা নগর ও অরণ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে ;—সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই একই জ্বালাময় বায়ু-রাশির মধ্যে নিমজ্জিত। এই উদ্ভিজ্জাবশেষের উপর, —সেই গল্প-কাহিনীর প্রাচীন মৃতনগরাদির অস্থি-রাশির উপর—প্রখর সূর্য্য অস্ত যাইতেছে—ধূলায় মলিন, শীতঋতুসুলভ পাণ্ডুবর্ণ।

পরদিন, অসীম জঙ্গলের মধ্যে জাগ্রত হইলাম। যে প্রথম-গ্রামটিতে আসিয়া গাড়ি দাঁড়াইল,—গাড়ির চাকার ঘর্ঘর ও লোহালক্কড়ের ঝন্‌ঝনানি থামিবামাত্র, একটা কোলাহল—একটা বিশেষ-ধরণের কোলাহল উঠিল ; কি জন্য, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু শুনিলে শরীরের রক্ত যেন জমাট হইয়া যায়। আবার সেই ভীষণ গান—ইহা আমাকে ছাড়িবে না দেখিতেছি। এইবার দুর্ভিক্ষের দেশে প্রবেশ করা গিয়াছে। কতকগুলা শিশুর কণ্ঠস্বর,—ছুটির সময়ে, ইস্কুলের ছেলেরা যেরূপ কোলাহল করে, কতকটা সেরূপ—কিন্তু এই কণ্ঠ-স্বর কেমন-যেন চেরা-চেরা, খ্যান্‌খেনে, অবসন্ন-প্রায়,—স্পষ্ট শুনা যায় না।...

আহা! বেচারা শিশুগুলা, ঐখানে ঐ রেলিং-বেড়ার ধারে ভিড় করিয়া ঠেলাঠেলি করিতেছে এবং উহাদের শুষ্কবাহু আমাদের দিকে প্রসারিত করিতেছে ;—যে অস্থিখণ্ডের শেষপ্রান্ত হইতে হাতটি বাহির হইয়াছে, ঐ অস্থিখণ্ডই উহাদের বাহু! উহাদের শ্যামল গায়ের চামড়া পর্দ্দায় পর্দ্দায় কুঁচ্‌কিয়া গিয়াছে উহাদের শীর্ণ কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িয়াছে—দেখিলে ভয় হয়। উহাদের উদর দেখিলে মনে হয়, যেন একেবারেই অন্ত্রশূন্য—এম্‌নি সমতল! চোখের পাতার উপর, ওষ্ঠের উপর মাছি লাগিয়া রহিয়াছে—শেবাবশিষ্ট আর্দ্রতাটুকু পান করিবে, এই আশায়। উহাদের শ্বাস যেন ফুরাইয়া আসিয়াছে, দেহে যেন আর প্রাণ নাই, তবু দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছে। উহারা খাইতে চাহে—শুধু একমুঠা খাইতে চাহে। উহারা মনে করিতেছে, যাহারা এমন বড়-বড় গাড়ি চড়িয়া যাইতেছে, অবশ্যই উহারা ধনী লোক হইবে ; অবশ্যই উহারা সদয় হইয়া কিছু আমাদের নিকট ছুড়িয়া দিবে!

—"মহারাজ! মহারাজ!" (মহাশয়, মহাশয়)—ঐ সব ক্ষুদ্র কণ্ঠ গানের কম্পিতস্বরে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল। উহাদের মধ্যে এমন শিশুও আছে, যাহাদের বয়স পূরা পাঁচ বৎসর হইয়াছে কি না, সন্দেহ ; তাহারাও "মহারাজ! মহারাজ!" বলিয়া চীৎকার করিতেছে ; উহারাও বেড়া-রেলিংএর মধ্য দিয়া শীর্ণ অঞ্জলিবদ্ধ হস্ত বাহির করিয়া রহিয়াছে।

এই ট্রেণে যাহারা আমার সহযাত্রী, উহারা তৃতীয় কিংবা চতুর্থ শ্রেণীর সামান্য-অবস্থার ভারত-বাসী। উহাদের যাহা-কিছু সঙ্গে ছিল,—ছুড়িয়া-ছুড়িয়া উহারা ঐ শিশুদিগের নিকটে ফেলিতেছে ; —চাউলপিঠার উচ্ছিষ্টাংশ ও পয়সা। ঐ ক্ষুধিত শিশুরা, পশুদের ন্যায়, পরস্পরকে মাড়াইয়া, হুম্‌ড়ি খাইয়া সেই সমস্তের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ঐ পয়সাগুলা কি উহাদের কাজে আসিবে? তবে কি গ্রামের হাটবাজারে এখনো কিছু খাদ্যসামগ্রী আছে?—উহা শুধু তাহাদেরি জন্য, যাহাদের

কিনিবার সম্বল আছে! আমাদের ট্রেণের পিছনেই ত চাউল-বোঝাই চারিটা মালগাড়ি যোড়া রহিয়াছে এবং প্রতিদিনই এই সব মালগাড়ি যাতায়াত করিতেছে। কিন্তু এই চাউল উহাদিগকে দেওয়া হইবে না; উহাদিগকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য উহা হইতে একমুষ্টি কিংবা দুইচারিটি দানাও দেওয়া হইবে না; উহা তাহাদেরি জন্য, যাহাদের এখনো কিছু অর্থ আছে--যাহারা উহার মূল্য দিতে সমর্থ।

এখনো কি জন্য গাড়ি ছাড়িতেছে না? কি জন্য এই বিষাদতমসাচ্ছন্ন গ্রামের সম্মুখে এতক্ষণ অপেক্ষা করা—যেখানে মিনিটে-মিনিটে ক্ষুধিতের দল আসিয়া জমা হইতেছে এবং সেই দুর্ভিক্ষের লোম-হর্ষণ গান অবিরত গাহিতেছে!

চতুর্দ্দিকে, মাটি এত শুষ্ক গুঁড়াগুঁড়া হইয়া গিয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহা ধানের ক্ষেত ছিল, এক্ষণে তাহা ভস্মাচ্ছন্ন মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ দেখ, কতকগুলি রমণী—রমণীর কঙ্কাল বলিলেও হয়—উহাদের স্তন শুষ্কচামড়ার টুক্‌রার মত ঝুলি-তেছে। উহারা পূতিগন্ধি ভারী বোঝার গাঁট মাথায় লইয়া, বিক্রয়ের আশায়, তাড়াতাড়ি হাঁপা-ইতে হাঁপাইতে আসিয়াছে;—এ সমস্ত সেই সব গরুর চামড়া—যাহারা অনাহারে মরিয়াছে এবং পরে যাহাদের গাত্র হইতে উহারা ছাল ছাড়াইয়া লইয়াছে। গরুদের খাওয়াইতে পারে না বলিয়া, আধ-মরা জীবন্ত গরুদের মূল্য চারি আনা পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে। গোমাংস খাইয়া কেহ যে ক্ষুন্নি-বৃত্তি করিবে, তাহার জো নাই; কেননা, এই ব্রাহ্মণের দেশে, প্রাণ গেলেও কেহ এ কাজ করিবে না। তবে এই চামড়াগুলা কে ক্রয় করিবে?—এই চর্ম্ম, যাহা হইতে পূতিগন্ধ বাহির হইতেছে এবং যাহাতে ঝাঁকে-ঝাঁকে মাছি আসিয়া বসিতেছে।

আমার কাছে যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই উহাদের নিকট ছুড়িয়া দিয়াছি...কি উৎপাত! এখান হইতে গাড়ি কি আর ছাড়িবে না?...আহা! ঐ ৩।৪ বৎসরের শিশুটির মুখে কি হতাশভাব! উহা অপেক্ষা একটু বয়সে বড় আর-একটি শিশু উহার মুষ্টিবদ্ধ হাত হইতে উহার ভিক্ষাসমগ্রীটি ছিনাইয়া লইয়াছে!...

এতক্ষণের পর ট্রেণটা ঝাঁকানি দিয়া নড়িয়া উঠিল, চলিতে লাগিল; সমস্ত কোলাহল ক্রমে দূরে চলিয়া গেল। আবার আমাদিগকে সেই নিস্তব্ধ জঙ্গলের মধ্যে আনিয়া ফেলিল।

এ মরা জঙ্গল। পূর্ব্বে এই জঙ্গল বসন্তকালে জীবজন্তুতে আকীর্ণ হইত; তৃণাদি, ঝোপঝাড় এখন আর হরিদ্বর্ণ ধারণ করে না; এই ফাল্গুনও রসসঞ্চার করিয়া উদ্ভিজ্জকে বাঁচাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। প্রচণ্ড সূর্য্যের প্রখর উত্তাপসত্ত্বেও, অরণ্যাদির ন্যায় এই জঙ্গলও শীতের ভাব ধারণ করিয়াছে। শীর্ণকায় হরিণেরা তৃণ খুঁজিয়া না পাইয়া, জলের সন্ধান না পাইয়া, আকুলভাবে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। দূর-দূর ব্যবধানে, কোন একটি শুষ্কগাছের গুঁড়িতে —কোন একটি তরুণ শাখায়, কোন একটি নিঃসঙ্গ ক্ষুদ্র উপশাখায়—যে-কিছু রস অবশিষ্ট ছিল, তাহাই শোষণ করিয়া, তাহা হইতে দুইচারিটি নরম পাতা বাহির হইয়াছে, অথবা একটি বড়-রকমের লাল ফুল, এই মরুদৃশ্যের মাঝখানে, উদাসভাবে ফুটিয়া রহিয়াছে।

যে গ্রামেই ট্রেণ আসিয়া থামে, সেইখানেই এই সব দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধিতের দল রেলিংএর মধ্য দিয়া আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে। যাহা শুনিতে ভয় হয়, যাহা সর্ব্বত্রই একই ধরণের—সেই চেরা-চেরা আওয়াজের একসুরো গান কোন গ্রামের নিকটে গাড়ি থামিলেই শুনিতে পাওয়া যায়; এবং যখন আমরা সেই তাপদগ্ধ বিজন দেশের মধ্য দিয়া —দূরে চলিয়া যাই, তখন দারুণ নৈরাশ্যে উহাদের কণ্ঠস্বর আরো স্ফীত হইয়া আমাদিগকে অনুধাবন করে।

উদয়পুরমন্দিরের ব্রাহ্মণ।

এই ভীষণ গুহা হইতে প্রায় ২২৫ ক্রোশ দূরে, যে দিকে শুষ্কতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে—সেই উত্তরপশ্চিমাভিমুখে, মেওয়ারদেশের শুভ্রনগর উদয়পুর;—আমাদের যাত্রাপথে থামিবার একটি সুন্দর আড্ডা। এই মহাদুর্ভিক্ষের পথটি ধরিয়া আমি এখন চলিতেছি।

এইখানে পৌছিয়াই বহুদূর হইতে দেখা যায়— রাশীকৃত প্রাসাদ ও মন্দির ধবধব করিতেছে; চারিদিক্ পর্ব্বতে বেষ্টিত। বৃষ্টির অভাবে, সরস নবীন শাখাপল্লবের স্থলে, শুষ্ক মরা পাতা; অত্রত্য

ধরণীর কি অস্বাভাবিক বিষণ্ণতা!—এই বসন্তকালেও বেশভূষা পরিহার করিয়া পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, এ সমস্ত সত্ত্বেও, দূর হইতে মনে হয়—নগরটি, বনাচ্ছন্ন ঢালুদেশের পাদমূলে, তরুপুঞ্জের মধ্যে রহস্যময় শান্তির নীড়ে বেশ আরামে রহিয়াছে।

কিন্তু যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, দুঃখকষ্টের নিদর্শন চারিদিকে ক্রমশ প্রকাশ পাইতেছে! নগরতোরণ পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে, তাহার দুই ধারে সারি-সারি মরা-গাছ; রাস্তায় ভিক্ষুকেরা বিচরণ করিতেছে—সেরূপ জীব কেহ কখন চক্ষে দেখে নাই; উহাদের কঠিন প্রাণ যেন কিছুতেই বাহির হইতে চাহে না; কিন্তু এবার বোধ হয় শেষ হইয়া আসিয়াছে;—যেন কতকগুলা আরকে-রক্ষিত শব; কতকগুলা শুষ্ক চলন্ত অস্থিপঞ্জর; চক্ষু কোটরে ঢোকা; ভিক্ষা চাহিবার সময় মনে হয়, যেন, উহাদের স্বর কণ্ঠের গভীরদেশ হইতে নিঃসৃত হইতেছে। ইহারা গ্রামপল্লীর লোক, কিংবা ঐ সব লোকের ভগ্নাবশেষ বলিলেও হয়। ইহারা দেহভার কোনপ্রকারে বহন করিয়া সহরের দিকে চলিয়াছে। উহারা শুনিয়াছে, সেখানে এখনো একমুষ্টি আহার জুটিতে পারে। কিন্তু চলিতে চলিতে প্রায়ই পথের মাঝে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে; দেখা যায়, কতকগুলা লোক ঘননিবিড় ধূলারাশির উপর ইতস্ততঃ শুইয়া আছে; ক্রমে যন্ত্রণার ছট্‌ফটানিতে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়; তখন উহাদের নগ্নদেহ কঙ্কালের বর্ণ ধারণ করে। এই পথের ধারেই উদয়পুর-মহারাজের প্রাসাদের ঘের—উদাস, বিষাদময়। কতকগুলা মস্‌জিদ্‌, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, মর্ম্মর-প্রস্তরের ও অন্যান্য প্রস্তরের চতুস্ক (kiosque), মৃত মহারাজদিগের অগ্নিসংকারের স্থান, কতকগুলা গম্বুজওয়ালা ইমারৎ, কতকগুলা মরা গাছ, যাহার শাখার উপর টতকগুলা বানর বসিয়া আছে;—এই সমস্ত প্রাচীর ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বারদেশে—উচ্চ ধবল প্রাকারাবলীর দ্বারদেশে, যেখানে খোলা তলোয়ার হস্তে কতকগুলা সিপাহী পাহারা দিতেছে—দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট হতভাগ্য লোকদিগের জনতা প্রবল বন্যার ন্যায় সবেগে আসিয়া যেন কল্‌-কপাটের সমুখে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছে। এইখানে উহারা সমবেত হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে। কেহ যে উহাদের গতিরোধ করিতেছে, এরূপ নহে। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় নগরের এই সব প্রবেশপথগুলিই ভিক্ষুকদিগের মনোমত স্থান।

তিন শতাব্দী হইল, উদয়পুরনগর স্থাপিত হয়। ইহারই পূর্ব্বদিকে কয়েকক্রোশ দূরে পুরাতন রাজধানী চিতোরের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। এই উদয়পুর ইহারি মধ্যেই যেন শুভ্র শোকবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহার অভ্যন্তরে কতকগুলি দেবমন্দির,—শাদা থাম, শাদা চূড়া; যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও যাহার মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক—সেটি জগন্নাথবাবজির মন্দির। মহারাজের প্রাসাদগুলিও খুব শাদা,—একটি শৈলের উপর অধিষ্ঠিত; উহার এক পার্শ্ব হইতে সমস্ত সহর অবলোকন করা যায়। এই সকল প্রাসাদের ধবলপ্রভা একটা গভীর বৃহৎ সরোবরের উপর প্রতিফলিত,—চারিদিকে পর্ব্বত ও বনরাজি ঘিরিয়া আছে।

ঘটনাক্রমে প্রথম হইতেই দুইটি ব্রাহ্মণ যুবকের সহিত আমার আলাপ-পরিচয় হয়। ইহারা দুই সহোদর এবং উভয়েই বৃহৎ মন্দিরের পুরোহিত; যে সময়ে আমার আবাসগৃহ হইতে আমি বাহির হই না,—সেই নিস্তব্ধতার সময়ে, সেই জলন্ত উত্তাপের সময়ে—ইহারা বুঝিয়া-সুঝিয়াই আমার সহিত এই পান্থশালায় সাক্ষাৎ করিতে আইসে। এই দুই ভায়ের একই রকম মুখ;—অতীব সুন্দর সুশ্রাবয়ব মুখশ্রী; উভয়েরই বড়-বড় চোখ;—যোগিজনের মত একটু রহস্যময় (Mystic)। ইহাদের বিশুদ্ধ কুল সাঙ্কর্য্যদোষে কলুষিত না হইয়া, তিন সহস্র বৎসর হইতে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা সেই সব ধ্যানপরায়ণ ঋষিদের বংশধর—যাহারা প্রথম হইতেই, আমাদের মত অধম মানবকুলের বাহিরে ও বহু ঊর্দ্ধে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে; যাহারা অপরিমিত পানাহারে, কিংবা বাণিজ্যে, কিংবা যুদ্ধে কখন লিপ্ত হয় নাই;—যাহারা একটি ক্ষুদ্র পশুকেও কখন হত্যা করে নাই; যাহারা আহারের জন্য কখন জীবহিংসা করে নাই। যে মাটির ছাঁচে ইহার গঠিত, তাহা আমাদের হইতে ভিন্ন এবং আমাদের অপেক্ষা নির্ম্মল; মৃত্যুর পূর্ব্বেই ইহারা যেন একটু অশরীরী ভাব ধারণ করে; এবং ইহাদের ইন্দ্রিয়চেতনা এতটা

স্থূলতাবর্জ্জিত যে, এই অস্থায়ী জীবনের পরপারস্থ জিনিসসকল বেশ দিব্যচক্ষে দেখিতে পায়।

কিন্তু সে যাহাই হউক, আমি যে আশা করিয়াছিলাম, উহাদের নিকট হইতে কিছু জ্ঞানালোক পাইব, এখন দেখিতেছি, আমার সে আশা আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। অনুষ্ঠান-আড়ম্বরের অপব্যবহারে পুরুষানুক্রমে ইহাদের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম তমসাবৃত হইয়া পড়িয়াছে;—সাঙ্কেতিক রূপকের মধ্যে যে অর্থ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা এক্ষণে উহারা অবগত নহে।

"আমরা যে দেবতার পূজা করি, সেই দেবতার পরমভক্ত করণসিংহের পুত্র,—রাজশ্রী জগৎসিংহ। ১৬৮৪ সালে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি এই বৃহৎ মন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করাইয়া দেন। এই মহারাজা সরোবরের উপর আরও দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করান। উহাদের নির্ম্মাণে ২৪ বৎসর লাগে। উদ্‌ঘাটন-অনুষ্ঠানের সময় যখন আমাদের দেবতা বিগ্রহমন্দিরের মধ্যে স্থাপিত হয়, সেই ১৭০৮ সালে, পার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজরাজ্‌ড়া অনুচরবর্গের সহিত মহাসমারোহে এখানে আসিয়াছিলেন,—তাঁহাদের সঙ্গে বিস্তর হাতী আসিয়াছিল।"

ঐ দুই ভায়ের মধ্যে একজন এইরূপ আমার নিকট বর্ণনা করিল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর,—সমস্ত নিস্তব্ধ; পান্থশালার ভিতরে আধো-আধো অন্ধকার;—সমস্ত দরজা-জান্‌লা বন্ধ; রৌদ্র, মাছি, শুষ্ক বাতাস,—দুর্ভিক্ষের বাতাস, কিছুই ভিতরে প্রবেশ করিবার জো নাই। উদয়পুরের মন্দিরাদি-সম্বন্ধে, পৌরাণিক সমস্ত দেবদেবীর সম্বন্ধে, ইহাদের অগাধ পাণ্ডিত্য; কিন্তু মনুষ্যের অনন্ত আশার কারণ কি—পরলোকসম্বন্ধে উহাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি কিরূপ—এ সমস্ত বিষয় প্রশ্ন করায় উহারা যে উত্তর করিল, তাহা হইতে আমার কিছুই বোধগম্য হইল না; তৎক্ষণাৎ যেন আমাদের পরস্পরের মধ্যে সমস্ত সংস্রব চলিয়া গেল; আমাদের মন যে এক-জাতীয়, তাহা যেন আর অনুভব করিতে পারিলাম না। আমাদের মধ্যে যেন একটা তমিস্রা রজনীর যবনিকা পড়িয়া পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। পুরোহিতসম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক যেরূপ সচরাচর হইয়া থাকে, উহারাও সেইরূপ দিব্যদর্শী, কিন্তু আবার সেইরূপ সরলমতি; উহারা কোন রহস্যেরই ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

এই দুই পুরোহিত প্রতিদিনই আমার জন্য কিছু-না-কিছু সাদাসিধা উপহার লইয়া আইসে,—কখন ফুল, কখন উহাদের ধরণে প্রস্তুত সামান্য মিষ্টান্ন। উহারা খুব ভদ্র ও মধুরপ্রকৃতি। তথাপি আমাদের মধ্যে যেন একটা আকাশ-পাতাল ব্যবধান। উহারা আমার প্রতি যথেষ্ট সম্মানপ্রদর্শন করে, কিন্তু সেই সঙ্গে বর্ণভেদগত অপরিহার্য্য একটু ঘৃণার ভাবও যেন মিশ্রিত। রক্তমাংসকলুষিত যে সব খাদ্যে আমি পুরুষানুক্রমে অভ্যস্ত, সেই কদর্য্য সামগ্রী উহারা প্রাণান্তেও ভক্ষণ করিবে না; এমন কি, আমার হস্ত হইতে জলপাত্রও গ্রহণ করিবে না; শুধু তাহা নহে, আমার সমক্ষে কোন-কিছু আহার করা কিংবা পান করাও উহারা কলঙ্কের বিষয় মনে করে;—সে কলঙ্ক কিছুতেই ক্ষালিত হইবার নহে।

অন্যদিন যে সময়ে উহারা আইসে, আজ প্রাতে তাহার কিছু পূর্ব্বে আসিয়া আমার ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল;—সেই সঙ্গে সূর্য্যের জ্বলন্ত কিরণচ্ছটা, একরাশি উড়ন্ত ধূলা, অগ্নিকুণ্ড-বৎ আগুনের একটা তপ্তনিশ্বাসও প্রবেশ করিল। আজ উহাদের একটা উৎসবদিন,—এই কথা আমাকে জানাইতে আসিয়াছে। আজ উহারা আমার নিকট আর আসিতে পারিবে না; সূর্য্যাস্তের পর, ইচ্ছা করিলে আমি উহাদের নিকট যাইতে পারি;—মন্দিরের প্রথম ঘেরটির মধ্যে গেলে উহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইতে পারি[illegible], ইত্যাদি।

এখানে উৎসবাদির সময়ে যেরূপ মালা লোকে গলায় পরে, সেইরূপ মালা উহারা আমাকে দিয়া গেল; এই মালা খাঁটি যূঁই-ফুলের;—এই জাতীয় যূঁইফুল দক্ষিণভারতে অপরিজ্ঞাত—এই ছোট ছোট শাদা-ফুলের মালা আমার শৈশবের পর, আর কখন দেখি নাই—এতদিনের পর আজ আবার দেখিলাম। আমার শৈশবদশায়, আমাদের পারিবারিক গৃহের প্রাঙ্গণে যূথী-অলঙ্কৃত প্রাচীরের ছায়ায় বসিয়া,—আমার বন্ধুদ্বয় আজ আমাকে যে ফুলের মালা দিয়াছেন—সেইরূপ মালা গাঁথিবার চেষ্টা করিতাম। হঠাৎ আজ সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি আমার মনে জাগিয়া উঠিল। সেই প্রাচীরের ধারে-ধারে,—বৃক্ষপত্রের পতন, সেই প্রাঙ্গণের তৃণ-গুল্ম, সেই প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি আমার মনে পড়িয়া

গেল। তখন আমার চক্ষে আমাদের সেই গৃহ-প্রাঙ্গণই আমার সমস্ত জগৎ ছিল। অসীম অতীতে ফিরিয়া গিয়া, ক্ষণেকের জন্য আমার মন হইতে এই ব্রাহ্মণ্যের দেশ মুছিয়া গেল; উদয়পুরের সহর, উদয়পুরের দেববৃন্দ, উদয়পুরের সূর্য্য, উদয়পুরের দুর্ভিক্ষও মুছিয়া গেল।

যাহাই হউক, দিবাবসানে শ্রীজগন্নাথ-রায়জির উৎসবস্থলে আমি ঠিক আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জগন্নাথরায়জির মন্দিরটি সদ্যপতিত তুষারবৎ শুভ্র। ৩০।৪০ ধাপের একটা উঁচু সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়। কতকগুলা পাথরের হাতী প্রহরিরূপে সোপান রক্ষা করিতেছে।

এই উত্তরভারতের মন্দিরচূড়াগুলিতে দাক্ষিণাত্যের ন্যায় দেবমূর্ত্তি ও পশুমূর্ত্তির অসঙ্গত মিশ্রণ দেখা যায় না; এই চূড়াগুলি বেশ প্রকৃতিস্থ ও শান্তধরণের; দূর হইতে মনে হয়, যেন সমাধিস্থানের "ইউ" (ঝাউ) বৃক্ষ। শ্রীজগন্নাথজির মন্দিরের এইরূপ অনেকগুলি চূড়া আছে;—সমস্তই শুভ্র—সদ্যপতিততুষারবৎ শুভ্র।

আমি জানিতাম হিন্দু ভিন্ন,—উচ্চবর্ণের লোক ভিন্ন—এই মন্দিরের মধ্যে কেহ প্রবেশ করিতে পায় না। তাই আমি মন্দিরের প্রাঙ্গণে থাকিয়া আমার বন্ধুদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলাম।

তাহারা আসিল। কিন্তু আমার পান্থশালায় তাদের যেমনটি দেখিয়াছিলাম, এখন আর তারা সেরূপ নাই; আমাদের মধ্যে যেন আরও অতলস্পর্শ ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে। প্রথমেই উহারা অন্যদিনের মত আজ আমার হস্তস্পর্শ করিতে পারিবে না বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কারণ, আজ তাহাদের পৌরোহিত্যকাজ করিতে হইবে, পবিত্র সামগ্রী-সকল স্পর্শ করিতে হইবে।

আজ এই প্রথম উহাদিগকে প্রায়-নগ্ন অবস্থায় দেখিলাম; উহাদের দেবতার সম্মুখে উহারা এইরূপ নগ্নভাবেই অবস্থিতি করে। তাম্রপ্রতিমূর্ত্তির বক্ষোদেশের ন্যায় উহাদের সুন্দর বক্ষের উপর যজ্ঞোপবীতটি তির্য্যগ্‌ভাবে লম্বমান; উহাদের বিস্ফারিত নেত্রযুগলে কেমন একটা অন্যমনস্কভাব, যাহা পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই।

কিন্তু তবু উহাদের ভদ্রতার কোন ত্রুটি নাই। বিষ্ণুদেবের একটা তাম্রময় বিগ্রহের পাদতলে, এমন কি, মন্দিরদ্বয়ের ঠিক সম্মুখে, একটা সম্মানের আসনে উহারা আমাকে বসাইল।

বেশভূষায়, দোকানদারে, মন্দিরপ্রাঙ্গণ আচ্ছন্ন; তাহাদের ঝুড়িগুলি শাদা যুঁইফুলের মালায় পূর্ণ। এই সমস্ত ফুলরাশির মধ্যে, দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্ত্তিগুলা—ভয়ঙ্করবর্ণবিশিষ্ট কতকগুলা নরকঙ্কাল ইতস্তত বিচরণ করিতেছে:—উহাদের চোখ জ্বর-বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায়।

আমার সম্মুখে ব্রাহ্মণেরা মন্দিরের সোপান দিয়া ওঠানামা করিতেছে,—সোপানের উপরে দুই পার্শ্বে বড়-বড় পাথরের হাতী আকাশের দিকে শুঁড় তুলিয়া রহিয়াছে। সকলেরই শুভ্র পরিচ্ছদ, কটি-দেশে অসি, এবং বক্ষের উপর থাকে-থাকে অনেকগুলি মালার গোচ্ছা। বৃদ্ধদিগের তুষারশুভ্র শ্মশ্রু-রাজি—রাজপুতের ধরণে দুই পাশে আঁচড়াইয়া তোলা,—দেখিতে কতকটা শাদা বৃদ্ধ মার্জ্জারের মত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশু;—পা এত ছোট যে, অতি কষ্টে ধাপের উপর উঠিতেছে; কিন্তু উহাদের মুখে একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব ও তীক্ষ্ণদর্শিতা প্রকটিত;—মাথায় জরির কাজকরা মখ্‌মলের টুপি। রমণীগণ দেখিতে চমৎকার,—পুরাতন গ্রীসীয়-ধরণে পরিচ্ছদ-পরিহিতা;—জরির নক্সা-কাটা বিবিধ বর্ণের মল্‌মল্‌বস্ত্র; অথবা, কালো রঙের মল্‌মল্‌বস্ত্রের উপর রূপালি-চুমকি-বসানো। তমসাচ্ছন্ন ও দুর্গম মন্দিরের অভ্যন্তরপ্রদেশ হইতে গুহাসমুত্থিত গভীর নাদের ন্যায় একপ্রকার সঙ্গীতধ্বনি; মধ্যে মধ্যে বৃহৎ ঢক্কার বজ্রবৎ গর্জ্জনধ্বনি আমার কর্ণকুহরে আসিয়া পৌছিতেছে।

মন্দিরের উপরে উঠিবার পূর্ব্বে প্রত্যেকেই অবনত হইয়া সোপানের নিম্নতম ধাপটি চুম্বন করিতেছে এবং উপরে উঠিয়া পবিত্র মন্দিরচ্ছায়া হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেও, দ্বারদেশে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারদেশের মাটি চুম্বন করিতেছে—প্রণাম করিতেছে। দুর্ভিক্ষের প্রেতমূর্ত্তিরাও ক্রমশ আসিয়া জমা হইতেছে এবং উৎসবসাজে-সজ্জিত জনতার গতিরোধ করিতেছে—উহাদের শুষ্ক হস্তের দ্বারা যাত্রীদিগকে আট্‌কাইতেছে; মল্‌মলের অবগুণ্ঠন-বস্ত্রের মধ্যে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিয়া দিতেছে; ভিক্ষা-লাভের উদ্দেশে, বানরের ন্যায় ক্ষিপ্রভাবে বিবিধ চেষ্টা, ও অসংযতভাবে,—অনায়ত্তভাবে নানাপ্রকার অঙ্গচালনা করিতেছে।...

তাহার পর, প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যেরূপ হইয়া থাকে—হঠাৎ একটা বাতাস উঠিল; কিন্তু তাহাতে তপ্তনগর শীতল হইল না। ধূলার কুজ্ঝটিকার মধ্যে —পীতাভ, বিষণ্ণ ও ম্লান সূর্য্য অস্তমিত হইল।

এ সমস্ত সত্ত্বেও, রাস্তায় উৎসবঘটা সমস্তরাত্রি সমান চলিতে লাগিল। সুগন্ধি রঙিনচূর্ণ মুঠামুঠা উঠাইয়া লোকেরা পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল;—উহা লোকের মুখে ও পরিচ্ছদে লাগিয়া রহিল। এইরূপ ঝটাপটি করিয়া যখন উহারা বাহির হইল, তখন দেখা গেল, উহাদের মুখের অর্দ্ধভাগ নীল কিংবা বেগুনী কিংবা লাল রঙে রঞ্জিত;—উহাদের শুভ্র পরিচ্ছদে উজ্জল-রং-মাখানো আর্দ্রহস্ত অঙ্কিত হইয়াছে;—গোলাপী কিংবা হল্‌দে কিংবা সবুজ-রং-মাখানো পাঁচ-আঙুলের দাগ পড়িয়াছে।

উদয়পুরের সুরম্য বনভূমি।

যাত্রাপথের ধারে, একটি রমণীয় বনে, গিরিপাদ-মূলে, দর্পণবৎ প্রশান্ত সরোবরের সম্মুখস্থ একটি কুটীরে, তিনজন সন্ন্যাসীর বাস। ইহারা যুবাপুরুষ, সুঠাম-সুশ্রী, নগ্নকায়, দীর্ঘকুন্তল—পাথরের ন্যায় পাংশুবর্ণ একপ্রকার চূর্ণে উহাদের আপাদমস্তক আচ্ছন্ন।

প্রতিদিন সকল সময়েই—যখনই ঐ দিক্‌ দিয়া যাইবে—তখনি দেখিতে পাইবে,—ঐ তিনজন সন্ন্যাসী, ঐ অনাবৃত-কুটীরে, বৌদ্ধধরণে আসনবদ্ধ হইয়া, স্থিরভাবে সরোবরের সম্মুখে বসিয়া আছে। সরোবরের জলে পর্ব্বতের ছায়া,—ঘনঘোর অরণ্যের ছায়া,—উদয়পুর-রাজপ্রাসাদের ছায়া বিপরীতভাবে প্রতিবিম্বিত।

শুভ্রনগরের পশ্চাদ্ভাগে,—গবাক্ষবিশিষ্ট সিংহদ্বার পার হইবামাত্র,—সহসা এই নিস্তব্ধ বনভূমির আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়;—চতুর্দ্দিকস্থ শৈল-চূড়ার উপর দিয়া চলিয়া অবশেষে সুদূর অরণ্যে, ব্যাঘ্রসঙ্কুল জঙ্গলে উহা মিশিয়া গিয়াছে।

মধ্যবনের গাছগুলা, লঘুশাখাবিশিষ্ট গুল্মতরু-গুলা, কতকটা আমাদের দেশের মত। আমাদের শরতের শেষভাগে যেরূপ ফুল-ফুটিয়া থাকে,—সেই-রূপ খুব ফুল ফুটিয়াছে; যদিও এখানে এখন বসন্ত-কাল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বসন্তকাল;—তবু বাতাস আগুনের মত। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অংশের ন্যায় এখানকার সুন্দর বনভূমিটিও নিশ্চল-নিস্পন্দ এবং এই বসন্তকালেও সমস্তই যেন মৃতকল্প। তিন-বৎসর ধরিয়া এইরূপ চলিতেছে।

নগরদ্বারের এত নিকটে থাকিয়াও এই ছায়া-ময় স্থানটি যে এমন নিস্তব্ধ ও শান্ত রহিয়াছে, ইহাই আশ্চর্য্য। নগরের অপরপার্শ্বেই সমস্ত গতিবিধি ও লোকের চলাচল; ধ্যানমগ্ন তিনজন সন্ন্যাসীর সম্মুখ দিয়া এ রাস্তায় কেহ প্রায় যাতায়াত করে না।

এই বনে কৃষ্ণসার আছে, বানর আছে, ঘুঘু ও টিয়াজাতীয় হরেকরকম পাখী আছে। বড় বড় ঝাঁকাল ময়ূর দলে-দলে বিচরণ করিতেছে। মরা-গাছের মধ্যবর্ত্তী স্থানে, শাদাটে ঝোপ্‌ঝাড়ের তলায় ভস্মাভ মৃত্তিকার উপর, এই ময়ূরগুলা সারিবন্দি হইয়া দৌড়িতেছে দেখা যায়;—পুচ্ছের কি চমৎ-কার উজ্জল প্রভা! হরিদ্বর্ণ ধাতুখণ্ড সমূহের যেন একএকটা সমষ্টি। এই সব পশুপক্ষী ছাড়া রহিয়াছে —কিন্তু ইহাদিগকে ঠিক "বুনো" বলা যায় না; কেননা, এদেশে মানুষেরা ইহাদিগকে হত্যা করে না, তাই আমাদের দেশের মত, ইহারা মানুষ দেখিয়া পলায় না। পর্ব্বতের অপর-পার্শ্বে ব্যাঘ্রাদি আছে বটে, কিন্তু এই সুরম্য বনে উহাদিগকে বিচরণ করিতে কস্মিন্‌কালেও কেহ দেখে নাই।

সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া যখন এখানে পৌঁছি-লাম, ঠিক রাস্তার ধারে নিস্পন্দনিশ্চল, প্রস্তরবর্ণ এই তিনজন অদ্ভুত সন্ন্যাসীর প্রথম দর্শনেই আমার অন্তরে একপ্রকার অস্পষ্ট অতিপ্রাকৃতিক ভয়ের সঞ্চার হইল। পাষাণপ্রতিমার সহিত প্রভেদ এই যে, ইহাদের লম্বা চুল, গোঁপ, ভুরু সমস্তই কালো; উহাদের নেত্রের অচল স্থিরদৃষ্টি দেখিয়াই যেন একটু ভয় হয়, তা ছাড়া, আর কিছুই জানা যায় না।

বয়ঃক্রম ২০ বৎসর; ইহারা সন্ন্যাসধর্ম্মে নব-ব্রতী। তপশ্চর্য্যা ও ব্রত-উপবাস সত্ত্বেও উহাদের সুন্দর দেহগঠনে কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় নাই। আসনপীড়ি হইয়া বহুকাল একভাবে বসিয়া থাকিলে, পা শুকাইয়া শীর্ণ হইবার কথা, কিন্তু এখনও তাহা হয় নাই—পা এখনও বেশ স্থূল ও একটু মেয়েলী-ধরণের। চূর্ণলিপ্ত ললাটের উপর শৈবচিহ্ন লালরঙে অঙ্কিত; হঠাৎ রাস্তার সং বলিয়া মনে হইতে পারিত, কিন্তু উহাদের চোখের দৃষ্টি

এম্‌নি স্নিগ্ধগম্ভীর যে, সে ভাব একটুও মনে আইসে না।

উহাদের পশ্চাতে, কুটীরের মধ্যে, কতকগুলি তাম্রসামগ্রী,—বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—সুশৃঙ্খলরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। উহাদের প্রাত্যহিক প্রাতঃস্নানে ও মিতাহারে এই সমস্ত সামগ্রী ব্যবহৃত হয়। উহাদের মাথার উপর গাছের মরা-ডালপালা প্রসারিত এবং ইহা পাখীদের একটা জটল্লার স্থান। চারিদিক্‌কার শুষ্কতায় অতিষ্ঠ হইয়া,—টিয়া, ঘুঘু, বড়-বড় ময়ূর, ছোট-ছোট গায়ক বিহঙ্গ এইখানে আসিয়া জড় হইয়াছে এবং এই সন্ন্যাসীরা আহারের পর যে অন্ন উহাদের জন্য রাখিয়া দেয়, তাহাই উহারা খুঁটিয়া-খুঁটিয়া খায়।

যদি কোন পথিক সন্ন্যাসিত্রয়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় এবং উহাদের সহিত কথা কহে—সন্ন্যাসীরা কখন-কখন ইঙ্গিতের দ্বারা ও একপ্রকার অননুকরণীয় স্মিতহাস্যসহকারে কুটীরচ্ছায়াতলে বসিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করে। কিন্তু সেই ভূমিখণ্ডটি এরূপ সযত্নে সম্মার্জ্জিত,—পাছে আবার অপরিষ্কার হয়, এইজন্য উহারা পথিককে দূরে জুতা রাখিয়া আসিতে অনুরোধ করে। পরক্ষণেই আবার তাহাদের স্তিমিত-নেত্র ধ্যানে নিমগ্ন হয়; তাহার পর যখন ইচ্ছা তুমি চলিয়া যাও,—আর,উহারা তোমার সহিত কথা কহিবে না—তোমার দিকে একবার চাহিয়া দেখিবে না।

এই বনমধ্যস্থ সরোবরটি উদয়পুরমহারাজের। কেবল তাঁহার প্রাসাদগুলি এবং চিরশুভ্র কতকগুলি পুরাতন মন্দির এই সরোবরে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। সরোবরের মধ্যস্থলে দুইটি ছোটো-ছোটো দ্বীপ এবং সেই দ্বীপের উপর আরও কতকগুলি প্রাসাদ ও প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যান রহিয়াছে। তীরভূমির সর্ব্বত্রই ঝোপ্‌ঝাড় ও গাছে-গাছে জড়াজড়ি। চারিধারে উচ্চ খাড়া পাহাড়—মরা-বনের গালিচা যেন তাহাতে বিছানো রহিয়াছে; ইতস্তত কোন কোন সূক্ষ্মাগ্র চূড়ার উপর পুরাকালের কোন-একটি ধবলপ্রভ দুর্গপ্রাসাদ, কোন-একটি ক্ষুদ্র দেবমন্দির ইগল্‌পক্ষীর ন্যায় খুব উচ্চে বিরাজমান। গাছের যে-সব ডালপালা একেবারে জলের ধারে নুইয়া পড়িয়াছে, সেই সব ডালপালা এখনো সবুজ; তা ছাড়া, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সর্ব্বত্রই অকাল-শরতের "ছ্যাৎলা" অথবা শীতের একঘেয়ে ছাই-রং।

আজ সর্ব্বপ্রথমে সন্ন্যাসিত্রয়ের একটু বাস্তবিক নড়াচড়া দেখিলাম।

আজ সূর্য্যাস্তের সময় এই সুরম্য বনে প্রবেশ করিয়াছিলাম। এই সময়ে,মহারাজার একটা পোড়ো বাড়ীর উপর দিয়া ঘন ধূমরাশি নিয়ত সমুত্থিত হয়। (ইহা শুধু চতুর্দ্দিক্‌স্থ হরিণদিগের পাদোত্থিত ধূলা-রাশির আবর্ত্ত; জঙ্গল শুকাইয়া যাইবার পর হইতে, মহারাজা স্বকীয় প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে নীচে ভুট্টা নিক্ষেপ করেন, ইহাই খাইবার জন্য হরিণেরা এখানে প্রতিদিন সায়াহ্নে সবেগে দৌড়িয়া আইসে...)

দেখিলাম, একজন সন্ন্যাসী তাহার পশ্চাতে অবস্থিত দর্পণ, চূর্ণ ও লাল-রং আনিবার জন্য আসন হইতে উঠিয়াছে; তাহার পর, আবার সেই ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইয়া, শাদা চূর্ণে মুখমণ্ডল ধবলীকৃত করিয়া ললাটের উপর শৈব চিহ্ন সযত্নে অঙ্কিত করিতেছে। সায়াহ্ন-ভোজের জন্য ময়ূর ও ঘুঘু চারিদিক্ হইতে আসিয়া জড় হইয়াছে। ইহারা ছাড়া সেখানে আর কেহই নাই। সন্ধ্যাগমে তবে কাহার জন্য এত সাজসজ্জা!...

সে যাহাই হোক্, তরুশাখার মধ্য দিয়া একদল অশ্ব খুব ছুটিয়া আসিতেছে, তাহারই পদশব্দ শুনা যাইতেছে। দরবারের ত্রিশজন সর্দ্দার সমভিব্যাহারে রাজা চলিয়াছেন। অশ্বগুলা বিচিত্রবর্ণ সাজে সজ্জিত। ছিপ্‌ছিপে-গঠন অশ্বারোহীরা সুদীর্ঘ শুভ্রপরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে। উদয়পুরী-ধরণে গুম্ফরাজি আঁচ্‌ড়াইয়া উপরদিকে তোলা; ইহাদের দেহগঠন সুন্দর ও পুরুষোচিত, কিঁকা তাম্রবর্ণ এবং এই উত্তোলিত গুম্ফের দরুণ মুখে কেমন-একটু মার্জ্জারভাব প্রকটিত।

মহারাজাও অনুচরবর্গের সহিত ছুটিয়া চলিয়াছেন; তাঁহারও মার্জ্জারবৎ শ্মশ্রুরাজি; তাঁহারও মুখমণ্ডল ও সাজসজ্জা অতীব সুন্দর এবং যার-পর-নাই বিশিষ্টধরণের।

পত্রশূন্য একটা তরুবীথির মধ্য দিয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের দেখিয়া, আমাদের মধ্যযুগের পাশ্চাত্য অশ্বারোহীদিগকে মনে পড়িল। মনে হইল, যেন সেই অতীতযুগে কোন য়ুরোপীয় "প্রিন্‌স্", কিংবা "ডিউক্" অশ্বারোহী অনুচরবর্গ ও "ব্যারন্"-গণ সমভিব্যাহারে, সুন্দর শরৎসায়াহ্নে, মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।...

রাজপুতরাজার গৃহে।

আমাকে পান্থশালায় লইয়া যাইবার জন্য উদয়পুর-মহারাজার আদেশক্রমে একটা "ল্যাণ্ডো" গাড়ি আসিয়া হাজির হইল। অশ্বযুগল নিখুঁৎ সাজসজ্জায় সজ্জিত। বালুকাময় ঢালুভূমির উপর দিয়া ঘোড়ারা ছুটিয়া চলিল। ঢালুভূমির ধারে-ধারে ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী ও গোলাপীরঙের একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা। একটি সরোবরের তীরে—শৈলভূমির উপর—প্রাসাদ-সৌধাবলী অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সজ্জিত। পুষ্পপল্লবের মধ্য হইতে কতকগুলা পাথরের হাতী ইতস্তত দেখা যাইতেছে। এই ঢালু-ভূমির উপর দিয়া বলিষ্ঠ অশ্বযুগল বেগভরে অবলীলাক্রমে উঠিতেছে, আমি বেশ অনুভব করিতেছি। শীঘ্রই আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্র প্রসারিত হইল। শীঘ্রই সেই সুরম্য বনভূমি, সেই নীল সরোবর, সেই-সব ছোট-ছোট দ্বীপ, সেই-সব দ্বীপস্থ প্রাসাদ আমার নেত্রসমক্ষে প্রসারিত হইল। আমরা যেমন উপরে উঠিতেছি—চতুর্দ্দিকের পর্ব্বতপ্রাচীরটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যেন উঠিতেছে, এইরূপ মনে হইতে লাগিল। উদয়পুরের সব জিনিসেরই পশ্চাতে, এই পর্ব্বত-অরণ্যের রহস্যময় চিত্রপটটি চিরবিদ্যমান।

এই মহারাজা মেওয়ারদেশের অধিপতি। ইঁহারই সহিত আজ আমি সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। রাজস্থানে যত রাজবংশ আছে, তন্মধ্যে ইঁহারই বংশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং মানসম্ভ্রমেও ইনি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। ইনি সূর্য্যবংশীয়। বহু-বহু শতাব্দী পূর্ব্বে—যখন য়ুরোপের প্রাচীনতম রাজবংশাবলীর অস্তিত্বমাত্র ছিল না—তখন ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ দিগ্‌বিজয়ার্থ, অথবা বন্দীকৃত রাণীদের উদ্ধারার্থ বিপুল সৈন্য সংগ্রহ করিতেছিলেন।*

বিষ্ণুর অবতার মহাবীর রাম সূর্য্যবংশীয় রাজাদের আদিপুরুষ---এইরূপ রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ লাহোরনগর প্রতিষ্ঠা করেন; কনিষ্ঠের কোন উত্তর-পুরুষ একাদশ শতাব্দীতে রাজপুতদিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। যাহাই হউক, ৫২৪ খৃষ্টাব্দে, যখন উত্তর-দেশীয় বর্ব্বরগণ দেশ আক্রমণ করিয়া লুঠপাট করে, তখন এই বংশের সমস্ত রাজাই নিহত হন; কেবল একজন রাণী—যিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন—তিনিই রক্ষা পান। তিনি গর্ভবতী হইয়া একটা গুহার মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন। তিনি সেই গুহার মধ্যেই একটি পুত্র প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পুরোহিতেরা এই শিশুটিকে কুড়াইয়া আনে। কিন্তু ইহাকে আগ্‌লাইয়া রাখা কঠিন হইল; উষ্ণ রাজশোণিতের প্রভাবে, শিশুটি পর্ব্বতবাসী ভীলদিগের বর্ব্বর ব্যায়ামক্রিয়ামোদে লিপ্ত হইল। ভীলেরা উহাকেই সর্দ্দাররূপে বরণ করিল। পরে এই সকল ভীলবীরদিগের মধ্যে একজন,—রাজচিহ্নস্বরূপ নিজের আঙুল কাটিয়া সেই রক্তে তাহার ললাট চিহ্নিত করিল। অবশেষে, ৭২৩ খৃষ্টাব্দে, এই গুহাকুমারের বংশধরেরাই এখানকার অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সেই অবধি এই রাজবংশ অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিতেছে। ১৩শত বৎসর পরে এখনো সেই অভিষেক-প্রথাটি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; প্রত্যেক নূতন রাজার অভিষেকসময়ে,—সেই আদিমঘটনার স্মরণার্থে,—এখনো নবভূপতির ললাটদেশ ভীলহস্তে রক্তের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

ল্যাণ্ডো-গাড়ি একটা অন্তঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া থামিল। এই প্রাঙ্গণটি তাল ও ঝাউগাছে সুশোভিত। শুভ্রপরিচ্ছদধারী, রাজবাড়ির একজন কর্ম্মচারী এইখানে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন।

ভারতের অন্যান্য রাজাদিগের ন্যায় এই মহারাজারও অনেকগুলি প্রাসাদ। সর্ব্বপ্রথমে যে প্রাসাদটি আমি দেখিলাম, উহা আধুনিক ধরণের; য়ুরোপীয়-ধরণের বৈঠকখানা-ঘর; বড়-বড় আয়না; রৌপ্যসামগ্রীতে ভারাক্রান্ত সজ্জা-টেবিল;—বিলিয়ার্ড টেবিল; ভারতের একটি নগরে, এই সমস্ত অপ্রত্যাশিত দ্রব্য-সামগ্রী দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বল হইতে হয়।

কিন্তু মহারাজা নিজে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদিগের পুরাতন আবাসগৃহটিই বেশী পছন্দ করেন। সেইখানেই তিনি আমাকে দর্শন দিবেন; সেইখানেই এখন আমার যাইতে হইবে।

প্রথমেই, কতকগুলি ছোট ছোট বাগান-বাগিচা ও কতকগুলি নিস্তব্ধ সুঁড়িপথ পার হইলাম। পরে, কোণালু খিলান ও তাম্রকপাটবিশিষ্ট একটা দ্বার পার হইয়াই হঠাৎ দেখি—সম্মুখে জনতা। জনকোলাহল ও কর্ণরোধী উৎকট বাদ্য।

* রামায়ণে বর্ণিত লঙ্কা-আক্রমণ।

ামরা একটা বিশাল প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িয়াছি। ইখানে হস্তিগণের যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। হারই এক পার্শ্বে, শুভ্রমুখচ্ছবি পুরাতন প্রাসাদ র্ণমহিমায় বিরাজমান; প্রাচীনধরণের ক্ষোদাই-াজে, নীলবর্ণ মৃণ্ময় ঘটে, সোনালি সূর্য্যের নক্সায় প্রাসাদের সম্মুখভাগ বিভূষিত। প্রাঙ্গণের অপর ার্শ্বে,—প্রাচীরের গায়ে সারি-সারি ঘর। সেই-ানে শৃঙ্খলবদ্ধ হস্তিগণ গা দোলাইতে দোলাইতে ্ণচর্ব্বণ করিতেছে। মধ্যস্থলে, ভীষণ সাজে জ্জিত তিনচারিশত লোক;—দেবোৎসব উপলক্ষে মাগত পর্ব্বতবাসী ভীল; ইহারা যষ্টির দ্বারা রস্পরকে আঘাত করিতে করিতে একপ্রকার যুদ্ধ-ত্য করিতেছে এবং সেই সঙ্গে সানাই, শিঙা, প্রকাণ্ড ঢাকঢোল ও কাংস্যকরতলের বাদ্য চলি-তছে। একটা ছাদের উপর, শতশত রমণী উহা-দর নৃত্য দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। াহা! যেন রূপের হাট বসিয়া গিয়াছে;—ল্মল্বস্ত্রে ঢাকা কি অনিন্দ্যসুন্দর বক্ষোদেশ!

মহারাজ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে, আরো কত সুঁড়িপথ, আরো কত প্রাঙ্গণ পার হইতে হইল—যেখানে, শাদা ার্ব্বেলের খিলানবীথির মধ্যে, বড়-বড় নানাজিনিষ ফুল ফুটিয়া আছে এবং তাহার গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত। কত প্রবেশ-দালান নাগরাজুতার ভারে ভারাক্রান্ত! প্রত্যেক কোণে, দীর্ঘ-অসিধারী কত লোক! ইঁদুরকলের মত কত সুঁড়িপথ; কত পুরাতন অন্ধকেরে সিঁড়ি—যাহার ধাপগুলা দুরা-রোহ ও পিছল;—এরূপ খাড়া যে, উঠিতে ভয় হয়;—উহা পুরু দেয়ালগাঁথুনির মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির করা অথবা আদৎ পাথরে গঠিত। ছায়ান্ধ-কারের মধ্যে যেখানে-সেখানে রক্ষিপুরুষ;—যেখানে সেখানে নাগরাজুতার ছড়াছড়ি। কুলুঙ্গির গভীর দেশ হইতে কত দেবতা আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কত শৈলমঞ্চের উপর দিয়া, উপ-র্য্যুপরি-বিন্যস্ত কত ঘরের উপর দিয়া, খুব উচ্চে উঠিয়া, অবশেষে একটা দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলাম। যে কর্ম্মচারী আমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছিল, সে এইখানে আসিয়া সসম্ভ্রমে থামিল এবং মৃদুস্বরে আমাকে বলিল—"এইখানে মহারাজ আছেন।" আমি একাকীই প্রবেশ করিলাম।

মার্ব্বেল-খিলান-সমূহের উপর একটা শুভ্র অলিন্দ প্রসারিত;—তলদেশে শুভ্র বিশাল ছাদ; সেই জমির উপর, তুষারশুভ্র একটা চাদর পাতা। রক্ষি-পুরুষ কেহ নাই, আস্বাব আদিও নাই। অন্তরীক্ষ-বৎ এই বিমল নিস্তব্ধতার মধ্যে—দুইটিমাত্র সোনালি গিল্টি-করা একইরকমের কেদারা পাশা-পাশি স্থাপিত। যিনি একাকী দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত প্রসারিত করিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিলাম;—তিনি সেই অশ্বারোহী পুরুষ, যাহার উদ্দেশে সেদিন সায়াহ্নে, বনের সন্ন্যাসিত্রয় স্বকীয় মুখরাগ সম্পাদন করিতেছিল। ইহার পরিচ্ছদ শুভ্র ও সাদাসিধা; কণ্ঠে নীলমণির হার।

এক্ষণে সেই গিল্টিকরা হাল্কা চৌকির উপর আমরা উপবেশন করিলাম। দস্তরমত আদবকায়দার সহিত একজন দোভাষী নিঃশব্দে আমাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। পাছে তাহার নিশ্বাসবায়ু মহারাজের দিকে যায়, এইজন্য যখনই সে কথা কহিতেছে, অম্নি একটা শাদা রেশমের রুমাল নিজের মুখের সম্মুখে ধারণ করিতেছে। এই সতর্ক-তার কোন প্রয়োজন দেখি না; কেননা, তাহার দন্তপংক্তি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও তাহার নিশ্বাস বেশ বিশুদ্ধ।

মহারাজা স্বল্পভাষী; সহজে কেহ ইঁহার দর্শন পায় না; তথাপি, ইঁহাতে কেমন-একটা "মোহিনী" আছে—কেমন-একটি লালিত্য আছে;—অতীব মার্জ্জিত শিষ্টতার সহিত কেমন-একটা সঙ্কোচের ভাব মিশ্রিত—যাহা বড়-বড় লাটদিগের মধ্যেই প্রায় দেখা যায়। প্রথমেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার দেশে আসিয়া আমি যথোচিত আদর-যত্ন পাইয়াছি কি না;—যে গাড়িঘোড়া তিনি আমার জন্য পাঠাইয়াছেন, তাহা আমার মনোমত হইয়াছে কি না। এইরূপ নিতান্ত সাধারণ-ধরণের সাদামাটা কথা দিয়া আমাদের কথোপকথন আরম্ভ হইল; মাঝে মাঝে থামিয়া যাইতে লাগিল—বাধিয়া যাইতে লাগিল। কেন না, আমাদের উভয়ের স্বাভাবিক ও কৌলিক সংস্কারের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কিন্তু তাহার পর যখন য়ুরোপের কথা উপস্থিত হইল, যে দেশ হইতে আমি আসিয়াছি, তাহার কথা উপস্থিত হইল, যে দেশে আমি শীঘ্রই যাইব, সেই পারস্যদেশের কথা উপস্থিত হইল,—তখন আমি

দেখিতে পাইলাম—যদি আমাদের মধ্যে এই সমস্ত বাধা না থাকিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কত কৌতূহলজনক নূতন-নূতন কথার বিনিময় হইতে পারিত।...

এই সময়ে একজন আসিয়া মহারাজকে জানাইল—যেখানে তিন সন্ন্যাসীর বাস, সেই রমণীয় বনে সান্ধ্যভ্রমণার্থ অশ্বারোহণে বাহির হইবার সময় হইয়াছে। আজ সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া, যেখানে হরিণেরা আসিয়া জড় হয়, সেই বাড়ি পর্য্যন্ত যাইবার কথা। এই ছাদের উপর যে-সকল ভৃত্য বড়-বড় প্রাচ্যধরণের বৃহৎ ছত্র মহারাজার মাথার উপর ধরিয়াছিল, তাহারা নীচে গিয়াও সেই সব ছত্র ধরিয়া মহারাজকে ছায়ায়-ছায়ায় রাখিতে লাগিল। নীচে অশ্বারোহী অনুচরবর্গ মহারাজার সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত।

আমাকে বিদায় দিবার পূর্ব্বেই, তিনি যে নূতন প্রাসাদটি নির্ম্মাণ করাইতেছেন এবং যাহা এখনো শেষ হয় নাই, তাহা আমাকে দেখাইবার জন্য তাঁহার লোকজনকে আদেশ করিলেন; এবং সেই দ্বীপস্থ পুরাতন প্রাসাদগুলিও দেখাইবার জন্য নৌকা প্রস্তুত রাখিতে বলিলেন।

আমাদের এই যুগে, পুরাতন জিনিস সমস্তই লোপ পাইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয়, এই ভারতে এখনো এমন কতকগুলি রাজা আছেন, যাঁহারা খাঁটি ভারতীয় ধরণের গৃহাদি-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত;—সেইরূপ ধরণের গৃহ, যাহা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সেই গৌরবান্বিত পুরাকালে উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন।

একটি চক্রাকৃতি ভূমিখণ্ড অন্তরীপের মত সরোবরের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই ভূমিখণ্ডের উপর, খুব উচ্চদেশে, নূতন প্রাসাদটি প্রতিষ্ঠিত;—কতকগুলা শাদাশাদা দালানঘর, কতকগুলা শাদা-শাদা চতুষ্কগৃহ;—সমস্তই মাল্যাকৃতি কারুকার্য্যে ভূষিত;—শাদাটে পাথর কিংবা মার্ব্বেলের সান বসানো। প্রাসাদটি এরূপভাবে নির্ম্মিত ও সংস্থাপিত যে, সেখান হইতে সরোবরের বিভিন্নভাগ বেশ দৃষ্টিগোচর হয়; একটা প্রকাণ্ড সোপান সরোবর পর্য্যন্ত নামিয়া গিয়াছে, তাহার দুই ধারে পাথরের হাতী। সরোবরটি অনবচ্ছিন্ন পর্ব্বতমালায় পরিবেষ্টিত। প্রাসাদের অভ্যন্তরে,—দেয়ালের গায়ে, কাচ ও চীনেমাটির (mosaic) বিচিত্র নক্সা। অমুক ঘরে দেখিবে—শুধু গোলাপেরই শাখাপল্লব; প্রত্যেক গোলাপটি ২০ রকমের বিভিন্ন চীনেমাটির দ্বারা রচিত। আর-এক ঘরে গিয়া দেখিবে—জলের গাছপালা; পদ্মের গাছ; সেই সঙ্গে বক ও মাছরাঙা পাখী। এইরূপ বিচিত্র নক্সা-কাজের ধৈর্য্যশালী কারিকরেরা এখনো সেইখানে রহিয়াছে। উহারা মাটির উপর উবু হইয়া বসিয়া হাজার-হাজার রঙিন টুক্‌রা-কাচ হইতে, পল্লব ও পাপড়ি কুঁদিয়া বাহির করিতেছে। সম্প্রতি একটা ঘর শেষ হইয়াছে;—[illegible] সবুজ দেয়ালের গায়ে, বড়-বড় লাল গোলাপের নক্সা ছাড়া সেখানে আর কিছুই নাই। এই ঘরটিতে, প্রাচীনধরণের সাজসজ্জা যেরূপভাবে বিন্যস্ত, তাহাতে আমাদের দেশে যাহাকে "নূতন শিল্পকলা" বলে, তাহাই মনে করাইয়া দেয়;—মধ্যস্থলে একটি স্ফটিকের খাট; দেয়ালে যে প্রকার সবুজ রং—সেই রঙের মশারি; এবং পদ্মনক্সাগুলির যেরূপ লাল রং,—সেই রঙেরই মখমলের গদী।

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন দেবমন্দির;—এরূপ জীর্ণ যে, সরোবরের জলে এখনি ধসিয়া পড়িবে বলিয়া মনে হয়; এই মন্দিরের পাদদেশে, একখানা নৌকা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি সেই নৌকায় উঠিলাম। মাঝিমাল্লারা আমাকে ক্ষুদ্র দ্বীপটির অভিমুখে লইয়া গেল। একটা ঘোরবাতাস উঠিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, এইরূপ বাতাস উঠিয়া থাকে। ধূলারাশি ও মৃত্যু বিকীর্ণ করিয়া এই বাতাস সমস্ত রাজস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু এই সরোবরে আসিয়া এই বাতাস বেশ শীতল ও বিমল ভাব ধারণ করিয়াছে; এবং আমাদের চারিধারে অতীব ক্ষুদ্র নীল লহরীলীলা উঠিয়াছে।

দুইটি দ্বীপের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, সেই দ্বীপের প্রাসাদটি একশত বৎসরের হইবে; উহা সুগভীর সরোবরের মধ্যস্থলে অবস্থিত; সুতরাং এম্‌নিই ত লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন,—তাতে আবার প্রাচীরবদ্ধ হওয়ায়, আরো নিভৃতভাব ধারণ করিয়াছে। ছোট-ছোট উদ্যানগুলিও প্রাচীরবদ্ধ;—সমাধিভূমিসুলভ একপ্রকার উদ্ভিজ্জের দ্বারা আক্রান্ত;—কাঁটাগাছের ঝোপ্‌ঝাড়, লম্বা-লম্বা উদ্দাম তৃণরাশি, চরকার পাঁইজের মত বড়-বড় Hollyhock,—এই সব তৃণগুল্মে আচ্ছন্ন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে, গোলোকধাঁধার মত কতক-

গুলা অদ্ভুতধরণের ঘর ;—নীচু, অন্ধকেরে, বিচিত্র নক্সার কাজে কিংবা চিত্রে বিভূষিত ; কিন্তু এই সব নক্সাদি এখন অনেকটা ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদটি এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, দিবসের প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই, ছায়া ও শৈত্য সকল-দিকেই সমান উপভোগ করা যাইতে পারে ; ইচ্ছা করিলে, এই প্রাসাদেই, কখন তুমি বিষণ্ণ ফুলের কেয়ারীর সম্মুখে, কখন দুরস্থ ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যের সম্মুখে, কখন বা নিকটবর্ত্তী সরোবরতীরস্থ শুভ্র পরীপ্রাসাদের সম্মুখে, আপন কল্পনায় বিভোর হইতে পার। এই দ্বীপের ছোট-ছোট ঘরগুলিতে—এখানকার এই সব "পোড়ো" ঘরগুলিতে,—এক সময় না জানি কত জীবননাট্য অভিনীত হইয়াছে,—দীর্ঘকাল ধরিয়া কত লোকে কত কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে! এক্ষণে এই ঘর-গুলি,—সরোবরের আর্দ্রতা, শৈবাল ও যবক্ষারের প্রভাবে ধীরে-ধীরে বিনষ্ট-হওয়া-প্রযুক্তই কি পরি-ত্যক্ত হইয়াছে ?...প্রাচীরের কুলুঙ্গিতে,—সমাধি-স্থানের আধো অন্ধকারের মধ্যে—কতকগুলা ছোট-খাটো খেলানাসামগ্রী শার্শি-দরজার মধ্যে রুদ্ধ। প্রায় একশত বৎসর হইল, এই সব দ্রব্য য়ুরোপ হইতে আইসে, সুতরাং মহামূল্য হইবারই কথা! —পুরাতন চীনেমাটির পাত্রাদি, ষোড়শ লুইর আমলের পোষাকপরা পুতুল, ছোট-ছোট ঘটে বসানো কৃত্রিম পুষ্পাদি।...না জানি কত রাণী, কত রাজকুমারী এই সকল ক্ষণভঙ্গুর উপঢৌকন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন—তাঁহাদের জিনিসগুলি এইখানেই রহিয়া গিয়াছে।...

ইহার পরেই, বড় দ্বীপটিতে নামিলাম। এখান-কার প্রসাদগুলি,প্রায় তিনশত বৎসর হইল, একজন প্রবল-প্রতাপ-নৃপতি-কর্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই প্রাসাদগুলি অপেক্ষাকৃত আরো বিশাল, আরো ভগ্নদশাপন্ন। ঘাটের সিঁড়ি প্রকাণ্ড ;—ধাপগুলি শাদা ধপ্‌ধপে—জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত ; সরোবরের সমরেখাপাতে, সোপানের ধারে-ধারে বড়-বড় পাথরের হাতী সারি-সারি সজ্জিত ;—মনে হয় যেন, তাহারা নৌকার আগমন নিরীক্ষণ করিতেছে। পার্শ্ববর্ত্তী ছোট দ্বীপটির ন্যায় এখনকার বিষণ্ণ উদ্যান-গুলিও প্রাচীরবদ্ধ ; কিন্তু এই সকল প্রাচীরে নক্সা-কাজের খুঁটিনাটি আরো বেশী ;—কারিকর-দিগের ধৈর্য্যের পরিচয় আরো বেশী পাওয়া যায়। দক্ষিণাত্যের বড়-বড় তালগাছ এখানে আছে ; এই সব তালগাছ এখানে বন্য-অবস্থায় বর্দ্ধিত হয় না ;—রাজপ্রাসাদেরই চতুর্দ্দিকে বিলাস-সামগ্রীরূপে সংরক্ষিত। নারাঙ্গিকুঞ্জের উদ্গীরিত সৌরভে চারিদিক্ আমোদিত ; মরাপাতার উপর নারাঙ্গি-ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরিয়া পড়িয়া গাছের তলদেশ ছাইয়া গিয়াছে ;—মনে হয় যেন, জমাট শিশিরবিন্দুর একটা স্তর পড়িয়াছে। আমরা যখন প্রবেশ করিলাম, তখন একটু বেশী বেলা হইয়া গিয়াছে ; —উচ্চ ও খাড়া পর্ব্বতগুলার পশ্চাতে সূর্য্য অনেকটা ঢলিয়া পড়িয়াছে ; তাই সরোবরের উপরে যেন একটু আগেভাগেই সন্ধ্যা দেখা দিয়াছে। ইহা টিয়াপাখীদের শয়নকাল। এই সব প্রাচীরবদ্ধ সুরক্ষিত নারাঙ্গিগাছের মধ্যেই উহাদের সাধের বাসা। সুরম্য বনভূমি হইতে, সবুজ মেঘের মত উহারা দলে-দলে উড়িয়া আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার ম্রিয়মাণ গাছের পাতা-গুলি অপেক্ষা উহারা বেশী সবুজ। চতুর্দ্দিকস্থ বনরাজি শীতঋতুসুলভ ধূসরবর্ণ ধারণ করিয়াছে ; এমন কি, জলের ধারেও, সমস্ত উদ্ভিজ্জ "হলদে মারিয়া" যাইতেছে। শুষ্ক বায়ু—দুর্ভিক্ষের বায়ু—সোঁসোঁ করিয়া বহিতেছে ;—ইহার জোর যেন ক্রমেই বাড়িতেছে। এই দ্বীপে, এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে, সন্ধ্যার বিষাদচ্ছায়া আরো যেন ঘনীভূত হইয়া, ভয় ও উদ্বেগ বর্দ্ধিত করিতেছে।

গোলাপী রঙের সুন্দর পুরী।

আরো দেড়ক্রোশ উত্তরাভিমুখে। উদয়পুরের পর হইতে—মরুভূমির পর মরুভূমি। সমস্ত ভূমিই অভিশাপগ্রস্ত ;—মাটির উপরে যেন একটা শাদা ভস্মের স্তর পড়িয়াছে ; যেন একটা আগ্নেয়গিরির ব্যাপক অগ্ন্যুচ্ছাসে এই ভস্ম চারিদিকে বিকীর্ণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে জঙ্গল ছিল, গ্রাম ছিল, কৃষিভূমি ছিল—এখন সমস্তই একাকার,—একই বিষণ্ণ রঙে রঞ্জিত। কিন্তু এই উদাস উজাড় মরু-প্রদেশেও একটি সুরম্য নগর, পূর্ণ প্রাচ্যমহিমায় বিরাজ করিতেছে। সে সকল বীথি, সমুচ্চ দন্তুর প্রাকারাবলী, ছুঁচাল-খিলান-সমন্বিত দ্বার-সমূহ এইখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে,—উহা শুভ্রপরি-চ্ছদধারী অশ্বারোহী পুরুষে, পীত কিংবা লোহিত

অবগুণ্ঠনে আবৃত রমণী-বৃন্দে পরিপূর্ণ। গরুর গাড়ি যাতায়াত করিতেছে। সুসজ্জিত উটেরা সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে। সু-কালের মত চারিদিকে বিচিত্র রঙের ছড়াছড়ি— জীবন-উচ্ছ্বাসের উদ্দামস্ফূর্ত্তি।

কিন্তু প্রাকারাবলীর পাদদেশে, ছেঁড়া ন্যাকড়ার বস্তার মত ও সব কি দেখা যায়?—উহার মধ্যে কতকগুলা মনুষ্যের আকার প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। জমির উপর ঐ লোকগুলা কে? উহারা কি মাতাল? উহারা কি রুগ্ণ? আহা! কতকগুলা শীর্ণকায় জীব, কতকগুলা অস্থিপঞ্জর, কতকগুলা "মমি" শব! কিন্তু না, এখনো যে নড়িতেছে; চোখের পাতা পড়িতেছে, চোখ মেলিয়া চাহিতেছে! শুধু তাহা নহে, খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্ঘাকার লম্বা-লম্বা অস্থিখণ্ডের উপর ভর দিয়া টলমল করিতেছে।

প্রথম দ্বারটি পার হইবার পরেই আর একটি দ্বার! এই দ্বারটি ভিতরকার প্রাচীরগাঁথনির মধ্য হইতে কাটিয়া বাহির করা। দন্তুর চূড়া-দেশ পর্য্যন্ত এই প্রাচীরটি গোলাপী রঙে রঞ্জিত;—গোলাপী রঙের জমির উপর ভারতীয় নক্সার ধরণে নিয়মিত-অন্তরে শাদা শাদা ফুলের নক্সা কাটা। পুরু ধূলার স্তরের উপর, এখনো কতকগুলা শ্যামবর্ণ মনুষ্যের গাদা রহিয়াছে;—যেন ভস্মরাশির মধ্যে নিমজ্জিত। পুষ্পচিত্র-বিভূষিত এই সুন্দর গোলাপী রঙের প্রাচীরের সম্মুখে উহাদিগকে আরো কদাকার দেখাইতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন অস্থিপঞ্জরের উপর একখণ্ড শুকানো চাম্‌ড়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। হাড়গুলা যেন স্পষ্ট করিয়া গোণা যায়। হাঁটু ও কনুয়ের গাঁট যেন এক একটা মোটা গোলা;— লাঠির গাঁঠের মত। উরুতে শুধু একটা হাড়—নীচের জঙ্ঘা অপেক্ষা শীর্ণ; জঙ্ঘাতেও দুইটি অস্থিখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নাই। উহাদের মধ্যে কতকগুলা লোক এক পরিবারের মত দলবদ্ধ হইয়া আছে; কতকগুলা বিচ্ছিন্নভাবে ইতস্তত রহিয়াছে। কেহ বা দুই হাত ছড়াইয়া মাটির উপর পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; কেহ বা বোবার মত, স্থাণুর মত, উবু হইয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছে; চোখগুলা জ্বরবিকার-গ্রস্ত রোগীর ন্যায়; লম্বা লম্বা দাঁত ঠোঁট হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে—ঠোঁট পিছনে হটিয়া গিয়াছে। এক কোণে—একটি মাংসহীন জীর্ণশীর্ণ বৃদ্ধা ছেঁড়া ন্যাকড়ার উপর বসিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতেছে। বোধ হয়, এ সংসারে তাহার আর কেহ নাই।

এই দ্বারযুগল যেই পার হইলাম, অমনি নগরের অভ্যন্তরদেশ আমার সমক্ষে সহসা প্রকাশিত হইল। আমি এরূপ দেখিব বলিয়া আদৌ প্রত্যাশা করি নাই। কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! কি ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার!

একটা বৃহৎ নগর সমস্তই গোলাপী;— উহার প্রাকারাবলী, উহার দেবালয়, উহার গৃহাদি, উহার কীর্ত্তিস্তম্ভ—সমস্তই গোলাপী; সমস্তের উপর একই রকম শাদা ফুলের নক্সা। রাজার এ কি অদ্ভুত খেয়াল! দেখিলে মনে হয়, ভারতীয়-ধরণের ফুলের নক্সা-কাটা যেন একটি অখণ্ড প্রাচীর বরাবর প্রসারিত। মনে হয়, যেন অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন পুরাতন "একরঙা" নগর। কিন্তু এখানে সমস্ত মিলিয়া তাহা হইতে একটি পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিস্ফুরিত হয়, তাহার তুলনা আর কোথাও নাই। অন্যান্য একরঙা নগরের সহিত এই বিষয়েই ইহার প্রভেদ, ইহা একেবারেই অনন্যসদৃশ।

লম্বা-লম্বা রাস্তা, ঠিক সমসূত্রে নির্ম্মিত আমাদের "বুল্‌ভার্" (Boulvard) রাস্তা অপেক্ষা দ্বিগুণ চওড়া। রাস্তার দুই ধারে সারি-সারি উ[illegible] অট্টালিকা; এই সকল অট্টালিকার সম্মুখভা[illegible] — প্রাচ্যদেশসুলভ-খাম্‌খেয়ালি-কল্পনানুযায়ী কত যে বিচিত্র আকারে নির্ম্মিত, তাহার আর অন্ত নাই। নালা নক্সা-ভূষিত ছোট-ছোট কত খিলান; অট্ট-চূড়া প্রভৃতি এত অতিরিক্ত পরিমাণে উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত যে, এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সমস্তই গোলাপী রঙের। খুব সামান্য ছোটখাটো ঢালাই কাজ কিংবা ফলপুষ্পের নক্সা—তাহাও শাদা-শাদা সূত্রাকার কারুকর্ম্মে খচিত। যে সকল অংশ ক্ষোদিত, তাহার উপর যেন শাদা "লেসের" কাজ (Lace) বসানো। পক্ষান্তরে, যে সকল অংশ সমতল, তাহার উপর সেই একই গোলাপী রং—সেই একই রকমের ফুলের নক্সা চিত্রিত।

এই সব রাস্তার সর্ব্বত্রই জনতার গতিবিধি। সর্ব্বত্রই উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা। শতশত দোকানদার নানা-প্রকার দ্রব্যসামগ্রী মাটির উপর সাজাইয়া

রাখিয়াছে। দুই ধারের "পদপথ"—কাপড়ে, তাম্র-সামগ্রীতে, অস্ত্রাদিতে সমাচ্ছন্ন। আবার এই জনতার মধ্যে কতকগুলি রমণীও চলাফেরা করিতেছে। উহাদের বিচিত্র রঙের ও বিচিত্র ঢঙের নক্সা-কাটা অবগুণ্ঠন; স্কন্ধ পর্য্যন্ত সমস্ত নগ্নবাহু বাজুবন্দে ভূষিত।

এই বড় রাস্তার মধ্য দিয়া রৌপ্য-অস্ত্রধারী অশ্বারোহিগণ ঝক্‌মকে জিনের উপর বসিয়া চলিয়াছে। শিং-রং-করা বলদেরা বড়বড় শকট টানিয়া লইয়া যাইতেছে। রজ্জুবদ্ধ দ্বি-ককুদ উষ্ট্রগণ দীর্ঘরেখায় সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে। জরির পোষাক পরিয়া হস্তিবৃন্দ চলিয়াছে; উহাদের শুণ্ডের উপর চিত্র-বিচিত্র নক্সা অঙ্কিত। এক-ককুদ উষ্ট্রেরা চলিয়াছে; তাহাদের পৃষ্ঠে দুইজন করিয়া লোক উপবিষ্ট—একজনের পিছনে আর একজন। এই সকল উষ্ট্র অষ্ট্রিচ্ পাখীর মত সম্মুখে ঘাড় বাড়াইয়া দিয়া লঘু-পাদক্ষেপে ঢল্‌কি-চালে চলিয়াছে। ফকির-সন্ন্যাসীরা চলিয়াছে—একেবারে নগ্নকায়;—আপাদমস্তক শাদা চূর্ণে আছন্ন। পাল্কী চলিয়াছে—তাঞ্জাম চলিয়াছে। সমস্তই যেন প্রাচ্য পরীদৃশ্যের একটি চিত্রপট—অপূর্ব্ব একরঙা গোলাপী ফ্রেমের মধ্যে আবদ্ধ।

কতকগুলা লোক রাজার পোষা চিতাদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া, জনতায় অভ্যস্ত করাইবার জন্য উহাদিগকে লইয়া বেড়াইতেছে। চিতারা সতর্কভাবে পা টিপিয়া-টিপিয়া চলিয়াছে। উহাদিগকে দেখিতে অদ্ভুত। মাথায় ছোট-ছোট জরির টুপি; থুঁতির নীচে একটা পুষ্পাকার ফিতার গ্রন্থি। মখ্‌মলের মত পায়ের থাবাগুলা,—একটার পর একটা,—কি সন্তর্পণেই মাটির উপর রাখিয়া চলিতেছে! আরো বেশী নিরাপদ হইবার জন্য কতকগুলি লোক উহাদের আংটা-বদ্ধ পুচ্ছ ধরিয়া রহিয়াছে। ইহারা ছাড়া আরো চারিজন পিছনে-পিছনে চলিয়াছে।

তা ছাড়া, সেই প্রাকারদ্বারের সম্মুখে যে-শ্রেণীর জীব দেখা গিয়াছিল, সেইরূপ কতকগুলি লোক এখানেও বিষণ্ণমুখে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। দেখিলে মনে হয়, যেন গোর হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। উহারা সাহস করিয়া এই পুষ্পবর্ণরঞ্জিত সুন্দর পুরীতে প্রবেশ করিয়াছে এবং আপনাদের অস্থিগুলা টানিয়া-টানিয়া লইয়া বেড়াইতেছে!... প্রথমে দেখিয়া যেরূপ মনে হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা এই সব লোকের সংখ্যা আসলে অনেক বেশী। অন্তঃপ্রবিষ্ট নিষ্প্রভ নেত্রে যাহারা টলিয়া টলিয়া ইতস্তত বেড়াইতেছে, শুধু ইহারাই যে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোক, তাহা নহে; দোকানদারের মধ্যে, সুশোভন সুসজ্জিত দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে, ছেঁড়া ন্যাক্‌ড়ার বস্তার মত—নরকঙ্কালের মত, এইরূপ আরো কতকগুলা লোক পাথর-বাঁধানো পদপথের উপর পড়িয়া আছে। পথ-চল্‌তি লোকেরা—পাছে উহাদের মাড়াইয়া ফেলে, এই ভয়ে একটু পাশ কাটাইয়া চলিতেছে...এই প্রেতমূর্ত্তিগুলা চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রভূমির কৃষক। যে অবধি বৃষ্টির অভাব হইয়াছে, তখন হইতেই উহারা, শস্যনাশনিবারণার্থ প্রাণপণে যুঝাযুঝি করিয়াছে; এই দীর্ঘকাল উহারা যে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছে,—উহাদের দেহের অসম্ভব কৃশতা তাহারই ফল। এখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। গরুবাছুর সমস্তই মরিয়া গিয়াছে। মৃত গরুর চাম্‌ড়াও উহারা জঘন্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে। যে সকল জমিতে উহারা চাষবুনানি করিয়াছিল, সমস্তই এখন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। সেখানে এখন আর কিছুই অঙ্কুরিত হয় না। এক-মুঠো অন্নের জন্য উহারা কাপড়চোপড়, রূপার গহনাপত্র,—উহাদের যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই বিক্রয় করিয়াছে। কয়েকমাস ধরিয়া উহাদের শরীর ক্রমশই শীর্ণ হইতেছে। তাহার পর এখন এই দারুণ দুর্ভিক্ষ; ক্ষুধার অসহ্য যন্ত্রণা! ক্রমে শবদেহের পূতিগন্ধে সমস্ত গ্রামপল্লী আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

অন্ন! হাঁ, এই সব লোক একমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত; তাই উহারা এই নগরাভিমুখে আসিয়াছে। এইখানে আসিলে লোকে উহাদের প্রতি দয়া করিবে, উহাদের প্রাণ বাঁচাইবে—এই-রূপ উহাদের বিশ্বাস ছিল। কেননা, উহারা পরম্পরায় শুনিয়াছিল,—নগর অবরোধের সময় খাদ্যসামগ্রী যেরূপ নগরের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ এইখানে রাশিরাশি চাউল-ময়দা রক্ষিত হইয়াছে; এবং এই নগরে আসিলেই সকলে একমুঠা খাইতে পায়।

বস্তুত রাজার আদেশক্রমে সারিবন্দি উষ্ট্রপৃষ্ঠে

বস্তা বস্তা চাউল ও ছোলা দূরপ্রদেশ হইতে সহরে অষ্টপ্রহর আমদানি হইতেছে। ধান্যাগারে—এমন কি, পদপথের উপরেও উহা জমা করিয়া রাখা হইতেছে;—শুধু এই ভয়ে, পাছে চতুর্দ্দিকের দুর্ভিক্ষ এই সুন্দর গোলাপী নগরেও প্রবেশ করে! এখানে খাদ্যসামগ্রী পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু উহা ক্রয় করিতে হয়। ক্রয় করিবার জন্য অর্থ চাই সত্য বটে, রাজধানীতে যে সকল দরিদ্রের বসতি, রাজা তাহাদিগকে অর্থাদি বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষেত্রভূমির শতসহস্র কৃষক, যাহারা অন্নাভাবে ক্ষুধার জ্বালায় মরিতেছে, তাহাদের সাহায্যের জন্য এই অর্থে কুলায় না। তাই উহাদিগকে আসিতে দেওয়া হইতেছে না। তাই তাহারা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আহারস্থানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শুধু এই আশাভরে, যদি কেহ একমুষ্টি চাউল তাহাদের নিকট নিক্ষেপ করে। তাহার পর, যখন শয়নের সময় হয়, তখন উহারা যেখানে হয় একস্থানে শুইয়া পড়ে; এমন কি, পদপথের সানের উপরেই শুইয়া পড়ে। বোধ হয়, উহাই তাহাদের অন্তিমশয্যা।

এইমাত্র শ-খানেক বস্তার চাউল উষ্ট্রপৃষ্ঠে এখানে আসিয়া পৌঁছিল। ধান্যাগারগুলা বোধ হয় পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই ধান্যাগারের সম্মুখস্থ পদপথের উপর এই বস্তাগুলা নামাইয়া রাখিতে হইবে। ৫ হইতে ১০ বৎসরের কঙ্কালসার নগ্নকায় তিনটি শিশু সেইখানে বিশ্রাম করিতেছিল। একজন প্রতিবেশী বলিল,—"ইহারা তিনটি ভাই; ইহাদের মা-বাপ—যাহারা উহাদের আনিয়াছিল, তাহারা মরিয়াছে (বলা বাহুল্য, ক্ষুধার জ্বালায়); তাই, উহারা এইখানেই পড়িয়া আছে, উহাদের আর কেহ নাই। যে স্ত্রীলোকটি এই কথা বলিতেছিল, তাহার কথার ভাবে মনে হইল, এ সমস্তই যেন স্বাভাবিক ঘটনা। আকারপ্রকারে স্ত্রীলোকটি দুষ্টা বলিয়াও মনে হয় না।...কি ভয়ানক! ইহারা কি রকম লোক? ইহাদের হৃদয় না-জানি কি উপাদানে গঠিত! এদিকে ইহারা একটি পাখী মারিবে না; অথচ ইহাদের দ্বারের সম্মুখে কতকগুলা অনাথ পরিত্যক্ত শিশু অনাহারে মরিতেছে, তাহা দেখিয়াও উহাদের হৃদয় একটুও বিচলিত হইতেছে না।

যে শিশুটি সব চেয়ে ছোট, তাহার প্রায় সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। একেবারে গতিশক্তি রহিত মুদ্রিত চোখের পাতার ধারে-ধারে যে মাছি বসিয়াছে, তাহাদের তাড়াইবারও শক্তি নাই। রন্ধনার্থ ছাগাদি পশুর অন্ত্র বাহির করিয়া ফেলিলে যেরূপ হয়, উহাদের উদর সেইরূপ দেখিতে হইয়াছে। রাস্তায় সানের উপর শরীরকে ক্রমাগত টানাহ্যাঁচড়া করায়, পিঠের হাড় মাংসের মধ্যে বিঁধিয়া গিয়াছে।

যাহাই হউক, এই শস্যের বস্তাগুলা রাখিবার জন্য উহাদিগকে এক্ষণে সরানো আবশ্যক। যে শিশুটি সব চেয়ে বড়, সে অতীব বাৎসল্যসহকারে ছোটটিকে কাঁধে করিয়া লইল এবং মধ্যমটির হাত ধরিল; কেননা, মধ্যমটির এখনো একটু চলিবার শক্তি আছে। এইরূপে উহারা নীরবে নিঃশব্দে সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

ছোটটির চক্ষু মুহূর্ত্তের জন্য একবার উন্মীলিত হইল। আহা! উহার চোখের দৃষ্টি অন্যায়রূপে দণ্ডিত নির্দ্দোষ বধ্যজনের দৃষ্টির মত। যন্ত্রণার ভাব,—তিরস্কারের ভাব,—কি হেতু সর্ব্বজনপরিত্যক্ত হইয়া এতটা কষ্টভোগ করিতেছে, তজ্জন্য বিস্ময়ের ভাব—সমস্তই যেন ঐ দৃষ্টিতে পরিব্যক্ত!... কিন্তু ক্ষণপরেই তাহার সেই মুমূর্ষু চক্ষু আবার নিমীলিত হইল; আবার মাছিগুলা আসিয়া চোখের পাতার উপর বসিল। বেচারা শিশুটির ক্ষুদ্র মস্তক তাহার বড় ভায়ের শীর্ণ কাঁধের উপর আবার ঢলিয়া পড়িল।

পা একটু টলিল; কিন্তু চোখে জল নাই; মা… একটি কাতরোক্তি নাই; শিশু-ধৈর্য্য ও শিশু-আত্মত্যাগের যেন সাক্ষাৎ মূর্ত্তি—এইরূপে সে, ভাই-দুটিকে লইয়া চলিয়া গেল। বড়টি আপনাকে বাড়ীর কর্ত্তা বলিয়া মনে করে। তাহার পর সে যখন দেখিল, এতটা দূরে আসিয়াছে যে, এখন আর কাহারো পথের অন্তরায় হইবার সম্ভাবনা নাই, তখন খুব সতর্কতার সহিত, অতি সন্তর্পণে ভাই-দুটিকে রাস্তার সানের উপর আবার শুয়াইয়া দিল এবং নিজেও তাহাদের পার্শ্বে শয়ন করিল।

এই চৌমাথা-রাস্তায়—যেখানে সমস্ত সুন্দর রাস্তাগুলি আসিয়া মিলিত হইয়াছে—যে শোভা-সৌন্দর্য্য এই নগরের বিশেষত্ব, তাহা যেন পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্তই গোলাপী ও তাহার উপর শাদা গোলাপফুলের

ক্সা। দেবমন্দিরের গোলাপী চূড়াসমূহ ধূলাচ্ছন্ন াকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে; তাহার চারি- ার্শ্বে কালো-কালো পাখী আবর্ত্তের ন্যায় ঘোরপাক দিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রাজপ্রাসাদের সম্মুখ- াগও গোলাপী, তাহার উপর শাদা ফুলের নক্সা; —আমাদের বড়-বড় গির্জ্জার সম্মুখভাগ অপেক্ষাও চ্চ; প্রায় একশত সমপ্রমাণ চতুষ্ক উপর্য্যুপরি ্যস্ত;—প্রত্যেকেরই একইপ্রকার স্তম্ভ-শ্রেণী, একই প্রকার গরাদে, একইপ্রকার ছোট-ছোট গম্বুজ; র্ব্বোপরি রাজনিশান,—শুষ্কবায়ুভরে পতপতশব্দে াকাশে উড়িতেছে। ফুলের নক্সা-কাটা গোলাপী রঙের প্রাসাদগৃহাদি—চতুষ্পথের চারিপার্শ্ব হইতে সুরু করিয়া ধূলিময় রাস্তার সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমসূত্ররেখায় বরাবর চলিয়া গিয়াছে।

এই চতুষ্পথের লোকেরা অলঙ্কারে আরো অধিক বিভূষিত, আরো অধিক জীবন-উদ্যমে পূর্ণ, বিচিত্র বর্ণে আরো অধিক সমুজ্জ্বল। ক্ষুধাক্লিষ্ট পরিব্রাজকদিগের সংখ্যা,—বিশেষতঃ ক্ষুদ্র বালক- দিগের সংখ্যা এখানে আরো অধিক। কেননা, এই রাস্তার মাঝখানেই, খোলা জায়গায়,—চাউলের পিঠা, চিনি কিংবা মধু দিয়া প্রস্তুত মিষ্টান্নের পাক হইতেছে; তাহাতেই উহারা আকৃষ্ট হইতেছে। বলা বাহুল্য, উহাদিগকে কিছুই দেওয়া হইতেছে না, তবু উহারা দুর্ব্বল কম্পমান ছোট-ছোট পায়ের উপর ভর দিয়া এইখানেই দাঁড়াইয়া আছে।

এই সকল ক্ষুধিতের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। উহারা করাল বন্যার মত গ্রাম-পল্লী হইতে ঠেলিয়া আসিতেছে; সহরের দ্বারদেশে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, দূরত্বের নিদর্শন-খোঁটার মত, উহাদের মৃতশরীরে সমস্ত পথ পরিচিহ্নিত হইতেছে।

একজন বস্ত্রবিক্রেতা দোকানদার গরম গরম কচুরী খাইতেছিল; তাহারি সম্মুখে, একজন রমণী —রমণী কঙ্কাল বলিলেও হয়—যাচ্ঞার ভাবে সেই- খানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার শুষ্ক স্তনের উপর, তাহার বুকের হাড়ের উপর, সে একটি কঙ্কালসার শিশুকে জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া আছে। না, দোকান- দার তাহাকে কিছুই দিল না; এমন কি, তাহার দিকে একবার চাহিয়াও দেখিল না। সেই মৃতকল্প শিশুর শুষ্কস্তনা জননী একেবারে যেন পাগলের মত হইল। সে দাঁত বাহির করিয়া নেকড়ে বাঘের মত দীর্ঘস্বরে একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। রমণী যুবতী,—বোধ হয়, এক সময়ে দেখিতেও সুশ্রী ছিল। তাহার দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কপোলদেশে এখনো যৌবনের চিহ্ন দেদীপ্যমান। বোধ হয়, ১৬ বৎসর বয়স; প্রায় বালিকা বলিলেই হয়।...অবশেষে সে বুঝিতে পারিল, কেহই তাহার প্রতি দয়া করিবে না; সে পরিত্যক্তা অনাথা! কোন বন্যপশু শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলাইবার পথ না দেখিয়া নিরুপায় হইয়া যেরূপ চীৎকার করিতে থাকে, সেইরূপ সে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার নিকট দিয়া প্রকাণ্ডকায় হস্তিগণ নিঃশব্দে ধীরপদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের আহারের জন্য, বহুদূর হইতে, মহার্ঘ মূল্যে ডালপালা সংগ্রহ করিয়া আনা হইয়াছে।

কাকদিগের কলরব এই সমস্ত জনকোলাহল ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। হাজার-হাজার কাক গৃহ- ছাদের উপর বসিয়া কা-কা ধ্বনি করিতেছে। কাকদিগের এই চিরকেলে কলরব ভারতবর্ষে আর সমস্ত শব্দকে ছাড়াইয়া উঠে। আজকাল তাহাদের ডাকের আরো বৃদ্ধি হইয়াছে—এখন উহা উল্লাসের সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে সময়ে শবের পূতিগন্ধে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সেই দুর্ভিক্ষের সময়ই ইহাদের সু-কাল—প্রাচুর্য্যের কাল।

সে যাহাই হউক, প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে রাজার কুমীরেরা এখন আহার করিবে।

রাজার এই প্রাসাদটি একটি বৃহৎ জগৎ বলিলেই হয়। ইহার সংশ্লিষ্ট কত বিভিন্ন আবাস-গৃহ, কত অশ্বশালা, কত হস্তিশালাই যে আছে, তাহার আর অন্ত নাই। কুম্ভীরসরোবরে পৌঁছিতে হইলে, লৌহ-শলাকা-খচিত কত উচ্চদ্বার পার হইতে হয়, (Louvre) লুভ্‌র প্রাঙ্গণের মত কত বড়-বড় প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিতে হয়। এই সব প্রাঙ্গণের ধারে ধারে, গরাদেওয়ালা গবাক্ষবিশিষ্ট ঘোরদর্শন কত-কত ইমারত রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, উহা- দের দেওয়াল গোলাপী রঙে রঞ্জিত এবং উহাতে সাদা ফুলের নক্সা কাটা। আজ এই অঞ্চলে খুব লোকের ভিড়। আজ এখানে লোক ডাকিয়া- ডাকিয়া আনা হইতেছে। আজ সৈনিকদিগের বেতন পাইবার দিন। তাই সমস্ত সৈন্য আজ এখানে উপস্থিত! উহাদিগকে দেখিতে একটু

জংলি ধরণের, কিন্তু বেশ লম্বা-চওড়া; হস্তে বল্লম অথবা ধ্বজপতাকা। ভারী-ভারী সেকেলে-ধরণের মুদ্রা, অথবা চৌকণা তাম্রমুদ্রা উহাদিগকে দেওয়া হইতেছে।

থাম-ওয়ালা, ক্ষোদাই-করা ছোট-ছোট-খিলান-বিশিষ্ট মার্ব্বেলের একটা দালানঘরে, একটা প্রকাণ্ড ফ্রেমের উপর বেগ্‌নি-মখ্‌মলের একটা কাপড়ের টানা রহিয়াছে—দশজন কারিকর তাহার উপর "তোলাকাজের" (raised work) সোনালি জরির ফুল বুনিতেছে। রাজার একটি প্রিয় হাতীর জন্য নূতন পোষাক তৈয়ারী হইতেছে।

কঠিনশ্রমসহকৃত জলসেকের প্রভাবে উদ্যান-গুলা এখনো সবুজ রহিয়াছে। এই তাপদগ্ধ শুষ্ক-প্রদেশের মধ্যে এই মরুকাননগুলি দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এই উদ্যানগুলি উপবনের ন্যায় বিশাল; এবং উহাদের মধ্যে একপ্রকার বিষাদময় শোভা পরিলক্ষিত হয়। উহা ৫০ ফিট্ উচ্চ দস্তুর প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। উহাদের পথগুলি প্রাচীন-ধরণের;—সোজা-সোজা ও মার্ব্বেল দিয়া বাঁধানো; —ঝাউ, তাল, গোলাপ ও নারাঙ্গিকুঞ্জে বিভূষিত। নারাঙ্গিফুলের গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত। ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বত্রই মার্ব্বেল-পাথরের আরামকেদারা। নর্ত্তকীদের জন্য স্থানে-স্থানে চতুষ্ক-মণ্ডপ এবং রাজকুমারদিগের স্নানের জন্য মার্ব্বেলে বাঁধানো চৌবাচ্চা। এখানে ময়ূর আছে, বানর আছে; এমন কি, নারাঙ্গিগাছের তলায়, শিকারে বহির্গত ছুঁচাল-মুখ তস্করবৃত্তি শৃগাল-দিগকেও দেখিতে পাওয়া যায়।

অবশেষে সেই বৃহৎ সরোবর! ইহাও ভীষণ প্রাচীরে আবদ্ধ। দুইতিনবৎসরব্যাপী অনাবৃষ্টির ফলে ইহার প্রায় অর্দ্ধেক জল শুকাইয়া গিয়াছে। ইহার পাঁকের উপর শতবর্ষজীবিত গণ্ডশৈলপ্রায় প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কুম্ভীর নিদ্রা যাইতেছে! এই সময়ে শুক্লবস্ত্রধারী একজন বৃদ্ধ ঘাটের সিঁড়ির উপর আসিয়া, মস্‌জিদের মুয়েজ্জিনের মত সুস্পষ্টস্বরে টানাসুরে কি-একটা ক্রমাগত আবৃত্তি করিতে লাগিল;—নানাপ্রকার বাহুভঙ্গি-সহকারে কুমীর-দিগকে ডাকিতে লাগিল। তখন কুমীরেরা জাগিয়া উঠিল প্রথমে ধীরে ধীরে ও অলসভাবে,—ক্ষণ-পরেই—ক্ষিপ্রভাবে—চটুলভাবে সাঁতার দিয়া নিকটে আসিল; তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে বড়-বড় কচ্ছপও আসিল। তাহারাও ডাক শুনিয়াছে। তাহারাও খাইতে চায়। যেখানে সেই বৃদ্ধ এবং দুইজন ভৃত্য মাংসের ঝুড়ি হস্তে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই সোপানপংক্তির নীচে আসিয়া উহারা চক্রা-কারে সমবেত হইল এবং সীসাবর্ণ শ্লেষ্মা-চট্‌চটে মুখ ব্যাদান করিয়া ঐ সব মাংস গিলিবার জন্য প্রস্তুত হইল; তখন উহাদের মুখের মধ্যে ছাগলের পাঁজরা, ভেড়ার পা, ফুস্‌ফুস্, অন্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইল।

কিন্তু বাহিরের রাস্তায়, সেই সব ক্ষুধিত মনুষ্য-দিগকে খাওয়াইবার জন্য মুয়েজ্জিনের কণ্ঠস্বরে কেহই তাহাদিগকে ডাকিতেছে না। সেই নবাগত ভিক্ষুকেরা এখনো ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কেহ তাহাদের পানে চাহিয়া দেখিলে তখনি হাত বাড়াইয়া দিতেছে,—পেট চাপ্‌ড়াইতেছে। যাহারা ভিক্ষা চাহিয়া-চাহিয়া একেবারে হতাশ হইয়াছে, তাহারা জনতার মধ্যে—অশ্বগণের মধ্যে, ভূতলে শুইয়া পড়িয়াছে। প্রাসাদমন্দিরাদির দুইটি বীথি যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেইখানকার একটি চত্বর-ভূমিতে,—যেখানে দোকানদার, মল্‌মল্‌বস্ত্রাবৃত অলঙ্কারভূষিত রমণী প্রভৃতির বহুল জনতা,—সেই-খানে একজন বিদেশী, একজন ফরাসী,—শীর্ণকায় বীভৎসদর্শন চলৎশক্তিরহিত একগাদা ভিক্ষুকের নিকট আসিয়া তাহার গাড়ি থামাইল এবং নতকায় হইয়া তাহাদের স্পন্দহীন নিশ্চেষ্ট হস্তে কতকগুলা মুদ্রা অর্পণ করিল। তখন হঠাৎ একদল "মাম"-শব যেন পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল; মলিন চীরবস্ত্রের মধ্য হইতে মাথা তুলিল; চোখ মেলিয়া দেখিতে লাগিল! পরে সেই কঙ্কালমূর্ত্তিগুলা খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। "ওরে! কে একজন আসিয়া ভিক্ষা দিচ্চে; এইবার তবে খাদ্য-সামগ্রী কিন্‌তে পারা যাবে।" যে-সব ভিক্ষুকের গাদা,—আর-একটু দূরে—পথ চল্‌তি লোকের পিছনে, কাপড়ের বস্তার পিছনে, অথবা মিঠাইওয়ালার উনানের পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল, ক্রমশ তাদের মধ্যেও এই পুনর্জ্জাগৃতি সংক্রামিত হইল। সেই সব গাদা নড়িয়া উঠিল, উঠিয়া দাঁড়াইল, অগ্রসর হইতে লাগিল। যাহাদের চোপসানো ঠোঁটের মধ্য হইতে দাঁত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের মাছিলাগা চোখ কোটরে

কিয়া গিয়াছে, কণ্ঠনালীর অস্থিবলয়ের উপর হাদের স্তনগুলা খালী থলের মত ঝুলিয়া ড়িয়াছে,—সেই সব শ্মশান-প্রেতেরা সেই বিদেশী রাসীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল;—তাহার দিকে ঠেলিয়া াসিতে লাগিল; পক্ষান্তরে, তাহাদের দীননেত্র ন মার্জ্জনাভিক্ষা করিতে লাগিল, আশীর্ব্বাদ রিতে লাগিল, কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল।...

তাহার পর নিস্তব্ধভাবে সকলে সরিয়া পড়িল,—কাথায় যেন মিলাইয়া গেল। ঐ প্রেতগণের মধ্যে কেজনের পা দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্ত টলিতেছিল; সে মার-একজনের কাঁধে ভর দিল;—এইরূপ পরপরের ঠেলা ও চাপে,—পুতুলনাচের পুতুলগুলার াত, একতাড়া পাকাটির মত, সবাই একসঙ্গে ভূতলে পড়িয়া গেল। কাহারও এতটুকু শক্তি নাই যে, সেই ঠেলা সাম্‌লাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, উহারা মাটিতে পড়িয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইল, আর উঠিতে পারিল না।...

এই সময়ে একটা বাদ্যের রোল ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইল। আবার জনতার গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। কাল দেবালয়ে উৎসব হইবে—ইহাই ঘোষণা করিবার জন্য মন্দিরের কতকগুলি লোক রাস্তায় সমারোহে বাহির হইয়াছে। এই সময়ে, পথ করিবার জন্য, একজন রক্ষিপুরুষ ক্ষুধাক্লিষ্টা একটি বৃদ্ধাকে ধরিল। এই বৃদ্ধা ধূলিতে মুখ গুঁজিয়া, দুই হাত সটান্ ছড়াইয়া পুলিস-নির্দ্দিষ্ট লাইন্ ছাড়াইয়া, যাত্রাপথের উপর পড়িয়া ছিল। রক্ষিপুরুষ সেই কম্পিতকায় বৃদ্ধাকে উঠাইয়া লইয়া পদপথের উপর রাখিয়া দিল।

এই সুন্দর সমারোহের ঠাট্ আবার চলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে একটা কালো হাতী যাত্রা সুরু করিল। ইহার শুণ্ড শেষপ্রান্ত পর্য্যন্ত স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত। শানাই ও কর্ত্তাল বাজাইতে বাজাইতে বাদকেরা সকলের পিছনে চলিয়াছে। শানাইয়ে একটা বিষাদগম্ভীর সুর আলাপ করিতেছিল।

পরে, উচ্চ মুক্তার মুকুটে সুশোভিত হইয়া, দেবসজ্জায় সজ্জিত একদল বালককে পৃষ্ঠে লইয়া, চারিটা ধূসরবর্ণ হস্তী অগ্রসর হইল। গজারূঢ় সুসজ্জিত বালকেরা, রঙিন সুগন্ধি চূর্ণরাশি জনতার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই চূর্ণ এত পাতলা ও লঘু যে, উহা জলদজাল বলিয়া মনে হয়। প্রথমেই এই চূর্ণ নিজ হাতীদের উপর নিপতিত হইল। এই সব হাতীদের মধ্যে কেহ বা বেগ্‌নি, কেহ বা হল্‌দে, কেহ বা সবুজ, কেহ বা লাল—এইরূপ চিত্রিত রঙে রঞ্জিত হইল। এই মোহনমূর্ত্তি বালকেরা স্মিত-হাস্যসহকারে মুঠা-মুঠা চূর্ণ জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিল; লোকদের পরিচ্ছদ, পাগ্‌ড়ী, মুখ,—নানারঙে রঞ্জিত হইল। যে সকল দুর্ভিক্ষপীড়িত কঙ্কালসার ক্ষুদ্র বালকেরা ভূতলশায়ী হইয়া এই সমারোহ-যাত্রা দেখিতেছিল,—এমন কি—তাহাদের উপরেও এই চূর্ণমুষ্টির বর্ষণ হইতে লাগিল। তাহাদের দুর্ব্বল হস্ত ক্ষিপ্রতার সহিত আপনাদিকে রক্ষা করিতে না পারায়, তাহাদের চক্ষু সেই চূর্ণে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

সহসা দিবাবসান হইল। চতুর্দ্দিকস্থ সেই শাদা ফুলের নক্সা-কাটা একঘেয়ে গোলাপী রং ক্রমে ম্লান হইয়া আসিল। আকাশ Periwinkle ফুলের রং ধারণ করিল। উহা ধূলায় এরূপ আচ্ছন্ন যে, রজতরঞ্জিত চন্দ্রমাও পাংশুবর্ণ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঘুমাইবার জন্য পাখীর ঝাঁক নীচে নামিয়া আসিল। গোলাপী প্রাসাদসমূহের কানাচের উপর,—পায়রা ও কাক কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘরজ্জুর আকারে সারিবন্দি হইয়া ঘেঁষাঘেঁষি বসিল। কিন্তু শকুনি ও চিলেরা এখনো বিলম্ব করিতেছে—এখনো গরংগচ্ছভাবে আকাশে ঘোরপাক দিতেছে। যে সকল মুক্ত বানর গৃহাদির উপর বাস করে, এখন নিদ্রার সময় উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে; থাবার উপর ভর দিয়া, উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া, পরস্পরকে অনুধাবন করিতেছে। উহাদের অপূর্ব্ব ছায়ামূর্ত্তিগুলা গৃহছাদের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিতেছে। নীচে, বড় রাস্তা জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। কেননা, প্রাচ্য নগরসমূহে, রাত্রিকালে কোন কাজকর্ম্ম হয় না।

একটা পোষা চিতাবাঘিনী শুইবার জন্য এখনি প্রাসাদে যাইবে। টুপিটা তাহার পাশে রহিয়াছে,—একটা রাস্তার কোণে বেশ ভালমানুষের মত উবু হইয়া বসিয়া আছে। তাহার পরিচারকেরাও তাহাকে ঘিরিয়া ঐরূপভাবে বসিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে সেই পুচ্ছধারী ভৃত্যটিও আছেন। দুই-পা দূরে, একদল দুর্ভিক্ষপীড়িত বালক ভূমিতে পড়িয়া হাঁপাইতেছে; বাঘিনীর Jude-মণির মত ফিকা

হরিদ্বর্ণ চক্ষুর প্রহেলিকাপূর্ণ দৃষ্টি তাহাদের উপর নিপতিত রহিয়াছে।

দোকানদারেরা তাড়াতাড়ি তাহাদের বিচিত্র-রঙের বস্ত্রাদি ভাঁজ করিয়া রাখিতেছে; তাহাদের ঝক্‌ঝকে তাম্রসামগ্রী—তাহাদের থালা, তাহারের ঘটিবাটী ঝুড়ির মধ্যে উঠাইয়া রাখিতেছে। এই সমস্ত জিনিষপত্র উঠাইয়া তাহারা নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। এই সব নেত্ররঞ্জন দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে যে সকল কঙ্কালমূর্ত্তি দল বাঁধিয়া ইতস্তত শুইয়া ছিল;—দ্রব্যসামগ্রী অপসারিত হইলে ক্রমে তাহারা একটু-একটু করিয়া নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখানে ইহারাই এখন অবশিষ্ট;—এই পদপথের উপর এখন ইহাদেরই একাধিপত্য।

ক্রমশ এই দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকেরা, দল ছাড়িয়া পৃথক্ হইয়া পড়িল। এখন চারিদিক জনশূন্য—এখন ইহাদিগকেই অধিক সংখ্যায় দেখা যাইতেছে। একটু পরেই দেখিতে পাইবে,তাহাদের মৃতশরীরে—তাহাদের মলিন চীরবস্ত্রে সমস্ত পদপথ পরিচিহ্নিত।

নগরপ্রাচীরের বাহিরে, উদাস-উজাড় ক্ষেত্র-ভূমির মধ্যে, এই, সন্ধ্যাকালে,— প্রাণিপুঞ্জে সমস্ত মরা-গাছগুলা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। চিল, শকুনি, বড়-বড় ঝাঁকালে ময়ূর, এক এক পরিবারের মত দল বাঁধিয়া গাছের উপর বিশ্রাম করিতেছে। পত্র-হীন লঘু শাখাপ্রশাখার মধ্যে যে সব স্থান শূন্য ছিল, এক্ষণে উহাদের দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। উহা-দের দিবসের ডাক অনেকটা থামিয়া আসিয়াছে; অনেকক্ষণ পরে-পরে এক-একবার ডাকিয়া উঠি-তেছে। একটু পরে একেবারেই নীরব হইবে। ময়ূরদের প্যান্‌পেনে ছিঁচ্‌কাঁদুনি ডাক সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, তাহার পরেই শৃগালেরা শোকোচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে উহার "উতর" গাইতে আরম্ভ করে।

রাত্রি দশটা। এ নগরের পক্ষে অনেক রাত্রি; কেননা, এখানে দিবাবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। চতুর্দ্দিকস্থ মাঠময়দান একেবারেই নিস্তব্ধ। দূর দিগন্তে, মনে হয়, যেন কুয়াসা হইয়াছে। উহা ধূলি বৈ আর কিছুই নহে। সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। শাদা গুঁড়ায় ঢাকা মাটির উপর, মরা-গাছের উপর, চন্দ্রালোক পতিত হইয়াছে। আবার এই অমল শুভ্রতার উপর হঠাৎ নৈশ শৈত্যের আবির্ভাব হওয়ায় মনে হইতেছে, যেন তুষার পড়িয়াছে, শীতঋতু আসিয়াছে, যে সব আসন্নমৃত্যু দুর্ভিক্ষপীড়িত বালকেরা নগ্নাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া কষ্টে শ্বাসগ্রহণ করিতেছে, না জানি, তারা এখন শীতে কতই কাতর। এখন খুবই ঠাণ্ডা পড়িয়াছে।

বাহিরের ন্যায়, নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরেও সমস্ত নিস্তব্ধ। কদাচিৎ কোথাও, দেবালয় হইতে চাপা-সঙ্গীতধ্বনি শোনা যাইতেছে। তা ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। এই সকল দেবালয়ের গজমূর্ত্তিশোভিত উচ্চ সোপান দিয়া শুক্লপরিচ্ছদধারী কতকগুলি লোক এখনো উঠা-নামা করিতেছে; তা ছাড়া একটিও প্রাণী নাই। রাস্তাঘাট সমস্তই শূন্য। লোকের চলাচল না থাকায়,।এই সকল রাস্তা যেন আরো চওড়া ও বিশাল বলিয়া মনে হইতেছে। নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে, এই গোলাপী নগর* চন্দ্রালোকেও গোলাপী দেখাইতেছে; এবং ইহার সৌধপ্রাসাদ ও প্রাসাদের দন্তুর চূড়াবলী যেন আরো বৰ্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিয়াছে।

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় যেখানে চাউলের বস্তা গাদা করিয়া রাখা হইয়াছে এবং যেখানে বেত্রধারী রক্ষি-পুরুষেরা পাহারা দিতেছে—সেই পদপথের উপর এবং সেই বস্তাগুলার পার্শ্বে, এখনো সেই সব কালো কালো কঙ্কালমূর্ত্তির গাদা! দূরদূরান্তরে, ছোট-ছোট পাথরের কুলুঙ্গি-ঘর যাহা দিনমানে জনতার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা এখন নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পাইতেছে। প্রত্যেক কুলুঙ্গির মধ্যে এক-একটি বিগ্রহ—গজমুণ্ডধারী ঘোরদর্শন গণেশ, কিংবা মৃত্যুর দেবতা শিব অধিষ্ঠিত। সকলেরই গলায় মালা এবং সকলেরই নিকটে একএকটা প্রদীপ জ্বলিতেছে;—এই প্রদীপ সমস্ত রাত্রি জ্বলিবে।

এই সব ময়লা ছেঁড়া ন্যাকড়ার গাদা—যাহার কোন-একটা বিশেষ রূপ নাই, নাম নাই, যাহা অনির্দ্দেশ্য—ইহাই এই সুরম্য গোলাপী নগরের একমাত্র কঙ্কালকালিমা। মধ্যে-মধ্যে এই ন্যাকড়ার গাদা হইতে, কখন বা কাশির শব্দ, কখন বা গোঙানি-শব্দ, কখন বা নাভিশ্বাসের শব্দ শুনা যায়; আবার কখন-কখন দেখা যায়,—সেই ন্যাকড়ার

* জয়পুর—অনুবাদক।

গাদা হইতে কেহ বা বাহুরূপ অস্থিখণ্ড বাহির করিয়া নাড়িতেছে; কেহ বা সেই ন্যাকড়াগুলা জ্বর-বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় উন্মত্তভাবে ঝাঁকাই-তেছে;—গাঁট-বাহির-করা অস্থিসার পাগুলা ছুঁড়ি-তেছে। যাহারা এইরূপ মাটির উপর মুক্তাকাশ-তলে পড়িয়া আছে, তাহাদের পক্ষে কি জ্বালাময় দিবস, কি প্রশান্ত রাত্রি, কি প্রভাময় প্রভাত—সকলি সমান। তাহাদের কোন আশাভরসা নাই। তাহাদের প্রতি কাহারও মায়া-মমতা নাই। তাহা-দের ভারক্লান্ত মস্তক যেখানে একবার ঢলিয়া পড়ি-য়াছে, সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে; সেই পদপথের সানের উপরই উহাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকিতে হইবে; এবং সেই মৃত্যুতেই উহাদের সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।

রাজাদিগের চাঁদ্‌নী-দরবারের ছাদ।

যে ভগ্নাবশেষরাশি আমার পদপ্রান্ত পর্য্যন্ত ক্রমশ নামিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর সান্ধ্যগগন-বিলম্বিত পাণ্ডুবর্ণ পূর্ণচন্দ্র স্বকীয় ম্লানজ্যোতি এখনো বিস্তার করিতে আরম্ভ করে নাই। একঘণ্টাকাল হইল, যদিও সূর্য্যদেব চতুর্দ্দিকস্থ শৈলমালার পশ্চাতে অস্তমিত হইয়াছেন, তথাপি এখনো তাঁহার পীতাভ আলোকে দিগন্ত আলোকিত। আমি আজ একাকী, বিভবমহিমান্বিত ও বন্যভীষণ কোন এক স্থানে,—একটা পুরাতন রাজপ্রাসাদের ছাদের উপর অবস্থিত হইয়া, রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছি। ইহা যেন একটা গরুড়পক্ষীর প্রকাণ্ড নীড়; পূর্ব্বে ধন-রত্নে পূর্ণ ছিল; শত্রুর ভীতিজনক ও দুরধিগম্য ছিল। কিন্তু আজ ইহা শূন্য; একটা পরিত্যক্ত বৃহৎ নগরের মধ্যে অবস্থিত; কতকগুলি ভৃত্য ইহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত।

আমি আকাশের খুব উচ্চদেশে উঠিয়াছি। সুচারুরূপে ক্ষোদিত যে সব প্রস্তরফলক ছাদের গরাদে-বেষ্টনের কাজ করিতেছে, সেই সব প্রস্তরের উপর হইতে ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলে দেখিতে পাওয়া যায়—নীচে সুগভীর খাত মুখব্যাদান করিয়া আছে; সেই খাতের তলদেশে,—গৃহ, মন্দির, মসজিদ্‌ প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ।

যদিও আমি খুব উচ্চে উঠিয়াছি,—তথাপি আমার চতুর্দ্দিকে আরো কত উচ্চতর ভূমি রহিয়াছে। যে শৈলভূমির উপর এই প্রাসাদটি অধি-ষ্ঠিত, উহা চক্রাকারে পরিবেষ্টিত আর একটা উচ্চ-তর পর্ব্বতমালার কেন্দ্রস্থল। আমার চতুর্দ্দিকে সরু-সরু তীক্ষ্ণাগ্র লালপাথরের বড়-বড় শৈলচূড়;—সমস্তই প্রাকারে বেষ্টিত। এই প্রাকারাবলী—উচ্চতম চূড়াপ্রান্ত পর্য্যন্ত বরাবর সমান চলিয়া গিয়াছে; এবং এই দন্তুর বপ্রের করাতী-দন্ত, পীতাভ আকাশের গায়ে, অতীব নির্দ্দয়ভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই অন্তরীক্ষের প্রাচীরটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা গঠিত এবং এরূপ সঙ্কট-স্থানের উপর স্থাপিত যে, উহা দুরধিগম্য বলিলেও হয়;—একটা চক্রের পরিধিরূপে কয়েকক্রোশ ঘিরিয়া রহিয়াছে। ইহা অতীতযুগের এমন একটি কীর্ত্তি—যাহার ঔদ্ধত্য ও প্রকাণ্ডতায় একেবারে বিস্ময়বিহ্বল হইয়া পড়িতে হয়। এই সব প্রাকারাদি এত উচ্চে উঠিয়াছে—এমন বেপরোয়াভাবে খাড়া হইয়া রহিয়াছে যে, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। বহু পুরাকালে, এই নগরের জন্য,—নিম্নস্থ এই রাজ-প্রাসাদের জন্য,—একটি অপূর্ব্ব প্রাচীর নির্ম্মাণ করা আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছিল; তাই, এই চতুর্দ্দিকস্থ শৈলমালাকে দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গে পরিণত করা হয়। এই প্রাকারপরিধির মধ্যে প্রবেশ করি-বার একটিমাত্র ফুকর আছে; ইহা একটা বৃহৎ প্রাকৃতিক "ফাটলের" মত; উহার মধ্য দিয়া সুদূর-প্রসারিত একটা মরুভূমি অস্ফুটভাবে পরিলক্ষিত হয়।

এইখানে আসিবার জন্য আমি দিবাবসানে জয়পুর হইতে ছাড়িয়াছি। যে সকল ভগ্নাবশেষ আমার চারিদিকে ঘিরিয়া আছে,—ইহাই পুরাতন রাজধানী অম্বর। দুই শতাব্দী হইল, ইহার স্থান জয়পুর অধিকার করিয়াছে।*

কতকগুলি পথপ্রদর্শক সঙ্গে লইয়া—এবং "সুন্দর গোলাপীনগরের" রাজা আমার ব্যবহারের জন্য যে ঘোড়া দিয়াছেন, সেই সব ঘোড়া লইয়া আমি যাত্রা করিয়াছি। এই অম্বর-প্রাসাদে যে সব ছাদের উপর আমি এইমাত্র উঠিয়াছি—এই সব ছাদে বর্ত্তমান রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বে বাস করি-তেন। আমি জয়পুরের রমণীয় পরীদৃশ্য ও দান্তে-

* ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে জয়পুর স্থাপিত হয়।

বর্ণিত ভীষণ নরকদৃশ্য,—এই উভয়ই এড়াইবার জন্য তাড়াতাড়ি জয়পুর হইতে বাহির হইয়া এই পল্লী-প্রদেশে আসিয়াছি। আর-কিছু না হোক্—অন্তত এখানে সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে,—এখন শুধু মৃত্যুর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

কিন্তু আমি জানিতাম—দুর্গপ্রাকারের দ্বারদেশ পার হইবামাত্র আমাকে আরো একটা ঘোরতর ভীষণ পথ অতিক্রম করিতে হইবে। যুদ্ধের অনেক দিন পরে, যুদ্ধক্ষেত্রের মত একটা কোন দৃশ্য হয় ত আমাকে দেখিতে হইবে;—হয় ত দেখিতে হইবে, সূর্য্যাতপশুষ্ক রাশি রাশি মৃতশরীর বহুদিন হইতে ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে; হয় ত দেখিব, কতকগুলা শবশরীর নিশ্বাস ফেলিতেছে,—নড়িতেছে—কখন কখন উঠিয়া দাঁড়াইতেছে,—আমার অনুসরণ করিতেছে এবং কষ্টের আকস্মিক আবেগে প্রার্থনাচ্ছলে আমার হস্ত জাপ্‌টাইয়া ধরিতেছে।

আমি যা ভাবিয়াছিলাম, তাই। আজ দেখিলাম, এই শ্মশানভূমে অনেকগুলি বৃদ্ধা পড়িয়া রহিয়াছে—যেন কতকগুলো অস্থি ও ন্যাক্‌ড়ার বস্তা। ইহারা কোন মাতামহী কিংবা পিতামহী—যাহাদের বংশধরেরা নিশ্চয়ই মরিয়াছে; এবং এইবার নিজেদের মরিবার পালা, এইরূপ মনে করিয়া ইহারাও অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শান্তভাবে শুইয়া আছে। ইহারা কিছুই চাহে না; একটুও নড়ে-চড়ে না; কেবল ইহাদের বড় বড় উন্মীলিত নেত্রে দারুণ বিষাদ-নৈরাশ্য পরিব্যক্ত হইতেছে। উপরে, মরাগাছের ডালে বসিয়া কাকেরা ইহাদিগকে নজরে-নজরে রাখিতেছে;—আসল সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছে।

আজ কিন্তু অন্যদিন অপেক্ষাও অধিক-সংখ্যক শিশু দেখিলাম। আহা! এই ক্ষুদ্র শিশুগুলি,—কেন তাহারা এত কষ্ট পাইতেছে, কেন সকলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ ভাবিয়াই যেন বিস্মিত; এবং বিচারপ্রার্থনার ভাবে আমার দিকে যেন দীনভাবে চাহিয়া আছে!...এই ছোট ছোট দুর্ব্বল মাথাগুলির ভার—যাহাদের শীর্ণ কঙ্কালশরীর যেন আর বহন করিতে পারিতেছে না; একএকবার আস্তে আস্তে মাথা তুলিতেছে, আবার বিশ্বস্তভাবে চক্ষু নিমীলিত করিয়া আমার হাতের উপর ঢলিয়া পড়িতেছে,—যেন আমার আশ্রয়ে নিশ্চিন্তমনে একটু ঘুমাইতে চাহে। কখন-কখন দেখা যায়, সাহায্যের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অনেক-সময়ে ইহাও দেখিতে পাই,—হাতে পয়সা দিবামাত্র উহারা উঠিয়া দাঁড়াইতেছে এবং কিছু খাদ্যসামগ্রী কিনিবার জন্য কষ্টেস্থষ্টে চাউলের দোকানে যাইতেছে।

আশ্চর্য্য! কি সামান্য ব্যয়েই এই শিশুগুলির প্রাণরক্ষা করা যায়। *

এই গোলাপীরঙের সিংহদ্বারগুলি পার হইবার পরেই সম্মুখে তিনক্রোশব্যাপী রাশিরাশি ভগ্নাবশেষ; তাহার পরেই পল্লীপ্রদেশের প্রকৃত মরুভূমি; মরাগাছের বাগান-বাগিচার মধ্যে কত গম্বুজ, কত মন্দির, স্বচ্ছপ্রস্তরে নির্ম্মিত কত চতুষ্কমণ্ডপ একটার পর একটা চলিয়াছে, তাহার আর অন্ত নাই। বানর, কাক ও শকুনি ছাড়া এখানে আর কেহই বাস করে না। এদেশের প্রত্যেক নগরের আশ-পাশে এই সকল জীবের নিত্য গতিবিধি। এই সমস্ত শ্মশানভূমি, পূর্ব্ববর্ত্তী সভ্যতার ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন।

বলা বাহুল্য, কর্ষিত ক্ষেত্রের চিহ্নমাত্রও আর লক্ষিত হয় না। জনপ্রাণী নাই; কেবল মাছিতে গ্রামপল্লী ভরিয়া গিয়াছে।

তাহার পর যখন গিরিমালার পাদদেশে—সেই লাল-পাথরের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম, মনে হইল, যেন সর্ব্বত্রই জ্বলন্ত অঙ্গার। এমন কি, ছায়াময় স্থানেও, ধূলা-ভরা এমন এক একটা শুষ্ক দম্‌কা-বাতাস আসিতেছে যে, তাহাতে যেন মুখ একেবারে ঝল্‌সিয়া যায়।

উদ্ভিজ্জের মধ্যে বড়-বড় cactus ছাড়া আর কিছুই নাই—সেই মরা গাছগুলা শুধু খাড়া হইয়া রহিয়াছে;—সমস্ত শৈলখণ্ড উহাদের কণ্টকময় বৃন্তে কণ্টকিত।

আমার দুইজন পথপ্রদর্শক পৃষ্ঠে ঢাল ও হস্তে বল্লম লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে চলিয়াছে। বাহাদুর ও আক্‌বরের আমলে, সৈনিকদের এইরূপ সাজ ছিল।

অপরাহ্ন পাঁচঘটিকার সময় সূর্য্যের প্রখরকিরণে আমাদের চক্ষু যেন ঝল্‌সাইয়া গেল। অম্বরের রুদ্ধ

* একজন ভারতবাসীর মিতভোজনের দৈনিক ব্যয় প্রায় দুই আনা মাত্র।

উপত্যকার গায়ে, যেখানে একটা সরু ফাঁক আছে, সেই ফাঁকটি অবশেষে আমাদের নেত্রগোচর হইল। একটা ভীষণ দ্বার, এই একমাত্র প্রবেশপথটিকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার পরেই হঠাৎ সেই প্রাচীন রাজধানীটি আমাদের নেত্রসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইল। সান-বাঁধানো ঢালু সোপান দিয়া আমাদের ঘোড়াটা পিছ্‌লাইয়া পিছ্‌লাইয়া চলিতে লাগিল;—এইরূপে আমরা রাজাদিগের পুরাতন প্রাসাদে আরোহণ করিলাম। বেলে-পাথর ও মার্ব্বেলে গঠিত এই প্রাসাদটি শৈলরাশির উপর রাজসিংহাসনের মত সদর্পে বিরাজ করিতেছে; এবং সেখানে অধিষ্ঠিত হইয়া চতুর্দ্দিকস্থ ধ্বংসাবশেষগুলি অবলোকন করিতেছে।

প্রবেশ করিয়া,—উপরে উঠিতে উঠিতে, যেই একটা মোড় ফিরিলাম, অমনি কৃষ্ণবর্ণ ঘোরদর্শন একটি মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল;—যাহার ভূমি শোণিতধারায় কলঙ্কিত, এবং যেখান হইতে মৃত-পশুর পূতিগন্ধ সর্ব্বদা নিঃসৃত হইতেছে। ইহা পুরাতন পশুবলির স্থান। মন্দিরের গর্ভদেশে, একটা কুলুঙ্গির মধ্যে, প্রচণ্ডভীষণ দুর্গা প্রতিষ্ঠিত; মূর্ত্তিটা অতীব ক্ষুদ্র ও অস্ফুটাবয়ব;—একটা ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসী, লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো। ধ্বজস্তম্ভের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড ঢাক তাহার পদতলে স্থাপিত। ঐখানে, বহুশতাব্দী হইতে, প্রতিদিন প্রাতে ছাগ-বলি হইয়া আসিতেছে; সেই ছাগের তপ্তশোণিত একটা পিতলের গামলায় ও তাহার সশৃঙ্গ মুণ্ডটা একটা থালায় রক্ষিত হইয়া থাকে। আশ্চর্য্য! সংহারদেবতার পত্নী দুর্গারূপে এই ভীষণ কালী কিরূপে হিন্দুদেবতাদিগের মধ্যে স্থান পাইল? যে দেশে জীবহিংসা নিষিদ্ধ, সেই দেশে, কিছুদিন পূর্ব্বে এই স্থানে, রক্তপিপাসু কালীর সম্মুখে কিনা নরবলি হইত! না জানি, কোন্ পুরাকালের গর্ভ হইতে—কোন্ অমানিশার মধ্য হইতে এই কালীমূর্ত্তি নিঃসৃত হইয়াছে!...

আমরা পথের প্রত্যেক আড্ডায় যেখানেই থামিতেছি, সেইখানেই আমাদের সম্মুখে "গজাল-মারা" পিতলের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটিত হইতেছে। তাহার পর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পদব্রজে,—প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া, বাগানের মধ্য দিয়া, সিঁড়ি দিয়া—বরাবর উপরে উঠিতে লাগিলাম।

মোটা-মোটা থামওয়ালা মার্ব্বেলের দালান; তাহাতে কত সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকার্য্য; উহার খিলানমণ্ডপ পূর্ব্বে ছোট ছোট কাচের টুকরা ও আয়নার টুকরায় আচ্ছাদিত ছিল; গুহাগাত্রের ন্যায় এখন সমস্ত "ছাতাপড়া" হইলেও, স্থানে-স্থানে এখনো ঝক্‌মক্ করিতেছে। দরজাগুলা কাঠের—গজদন্তখচিত। কতকগুলা চৌবাচ্ছা, খুব উচ্চদেশে স্থাপিত, এখনো উহাতে একটু জল রহিয়াছে। অন্তঃপুরমহিলাদের জন্য শৈলগর্ভ খনন করিয়া কতক-গুলা স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে; এবং সকলের মধ্যস্থলে, প্রাচীরবদ্ধ একটা "ঝোলানো-বাগান;"—তাহার সম্মুখেই কতকগুলা অন্ধকেরে ঘর সমুদ্ঘাটিত—উহাই রাজকুমারীদিগের, রাণীদিগের ও অবরুদ্ধ সমস্ত সুন্দরীদিগের অন্তঃপুর। আরো উচ্চতর ছাদে উঠিবার উদ্দেশে যখন ঐখান দিয়া গেলাম, তখন দেখিলাম, শতবর্ষ-বয়স্ক নারাঙ্গি-বৃক্ষ-সমূহের সৌরভে সমস্ত স্থানটা আমোদিত। কিন্তু এখানকার বৃদ্ধ রক্ষক অতীব তীব্রভাবে বানরদিগের নামে অভিযোগ করিয়া বলিতেছিল যে, উহারাই এখানকার মালিক বলিলেই হয়; উহাদের উৎপাতে সমস্ত লেবু হস্তগত হওয়া দুষ্কর।

আমি এখন এই শেষ প্রান্তবর্ত্তী ছাদটির উপর বসিয়া রাত্রির প্রতীক্ষা করিতেছি। চন্দ্রালোকে রাজসভার অধিবেশনের জন্য জাফ্‌কাটো-বারান্দা বেষ্টন-সমন্বিত এই ছাদ রাজারা নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। এখনি জ্যোৎস্না হইবে, আমিও জ্যোৎস্না-লোকে এই স্থানটির সহিত একটু পরিচয় করিয়া লইব।

চীল, শকুনি, ময়ূর, ঘুঘু, তালচঞ্চু প্রভৃতি পক্ষীরা সকলেই এখন নিজ-নিজ নীড়ে শয়ন করিয়াছে; তাই এই পরিত্যক্ত প্রাসাদটি এখন আরো নিস্তব্ধ। উচ্চ শৈলমালার অন্তরালে সূর্য্য অনেকক্ষণ আমার নিকটে প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই-বার নিশ্চয়ই অস্তমিত হইয়াছে। কেননা, নীচেকার কেল্লার একটা ময়দানে কতকগুলি মুসলমান রক্ষি-পুরুষ মেক্কার দিকে মুখ করিয়া নেমাজ করিতেছে। উহারা নেমাজের এই পবিত্র সময়টি যথাকালে ঠিক জানিতে পারে।

ঠিক এই সময়ে রক্তাপ্লুত কালীমন্দির হইতেও একটা গহন-গম্ভীর ধ্বনি—নিম্নদেশ হইতে আমার

নিকট আসিয়া পৌঁছিল। ব্রাহ্মণ্যিক পূজা অর্চ্চনারও এই সময়। লোহিতবসনা রাক্ষসীদেবীর ঢাক তাহারই "গৌরচন্দ্রিমা" আরম্ভ করিয়াছে।

প্রথম-সঙ্কেতের মত ঢাকের উপর দুই চারিবার সজোরে ঘা পড়িল; তাহার পরেই ভীষণ শব্দঘটা; পরক্ষণেই, আর্ত্তনাদী শানাই ও কাংস্য-কর্ত্তাল তাহার সহিত যোগ দিল। আর একটা শঙ্খ স্বরগ্রামের দুটিমাত্র স্বর অবলম্বন করিয়া ঘোররবে অবিশ্রামে বাজিতে লাগিল।

এই শব্দ যেন ভূগর্ভ হইতে আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিতেছে, ক্রমেই স্ফীত হইয়া উঠিতেছে, এবং উপর্য্যুপরি-বিন্যস্ত অসংখ্য শূন্যগর্ভ ও শব্দযোনি দালানের মধ্য দিয়া, এই উচ্চ ছাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতেই অনেকটা রূপান্তরিত হইতেছে। সহসা উচ্চ আকাশ হইতে প্রত্যুত্তরচ্ছলে কাঁসরঘণ্টার ধ্বনি নিঃসৃত হইল।

এই ধ্বনি, একটি ক্ষুদ্র শিবমন্দির হইতে যেন পূর্ণপক্ষভরে এই দিকে উড়িয়া আসিতেছে। আমার চতুর্দ্দিকে যে সকল উদগ্র শৈলচূড়া রহিয়াছে, তাহারি একটার উপরে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত।

যাহার দন্তুর চূড়াবলী কালো চিরুণীর দাঁতের মত পীতাভ ম্লান অম্বরে পরিস্ফুটরূপে অঙ্কিত—সেই গগনচুম্বী প্রাকারের গায়ে এই মন্দিরটি ঠেস্ দিয়া রহিয়াছে।

এই সকল ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এতটা শব্দ-কোলাহল আমি প্রত্যাশা করি নাই। কিন্তু ভারত-বর্ষে, নগরাদি যতই জনপরিত্যক্ত হউক না,—মন্দিরাদি যতই ভগ্নদশাপন্ন হউক না, পূজা-অনুষ্ঠানের কোথাও গতিরোধ হয় না; দেবসেবা বরাবরই সমান চলিতে থাকে।

কয়েক মিনিট ধরিয়া, কাঁসর-ঘণ্টা-মুখরিত সেই ক্ষুদ্র মন্দিরটির দিকে আমি মাথা তুলিয়াছিলাম; তাহার পর যে-ই ভূতলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি আমার নিজের ছায়া দেখিয়াই চমকিত হইলাম,—ছায়াটি বেশ পরিস্ফুট ও সহসা-অঙ্কিত। সহজবুদ্ধিতে প্রথমে আমার এইরূপ মনে হইল, বুঝি কেহ আমার পিছনে কোন-এক অপূর্ব্ব আলোকের দীপ ধরিয়াছে—কিংবা হয় ত কেহ বৈদ্যুতিক দীপের শুভ্ররশ্মি আমার উপর প্রক্ষেপ করিয়াছে;—কিন্তু আসলে তাহা নহে। যাহার কথা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, সেই গোলাকার পূর্ণচন্দ্র—সেই রাজদরবারের চন্দ্রমা, ইহারি মধ্যে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন;—এতই সহসা এদেশে দিবাবসান হয়। অন্য স্থাবরপদার্থেও সুপরিস্ফুট ছায়া সর্ব্বত্র পতিত হইয়াছে;—মধ্যে-মধ্যে ছায়া আলোকের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। চান্দ্র-দরবারের ছাদের উপর চন্দ্রমা স্বকীয় শুভ্রমহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

উক্ত উৎকট বর্ব্বর বাদ্যধ্বনি থামিয়া গেলে আমি নীচে নামিব, এই সময়ে, কত খাড়া সিঁড়ি দিয়া, কত সরু বারন্দা-পথ দিয়া, কত দালানের মধ্য দিয়া একাকী এই রাত্রিকালে আমায় নামিতে হইবে;—আর রাত্রিকালে এই প্রাসাদটি বানর ও অজগরাদিগেরই আশ্রয়স্থান। তাই ওই বাদ্যধ্বনি না থামিলে আমার চলিতে সাহস হইতেছে না।

বড়ই বিলম্ব হইতেছে,—বড়ই বিলম্ব হইতেছে। এই সময়ের মধ্যে আকাশে সমস্ত তারাই ফুটিয়া উঠিল।

এই স্থানটি যেমন একদিকে রাজমহিমায় মহিমান্বিত—তেমনি আবার নিভৃত-নিরালয়। যে রাজারা এই চাঁদনী-দরবারের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কল্পনার দৌড় না জানি কতটা ছিল!

যাহা হউক, অর্দ্ধঘণ্টার পরে, ঢাকের বাদ্য ও পবিত্র শঙ্খের নিনাদ একটু প্রশমিত হইল। শঙ্খ-নাদের টানটা এখনো চলিয়াছে—তবে, একটু মৃদু-ভাবে; মধ্যে-মধ্যে আবার যেন প্রাণপণে ধ্বনিত হইতেছে;—তবে এখন একটু রহিয়া-রহিয়া। এইবার যেন শব্দটার মরণযন্ত্রণা উপস্থিত,—এইবার মরিল;—সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হওয়াতেই যেন মরিল। আবার সব নিস্তব্ধ। সকলের তলদেশ,—উপত্যকার গভীর অন্তস্তল—অম্বরের ধ্বংসাবশেষে সমাচ্ছন্ন। সেইখান হইতে শৃগালের শোকবিষণ্ণ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর আবার শুনা যাইতে লাগিল।

আবার যখন আমি নীচে নামিতে লাগিলাম, তখন সিঁড়ির মধ্যে—প্রাসাদের নিম্নস্থ দালান গুলার মধ্যে, তেমন অন্ধকার আর নাই। সে সমস্তই চন্দ্রমার শুভ্রকিরণে—নীলাভ কিরণে—অনুবিদ্ধ হইয়াছে; দন্তাকৃতি ছোট ছোট জান্‌লার ফাঁক দিয়া রজতকিরণ প্রবেশ করিয়া, গবাক্ষের সুন্দর গঠনরেখা হর্ম্ম্যতলের সানের উপর অঙ্কিত করিয়াছে;

অথবা, প্রাচীরের প্রস্তরফলকের উপর বিলুপ্ত খচিত-কাজগুলিকে (mosaic) আবার যেন ফুটাইয়া তুলিয়াছে ; মনে হয়, যেন সমস্ত দেওয়ালের গায়ে রত্নরাজি অথবা সলিলবিন্দু বিকীর্ণ। যখন আমি কুসুমসৌরভাভিষিক্ত উদ্যানের মধ্যে দিয়া চলিতে লাগিলাম, নারাঙ্গিনেবুর উচ্চতম শাখাগুলির হেলন-দোলনে ও মর্ম্মরশব্দে কপিবৃন্দ চকিত-চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নীচে, প্রথম-দ্বারগুলির সম্মুখে,—যেখানে ছাদের স্বল্প-শৈত্যের পরেই বায়ু যেন আবার হঠাৎ গরম হইয়া উঠিয়াছে—সেইখানে বল্লমহস্তে অশ্বপৃষ্ঠের উপর আমার পথ-প্রদর্শকেরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এই নৈশশান্তির মধ্যে ঘোড়সওয়ার হইয়া শান্তভাবে আবার আমরা জয়পুর অভিমুখে ফিরিলাম। কাল প্রভাতে নিশ্চিতই জয়পুর হইতে প্রস্থান করিব মনে করিয়াছি।

এখান হইতে দেড়ক্রোশ দূরে, বিকানীয়ারে যাইব মনে করিয়াছিলাম ; কিন্তু সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছি। শুনিলাম, সেখানে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা চূড়ান্তসীমায় উঠিয়াছে ; রাস্তাঘাট সমস্তই মৃতদেহে আচ্ছন্ন। না, এ ভীষণ দৃশ্য আমার যথেষ্ট দেখা হইয়াছে ; আর দেখিতে ইচ্ছা নাই। এখন আমি সেই সব প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিব, যেখানে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ততটা নাই ; অথবা বঙ্গোপসাগরের সমীপবর্ত্তী সেই সব প্রদেশে যাইব—যেখানে এখনো লোকের প্রাণরক্ষা হইতেছে।

জালিকাটা বেলে-পাথরের নগর।

এই দুর্ভিক্ষপ্রদেশ ছাড়িয়া বঙ্গোপসাগরতটে ফিরিয়া যাইবার সময় গোয়ালিয়ার আমার পথে পড়িল। দুর্ভিক্ষপ্রদেশে ইহাই আমার শেষ থামিবার আড্ডা। সমস্ত নগরটি ক্ষোদিত-কারুকার্য্যে, শুভ্র 'জালির' কারুকার্য্যে সমাচ্ছন্ন। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে গোয়ালিয়ার প্রস্তরের উপর সুন্দর ও বিচিত্র তক্ষণকার্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে যাহা কিছু দেখা যায়, প্রায় সবই ক্ষোদাইকাজে—জাফ্রিয়া কাজে বিভূষিত।

এই শোভাগৃহগুলি দেখিলে মনে হয়, যেন পাৎলা তাস-কাগজের উপর ফোঁড় কাটা ; কিন্তু আসলে কঠিন বেলে-পাথরে নির্ম্মিত এবং উহার সূক্ষ্ম সুকুমার কাজগুলি আদৌ ক্ষণভঙ্গুর নহে। দ্বারপ্রকোষ্ঠের উপর পুষ্পমালার নক্সা ; গবাক্ষের উপর ঝালরের নক্সা। দ্বারপ্রকোষ্ঠগুলা ছোট-ছোট অসংখ্য থাম দিয়া ঘেরা ; থামের মাথাগুলা বৃক্ষপত্রের অনুকরণে এবং থামের তলদেশ পুষ্পকোষের অনুকরণে গঠিত। উপর্য্যুপরিন্যস্ত রাশিরাশি অলিন্দ ও বারান্দা,—স্বসীমা অতিক্রম করিয়া রাস্তার উপর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমস্তই বেলে পাথরের। এই গোয়ালিয়ার-নগরে, যদি কেহ গবাক্ষের গরাদে, কিংবা সুন্দরীদিগকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য ঝাঁজরী-জান্লা নির্ম্মাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে সে বেলে-পাথরের একটা বৃহৎ চাক্লা লইয়া তক্তার মত চাঁচিয়া পাৎলা করে এবং তাহাতে ছিদ্র করিয়া লতাপাতার আকারে অনেকগুলা সুচারু ফুকর বাহির করে। দেখিলে মনে হয়, যেন উহা হাল্কা কাঠের কাজ কিংবা কাগজের কাজ। সমস্তই চূণকামের মত তুষারশুভ্র শ্বেতবর্ণে ধবলিত ; মধ্যে মধ্যে, দেয়ালের উপর পুষ্প, হস্তী ও দেবদেবীর চিত্র উজ্জলবর্ণে অঙ্কিত। এদিকে গ্রামপল্লী ক্রমেই উজাড় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই ইন্দ্রপুরীতুল্য নগরটিতে প্রবেশ করিলে দুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্নটা যেন প্রায় ভুলিয়া যাইতে হয়। এখানকার লোকের এতটা অর্থসম্বল আছে যে, তাহারা শস্যাদি অনায়াসে ক্রয় করিতে পারে ; এবং তাহাদের এখনো এতটা জলসঞ্চয় আছে যে, তাহাতে উদ্যানাদি সংরক্ষিত হইতে পারে।

আতর প্রস্তুত করিবার জন্য ও সাজসজ্জার জন্য নগরচত্বরে ঝুড়িঝুড়ি গোলাপফুল বিক্রী হইতেছে।

গোয়ালিয়ার আসলে হিন্দুনগর ; কিন্তু এখানকার লোকের পাগ্ড়ীগুলা মুসলমানীধরণের। তবে একরকম বিশেষধরণের পাগ্ড়ী আছে—যাহা খুব আঁটসাট করিয়া জড়াইয়া বাঁধা ; বর্ণভেদ অনুসারে এই সকল পাগ্ড়ী অসংখ্যরকমের। কোনটার শাঁখের মত গড়ন, কোনটার বা একাদশ-লুই-রাজার আমলের টুপির মত গড়ন। আবার একরকম পাগ্ড়ী আছে—যাহার লম্বা দুই পাশ ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ও দুইদিকে শিং-বাহিরকরা। এই পাগ্ড়ীগুলা,—লালরঙের কিংবা পীচফল-রঙের, কিংবা ফিঁকা-সবুজ-রঙের রেশমী কাপড়ের। হাইদ্রাবাদে যেরূপ দেখা গিয়াছিল—সেইরূপ

এখানেও জনতার শুভ্র পরিচ্ছদের উপর—রাস্তার শাদা রঙের উপর, পাগড়ীর এই টাট্‌কা রংগুলা যেন আরো বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখানকার লোকেরা ললাটে শৈবচিহ্ন ধারণ করে,তাহা দেখিতে কতকটা শাদা প্রজাপতির মত, ও খুব সযত্নে চিত্রিত। ললাটের মধ্যস্থলে একটা বড় লাল ফোঁটা—তাহার দুইপাশ হইতে যেন দুইটা ডানা বাহির হইয়াছে। পক্ষান্তরে, এখানকার বৈষ্ণবচিহ্ন দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবচিহ্নেরই মত।

গোয়ালিয়ারকে ঘোড়-সওয়ারের নগর বলিলেও হয়;—সর্ব্বত্রই দেখা যায়, ঘোড়সওয়ারেরা জরির জিন লাগানো তেজী ঘোড়ার উপর চড়িয়া ছুটিয়া চলিয়াছে কিংবা চক্রাকারে ঘুরিতেছে; অনেকে হাতীর উপরেও চড়িয়াছে; দলে-দলে উষ্ট্রগণ সারিবন্দি হইয়া চলিয়াছে; অশ্বতরী ও ছোট ছোট ধূসরচর্ম্ম গর্দ্দভেরও অভাব নাই।

গাড়ি যে কত রকমের, তার সংখ্যা নাই। ঝক্‌ঝকে তামার ছোট-ছোট ভাড়াটে গাড়ি—তাহার ছাদ সূচ্যগ্র মন্দিরচূড়ার মত;—গাড়িটা ঘোটকের পশ্চাদ্দেশে যেন আটা দিয়া জোড়া; আর ঘোড়াগুলা ক্রমাগত পিছনদিকে লাথি ছুঁড়িতেছে। কোন কোন শকট স্থূলকায় দুইটা অলস বলদে টানিতেছে; শকট "গদাইলস্করি" চালে চলিয়াছে; একটা লম্বা পিতলের ডাণ্ডা দুইটা বলদকে পরস্পর হইতে একগজপরিমাণ পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে,—তাহাতে অনেকটা রাস্তা জুড়িয়া যায়; এই শকটের গঠন কতকটা সেকেলে তিন-সারি-দাঁড়ওয়ালা নৌকার মত;—খুব অলঙ্কারভূষিত নৌকার অগ্র-ভাগের মত; কিন্তু এই অগ্রভাগটি একেবারে সূচ্যগ্র; ইহার উপর আরোহীরা, অশ্বপৃষ্ঠে বসিবার ধরণে সারি-সারি বসিয়াছে। এই ধরণের বড় শকটগুলা প্রচ্ছন্নকায় রহস্যময়ী সুন্দরীদিগের ব্যব-হারের জন্য, ইহাদের গঠন কোন বৃহদাকার পক্ষীর অণ্ডের মত; একেবারে গোলাকৃতি; লাল কাপড় দিয়া অতি সাবধানে চারিদিক্ ঢাকা; এই শকট-গুলাও ধীরে-ধীরে চলিয়াছে। কখন-কখন এই ঢাকা কাপড়ের আধ-খোলা ফাঁক হইতে স্বর্ণবলয়ভূষিত, তৃণমণিবর্ণের একটা বাহু, কিংবা স্বর্ণনূপুরভূষিত একটা নগ্ন পদ, কিংবা অঙ্গুরীভারাক্রান্ত কতকগুলা আঙুল বাহির হইয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া, কতরকমের পাল্কি-তাঞ্জাম; এই সকল যানে চড়িয়া তরুণবয়স্ক সর্দ্দারেরা হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহাদের পরিচ্ছদ নারাঙ্গি-রঙের কিংবা Mallow-তরু-রঙের রেশমী কাপড়ের; চোখে কাজলের দীর্ঘ রেখা এবং কাণে হীরকের অলঙ্কার। অথবা কোন নবাব বাহির হইয়াছেন; তাঁহার পাটল কিংবা বেগনি রঙের আচ্‌কান; সেই আচ্‌কানের উপর তুষারশুভ্র কিংবা সিন্দুরবর্ণে রঞ্জিত শ্মশ্রুরাজি বিলম্বিত।

শাদা পাথরের এই সকল সুন্দর রাস্তায় চলিতে চলিতে লোকেরা পরস্পরকে ক্রমাগত সেলাম করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। গোয়ালিয়ারের লোকেরা বড়ই ভদ্র।

এ কথা নিশ্চিত, এ দেশের উচ্চবর্ণের মধ্যে আর্য্যজাতীয় দৈহিক শ্রীসৌন্দর্য্য চরম উৎকর্ষে উপনীত হইয়াছে,—উহাদের মুখের রং প্রায় ইরাণী-দিগেরই ন্যায় ফর্শা।

স্বচ্ছ মল্‌মল্‌-বস্ত্রে রোমীয় ধরণে আবৃত হইয়া এবং উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত করিয়া যে সকল রমণী দলে-দলে রাস্তায় চলিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদের কি সুন্দর চোখ!—কি অনিন্দ্যসুন্দর দেহের গঠন!

তালীবনসঙ্কুল ভারত হইতে—তাম্রবর্ণ নগ্নতার ভারত হইতে—আবুলিত দীর্ঘকুন্তলের ভারত হইতে, এই প্রদেশটি কত দূরে!

রাজপুতানার এই সকল মল্‌মলের ওড়না—যাহার দ্বারা রমণীদের আপাদমস্তক আবৃত—এই সকল ওড়নার কাপড়ে যে নক্সা কাটা আছে, তাহাতে ইচ্ছা করিয়াই যেন একটু বর্ব্বরারুচির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে; উহাতে যেন কেবল কতকগুলা রঙের ধ্যাবড়া ছোপ—কতকগুলা বেঢপ চক্রাকার রেখা।

একজন রমণী যে ওড়নাটা পছন্দ করিয়া গায়ে পরিয়াছেন, তাহার রং শ্যাওলা-সবুজ;—তাহার উপর গোলাপীরঙের চক্র কাটা; তাঁহার সঙ্গিনীটি যে ওড়না পরিয়াছেন, উহা সোনালী রঙের,—তাহার উপর নীলের ছোপ অথবা Lilac পুষ্প-রঙের ছোপ। ওড়নার কাপড় যেরূপ সূক্ষ্ম ও লঘু, তাহাতে সূর্য্য-রশ্মি ও ছায়া ভিতরে প্রবেশ করায়, বেলোয়ারী কাচের সমস্ত আভাই যেন বস্ত্রের উপর খেলাইয়া বেড়াইতেছে। এই সব বিচিত্র কুসুমবর্ণের মধ্যে—প্রাভাতিক বর্ণচ্ছটার মধ্যে—কোন সুন্দরী সাক্ষাৎ

নিশাদেবীর ন্যায় দীর্ঘ-রজত-রেখাঙ্কিত কৃষ্ণবর্ণ ওড়না পরিধান করিয়া সকলকে চমকিত করিতেছেন।

গোয়ালিয়ারের লোকেরা এই রঙের খেলা দেখিতে এতই ভালবাসে যে, একএকটা রাস্তার সমস্তটা জুড়িয়া কেবলি কাপড়-রঙানোই হইতেছে এবং মিলাইয়া-মিলাইয়া তাহার উপর বিচিত্র রঙের ছোপ দেওয়া হইতেছে। পথ-চল্‌তি লোকদিগের সম্মুখেই এই সব কাজ চলিতেছে;—তাহারা দেখিবার জন্য সেইখানে দাঁড়াইতেছে এবং আপনাদের মতামতও প্রকাশ করিতেছে। একটা কাপড়ের রং-করা শেষ হইবামাত্র অমনি উহা গৃহবারান্দার উপর বিছাইয়া রাখা হইতেছে; অথবা দুইজন বালক রৌদ্রে শুকাইবার জন্য ঐ কাপড়টার দুই প্রান্ত ধরিয়া ক্রমাগত নাড়া দিতেছে। এই রঞ্জকদিগের অঞ্চলটিতে যেন একটা উৎসব অবিরাম চলিয়াছে। পাংলা কাপড়গুলা গৃহাদির উপর ঝুলিতেছে; বালকেরা কোন কোন কাপড়ের দুই প্রান্ত ধরিয়া দুলাইতেছে; ঠিক্ যেন চারিদিকে উৎসবের নিশান উড়িতেছে।

কখন-কখন দেখা যায়, বরযাত্রীর দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে; আগে-আগে ঢাক-ঢোল-শানাই চলিয়াছে; অশ্বপৃষ্ঠে বর; ভৃত্যগণ একটা বৃহৎ ছত্র তাহার মাথার উপর ধরিয়া আছে। আবার কখন-কখন দেখা যায়, শবযাত্রীর দল ছুটিয়া চলিয়াছে; শবশরীর দৃঢ়বন্ধনে বদ্ধ;—কাপড় দিয়া জড়ানো; শববাহকেরা দ্রুতপদে চলায়, শবশরীর ঝাঁকাইতেছে; সহযাত্রীরা হাঁপাইতে হাঁপাইতে পিছনে চলিয়াছে এবং কুকুরেরা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া যেরূপ চীৎকার করে, সেইরূপ এক-একবার চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। রাস্তার কোণে কোণে ফকীর-সন্ন্যাসীরা গায়ে ভস্ম মাখিয়া অপস্মার-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় ধূলায় পড়িয়া নানাপ্রকার অঙ্গবিক্ষেপ করিতেছে, এবং যেন মরণযন্ত্রণা উপস্থিত, এইভাবে কাতরস্বরে ভিক্ষা চাহিতেছে। বাজার-চত্বরের চারিধারে সূক্ষ্ম ক্ষোদাইকাজে বিভূষিত কত দেবমন্দির ও চতুষ্কমণ্ডপ। যাহাদের ওড়না ইন্দ্রধনুর সমস্ত বর্ণে রঞ্জিত—সেই সব রমণী গালিচার দোকানে, রেশমি-বস্ত্রের দোকানে, ফলের দোকানে, মেঠায়ের দোকানে, শস্তের দোকানে প্রবেশ করিতেছে। আমাদের দেশে বিক্রয়ের জন্য যাহা দোকানে সাজাইয়া রাখা হয়—সেই সব শবদেহের বীভৎস দৃশ্য,—পচা মাছ, অন্ত্র ও টুক্‌রা টুক্‌রা মাংস, এখানে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহার কারণ, হিন্দুরা আহারের জন্য কখনই জীবহিংসা করে না। এখানে বেশীর ভাগ বিক্রী হয়—নিবৃন্ত গোলাপফুল। আতর প্রস্তুত করিবার জন্য, কিংবা শুধু ফুলের মালা বানাইবার জন্য রাশিরাশি গোলাপ বাজারে আনীত হয়।

চূড়াসমন্বিত অতি শুভ্র সিংহদ্বারসমূহের মধ্য দিয়া সুবিশাল রাজপ্রাসাদাঞ্চলে প্রবেশ করিতে হয়। এই সব প্রাসাদ একেবারে তুষারশুভ্র; প্রাসাদের চারিধারে গোলাপের কেয়ারী; তাহার চতুর্দ্দিকে অবসাদ-ম্রিয়মাণ বৃহৎ তরুরাজি,—যাহারা এই এপ্রিলমাসেও শারদীয় বর্ণ ধারণ করিয়া আছে। এই সকল বিজন উপবন দিন-দিন শুকাইয়া যাইতেছে; রাজা তাহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না। এই সব ক্ষুদ্র হ্রদ—এখন শুষ্ক; উহাদের তটদেশে চমৎকার ক্ষোদাই-কাজ-করা চতুষ্কমণ্ডপসমূহ; যে সময়ে একটু বৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারই একটু জল চতুষ্কপ্রাঙ্গণে এখনো জমিয়া আছে; এবং তাহারই প্রভাবে অঙ্গনভূমি এখনো নিবিড় শাখা-পল্লবে বিভূষিত।

গোলাপের কেয়ারীতে শরতের ভাব থাকিলেও যত্নপ্রভাবে গাছগুলা এখনো সতেজ রহিয়াছে; ময়ূর ও বানরেরা বিচরণ করিতেছে; ভূমির এই শুষ্কতায়,—এই দুর্ভিক্ষের সূচনায়, বানরগুলা যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছে।

রাজা এখন জ্বরে ভুগিতেছেন; তাই আরোগ্য-লাভের জন্য তিনি এখন পার্শ্ববর্ত্তী কোন শৈলচূড়ায় বিশ্রাম করিতেছেন। তথাপি আমি তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছি। আমার জন্য প্রাসাদদ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

ঘরদালানগুলা য়ুরোপীয় ধরণে সজ্জিত; সর্ব্বত্রই সোনালী-গিল্‌টির কাজ, জরির কাজ ও ঝাড়-লণ্ঠন। মনে হয়, যেন Palais-Bourbon-প্রসাদে কিংবা Elysée-প্রাসাদে আসিয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এই সব দস্তরমত সাজানো বিলাসদ্রব্যের মধ্যে থাকিয়াও যখন সেই সব বিগতবসন্ত উপবনগুলির বিষণ্ণতা মনে করি,—দুর্ভিক্ষের কথা মনে করি, তখন যে ভারত দুর্ভেদ্যবর্দ্মাবৃত দেয়ালের বাহিরে অবস্থিত, সেই

ভারত আবার আমার মনে পড়িয়া যায়। সর্দ্দার-শ্রেণীর যে যুবকটি আমাকে এই প্রাসাদে আনিয়াছিলেন এবং যিনি মধুর-সৌজন্য-সহকারে আমাকে সমস্ত দেখাইতেছিলেন, তিনি যেন পরীরাজ্যের লোক। তাঁহার শুভ্র পরিচ্ছদ; মাথায় গোলাপী রেশমের টুপি; কানে মুক্তা; এবং গলায় দুই নহরের পান্নার কণ্ঠী। ভারতীয় ও পারস্যদেশীয় পুরাতন ক্ষুদ্রায়তন চিত্রপটে যেরূপ চেহারা সচরাচর দেখা যায়, তাঁহার মুখশ্রী সেইরূপ অপূর্ব্বসুন্দর। এম্নিই ত তাঁহার দীর্ঘায়ত চক্ষু, তাহাতে আবার কজ্জলরেখায় আরো দীর্ঘীকৃত হইয়াছে। নাক খুব সরু; রেশমনিন্দী কালো গোঁপ; গালের রক্ত সিন্দূরের মত লাল;—স্বচ্ছ তৃণমণিসদৃশ ত্বকের উপর যেন একটা গোলাপীরঙের ছোপ দেওয়া।

নগরের অপর পার্শ্বে গোয়ালিয়ারের প্রচীন রাজাদিগের সমাধিমন্দির; এই অঞ্চলটি একেবারে নিস্তব্ধ। উদ্যানের মধ্যে এই সকল বেলে-পাথরের কিংবা মার্ব্বেলের মন্দিরগুলি অবস্থিত, উহার চূড়াগুলা, প্রকাণ্ড 'সাইপ্রেস্' তরুর মত ঊর্দ্ধদিকে ক্রমসূক্ষ্ম।

এখানে যতগুলি গগনস্পর্শী সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে যেটিতে ভূতপূর্ব্ব মহারাজ কিয়ৎ-বৎসর হইতে চিরনিদ্রায় নিমগ্ন, সেই মন্দিরটি সর্ব্বাপেক্ষা জম্কালো। তাহাতে বেলে ও মার্ব্বেল পাথরের চমৎকার কাজ, এবং খুব পশ্চাদ্ভাগে যে স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র—সেইখানে একটা কালো মার্ব্বেলের বৃষ বসিয়া আছে। ইহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একটি পরমারাধ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন। এই রাজকীয় সমাধিমন্দিরটির নির্ম্মাণকার্য্য শেষ না হইতে হইতেই, ইহারি মধ্যে পক্ষীরা ইহাকে আক্রমণ করিয়াছে। পেচক, ঘুঘু, টিয়াপাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া মন্দিরের চূড়ায় বাসা বাঁধিয়াছে। চূড়ায় উঠিবার সিঁড়ি সবুজ ও ধূসর পক্ষীর পক্ষে সমাকীর্ণ। চূড়াটা খুব উচ্চ; চূড়ার উপর হইতে—"চিকণে"র মত কাজকরা বাড়ী, প্রসাদ, অবসাদ-ম্রিয়মাণ উদ্যান, পাথরের বড়বড়-মন্দিরচূড়াসমেত সমস্ত নগরটাই দৃষ্টিগোচর হয়। মাথার উপর—আকাশে, কাকচিলেরা ঘোরপাক দিয়া উড়িতেছে। ভারতবর্ষে প্রায়ই যাহা দেখা যায়—নগরের আশপাশ ভগ্নাবশেষে আচ্ছন্ন; পুরাতন গোয়ালিয়ার, পুরাতন বাসস্থান,—দুর্নিবার কালপ্রভাবে, খেয়ালের অবসানে, কিংবা যুদ্ধবিগ্রহের ভাগ্যবিপর্য্যয়ে পরিত্যক্ত হইয়াছে। যে সময়ে মহাভাগ হিন্দুজাতি বিদেশীয় দাসত্ব স্বীকার করে নাই, স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, বীরগর্ব্বে গর্ব্বিত ছিল, লড়াক্কা ছিল—সেই বীরযুগের বিরাট্ দুর্গসমূহ এ দেশের সর্ব্বত্র যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ একটি দুর্গ দিগন্তের একটা কোণ জুড়িয়া রহিয়াছে। ঐ অদূরে, একশত গজের অধিক উচ্চ খাড়া শৈলের উপর, দেড়ক্রোশব্যাপী বপ্রপ্রাকার, ঘোরদর্শন প্রাসাদসৌধাবলী, রাজমুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

পরিশেষে, ভস্মের আভাবিশিষ্ট—পাংশুবর্ণ পত্রের আভাবিশিষ্ট দূর-দিগন্ত, গড়াইতে-গড়াইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এখনো এই নগরটি নিরুদ্বেগ ও ও আমোদ-উল্লাসে পূর্ণ; কিন্তু ঐ সব মরা বন, ঐ সব মরা জঙ্গল, যাহা এখান হইতে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—উহা নগরের উপর একটা যেন বিভীষিকার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে—আসন্ন দুর্ভিক্ষের সূচনা করিতেছে।

গত সায়াহ্নে, রাজদরবারের একজন সৌম্যদর্শন পুরুষের সহিত হাতী চড়িয়া সারা সহরটা ঘুরিয়া আসিলাম। বেলে-পাথরের নগরের নিকট আজ আমার এই শেষ বিদায়। এ সময় ততটা গরম নহে; এই সময়ে রমণীরা রঙীণ ওড়না পরিয়া—রূপালি জরির ওড়না পরিয়া, হাওয়া খাইবার জন্য সুন্দর-কাজ-করা নিজ নিজ গৃহের বারান্দায় বসিয়া আছে।

আমার সঙ্গীটিকে চিনিতে পারিয়া এবং গাড়ির আগে-আগে দুই জন রূপ্-সোয়ার দেখিয়া, লোকেরা খুব সেলাম করিতে লাগিল।

একটা প্রকাণ্ডকায় হাতীর উপর চড়িয়া আমরা সহরের সরু সরু রাস্তা দিয়া চলিয়াছি। এটি হস্তিনী—উহার বয়স ৬৫ বৎসর; এই হাতীর উপর বসিয়া আমাদের মাথা একতলা পর্য্যন্ত ঠেকিল; এমন কি, যেখানে সুন্দরীরা বসিয়াছিল, সেই ক্ষোদাই-কায-করা বারান্দাটা সেখান হইতে ঝুঁকিয়া দুই হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করা যায়।

চৌমাথা-রাস্তার উপর একটা স্থান—একমানুষ-পরিমাণ উচ্চ দর্ম্মা দিয়া ঘেরা; কিন্তু আমরা এত উচ্চে বসিয়া আছি যে, হাতীর উপর হইতে নীচের

সমস্তই দেখা যায়। এখানে একটা বিবাহোৎসব হইতেছে; বরের বাড়ী নিতান্ত ছোট বলিয়া রাস্তার উপরেই এই উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। অলঙ্কারে বিভূষিতা কতকগুলি তরুণী চুম্‌কিবসানো ওড়না পরিয়া গানবাদ্য শুনিবার জন্য সেইখানে চক্রাকারে বসিয়া আছে।

বাজার-চত্বর দিয়া যখন আমরা চলিতে লাগিলাম, তখন লোকেরা কতই সেলাম করিতে লাগিল! সামান্য দোকানদারেরা, দরিদ্রলোকেরা খুব নত হইয়া ভক্তিভরে সেলাম করিতে লাগিল। ইঙ্গিত-মাত্রে, সুন্দর আশ্বারোহিগণ রাশ-টানিয়া নিজ নিজ অশ্বকে থামাইয়া রাখিল। কেননা, ঘোটকেরা হাতী দেখিলে ভয় পায়। ভয় পাইয়া ঘোড়াগুলা পিছনের পা ছুড়িতে লাগিল, চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল, গোলাপের ঝুড়িগুলাকে ওলট্‌পালট্ করিয়া দিল। পাঁচ-ছয় বৎসরের ছোট-ছোট সুন্দর কাজল-পরা মেয়েগুলি—এমন কি, শিশুগুলি পর্য্যন্ত সেইখানে থামিয়া গম্ভীরভাবে আমাদিগকে সেলাম করিতে লাগিল। খুব নীচে হইতে, এমন কি, হাতীর পায়ের কাছে দাঁড়াইয়া তাহারা অতি ভদ্রভাবে ও মজার ধরণে সেলাম করিতে লাগিল এবং পাছে তাহাদের কোন হানি হয়, এইজন্য হাতীও মাতৃসুলভ সতর্কতার সহিত একটার পর আর-একটা পা অতি সন্তর্পণে ফেলিতে লাগিল।

আমার স্মরণ হয়, যখন এমন-একটা সরু রাস্তা দিয়া চলিয়াছি, যেখানে হাতীর দুই পাশ দুইদিক্‌কার দেয়াল ঘেঁষিয়া যাইতেছে, তখন হঠাৎ একটা ঝাঁকানি হইল, হাতী সহসা থামিয়া পড়িল।

আমাদের হাতী অপেক্ষাও বড় আর একটা দাঁতালো পুরুষ-হাতী বিপরীত দিক্ হইতে ঠিক্ আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িল।...

আমাদের হাতীটা ক্ষণেকের জন্য যেন কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার পরেই সৌজন্য-সহকারে দুইজনের মধ্যে কি-একটা পরামর্শ হইয়া গেল। এক হস্তিশালাতেই দুইজনে একত্র বাস করে; এক পাত্র হইতেই দুইজনে একসঙ্গে আহার করে,—সুতরাং উভয়েই উভয়ের সুপরিচিত। পরিশেষে অন্য হাতীটা ত্রিশ-পা পিছু হটিয়া একটা প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিল,—যাইবার সময় আমাদের গায়ে শুধু একটু শুঁড় বুলাইয়া গেল। তাহার পর আমরা আবার চলিতে লাগিলাম।

রাজাদের শৈলনিবাস।

ভারতের এই উদাস মরুদৃশ্যের উপর ভাস্বর ও বিষণ্ণ মধ্যাহ্ন ক্রমশ অগ্রসর হইতেছে। হস্তী শান্তভাবে পর্ব্বতের উপরে উঠিতেছে; অতিমানুষপ্রমাণ একটা ক্ষোদিত ঢালু সিঁড়ি দিয়া হস্তী পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে আরোহণ করিল। এই স্থানটি ভগ্নাবশেষে সমাচ্ছন্ন; যেন ইহা দেবতাদের—মন্দির-সমূহের—প্রাসাদ-সৌধাবলীর একটা প্রকাণ্ড সমাধিক্ষেত্র।

সহজভাবে ও মৃদুভাবে যাহাতে উপরে উঠিতে পারে, এইজন্য হাতী বাঁকা-চোরা পথ দিয়া চলিতেছে। তাহার দোদুল্যমান প্রকাণ্ড দেহপিণ্ডটা আমাদিগকেও মৃদুমৃদু দুলাইতেছে। তাহার "গোদা-পায়ের" প্রতি পদক্ষেপে ধূলারাশি যেরূপভাবে নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহাতেই তাহার প্রকাণ্ড শরীরের গুরুত্ব আমি বেশ অনুভব করিতে পারিতেছি। হাতী নিঃশব্দে চলিয়াছে; চারিদিক্ নিস্তব্ধ; কেবল তাহার দুই পার্শ্বে যে দুইটি রূপার ঘণ্টিকা ঝুলান রহিয়াছে, তাহা হইতে বিষণ্ণ-গম্ভীর ধ্বনি মধ্যে মধ্যে নিঃসৃত হইতেছে। কখন কখন উষ্ণ স্থির আকাশে উড়ন্ত পাখীর পক্ষোত্থিত শাঁই-শাঁই শব্দ শুনা যাইতেছে;—মাথার উপর দিয়া একটা শকুনি, একটা চিল চলিয়া গেল।

পর্ব্বতটা একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে;—উহার উপরে উঠা কষ্টকর। পর্ব্বতের যে পাশে 'খদ্', তাহার উপর দিয়া দুর্গবপ্র-সমন্বিত একটা প্রাচীর প্রসারিত হইয়া ধূলিসমাচ্ছন্ন সূর্য্যরশ্মি উদ্ভাসিত ধূসরবর্ণ দূর-দিগন্তকে বিখণ্ডিত করিয়াছে। পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের উপর হইতে বিরাট-আকৃতি পদার্থসকল দৃষ্টিগোচর হইতেছে; তিনশত ফিটেরও অধিক স্থান ব্যাপিয়া একটা গণ্ডশৈল—তাহার উপর দুর্গপ্রাসাদসমূহ অধিষ্ঠিত; সেরূপ সৌধ-প্রাসাদাদি একালে নির্ম্মাণ করা দুঃসাহসের কাজ,—এক প্রকার অসাধ্য বলিলেও হয়। মাথা তুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়—এই সব প্রাচীনকালের প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড প্রাসাদ কতদূর পর্য্যন্ত চলিয়াছে, তাহার আর শেষ নাই; ইহাদের গঠনভঙ্গী আমাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত; কত-কত শতাব্দী হইতে, এই সকল সৌধপ্রাসাদ অতলস্পর্শ

খাতের ধারে অঘূর্ণিতমস্তকে অটলভাবে দণ্ডায়মান। এই নৈসর্গিক দুর্গশৈলের উপর কত-কত রাজবংশ —যাঁহাদের অস্তিত্বও এখন আমরা কল্পনা করিতে পারি না—ঐ উচ্চদেশে দুর্গম নিরাপদ্ আবাসস্থান নির্ম্মাণের জন্য কত সহস্র বৎসর হইতে প্রস্তরের উপর প্রস্তর রাশীকৃত করিয়াছেন। ভারতের সর্ব্বত্রই যে-সব প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ধ্বংসাবশেষ সমাকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিকটে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ভূপতিদিগের দুর্গপ্রাসাদাদি কি হাস্য-জনক!

হাতী থপ্‌থপ্ করিয়া মন্থরগমনে উপরে উঠিতেছে। মধ্যে মধ্যে তাহার গলবিলম্বিত ঘণ্টিকা হইতে একঘেয়ে মৃদুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হইতেছে। মধ্যাহ্নসূর্য্য, হাতীর তলদেশে হাতীর চলন্ত ছায়াচ্ছবি অঙ্কিত এবং মাটির উপর তাহার দোদুল্যমান শুণ্ডটি কালোরঙে চিত্রিত করিয়াছে। আদবকায়দার দস্তুর অনুসারে দুইজন লোক আমাদের আগে-আগে চলিয়াছে এবং রূপালী-মাথাওয়ালা দুইটা লম্বা ছড়ি হস্তে ধারণ করিয়া তন্দ্রাগ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় অলসভাবে উপরে উঠিতেছে। উপরে উঠিতে উঠিতে একএকটা দ্বার আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে; আমরা প্রাচ্যদেশসুলভ ঢিমাচালে তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি। দ্বারগুলা —বলা বাহুল্য—ভীষণ-দর্শন; তাহার উপরে প্রহরীদের ঘর; গোয়ালিয়ারের সৈনিকেরা পাহারা দিতেছে; কেননা, অতীত-গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ বিপুল ভগ্নাবশেষের মধ্যে, পর্ব্বতের ঐ উচ্চচূড়ায়, তাহাদের রাজা এখন অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, দূর-দিগন্তের অস্পষ্ট পরিধি-মণ্ডল ক্রমশ বিস্তৃত হইতেছে। গগনবিলম্বিত এক-প্রকার ভস্ম-কুয়াসার নীচে শুষ্ক তরুগণের বিচিত্র বর্ণ যেন ধূসরে বিলীন হইয়াছে।

স্ফুলিঙ্গবৎ দীপ্যমান ধূলিকণায় পরিষিক্ত ধূসর দিগন্তদেশ ধূসর আকাশে মিলাইয়া গিয়াছে। সেই আকাশতলে বড়-বড় শিকারি-পাখী প্রাতঃকাল হইতে আবর্ত্তের ন্যায় ক্রমাগত ঘোরপাক দিয়া এক্ষণে শ্রান্ত-ক্লান্ত-অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

শৈলরাশির মধ্য হইতে যেন একটা তপ্ত-নিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইল; আকাশে বায়ুর হিল্লোলমাত্র নাই। মধ্যাহ্নসূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণে অভিভূত হইয়া পাখীরাও নিস্পন্দ ও নিদ্রামগ্ন; চিল ও শকুনিরা পাখা গুটাইয়া স্থিরভাবে বসিয়া আছে এবং আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছে। গণ্ডোলা-নৌকার অবিশ্রান্ত দোলনের ন্যায় হাতীর চলন-ভঙ্গীতে আমাদের মন ক্রমশ অসাড় হইয়া পড়িতেছে; সূর্য্যের দুর্নিরীক্ষ্য আলোকে প্রতিহত হইয়া চক্ষু নিমীলিত হইতেছে; তাহার পরেই, এই সব ধূসর পদার্থরাশির মধ্যে,—বর্ষণহীন বহুবর্ষের ধূলায় লোহিতীকৃত এই সব প্রস্তররাশির মধ্যে,—সম্মুখের ভূমি ছাড়া, কাছের জিনিস ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। প্রথমে চোখে পড়িল একটা জরির পাগড়ি, একটা শ্যামল-রঙের ঘাড়, শাদা কাপড়ে আচ্ছাদিত একটা স্কন্ধ, একটা ছোট তীক্ষ্ণ বল্লম; হিন্দু মাহুত হাতীর স্কন্ধের উপর বুদ্ধের ন্যায় উপবিষ্ট; তাহার হাতে অঙ্কুশ। তাহার পর, হাতীর মাথায় জড়ান এক-টুকরা লাল কাপড়, কালো-ডোরা-কাটা গোলাপী-রঙের বৃহৎ কর্ণযুগল; মাছি ও ডাঁশ তাড়াইবার জন্য হাতী তাহার কানদুটা হাতপাখার মত ক্রমাগত নাড়িতেছে।

গুরুপদভরে পথ দলিত করিয়া, শান্ত-শিষ্ট বশ্য অক্লান্ত হস্তী পর্ব্বতের উপরে উঠিতেছে। তাহার পার্শ্বদেশে একটা গোলাকার গণ্ডশৈল, দেখিতে তাহারি মত; না জানি, তিমিরাবৃত কোন্ দূর-অতীতের মনুষ্যগণকর্ত্তৃক কতকটা হস্তিদেহের অনুকরণে এই গণ্ডশৈলটি ক্ষোদিত হইয়াছিল; উহাতে হস্তীর শুণ্ড, দীর্ঘদন্ত-সমন্বিত মস্তক, হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ অস্পষ্টরূপে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তা ছাড়া, বিলুপ্ত-ভাষার লিখিত কতকগুলা উৎকীর্ণলিপি এবং পর্ব্বতের গায়ে ক্ষোদিত কুলুঙ্গির মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষোদিত দেব-দেবীর প্রতিমাও রহিয়াছে। যাহারা এই ভীষণ স্থানের প্রথম অধিবাসী, সেই পাল-রাজাদিগের ও জৈনদিগেরই এই সমস্ত কীর্ত্তি।

নীচে,—জলন্ত উত্তাপময় প্রসারিত ক্ষেত্রের মধ্যে ভাসমান একপ্রকার ভস্মময় বাষ্পের তলদেশে, প্রাচীন গোয়ালিয়ারের ভগ্নাবশেষসমূহ একটু-একটু দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে; তা ছাড়া, নূতন গোয়ালিয়ার—সব শাদা—যাহাকে দেশীয় লোকেরা অবজ্ঞাসহকারে "লথ্‌থর" (সৈন্য-ছাউনী) বলে—তাহারও পাথরের বড়-বড় সৌধচূড়া, ও মন্দিরচূড়াদি অল্প-অল্প দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এখন মধ্যাহ্ন।

আমাদের মাথার উপর প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড অনলকণা বর্ষণ করিতেছেন; পাথগুলা এরূপ তাতিয়া উঠিয়াছে, মনে হয় যেন, অগ্নিকুণ্ড হইতে আগুনের কিরণ নিঃসৃত হইতেছে। নিস্তব্ধতা ও উত্তাপে বিহ্বল হইয়া চিল, শকুনি ও কাকেরা নিদ্রা যাইতেছে।

ক্রমাগত উপরে উঠিয়া অবশেষে ভীষণদর্শন প্রাসাদসমূহের পাদমূলে আসিয়া উপনীত হইলাম। এই প্রাসাদগুলা একেবারে "খদের" ধারে অধিষ্ঠিত এবং উহাদের দ্বারা পর্ব্বতচূড়ার উচ্চতা যেন আরো বর্দ্ধিত হইয়াছে। ছোট-ছোট-চূড়াসমন্বিত প্রাসাদের মুখভাগটি অতুলনীয়। সমানভাবে বসান প্রস্তরপিণ্ড উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া বরাবর প্রসারিত এবং বিবিধ জীবজন্তু ও মনুষ্য-আকৃতির অনুকরণে রচিত নীল, সবুজ, সোনালি রঙের প্রভৃত খচিত-কাজে অলঙ্কৃত। এই সকল উত্তুঙ্গ দুর্গম প্রাসাদে গোয়ালিয়ারের ভূতপূর্ব্ব প্রবলপ্রতাপ ভূপতিগণ ষোড়শশতাব্দী পর্য্যন্ত বাস করিয়াছেন।

শেষের একটা প্রকাণ্ড দ্বার—নীলরঙের মিনার কাজে আচ্ছাদিত। এখনও মহারাজের সিপাহীরা এখানে পাহারা দেয়; এই দ্বার দিয়া একটা চূড়ার উপরিস্থ ময়দানে উপনীত হইলাম। এই ময়দানটি প্রায় দেড়মাইল দীর্ঘ; উহার সমস্তটাই দুর্গবপ্রে পরিবেষ্টিত। সমস্ত পশ্চিমভারতের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দুরধিগম্য বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক যুগ হইতে যোদ্ধৃ রাজামাত্রেই এই স্থানটিকে আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছেন—এই স্থানটি কত লোমহর্ষণ যুদ্ধবিগ্রহ দেখিয়াছে,—যাহার বর্ণনায় রাশিরাশি গ্রন্থ পূর্ণ হইতে পারে। এই উত্তুঙ্গ বিজনভূমি,—সৌধপ্রাসাদে, সমাধিমন্দিরে, দেবালয়ে, সকল সভ্যতান্তরের—সকল যুগের পুত্তলিকাসমূহে সমাচ্ছন্ন। য়ুরোপের এমন কোন স্থান নাই, যাহার সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে; বিলুপ্ত পুরাতন বৈভবাদির শোকোদ্দীপক 'জাদুঘর' ইহার মত আর নাই।

মিনা-র কাজকরা প্রথম প্রাসাদের সম্মুখে হাতী হাঁটু গাড়িয়া বসিল; আমরা নামিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই প্রাসাদটি ততটা ঘোরতর "সেকেলে" ধরণের নহে—এবং ততটা ভগ্নদশাপন্নও নহে।

ইহা হদ্দ পাঁচশত বৎসরের; কিন্তু ইহার বিরাট্ পত্তনভিত্তি সেই সব পালরাজাদের আমলের—যাহারা তৃতীয় শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত গোয়ালিয়ারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বড় বড় পাথরের মঞ্চের উপর কতকগুলা ঘোরদর্শন নীচু দালান সংস্থাপিত। প্রাসাদাভ্যন্তরের নিস্তব্ধতা, হঠাৎ অর্দ্ধচ্ছায়ান্ধকার এবং আমরা যে জ্বলন্ত বহির্দ্দেশ হইতে আসিতেছি, আমাদের নিকট হঠাৎ একটু শৈত্যের আবির্ভাব হইল। আগেকার বিলাস-বৈভবের মধ্যে, এখন কেবল রাশিরাশি খোদাই-কাজ এবং দেয়ালে চমৎকার মিনা-র কাজ অবশিষ্ট রহিয়াছে; এই সমস্ত ডানাওয়ালা পশু, অদ্ভুত বিহঙ্গ, সবুজ ও নীল পক্ষবিশিষ্ট ময়ূর প্রভৃতির প্রতিকৃতি। ময়ূরের পাখায় যেরূপ চুরপনের উজ্জ্বল বর্ণচ্ছটা দেখা যায়—সে বর্ণবিন্যাসের গুহ্যকলা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। দেয়ালের গাঁথুনির মধ্যে, ছোট-ছোট ছিদ্র-করা একএকটা প্রস্তরফলক বসানো রহিয়াছে—বহির্জগতের দৃশ্য তাহার মধ্য হইতেই যাহা-কিছু দেখা যায়। এইরূপ গবাক্ষের নিকটে বসিয়াই তখনকার বন্দীকৃত সুন্দরীরা আপন-আপন কল্পনায় বিভোর হইত এবং রাজারা—আকাশের মেঘ, দূর-দিগন্তদেশ, সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধাদি নিরীক্ষণ করিতেন।

"খদ"প্রান্তবর্ত্তী প্রাসাদসমূহের সমস্ত মুখভাগ—যাহা উচ্চতায় প্রায় একশত ফিট ও দৈর্ঘ্যে প্রায় তিনশত ফিট—সুরঙ্গগৃহের মত অষ্টে-পৃষ্ঠে বদ্ধ সমস্ত দালান, সমস্ত কক্ষ,—শুধু এই সকল সচ্ছিদ্র প্রস্তরফলকের মধ্য দিয়াই বায়ুগ্রহণ করে; কি পলায়ন, কি আত্মহত্যা, কি প্রেমের ব্যাপার, কোন কারণেই এই সকল প্রস্তরফলক খুলিতে পারা যায় না। আমাদের কারাগারের লৌহগরাদে অপেক্ষাও ইহা দারুণ কঠোর। সানের নীচে সর্ব্বত্রই,—সুরঙ্গপথে নামিবার জন্য গুপ্তসোপান, সুরঙ্গ ও সুরঙ্গ-কারাগার। না জানি, কত গভীর পর্য্যন্ত পর্ব্বতগর্ভ কাটিয়া এই সকল অন্ধকূপ—এই সকল সুরঙ্গ প্রস্তুত হইয়াছিল।

এই প্রাসাদের পাশাপাশি আরও কতকগুলি প্রাসাদ সারিসারি চলিয়াছে; এগুলি পর-পর অধিকতর বর্ব্বর-ধরণের। উহার মধ্যে একটি পালরাজাদিগের আমলের—আরও বেশী গুরুভার

প্রস্তরপিণ্ডে গঠিত। আর একটি জৈনদিগের আমলের ;—বিশেষ কোন গঠন নাই বলিলেও হয় ; পর্ব্বতগাত্রের সহিত যেন মিশিয়া গিয়াছে ; গুপ্ত-ভাবে বন্দুক ছুড়িবার দুর্গরন্ধ্রের ন্যায়, ত্রিকোণাকৃতি শুধু কতকগুলা ছোট-ছোট গবাক্ষচ্ছিদ্র প্রাসাদগাত্রে পরিলক্ষিত হয়।

তা ছাড়া, এখানকার গড়বন্দী ময়দানটা বিভিন্ন ধরণের দেবালয়ে সমাচ্ছন্ন ; উহাদের এই বিচিত্রতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের সকল বিভাগেরই নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এইখানে গর্ত্ত খুঁড়িয়া কতকগুলা চৌবাচ্ছা প্রস্তুত হইয়াছে ; এই চৌবাচ্ছাগুলা এত বড় যে, শত্রুকর্ত্তৃক দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে হাজার-হাজার লোককে অনেকদিন পর্য্যন্ত পানীয়জল যোগাইতে পারা যায়। সমস্ত স্থানটাই দেবপ্রতিমায় ও সমাধিমন্দিরে আচ্ছন্ন।

একটা জৈনমন্দিরে গিয়া একটু দাঁড়াইলাম ; পূর্ব্বে মোগলসৈন্য আসিয়া অত্রত্য প্রতিমাদিগকে বিকলাঙ্গ করে। আমাদের প্রাচীনকালের খৃষ্ট-ধর্ম্মের কীর্ত্তিচিহ্নগুলার সহিত তুলনা করিবার জন্যই এইখানে একটু দাঁড়াইলাম। আমাদের খুব সুন্দর গির্জ্জাগুলিও ছোট-ছোট অ-সমান প্রস্তরে গঠিত এবং আটা দিয়া জোড়া। কিন্তু এখানে, বড়-বড় পাষাণপিণ্ড—সব বাছা-বাছা ও সব সমান—এরূপ-ভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট এবং ঘড়ির কল্-কব্জার মত এরূপ যথাস্থানে স্থাপিত যে, মনে হয় যেন, এই প্রস্তরসমষ্টি একখণ্ড প্রস্তরের মত অনাদি-কাল হইতে একইভাবে রহিয়াছে।...

এক্ষণে, আমার ভারতবাসী লোকদিগের সহিত আবার আমি সেই মন্থরগামী দোদুল্যমান হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম ; আবার হস্তিপার্শ্ব-বিলম্বিত ঘণ্টিকা হইতে মধুর নিক্কণ নিঃসৃত হইতে লাগিল ; আবার সেইরূপ পর্ব্বতের অপর পার্শ্বের ঢালু দিয়া আমরা শান্তভাবে নামিতে লাগিলাম এবং ক্রমশ একটা লালপাথরের গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম ; —হঠাৎ আমাদের মাথার উপর একটা ছায়া আসিয়া পড়িল। কতকগুলা ঘোড়সোয়ার আমাদের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল ; হাতী দেখিয়া তাহাদের ঘোড়া ভড়্কাইয়া লাফালাফি করিতে লাগিল ; একটা উট হঠাৎ মাথা-ঝাঁকানি দেওয়ায় উটের সোয়ার উষ্ট্রপৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। এই হাতীর দেশে এমন কোন জীবজন্তু নাই যে, হাতীর পাশ দিয়া গেলে ভয় না পায়।

যে গুহাপথ দিয়া আমরা নামিতেছি, এই পথটি বড়-বড় প্রস্তর-প্রতিমায় সমাচ্ছন্ন *। এই গুহাটি তীর্থঙ্কারদিগের প্রকাণ্ড প্রতিমাসমূহের নিবাসভূমি —এই সমস্ত মূর্ত্তি পর্ব্বতগাত্র হইতে কুঁদিয়া বাহির করা হইয়াছে ; কুলুঙ্গির মধ্যে, গুহার মধ্যে, কোন মূর্ত্তি উপবিষ্ট, কোনটি বা দণ্ডায়মান। বিশ-ফিট্ উচ্চ, সম্পূর্ণরূপে নগ্ন ; সে নগ্নতায় কোন খুঁটিনাটিই বাদ যায় নাই—এমন কি, অশ্লীলতার মাত্রায় উপনীত হইয়াছে। উপত্যকার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত এই সকল মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ;—আমরা তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছি।

ষোড়শ শতাব্দীতে, প্রতিমাধ্বংসী মোগলসৈন্য এই পথ দিয়া—এই সকল মূর্ত্তির মধ্য দিয়া যাত্রা করিবার সময়, কাহারও মস্তক, কাহারও পুরুষাঙ্গ, কাহারও হস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে। এইরূপে সকল মূর্ত্তিগুলিই ছিন্নাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। †

ঐ অদূরে—যে তপ্তধূলার কুজ্ঝটিকায় সমস্ত দেশ আচ্ছন্ন—সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য দিয়া আবার যেন এইরূপ কতকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম।... অন্যান্য উপত্যকা—অন্যান্য গণ্ডশৈল আমাদের নেত্রসমক্ষে ক্রমশ উদ্‌ঘাটিত হইল। সেখানেও এই সকল মূর্ত্তি সারিসারি চলিয়াছে, ইহাদের আর শেষ নাই। সমস্ত আকাশে যেন একপ্রকার ভস্মরাশি বিলম্বিত এবং সূর্য্যের জ্বলন্ত কিরণ সর্ব্বত্রই দীপ্যমান। এই উত্তাপ ও মধুরনাদী ঘণ্টিকার প্রশান্ত নিক্কণ আমার নিদ্রাকর্ষণ করিতেছে ; যতই আমরা নীচে নামিতেছে, ততই যেন সমস্তের উপর একটা আবরণ পড়িয়া যাইতেছে ; এইরূপ আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় আমরা ঢুলিতে-ঢুলিতে চলিয়াছি ; এই বিরাট্ মূর্ত্তিগুলার রূপ একটু-একটু করিয়া অস্পষ্ট হইতে লাগিল ; ক্রমে মন হইতে একেবারেই তিরোহিত হইল।

---

* পরেশনাথ ও তীর্থঙ্কার আদিনাথের প্রতিমা সর্ব্বাপেক্ষা বড়। আদিনাথ জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। এই প্রতিমাগুলি ১৫ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে।

† ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মোগল-বাদসা বাবর এইরূপ অঙ্গচ্ছেদ করিবার হুকুম জারি করেন।

মাদ্রাজে থিওসফিষ্টদের গৃহে।

"স্বর্গ বিনা ঈশ্বর, আত্মা বিনা অমরত্ব, প্রার্থনা বিনা চিত্তশুদ্ধি"...

আমাদের কথাবার্ত্তা যখন থামিয়া গেল, চরম সিদ্ধান্তের আকারে পরিব্যক্ত উপরি-উক্ত বীজমন্ত্রটি ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে, বিষাদগম্ভীরস্বরে আমার কর্ণে যেন ক্রমাগত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

গৃহটি নির্জ্জন; ময়দানের উপর, নদীর ধারে, তালীবন ও অপরিচিত একপ্রকার বৃহৎ-জাতীয় পুষ্পরাশির মধ্যে অবস্থিত, এবং সন্ধ্যার বিষাদচ্ছায়ায় আচ্ছন্ন। তখন আমরা গৃহের পুস্তকাগারে ছিলাম। জান্‌লা-শার্শির মধ্য দিয়া ঘরটিতে এখনো বেশ আলো আসিতেছিল; অল্পে-অল্পে আলো কমিয়া আসিল; শার্শির রঙীন কাচখণ্ডের উপর যে সব স্বচ্ছপ্রভ ক্ষুদ্র চিত্র ছিল, তাহা ক্রমশ বিলীন হইয়া গেল; সমস্ত মানবীয় ধর্ম্মমতের বাহ্যচিহ্নের এই চিত্রগুলি যেন একটা জাদুঘরে একত্র সংরক্ষিত হইয়াছে, খৃষ্টের ক্রুস্, সলোমনের মোহর, জিহোবার ত্রিকোণ, শাক্যমুনির পদ্ম, মহাদেবের ত্রিশূল, মিশরদেশীয় আইসিস্‌দেবের চিহ্নাবলী। ইহা মাদ্রাজস্থ থিওসফিষ্টদিগের গৃহ। আমি থিওসফিষ্ট-দিগের সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য কথা শুনিয়াছিলাম। যদিও আমি সে-সব কথায় বিশ্বাস করি নাই, তবু মনে করিলাম, দেখি না কেন, উহাদের নিকটে যদি কোন আশার কথা শুনিতে পাই। এই আমার শেষ চেষ্টা। কিন্তু উঁহারা আমাকে কি দিতে চাহিলেন, শোনো;—বৌদ্ধধর্ম্মের সেই সুবিদিত হৃদয়হীন উদাসীনভাবের কথা,—"আমার নিজের জ্ঞানালোক!"

"প্রার্থনা?" তাঁহারা বলিলেন, "প্রার্থনা শুনিবে কে?...মানুষের দায়িত্ব মানুষের নিজের কাজেই। মনুবচন স্মরণ করিয়া দেখ, মনুষ্য একাই জন্মগ্রহণ করে, একাই জীবিত থাকে, একাই মৃত হয়, কেবল ধর্ম্মই তাহার অনুগমন করে...তবে প্রার্থনা শুনিবে কে? কাহার নিকট প্রার্থনা করিবে, তুমি যখন নিজেই ঈশ্বর? তোমার আপনার নিকটেই প্রার্থনা করিতে হইবে—তোমার নিজ কর্ম্মের দ্বারা।"

আমাদের মধ্যে একটা গভীর নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল; এরূপ বিষাদময় নিস্তব্ধতা আমার জীবনে কখন দেখি নাই। সব নিস্তব্ধ—কেবল শূন্য আকাশে এক একটি করিয়া পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহারই অস্পষ্ট মৃদু শব্দ শুনা যাইতেছে; মনে হইল,—যাঁহাদের সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তাঁহাদের নিশ্বাসবায়ুতে আমার মনের মধুর ও অস্পষ্ট বিশ্বাসগুলি যেন একে-একে ঝরিয়া পড়িতেছে। কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় যুক্তি-বিচারে অটল,—স্বকীয় সিদ্ধান্তে বেশ সন্তুষ্ট।

যে দুইটি লোকের সহিত আমার কথা হইতে-ছিল, দুজনেই বেশ এদিকে আতিথেয়, সহৃদয় ও আদর-অভ্যর্থনায় সুপটু। প্রথমটি য়ুরোপীয়,—আমাদিগের নানাপ্রকার আন্দোলন ও অনিশ্চিত-তায় শ্রান্তক্লান্ত হইয়া ইনি বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এবং এক্ষণে থিওসফিষ্টসভার সভাপতি হইয়াছেন; অন্যটি একজন হিন্দু;—আমাদের য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি অর্জ্জন করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন এবং এক্ষণে ইনি আমাদের পাশ্চাত্যদর্শনাদি কতকটা অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

আমি উত্তর করিলাম,—"তুমি বলিতেছ, আমাদের অন্তরস্থ কোন-এক পদার্থ,—আমাদের ক্ষণস্থায়ী ব্যক্তিত্বের একটু অংশ,—কিয়ৎকালের জন্য মৃত্যুর আঘাতকে প্রতিরোধ করে, তাহার অকাট্য প্রমাণ তোমরা পাইয়াছ। অন্তত এই অকাট্য প্রমাণটি কি, তুমি আমাকে দেখাইতে পার?..."

তিনি বলিলেন,—"যুক্তির দ্বারা আমরা তাহা সপ্রমাণ করিব; কিন্তু চাক্ষুষ প্রমাণ যদি চাহ, তাহা আমরা দিতে পারিব না...যাহাদিগকে লোকে অযথারূপে মৃত বলে—(কেননা, আসলে কেহই মরে না) সেই মৃত ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য বিশেষ ইন্দ্রিয় আবশ্যক, বিশেষ অবস্থা ও বিশেষ মানসিক প্রকৃতি আবশ্যক। কিন্তু আমাদের কথায় তুমি বিশ্বাসস্থাপন করিতে পার; আমরা দেখিয়াছি এবং আমাদের ন্যায় বিশ্বাসযোগ্য আরো অন্য লোকে মৃতব্যক্তিদিগের অপচ্ছায়া দেখিয়াছে এবং তাহার সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছে। দেখ, এই পুস্তকাগারের এই সকল পুস্তকে ঐ সমস্ত বিবরণ পাওয়া যায়—কাল যখন তুমি আসিয়া

আমাদিগের সঙ্গে বাস করিবে, তখন এই সকল পুস্তক পাঠ করিও।"

আমি তবে কেন এত কষ্ট করিয়া ভারতে আসিলাম,—যে ভারত সমস্ত মানবীয় ধর্ম্মমতের পুরাতন আদিমনিবাস—যদি এই পুস্তকাগারের পুস্তকেই সমস্ত কথা জানা যাইতে পারে; মন্দির-সমূহের মধ্যে,—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম পৌত্তলিকতার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন; আর এখানে,—শাক্যমুনিকৃত এক প্রকার প্রত্যক্ষবাদের (Positivism) নব-সংস্করণ এবং সমস্ত পৃথিবী হইতে সংগৃহীত প্রেতবাদের কতকগুলা গ্রন্থ দেখা যাইতেছে।...

আরো খানিকটা নিস্তব্ধতার পর, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—মনে মনে বুঝিতেছি, এবার আমি ছেলেমানুষি-কৌতূহলের নিম্নভূমিতে নামিয়া আসিতেছি—তাই ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম;—"আপনারা কি সাধু সন্ন্যাসীদিগের সন্ধান আমাকে বলিতে পারেন, ভারতের সেই সব সাধু সন্ন্যাসী যাঁহারা সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত, যাঁহারা নানাপ্রকার অদ্ভুতকার্য্য, এমন কি, অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পারেন; অন্তত তাহা হইলে ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে যে, এখানে এমন কিছু আছে, যাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত—যাহা অতিভৌতিক, যাহা অতিমানুষিক।"

আমার সম্মুখে যে হিন্দুটি বসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার তাপসসুলভ নেত্রদ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিলেন; একটা মুখভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার সূক্ষ্ম ও কঠোর মুখমণ্ডল সঙ্কুচিত হইল; তাঁহার মুখটি যেন শাদা পাগ্‌ড়ি দিয়া ঘেরা 'দান্তের' (Dante) মুখস্।

—"সাধু-সন্ন্যাসী ?—সাধু-সন্ন্যাসী ? সাধু-সন্ন্যাসী এখন আর নাই"—তিনি উত্তর করিলেন।

এই বিষয়ে যাঁহার বিশেষ জ্ঞান আছে, তাঁহারই মুখে যখন শুনিলাম, সেরূপ সাধু-সন্ন্যাসী এখন আর নাই,—তখন এই পৃথিবীতেই যে অলৌকিক কাণ্ড দেখিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, সে আশা আর রহিল না।

—"বারাণসীতেও নাই ?"—আমি এই কথা ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। আমি আশা করিয়াছিলাম, বারাণসীতে...আমি শুনিয়াছিলাম...

আমি "বারাণসী" এই নামটি উচ্চারণ করিতে ইতস্তত করিতেছিলাম; কেননা, ঐটি আমার 'হাতের রেস্তোর' শেষ তাস; যদি সেখানে গিয়াও কিছু দেখিতে না পাই।...

—"শোনো বলি। ভিক্ষু-সন্ন্যাসী, চেতনাহীন সন্ন্যাসী, হঠযোগসিদ্ধ অঙ্গবিক্ষেপকারী সন্ন্যাসী এখনো অনেক রহিয়াছে; তাহাদিগকে দেখিবার জন্য আমাদের সাহায্য তোমার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, যাঁহারা অষ্ট-সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ কতকগুলি সন্ন্যাসীকে আমরা জানি। এ বিষয়েও আমাদের কথার উপরেই তোমার বিশ্বাসস্থাপন করিতে হইবে। সেরূপ সন্ন্যাসী এক সময়ে ভারতে ছিলেন, কিন্তু এই শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহারা তিরোহিত হইয়াছেন। ভারতের সেই পুরাতন যোগিভাব আর নাই। জড়বিজ্ঞানবাদী রাজসিক পাশ্চাত্য জাতির সংসর্গে আমাদের অবনতি হইয়াছে; পাশ্চাত্য লোকেরাও আবার এক সময়ে অবনতি প্রাপ্ত হইবে; এই অবনতির হস্তে আমরা নিশ্চিন্তভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া দিয়াছি; কেননা, ইহাই জগতের অবশ্যম্ভাবী নিয়ম।...হাঁ, আমাদের দেশে সিদ্ধপুরুষ যোগিসন্ন্যাসী এক সময়ে ছিলেন; এই দেখ না, আল্‌মারির এই তক্তাটি শুধু তাঁহাদের বিবরণঘটিত হস্তলিপি পুঁথির জন্য সংরক্ষিত।"...

জান্‌লা-শার্শির উপর চিত্রিত মানবীর সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিশেষ চিহ্নগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই কঠোর পুস্তকাগারে একেই ত একটু বিষাদময় অন্ধকার ছিল, তাতে আবার রাত্রি হওয়ায়, আরো ঘোর অন্ধকারে ইহা আচ্ছন্ন হইল। থিওসফিষ্ট-দিগের সহিত দীর্ঘকাল বাস করিব মনে করিয়া আমি মাদ্রাজে আসিয়াছিলাম; কল্য হইতে তাঁহাদের গৃহে আমার থাকিবার কথা; কিন্তু আজ সায়াহ্নে আমি মাদ্রাজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইব স্থির করিয়াছি, আর ফিরিয়া আসিব না। এই নাস্তিত্ব ও শূন্যবাদের কঠোর আশ্রমে বদ্ধ হইয়া থাকিব কিসের জন্য ? বরং যেরূপ চিরজীবন করিয়া আসিয়াছি, এই পৃথিবীর বিচিত্র পদার্থ দেখিয়া আমার নেত্রবিনোদন করিব; এই পদার্থ-গুলি ক্ষণস্থায়ী হইলেও, অন্তত এক মুহূর্ত্তের জন্যও বাস্তব। তা ছাড়া, অমরত্বসম্বন্ধে তাঁহাদের যেরূপ ধারণা, সেরূপ অমরত্বের প্রমাণ পাইলেই বা কি

যায়-আসে? একবার যাহারা বাস্তবিক ভালবাসিয়াছে, দেহের বিনাশ কল্পনা করাও তাহাদের পক্ষে বিষম যন্ত্রণা। যে অমরত্বে তাহারা সন্তুষ্ট, আমাদের মত লোক সেরূপ অমরত্ব লইয়া কি করিবে? খৃষ্টানদিগের যাহা ধ্যানের বিষয়, আমি সেইরূপ অমরত্ব চাই;—আমি চাই আমার আমিত্ব, আমার নিজত্ব, আমার বিশেষত্বটুকু বরাবর থাকিয়া যাইবে; আমি যাহাদের ভালবাসিতাম, তাহাদিগকে আবার আমি দেখিতে পাইব—পূর্ব্বের মতই তাহাদিগকে ভালবাসিব, তাহা না হইলে আর কি হইল?

আমি যখন আবার নগরের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলাম, তখন কাকেরা মহা-কোলাহল আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সকলে মিলিয়া মৃত্যুর গান গাহিতেছে; এই সময়ে নিদ্রা যাইবার জন্য তাহারা দলে-দলে বৃক্ষশাখায় বসিয়া গিয়াছে। বরাবর সমস্ত পথটায় বট ও তালবৃক্ষের তলদেশে গজমুণ্ডধারী গণেশের ছোট-ছোট মূর্ত্তি সন্ধ্যালোকে দেখা যাইতেছে। যে সকল লোকের নিকট হইতে আমি চলিয়া আসিলাম, তাহাদের মত-বাদটি এই সকল বিগ্রহেরই ন্যায় নিতান্ত শিশুজনোচিত ও অকিঞ্চিৎকর।

সন্ধ্যার সময়, ঐ সকল থিওসফিষ্টদিগের নিকট আমার অসম্মতিসূচক পত্র পাঠাইলাম। তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইলাম, আর বলিলাম, "আমি যত শীঘ্র পারি, মাদ্রাজ ছাড়িব বলিয়া স্থির করিয়াছি; তাই শেষবিদায় লইবার জন্য কাল আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

যাহাদিগকে আমি খুব ভালবাসিতাম, রাত্রির স্বপ্নে আমার সেই সব মৃত প্রিয়জনদিগকে আমি পুনর্ব্বার দর্শন করিলাম; আমার শৈশবের সেই পুরাতন বিকৃতভাবাপন্ন অশুভদর্শন বাসভবনের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ গলিত মূর্ত্তিগুলি দেখিলাম। আর এক রাত্রি,—যেরূপ জেরুস্তালেমে আমার ঘটিয়াছিল—যে সময়ে আমার প্রথমকালের বিশ্বাসগুলি চিরকালের মত ভাঙিয়া যায়—সেই রাত্রির মত আজও সমস্ত রাত্রি অশেষপ্রকার বিষাদের চিন্তা, দুর্নিবার ভয়ের চিন্তা, একটার পর একটা, মনোমধ্যে ক্রমাগত উদয় হইতে লাগিল; তাহার পর যেই প্রভাত হইল, অমনি একটা দাঁড়কাক আমার ঘরের জান্‌লায় বসিয়া, উদয়োন্মুখ সূর্য্যের সমক্ষে মৃত্যুগান গাহিয়া আমাকে জাগাইয়া দিল।

অপরাহ্নে, বিদায় লইবার জন্য থিওসফিষ্টদিগের সহিত আবার সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। থিওসফিষ্টদিগের দলপতি আমার পত্র পাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্নেহপূর্ণ মধুরভাবে আমাকে আদর অভ্যর্থনা করিলেন; আমি এরূপ অভ্যর্থনা প্রত্যাশা করি নাই।

অনেকক্ষণ হস্তে হস্ত চাপিয়া তিনি বলিলেন—"খৃষ্টান, আমি ভাবিয়াছিলাম, তুমি বুঝি নাস্তিক!

"বুদ্ধদেব আমাদের জন্য যে সকল জড়বিজ্ঞানবাদের উপদেশ রাখিয়া গিয়াছেন, আমি তোমার নিকট তাহারই ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম; কেননা, সাধারণত এইরূপভাবেই আমরা আরম্ভ করি—তোমার আত্মার যেরূপ প্রকৃতি দেখিতেছি, তাহাতে তোমার পক্ষে গুহ্যাঙ্গের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মই উপযোগী; আর সে গুহ্যতত্ত্ব আমাদের অপেক্ষা আমাদের বারাণসীর বন্ধুগণ ভাল জানেন; তুমি যে প্রার্থনা-উপাসনাদির কথা বলিতেছিলে,—কোন-না-কোন আকারে তুমি সেইখানেই তাহা প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু শুধু প্রার্থনা-উপাসনাদি করিলেই যথেষ্ট হইবে না, পুণ্যসঞ্চয় করিবার জন্যও তাঁহারা তোমাকে উপদেশ করিবেন—'অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে'; আমি ৪০ বৎসর যাবৎ অন্বেষণ করিয়াছি; তুমি সাহসপূর্ব্বক আরো কিছুকাল অন্বেষণ কর। আমাদের মধ্যে তুমি থাকিবার চেষ্টা কর;—না না, যাও!—আমাদের শিক্ষাদীক্ষা তোমার উপযোগী হইবে না।" তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা ছাড়া, এখনো তোমার সময় আসে নাই; এখনো তুমি সংসারের ভীষণ মায়াপাশে আবদ্ধ।"

—"বোধ হয় তাই।"

"তুমি অন্বেষণ করিতেছ, কিন্তু অন্বেষণ করিয়া পাছে তুমি কিছু পাও, সেজন্যও তোমার ভয় হইতেছে।"

—"তাই বোধ হয়।"

"আমরা তোমাকে ত্যাগের কথা বলিতেছি, আর তুমি কি না ভোগের বাসনা করিতেছ!—তবে তুমি ভ্রমণই কর; যাও, দিল্লী দেখিয়া আইস, আগ্রা দেখিয়া আইস; যাহা তোমার ইচ্ছা হয়, যাহা তোমার ভাল লাগে, যাহাতে তোমার আমোদ

হয়, তাহাই কর। শুধু এইটুকু আমাদের নিকট অঙ্গীকার কর যে, ভারত হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তুমি আমাদের বারাণসীর বন্ধুদিগের নিকট গিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিবে; আমরা তাঁহাদিগকে সংবাদ দিব, এবং তাঁহারা তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেন।"

যে হিন্দুটিকে আমি কাল দেখিয়াছিলাম, তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন; তিনিও অনুকম্পার স্মিতহাস্য মুখে প্রকটিত করিয়া অতীব মধুর দৃষ্টিতে আমাকে দেখিতেছিলেন। এই সময়ে বিভিন্ন-জাতীয় তাপসযুগলকে সহসা অতীব উন্নত, অতীব নমনীয়, অতীব রহস্যময় ও বুদ্ধির অগম্য বলিয়া আমার মনে হইতে লাগিল। সহসা তাঁহাদের এরূপ পরিবর্ত্তন কেন হইল, বুঝিতে না পারিয়া, আমি বিশ্বস্তভাবে ও কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদের নিকট আমার মস্তক অবনত করিলাম।

ভারত ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বে, উঁহাদের বারাণসীর বন্ধুদিগের গৃহে কিছুকাল অবস্থিতি করিতে হইবে,—বেশ ত! সে ত ভাল কথাই! আমি আনন্দের সহিত এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম। আমার মনে কেমন-একটা অগ্রসূচনা উপস্থিত হইল যে, সেখানকার আধ্যাত্মিক হাওয়াই আমার উপযোগী হইবে।

সর্ব্বশেষে বারাণসী; উহাকে এখন আমি হাতে রাখিলাম। আমার ভয় হয়, পাছে কোন অকাট্য প্রমাণ পাইয়া দুইটি বিভীষিকার মধ্যে একটি বিভীষিকাকে আমার গ্রহণ করিতে হয়। হয়—চিরকালের মত ব্যর্থমনোরথ হইব; নয়—অন্বেষণ করিয়া কিছু পাইব, যদি পাই, তাহা হইলে আমার জীবনে একটা নূতন পথ উন্মুক্ত হইবে,—আমার মধুর মরীচিকাগুলি অন্তর্হিত হইবে।—

গোধূলি-আলোকে জগন্নাথমন্দির।

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পীঠস্থান একটি পুরাতন নগরে, সমস্ত হইতে দূরে, সৈকতভূমি ও বালুকাস্তূপের মধ্যে, বঙ্গোপসাগরের ধারে, জগন্নাথের বিরাট্ মন্দির অধিষ্ঠিত।

ভারতের মধ্যদেশ হইতে যাত্রা করিয়া, সূর্য্যাস্তসময়ে এইখানে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমার গাড়িটা সহসা নিঃশব্দ হইল,—যেন মখমলের উপর দিয়া চলিতে লাগিল;—আমরা এখন বালুরাশির মধ্যে আসিয়াছি। নিঃশব্দতা দ্বারা জানাইয়া দিয়া, নীল রেখার আকারে সমুদ্র আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হইল।

বালুকাস্তূপরাশির উপর, ক্যাক্টস্ (cactus)-ঝোপের ভিতরে, প্রথমে ধীবরদিগের কতকগুলি ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত কুটীর। তাহার পরেই জগন্নাথের মন্দির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তালপাতায়-ছাওয়া হাজার-হাজার ধূসরবর্ণ খোড়ো-ঘরের ঊর্দ্ধে,—রাশি-রাশি কোঠাবাড়ীর মধ্যে, মন্দিরের চূড়াটি সমুত্থিত; বিশেষত এই সামুদ্রিক ভূভাগে, আকাশ-ভেদ করিয়া মন্দিরচূড়া অতি উচ্চে উঠিয়াছে বলিয়া, মন্দিরের এই দৃশ্যটি অতীব অপূর্ব্ব; চতুষ্পার্শ্বের আর সমস্ত পদার্থ উহার পাদদেশে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইতেছে! চূড়ার আকারটি দীর্ঘ এবং উহার মাঝখানটা যেন ফুলিয়া উঠিয়াছে;—যেন একটা কুমীরের অণ্ডকে—একটা বৃহদাকার অণ্ডকে—মাটির উপর দাঁড় করান হইয়াছে। চূড়াটি শুভ্র; তাহার উপর ইষ্টক গোলাপী রঙের এক প্রকার শিরাজাল, ইহা ভিন্ন আর-কোন অলঙ্কার নাই। চূড়ার উপরে যে সকল পিতলের চাকতি ও সূচ্যগ্র তাম্রখণ্ড ভল্ল-মুকুটরূপে শোভা পাইতেছে, সে সমস্ত গণনার মধ্যে না আনিলেও চূড়াটি দুইশত ফীট উচ্চ। গঙ্গামোহানার অন্বেষণে, জাহাজগুলা যখন বহিঃসমুদ্র দিয়া চলিতে থাকে, তখন এই মন্দিরটি তাহাদের নজরে পড়ে; এবং সামুদ্রিক নক্সায়, দিগ্‌দর্শনের চিহ্নরূপে ইহা অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু এই স্থানের উপকূলে নোঙর ফেলিবার সুবিধা নাই; সুতরাং নাবিকগণ, দূর-দিগন্তপটে অঙ্কিত একটি চিত্র ভিন্ন, এই পুরাতন মন্দিরসম্বন্ধে আর কিছুই অবগত নহে।

একটা চওড়া ও সোজা রাস্তা মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। যে সময়ে আমি পৌঁছিলাম, রাস্তাটা লোকে লোকাকীর্ণ। কিন্তু এখানকার ভারত যেন একটু বন্যভাবাপন্ন;—বিদেশীকে দেখিলে এখনো যেন বিস্মিত হয়;—বিদেশীকে দেখিবার জন্য পথ পরিবর্ত্তন করে, শিশুরা পিছনে-পিছনে চলিতে থাকে। নগ্ন লোকগুলা, সমুদ্রবায়ুর প্রভাবে একটু

কালো হইয়া গিয়াছে; মল্‌মল্‌-ওড়নায় আচ্ছাদিত রমণীগণের পায়ে এত অধিক মল্‌-নূপুর যে, তাহার ভারে তাহাদের গমন মন্থর হইয়া পড়িয়াছে; হস্তের প্রকোষ্ঠ হইতে স্কন্ধ পর্য্যন্ত এত অধিক বলয়-বাজুবন্ধ যে, দেখিলে মনে হয়, যেন তাহাদের সমস্ত হাত আগাগোড়া একটা রৌপ্য কিংবা তাম্রকোষের মধ্যে আবদ্ধ। এখানকার কোন ক্ষুদ্র গৃহই রঙের চিত্রে একেবারে আচ্ছন্ন নহে; গৃহের চূণকাম-করা শুধু মুখভাগের উপর দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত; কাহারও দেহ নীল, কাহারও দেহ লাল, কাহারও মুখে নিষ্ঠুরভাব—এইরূপ সারি সারি বরাবর চলিয়াছে; Thebes কিংবা Memphis—নগরের "ফ্রেস্‌কো" চিত্রে যেরূপ মূর্ত্তিগুলি সজ্জিত, ইহা কতকটা সেই ধরণের। তা ছাড়া, গৃহের গঠনরীতি মিশরকে স্মরণ করাইয়া দেয়—সেইরূপ অনুচ্চ ও স্থূল ধরণের, সেইরূপ পোস্তার গাঁথুনি, সেইরূপ থাম, সেইরূপ গুরুভার দেয়াল—যাহা ভারাতিশয্যে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরটি একটি বিশাল ভীষণ দুর্গবিশেষ; চতুষ্পার্শ্বে উচ্চ দস্তুর চতুষ্কোণ প্রাকার; প্রত্যেক পার্শ্বের মধ্যস্থলে এক-একটি দ্বার। যে রাস্তা দিয়া আমরা এখন পদব্রজে চলিতেছি, মন্দিরের প্রধান দ্বারটি সেই রাস্তার ঠিক সোজাসুজি। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটা প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পশুমূর্ত্তি; পশুর চোখদুটো গোলাকার, নাক থ্যাবড়া ও মুখের 'হাঁ' ভীষণ। এই দুই পশুমূর্ত্তির মাঝখান দিয়া একটি বৃহৎ শুভ্র সোপান মন্দিরের উপর উঠিয়াছে; সোপানের ধাপগুলা শ্যামবর্ণ নগ্নকায় লোকদিগের যাতায়াতে ভারাক্রান্ত।

বলা বাহুল্য, এই মন্দিরে আমায় প্রবেশাধিকার নাই। মন্দিরের সম্মুখস্থ সানের উপর যেই আমি ধৃষ্টতাসহকারে পদার্পণ করিয়াছি, অমনি কতকগুলি পুরোহিত আমাকে একটু পিছনে হটিয়া যাইতে—একটু দূরে গিয়া সেই বালির উপর দাঁড়াইতে অনুনয় করিল—যাহার উপর সকলেরই অধিকার আছে; সমুদ্রের সেই বেলাভূমি,—সমুদ্রের সেই বালুকারাশি, যাহাতে করিয়া জগন্নাথপুরী। সমস্ত রাস্তা তুলাভরা গদির মত 'থস্‌থসে' বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই চতুষ্কোণ ভীষণ প্রাকারটি লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে যাইতে না পারিলেও উহা প্রদক্ষিণ করিবার আমার অধিকার আছে। ঐ প্রাকারের প্রত্যেক দিকে বরাবর এক-একটা বীথি চলিয়া গিয়াছে; তাহার দুই ধারে শুষ্ক মৃত্তিকানির্ম্মিত গৃহাবলী। এই পুরাতন গৃহগুলা গুরুভার ঘনপিণ্ডাকৃতি; উহার দেয়াল ভিতর-দিকে ঝোঁকা; গৃহের মুখভাগের উপর সারি সারি দেবদানবের প্রতিকৃতি প্রায়ই নীল ও লাল রঙে চিত্রিত, তাহার শিখরদেশে যে বারান্দা স্থাপিত—সেই বারান্দা পর্য্যন্ত একটা ক্ষয়গ্রস্ত সিঁড়ি উঠিয়াছে। এই সময়ে সায়াহ্নের শৈত্য-মাধুর্য্য উপভোগ করিবার জন্য রজতবলয়বিভূষিতা হিন্দুরমণীগণ ঐ বারান্দায় বসিয়া সমস্ত নিরীক্ষণ করিতেছে, অথবা আপন আপন ভাবে ভোর হইয়া রহিয়াছে। ওড়নার স্বচ্ছ ভাঁজের মধ্য হইতে তাহাদিগকে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে।

যে সময়ে আমি মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছি, কতকগুলি ক্ষুদ্র বালিকা আমার পিছনে-পিছনে চলিয়াছে; অক্লান্ত তাহাদের কৌতূহল। উহাদের যে সর্দ্দার, তাহার বয়স হদ্দ ৮ বৎসর, সকলেই বেশ সুন্দর-সুশ্রী; তাহাদের নেত্রযুগল কজ্জলরেখায় দীর্ঘীকৃত হইয়া কৃষ্ণকুন্তলে মিশিয়া গিয়াছে; তাহাদের দৃষ্টি অতীব সরল। তাহাদের কানে সোনার কানমালা, নাকে নথ্।

রাত্রির পূর্ব্বেই বহুল যাত্রীর সমাগম হইবে জানিয়া, আমি সেই প্রতীক্ষায় ধীরে-ধীরে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলাম। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বীথিটি খুবই নির্জ্জন। যদি এই বালিকাগুলি আমার পথের সাথী হইয়া আমার সঙ্গে-সঙ্গে না থাকিত, তাহা হইলে এই বীথিটি আরও বিষাদময় বলিয়া বোধ হইত, সন্দেহ নাই। উহারা আমার দুই ফীট্ অন্তরে থাকিয়া সঙ্গে-সঙ্গে চলিয়াছে; আমি যেখানে থামিতেছি, উহারাও সেইখানে থামিতেছে; যখন আমি দ্রুত চলিতেছি, উহারাও নূপুর ঝঙ্কৃত করিয়া দীর্ঘপদক্ষেপে চলিতেছে।

গোলাপী রেখা-জালে বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি বরাবরই আমা হইতে সমান দূরে রহিয়া যাইতেছে; কেননা, উহা প্রাচীরবদ্ধ চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের কেন্দ্রবর্ত্তী; উহা আমার অলঙ্ঘনীয়; আমি উহার চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিতেছি মাত্র।

কিন্তু আরও অন্য কতকগুলি ছোট-ছোট মন্দির ভিতরদিকে প্রাচীরে ঠেস্ দিয়া রহিয়াছে,—সেই সকল মন্দির আমি নিকট হইতে দেখিতে পাইতেছি। এই সকল মন্দিরের চূড়া কুষ্মাণ্ডাকৃতি অথবা কুম্ভীরের অণ্ডের ন্যায়,—কিন্তু একটু কালিমা-গ্রস্ত, 'ফাট্-ধরা' ও অতীব জরাজীর্ণ। কেবল মধ্যস্থলের বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি—যাহা দূর হইতে দেখা যায়,—তাহাই ধব্‌ধবে শাদা, ও নূতন-টাট্‌কা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু উহার ধরণটা আমাদের একেবারেই অপরিচিত। উহার গঠন যেরূপ বর্ব্বর-ধরণের, যেরূপ 'ছেলেমানুষি'-ধরণের, উহার উপরে যেরূপ পিত্তলবিম্ব ও ঝক্‌ঝকে তীক্ষ্ণাগ্র ধাতু সকল দৃষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয়, যেন উহা অন্য গ্রহনিবাসী কিংবা চন্দ্রনিবাসী লোককর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা বিহঙ্গকুলের আবাসস্থান। ইহারই মধ্যে উহারা সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া আকাশে অবাধে ঘোরপাক্ দিতেছে।

আমি ও এই ক্ষুদ্র বালিকাগুলি—আমরা এই নিষিদ্ধ ঘেরের তৃতীয় দিকে আসিয়া পৌছিলাম। চতুষ্পার্শ্বের গৃহছাদ সুন্দরী রমণীগণকর্ত্তৃক বিভূষিত হইয়াছে; রাস্তার উপর বাজার বসিয়াছে; বাজারে রং-করা মল্‌মল বস্ত্র, শস্যদানা, ফলফুল বিক্রয় হইতেছে।

আমরা নীচে রহিয়াছি—আমাদের নিকট সূর্য্য অস্তমিত; কিন্তু বৃহৎ মন্দিরচূড়াটি সূর্য্যকে এখনো দেখিতে পাইতেছে;—উহার সমস্ত অংশই গোলাপী আভায় উদ্ভাসিত।

মনে হইল, পবিত্র বানরদিগের সান্ধ্যভ্রমণের ঠিক এই সময়। উহাদের মধ্যে প্রথমটি পবিত্র প্রাচীরের উপরে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং প্রাচীরের একটি দন্তুর অংশের উপর উঠিয়া-বসিয়া গা চুল্‌কাইতে লাগিল। প্রাচীরের শিখরদেশে দেবদানবের ছোট-ছোট মূর্ত্তি ইতস্তত ক্ষোদিত রহিয়াছে; বানরটা যদি না নড়িত, তাহা হইলে উহাকে উহাদেরই একটি বলিয়া মনে হইত, সন্দেহ নাই। তাহার পর, আর একটা বানর বাহির হইয়া পার্শ্ব-বর্ত্তী অন্য এক দন্তুর-অংশের অগ্রভাগে আসিয়া বসিল; এইরূপে তিনটা, পরে চারিটা বানর আসিয়া বসিল; প্রাকারের দন্তুরাংশগুলি কপিবৃন্দে বিভূষিত হইল।

অতি শীঘ্রই বেলা পড়িয়া আসিল; ধূসর ও পুরাতন মন্দিরের শুধু চূড়ার অগ্রভাগটি গোলাপী-আভায় রঞ্জিত হইয়া গেল। প্রাচীরের উপর,—প্রস্তরবর্ণের বানর, বানরবর্ণের ছোট-ছোট ক্ষোদিত প্রস্তরমূর্ত্তি ও শকুনিবৃন্দ। আকাশে—কাক ও পায়রার ঝাঁক বৃহৎ চক্রাকারে পাক্ দিতে দিতে, ক্রমে তাহাদের কক্ষপথ সঙ্কীর্ণ করিয়া আনিয়া, চূড়া-শিখরস্থ পিত্তলবিম্বের চারিধারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

এইবার বানরদিগের প্রস্থান করিবার সময়। উহাদের মধ্যে একটা বানর পিছ্‌লাইতে পিছ্‌লাইতে নীচে নামিয়া মাটির উপর লাফাইয়া পড়িল; এবং ধৃষ্টতাসহকারে রাস্তা পার হইয়া বিক্রেতাদলের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল, বিক্রেতাগণ পথ ছাড়িয়া দিল। অন্য বানরগুলা তাহার পিছনে-পিছনে সারিবন্দি হইয়া চার পায়ে চলিতে লাগিল। দেখিলে মনে হয়, যেন কতকগুলা কুকুর,—কেবল পিছনের পা তাহাদের অপেক্ষা বেশী উচ্চ—উর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে চলিয়াছে। যাইতে যাইতে প্রথম বানরটা বাজারের ঝুড়ি হইতে একটা কুল চুরি করিল; পরবর্ত্তী বানরগুলাও সেই একস্থান হইতেই ঐরূপ চুরি করিল; দোকানদার প্রতিবারই কোন আপত্তি না করিয়া তাহাদের অভিবাদন করিল। এক্ষণে উহারা চটুলভাবে একটা বাড়ীর গা বাহিয়া উঠিয়া দূরে চলিয়া গেল এবং ছাদের উপর দিয়া কোথায় অদৃশ্য হইয়া পড়িল।

বহির্দিকে, মন্দিরপ্রাকারের গায়ে, তাল-তরুর ডালপালা ও দর্ম্মা দিয়া নির্ম্মিত প্রহরিস্থানের ন্যায় একটা ঘরে পাণ্ডবের একটা মূর্ত্তি,—দুইমানুষ প্রমাণ উচ্চ, দেখিতে ভীষণ, কৃষ্ণবর্ণ, লম্বা-লম্বা দাঁত, হাঁ করিয়া রহিয়াছে। একজন বৃদ্ধ পুরোহিত একটা পাদ-পীঠের উপর উঠিয়া তাহার গলায় হলদে ফুলের মালা পরাইয়া দিল; তাহার সম্মুখে একটা প্রদীপ জ্বালিল, একটা ছোট ঘণ্টা বাজাইল, প্রণাম করিল, তাহার পর একটা মশারির মধ্যে বদ্ধ করিয়া, তাহাকে আবার প্রণাম করিতে করিতে প্রস্থান করিল। কি-একটা দ্রুতগামী ও দুর্লক্ষ্য জিনিসের হাওয়া আমার মুখে লাগিল! একটা বাদুড় অসময়ে বাহির হইয়া, খুব নিম্নদেশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; জনতার মধ্যে বেশ বিশ্বস্তভাবে যাওয়া-আসা করিতেছে।

মন্দিরচূড়ার অগ্রবিন্দুতে শেষ গোলাপী আভাটুকু এখনো রহিয়াছে ; ইহাই পূজার সময় ; মন্দির জনকোলাহল ও বাদ্যনিনাদে পূর্ণ হইল। উভয়ই মিশ্রভাবে আমার কানে আসিয়া পৌছিল। ঐ গুপ্তস্থানের অভ্যন্তরপ্রদেশে না জানি কি কাণ্ড হইতেছে ! না জানি কোন্ প্রতিমা (অবশ্যই খুব ভীষণ) এক্ষণে সান্ধ্যপূজা গ্রহণ করিতেছে। মন্দিরেরই মত লোকদিগের যে অন্তরাত্মা আমার নিকট দুরধিগম্য, তাহা হইতে না জানি কিরূপ আকারে প্রার্থনা উত্থিত হইতেছে !...

সে যাই হোক্,—একটা বানর ভ্রমণে পরাঙ্মুখ হইয়া, নিম্নে লেজ ঝুলাইয়া, বহির্লোকের দিকে পিঠ ফিরাইয়া, মন্দিরপ্রাকারের শিখরদেশে একাকী বসিয়া আছে ; এবং ঐ উর্দ্ধে, মন্দিরচূড়ার উপরে, দিবসের মুমূর্ষুদশা বিষণ্ণভাবে নিরীক্ষণ করিতেছে। যে সকল পায়রা ও কাক আকাশে ঘোর্‌পাক্ দিতেছিল, এক্ষণে উহারা ঘুমাইবার জন্য মন্দিরচূড়ায় আশ্রয় লইয়াছে। ঐ প্রকাণ্ড চূড়াটার সমস্ত শিরাজাল, সমস্ত খোঁচ্‌খাঁচ্ এক্ষণে ঐ সকল পক্ষীর সমাগমে কালো হইয়া গিয়াছে ; পাখীরা এখনো পাখার ঝাপ্টা দিতেছে। শুধু ছায়ারেখা ছাড়া বানরটার আর কিছুই এখন আমি দেখিতে পাইতেছি না। তাহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় মানুষেরই মত, তাহার ক্ষুদ্র মস্তক চিন্তামগ্ন ; প্রকাণ্ড মন্দিরচূড়ার ঈষৎ-গোলাপী-মিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ 'জমি'র উপর, বানরের পৃথক্ দুইটা কান পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতেছে !..

আবার যেন সেই নিঃশব্দ পাখার বাতাস আমি অনুভব করিলাম ; বাদুড়টা যে কক্ষপথে ঘুরিতেছিল, তাহার কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া এখনো সেই পথে যাতায়াত করিতেছে।

বানরটা বৃহৎ মন্দিরচূড়া দেখিতেছে ; আমি বানরটাকে দেখিতেছি ; সেই ছোট মেয়েগুলি আমাকে দেখিতেছে, এবং আমাদের সকলেরই মধ্যে দুর্ব্বোধ্যতার একটা বিশাল খাত প্রসারিত রহিয়াছে।...

এক্ষণে আমি মন্দিরের মুখ্য প্রবেশদ্বারের নিকটস্থ সেই সৈকতভূমিতে আসিয়াছি—যেখানে জগন্নাথপুরীর সর্বাপেক্ষা লম্বা রাস্তাটা আসিয়া মিলিত হইয়াছে। তীর্থযাত্রীরা আসিতেছে বলিয়া খবর হইয়াছে ; তাহারা প্রায় নজরে আসিয়াছে। তাহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য, প্রতি মিনিটেই জনতার বৃদ্ধি হইতেছে।

সেই পবিত্র গাভীবৃন্দও এইখানে রহিয়াছে,—উহারা জনতার মধ্যে বিচরণ করিতেছে। উহাদের মধ্যে একটা গরু, যাহাকে শিশুরা খুব আদর করিতেছে—সেই গরুটা প্রকাণ্ডকায়, একেবারে ধব্‌ধবে শাদা, ও খুব বৃদ্ধা। একটা ছোট কালো গরু, তাহার পাঁচটা পা ; একটা ধূসর রং-এর গরু, তাহার ছয়টা পা ; এই অতিরিক্ত পাগুলা এত ছোট যে, উহা মাটী পর্য্যন্ত পৌছে না—অসাড় মৃত অঙ্গের মত গরুর পায়ের উপর ঝুলিয়া রহিয়াছে।

ঐ হোথা, রাস্তার শেষপ্রান্তে, তীর্থযাত্রীদিগকে দেখা যাইতেছে। সংখ্যায় দুই তিন শত হইবে। উহারা রং-করা বাখারির বড়-বড় চ্যাপ্টা ছাতা ধরিয়া আছে ; এই ভরপুর সন্ধ্যার সময় এইরূপ ছাতা খুলিয়া রহিয়াছে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয় ; উহাদের কটি হইতে ভিক্ষার ঝুলি ও তাম্রকমণ্ডলু ঝুলিতেছে ; বক্ষের উপর কতকগুলা মাদুলি, কতকগুলা রুদ্রাক্ষমালা, জটাপটি হইয়া রহিয়াছে ; গাত্র ও মুখমণ্ডল ভস্মাচ্ছন্ন, উহারা খুব তাড়াতাড়ি চলিয়াছে, পরমারাধ্য মন্দির-চূড়াটি দর্শনমাত্রে যেন জ্বরবিকারের ঝোঁকে তাড়াতাড়ি চলিয়াছে।

মন্দিরের প্রবেশদ্বারের উপরিস্থ নহবৎখানায়, যাত্রীদিগের স্বাগত-অভ্যর্থনা-উদ্দেশে নহবৎ বাজিতে আরম্ভ হইয়াছে ; উপরে ঢাকঢোলের বাদ্য, তাহার সহিত লোকদিগের দীর্ঘোচ্চারিত জয়ধ্বনি ও শুভশঙ্খের বিকট নিনাদ মিলিত হইয়া দিগ্বিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে।

উহারা তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। মন্দিরসম্মুখস্থ সৈকতভূমিতে আসিয়া উহারা ছাতা, বোঁচ্‌কাবুঁচ্‌কি, ঝোলা-ঝুলি মাটির উপর ফেলিয়া গন্তব্যপথে চলিতে লাগিল ; বিকট প্রস্তরমূর্ত্তিগুলা যে দ্বার রক্ষা করিতেছে, সেই প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়া তুমুল কোলাহল-সহকারে উহারা প্রবেশ করিল, বিকারগ্রস্তের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া সিঁড়ির উপর উঠিতে লাগিল, এবং অবারিতদ্বার মন্দিরের মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল।

এখন রাত্রি হইয়াছে, পান্থশালার অন্বেষণে আমি চলিলাম। ভারতীয় নগরমাত্রেই দেখা যায়,

এই পান্থশালাগুলি প্রায়ই সহর হইতে দূরে—সহরের বাহিরে অবস্থিত।

সৈকতময় একটি ক্ষুদ্র নির্জ্জনস্থানে একটা পান্থশালা পাইলাম। স্বচ্ছ সুন্দর মধুময় রাত্রি। সমুদ্রের দোলনশব্দ শুনা যাইতেছে; সমুদ্র-উপকূলমাত্রেই এইরূপ শব্দ শোনা যায়। জগন্নাথের মন্দির কিংবা মন্দিরের সেই অপূর্ব্ব চূড়া আর দেখা যাইতেছে না; ঐ হোথায় নীলাভ ছায়ার মধ্যে সমস্তই ডুবিয়া গিয়াছে। এখানকার সামুদ্রিক গন্ধ, বালির উপর যে সকল ছোট-ছোট বুনো গাছের চারা যেন গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে, সেই সকল চারাসমুত্থিত সৌরভ,—অতীব বিষণ্ণভাবে আমার শৈশবের জন্মস্থানকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে; বঙ্গোপসাগরের ধারে, আমার সেই (Ile d' Oleron) ওল্‌রোঁ-দ্বীপের সাগরতটকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।...

একমাত্র তাহারাই ভ্রমণের সমস্ত মাধুর্য্য, সমস্ত কঠোরতা অনুভব করিতে পারে, যাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে স্বকীয় জন্মস্থানের প্রতি একটা দুর্ব্বিজয় আসক্তি বিদ্যমান।

মোগলবিভবের ধবল প্রভা।

আমাদের দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও, রেলের ডাক-গাড়ী আজ আকাশকে যেন দগ্ধ করিয়া চলিয়াছে। জগন্নাথ হইতে—বঙ্গোপসাগরের প্রান্তদেশ হইতে ছাড়িয়া, উত্তরাঞ্চলের সেই একঘেয়ে সমতলভূমি অতিক্রম করিয়া, বারাণসী ছাড়াইয়া, (যাহার জন্য আমার মন চঞ্চল হইয়া রহিয়াছে, এবং যেখানে আবার আমাকে পিছাইয়া আসিতে হইবে) আবার আমি সেই প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি—যেখানে দুর্ভিক্ষের শুষ্কবায়ু নিশ্বসিত হইতেছে। আমি মুসলমান-আগ্রায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আমার মত যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্যিক ভারত হইতে আইসে, প্রথমেই একটা খুব পরিবর্ত্তন তাহার চোখে ঠ্যাকে; ধর্ম্মাধিষ্ঠানসমূহের যে চিত্র তার মনে অঙ্কিত ছিল, তাহা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; মস্‌জিদ্, মন্দিরের স্থান অধিকার করে। বিরাট্ কাণ্ডের পর, অতিপ্রাচুর্য্যের পর—সুসংযতা ক্ষুদ্রকায়া তন্বী শিল্পকলার সহসা আবির্ভাব হয়। স্তূপাকৃতি পদার্থসমূহের বদলে, পুরাণবর্ণিত দেবদানবের উদ্দাম প্রমোদচিত্রের বদলে, আগ্রার এই সমস্ত ভজনালয় শুভ্র মার্ব্বেলপ্রস্তরে মণ্ডিত এবং ঐ মার্ব্বেলের শুভ্রতার মধ্যে জ্যামিতিক-আকারের কতকগুলি বিশুদ্ধ নক্সা আড়া-আড়িভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট; চক্‌চকে পাথরের গায়ে শুধু কতকগুলি সাদাসিধা ফুল ইতস্তত অঙ্কিত।

মহামোগল! আজ এই নামটি ঔপন্যাসিক বলিয়া মনে হয়—প্রাচ্য-দেশীয় কোন পুরাতন গল্পের সামিল বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর মধ্যে বিশালতম সাম্রাজ্যের অধিস্বামী সেই মহামহিম নৃপতিগণ এইখানে বাস করিতেন; তাঁহারা কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রাসাদ পশ্চাতে রাখিয়া গিয়াছেন;—কেবল, তাঁহাদের আমলে উহাদের এরূপ ভগ্নদশা ও দৈন্যদশা উপস্থিত হয় নাই। উহাদের মধ্যে একটি প্রাসাদ হইতে সমস্ত আগ্রা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

তপ্তধূলিসমাকীর্ণ, কাক-চিল-শকুনি-সমাচ্ছন্ন আকাশের নীচে সেকালের পুরাতন ও সুবিশাল আগ্রাসহর প্রসারিত।

আজ যে সময়ে এই সহরে প্রবেশ করিলাম, একদল বরযাত্রী বাহির হইতেছিল; ২০টা প্রকাণ্ড ঢাক তাহাদের আগে-আগে চলিয়াছে; বরটির বয়স ১৬বৎসর;—জরির কাজ-করা লাল মখ্‌মলের পোষাক-পরা; একটা শাদা-রঙের ঘোটকীর উপর আরূঢ়; একটি ছোট অদৃশ্য 'কনে' পাল্কির মধ্যে বদ্ধ; তাহার পশ্চাতে একদল ভৃত্য—দানসামগ্রীতে পূর্ণ সোনার গিল্টি-করা কতকগুলা ক্ষুদ্র সিন্দুক মাথায় করিয়া চলিয়াছে। সর্ব্বশেষে, জরির আস্তরণে ঢাকা বরের খাট চারিজনের স্কন্ধে মহা আড়ম্বর-সহকারে চলিয়াছে।

অতি-উচ্চ অতি-পুরাতন গৃহের শীর্ষদেশ হইতে বারান্দা ও 'হাওয়াখানা'-ঘর বাহির হইয়াছে; নীচের কুট্টিমভূমি উপর নানাপ্রকার জিনিসের বিক্রেতাগণ উপবিষ্ট, সেখানে রাশিরাশি রেশমী কাপড় ও চুম্‌কি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে; প্রথম-তলায়, নর্ত্তকী ও বারাঙ্গনাগণ মুক্ত গবাক্ষের ধারে বসিয়া আছে; উহাদের কালো চোখের মদালস দৃষ্টি বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; উপরে কতকগুলি লোক রহিয়াছে; ঘরের দ্বার রুদ্ধ; ছাদের উপর বড় বড় শকুনি অষ্টপ্রহর বসিয়া আছে; কিংবা কতকগুলা

বানর সপরিবারে বসিয়া, লেজ ঝুলাইয়া লোকের গমনাগমন নিরীক্ষণ করিতেছে ও চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে—বানরেরা বহুশতাব্দী হইতে আগ্রা দখল করিয়া বসিয়াছে; উহারা টিয়াপাখীদের মত ছাদের উপর মুক্তভাবে অবস্থিতি করে; ধ্বংসদশাপন্ন কোন কোন অঞ্চল, প্রায় উহাদের নিমিত্তই ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে; সেখানে উহারা বাগান-বাগিচা লুণ্ঠন করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ হাটবাজার লুণ্ঠন করিয়া, নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করে।

এই আগ্রার প্রাসাদটিকে দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটা পর্ব্বত,—ধূসর-লোহিত প্রস্তর-পিণ্ডে নির্ম্মিত এবং প্রাকারস্থ ভীষণ দন্তুর চূড়াগুলির দ্বারা কণ্টকিত।

যখন কারাগারসদৃশ গুরুপিণ্ডাকার রক্তবর্ণ এই প্রাকারাবলী নিরীক্ষণ করি, তখন মনে এই প্রশ্নটি স্বতই উপস্থিত হয়,—এই সকল বিলাসী বাদশারা, কেমন করিয়া এই প্রাকারবেষ্টিত স্থানটিকে স্বকীয় খামখেয়ালী বিলাসবিভবের লীলাক্ষেত্ররূপে নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। সে যাই হোক্—নদীর পাশ দিয়া—জুম্মামস্জিদের পাশ দিয়া এই লোহিত পর্ব্বতটিকে প্রদক্ষিণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, Alhumbra-প্রাসাদের মত শাদাপাথরের স্বপ্নময় লঘুধরণের একটি প্রাসাদ এই বিরাট্ দুর্গের উপর স্থাপিত; এবং তলদেশের কঠোর স্থূলপিণ্ডাকার গাঁথুনি হইতে এই প্রাসাদটি এতটা বিভিন্ন যে, বৈপরীত্য দেখিয়া সহসা বিস্মিত হইতে হয়। ঐ উপরে মহামোগল এবং তাঁহার সুলতানেরা বাস করিতেন; এবং প্রায় অন্তরীক্ষবাসী হইয়া, দুরধিগম্য হইয়া, শুভ্র-স্বচ্ছ প্রস্তর-রাশির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, সমস্ত রাজ্য শাসন করিতেন।

ছুঁচাল খিলান-বিশিষ্ট দ্বারের মধ্য দিয়া, এক-প্রকার সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়া, 'তেহারা' পুরু প্রাকার পার হইয়া, তবে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। বড় বড় সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়;—চারিদিকে সেই একই রক্তাভ ধূসরবর্ণ।

তাহার পরেই সহসা স্বচ্ছপাণ্ডুবর্ণ;—নীরব ও শুভ্র ভাস্বরতা; এইবার মার্ব্বেলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

শুভ্র সান্, শুভ্র প্রাচীর, শুভ্র স্তম্ভ, শুভ্র খিলান-ঘর, ছাদের ধারে ক্ষোদাই-কাজ-করা যে প্রস্তরময় গরাদে-বেষ্টন রহিয়াছে এবং যেখান হইতে দূর-দিগন্ত পরিলক্ষিত হয়, তাহাও শুভ্র;—সমস্তই শুভ্র। কেবলমাত্র, অমল-ধবল দেয়ালের গায়ে ইতস্তত কতকগুলি ফুল—'agat' ও 'Parphyre' পাথরের ফুল—উৎকীর্ণ রহিয়াছে; কিন্তু ঐ সমস্ত ফুল এত সূক্ষ্ম, এত মৃদুপ্রভ, এত বিরলবিন্যস্ত যে, এই প্রাসাদস্থ তুষারশুভ্রতার কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। যেদিন এখানকার শেষ-বাদ্শা এই স্থান হইতে নির্ব্বাসিত হন, সেইদিন যেমনটি ছিল,—এই পরিত্যক্ত অবস্থার মধ্যেও, এই মরু-নিস্তব্ধতার মধ্যেও ঐ সমস্ত ঠিক্ তেমনি টাট্‌কা, তেমনি শুভ্র-স্বচ্ছ রহিয়াছে। মার্ব্বেলের উপর কালের হস্ত অতি বিলম্বে প্রকটিত হয়, তাই এই অপূর্ব্বসুন্দর জিনিষগুলি দেখিতে এমন ক্ষণভঙ্গুর ও সুকুমার হইয়াও, আমাদের নিকট ধ্রুবনিত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

ঐ উপরে কৃত্রিম পর্ব্বতের উপর, প্রাকারবদ্ধ প্রকাণ্ড দুর্গের কেন্দ্রস্থলে, একটি বিষণ্ণ উদ্যান সংস্থাপিত। উহার চতুর্দ্দিকে বড়বড় দ্বার-প্রকোষ্ঠ। যে জমাট্-প্রস্তরচূর্ণের দ্বারা ভূগর্ভের খিলান-ঘর নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ঐ সকল দ্বারপ্রকোষ্ঠ—সেইরূপ মাল্-মস্লায় গঠিত কৃত্রিম গুহার প্রবেশ-পথ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এই সকল কৃত্রিম গুহার গঠনে বিশুদ্ধ জ্যামিতিক রেখাবিন্যাসের সুষমতা পরিলক্ষিত হয়। বৃহৎ খিলানের প্রত্যেক ক্ষুদ্র অলঙ্কারটি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র খিলানের ক্ষুদ্র খুব্‌রি-কাটা ঘরটি পর্যন্ত, 'চুল-চেরা' সমান মাপে গঠিত। সূক্ষ্ম কালো জালি-কাটা সৌধ-অলঙ্কারের কিনারার সূতাটিও মনে হয় যেন তুলি দিয়া আঁকা, কিন্তু আসলে সেইস্থলে Onyx-মণি অতীব নিপুণভাবে বসান হইয়াছে।

এই ভাস্বর অথচ বিষণ্ণ দালানগুলি একেবারেই অবারিত; এক দালান হইতে আর এক দালানে আবাধে যাতায়াত করা যায়; অথবা সারি-সারি অবারিত খিলানদ্বার দিয়া একেবারেই অলিন্দের উপর আসিয়া পড়া যায়। যখন ভাবি, কি সতর্ক সন্দিগ্ধতার সহিত পূর্ব্বে এই স্থানটি ভীষণ প্রাকার-আদির দ্বারা সংরক্ষিত হইয়াছিল, তখন খোলা-খালা বিশ্বস্তভাবের এই সমস্ত নিদর্শন নিতান্ত অলীক বলিয়া মনে হয়। তা ছাড়া, এইখানে একটা

আম্‌দরবারের ময়দান আছে ; এই মুক্তস্থানে রাজদরবার বসিত। এই স্থানের অনাড়ম্বর সরলতা মার্জ্জিত-রুচির পরিচায়ক ; কেবল, পাথরের উপর যে ক্ষোদাই-কাজগুলি দেখা যায়, তাহা একেবারে নিখুঁত। এইখানে প্রায় কিছুই নাই ; মোগল-বাদ্‌শার জন্য কেবল একটি কালো-পাথরের সিংহাসন রহিয়াছে ; তাহার পাশে, বিদূষকের জন্য একটা শাদা মার্ব্বেলের আসনপীঠ ;—ইহা ছাড়া আর কিছুই নাই। (মনে হয়, সেকালে রাজদরবারের এতটা গাম্ভীর্য্য ছিল যে, লোকের চিত্তভার লাঘব করিবার জন্য বিদূষকের অধিষ্ঠান আবশ্যক হইত। সকলেই জানে, আজকালকার রাষ্ট্রীয় মহাসভায় এই কাজের জন্য কোন বিশেষ লোকের প্রয়োজন হয় না।)

বাদ্‌শার স্নানাগার শুভ্র—বলা বাহুল্য, একেবারে তুষারশুভ্র ; আর তাহাতে কত জটিল রেখাবিন্যাস, কত ছোট-ছোট খিলান পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট, সহস্র-ভাঁজ-বিশিষ্ট কত ছুঁচাল খিলান, কুঁদিয়া বাহির-করা বহু ঘর-কাটা শব্দযোনি কত খিলান-মণ্ডপ, তাহার আর সংখ্যা নাই ; মার্ব্বেল-দেয়ালের উপর এক-একটা ফুলের ডাল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত —যাহার এক-একটি টুক্‌রাই পরমাশ্চর্য্য ;—উহা স্বর্ণ ও lapis-মণি দিয়া উৎকীর্ণ।

যে সমস্ত প্রাকার এই অট্টালিকাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—সেই প্রাকারাবলীর শেষ প্রান্ত-ভাগে, জুম্মামস্‌জিদের পাশে—খোলা ময়দানের পাশে, কত ছোট-ছোট হাওয়াখানা, লঘু গঠনের ছোট ছোট কত চতুষ্কমণ্ডপ ; সেখান হইতে সমস্ত সহর দৃষ্টিগোচর হয় ; এই সমস্ত গৃহ সুলতানাদিগের জন্য, অন্দরমহলের সমস্ত বেগমদের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রাসাদের এই অঞ্চলেই, মার্ব্বেলের জালি-কাজের, জাফ্রি-কাজের বাহার খুলিয়াছে। দেয়ালের সর্ব্বাংশের মধ্য দিয়াই তুমি দেখিতে পাইবে, কিন্তু তোমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না। এই দেয়ালগুলা আপাদমস্তক যে সব অখণ্ড প্রস্তরফলকে নির্ম্মিত, সেই সব প্রস্তরফলকে এত সূক্ষ্ম ছিদ্র কাটা যে, দূর হইতে মনে হয়, যেন সরু সরু সুন্দর থামের মধ্যে শাদা জরির জাল টানা রহিয়াছে। কিন্তু এই সব কারকার্য্য—যাহা সহসা ভঙ্গুর ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে হয়—আসলে উহা খুবই পাকাপোক্ত ; একটা মানুষ বিপুল অর্থক্ষয় করিয়া কত স্থায়ী ও সুন্দর জিনিস নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ—ইহাই তাহার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

এই বিরাট্‌ বাসগৃহের নিম্নস্থ গাঁথুনিসমূহের মধ্যে, যে নৈসর্গিক শৈলের উপর ইহা স্থাপিত, সেই শৈলের মধ্যে, আরো কত দালান সুকৌশলে সন্নি-বেশিত, আরো কত অর্দ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন স্থান অধিষ্ঠিত—যাহার বিরাট্‌ মহিমার মধ্যে কি-জানি কেমন-একটা গুপ্তভাবের আভাস পাওয়া যায়। তন্মধ্যে, প্রধানা সুল্‌তানার স্নানাগারের মধ্যে প্রবেশ করিলে কেমন-একটা সুড়ঙ্গ-সুলভ শৈত্য অনুভব করা যায় ; সেখানে আলোকের একটু ক্ষীণ রশ্মিমাত্র প্রবেশ করে ; ইহা যেন জাদুকরের একপ্রকার মন্ত্রপূত গুহাবিশেষ, উহার খিলান-মণ্ডপের কাজ দেখিলে মনে হয়, ঠিক্‌ যেন বৃষ্টিধারা ঠাণ্ডায় জমিয়া গিয়াছে ; উহার দেয়ালগুলা অতিসূক্ষ্ম দর্পণকাচে খচিত ; আর্দ্রতা ও যবক্ষারের প্রভাবে এই সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র কাচখণ্ডগুলির 'জলুস্‌' কমিয়া গিয়াছে ; চুমকি-বসানো কোন পুরাতন জরির কাপড়ের মত 'ম্যাড়্‌মেড়ে' হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ব্বকালে, ভারতের রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরীরাই অবরোধের মধ্যে বাস করিত ; এবং এই সকল স্নান, এই সকল বিশ্রামমঞ্চ—যাহার অমল ধবলতা কালও কলুষিত করিতে পারে নাই—উহারা বহুকাল যাবৎ ঐ সব বাছা-বাছা শ্যামাঙ্গী ললনার গাত্রস্পর্শ উপভোগ করিয়াছে।

বিজয়ী মোগলদের আসিবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে এইখানে একটি দুর্গ ছিল ; মোগলেরা আসিয়া এই দুর্গে দুইটি নূতন জিনিসের আমদানি করিয়াছে ;—দুগ্ধধবল মর্ম্মরপ্রস্তর ও জ্যামিতিক রেখাবিন্যাসের অলঙ্কার-পদ্ধতি। এই সকল দালানে এখনো ধূসর-লোহিত বর্ণের ক্ষোদাই-কাজ দেখা যায় ; এই সকল কাজ বহুপুরাতন—জৈনরাজাদিগের আমলের। ছায়ান্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া, গুরুভার স্থূল প্রস্তররাশির মধ্য দিয়া এমন এক স্থানে আসিয়া পড়িলাম, যা অতীব ভীতিজনক ও শোকাবহ ঘটনায় পূর্ণ ; সেই সব অন্ধকূপ, যেখানে হতভাগ্য লোকসকল বিষাক্ত ভীষণ সর্পের মুখে পরিত্যক্ত হইত ;—একটা ঘর, যেখানে সুলতানাদিগকে ফাঁসি দেওয়া হইত ; এবং তাহার পর তাহাদের

মৃতদেহ এমন একটা কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইত—যাহার অন্তঃসলিল, নদীর সহিত মিশিয়া গিয়াছে; কতকগুলা অতলস্পর্শ কালো গর্ত্ত;—কতকগুলা সুড়ঙ্গ, যাহার ভিতর দিয়া যাইতে সাহস হয় না এবং যেখানে হয় অস্থিরাশি, নয় ধনভাণ্ডার লাভ করা যায়। উপরে যে অমল-ধবল প্রাসাদরূপ পদ্মটি ফুটিয়া আছে, তাহারই যেন তমসাচ্ছন্ন শিকড়গুলা মাটি ফুড়িয়া পাতাল-গভীরে প্রবেশ করিয়াছে।

তমসাচ্ছন্ন আনুসঙ্গিক-ঘরগুলির উপর পুনর্ব্বার উঠিয়া, আবার সেই সব জালি-কাজকরা চতুষ্কমণ্ডপে ফিরিয়া আসিলাম;—এই সূক্ষ্ম-ক্ষোদিত চতুষ্কগুলি প্রাকারবপ্রের ধারে খাড়া হইয়া রহিয়াছে এবং উহাদের গবাক্ষগুলা ফাঁকায় বাহির হইয়া আসিয়াছে। আমি কতকটা গম্ভীর-গম্ভীরভাবে সেই সব দ্বার-গৃহে দাঁড়াইয়া রহিলাম—যেখানে অতীত-কালের সুন্দরীরা কিংবা কৃত্রিম-পর্ব্বত-শিখরস্থ অবরুদ্ধ সুলতানারা, গগনবিহারী ভাসমান বিহঙ্গদের ভ্রমণপথেরও ঊর্দ্ধদেশ হইতে, জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের মধ্য দিয়া কিংবা থামের ফাঁক দিয়া চতুর্দ্দিক্‌ নিরীক্ষণ করিতেন। এখানকার সমস্তই চারু-সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে বিভূষিত; এখানকার সমস্ত ক্ষোদাইকার্য্যে ধৈর্য্যের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হয়; শাদা 'জমির' উপর মণিখচিত ছোট ছোট ফুল ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে; অন্যাংশ অপেক্ষা এই অংশটি আরো বেশী সাদা বলিয়া মনে হয়—সর্ব্বত্রই যেন একপ্রকার বিষাদের ধবল কিরণ বিচ্ছুরিত।

আজ আমরা এখানকার যতটা উজাড়-ভাব দেখিতেছি, অবশ্য সেকালে সুলতানারা সে ভাব দেখেন নাই। তখনও এই সব সমভূমি গড়াইয়া-গড়াইয়া অনন্তের মধ্যে বিলীন ছিল; তখনও এই একই নদী সুদূরে আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু তখন উহার উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের শুষ্কনিশ্বাস বহিয়া যায় নাই; তখন সমস্ত দেশ মৃত্যুর কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন হয় নাই। ঐ সকল চতুষ্কমণ্ডপের উপর হইতে সুন্দরীরা নিম্নস্থ উৎসব-আমোদ নিরীক্ষণ করিতেন; তাঁহাদের চিত্তবিনোদনার্থ যে বাঘের লড়াই ও হাতীর লড়াই হইত, তাহাই তাঁহারা অবলোকন করিতেন; কিন্তু এখন সেই ক্রীড়াভূমি কণ্টকগুল্মে আচ্ছন্ন, বৃক্ষলতায় আচ্ছন্ন; অনাবৃষ্টির শুষ্কতায়, এই সব বৃক্ষলতা এক্ষণে পল্লববিরহিত; এই সায়াহ্নে গ্রীষ্মের জ্বলন্ত উত্তাপ যদি না থাকিত, তাহা হইলে শীতঋতুর আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া সহজেই মনে হইত।

এখানে পাখীতে-পাখীতে একেবারে আচ্ছন্ন; এত পাখী ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই। পাখীর কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কোন শব্দই এখন আমার কানে আসিতেছে না। এই সব গৃহছাদের নিস্তব্ধতা উহাদেরই চীৎকারে ভরপূর; এই সব শব্দযোনি ধবল মার্ব্বেল উহাদেরই চীৎকারে প্রতিধ্বনিত। সন্ধ্যা নিকটবর্ত্তী হইলে, পক্ষীদের মধ্যে স্থান-নির্ব্বাচনের মহাধূম পড়িয়া যায়। আমার নিম্নস্থ ঐ গাছটি কাকে-কাকে ভরিয়া একেবারে কালো হইয়া যাইতেছে; আর একটি গাছ টিয়াপাখীতে আচ্ছন্ন;—গাছের ডালের উপর যেন কতকগুলা সবুজ পাতা গজাইয়া উঠিয়াছে। ধবলকায় চিল, বড়-বড় 'হাড়া' শকুনি, চতুষ্পদ পশুদের মত ভূমির উপর বিচরণ করিতেছে।

দূরস্থ সমভূমির উপর ছোট ছোট ধবল গম্বুজ দেখা যাইতেছে; কোন চিত্রই, কোন বর্ণই, মার্ব্বেলের এই স্বচ্ছ ধবলতার অনুকরণ করিতে পারে না। যে ধূলার কুজ্ঝটিকায় সমস্ত ভূমি আচ্ছন্ন এবং যাহা সন্ধ্যাগমে নীল বর্ণঅথবা ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণ ধারণ করে, সেই কুজ্ঝটিকার মধ্য হইতে,—স্থানে-স্থানে এই স্বচ্ছ ধবলতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। পূর্ব্বে ঐ সব উচ্চ প্রাসাদ বেগমদিগের নিবাস-গৃহ ছিল; জরির পাড়ওয়ালা ওড়না পরিয়া, মণিরত্নে বিভূষিত হইয়া, সুন্দর বক্ষোদেশ অনাবৃত করিয়া ঐ সব সুন্দরী ঐখানে বিচরণ করিত। ঐ সব গম্বুজের মধ্যে তাজের গম্বুজটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ—সেই অতুলনীয় তাজ,—যেখানে মহা-সুলতানা মন্তাজিমহল ২৭০ বৎসর হইতে মহানিদ্রায় নিমগ্না।

সকলেই তাজ দেখিয়াছে, সকলেই তাজের বর্ণনা করিয়াছে—সেই তাজ, যাহা পৃথিবীর একটি আদর্শস্থানীয় পরমাশ্চর্য্য পদার্থ।

ক্ষুদ্রায়তন চিত্রে, 'মিনা'র কারুকার্য্যে,—ঝক্‌মকে-শ্রীপচকল্কা-বিভূষিত-উষ্ণীষধারিণী মন্তাজি-মহলের * মুখশ্রী এখনো সংরক্ষিত;—সেই মুখশ্রী,

* শাহাজান বাদশার পত্নী; বিবাহ হইবার চৌদ্দ

যাহা নিজ পতি সুল্‌তানের এতটা প্রেম উদ্দীপিত করিয়াছিল যে, তিনি সেই প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া এ-হেন অশ্রুতপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী মহিমাচ্ছটার মধ্যে মৃত্যুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

দুর্গের ন্যায় প্রাকারবদ্ধ একটি বৃহৎ গোরস্থান-উদ্যানের মধ্যে তাজ অবস্থিত; এরূপ প্রকাণ্ড অমল-ধবল মর্ম্মরপ্রস্তরস্তূপ জগতে আর দ্বিতীয় নাই। উদ্যানের প্রাচীর ধূসর লোহিত-বর্ণ; বিশাল ঘেরের চারি কোণে বহির্দ্বারের মাথা ছাড়াইয়া শ্বেতপ্রস্তরখচিত যে সব উচ্চ গম্বুজ উঠিয়াছে, তাহাও ধূসর লোহিত-বর্ণ। তাল ও সাইপ্রেস্-ঝাউর পংক্তি, জলের চৌবাচ্ছাগুলা, সুচ্ছায় yoke-elm-বৃক্ষশ্রেণী, —সমস্তই একেবারে ঠিক্ সরল-রেখায় স্থাপিত; এবং ঐ পশ্চাৎ-প্রান্তে কল্পনার আদর্শমূর্ত্তি এই সমাধিমন্দিরটি মহাগৌরবে রাজসিংহাসনে বিরাজমান; এই সমস্ত হরিৎ-শ্যামল উদ্ভিজ্জের মধ্যে, উহার তুষার-ধবলতা আরো যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটা ধবল প্রস্তরপীঠের উপর একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ এবং 'ক্যাথিড্রাল্'-গির্জ্জার চূড়া অপেক্ষাও উচ্চ চারিটা 'মিনার'-স্তম্ভ স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ সমস্তের রেখাবিন্যাস কি প্রশান্ত, কি বিশুদ্ধ! উহার মধ্যে কি শান্তিময় সামঞ্জস্যের ভাব! কি উচ্চধরণের সহজ সরলতা! উহার সমস্তই বিরাট-পরিমাণে গঠিত; এবং এরূপ প্রস্তরে নির্ম্মিত, যাহাতে লেশমাত্র দাগ নাই—ধূসর-পাণ্ডু রঙের একটি শিরাও নাই।

তাহার পর, নিকটে গিয়া দেখা যায়, অতি সুকুমার-ধরণের লতা-পাতার কাজ দেয়াল বাহিয়া উঠিয়াছে, কার্ণিসের ধার দিয়া গিয়াছে, দ্বারের চারি ধার ঘিরিয়া আছে; 'মিনারেটের' উপর গড়াইয়া চলিয়াছে; খুব সরু সরু কালো মার্ব্বেলের টুক্‌রা বসাইয়া এই সব লতাপাতা রচিত হইয়াছে। যে গম্বুজটি সুলতানার অন্তিমশয়নকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেই ৭৫-ফীট-উচ্চ মধ্য-গম্বুজের নিম্নস্থ স্থানটিতে সহজ সরলতার আতিশয্য,—ধবল-মহিমার পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। আশ্চর্য্য! যেখানে অন্ধকার হইবার কথা, সেখানেও আলোক; যেন ধবলতার সমস্ত কিরণ একস্থানে পুঞ্জীভূত হইয়াছে; মার্ব্বেলের এই মহা আকাশে কি-জানি কেমন-একটা অপূর্ব্ব অস্ফুট স্বচ্ছতা বিদ্যমান। ধূসর-মুক্তাবর্ণ শিরাজালে ঈষৎ লাঞ্ছিত উচ্চ দেয়ালের গায়ে আর কিছুই নাই; কেবল ছোট-ছোট কতকগুলা দস্তুর খিলান এমন বেমালুমভাবে বাহির হইয়াছে যে, উহাদিগকে রেখাচিত্র বলিয়া মনে হয়। বিশাল-গম্বুজের ভিতর-পিঠে আর কিছুই নাই—কেবল জ্যামিতিক রেখায় বিন্যস্ত কুঁদিয়া-বাহির-করা বহুল খুবরি-কাটা ঘর। কেবল তলদেশে,—এই সব সুন্দর দেয়ালের চারিধারে পদ্মফুলের যেন একটা কেয়ারী রচিত হইয়াছে; যেন উহার বৃন্তগুলা ভূমি হইতে উঠিয়াছে এবং উহার কুঁদিয়া-বাহির-করা পাপড়িগুলা ঝরিয়া পড়িতেছে...আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পকলা ন্যূনাধিকপরিমাণে এই ভূষণের অনুকরণ করিয়াছে, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই-প্রকার সৌধ-অলঙ্কার খুবই প্রচলিত ছিল।

সমস্ত আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে আশ্চর্য্যতম পদার্থ সেই ধবল পাথরের 'গরাদে', যাহা স্বচ্ছ দালানের মধ্যস্থলে সমাধিপ্রস্তরটিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; এ সমস্ত কতকগুলি 'খাড়া' মার্ব্বেল-ফলক; উহাতে এত সূক্ষ্ম জালি-কাটা কাজ যে, মনে হয়, যেন গজদন্ত-ফলকে ফোঁড় কাটা; উহার চারিধারে সেই ছোট-ছোট ফুলের মালার পাড়; Lapis, ফিরোজা, পদ্মরাগ, porphyre প্রভৃতি মণি বসাইয়া এই সকল ফুল রচিত হইয়াছে।

এই ধবল গম্বুজটির শব্দযোনিতা এত অধিক যে, মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হয়;—উহার প্রতিধ্বনি যেন আর থামে না। যদি কেহ 'আল্লা'র নাম উচ্চারণ করে, তাহার সেই অতিবর্দ্ধিত কণ্ঠস্বর কয়েক সেকেণ্ড পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় এবং 'অর্গ্যানে'র আওয়াজের মত আকাশে উহার রেশ চলিতে থাকে—যেন আর শেষ হয় না।

৯০ মাইল আরো উত্তরে, দিল্লীনগরের ভীষণ প্রাকারের পশ্চাদ্ভাগে, মোগল বাদ্‌শাদিগের আর একটি প্রাসাদ; উহা বিভবমহিমায় আগ্রার প্রাসাদকেও অতিক্রম করে।

বড়-বড়-ছুঁচাল খিলান সমন্বিত দিল্লীর এই প্রাসাদটি একটা অদৃশ্য পুরাতন উদ্যানের মধ্যে অধিষ্ঠিত; চারিদিক্ রুদ্ধ; উহার দস্তুর অত্যুচ্চ প্রাকারাবলী দর্শকের মনে বিষাদময় ঘোর কারা-গারের ভাব আনিয়া দেয়।

বৎসর পরে, অষ্টম সন্তান প্রসব করিয়া, ১৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়।

কিন্তু উহা যে-সে কারাগার নহে—উহা দৈত্য-দানবের কিংবা পরীদিগের কারাগার; সুকুমার শিল্প-গরিমায় কোন মানবপ্রাসাদ উহার সমকক্ষ হইতে পারে না। বলা বাহুল্য, উহারও সমস্তই ধবল মার্ব্বেল নির্ম্মিত; সমস্তই ক্ষুদিয়া বাহির-করা;—গম্বুজের প্রকাণ্ড ভিতর-পিঠ প্রস্তরচূর্ণের মসলায় নির্ম্মিত। কিন্তু ইহার এই স্থায়ী ধবলতার সহিত সোনার রং প্রচুরপরিমাণে মিশিয়াছে। মার্ব্বেলের চেক্নাই-এর উপর সোনার কাজ বসাইলে তাহার যে একটা বিশেষ "খোল্তাই' হয়, তাহা সকলেই জানে। দেয়ালের ও গম্বুজের ভিতর-পিঠে যে সব অগণ্য লতাপাতার অতি সূক্ষ্ম কাজ ক্ষুদিয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহা স্বর্ণ দিয়া রঞ্জিত।

দেয়ালের যে-সকল বড়-বড় ফুকর দিয়া বিষণ্ণ উদ্যানটি দেখা যায়, শুধু সেই সকল ফুকরের মধ্য দিয়াই যাহা-কিছু আলো ভিতরে প্রবেশ করে। স্তম্ভশ্রেণী ও খাঁজ-কাটা খিলান—একটার-পর-একটা সারি-সারি বরাবর চলিয়া-গিয়া, দূর প্রান্তের অর্দ্ধচ্ছায়াচ্ছন্ন নীলিমার গর্ভে বিলীন হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাসাদটিতে ধবল-প্রস্তরের শুভ্র স্বচ্ছতা পূর্ণভাবে বিরাজমান।

যে দালানে সিংহাসন ছিল (সেই জনশ্রুত নিরেট স্বর্ণপিণ্ড ও পান্নার সিংহাসন), সেই সমস্ত দালানটি শাদা ও সোনালি রঙের। তা ছাড়া, উচ্চ মার্ব্বেল-দেয়ালে গোলাপগুচ্ছ বিকীর্ণ; চীনাংশুকের ফুলকাটা কাজের মত উহাতে টক্‌টকে গোলাপ ও ফিঁকা গোলাপের আভা অতি সুন্দররূপে মিশিত হইয়াছে, এবং আজকাল আমাদের দেশে যাহাকে 'নূতন শিল্পকলা' বলে, সেই শিল্পকলার পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক পাপড়িটির চারিধার দিয়া সূক্ষ্ম সোনালি পাড় বেমালুমভাবে চলিয়া গিয়াছে। তা ছাড়া, lapis ও ফিরোজা-রচিত নীলরঙের ফুলও ইতস্তত ছড়ান রহিয়াছে।...আমাদের স্থূলধরণের 'screen' পর্দ্দার বদলে ভারতবর্ষে যে জালি-কাটা মার্ব্বেল ফলকের ব্যবহার ছিল, সেইরূপ জালি-কাটা মার্ব্বেল-ফলকের মধ্য দিয়া দালানের পর দালান ক্রমাগত দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে।

প্রাচীরবদ্ধ উদ্যানের তরুকুঞ্জে দুর্ভিক্ষবায়ুর উৎপীড়ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে;—শরতের বায়ুর মত উহা উদ্যানতরুর শেষ পাতাগুলা চতুর্দ্দিকে উড়াইয়া দিতেছে; আর ঐ সব মরা পাতা ঘূর্ণী-বাতাসে উড়িয়া এই মহানিস্তব্ধ প্রাসাদের মধ্যেও আসিয়া পড়িতেছে। উদ্যানের একটি গাছে এখনো ফুল ফুটিয়া আছে; বড়-বড় লাল ফুল বৃষ্টিধারার মত ঐ বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া সমস্ত ধবলকুট্টিমকে—সিংহাসন-দালানের সেই অপূর্ব্ব প্রস্তরকুট্টিমটিকে ছাইয়া ফেলিয়াছে।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে।

যেখানে মোগলবাদশারা বাস করিতেন, সেই সমস্ত দেশই এখন নগরপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ কঙ্কালস্তূপে পরিণত হইয়াছে। এখানকার মরা-মাটির উপর যত ধ্বংসাবশেষ, মিশরের বালুরাশির উপরেও তত নাই। সেখানে, নীল-নদের ধারে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাষাণ-স্তূপ; এখানে ক্ষোদিত মার্ব্বেল, জালিকাটা ধূসর-বর্ণের প্রস্তর, প্রস্তরময় জাফ্রির কাজ—বিষণ্ণ মাঠ-ময়দানের মধ্যে হারান জিনিসের মত ইতস্তত পড়িয়া আছে। যেখানে কত শতাব্দী ধরিয়া মানবচিন্তা ও মানব-উদ্যম অসাধারণ স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছিল, সেই এই ভারতবর্ষে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের অসংখ্য ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান; এবং উহাদের প্রাচুর্য্যে, আমাদের আধুনিক কল্পনা দিশাহারা হইয়া যায়। অনেক-গুলি নগর যুদ্ধবিগ্রহ ও লোকহত্যার পরেই ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়; আবার কতকগুলি বিলাসশোভন নগর অমুক অমুক রাজার খামখেয়ালী-আদেশক্রমে গঠিত হইতে আরম্ভ হয়, কিন্তু সময়ের মধ্যে শেষ হয় নাই; কতকগুলি প্রাসাদ অমুক সুলতানার জন্য পরি-কল্পিত হয়, কিন্তু উহা ভাস্কর-শিল্পীদিগেরই ব্যবহারে আসিয়াছে,—কেহ সেখানে কখনো বাস করে নাই।

দিল্লী এবং প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ, যেখানে পৃথিবীর মধ্যে বোধ হয় উচ্চতম কীর্ত্তিস্তম্ভ সেই গোলাপী পাথরের কুতব-মিনার সমুত্থিত—এই দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত পাথটার দুই ধারে, কত নগর ও কত দুর্গের ছায়ামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়;—ত্রিশ-চালিশ ফীট্ উচ্চ দন্তুর প্রাকার, পরিখা ও পরিখার সঙ্কসেতু; ভিতরে জনপ্রাণী নাই; সমস্তই নিস্তব্ধ; কিংবা ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যায়, গড়াইয়া-পড়া শিলারাশির মধ্য হইতে, কাঁটাগাছের ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্য হইতে, বানরের পাল ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছে।

তা ছাড়া, কত গোরস্থান, তাহার আর শেষ নাই। কত ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি মৃতদেহে পরিপূর্ণ; গোরস্থানের চতুষ্কমণ্ডপ, সকল যুগেরই সমাধিস্তম্ভ পর-পর চলিয়াছে;—রাশিরাশি ভাঙাচুরা জিনিসের মধ্যে গোলকধাঁধার মত পরস্পরের সহিত যেন জড়াইয়া-পাকাইয়া রহিয়াছে।

ইহার মধ্যে কতকগুলি সমাধিমন্দির এখনো ভক্তিসহকারে বহুব্যয়ে সংরক্ষিত; আবার কতকগুলি একেবারেই প্রচ্ছন্ন—ধসিয়া-পড়া পরিত্যক্ত আরো অসংখ্য সমাধিমন্দিরের পিছনে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। প্রস্তর-রাশির মধ্য দিয়া, গর্ত্তসমূহের মধ্য দিয়া, 'হাঁ-করা' প্রচীন গুহাগহ্বরের মধ্য দিয়া যে সকল পথ গিয়াছে এবং যে সকল পথ ঐ গোরস্থানে আসিয়া মিলিয়াছে, ঐ সকল পথ চেনা দুষ্কর হইত,—যদি ভিক্ষুকের দল, খঞ্জ কিংবা কুষ্ঠরোগী লোক খোঁটাচিহ্নের মত উহার চারিধারে না থাকিত। উহারা তীর্থযাত্রীদের নিকট ভিক্ষা পাইবার আশায় ঐখানে বসিয়া থাকে। এই সকল ধূলিসমাচ্ছন্ন পথ অতিক্রম করিবার পর হঠাৎ এক-একটা চমৎকার মস্জিদ দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়;—জালিকাটা মার্ব্বেলের দেয়াল, লাল রেশমের কাপড়ে যেন সোনালি পাড় বসান, জম্‌কালো কার্পেট—যাহার উপর টাটকা gardenia ও tubereuse পুষ্পসকল সজ্জিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাচীন ফকীরদর্ব্বেশের বাসগৃহগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা বিভবময়। উহারা নিজে ইচ্ছা করিয়াই দৈন্যের মধ্যে বাস করিত ও পরম সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিত; কিন্তু কোন কোন রাজা উহাদের স্মৃতিরক্ষার জন্য এইরূপ মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

প্রাকারাবলী ও ক্ষোদিত প্রাসাদাদির বহুপূর্ব্বেই গোলাপী পাথরের মিনারটি এই মৃত্যুর দেশের দিগন্তভাগে, বহুদূর হইতে নেত্রসমক্ষে প্রকাশ পায়। শুষ্ক পাথুরে জমির তরঙ্গায়িত ক্ষেতের উপর দিয়া এই প্রাকার-প্রসাদাদি মিনারের পাদদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত রহিয়াছে। এই সমস্ত শুষ্ক পাথুরে ভূমিখণ্ডের উপর এখন শুধু রাখালরা ছাগল চরাইয়া থাকে।

এখন প্রায় মধ্যাহ্ন; দুঃসহ প্রখর উত্তাপ; এই সময়ে আমি কোণা-গুম্বজ-বিশিষ্ট যুগলদ্বার পার হইয়া এই ছায়ামূর্ত্তি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। একটা শ্মশানের মত ভূমিখণ্ড—বড় বড় দস্তুর প্রাকারে বেষ্টিত এবং এত বিশাল যে, সেই ঘেরের সমস্ত আয়তন সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না। উহার ভিতরে কতকগুলা গাছ, যাহা জলাভাবে মরিয়া যাইতেছে এবং উষ্ণবায়ু যাহার স্বর্ণ-পীত পত্রপুঞ্জ চারিদিকে উড়াইয়া ফেলিতেছে; আকার-গঠনহীন কতকগুলা প্রস্তরস্তূপ, ইতস্তত দৃশ্যমান কতকগুলা গম্বুজ, কতকগুলা মিনার—এতটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে যে, উহাদিগকে শৈলখণ্ড বলিয়া ভ্রম হয়; কেবল ঐ আশ্চর্য্যজনক মিনারের সন্নিকটে যে সকল গুরু-ভার বৃহদাকার ইমারতের অবশেষগুলি আছে, তাহা রাজকীয় মহল বলিয়া বেশ বুঝা যায়। কিন্তু এই গৌরবান্বিত ভগ্নাবশেষগুলির গঠনরীতি একপ্রকার নহে—বিভিন্ন গঠনরীতি একত্র মিশিয়া গিয়াছে। এত যুদ্ধবিগ্রহ, এত আক্রমণ এই প্রাচীন ভূমির উপর দিয়া গিয়াছে, এতবার ধ্বংস হইয়াছে, আবার অসাম্প্রদায়িকভাবে এতবার নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে যে, ইহার ঠিক-ঠিকানা পাওয়া যায় না। পৃথিবীর এই কোণটির ইতিহাস ঘোর তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন।

ঐখানে—উপকথা-বর্ণিত কোন রাজার প্রাসাদের মধ্যে, সহস্রবৎসর-ব্যাপী প্রস্তররাশির সুশীতল ছায়াতলে, আমি আজ সমস্ত নিস্পন্দ মধ্যাহ্ন-কালটা আপনাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিব। কয়েকঘণ্টা একাগ্রচিন্তায় কিংবা নিদ্রায় অতিবাহিত করিবার জন্য, একটি ভৃত্যও সঙ্গে না লইয়া একাকী আমি একটা উচ্চ বারান্দার কোণে আপনাকে স্থাপন করিলাম—অসংখ্য চৌকো-থাম-বিশিষ্ট ও প্রচীন ভাস্করকার্য্যে আচ্ছন্ন একটা দালানঘর হইতে এই বারান্দাটি বাহির হইয়াছে। এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইবার উদ্দেশে—আজ এখানকার যাহারা গৃহস্বামী, সেই সব পশুদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইবার উদ্দেশে আমি একাকী এখানে আসিয়াছি। বাহিরে—প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এই বিস্তীর্ণ মরুভূমির উপর অনল-বর্ষণ করিতেছে; পতঙ্গের গান, মক্ষিকার গুঞ্জন এখানো শোনা যায় না, কেবল দূরদূরান্তর হইতে কোন নিঃসঙ্গ টিয়াপাখীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না; উপরে, প্রাসাদের ক্ষোদাই-

কাজের মধ্যে তাহার নীড়, সে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিদ্রা যায়। অথবা, দুর্ভিক্ষের দমকা-বাতাসে তাড়িত হইয়া যে-সব শুক্না-পাতা ঘোরপাক খাইতে খাইতে স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে আসিয়া পড়ে,—তাহারই মর্ম্মর শব্দ কচিৎ-কখন শুনা যায়।

দালান-ঘরের গুরুভার ছাদটা যে সকল প্রস্তর-খণ্ডে আচ্ছাদিত, সেই প্রস্তরখণ্ডগুলা আড়াআড়ি-ভাবে এবং কৌণিক স্তূপের আকারে উপর্য্যুপরি স্থাপিত ; এগুলি অতিদীর্ঘ অখণ্ড প্রস্তর ; আমাদের পুরাতন ছাদের কাঠাম যেরূপ বড়-বড় গুঁড়িকাষ্ঠের উপর স্থাপিত হইত, ইহা কতকটা সেই ধরণের। যে সময়ে গম্বুজ অজ্ঞাত ছিল, বক্র খিলান অজ্ঞাত ছিল, কিংবা তাহার উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল না—সেই সময়কার মানবজাতির শৈশবকালোচিত এই গঠনপদ্ধতি। আমার নীচে, প্রথমেই স্তম্ভের অরণ্য। থামগুলা প্রকাণ্ড,—বলা বাহুল্য, অখণ্ড পাথরের—এবং উহার চৌকণা ধরন দেখিয়া খুব পুরাতন হিন্দু-আমলের বলিয়া কল্পনা করা যায়। আমি যে অন্ধকারাচ্ছন্ন ছায়াময় কোণটিতে বসিয়া সমস্ত দেখিতেছি, সেখানকার কতকগুলি 'গুল্-গুলি'-গবাক্ষ হইতে বাহিরের জিনিসও দেখিতে পাইতেছি, লাল পাথর দেখিতেছি, ধূসরবর্ণের পাথর দেখিতেছি, বেগুনি রঙের পাথর দেখিতেছি,—মনে হইতেছে, বাহিরের সমস্ত ধ্বংসাবশেষ অগ্নিময় সূর্য্যকিরণে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। আরো একটু দূরে, বায়ু এরূপ স্বচ্ছ এবং আলোটা এরূপ ঠিকভাবে পড়িয়াছে যে, আমি এখান হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—কতকগুলা দ্বারপ্রকোষ্ঠ খাড়া হইয়া রহিয়াছে—উহার কোণালু খিলানে চমৎকার কোদাই-কাজ এবং আদিম কালের coufique অক্ষরে মুসলমানি লিপি লিখিত রহিয়াছে ; এবং কোন * অজ্ঞাতযুগের একটি লৌহ-ধ্বজস্তম্ভ সমুত্থিত—সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ ও সংস্কৃত অক্ষরে সমাচ্ছন্ন ; উহার চারিদিকে কতকগুলা সমাধিস্তম্ভ এবং সান-বাঁধানো একটা মুক্ত প্রাঙ্গণ। পূর্ব্বে এই প্রাঙ্গণটি একটি খুব পবিত্র মস্‌জিদের অন্তঃপ্রাঙ্গণ ছিল। 'পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর' বলিয়া সেই সময়ে এই মস্‌জিদের খ্যাতি ছিল।

নীচে, সানের উপর 'তুড়ুক্-তুড়ুক্' লম্ফঝম্প! ...বাচ্ছারা পিছনে-পিছনে চলিয়াছে—তিনটা ছাগল প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং কোন ইতস্তত না করিয়া, যেন চিরাভ্যস্ত এইভাবে আমার এই উপরের বারান্দায় উঠিয়া আসিল এবং মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার জন্য ছায়ায় আসিয়া শয়ন করিল। কতকগুলি কাক এবং কতকগুলি ঘুঘুও আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সকলেই এখন ঠাণ্ডা জায়গা খুঁজিতেছে এবং ছায়ায় বসিয়া নিদ্রা যাইবার উদ্যোগ করিতেছে। এখন নিস্তব্ধতার একাধিপত্য ; সেই উড়ন্ত মরা-পাতার মর্ম্মরশব্দও এখন আর শুনা যায় না ; কেননা, অন্যান্য পদার্থের ন্যায় বায়ুও এখন নিদ্রামগ্ন। আমার ঢাকা-বারান্দার প্রান্তদেশে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ আছে, সেখান হইতে বহির্দ্দেশ দেখা যায় ; সেখান হইতে আকাশও দেখা যাইবার কথা ; কিন্তু না, দেখিলাম শুধু গোলাপী 'জমি'র উপর একটা শাদা জমি যেন অস্পষ্ট দূরদিগন্তে সটানভাবে বিলম্বিত ; দেখিলাম বৃহৎ মিনারের পার্শ্বদেশ, তাহার পাথরের গোলাপী রং এবং তাহাতে যে মার্ব্বেলের টুক্‌রাসকল বসানো আছে, তাহার শাদা রং।...

যে বারাণসীসম্বন্ধে আমি ভয়ে-ভয়ে আছি, সেই বারাণসী-অভিমুখে যাইবার পথে এইটি আমার শেষ আড্ডা ; দুইদিনের মধ্যেই আমি সেখানে গিয়া নিশ্চয়ই বিড়ম্বিত হইব, কিন্তু সেই মহাবিড়ম্বনা হইতে এখন আর পিছাইবার জো নাই।...এই সব ধ্বংসাবশেষের রহস্যময় শান্তির মধ্যে, সেই বিষয়ে আমি অনেক চিন্তা করিয়াছি ; আমার মন সেই সাধুসন্ন্যাসীদিগের গৃহাভিমুখে ধাবিত হইতেছে—যাঁহাদের শাকান্নের আতিথ্য—যাঁহাদের অদ্ভুত বিস্ময়জনক আতিথ্য আমি গ্রহণ করিব বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছি।...

কিন্তু চারিদিক্‌কার জড়তাপ্রভাবে আমার মন নিদ্রা ও স্বপ্নে অভিভূত হইলেও, আমার কল্পনাকে এখনো সেই বৃহৎ মিনারটি অধিকার করিয়া রহিয়াছে—যাহা এক্ষণে আমার খুবই নিকটে রাজ-সিংহাসনে বিরাজমান। গল্প আছে, রাজকন্যার

---

* স্মৃতিস্তম্ভটি ২০ ফিট উচ্চ ; উহার শিলালিপিতে এইরূপ লিখিত আছে যে, বাহ্লিকদিগের উপর জয়লাভ করিয়া রাজা ধব এই স্মৃতিস্তম্ভটি উঠাইয়াছেন। বোধ হয়, ৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে। প্রাচীনকালের ইহা একটি অপূর্ব্ব অতুলনীয় স্মৃতিস্তম্ভ।

খেয়াল হইল, দিগন্তপটে দূরবাহিনী একটি নদী দেখিবেন; রাজা স্বীয় দুহিতার খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য ঊর্দ্ধগামী নদীর আকারে ঐ মিনার নির্ম্মাণ করাইলেন। আমার বারান্দার জানালা দিয়া উহা যেমন স্পষ্ট দেখা যায়, এমন আর কোথা হইতেও নহে। একটা গোলাপী-রঙের দ্বার-প্রকোষ্ঠের পার্শ্বদেশে, ঐ গোলাপী মিনারটি অমলশুভ্র আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। উহার তন্বী শ্রী, উহার উচ্চতা দর্শনে নেত্র বিহ্বল হইয়া পড়ে; অন্যান্য জানিত মিনার ও মিনারেটের যেরূপ পরিমাণ,* তাহা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে; তলদেশ যেরূপ ফুলিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, যেন মিনারটি ঝুঁকিয়া রহিয়াছে: তা ছাড়া, বড়ই আশ্চর্য্য—এমন যে চমৎকার জিনিস—এখনো এমন অক্ষত ও অক্ষুণ্ণ—উহা ধ্বংসাবশেষ-বিকীর্ণ মরুভূমির মধ্য হইতে উত্থিত হইয়াছে। উহার পাথর এমন মসৃণ ও উহার উপাদান-রেণু এমন সূক্ষ্ম যে, এত শতাব্দী হইয়া গেল, তবু উহাতে 'মোর্চ্চে' ধরে নাই এবং উহার রং এখনো যেন টাট্‌কা রহিয়াছে। গোলাকার ক্ষোদিত-'খোল', যাহা তলদেশ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, উহা স্ত্রীলোকদিগের গাউনের একপ্রকার রেশ্‌মি ভাঁজের মত; ছাতা বন্ধ করিলে যেরূপ ভাঁজ পড়ে, সমস্ত যেন সেইরূপ ভাঁজবিশিষ্ট। সমস্তটা দেখিলে মনে হয়, যেন অর্গ্যান্-পাইপের একটা বাণ্ডিল, বড়-বড় তালকাণ্ডের একটা গুচ্ছ; এবং বিভিন্ন উচ্চদেশে যেন একএকটা আংটার মধ্যে ঐগুলা আবদ্ধ—যাহাকে আংটা বলিতেছি, উহা পাথরের বারন্দা-ঘের; শাদা খচিত-কার্য্যের আকারে মুসলমানি লিপির দ্বারা ঐ সকল বারান্দা সমাচ্ছন্ন...

আমি প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। সহসা মানুষের পায়ের শব্দ—দ্রুতগমনের শব্দ! এত ঘণ্টা নিস্তব্ধতার পর, এ একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন। ১০জন লোক, এক-ঘেয়ে-লাল বড়-বড় পাথরের উপর দেখা দিল; উত্তর-প্রদেশের মুসলমান, ছুঁচাল টুপি দেখিয়া আফ্‌গান বলিয়া চিনিলাম; পাগ্‌ড়ির পাক এত নীচে দিয়া গিয়াছে যে, উহাদের কান ও চোখের কোণ তাহাতে ঢাকিয়া গিয়াছে, কেবল শুকচঞ্চু-নাসিকামাত্র বাহির হইয়া আছে। দাড়ির রং মিষ্-কালো। উহারা খুব দ্রুত চলিতেছে; মুখে খলতা ও বদমাইসি প্রকাশ পাইতেছে। আমার কোটরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, আমি যে উপরে আছি, তাহা ইঙ্গিতেও প্রকাশ না করিয়া, উহাদের দেখিয়া আমোদ উপভোগ করিতেছিলাম। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, উহারা ভক্ত তীর্থযাত্রী, ভক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই এইখানে আসিয়াছে। লুপ্তপ্রায় মস্‌জিদের সুন্দর দ্বার-প্রকোষ্ঠের সম্মুখে আসিয়া উহারা দাঁড়াইল; সমাধি-স্থান চুম্বন করিবার জন্য সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল; তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আরো দূরে চলিয়া গেল; ভগ্নাবশেষের মধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেল—আর দেখা গেল না।

এখন প্রায় তিনটা বাজিয়াছে। আবার জীবন-উদ্যম আরম্ভ হইল। সবুজ টিয়াগুলা খিলানের গর্ত্ত হইতে বাহির হইল, ক্ষোদাই-কাজের ফাঁকের ভিতর পায়ের নখ বসাইয়া কি করিবে ভাবিতে লাগিল, বহির্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; তাহার পর চীৎকার করিতে করিতে সাঁ করিয়া উড়িয়া গেল। ছাগেরাও জাগিয়া উঠিল, মুড়া ও শুক্‌না ঘাসের সন্ধানে বাচ্ছাদের লইয়া বাহির হইল, এবং আমিও ছায়াদেহসার নগরটিতে ভ্রমণ করিবার জন্য নীচে নামিলাম।

গৃহের ভগ্নাবশেষ, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, প্রাসাদ ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ; হেথা-হোথা শীর্ণ গাভীবৃন্দ প্রস্তরাদির মধ্যে তৃণচর্ব্বণের চেষ্টা করিতে করিতে ক্রমে প্রাচীরবদ্ধ সেই শ্মশান-বিষণ্ণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা গরু চরাইতে আসিয়াছিল, সেই বুনো রাখালেরা চাপা আওয়াজে বাঁশী বাজাইতেছিল। তাহাদের মুখে চিন্তার ভাব, ভয়ের ভাব; চতুর্দ্দিকস্থ দেবালয়ের ধ্বংসদশা তাহাদের মনে এই ভীতির উদ্রেক করিয়াছে। চারিদিক্ হইতেই দেখা যায়, ঐ গোলাপী মিনারটি মাথা তুলিয়া রহিয়াছে; এই সার্ব্বভৌম ধ্বংসদৃশ্যের মধ্যে, উহা যেন সাক্ষিরূপে দণ্ডায়মান।*

অস্পষ্ট-অনির্দ্দেশ্য চৌমাথা রাস্তার উপর, কতকগুলা দেয়ালের গায়ে এখনো কতকগুলা গবাক্ষ

* এই মিনারটি ২৪০ ফীট্ উচ্চ; ইহা প্রাচীন ভারতের একটা পরমাশ্চর্য্য সামগ্রী।

* ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইহার পুনরুদ্ধার হয়।

রহিয়াছে ; এখনো কতকগুলা বারান্দা বাহির হইয়া রহিয়াছে ; পূর্ব্বে সেখান হইতে সুন্দরীরা বেগ্নি পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত গজবৃন্দের গমনাগমন, সারিবন্দী বৃহৎ ছত্রের উৎসব-ঠাট, অশ্বারোহী যোদ্ধ্বর্গের রণযাত্রা, গৌরবান্বিত প্রাচীনকালের জনতা—এই সমস্ত নিরীক্ষণ করিত।...আহা! লুপ্ত রাজপথের কোণে-কোণে অবস্থিত এই সব নহবৎখানার কি বিষণ্ণ মুখশ্রী!

চিতাসজ্জা।

শীতকাল ; গঙ্গার উপর ; ধূসরবর্ণ সন্ধ্যা আগত-প্রায়। দিবাবসানে পবিত্র নদীবক্ষ হইতে কুয়াসা উত্থিত হইয়া, সন্ধ্যা না হইতে হইতেই অস্তমান সূর্য্যকে ম্লান করিয়া ফেলিল। অবনত মন্দির ও দুর্গপ্রাসাদসমন্বিত বারাণসীর বিপুল ছায়াচিত্র পশ্চিমদিকের সম্মুখে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম-গগন এখনো প্রভাময়।

আর-সব নৌকা নিদ্রিত ; কেবল আমার নৌকাখানি চলিতেছে,—এই পবিত্র নগরীর পাদদেশ দিয়া, উহার বিরাট ছায়াতল দিয়া, অত্যুচ্চ ভগ্নমন্দির ও অতীব ঘোরদর্শন প্রাসাদাদির নীচে দিয়া—ধীরে ধীরে চলিতেছে।

তিনবৎসরব্যাপী যে অনাবৃষ্টি দেশে দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, তাহাতেই নদী শুকাইয়া গিয়াছে ; এবং এই কারণেই সকল জিনিসেরই উচ্চতা যেন আরো বেশী বলিয়া মনে হইতেছে। এই শুষ্কতা-বশতই বারাণসীর অনাদিকালের মূলগুলা পর্য্যন্ত, ভিত্তিগুলা পর্য্যন্ত অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছে। শতশত বৎসর হইতে, যে সকল প্রাসাদ জলের নীচে নামিয়া গিয়াছিল, তাহারই খণ্ডাংশসমূহ অচল নৌকাগুলার মধ্য হইতে ইতস্তত মাথা বাহির করিয়া রহিয়াছে। জলমগ্ন জনবিস্মৃত ভগ্নাবশেষগুলা আবার দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৃদ্ধা গঙ্গার ভগ্নাবশেষপূর্ণ রহস্যময় তলদেশ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে।

এই যে সব তটভূমি বিবস্ত্রা হইয়া পড়িয়াছে, ইহাতেই এই গঙ্গাদেবীর বিকট স্বৈরলীলার পরিচয় পাওয়া যায় ; ইনি পালনকর্ত্রী ও সংহারকর্ত্রী—উভয়ই। যিনি জনয়িতা ও সংহারকর্ত্তা, সেই শিবের সহিত ইঁহার তুলনা হইতে পারে ; প্রাবৃটে যখন নদী ভরিয়া উঠে, তখন তাহার ভীষণ বেগ কেহই প্রতিরোধ করিতে পারে না। সর্ব্বোন্নত পাষাণপ্রাচীর, সমগ্র প্রাকারবপ্রাদি একটা অখণ্ড প্রস্তরখণ্ডের মত নদীর উচ্চতটের উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে এবং পড়িয়া সেইখানেই থাকিয়া গিয়াছে ; কোন জাগতিক প্রলয়বিপ্লবের পর যেভাবে ঝুঁকিয়া থাকে, সেইরূপ অচল ভঙ্গীসহকারে বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া যেন আপনার আসন্নপতন প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীক্ষা করিতেছে।

ত্রিশচল্লিশ ফীট উচ্চতার কমে নিরাপদ্ স্থানের আরম্ভ হয় নাই ; সেইখানেই মনুষ্যগৃহের প্রথম গবাক্ষ উদ্ঘাটিত হইয়াছে, বারান্দা বাহির হইয়াছে, বলভী উঠিয়াছে। আরো নীচে গঙ্গারই একাধিপত্য, বৎসরের মধ্যে অন্তত একবার সকলকেই উহাতে ডুব দিতে হইবে ; চিরদিনই উহার পবিত্র মৃত্তিকা লইয়া গায়ে লেপিতে হইবে ; উহারই জন্য নিবাস-আদি নির্ম্মাণ করিতে হইবে ; দুর্গের গুপ্ত-গারদের মত প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড চতুষ্কমণ্ডপ—তাহার মধ্যে গুরুভার, স্থূল ও খর্ব্বকায় দেববিগ্রহ রক্ষিত, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ভিত্তিভূমি, বিকট-ভীষণ প্রস্তরস্তূপ —এই সমস্ত অচল-প্রতিষ্ঠ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু কোন-কোন সময়ে নদীর স্রোতে এরূপ ভীষণ বেগ উপস্থিত হয় যে, উহাদিগকে কাঁপাইয়া তুলে—গ্রাস করিয়া ফেলে।

গৃহাদির উর্দ্ধে, প্রাসাদাদির উর্দ্ধে, হিন্দুমন্দিরের অসংখ্য চূড়া পশ্চিমগগনে সমুত্থিত ; রাজস্থানের ন্যায় এখানকার মন্দিরের চূড়াগুলাও বড়-বড় প্রস্তরময় ঝাউএর আকারে গঠিত, কিন্তু এখানকার এই মন্দিরচূড়াগুলা লাল—ঘোর লাল,—তাহার সহিত ম্লানাভ সোনালি-কাজ মিশ্রিত। সমস্ত বারাণসীর মন্দিরচূড়াগুলি রক্তিম—কেবল চূড়ার অগ্রবিন্দুগুলি সোনালী। নদী যেমন-যেমন বাঁকিয়া গিয়াছে—সেই অনুসারে নগরীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রস্তরময় সোপানাবলী তটভূমির উপরে যেন পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে—যেন একটা প্রকাণ্ড পাদপীঠ (pedestal) উপর হইতে —যেখানে মানুষের বসতি, সেইখান হইতে—নামিয়া আসিয়া পবিত্র জলরাশির অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে।

আজিকার সন্ধ্যায়, এই বৃহৎ ঘাটের শেষ-ধাপটি পর্য্যন্ত, এমন কি, ঘাটের ভিত-দেয়ালটি পর্য্যন্ত

বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুর্বৎসর ছাড়া এই ভিত-দেয়াল কখনো বাহির হইয়া পড়ে না—ইহা দুর্ভিক্ষ ও দুঃখদৈন্যের পূর্ব্বসূচনা। এই মহিমান্বিত বৃহৎ সোপানপংক্তি এখন একেবারেই জনশূন্য—এখানে ফলবিক্রেতা, পবিত্র গাভীবৃন্দের জন্য যাহারা তৃণ-বিক্রয় করে, সেই তৃণবিক্রেতা, বিশেষত এই লোক-পাবনী পরমারাধ্যা বৃদ্ধা নদীর উপর যে পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষিপ্ত হয়, সেই সকল ফুলের তোড়া ও ফুলের মালাবিক্রেতা—ইহাদের দ্বারাই সোপানের ধাপগুলা দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হইয়া থাকে; এবং অসংখ্য বাঁখারির ছাতা—যাহা সকলকেই ছায়াদান করে,—সেই সকল ছাতার বাঁট মাটির মধ্যে স্থায়ি-ভাবে পোতা এবং ঐ সকল ছাতা যেন প্রাতঃসূর্য্যের প্রতীক্ষায় উদয়াচলের দিকে ঝুঁকিয়া রহিয়াছে।

এই ভাঁজবিহীন আতপত্রগুলি দেখিতে কতকটা ধাতুময় চাকৃতির মত, এবং যতদূর দৃষ্টি যায়, নগরীর সমস্ত প্রস্তরময় তলদেশ এই সকল আতপত্রে সমাচ্ছন্ন। দেখিলে মনে হয়, যেন ঢালের ক্ষেত্র প্রসারিত।

ম্লানপ্রভ আলোকচ্ছায়া সন্ধ্যার আগমনবার্ত্তা জানাইয়া দিল এবং হঠাৎ শৈত্যের আবির্ভাব হইল। বারাণসীতে আসিয়া ধূসর আকাশ ও শীতের লক্ষণ দেখিব, এরূপ প্রত্যাশা করি নাই।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তমোময় পাষাণপিণ্ডের পাদদেশ দিয়া, তটভূমি ঘেঁষিয়া আমার নৌকা স্রোতের মুখে নিঃশব্দে চলিয়াছে।

নদীতটের একটা বীভৎস কোণে, প্রাসাদের ভাঙাচুরার মধ্যে, কালো মাটি ও পাঁকের উপর, তিনটি ছোট-ছোট চিতা সজ্জিত; 'ন্যাকড়া'-পরা কতকগুলা কদাকার লোক তাহাতে আগুন ধরাই-বার চেষ্টা করিতেছে; উহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে—কিন্তু আগুন জ্বলিতেছে না। এই চিতাগুলা অদ্ভুত আকারের,—দীর্ঘ ও সরু। এই-গুলা শবদাহের কাঠ। নদীর দিকে পা করিয়া প্রত্যেক শব আপন-আপন চিতাশয্যায় শয়ান; কাছে গিয়া দেখিতে পাইলাম, ডালপালার টুক্‌রার মধ্যে পায়ের বুড়ো-আঙুল কানি দিয়া জড়ান; কানি হইতে আঙুলটা একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে—উঠিয়া রহিয়াছে। এই চিতাগুলি কি ক্ষুদ্রাকার; সমস্ত শরীরটা এত অল্প কাঠে দগ্ধ হয়!

আমার নৌকার হিন্দু-মাঝি আমাকে বুঝাইয়া দিল—"ও-সব গরিবদের চুলো। ওর চেয়ে ভাল কাঠ কিন্‌তে ওদের পয়সা জোটে না—তাই খারাপ ভিজে-কাঠ এনেছে।"

এক্ষণে পূজা-অর্চ্চনার সময় উপস্থিত। মহা-সমারোহে সান্ধ্যপূজার অনুষ্ঠানাদি আরম্ভ হইল। উত্তরীয়বস্ত্রে অবগুণ্ঠিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা সোপান-ধাপ দিয়া নামিতে লাগিল; পবিত্র জল লইবার জন্য, স্নানের জন্য, এবং ব্রাহ্মণের অবশ্য-পাল্য কতকগুলি ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য তারা সিঁড়ির নীচে পর্য্যন্ত নামিয়া আসিল; পাথরের ধাপগুলা, যাহা একেবারেই জনশূন্য ছিল, এক্ষণে নিঃশব্দে জনপূর্ণ হইল; সর্ব্বসাধারণের পূজা-অর্চ্চনার জন্য নদীর ধারে অসংখ্য ডোঙা, প্রাসাদমন্দিরাদির ছায়াতলে অসংখ্য বাঁশের মাচা সাজান রহিয়াছে; এই সমস্ত বসিবার স্থান ভক্তজনে পূর্ণ হইয়া গেল; তাঁহারা সংযতচিত্ত হইয়া স্থিরভাবে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হইলেন; এবং অনতিবিলম্বেই এই বিপুল জনতার চিন্তারাশি সেই অতলস্পর্শ পরপারের অভিমুখে উড্ডীন হইল—যাহার মধ্যে কিছুকাল পরে আমাদের সকলেরই এই ক্ষণস্থায়ী 'অহং'গুলা বিলীন হইবে—তমসাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে।

সেই শ্মশানকোণটিতে সেই ধূমায়মান তিনটি চিতার সন্নিকটে, কাপড়-জড়ানো আরো দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখা যাইতেছে—উহারা নদীর জলে অর্দ্ধনিমজ্জিত; উহাদের প্রত্যেকেই একএকটা হাল্‌কা খাটিয়ার উপর শুইয়া আছে; উহাদের জন্য যে চিতা সজ্জিত হইতেছে, তদুপরি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য জীবন্ত লোকের ন্যায় উহারাও গঙ্গার পূতজলে স্নান করিয়া লইতেছে।

পরপারের তটভূমি—পঙ্ক ও তৃণাদিতে আচ্ছন্ন অসীম ক্ষেত্র, যাহা প্রতিবৎসরেই গঙ্গার মধ্যে নিমজ্জিত থাকে—এই তটভূমির উপর সন্ধ্যার কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রথমে ঐ তটভূমির উপর একটা অনির্দ্দেশ্য ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব দেখা যাইতেছিল; ক্রমে এই সব কুয়াসা আকাশের মেঘের মত একএকটা সুগঠিত আকার ধারণ করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন এই পবিত্র বৃহৎ-নগরী, পদতলস্থ জলদ-চূড়াগুলা

নিরীক্ষণ করিবার জন্য অর্দ্ধচক্রাকারে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে।

শ্মশানের ঐ কোণটিতে একজন যুবা সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান, বক্ষের উপর বাহুদ্বয় আড়াআড়িভাবে বিন্যস্ত এবং ঐ আর্দ্র চিতার মধ্যে কি-একটা ঘোর ব্যাপার চলিতেছে, তাহাই দেখিবার জন্য সেই দিকে মাথা ঝুঁকাইয়া রহিয়াছে। তাহার চুলগুলা কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে, তাহার নগ্নদেহ—যাহা এখনো পর্য্যন্ত সুন্দর ও মাংসল—শ্বেতচূর্ণে আচ্ছন্ন; এবং যেরূপ ফুলের মালা প্রতিদিন নদীতে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ একটা ফুলের মালা তাহার বক্ষের উপর বিলম্বিত।

চিতাগুলার একটু উপরে,—বহুকাল হইতে নদীর উপর গড়াইয়া পড়িয়াছে, এমন একটা পুরাতন প্রাসাদের উপরিভাগে, ধুতি-কাপড়ে আচ্ছাদিত ৫।৬ জন লোক উবু হইয়া বসিয়াছে, ঐ সন্ন্যাসীর মত উহারাও অনন্যমনে ঐ দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে! উহারা ঐ মৃতদিগের আত্মীয়স্বজন; বিশেষত উহাদের মধ্যে দুইজন, যাহাদের দেহ বার্দ্ধক্যে নত হইয়া পড়িয়াছে, উহারা—তিনটা চিতার মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ও গরিব-ধরণের, সেইটির দিকে আকুলভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে। আমার হিন্দুমাঝি বলিল, "ওটি দশ-বৎসরের একটি ছোট ছেলে,—উহাকে পোড়াইবার জন্য উহারা খুব অল্প কাঠ আনিয়াছে।" ঐ চিতা হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইয়া ঐ অচল-মূর্ত্তি লোক-গুলার দিকে ধাবিত হইল! যাহারা দাহ করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে দুইজন একটা অতীব কদর্য্য ন্যাকড়া কটিদেশ হইতে টানিয়া-লইয়া চিতায় ক্রমাগত বাতাস দিতে লাগিল—ক্রমে চিতাটা ধোঁয়াইতে আরম্ভ করিল; এইবার উহাদের শিশুটির দেহ ভস্মসাৎ হইবে; এবং চতুর্দ্দিকের এই সমস্ত মন্দিরপ্রাসাদাদি—যাহা কুয়াসাচ্ছন্ন আকাশ ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে, উহারা সদর্প ঔদাস্যসহকারে ও পরমনির্ব্বিকারচিত্তে এই শ্মশান-কোণটির উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দরিদ্র শবের বিলম্বিত দাহকার্য্য অবলোকন করিতেছে—সেই শ্মশান, যেখানে সমস্ত রক্তমাংসের শেষ হয়, মৃত্যুতে সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হয়।

এই সময়ে, বিরাট্ সোপানাবলীর শীর্ষদেশে, চিতার আর একটি নূতন আহুতি আসিয়া উপস্থিত হইল; এই পঞ্চম শবটি, ঐ উপরের একটি ছায়াময় সরুপথ হইতে বাহির হইয়া এই বৃদ্ধা গঙ্গার অভি-মুখে আসিতেছে; উহারও ভস্মরাশি গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত হইবে। ডুলির আকারে বাঁশের কতকগুলা শাখা পাশাপাশি বাঁধা, তাহার উপর শবটি রহিয়াছে; 'ট্যানা'-পরা অর্দ্ধনগ্ন ছয়জন লোক উহাকে লইয়া আসিতেছে। শবের পা সম্মুখে বাহির হইয়া রহিয়াছে এবং পথটা এত বেশী ঢালু যে, মনে হইতেছে, যেন শবটা প্রায় খাড়া হইয়া রহিয়াছে। কেহই অনুগমন করিতেছে না, কেহই কাঁদিতেছে না। কতকগুলি বালক, যাহারা স্নানের জন্য নীচে নামিতেছে, তাহারাও যেন উহাকে দেখিয়াও দেখিতেছে না, উহার চতুর্দ্দিকে উৎফুল্লভাবে লাফা-লাফি করিতেছে। বারাণসীতে আত্মাই শুধু ধর্ত্তব্যের মধ্যে; তাই আত্মা চলিয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিযুক্ত ও অপসারিত করা হয়। প্রায় দরিদ্রেরাই শবের সঙ্গে সঙ্গে শ্মশানে আইসে; তাহাদের ভয় হয়, পাছে দাহের জন্য কাঠে না কুলায় এবং পাছে দাহের পর দাহকেরা শবের অদগ্ধ অংশ গঙ্গায় নিক্ষেপ করে।

বড়-বড় উজ্জ্বল নক্সা-কাটা একটা লাল-মলমল বস্ত্রে এই শবের দেহ আচ্ছাদিত; এবং উহার কটি-দেশে কতকগুলা শাদা ও লাল ফুল গোঁজা। ইহা যে একটি রমণীমূর্ত্তি, প্রথমত এই পুষ্পসজ্জাতেই তাহা জানা যায়; তা ছাড়া, মৃত্যুর হিমময়-বিকৃতা-বস্থা-সত্ত্বেও পাত্‌লা কাপড়ের ভিতর দিয়া উহার নারীসৌন্দর্য্য দিব্য প্রকাশ পাইতেছে! আমার মাঝি বলিল—"উনি একজন ধনিলোকের মেয়ে; দেখ না, ওঁর জন্য কেমন খাসা কাঠ আনা হয়েছে।"

এই শবের দাহ দেখিবার প্রতীক্ষায়, এই গঙ্গার উপর,—এই আবিল, পীতাভ, পঙ্কিল জলের উপর আমার নৌকা থামাইলাম,—যে জল তৃণাদিতে, আবর্জ্জনারাশিতে, ফুলের পাপ্‌ড়িতে, ফুলের মালায় নিত্য আচ্ছন্ন এবং যাহা হইতে পচাগন্ধ নিয়ত উচ্ছ্বসিত হইতেছে। গোলাপ, রজনীগন্ধ, বিশেষত হল্‌দে ফুল গাঁদা, কুঁদফুলের মালা প্রভৃতি যাহা এই পবিত্র বৃদ্ধা গঙ্গার বক্ষে পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রতিদিন নিক্ষিপ্ত হয়—এই সমস্ত ফুল জলের উপর ভাসিতেছে, গাজিয়া উঠিতেছে। ধবল ফেনপুঞ্জ, কিনারায়

সঞ্চিত কাদার ফেনা, তাহার উপর ছড়ান গাঁদাফুল—ইহার সহিত মনুষ্যবিষ্ঠা মিশ্রিত হইয়া সমস্তই পচিয়া উঠিয়াছে।

শববাহকেরা, একটা পরিত্যক্ত জঘন্য জিনিসের মত এই সুন্দরীর মৃতদেহকে লইয়া নীচে নামিতেছে; যখন একেবারে জলের ধারে আসিল—আমার খুব নিকটে আসিল—অন্তর্জলির জন্য শবকে জলের মধ্যে নিমজ্জিত করিল, এবং উহার মধ্যে একজন লোক শবের উপর ঝুঁকিয়া জন্মের মত শেষবার তাহার মুখটি দেখিয়া লইল এবং অন্ত্যেষ্টির পদ্ধতি অনুসারে করতলে একটু গঙ্গাজল লইয়া তাহার মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিল, সেই সময়ে আমি দেখিতে পাইলাম—দুইটি দীর্ঘায়ত চক্ষু মুদ্রিত—নেত্রপল্লব কৃষ্ণ পক্ষ্মরাজিতে বিভূষিত; ঋজু নাসিকা,—নাসিকার পার্শ্বদ্বয় সুকুমার; ফুল্ল কপোল; ওষ্ঠাধরের গঠন অতীব সুন্দর—ধবলকান্তি মুখের উপর ওষ্ঠদ্বয় অর্দ্ধোদ্ঘাটিত হইয়া রহিয়াছে। রমণী যে পরমা সুন্দরী ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন ইঁহার দেহ সবল-সুস্থ ছিল, পূর্ণ-যৌবনে ইঁহার রূপ ঢলঢল্ করিতেছিল, বোধ হয়, সেই সময়ে হঠাৎ কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনি মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হন; তাই ইঁহার মুখে এখনো বিকৃতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তা ছাড়া, ইনি যে লাল বস্ত্রখণ্ডে আচ্ছাদিত, তাহা জলে ভিজিয়া স্বচ্ছ হইয়া উঠিয়াছে এবং উহার বক্ষ ও কটিদেশের উপর এমন আঁটিয়া ধরিয়াছে যে, উহার সৌন্দর্য্যকে যথেষ্টপরিমাণে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছে না।... এই সৌন্দর্য্যরাশি কতকগুলা স্থূলরুচি বাহকের হস্তে সমর্পণ করা হইয়াছে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্তই ধ্বংস হইয়া যাইবে।...আর যে দুইজনের শব সেখানে অপেক্ষা করিতেছিল, তাহার মধ্যে একজনের পালা এইবার উপস্থিত; ইহা একজন পুরুষের শব, শাদা মলমলে আচ্ছাদিত; পবিত্র জলে স্নান করাইয়া, তাহাকে চিতার উপর রাখা হইল। ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখনো কঠিন ও আড়ষ্ট হইয়া যায় নাই; মুহূর্ত্তের জন্য উহার মস্তক একবার ডাইনে ও একবার বামে ঢলিয়া পড়িল; তাহার পর, কাষ্ঠ-উপাধানের উপর একেবারে স্থির হইয়া রহিল; ডালপালায় উহাকে আচ্ছাদিত করিয়া, পায়ের দিকে আগুন ধরান হইল। সেই ছোট বালকটির মৃত দেহ এখনো দাহ হইতেছে; তাহার কৃষ্ণাভ ধূম-রাশি তাহার সেই জনকজননীর দিকে উড়িয়া আসিতেছে,—সেই অচলমূর্ত্তি দুইটি প্রাণী, যাহারা এক-দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে।

এইবার পাখীদের শয়নকাল নিকটবর্ত্তী; ভারতে, বিশেষত বারাণসীতে পাখীদের গৌরব চিরকালই খুব বেশী; দাঁড়কাকেরা মৃত্যুকে ডাকিতেছে, পায়রার ঝাঁক, পাণ্ডুবর্ণ আকাশতলে যাতায়াত করিতেছে; এবং প্রত্যেক মন্দিরচূড়ায় এক-একটা বিশেষ ঝাঁক আছে, তাহারা সেই চূড়ারই চতুর্দ্দিকে ঘোরপাক দিয়া চক্রাকারে উড়িয়া বেড়ায়। নদীনমূথিত কুয়াসা ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে, সন্ধ্যাবায়ু ক্রমেই শীতল হইয়া আসিতেছে এবং গলিত দ্রব্যাদির দুর্গন্ধে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। সেই নবযৌবনা দেবীমূর্ত্তির চিতারোহণ দেখিবার জন্য আরো কিছুক্ষণ আমার এখানে থাকিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু তাহা হইলে অনেক বিলম্ব হইবে; তা ছাড়া, বিশ্বাসঘাতক ঐ লাল বস্ত্রখণ্ড দেবীর সমস্ত দেহযষ্টিকে এমনভাবে অনাবৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, দেখিতে বড়ই সঙ্কোচবোধ হয়; এ সময়ে এতটা দেখা একপ্রকার দেবাব-মাননা;—কেননা, উনি এখন মৃত। না, যখন দাহের সময় হইবে, বরং সেই সময়ে, একটু পরে আবার এখানে আসিব। এখন এখান হইতে যাওয়া যাক্।

কি অক্লান্ত-প্রলয়ঙ্করী এই গঙ্গা! কত প্রাসাদ ইহার স্রোতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। প্রাসাদ-সমূহের সমগ্র মুখভাগ স্খলিত হইয়া অটুটভাবে নীচে নামিয়া আসিয়াছে এবং অর্দ্ধনিমজ্জিত হইয়া ঐখানেই রহিয়া গিয়াছে। আর এখানে দেবালয়ই বা কত! নীচেকার যে সকল মন্দির নদীর খুব ধারে, উহাদের চূড়াগুলা ইটালীর 'পিজা'-স্তম্ভের ন্যায় ঝুঁকিয়া রহিয়াছে এবং উহার মূলদেশ এরূপ শিথিল হইয়া গিয়াছে যে, প্রতিবিধানের কোন উপায় নাই। কেবল উপরের মন্দিরগুলা প্রস্তর-রাশির দ্বারা—সর্ব্বকালের রাশীকৃত পাষাণভিত্তির দ্বারা সংরক্ষিত হওয়ায়, উহাদের রক্তিম চূড়াগ্রভাগ কিংবা সোনালী চূড়াগ্রভাগ এখনো সিধা রহিয়াছে এবং আকাশ ভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে, এবং এই প্রত্যেক চূড়ার সঙ্গে এক-এক ঝাঁক কালো পাখীও

রহিয়াছে।—খুঁটিনাটি করিয়া দেখিতে গেলে, এ দেশের এই মন্দিরচূড়াগুলার আকারে একপ্রকার রহস্যময় ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আমি ইতিপূর্ব্বে আমাদের "গোরস্থানের বৃহৎ ঝাউগাছের" সহিত তুলনা দিয়াছি, কিন্তু কাছে আসিয়া দেখিলে আরো অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়; ইহা যেন, বাণ্ডিলের মত বাঁধা ছোট-ছোট চূড়ার সমষ্টি, ছোট-ছোট অসংখ্য একই রকমের জিনিস, ইহার এই অপরিবর্ত্তনীয় আকার শতশত বৎসর হইতে সমান চলিয়া আসিতেছে। আমাদের পাশ্চাত্য বাস্তুবিদ্যার পরিজ্ঞাত কোন-কিছুরই সহিত ইহার সাদৃশ্য নাই।

এক্ষণে বারাণসীর সমস্ত ব্রাহ্মণমণ্ডলী এই গভীরসলিলা নদীর ঘাটে আসিয়া সমবেত হইয়াছে; তীরে বাঁধা ছোটছোট অসংখ্য ডিঙ্গীনৌকা উপাসকদিগের ভারে নত হইয়া পড়িয়াছে—জলের ভিতর অনেকটা ডুবিয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে কেহ বা অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কেহ বা জলের উপর পুষ্পনিক্ষেপ করিতেছে। এই সমস্ত লোকের উর্দ্ধদেশে ধূসরবর্ণের সোপানভিত্তি; এই সমস্ত গাঁথুনির গঠন ভারী-ধরণের ও রং পাঁকের মত। দেখিলে মনে হয়, যেন পবিত্র বারাণসীর মূলগুলা পর্য্যন্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আবার আমার নৌকা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল, অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন ঘাটের সম্মুখ দিয়া চলিতে লাগিল। এই অঞ্চলটায় কেবল পুরাতন প্রাসাদ, নদীর ধারে কোন ডিঙা নাই। গঙ্গার উপর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদিগের একএকটা নিবাসগৃহ—একটু 'পোড়ো'-ধরণের—তাঁহারা সময়ে সময়ে সেইখানে আসিয়া বাস করেন। প্রথমেই গুরুপিণ্ডাকার প্রকাণ্ড প্রাকার সিধা উঠিয়াছে, তাহাতে কোনপ্রকার ছিদ্রপথ নাই, কেবল খুব উপরদিকে,—এই সমস্ত দুর্ভেদ্য আবাসগৃহের গবাক্ষ, বারান্দা, জীবন আরম্ভ হইয়াছে। আজ সন্ধ্যায় প্রাসাদের ভিতরে সঙ্গীত হইতেছে—এ সঙ্গীতের সুর চাপা, কাঁদুনে ও অল্প দমের। শানাইয়ের কাঁদুনি শুনা যাইতেছে—শানাইয়ের আওয়াজটা কতকটা আমাদের hautbois যন্ত্রের আওয়াজের মত। মাঝে মাঝে একটিমাত্র তান, একটিমাত্র বিলাপধ্বনি উপরে উঠিতেছে, আবার মরিয়া যাইতেছে; তাহার পর, ক্ষণকাল নিস্তব্ধ,—এই নিস্তব্ধতার সময়ে কাক একবার ডাকিয়া গেল—তাহার পরেই আবার একটা তান যেন উত্তরের মত অন্য এক প্রাসাদ হইতে আসিয়া পৌঁছিল। তা-ছাড়া, ঢাকঢোলের বাদ্যও শুনা যাইতেছে—যেন গুহাগহ্বরের মধ্য হইতে আওয়াজ বাহির হইতেছে। আর যেন খুব বিলম্বে-বিলম্বে ঢাকের উপর ঘা পড়িতেছে।...ঐ অতি উচ্চে, অতি দূরে, ঐ সমস্ত সঙ্গীতের রহস্যময় অনির্দ্দেশ্য বিষণ্ণ সুর আমার মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে—এদিকে, এই নীচে জলের উপর আমার নৌকা মৃত্যু আঘ্রাণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে! আমার নিকট এই সমস্ত বাদ্যধ্বনি যেন সেই তরুণীর মৃত্যুজনিত শোকসঙ্গীত। সেই মৃত্যুর দৃশ্যই অষ্টপ্রহর আমার মাথায় যেন ঘুরিতেছে,—আমার কল্পনায় জাগিতেছে। আমার নিকট ইহা শোকসঙ্গীত বলিয়া মনে হইতেছে—আরো অন্যলোকের জন্য, যাহারা আর নাই—আরো অন্য জিনিসের জন্য, যাহা আর নাই।

যেমন আমি মনে করি নাই,—এই পবিত্র নগরীতে আসিয়া ধূসর আকাশ দেখিব, শীতের ভাব দেখিব, সেইরূপ ইহাও ভাবি নাই—আমার মনের ভাব পূর্ব্বের মতই থাকিবে,—পূর্ব্বেরই মত জীবজগতের ও বাহ্যজগতের নবনব সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইব। বারাণসী—যাহার দ্বিতীয় নাই—যাহা ধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল, যাহা পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন একটি বৃহৎ দেশের হৃদয়,—সেই বারাণসীতে আসিয়া, সাধুদের সংসর্গে ও তাঁহাদের প্রসাদে আমারও কিছু বৈরাগ্য জন্মিবে, আমিও কিছু শান্তি পাইব—এই আমার আশা ছিল। সাধুরা কৃপা করিয়া আমাকে গুহ্যধর্ম্মে অল্পস্বল্প দীক্ষা দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন—এই দীক্ষার অনুষ্ঠান কল্য হইতে আরম্ভ হইবে। কিন্তু দেখ, এইখানে আসিয়া, যাহা-কিছু দেখিতে সুন্দর, যাহা-কিছু মায়াময় ও মৃত্যুর অধীন, তাহাতেই যেন আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আসক্ত হইয়া পড়িতেছি—ঘোরতর আসক্ত হইয়া পড়িতেছি—উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না।...

আবার সেই সব চিতার নিকট ফিরিয়া আসিলাম।...এইবার প্রকৃত সন্ধ্যার আবির্ভাব হইয়াছে; পাখীদের আকাশভ্রমণ শেষ হইয়াছে; উহারা মন্দিরপ্রাসাদাদির প্রত্যেক কার্ণিসের উপর রাত্রিবাসের জন্য একটা দীর্ঘ রজ্জুর আকারে সারি সারি

বসিয়া গিয়াছে—পাখার ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টিতে রজ্জুটা যেন স্পন্দিত হইতেছে—আজিকার মত ইহাই উহাদের শেষ ঝাপ্‌টাঝাপ্‌টি। মন্দিরচূড়াগুলি পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে আর দেখা যাইতেছে না;—কালো-কালো বৃহৎ ঝাউগাছের আকার ধারণ করিয়া পাণ্ডুবর্ণ আকাশের অভিমুখে সমুত্থিত হইয়াছে। ফুল, ফুলের মালা, পত্র তৃণাদির জঞ্জাল টানিয়া-লইয়া আমার নৌকা আবার সেই চিতার নিকট ফিরিয়া আসিল।

একটা স্থূল গন্ধ,—মৃত্যুর গন্ধ, বীভৎস গলিত-দ্রব্যের গন্ধ ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। ঠিক্ যেখান-টায় চিতার ধোঁয়া উঠিতেছে, তাহার নিকটে উপ-নীত হইবার জন্য আবার আমাকে সেই ধ্যানমগ্ন লোকদিগের পাশ দিয়া—সেই অচলমূর্তি ব্রাহ্মণ-দিগের ভারে ভারাক্রান্ত অসংখ্য ডিঙীর পাশ দিয়া যাইতে হইল। এই সমস্ত লোক, যাহারা যোগানন্দে আত্মহারা, যাহাদের মুখ ভস্মে আচ্ছন্ন, যাহাদের জলন্ত চক্ষু আমার চক্ষুর উপর নিপতিত—অথচ যাহারা আমাকে দেখিয়াও দেখিতেছে না—ইহাদের গা ঘেঁষিয়া আমার নৌকা চলিতেছে, তবু যেন আমার মনে হইতেছে—আমাদের মধ্যে কি-একটা অনির্দ্দেশ্য দূরত্বের ব্যবধান রহিয়াছে।

শ্মশানের সেই কোণটিতে আমার পৌঁছিতে একটু বেশী বিলম্ব হইল। একটা বৃহৎ চিতা—ধনিলোকের চিতা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে—এবং তাহা হইতে স্ফুলিঙ্গ ও শিখারাশি প্রবলবেগে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। চিতার মাঝখানে সেই তরুণী, তাহার আর কিছুই দেখা যাইতেছে না, শুধু দেখা যাইতেছে তাহার শোকম্লান একটি পা—একটিমাত্র পা; যেন অতিমাত্র যন্ত্রণায়, ঐ পায়ের আঙুলগুলা পরস্পর হইতে অদ্ভুতভাবে ছাড়া-ছাড়া হইয়া রহি-য়াছে। চিতা-আলোকের সম্মুখে সেই পা-খানির কৃষ্ণবর্ণ ছায়াচিত্র অতীব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

একটা ভাঙা-দেয়ালের উপরে ঘোম্‌টা-টানা, অদৃশ্যমুখশ্রী চারজন নূতন লোক উবু হইয়া বসিয়া বেশ নির্বিকার[illegible]—উদাসীন-ভাবে বলিলেও হয়—এই তরুণীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। উহারা বোধ হয় তাহার আত্মীয়-স্বজন, একই বংশের লোক—তরুণীর রূপলাবণ্যের অঙ্কুর বোধ হয় উহা-দের হইতেই নিঃসৃত।...

এই সব লোক—যাহাদের সহিত কাল আবার মিলিত হইবার জন্য আমার ইচ্ছা হইতেছে—ইহা-দের যেরূপ বিশ্বাস, তাহাতে মৃত্যু, বিচ্ছেদ, পুন-র্মিলন—এই সমস্তের ধারণা কতটা বদ্‌লাইয়া যায়! এই যে তরুণীর আত্মা ইহলোক হইতে অপসৃত হইল, ইহার প্রকৃত আপনত্ব প্রায় কিছুই ছিল না; তা ছাড়া, উহার আত্মীয়দের আত্মা হইতেও উৎপন্ন হয় নাই, কিন্তু হয় ত উহা একটি বহু পুরাতন আত্মা, যুগযুগান্তর হইতে চৈতন্যলাভ করিয়াছে এবং যাত্রা-পথে কিছুকালের জন্য উহাদের দুহিতারূপে ঐ তরুণ-দেহ আশ্রয় করিয়াছিল, এই মাত্র। একটি আত্মা প্রস্থান করিল; কিছুকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল, কিংবা চিরকালের জন্য মুক্তিলাভ করিল, তাহা কে বলিতে পারে? আরো কিছুকাল পরে—আবার আসিয়া উহাদের সহিত নিশ্চয়ই মিলিত হইবে,—কিন্তু আরো কিছুকাল পরে, আরো কিছুকাল পরে, যুগযুগান্তরের পরে, এরূপভাবে রূপান্তরিত হইবে, পরিবর্ত্তিত হইবে যে, বহুকালের পর পরস্পরের সহিত আবার মিলন হইলেও কেহ কাহাকে পূর্ব্বের সেই লোক বলিয়া চিনিতে পারিবে না, অশ্রুধারাও থাকিবে না। একই অখণ্ডের অংশসকল, যাহা বিযুক্ত হইয়াছিল, তাহা আবার পরস্পরের নিকটবর্ত্তী হইবে, একপ্রকার আনন্দহীন মোক্ষাবস্থায় উপনীত হইয়া পুনর্মিলিত হইবে।...

সে যাহাই হউক, প্রাচীরের পাথরের উপর বসিয়া দরিদ্র-বসনে অবগুণ্ঠিত যে দুইটি জরাবনত মনুষ্যমূর্ত্তি উপর হইতে অবিচলিতভাবে মৃতশিশুর দাহকার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল, উহাদের মধ্যে একজন দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মুখের অবগুণ্ঠন সরা-ইয়া, আরো নিকট হইতে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য ঝুঁকিয়া দেখিতে লাগিল। সেই তরুণীর চিতার আলোকে ক্ষুদ্র বালকটির মুখশ্রী সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া উঠিল। একজন শীর্ণকায়া বৃদ্ধা যেন এইভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"সমস্তটা ভাল করে' পুড়েছে ত?" স্ত্রীলোকটি খুব প্রাচীনা; মা অপেক্ষা দিদিমা হওয়াই সম্ভব;—কখন-কখন নাতি নাত্নী ও পিতামহীর মধ্যে কি-একটা রহস্যময় আকর্ষণ,—একটা অসীম স্নেহের বন্ধন দেখিতে পাওয়া যায়।—"সমস্তটা ভাল করে' পুড়েছে ত?" তাহার ব্যাকুল-নেত্র যেন এই ভাবটি প্রকাশ করিতেছে—"যতটা

কাঠের দরকার, অর্থাভাবে তাহা কিনিয়া দিতে পারি নাই; এখন ভয় হয়, পাছে নির্দ্দয় দাহকেরা, যাহা এখনো চেনা যাইতেছে, সেই সব অদগ্ধ অংশ গঙ্গায় ফেলিয়া দেয়।" আবার সে ঝুঁকিয়া ব্যাকুলভাবে দেখিতে লাগিল—ধনীদের চিতার আলোকে দেখিতে লাগিল। এদিকে দাহক, আর কিছুই অবশিষ্ট নাই, ইহা দেখাইবার জন্য, একটা ডাল দিয়া পোড়া-কাঠগুলা নাড়িয়া দিল। তখন সে ইঙ্গিত করিয়া যেন এইভাবে বলিল, "হাঁ, ঠিক্ হয়েছে; এখন যাও; এখন ওগুলা গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে পার।" কিন্তু তাহার দৃষ্টিতে সেই চিরন্তন মানবহৃদয়ের তীব্র বেদনা দেখিতে পাইলাম, যাহা ভারতে, কি অস্মদ্দেশে—সর্ব্বত্রই সমান;—যাহা আমাদের সাহস কিংবা অস্পষ্ট আশা-ভরসা সত্ত্বেও, সময়কালে আমাদের সকলের নিকটেই দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে। যাহা এইমাত্র ধ্বংস হইয়া গেল, সেই ক্ষণস্থায়ী ক্ষুদ্র মূর্ত্তিটিকে বোধ হয় উহার দিদিমা ভালবাসিত;—উহার ক্ষুদ্র মুখখানি, উহার মুখের ভাবটি, উহার হাসিটি ভালবাসিত; এখনো উহার যথেষ্ট বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, এবং ব্রাহ্মণের নির্ব্বিকারভাব এইবার যেন একটু খর্ব্ব হইল—কেননা, সে কাঁদিতে লাগিল।...

যে-সব ক্ষুদ্রশিশু আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাদের নেত্রের সেই মধুর দৃষ্টিটি, কিংবা আমাদের পিতামহী প্রভৃতির সেই স্নেহের দৃষ্টিটি কিংবা তাঁহাদের সেই পলিতকেশ আমাদের নিকট আবার ফিরাইয়া দিবে,—এইরূপ কোন ধর্ম্মই কি অঙ্গীকার করিতে সাহস করে? এমন কি, যাহা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর, সেই খৃষ্টধর্ম্মও কি এইরূপ অঙ্গীকার করিতে সাহস করে?...

দরিদ্র-চিতাটির শেষ-অঙ্গার ও ভস্মাবশেষগুলা একটা কাঠের হাতা করিয়া উহারা গঙ্গায় ফেলিয়া দিল।

পাশের চিতাটির উপর সেই রূপলাবণ্যসম্পন্না তরুণীর পা—যে পায়ের আঙুলগুলা ছাড়া-ছাড়াভাবে ছিল, সেই পা-খানি অবশেষে ভস্মরাশির মধ্যে খসিয়া পড়িল।

তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ।

একটি পুরাতন উদ্যানের প্রান্তভাগে একটি সামান্য হিন্দুগৃহ, অত্যন্ত নিম্ন ও কালের চিহ্নে ঈষৎ চিহ্নিত; সব শাদা—চূণকাম-করা; আমার জন্মভূমির সেকেলে বাড়ীর মত ঝিল্‌মিলিগুলা সবুজ। গৃহের ছাদ, শাদা-শাদা কতকগুলা পিল্লার উপর স্থাপিত এবং চারিপার্শ্ব হইতে বারান্দার আকারে সম্মুখে অনেকটা বাহির হইয়া আসিয়াছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, এখনো আমি সেই চিরন্তন সূর্য্যের দেশেই অবস্থিতি করিতেছি। কিন্তু এই পোড়োধরণের বাগানটির মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা আমার চোখে বিদেশী কিংবা নিতান্ত অপরিচিত বলিয়া মনে হইতে পারে। আমাদের উদ্যানেরই মত সেই নিবিড় ছায়া, সরু-সরু পথের দুধারে সেকেলে-ধরণে-বসানো সেই ফুটন্ত গোলাপগাছ।

আমরা নিমন্ত্রকেরা দয়ার্দ্র-স্মিতমুখে ও মৃদুমধুর সম্ভাষণে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহাদের মুখশ্রী সুন্দর ও গম্ভীর; কৃষ্ণকুন্তলশোভিত যিশুখৃষ্টের যেন কতকগুলি পিতলমূর্ত্তি। তাঁহাদের অতীব মধুর দৃষ্টি আমার উপর নিপতিত হইয়া আবার তখনি যেন ঔৎসুক্যবিহীন হইয়া অন্য...—আরো ঊর্দ্ধে—বোধ হয়, সেই সূক্ষ্মশরীরের জগতে ফিরিয়া গেল—যেখানে মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাঁহাদের আত্মাপুরুষ কখন-কখন উড়িয়া যায়।

এরূপ শান্তিময়—এরূপ আতিথেয় গৃহ আর কোথাও নাই। যে-কেহ এখানে আসিতে চায়, তাহার জন্যই ইহার দ্বার চির-অবারিত।

তথাপি, কি-এক গভীর ও অনির্দ্দেশ্য ভীতির ভাব আমার মনকে অধিকার করিল। ভয়ে-ভয়ে দ্বারে আঘাত করিলাম। আমি বুঝিয়াছিলাম, ইহাই আমার শেষ-চেষ্টা। যদি এখানে কিছু না পাই, তবে আর কোথাও কিছুই পাইব না।

এই তত্ত্বজ্ঞানীরা ধ্যানও করেন, কাজও করেন এবং অন্য হিন্দুর ন্যায় ইঁহারাও অতীব মধুর ধৈর্য্যসহকারে ভূচর-খেচর উভয়প্রকার জীবেরই অত্যাচার সহ্য করিয়া থাকেন। গাছের ছোট-ছোট কাঠবিড়ালী জান্‌লা দিয়া ইঁহাদের গৃহে প্রবেশ করে; চড়াইপাখী বিশ্রব্ধভাবে ইঁহাদের ঘরের ছাদে বাসা বাঁধে। ইঁহাদের গৃহ পাখীতে ভরা।

মাঝের ঘরটিতে শাদা কাপড় দিয়া ঢাকা একটা তক্তাপোষ রহিয়াছে। যাঁহারা এখানে আসিয়া মিলিত হন (অনেকেই আসিয়া থাকেন), তাঁহারা এই তক্তাপোষের উপর চক্রাকারে আসনপিঁড়ি

হইয়া বসিয়া আধ্যাত্মিক গুহ্যতত্ত্বসকল নির্ণয় করেন। ইঁহারা সেই সব চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ, যাঁহাদের ললাট হয় বৈষ্ণবচিহ্নে, নয় শৈবচিহ্নে অঙ্কিত;—যাঁহারা নগ্নবক্ষে ও নগ্নপদে গমনাগমন করেন; যাঁহাদের কোমরে শুধু একটা মোটা ধুতি জড়ানো; যাঁহারা সমস্ত তত্ত্ব তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করেন; যাঁহারা সংসারের মোহমায়ায় ভোলেন না। ইঁহারা সব মহাপণ্ডিত,—পার্থিব-বিষয়ের প্রতি নিতান্ত উদাসীন বলিয়া যাঁহাদিগকে রাস্তার মুটে-মজুর বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু যাঁহারা য়ুরোপের সূক্ষ্মতম ও আধুনিকতম দর্শনগ্রন্থসকল বিচার করিয়া দেখিয়াছেন এবং যাঁহারা প্রশান্তভাবে ও নিঃসংশয়চিত্তে তোমাকে বলিবেন—"তোমাদের দর্শনের যেখানে শেষ, আমাদের দর্শনের সেইখানেই আরম্ভ।"

এই তত্ত্বজ্ঞানীরা—হয় একাকী, নয় সমবেত হইয়া কাজ করেন, ধ্যান করেন। একটা সামান্য মেঝের উপর কতকগুলি সংস্কৃতগ্রন্থ উদ্ঘাটিত রহিয়াছে—যাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বসকল নিহিত এবং যে সকল তত্ত্ব আমাদের দর্শন ও ধর্ম্মের বহুসহস্রবৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের জাতির ও আমাদের যুগের লোকদের অপেক্ষা যাহাদের দৃষ্টির প্রসর অনন্তগুণে অধিক, সেই পুরাকালের তত্ত্বদর্শিগণ এই সকল অতলস্পর্শ গভীর গ্রন্থের মধ্যে জ্ঞানের চরমতত্ত্বরূপ মহারত্নসকল রাখিয়া গিয়াছেন। যাহা ধারণার অতীত, তাঁহারা প্রায় তাহাকে ধারণার মধ্যে আনিয়াছিলেন; এবং তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদি, যাহা শতশত বৎসর ধরিয়া বিস্মৃতির মধ্যে সুষুপ্ত ছিল, আজ তাহা আমাদের মত ভ্রষ্টবুদ্ধি অধম মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য। তাই, এই সকল তমসাচ্ছন্ন শব্দরাশির মধ্য হইতে তমোরাশি অপসৃত হইয়া যাহাতে অল্পে-অল্পে জ্ঞানরশ্মি আমাদের নিকট প্রকাশিত—আমাদের দৃষ্টির প্রসর বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য এখনো আমাদের অনেকবৎসরের শিক্ষাদীক্ষা আবশ্যক।

মনে হয়, এই সব গ্রন্থ যদি কেহ এখন বুঝিতে পারেন, তবে এই বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরাই। কেননা, ইঁহারাই সেই পরমাশ্চর্য্য মুনিঋষিদিগের বংশধর—যাঁহারা এই সকল গ্রন্থের রচয়িতা; ইঁহারা সেই একই বংশের লোক,—যাঁহারা পুরুষানুক্রমে শুদ্ধাচারী ছিলেন;—সেই একই বংশের লোক, যাঁহারা কখনো জীবহত্যা করেন নাই, যাঁহাদের দেহের মাংস অন্য-জীবের মাংসে পরিপুষ্ট হয় নাই। সুতরাং ইঁহাদের দেহের উপাদান-পদার্থ আমাদের দেহের মত ততটা স্থূল কিংবা অস্বচ্ছ হইবে না। কুলপরম্পরাগত ধ্যান-ধারণা ও পূজা-অর্চ্চনার ফলে অবশ্যই ইঁহাদের চিত্তবৃত্তি এরূপ সুকুমার হইয়াছে, ইঁহাদের জ্ঞান এরূপ সূক্ষ্ম হইয়াছে যে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। তথাপি ইঁহারা অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমাকে বলিলেন,—"আমরা কিছুই জানি না, কিছুই প্রায় বুঝি না, আমরা শুধু সত্য অন্বেষণ করিতেছি মাত্র।"

একটি রমণী—* য়ুরোপীয় রমণী, পাশ্চাত্য মোহাবর্ত্ত হইতে পলাইয়া আসিয়া ইঁহাদের মধ্যে একটা উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছেন। ইঁহার মুখশ্রী এখনো চিত্তাকর্ষক; শুভ্রপলিত কেশ; নগ্নপদ; ইনি ব্রাহ্মণপত্নীর ন্যায় মিতাচারিণী, এবং সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কঠোরব্রত তাপসীর জীবন যাপন করিতেছেন। দুর্গম জ্ঞানমন্দিরের ভীষণ দ্বারটি যাহাতে আমার অন্ধ নয়নের সমক্ষে অল্পে-অল্পে প্রকাশ পায়, তজ্জন্য আমি তাঁহারই শুভ ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া আছি। কেননা, আমাদের উভয়ের মধ্যে ততটা ব্যবধান নাই; পূর্ব্বে তিনি আমারই স্বজাতীয়া ছিলেন এবং আমার দেশ-ভাষাও তাঁহার নিকট সুপরিচিত।

তথাপি অতীব সন্দিগ্ধচিত্তে আমি তাঁহার নিকট গমন করিলাম। প্রথমেই তাঁকে একটা ফাঁদে ফেলিবার জন্য আর একটি † স্ত্রীলোকের ক...

---

* শ্রীমতী অ্যানী বেসান্ত।

† ইনি শ্রীমতী ব্লাভাত্স্কি। তিনি যাহাই করুন না কেন, তাঁহাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান না দিলে, তাঁহার প্রতি অন্যায় করা হয়। কতকগুলি ভারতীয় গ্রন্থে যে সকল চমৎকার মতবাদ শতশত বৎসর ধরিয়া প্রসুপ্ত ছিল, তাহার প্রথম প্রকাশক তিনিই। সত্য বটে, তাঁহার শিষ্যেরা পর্য্যন্ত এ কথা বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই যে, স্বমত প্রচার করিতে গিয়া তাঁহার শেষদশায় এইরূপ একটা মত্ততা উপস্থিত হইয়াছিল যে, কোন কোন লোককে বুজরুকি দেখাইয়াও তিনি আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই মানবোচিত চিত্তদৌর্ব্বল্যসত্ত্বেও, তত্ত্বপ্রকাশক বলিয়া তাঁহার যে খ্যাতি, তাহার কিছুমাত্র লাঘব হয় না। যে তত্ত্বজ্ঞান পৃথিবীর মত পুরাতন, যাহা ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে না, তাহার সহিত শ্রীমতীর নাম বিশেষরূপে জড়িত করা ভারী ভুল।

পাড়িলাম—যিনি তাঁহারই পূর্ব্বে এখানে আসিয়াছিলেন, যিনি এই তত্ত্বজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রখ্যাত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়াই আমি স্বধর্ম্মে সন্দিহান হইয়াছিলাম। আমি ইঁহার কাছে কথাটা এইজন্য পাড়িলাম, কেননা, আমি শুনিয়াছিলাম, ইঁহারও ধ্রুববিশ্বাস,—তিনি বুজ্‌রুকি দেখাইয়া প্রবঞ্চনা করিতেন। আমি তাঁকে বলিলাম—"আপনি কি মনে করেন না, কাহারও কোন বিষয়ে হৃদ্‌বোধ করাইবার জন্য যদি বুজ্‌রুকি দেখান হয়, তাহা মার্জ্জনীয় ?"

অকপটদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি উত্তর করিলেন—"প্রতারণা-প্রবঞ্চনা কোন অবস্থাতেই মার্জ্জনীয় নহে; মিথ্যা-কথা হইতে কখনই ভাল ফল উৎপন্ন হয় না।"

এই কথায়, আমার দীক্ষাগুরুর প্রতি আমার সহসা বিশ্বাস জন্মিল। মুহূর্ত্ত পরেই তিনি আবার বলিলেন—"আমাদের বিশেষ ধর্ম্মমত কি ?...আমাদের কোন বিশেষ ধর্ম্মমত নাই। আমাদের 'থিয়সফিষ্ট' সম্প্রদায়ের মধ্যে (লোকে এই নামে আমাদিগকে অভিহিত করে) বৌদ্ধ আছে, হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, ক্যাথলিক্ আছে, পুরাতন সম্প্রদায়ের গোঁড়া লোক আছে, এমন কি, তোমার ধরণের লোকও আছে। আমাদের দলভুক্ত হ'তে তোমার যদি ইচ্ছা হয়..."

—"আপনাদের দলভুক্ত হইতে হইলে কি করা আবশ্যক ?"

"শুধু এই শপথ করিতে হইবে,—জাতি ও বর্ণনির্ব্বিশেষে আমি সকল মনুষ্যকেই ভ্রাতা জ্ঞান করিব; কি রাজা, কি সামান্য একজন মজুর, সকলের প্রতিই সমান ব্যবহার করিব; সত্যের অন্বেষণে (জড়বাদীর ভাবে নহে) সাধ্যমত প্রবৃত্ত হইব। ইহা ছাড়া আর কিছুই করিতে হইবে না। এখানে আসিবার সময় তোমার যাত্রাপথে আমাদের যে সকল মাদ্রাজি বন্ধুর সহিত তুমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তাঁহাদের বৌদ্ধধর্ম্মের দিকেই একটু বেশী ঝোঁক্। আমি জানি, তাঁহাদের আগ্রহহীন ঔদাসীন্যের ভাব তোমার গূঢ়রহস্যপ্রবণ আত্মাকে প্রতিহত করিয়াছিল। কিন্তু আমরা সেই প্রাচীনকালের গুহ্য ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেই শান্তি ও আলোক লাভ করিয়াছি। মানুষের পক্ষে যতদূর জানা সম্ভব—সত্যের সেই উচ্চতম ভাব উহারই মধ্যে নিহিত।

"আমাদের খুবই ইচ্ছা, আমরা যে পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি, পথপ্রদর্শক হইয়া তোমাকেও সেই পথে লইয়া যাই। 'দ্বাররক্ষকে'র সেই পুরাতন রূপককাহিনীটি বোধ হয় তুমি জান; নবদীক্ষার্থীকে ভয় দেখাইবার জন্য ভীষণ রক্ষকসকল, দীক্ষার আরম্ভকালে, দেবালয়ের দ্বারদেশে বিচরণ করে। উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই—জ্ঞানোদয়ের আরম্ভে, স্বভাবতই নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখা যায়। আমাদের বিশ্বাস এই,—মানুষের সমস্ত ব্যক্তিগত অংশ ক্ষণস্থায়ী ও মায়াময়: তোমার মত যে-সব লোকের ব্যক্তিত্বের ভাব অতীব তীব্র, তাহাদের পক্ষে সিদ্ধিলাভ করা বড়ই কঠিন। আমরা আরো অনেক কথা বিশ্বাস করি, যাহা তোমার লৌকিক সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সকল আশা তোমার অজ্ঞাতেও তুমি গূঢ়রূপে এখনো তোমার অন্তরে পোষণ করিতেছ, সেই সকল আশা যদি আমরা তোমার মন হইতে উঠাইয়া লই, তাহা হইলে তুমি কি আমাদিগকে অভিশাপ করিবে না ?"

"না। আশার কথা যদি বলেন, সে পক্ষে আমার আর কিছুই হারাইবার নাই।"

"বেশ, তা হ'লে তুমি আমাদের নিকটে এস।"

প্রভাতমহিমা।

যে সমভূমির উপর দিয়া প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা, যে তৃণসঙ্কুল বিস্তীর্ণ কর্দ্দমভূমি নৈশবাষ্পে এখনও কুয়াসাচ্ছন্ন, সেই ভূমির সুদূরপ্রান্ত হইতে সেই অনাদিকালের পুরাতন সূর্য্য উদিত হইয়াছেন। এইরূপ তিনসহস্র বৎসর হইতে প্রতিদিনই তিনি তাঁহার প্রথম পাটল কিরণ বিকীর্ণ করিতেছেন; বারাণসীর প্রস্তরস্তূপ, রক্তিম মন্দিরচূড়া, চূড়ার স্বর্ণময় অগ্রবিন্দুচয়—সমস্ত পুণ্যনগরী তাঁহার সেই প্রথম-আলোক আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবার জন্য ও প্রাভাতিক মহিমায় বিভূষিত হইবার জন্য প্রতিদিনই অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতেছে।

ইহাই এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত সময়; ব্রাহ্মণ্যযুগের আরম্ভ হইতেই এই সময়টি অতীব পবিত্র,—পূজা-অর্চ্চনার মুখ্যকাল। বারাণসী যেন

সহসা এই সময়েই তাহার সমস্ত জনতা, তাহার সমস্ত কুসুমরাশি, তাহার সমস্ত পুষ্পমাল্য, তাহার সমস্ত পশু-পক্ষী স্বকীয় নদীর বক্ষে ঢালিয়া দেয়।

দিবাকরের উদয়কালে যে-কেহ জাগ্রত হইয়াছে,—কি মনুষ্য কি ইতরপ্রাণী,—ব্রহ্মার জীবমাত্রই ঘাটের সিঁড়ি দিয়া আনন্দে নদীর উপর যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। পুরুষেরা নামিতেছে;—তাহাদের মুখে প্রহৃষ্ট গম্ভীরভাব; গোলাপী কিংবা হলদে কিংবা লাল শালে গাত্র আচ্ছাদিত। শুভ্রবসনা স্ত্রীলোকেরা নামিতেছে;—মল্‌মল্-বস্ত্রে তাহারা অবগুণ্ঠিত। তাহাদের মসৃণ পিতলের ঘড়া ও ঘটির লোহিত কিংবা পীত আভা চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে এবং তাহারই পাশে তাহাদের অসংখ্য বলয়, কণ্ঠহার, রজতনূপুর ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। দিব্য সাজসজ্জা, দিব্য মুখশ্রী—তাহারা যেন নগর-দেবতার মত চলিয়াছে—তাহাদের বাহু ও চরণের বলয়নূপুরাদির মধুর নিক্কণ শুনা যাইতেছে।

প্রত্যেকেই গঙ্গা দেবীকে পুষ্পমাল্যের উপহার,—কেবলই পুষ্পমাল্যের উপহার দিতেই ব্যস্ত;—পূর্ব্বপূর্ব্ব দিনের উপহারগুলি—যাহা এখনও জলে ভাসিতেছে—তাহাই যেন যথেষ্ট নহে। যুঁইফুল-গাঁথা গড়েমালা,—দেখিতে আমাদের মহিলাদের গলায় জড়াইবার পালক্-আচ্ছাদনের মত; অন্যান্য শাদা ফুলের মালায় সোনালি হলদে ও জাফ্রানি হলদে এমনভাবে মিশ্রিত, যাহাতে বিভিন্ন আভার বৈষম্য বেশ ফুটিয়া উঠে; ভারতরমণীরা তাহাদের ওড়নাতেও এইরূপ রং মিলাইতে ভালবাসে।

গৃহপ্রাসাদাদির সমস্ত 'কার্নিস'-ঝালরের উপর যে-সব পাখীর ঝাঁক দীর্ঘরজ্জুর মত সারি-সারি বসিয়া ঘুমাইতেছিল, তাহারা জাগিয়াছে—কলরবে ও গানে মাতিয়া উঠিয়াছে।

ঘুঘু ও অন্যান্য ক্ষুদ্রপক্ষী স্নানের জন্য, আত্ম-বিনোদনের জন্য দলে-দলে আসিয়া বিশ্বস্তভাবে এই সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে রহিয়াছে; কেননা, জানে, উহারা কখন জীবহত্যা করে না। সমস্ত দেবতার উদ্দেশে প্রভাতসঙ্গীত দেবালয় হইতে নিঃসৃত হইতেছে;—ঝঞ্ঝা-নাদের মত ঢাকঢোলের বাদ্য, শানাই-য়ের কাঁদুনি, পবিত্র তূরীধ্বনি শুনা যাইতেছে। উপরে, সমস্ত জালি-কাটা বলভী, মাল্য-ঝালর ও ক্ষুদ্র স্তম্ভসমন্বিত সমস্ত গবাক্ষ, গৃহের সমস্ত ছাদ, বৃদ্ধদের মস্তকরাশিতে আচ্ছন্ন—ইহারা সেই দর্শক-বৃন্দ, যাহারা ব্যাধি কিংবা জরাপ্রযুক্ত নীচে নামিতে অশক্ত অথচ যাহারা এই প্রভাত-আলোক পূজা-অর্চনায় যোগ দিতে অভিলাষী। সূর্য্যের জ্বলন্ত রশ্মিতে উহারা পরিপ্লাবিত।

লোকের হস্তধারণ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল নগ্ন শিশুর দল নামিতেছে। যোগী ও অলসগতি সন্ন্যাসীরা নামিতেছে। নিরীহ পবিত্র গাভীবৃন্দ নামিতেছে—প্রত্যেকেই তাহাদিগকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতেছে এবং তাজা তৃণ ও পুষ্পরাশি তাহাদের সম্মুখে অর্পণ করিতেছে। এই মধুরপ্রকৃতি পশুরাও সূর্য্যের উদয়োৎসব দেখিতেছে এবং এই সময়ের মাহাত্ম্য যেন বুঝিয়াই তাহাদের নিজের ধরণে পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। মেষ ও ছাগল নামিতেছে, ব্যস্তভাবে কুকুর নামিতেছে, বানর নামিতেছে।

রাত্রির শিশিরে বাতাস যেন শীতে জমাট হইয়া গিয়াছিল, এক্ষণে সূর্য্য—সহস্রকিরণ সূর্য্য সেই বায়ুতে শুভ উত্তাপ আনয়ন করিল। কুলুঙ্গি কিংবা বেদীর আকারে ছোট-ছোট পাথরের গাঁথুনি, সোপানের ধাপে-ধাপে সজ্জিত—কোনটাতে বিষ্ণুর বিগ্রহ, কোনটাতে বহুবাহুবিশিষ্ট গণেশের বিগ্রহ। এই সকল বিগ্রহের গাত্র এখনও শুষ্ককর্দ্দমে লিপ্ত; এবং মনুষ্যভস্মে পরিষিক্ত হইয়া ইহারা অনেকমাস যাবৎ ক্ষুব্ধ নদীর জলগর্ভে নিদ্রিত ছিল। এক্ষণে ইহাদের উপর সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়াছে। এখনও সূর্য্য জ্বলন্ত কিরণ বর্ষণ করিতেছে, তাই লোকের বড় বড় ছাতার তলে আশ্রয় লইয়াছে। ছাতাগুলা মাটিতে পোতা—দেখিতে বিরাট ব্যাঙের ছাতার মত। পবিত্র নগরীর পাদদেশে এইরূপ রাশিরাশি ছাতা উদ্‌ঘাটিত। এদিকে উর্দ্ধদেশে, পুরাতন প্রাসাদগুলা প্রভাতসমাগমে যেন নবযৌবনে উৎফুল্ল হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। মন্দিরের লোহিত চূড়া-সকল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, চূড়ার স্বর্ণময় অগ্রভাগ, স্বর্ণময় ত্রিশূল ঝিক্‌মিক্ করিতেছে।

অসংখ্য ডিঙির উপরে এবং নীচের সোপান-ধাপের উপরে ভক্তেরা তাহাদের পুষ্পমাল্য ও ঘটি রাখিয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিল। শাদা ও গোলাপী রঙের বস্ত্র, বিবিধ রঙের শাল ইতস্তত ফেলিতে লাগিল, কিংবা বাঁশের উপর ঝুলাইয়া রাখিল। তখন তাহাদের দিব্য নগ্নকায় বাহির হইয়া পড়িল

—ঘোর কিংবা ফিঁকা পিতলের রং। পুরুষেরা যেমন ছিপছিপে, তেম্‌নি পালোয়ানি-ধরনে বলিষ্ঠ; তাহাদের চক্ষু অগ্নিময়। উহারা পূতজলে আকণ্ঠ প্রবেশ করিল। স্ত্রীলোকেরা ততটা চ্যুতবস্ত্র নহে; তাহাদের বক্ষ ও কটিদেশ একখানা কাপড়ে ঢাকা; তাহারা গঙ্গার জলে শুধু তাহাদের পা ভিজাইতেছে—বলয়াদিবিভূষিত বাহু ভিজাইতেছে। তাহার পর একেবারে নদীর কিনারায় গিয়া ও অবনত হইয়া তাহাদের আলুলিত দীর্ঘকেশ জলের উপর আছড়াইতেছে; বক্ষের উপর দিয়া, স্কন্ধের উপর দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহাতে করিয়া তাহাদের রহস্যপ্রকাশক সূক্ষ্ম বস্ত্রখানি গায়ে একেবারে আঁটিয়া ধরিয়াছে; ঠিক যেন "পক্ষহীন বিজয়-লক্ষ্মী।" নগ্নাবস্থা অপেক্ষা এ মূর্ত্তি আরও যেন সুন্দর, আরও যেন চিত্তচাঞ্চল্যকর।

গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া পূজার অঞ্জলিস্বরূপ, গঙ্গার বক্ষে পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পমাল্য চারিদিক্ হইতে লোকে অজস্র নিক্ষেপ করিতেছে। ঘটি ভরিয়া, ঘড়া ভরিয়া জল লইতেছে; এবং প্রত্যেকে অঞ্জলি ভরিয়া জল উঠাইয়া পান করিতেছে।

এই সময়ে এইখানে ধর্ম্মভাবের এরূপ সর্ব্বগ্রাসী প্রভাব যে, এই সমস্ত রমণীয় নগ্নতার মেশামিশি ও ঘেঁসাঘেঁসিতেও কোন কুচিন্তার উদ্রেক হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। পরস্পরকে কেহই তাকাইয়া দেখিতেছে না; দেখিতেছে শুধু নদীকে, সূর্য্যকে, আলোকের ও প্রভাতের মহিমাকে; সকলেই ভক্তি-মুগ্ধ, সকলেই পূজায় মগ্ন।

স্নানের দীর্ঘ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে পর, রমণীরা শান্তভাবে জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিল; পুরুষেরা তাহাদের ডিঙির উপরে, তাহাদের পুষ্প-মাল্য—তাহাদের দূর্ব্বাগুচ্ছের মধ্যে থাকিয়া পূজার আয়োজন করিতে লাগিল।

আহা! এই অতীতের লোকদিগের দৈনন্দিন জাগরণ কি চমৎকার! প্রতিদিন তাহারা ভগবানের আরাধনার্থে একত্র মিলিত হয়। ভাস্বর আকাশের নীচে, জলের মধ্যে, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমাল্যের মধ্যে, একজন দীনহীন সামান্যলোকেরও একটু স্থান আছে ...পক্ষান্তরে, পাশ্চাত্য যে আমরা,—লৌহধূমযুগের লোক যে আমরা—আমাদের জাগরণ ধূলিময় মলিন পিপীলিকার হেয় জাগরণ! আমাদের দেশের নিবিড় ও শীতল মেঘরাশির নীচে অবস্থিত আমাদের জনসাধারণ, সুরা ও ঈশ্বর-নিন্দার বিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রাণঘাতী কলকারখানার অভিমুখে ব্যস্তভাবে চলিয়াছে!...

জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে যাইবার সময় রমণীরা তাহাদের শুভ্র ও বিচিত্রবর্ণের বস্ত্রাদি আবার ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া পরিয়া লয়; এবং বিশাল প্রস্তরাদির সম্মুখে যখন তাহারা ঘাটের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে থাকে, তখন প্রাচীন গ্রীসের উৎকীর্ণ চিত্রাবলী মনে পড়িয়া যায়। তাহাদের কেশপাশ হইতে এখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহাদের নিবিড় ও আর্দ্র কেশগুচ্ছ,—তাহাদের মল্‌মল্‌বস্ত্রের উপর এলাইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যেকেরই স্কন্ধের উপর একটি-একটি উজ্জ্বল ধাতুময় কলস; এবং এক-একটি নগ্নবাহু ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিবার ইহাই উপলক্ষ।

পুরুষেরা সকলেই গঙ্গার উপরে রহিয়াছে; এবং যোগানন্দে নিমগ্ন হইবার পূর্ব্বে, আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া ধর্ম্মবিহিত সমস্ত প্রসাধনকর্ম্ম সমাধা করিতেছে। শিবের সম্মানার্থ স্বকীয় পিত্তলবর্ণ গাত্র ভস্মরেখায় চিত্রিত করিতেছে এবং ললাটে ভীষণ শৈবচিহ্নের ছাপ রক্তচন্দনে অঙ্কিত করিতেছে।

সেই শ্মশানের কোণটিতে—যেখানে প্রভাত-আলোকে চতুষ্পার্শ্বস্থ চিতাধূমকালিম পাথরগুলা দেখা যাইতেছে—সেখানে এখন কোন শবেরই দাহ হইতেছে না। কাপড় দিয়া ঢাকা দুইটা শব ঐখানে পড়িয়া রহিয়াছে; কিন্তু তাহাদের লইয়া কেহই ব্যাপৃত নহে। একটা শব চিতার উপর শয়ান; আর একটি শবের অন্তিমস্নানের অনুষ্ঠান চলিতেছে; তাহারই পাশে সুন্দর বলিষ্ঠ জীবন্ত লোকেরা স্নান করিতেছে। ডিঙির উপর, ঘাটের নীচেকার সিঁড়ির উপর, পূজা—বিপুল জনতার ব্যাপক পূজা আরম্ভ হইয়াছে। এই সময়ে আর সমস্ত কার্য্যই স্থগিত, এমন কি, চিতাতেও এখন আগুন ধরান হইতেছে না—শবেরা অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে।

সকলেরই মুখে কি-এক অপূর্ব্ব অন্যমনস্কভাব; মুখাবয়বসকল যেন জমাটবদ্ধ, চোখ যেন কিছুই আর দেখিতেছে না! যুবাপুরুষেরা ধ্যানে মগ্ন, হস্তদ্বয় মুখের উপর সংলগ্ন—দুইটি জলন্ত চোখের তারা ছাড়া মুখের আর কিছুই দেখা যাইতেছে না—

স চোখের দৃষ্টি সংসারের পরপারে; জপমালায় আচ্ছাদিত সন্ন্যাসিগণ—যাহাদের আত্মা ক্ষণকালের জন্য হৃতচৈতন্য জড়শরীরকে ছাড়িয়া গিয়াছে; ধূসর ভস্মচূর্ণে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত বৃদ্ধগণ—সকলেরই সেই এক ভাব।...

একজন জলের ধারে বসিয়া পূজা-অর্চনা করিতেছে; শাদা-শাদা চোখ; শাক্যসিংহের মূর্ত্তির মত পদ্মাসনবদ্ধ হইয়া মৃগচর্ম্মের উপর আসীন; এই আসনটি সন্ন্যাসীদেরই বিশেষ আসন। দুই পা পরস্পরের উপর আড়াআড়িভাবে ন্যস্ত, জানু মাটি ছুঁইয়া রহিয়াছে; এবং বামহস্ত—দীর্ঘ অস্থিসার বামহস্ত—দক্ষিণপদ ধরিয়া রহিয়াছে। ইনি একজন বৃদ্ধ। ইঁহার পরিচ্ছদ গায়ে আঁটিয়া ধরিয়াছে—জল গড়াইয়া পড়িতেছে। পরিচ্ছদের রং ফিকা গোলাপী নারাঙ্গী—যেন ঊষার মেঘরাশি।

ইনি নিশ্চল হইয়া পূজা করিতেছেন; ইঁহার ললাটে শৈবচিহ্ন অঙ্কিত; চোখের তারা কাচের মত; ইঁহার সীসা-কালিম মুখ জ্বলন্ত সূর্য্যের দিকে ফেরান রহিয়াছে—জ্বলন্তসূর্য্যের কিরণে মুখ ঝিক্‌-মিক্ করিতেছে। মুখে একপ্রকার অপরিসীম আনন্দের ভাব। একজন নগ্নকায় পালোয়ানি-ধরণের বলিষ্ঠ যুবক, তাঁহার রক্ষিপদে ব্রতী হইয়া, মধ্যে-মধ্যে এক-এক-অঞ্জলি গঙ্গাজল লইয়া সেই জলে তাঁহার অরুণবর্ণের পরিচ্ছদকে প্লাবিত করিতেছে; এবং সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সম্মুখে মৃগচর্ম্মের উপর যে সকল পুষ্পমাল্য রহিয়াছে, সেই সব পুষ্প-মাল্যের মলক্ষালন করিবার জন্য তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিতেছে—মৃগচর্ম্মসংলগ্ন মৃগের মস্তক ও শৃঙ্গ জলে ভিজিয়া যাইতেছে। বোধ হয়, তাঁহার ধ্যানকে ঘনাইয়া তুলিবার জন্য, তাঁহার সম্মুখে সামান্য-ধরণের পবিত্র সঙ্গীত চলিতেছে; আর একটু উপরে, দুইজন বালক দুইটা পাথরের নোড়ার উপর বসিয়া প্রফুল্লভাবে মৃদুমৃদু হাসিতেছে; উহাদের মধ্যে একটি বালক ভোঁ-ভোঁ-শব্দে শঙ্খনাদ করিতেছে; আর একটি ডুগি বাজাইতেছে; ইহা হইতে এক-প্রকার চাপাশব্দ নির্গত হইতেছে। চারিধারে কাকেরা ইতস্তত বসিয়া আছে—মনোযোগসহকারে সন্ন্যাসীকে নিরীক্ষণ করিতেছে। যাহারা গৃহাভিমুখে চলিয়াছে—কি রমণী, কি বালক—তাহারা সকলেই আবার পথ হইতে ফিরিয়া এই সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিতেছে। নীরবে শুধু একটু সস্মিত অভিবাদন করিয়া, যোড়হস্তে শুধু প্রণাম করিয়া তাহারা সন্তর্পণে চলিয়া যাইতেছে—পাছে সন্ন্যাসীর ধ্যানভঙ্গ হয়—পূজার ব্যাঘাত হয়। রহস্যময় প্রাসাদ-অঞ্চল পর্য্যন্ত গমন করিয়া আমার নৌকা আবার ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিতে একঘণ্টা বিলম্ব হইল। ফিরিয়া-আসিয়া দেখি, সেই বৃদ্ধটি সেইখানেই রহিয়াছে। দীর্ঘনখবিশিষ্ট হস্তের দ্বারা স্বকীয় শীর্ণ-পদ ধরিয়া রহিয়াছে; তাহার দৃষ্টি সেইরূপ স্থির—আকাশের দিকে, জ্বলন্ত সূর্য্যের দিকে নেত্র উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, তবু সেই ঘোলা-চোখ্ ঝল্‌সিয়া যাইতেছে না। আমি বলিলাম—"বৃদ্ধটি কেমন স্থির হইয়া রহিয়াছে!"...মাঝি আমার দিকে তাকাইল এবং কোন অবোধ শিশুর নিতান্ত সরল উক্তি শুনিয়া লোকে যেমন করিয়া থাকে—সেইরূপ আমার দিকে চাহিয়া সে একটু মৃদুহাস্য করিল—"ঐ লোকের কথা বল্‌চেন?...কিন্তু...ও যে মৃত!"

কি! ও লোকটা মৃত!...আসল কথা,—আমি লক্ষ্য করি নাই, বালিসের উপর মাথা আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য, থুঁতির নীচে দিয়া একটা চর্ম্মবন্ধনী গিয়াছে। আমি ইহাও লক্ষ্য করি নাই,—একটা কাক মুখের চারিধারে ও মুখের খুব কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যে বলিষ্ঠকায় যুবকটি তাহার গেরুয়া রঙের পরিচ্ছদে ও যূঁইফুলের মালায় জলসেক করিতেছিল, সে সেই কাককে ভয় দেখাইবার জন্য ক্রমাগত একটুকরা কাপড় নাড়িতেছে।

গতকল্য সন্ধ্যার সময় ইনি মরিয়াছেন। ইঁহার অন্তর্জলি অনুষ্ঠান-সমাপনান্তে—যেরূপ যোগাসনে বসিয়া ইনি সমস্ত জীবন কাটাইয়াছেন, এক্ষণে এই পূর্ণ প্রভাতমহিমার মধ্যে ইঁহাকে সেই যোগাসনের ভঙ্গীতে বসান হইয়াছে। বন্ধনীর দ্বারা বদ্ধ করিয়া ইঁহার মস্তককে পিছনে একটু হেলাইয়া দেওয়া হইয়াছে,—যাহাতে সূর্য্য ও আকাশ ভাল করিয়া দেখিতে পান।

ইঁহার দাহ হইবে না, কেননা, যোগীদের দাহ হয় না। যোগীদের পুণ্যজীবনের মাহাত্ম্যে যোগীদের শরীর পূর্ব্ব হইতেই পবিত্র হইয়া আছে। আজ সন্ধ্যাকালে, ইঁহার মৃতশরীরকে একটা মাটির গাম্‌লা মধ্যে সমাহিত করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দেওয়া হইবে। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান

করিয়া—সংসারবন্ধন ছেদন করিয়া, সংসারচক্র হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন, জীবন ও মৃত্যুর অতলস্পর্শ রসাতল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, লোকেরা তাঁহাকে প্রফুল্লবদনে অভিনন্দন করিতেছে, অভিবাদন করিতেছে, সাধুবাদ করিতেছে।

একটা কুকুর শবের নিকটে আসিল, তাহার গা শুঁকিল, তাহার পর পুচ্ছ নত করিয়া চলিয়া গেল। তিনটা লালরঙের পাখী আসিয়া তাহারাও শবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। একটা বানর নামিয়া আসিল, শবের আর্দ্র পরিচ্ছদের তলদেশ স্পর্শ করিল এবং স্পর্শ করিয়াই এক-দৌড়ে ঘাটের মাথায় উঠিয়া বসিল। সেই রক্ষী যুবকটি ইহাদিগকে কিছুমাত্র নিবারণ করিতেছে না,—সব সহ্য করিতেছে। এদেশের লোকেরা পশুপক্ষীর অত্যাচার অকাতরে সহ্য করিয়া থাকে। সেই নাছোড়-বন্দা কাকটা, পচা শবের গন্ধ পাইয়া পুনঃপুন ফিরিয়া আসিতেছে ; এবং তাহার কালো ডানা, প্রায় মৃতযোগীর মুখ ঘেঁসিয়া যাইতেছে।

স্বর্ণমন্দিরের নিকটস্থ একজন ব্রাহ্মণের গৃহে।

"অলৌকিক কাণ্ড!...এখানকার সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বে বোধ হয় অলৌকিক কার্য্যসকল দেখাইতে পারিত, কেহ কেহ হয় ত এখনও দেখাইতে পারে ...কিন্তু আমাদের মনীষীরা এই উপায়ে লোকের বিশ্বাস উৎপাদন করা হেয় জ্ঞান করেন।...না,—গভীর ধ্যানধারণাই ভারতীয় পন্থা ; ধ্যান-ধারণাই আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়..."

যিনি আমাকে এই কথা বলিলেন, তিনি একজন বৃদ্ধব্রাহ্মণ ; তাঁহার "পণ্ডিত" উপাধি। অর্থাৎ তিনি সংস্কৃতভাষায় ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। অলৌকিক ব্যাপারের প্রতি সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের তত্ত্ব-জ্ঞানীদের যেরূপ অবজ্ঞা, ইঁহারও দেখিলাম সেইরূপ অবজ্ঞা।

সন্ধ্যার সময়, বারাণসীর হৃদয়দেশে তাঁহার পুরাতন গৃহের ছাদের উপর বসিয়া আমরা বাক্যালাপ করিতেছি। ছাদটি ক্ষুদ্র, বিষণ্ণ ও চারিদিকে বদ্ধ ; একটা বাহিরের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয় ; একটা সরু রাস্তা হইতে সিঁড়িটা উঠিয়াছে। আমার দোভাষী জাতিতে 'পারিয়া', সুতরাং এখানে তাহার প্রবেশ নিষিদ্ধ ; সে বাহিরের সিঁড়ির সর্ব্বোচ্চ ধাপে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন সে আমাদের কথা ভাষান্তর করিয়া বুঝাইতেছিল, তখন মনে হইতেছিল, যেন সন্ধ্যার শব্দবাহী নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া দূর হইতে তাহার কণ্ঠস্বর আসিয়া পৌছিতেছে! অনুবাদের কার্য্যে মাতিয়া উঠিয়া ভ্রমক্রমে যদি কখন সে দরজার চৌকাঠে পা রাখে, অমনি বৃদ্ধব্রাহ্মণ তাহাকে চিরন্তন লোকাচারের কথা স্মরণ করাইয়া দেন, সেও পিছু হটিয়া যায়। তিনি থিয়সফিষ্ট-সমাজভুক্ত নহেন,—তাই বর্ণপ্রভেদ-প্রথার নিয়ম তিনি লঙ্ঘন করেন না।

এই ছাদের উপর হইতে আর কিছুই বড় দেখা যায় না,—দেখা যায় শুধু চতুর্দ্দিকে কতকগুলা জরাজীর্ণ প্রাচীর—যাহার পলস্তরা রৌদ্রে ফাটিয়া গিয়াছে ; আর দেখা যায়, আকাশে কাকের ঝাঁক উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু এই জরাজীর্ণতার মধ্য হইতে, এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে, খুব নিকটেই একটা আশ্চর্য্য জিনিস মাথা তুলিয়া রহিয়াছে ;—স্বর্ণকারের হাতের একটি অতুলনীয় কারুকার্য্য ; ইহা অস্তমান সূর্য্যের শেষরশ্মির গতিরোধ করিতেছে, এবং এই সময়ে ইহার উপর যত টিয়াপাখী আসিয়া জড়ো হইয়াছে। ইহা "স্বর্ণমন্দিরের" একটা গম্বুজ।

আমি মধ্যে-মধ্যে এই শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার ধন-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে একটি পুস্তকাগার ও শতশতবর্ষের পুরাতন কতকগুলি পুঁথি। বারাণসীর যে অংশটি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও পবিত্র, সেইখানেই তাঁহার গৃহ। একাকারের মহাপ্রবর্ত্তক রেল যেখান দিয়া গিয়াছে, সেই ইতর জঘন্য আধুনিক অঞ্চল হইতে এই স্থানটি বহুদূরে অবস্থিত। ইহার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যে কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই ; সুতরাং এইখানে আসিলে পুরাকালের ভাব মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে, বারাণসীর সেই গুহ্যধর্ম্মের রহস্যময় ভাবে চিত্ত পরিপ্লাবিত হয়, চিত্তকে যেন দূর-অতীতে পিছাইয়া আনে, অনিত্য সংসারকে ক্রমাগত স্মরণ করাইয়া দেয়, এবং চিন্তাপ্রবাহকে সংসারের পরপারে লইয়া যায়। সেই ধবলগৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন,—কতকগুলি স্থানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে ; এরূপ কতকগুলি নগর আছে—যথা বারাণসী মক্কা

লাসা, জেরুসালেম,—যে সকল নগর আধুনিক সংশয়বাদের আক্রমণসত্ত্বেও দেবারাধনার ভাবে এরূপ ভরপূর যে, সেখানে পার্থিব মায়াবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া কতকটা অসীমের সান্নিধ্য উপলব্ধি করা যায়। তাঁহারা বলেন,—এমন কি, শুধু মন্দিরাদির বৃহত্ত্ব,—শুধু অনুষ্ঠানাদির আড়ম্বরও কতকটা আত্মার উপর প্রভাব প্রকটিত করে। উহার কিছুই নিষ্ফল নহে।

বারাণসীতে যদৃচ্ছাভ্রমণ।

বিহগকূজনবিখণ্ডিত নিস্তব্ধতার মধ্যে, অতীব নূতন ও ভীষণ আকারে অনন্তের ভাব সেস্থানে আমার মনে প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ হইতে চলিয়া আসিবার পর, অনন্তের চিন্তায় আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল। তাই এই পৃথিবীর ক্ষুদ্র মরীচিকার মধ্যে আবার ফিরিয়া-আসা আবশ্যক বোধ করিলাম।

আমার ক্ষুদ্র গৃহ হইতে বাহির হইবার পর হইতে প্রাচ্যদেশের পরীদৃশ্য বরাবর আমার নেত্র-সম্মুখে রহিয়াছে, কিন্তু আমার নিকট আর তাহার আকর্ষণ নাই। বিশেষত এই বারাণসীনগরে, পরীদৃশ্যের সহিত কি-যেন একটা অলোকসামান্য রহস্যের ভাব জড়িত; অন্যান্য স্থানেরই মত এই বারাণসী, কিন্তু তবু যেন আর সকল হইতে ভিন্ন।... অন্যত্র যেরূপ দেখা যায়, এখানেও সেই একই ভারতীয়-ধরণের গলিঘুঁজি, রাস্তার গোলকধাঁধা, গৃহের সেই ঝালোর-বিভূষিত গবাক্ষ, সেই স্তম্ভশ্রেণী, সেই সব রংচং; বিশেষত সেই একই ধরণের পাতলা-ওড়না-পরা সুন্দরী রমণীরা পথ দিয়া চলিতেছে; সঙ্কীর্ণ রাস্তার ছায়ার মধ্যে,—এবং উহাদের ধাতুময় নূপুরের উপর, বলয়ের উপর, কণ্ঠমালার উপর, রূপালি-জরির নক্সা-কাটা গোলাপী, জর্দ্দা, সবুজ শাড়ীর উপর, কদাচিৎ দুই-একটি পতিত হইতেছে; তখন পুরাতন ধূসর প্রাচীরের মধ্যে, উহাদিগকে জ্যোতির্ম্ময়ী পরীর মত দেখিতে হয় এবং তখন যদি উহারা তোমার উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, তোমার মনে হইবে, যেন তাহাদের সমস্ত বেশভূষার উজ্জ্বলতা, সমস্ত দেহের ওজ্জ্বল্য।প্রভা,—তাহাদের নেত্রের সেই অনিচ্ছাকৃত কোমল কটাক্ষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে ...

আবার এখানে যোগীরাও চতুষ্পথের উপর উবু হইয়া বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়; উহারা দেবারাধনা ও মৃত্যুকে সহসা স্মরণ করাইয়া দেয়; চারিদিকেই পবিত্র শিলাখণ্ডসকল রহিয়াছে—সেই সব গঠনহীন সাঙ্কেতিকচিহ্ন, যাহার উৎপত্তিকালও কেহ জানে না, তাৎপর্য্যও কেহ বুঝে না। উহাদিগকে আর কাহারও স্পর্শ করিবার জো নাই, কতকগুলি বিশেষ বর্ণের লোকেরাই উহাতে হাত দিতে পারে;—তাহারা উহাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করে। কতকগুলি দেবতা গরাদের পিছনে কারাবদ্ধ হইয়া দেয়ালের কুলুঙ্গির মধ্যে বাস করিতেছেন। চারিদিকেই প্রস্তরময়-চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরসকল মাথা তুলিয়া রহিয়াছে—সেখানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। পবিত্র গাভীবৃন্দ—অতীব নিরীহ, অতীব মধুর-প্রকৃতি—প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; যেখানে মনুষ্যের জনতা বেশী—সেই বাজারই তাহাদের প্রিয়স্থান। সকলেরই উহাদিগকে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। বানর, আকাশের পাখী, পায়রা, কাক, চড়াই—সবাই মানুষের মধ্যে অসঙ্কোচে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, মানুষের গৃহে প্রবেশ করিতেছে, আহারের উদ্দেশে তাহাদের নিকট আসিতেছে—এই দৃশ্যটি আমাদের নিকট বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়;—এই তপোবনসুলভ সমদৃষ্টি আমাদের পাশ্চাত্যদেশে অপরিজ্ঞাত।

কাঁছনী-সুরের বাদ্যসহকারে বিবাহের বরযাত্রী চলিয়াছে; আগে-আগে নর্ত্তকের দল, তাহার পাশে পাশে করতাল ও শানাই-বাদক। বর-কনের মুখ যুঁইফুলের ঝালরে ঢাকা; তাহাদের জরীর পাগড়ি হইতে উহা অবগুণ্ঠনের ন্যায় ঝুলিয়া রহিয়াছে। কখন-কখন বর কনে খুবই অল্পবয়স্ক; বরের বয়স ৫ বৎসর, কন্যার বয়স দুই-কিংবা তিন বৎসর। বর-কন্যা দুইজনে কেমন গম্ভীরভাবে এক পাল্কিতে বসিয়া আছে,—দেখিলে হাসি পায়। যে বরের বয়স ১৫।১৬ বৎসর, সে ঘোড়ায় চড়িয়া যায়; কিন্তু তাহার মুখ ফুলের ঝালরে ঢাকা থাকে। এই ভারতীয় লোকেদের এখনও সেই সুখের আদিম অবস্থা—প্রায় শৈশব-অবস্থা বলিলেও হয়। আধুনিক জগতের সহিত যেন আদপে খাপ খায় না। কিন্তু ইহাদের সূক্ষ্ম চিন্তা-কল্পনা আমাদের চিন্তা-কল্পনাকে ছাড়াইয়া যায়, এবং বিশুদ্ধ ও উন্নততর

আধ্যাত্মিক রাজ্যে, উহারা আমাদের মস্তিষ্কহীন অপদার্থ লোকদিগের অপেক্ষা যে কত উচ্চস্থান অধিকার করে, তাহা বলা যায় না; অথচ আমাদের কোন কোন উচ্চপদধারী গণ্ডমূর্খ, উহাদের মুখের উপর চুরুটের ধূম ফুৎকার করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

বারাণসীতে ধ্যানধারণা পূজা-অর্চ্চনার এমন একটা পুণ্যপ্রভাব চতুর্দ্দিকে বিরাজমান যে, সহজেই অন্তরাত্মা ঊর্দ্ধে উন্নীত হয়,—এই কথা সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্রগৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিয়াছিলেন; তাঁহাদের কথাটা খুবই সত্য; এখানে প্রথমে যে আইসে, কিছুদিন পরে সে আর সে লোক থাকে না। অথচ এখানকার বিচিত্র পার্থিব মায়াদৃশ্য যেরূপ চিত্ত-বিমোহন, এমন আর কোথাও নহে; এখানকার আকৃতির সৌন্দর্য্য যেরূপ চিত্তচাঞ্চল্যকর—রূপের সৌন্দর্য্য যেরূপ চিত্তলোভন, এমন আর কোথাও নহে; একদিকে পৃথিবীর আহ্বান, অপর দিকে স্বর্গের আহ্বান—এই দুয়ের মধ্যে সংগ্রাম বাধিয়া চিত্ত যেন কেন্দ্রচ্যুত হইয়া পড়ে।

সকল দেবালয়েই পুণ্যশঙ্খ নিনাদিত হইতেছে, ঝটকার রোলে প্রকাণ্ড ঢাক-ঢোল বাজিতেছে; প্রভাত ও সন্ধ্যায়,—লোহিত মন্দির-চূড়ার চারিধারে জলদবৎ পরিব্যাপ্ত কাকদিগের চিরন্তন কা-কা-রবকে আচ্ছন্ন করিয়া পূজার বাদ্যকল্লোল সমুত্থিত হইতেছে।

সেই দুর্গা—সেই ভীষণদর্শনা করালী দেবী কালীরও মন্দির এই পুণ্যনগরীতে প্রতিষ্ঠিত আছে; মন্দিরটি ঘোর রক্তবর্ণ;—শোণিতের বর্ণ;—যে শোণিতপানেও তাহার পিপাসার শান্তি হয় না; হতজীবের পূতিগন্ধে সমস্ত মন্দির পরিব্যাপ্ত; মন্দিরের সানে বীভৎস রক্তের দাগ; কেননা, এখনও বলিদান চলিতেছে। ক্ষুদ্র গহনহীন কালী-মূর্ত্তি মন্দির-দালানের ভিতরদিক্‌কার একটা কুলুঙ্গির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। মূর্ত্তিটি কৃষ্ণবর্ণ, মনুষ্যভ্রূণের মত অপরিস্ফুট—বড় বড় চোখ; রক্তবস্ত্রের মধ্য হইতে অর্দ্ধেক বাহির হইয়া আছে। রক্তের পূতিগন্ধের সহিত আবার বানরের গায়ের অসহ্য দুর্গন্ধ মিশিয়াছে। কতকগুলা চোখ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—চারি কোণ হইতেই আমার দিকে তাকাইয়া আছে; মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র কতকগুলা নির্লজ্জ দুর্বিনীত জীব লাফ দিয়া আমার কাঁধের উপর আসিয়া বসিল—ছোট-ছোট চটুল শীতল হস্ত আমার চুল ধরিয়া টানিতে লাগিল, আমার আস্তিনের মধ্যে ঢুকিবার চেষ্টা করিতে লাগিল... বন হইতে বাহির হইয়া এই বানরগুলা মন্দিরের মধ্যে আড্ডা গাড়িয়াছে—উহাদিগকে মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিতে কাহারও সাহস হয় না; মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানে উহারা পিল্‌পিল্‌ করিতেছে; সকলেই উহাদিগকে ভক্তি করে; আজ প্রত্যেকেই এই অনধিকার-প্রবেশী ক্ষুদ্র জীবদিগের জন্য ছোলার দানা আনিয়াছে,—উহারা এই স্থানের যথেচ্ছাচারী প্রভু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সকলের মধ্যস্থলে স্বর্ণমন্দির; ইহা যেন বারাণসীর হৃদয়দেশ; এই হৃদয়টি অন্ধকেরে গলি-উপগলির জটিলতার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। মন্দিরটি ক্ষুদ্র; এরূপ আচ্ছাদিত যে, উহার কোন অংশই কেহ দেখিতে পায় না; এবং ইহার লোকবিশ্রুত গম্বুজগুলা পাত্‌লা সোনার পাতে মণ্ডিত—কেবল পার্শ্ববর্ত্তী ছাদের দর্শকদিগের নিকট অথবা গগন-বিহারী বিহঙ্গদিগের নিকটেই সুপরিচিত। যতই উহার নিকটে যাওয়া যায়, ততই জটিল গোলক-ধাঁধার মধ্যে আসিয়া পড়া যায়, ক্রমেই উহার পরিসর সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে, সাঙ্কেতিক মূর্ত্তির সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। প্রচুর ভগ্নাবশেষ; রাশীকৃত মলা-আবর্জ্জনা; সর্ব্বত্রই বিগ্রহ—একপ্রকার প্রহরিবর্গের মধ্যে অবস্থিত; হলদে ফুলের মালা মাটিতে পড়িয়া-পড়িয়া পচিতেছে; ডিম্বের ন্যায় গোলাকার কিংবা লিঙ্গাকারে ক্ষোদিত শিলাখণ্ডসকল আধারপীঠের উপর সংস্থাপিত; এই প্রস্তরগুলা এরূপ পবিত্র যে, উহাদিগের পাশ ঘেঁষিয়া যাইতেও কেহ সাহস করে না। দোকানে পিতল কিংবা মার্ব্বেলের পুতুল-সকল বিক্রীত হইতেছে;—এখানকার তৈয়ারী বলিয়াই উহাদের বিশেষ মাহাত্ম্য। প্রেতমূর্ত্তি সন্ন্যাসী,—চোখগুলা জলন্ত অঙ্গারের মত—সমস্ত শরীর ভস্মাবৃত, মুখমণ্ডল গুপ্তচিহ্নের দ্বারা অঙ্কিত—শুক্‌ন কাঠের আগুন জ্বালাইয়া তাহার সম্মুখে উবু হইয়া রাস্তার ছায়ায় বসিয়া আছে। তাহাদের পাশ দিয়া যখন চলিয়া গেলাম, অস্থিসার বাহু ধীরে ধীরে উত্তোলন করিয়া তাহারা আমাকে ইঙ্গিতে আশীর্ব্বাদ করিল।

চারিদিক্‌ রুদ্ধ চত্বরের মত একটা স্থান—তাহার উপর রাশীকৃত প্রাচীর ও ভগ্নাবশেষ স্থাপিত;

ইহাই বলিতে গেলে স্বর্ণমন্দিরের অঙ্গন অথবা আধারপীঠ ; কিন্তু ইহা ঠিক মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত নহে ; মন্দিরের দ্বারদেশে যাইতে হইলে আবার একটা সঙ্কীর্ণ অন্ধকেরে গলির ভিতর দিয়া যাইতে হয়। এই স্থানটি অতীব পবিত্র, সাধু-সন্ন্যাসীরা এখানে নিয়ত বাস করে। এখানকার কোন জিনিস স্পর্শের দ্বারা কলুষিত না হয়, এইজন্য বিদেশীকে সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সতর্ক থাকিতে হয়। এখানে-ওখানে, দেয়ালের মধ্যে ক্ষোদিত কুলুঙ্গি রহিয়াছি ;—কুলুঙ্গিগুলা জালিকাটা পিতলের কপাটে বদ্ধ—তাহার মধ্যে মসৃণ শিলাখণ্ডসকল সারি-সারি অধিষ্ঠিত, এই শিলাখণ্ডগুলা, জন্ম ও মৃত্যু, এই দুই মহারহস্যের সাঙ্কেতিক মূর্ত্তি। বড়-বড় বন্যপশুকে যেরূপ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ ধাতুময়-স্থূল-গরাদে-বিশিষ্ট পিঞ্জরসকল ভীষণদর্শন বিগ্রহে পরিপূর্ণ ; এবং এক একটা ছায়াময় কোণে,—ন্যাকড়াকানি ও হল্‌দে ফুলের মালায় পরিবেষ্টিত ভাঙাচোরা ভীষণ গণেশমূর্ত্তি,—ভক্তবৃন্দের ভক্তিপূর্ণ হস্তের ঘর্ষণে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। শুষ্ক ফুলের মালা মাটির উপর ছড়ান রহিয়াছে ; তাহার সহিত বহুবর্ষসঞ্চিত ধূলারাশি মিশিয়াছে। মধ্যে-মধ্যে পবিত্র গরুদের গোময়ের উপর পা পড়িয়া যায় ; এই গাভীবৃন্দ সমস্তদিন ইতস্তত জনতার মধ্যে বিচরণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আবার এইখানে ফিরিয়া আইসে। এই স্থানটি তীর্থযাত্রীদিগেরও একটা আড্ডা। চতুষ্পার্শ্বস্থ তপোবনের ধর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বী, দিব্যভাবপরিব্যক্ত সুন্দর মুখশ্রী, অরুণবস্ত্রধারী, শুদ্ধচিত্ত যোগী,—রুদ্রাক্ষ ও কড়ির মালায় সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন—ইহারা একটা প্রস্তরময় চতুষ্কমণ্ডপের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। পুরাকালে, ইহাদেরই জন্য এই সকল মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। ইহাদের চতুষ্পার্শ্বে এখানকার নিত্যনিবাসী ভিক্ষু সন্ন্যাসী, মৃগীরোগগ্রস্ত সন্ন্যাসী,—জ্বরবিকারীর ন্যায় রক্তনেত্র ধরালুণ্ঠিত কঙ্কালমূর্ত্তি, যাহারা ভিক্ষার জন্য লুপ্ত-অঙ্গুলি হস্ত বাড়াইয়া দেয়, সেই সব কুষ্ঠরোগী...এই সকল জড়বৎ অচল ভস্মলিপ্ত ছদ্মবেশী লোক—যাহাদের সমস্ত জীবন যেন চোখের তারার মধ্যেই পুঞ্জীভূত,—ইহারাই মন্দিরের আশপাশে যেন একটা অস্পষ্ট বিভীষিকার ছায়া বিস্তার করিয়া রহিয়াছে ; কতকগুলা বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, যাহাদের জটা-কলাপ স্ত্রীলোকের খোঁপার মত মস্তকের চূড়াদেশে উঁচু করিয়া বাঁধা ;—ইহাদের দৃষ্টিপথে একবার যে পতিত হয়, ঐ ভীষণ মূর্ত্তি উপচ্ছায়ার ন্যায় তাহাকে নিয়ত অনুসরণ করে—সে কখনই তাহা ভুলিতে পারে না।

স্বর্ণমন্দিরের মধ্যে কোন বিধর্ম্মী প্রবেশ করিতে পায় না। কিন্তু দ্বারদেশের সম্মুখে, পুরোহিতদিগের একটি সেকেলে-ধরণের গৃহ আছে ; এই গৃহ ও স্বর্ণমন্দির—এই উভয়ের মধ্যে একটা সরু গলি-পথ। এই পুরোহিতগৃহের উপরে সকলেই অবাধে উঠিতে পারে। এখানে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় মৃত্যুদেবতার নিকট শোকসঙ্গীত হইয়া থাকে ; তাহার সঙ্গে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড ঢাক-ঢোল বাজিতে থাকে, এবং যেখানে বসিয়া তূরীবাদকেরা তূরীনাদ করে, সেই গবাক্ষবারন্দাটি এমন জায়গায় অবস্থিত যে, সেখান হইতে মন্দির-গম্বুজের অসীম ঐশ্বর্য্য, খুব নিকট হইতে দেখা যায়। এই মন্দিরের তিনটি গম্বুজ। একটা গম্বুজ কালো-পাথরের—উহা পিরামিড-আকারে সজ্জিত দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। আর দুইটি একেবারেই সোনার ;—ক্ষোদাই-কাজ-করা পুরু সোনার পাতে গঠিত ; তা ছাড়া, ইহার একটি অসাধারণত্ব দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় ;—এই পুরু খাদহীন সোনার পাতের যে উজ্জলতা, তাহা যুগযুগান্তরেও ম্লান হয় নাই। কোন কৃত্রিম উপায়ে কোন সোনার কাজে ঐরূপ উজ্জ্বলতার অনুকরণ করা অসম্ভব। এই সকল সোনার কারুকার্য্যের খোঁচ্-খাঁচের মধ্যে টিয়া... বাসা বাঁধিয়া সগর্বে বাস করিতেছে ;—কেহই তাহাদের বাধা দেয় না ; উহা যেন পূর্ব্ব হইতেই একপ্রকার বোঝাপড়া হইয়া আছে। স্বর্ণপুষ্প, স্বর্ণপল্লবের মধ্যে এই সকল অসংখ্য টিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ; ইহাদের স্বাভাবিক সবুজ রং, সোনার জমির উপর আরও যেন সবুজ দেখাইতেছে।

প্রায় সকল রাস্তাই গঙ্গায় আসিয়া শেষ হইয়াছে ; গঙ্গার ধারে আসিয়া আরও ফলাও—আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে ; এই গঙ্গার ধারেই বারাণসীর বিরাট্ মহিমা যেন সহসা আবির্ভূত,—বড়-বড় প্রাসাদ, দীপ্ত আলোকের তরঙ্গলীলা। এই গঙ্গার জন্যই, নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, জমকাল সোপান প্রস্তুত হইয়াছে—

সেই সোপান দিয়া গঙ্গার পূতজলে অবতরণ করা যায়; এমন কি, যখন জল শুকাইয়া নদীর তল নিম্ন হইয়া পড়ে (যেমন এই সময়ে), নদীর গভীর গর্ভে নিমজ্জিত ভগ্নাবশেষসমূহ যখন বাহির হইয়া পড়ে, তখনও ঐ সোপান দিয়া নদীর জলে নামা যায়। সোপান-ধাপের স্থানে-স্থানে ছোট-ছোট পাথরের ঘর রহিয়াছে, সেইখানে বিভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন দেবতার ক্ষুদ্রাকার মূর্ত্তিসকল প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবর্ষ বর্ষাগমে এই সকল মূর্ত্তি জলের মধ্যে দীর্ঘকাল নিমজ্জিত থাকে এবং জলের বেগকে আট্‌কাইবার জন্য এই সকল ক্ষুদ্র মূর্ত্তি গুরুপিণ্ডাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই নদীই বারাণসীর জীবন—বারাণসীর মাহাত্ম্যের মুখ্যহেতু। কি প্রাসাদ, কি অরণ্য—সকল স্থান হইতেই লোকেরা এই জাহ্নবীর পুণ্যতীরে মরিবার জন্য আইসে; বৃদ্ধ ও রুগ্ন ব্যক্তিগণ দূর হইতে সপরিবারে এখানে আইসে, উহাদের মৃত্যু হইলে পরিবারস্থ লোকেরা আর ফিরিয়া যায় না। এখানকার লোকসংখ্যা এখনই ত তিনলক্ষ,—এই সংখ্যা আবার বৎসরে বৎসরে আরও বর্দ্ধিত হয়; যাহাদের অন্তিমকাল আসন্ন, তাহারা এই স্থানকে আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করে।...

কাশীধামে মৃত্যু! গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ! গঙ্গার জলে মৃতদেহের অন্তিম অবগাহন, গঙ্গাজলে শেষ ভস্মনিক্ষেপ—আহা! সে কি সৌভাগ্যের কথা!...

স্থৈর্য্যনাশ।

"মনস্‌ঃ—সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দের অর্থ—এমন একটি পদার্থ, যাহা আমাদের চতুর্দ্দিকে বিকীরিত হইতেছে—ব্যাপ্ত হইতেছে—অথচ উহার এমন কোন পৃথক সত্তা নাই, যাহা চিরকাল অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। উহার কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নির্দ্দেশ করা সম্ভব নহে।..."

বিহঙ্গ-পরিষেবিত সেই ক্ষুদ্র গৃহের নীরবতার মধ্যে আমার দীক্ষাদাত্রী আমাকে ঐ কথাগুলি বলিলেন। সাদা কাপড়ে ঢাকা একটা সামান্য তক্তার উপর, মুখামুখী হইয়া আমরা দুজনে উপবিষ্ট।

তাঁর উপদেশে কেমন একটা একগুঁয়েমি ভাব আছে;—কিন্তু সেই উপদেশ একদিকে যেমন অনম্য কঠোর, তেমনি আবার কারুণ্যরসসিক্ত; এই উপদেশের প্রভাবে, আত্মার পৃথক সত্তার ধারণা আমার মন হইতে যেন ক্রমশঃ অপসারিত হইতে লাগিল; যাহাদের আমি ভালবাসি, আমার আত্মীয়-স্বজন, অপর লোক, আমি স্বয়ং—সমস্তই ধ্বংস হইতে চলিল; কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশ একই সমষ্টি হইতে ক্ষণকালের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; পরে কালচক্র যখন আবার আবর্ত্তিত হইবে, তখন ঐ সকল অংশ, সেই অক্ষয় অক্ষুণ্ণ মহাসমষ্টির অতল গর্ভে আবার আসিয়া চিরতরে নিমজ্জিত হইবে! "একদিন ঈশ্বরের ক্রোড়ে গিয়া আবার তোমরা পুনর্ম্মিলিত হইবে"—বাইবেলের এই অস্পষ্ট ও মধুর আশ্বাস-বাণীর ইহাই সুস্পষ্ট ও বিষাদময় ব্যাখ্যা।

যাহারা আমাদের ভালবাসার জিনিস, তাহাদের পৃথক্ সত্তা স্থায়ী হইবে—ইহা একটা মায়া-বিভ্রম-মাত্র; তাহাদের হাসি, তাহাদের দৃষ্টি, অন্য হইতে যাহা কিছু তাহাদের বিশেষত্ব, তাহাদের অমর আত্মার যে একটু ছায়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়, আত্মারই মত যাহাকে আমরা নির্ব্বিকার ও অবিনশ্বর বলিতে ইচ্ছা করি—এ সমস্তই মায়া-বিভ্রম। মানব-জীবনসম্বন্ধে খৃষ্টানদের যে ধারণা, এতদিন সেই ধারণাকে আমি প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলাম—আমার মমতাময় মানব-হৃদয়ের নিকট যাহা অতীব বীভৎসজনক বলিয়া মনে হইয়াছিল, সেই মতবাদটিকে পরীক্ষারও অযোগ্য বিবেচনা করিয়াছিলাম; অবশেষে, মাদ্রাজে, ঐ মতবাদকে আমি একেবারেই অগ্রাহ্য করি; অবশ্য মাদ্রাজে, ঐ মতবাদটি বৌদ্ধধর্ম্মের আরও নির্ম্মম নিষ্ঠুর আকারে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন দেখ, যে মতবাদ কোন্ পুরাকালে আমাদের রহস্যময় পূর্ব্বপুরুষেরা পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন, আমার দীক্ষাগুরু সেই সমগ্র মতবাদটি একটু একটু করিয়া ক্রমশ আমার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন; এবং অনেক অবর্ণনীয় ভয়-আশঙ্কার পর, এখন দেখিতেছি, আমার দীক্ষাগুরুর উপদেশের মধ্যে যেটুকু সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাহাই অগত্যা আমাকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

এই উপদেশের ফলে,—তত্ত্বজ্ঞানীদের ধ্যানলব্ধ বিচ্ছেদ-তত্ত্বটি আমার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে সকল প্রিয়জনকে আমি হারাইয়াছি, তাঁহাদের স্মৃতির সহিত এখন

আর একটা যাতনাময় জিজ্ঞাসা সংযুক্ত নাই। অবশ্য তাঁহারা জীবিত আছেন, কিন্তু পীড়নকারী ও মায়াময় অস্তিত্ব হইতে তাঁহারা প্রায় বিমুক্ত। দূর-ভবিষ্যতে তাঁহাদের সহিত পুনর্ম্মিলিত হইব—কিংবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে—তাঁহাদের সহিত একেবারে মিশিয়া যাইব—এই কল্পনাটি এখন আমি মানিয়া লইয়াছি। এইরূপ যে মিশিয়া যাইব, তাহা মৃত্যুর পরক্ষণেই নহে, কিন্তু হয় ত যুগ-যুগান্তরের পর। তা ছাড়া, এই যুগ-যুগান্তর-কালও বিভ্রমাত্মক,—সুতরাং উহার সহিত বর্ত্তমান জন্মের ক্ষণিক জীবনের যতটুকু সম্বন্ধ, সেইটুকু কালই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি।

আমি জানি, এই সন্ন্যাস-বৈরাগ্যের ভাব আমার মন হইতে চলিয়া যাইবে; এই তত্ত্বজ্ঞানীদের গূঢ় প্রভাব হইতে দূরে সরিয়া গেলেই, আবার আমি জীবন পাইব, কিন্তু পূর্ব্বেকার মত নহে; আমার আত্মার অন্তরের মধ্যে যে বীজ উপ্ত হইয়াছে, তাহা অঙ্কুরিত হইয়া আবার আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করিবে,—সম্ভবত আবার আমাকে বারাণসীতে ফিরিয়া আনিবে। এতদিন পৃথিবীতে যে কাজ করিয়াছি, যে ভাবে জীবন কাটাইয়াছি, এখন তাহার দীনতা ও ব্যর্থতা উপলব্ধি করিতেছি; রূপ ও রঙে আমি উন্মত্ত ছিলাম, পার্থিব জীবনে যার-পর-নাই মুগ্ধ ছিলাম; যাহা কিছু ক্ষণভঙ্গুর, তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে—যাহা কিছু অস্থায়ী, তাহাকে ধরিয়া রাখিতে, আমার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল।

আজ রাত্রে আমি তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহ হইতে চলিয়া যাইব; উহার বাহ্য আকর্ষণে আমি চিরমুগ্ধ—না জানি, আবার কোন্ দিন উহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিব।

লক্ষ্যহীন হইয়া বারাণসী নগরে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে, এইবার দৈবক্রমে নর্ত্তকী ও বেশ্যাদিগের অঞ্চলে আসিয়া পড়িয়াছি। বাড়ীর নীচের তলায় অসংখ্য ছোট ছোট দোকান; সেখানে চুমকিবসানো মল্‌মল, জরির মল্‌মল, রংকরা মল্‌মল বিক্রীত হইতেছে; দোকানীরা এইমাত্র প্রদীপ জ্বালিয়াছে। রাস্তার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ীর উপরকার তলাগুলি সোহাগ-লালিতা তিমিরাশ্রিতা ললনাদের বাস-স্থান; নৈশ বেশ্যাবৃত্তির জন্য উহারা অত্যুজ্জ্বল বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, গবাক্ষের সম্মুখে, বারান্দায় ধারে বাহার দিয়া বসিয়াছে; পশ্চাদ্ভাগে উহাদের দীপালোকিত ঘরগুলি দেখা যাইতেছে, শিশু-রুচি-সুলভ প্রাচুর্য্য-সহকারে অসংখ্য ঝাড়লণ্ঠন কড়িকাঠ হইতে ঝুলিতেছে। ঘরের চূণকাম-করা শাদা দেয়ালে গণেশের চিত্র, হনুমানের চিত্র, কিংবা রক্তাপ্লুতা কালীর চিত্র রহিয়াছে। বেশ্যাদিগের নগ্ন বাহুতে, কর্ণযুগলে, নাসারন্ধ্রে—বলয়াদি ও বিবিধ রত্নরাজি ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। তীব্রগন্ধী পুষ্পমালা বহু-স্তবকে বক্ষের উপর ঝুলিতেছে। প্রভাতে গঙ্গাতীরে যে সকল চরবিগম্যা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে দেখা যায়, তাহাদেরই মত ইহাদের একই প্রকার মখমল-কোমল নেত্র, বোধ হয়, তাহাদেরই মত একই প্রকার উজ্জ্বল গাত্র,—সহসা বিভ্রম জন্মিতে পারে ..

যে প্রস্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন।

যে প্রস্তর-পীঠের উপর বুদ্ধদেব বসিয়াছিলেন, সেই পীঠটি দেখাইবার জন্য আমার বন্ধু আমাকে সহরের বাহিরে, পল্লীর মাঠময়দানের দিকে লইয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে, সেই মেঠো নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা অলৌকিক তত্ত্ব সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলাম।

বারাণসীর পল্লীভূমি অতীব নির্জ্জন, প্রশান্ত, এবং গোপজীবন-সুলভ শান্তি-রসাশ্রিত। ক্ষেত্রগুলি যব ও ধান্যের ক্ষেত দেখা যাইতেছে; এখন ফেব্রুয়ারী মাস—ইহার মধ্যেই শস্যাদি পাকিয়াছে, গাছপালা সবুজ হইয়া উঠিয়াছে; এইরূপ না হইলে, কতকটা ফ্রান্সের ক্ষেত্রভূমি বলিয়া মনে হইত। রাখালেরা বেণু বাজাইতে বাজাইতে গো, মহিষ ও ছাগল চরাইতেছে। বনভূমির কোণে, কতকগুলি পুরাতন পবিত্র শিলাখণ্ড রহিয়াছে,—সেইখান দিয়া যাইবার সময়, কোন ভক্ত কৃষক উহার উপর একটা হল্‌দে ফুলের মালা ফেলিয়াছে; এই সকল শিলাখণ্ড গণেশ ও বিষ্ণুর মূর্ত্তি বলিয়া পূজিত; গঠন-হীন হইলেও এখনও উহাতে গণেশ ও বিষ্ণুর কতকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। সুন্দর-সুন্দর রঙের পাখী,—কাহারও বা ফেরোজা মণির মত নীল-রং, কাহারও বা মরকত-মণির মত সবুজ-রং—উহারা

বিশ্বস্তভাবে আমাদের খুব কাছে আসিয়া বসিতেছে;—উহারা মানুষকে ভয় করে না, কেননা, এখানে কেহই উহাদিগকে হত্যা করে না। এই সমস্ত প্রদেশের উপর মূর্ত্তিমান শান্তিরস যেন স্তব্ধভাবে পক্ষ বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

এখানে ওখানে অট্টালিকা ও সমাধি-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ স্তূপাকারে অবস্থিত—তাহাতে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ও শিকড় জড়াইয়া রহিয়াছে; উহার উপর ক্ষুদ্র গ্রাম সকল স্থাপিত;—দেবালয় ও সমাধিস্থানের পুরাতন প্রাচীরে এখানকার কুটীর-সকল নির্ম্মিত হইয়াছে।

যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে, সেই সময়ে কতকগুলি বৌদ্ধমঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল; তাহার পর, দেশের উপর দিয়া যখন মুসলমান-ধর্ম্মের প্রচণ্ড স্রোত বহিয়া যায়, তখন ঐ সকল মঠ মসজিদে পরিণত হয়; আবার যখন প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম আসিয়া দেশকে পুনরধিকার করে, তখন আবার ঐ সকল মসজিদ পরিত্যক্ত হয়। এই সকল পরিত্যক্ত মসজিদ; সন্ন্যাসী যোগী ও যোদ্ধা-দিগের এই সকল সমাধি-মন্দির;—সমস্তই, আম্র-কানন ও কদলীবনের নীলিম ছায়ায় মিশিয়া গিয়াছে; ধর্ম্মোন্মত্ত প্রত্যেক আক্রমণকারীর ইচ্ছা-মত, বড়-বড় প্রস্তরখণ্ড কতবার ওলট্‌পালট্‌ হইয়া গিয়াছে—উহার একদিকে বুদ্ধের পদ্ম এবং অপর-দিকে কোরাণের বয়েৎ অঙ্কিত রহিয়াছে। এই সকল প্রশান্ত ধ্বংসাবশেষের উপরে এখানকার কুটীরবাসী লোকেরা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে, শিল্প-কর্ম্মে ব্যাপৃত, উহারা রেশমের কোমরবন্ধ বুনিতেছে; উহার সূতাগুলা তৃণের উপর প্রসারিত হইয়া কখন কখন সমাধি-ভূমির উপর দিয়াও চলিয়া গিয়াছে; উহারা মলমল-কাপড়ে রং করিতেছে; রং করিয়া ফাট্ ধরা কোন পুরাতন মন্দির-চূড়ার উপর, রদ্দুরে শুকাইতে দিয়াছে।

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত আমাকে যে তীর্থস্থানে লইয়া যাইতেছেন, উহা আরও দূরে অবস্থিত।

পথের মাঝে একটা গরুর গাড়ীর পাশ দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম—গরুর গাড়ীটা শিশুতে ভরা—বৃদ্ধ জাদুকরের মত একজন লোক উহাদিগকে লইয়া যাইতেছে। উহা আমাদের দেশের জুজুর গাড়ী কিম্বা জুজুর ঝুড়ী মনে করাইয়া দেয়। ছেলে-মেয়েতে প্রায় ২০টি শিশু গাদাগাদি করিয়া রহিয়াছে; ফুকর-বিশিষ্ট তক্তা-ঘেরের মধ্য হইতে—চাঁদোয়ার নীচে হইতে—গাড়ীর সর্ব্বাংশ হইতেই উহাদের মাথা দেখা যাইতেছে। উহারা কণ্ঠহার, নলক প্রভৃতি অলঙ্কারে বিভূষিত, উৎসবোচিত পরিচ্ছদ ও চুমকি-বসান উচ্চ মুকুটে সজ্জিত; উহাদের বড় বড় চোখ—কজ্জল-রেখায় অঙ্কিত হওয়ায় আরও বড় দেখাইতেছে;—আমি শুনিলাম, শোভার জন্য নহে, কিন্তু পাছে পথিকমধ্যে কোন দুষ্ট ডাইনী ঐ নির্দ্দোষ শিশুদের উপর নজর দেয়—তাহা নিবারণ করিবার জন্যই উহারা চোখে কাজল পরিয়াছে। দেখিতে জুজুর মত—যে ভাল মানুষটি গাড়ীটা আস্তে আস্তে হাঁকাইতেছে, উহার দীর্ঘ শুভ্র শ্মশ্রু নদীর মত প্রবাহিত, উহার নগ্ন গাত্র,—উত্তর-দেশীয় ভল্লুকের ন্যায় শাদা লোমে আচ্ছাদিত। লোকটা শিশুদের লইয়া কোথায় যাইতেছে? বোধ হয়, শিশুদের কোন একটা উৎসবে;—সেই জন্যই উহারা এই আনন্দের সাজসজ্জায় সজ্জিত এবং পুতুলের ন্যায় অলঙ্কারে বিভূষিত।

এখন আমরা খোলা মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন গাড়ী হইতে নামিয়া, প্রখর রৌদ্রে, একটি অনুর্ব্বর ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইবে। এই আমাদের গন্তব্য স্থান;—ধ্বংসাবশেষগুলারই ন্যায় ঘোর-ধূসরবর্ণ কতকগুলা গণ্ডশৈল—তাহারই মধ্যে একটা চক্রাকৃতি পাথুরে জায়গা; এইখানে একজন রাখাল বাঁশী বাজাইতেছে, আর সেই বংশী-ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ছাগেরা একপ্রকার শুষ্ক তৃণ চর্ব্বণ করিতেছে। এইখানে কতকগুলা বড় বড় গাছ আছে, দূর হইতে আমাদের ওকগাছ বলিয়া ভ্রম হয়—এই সব গাছের ছায়ার মধ্যে একটা বহু পুরাতন কালো পাথরের পীঠ আছে; আমি ও পণ্ডিত এই প্রস্তর-পীঠের উপর ভক্তিভাবে বসিলাম। দুই সহস্র বৎসরের অধিক হইল, বুদ্ধদেব ইহার উপর বসিয়া তাঁহার প্রথম উপদেশ বিবৃত করিয়াছিলেন। কিয়ৎ শতাব্দী হইতে, বৌদ্ধধর্ম্ম এই সমস্ত প্রদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া, সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডে বিস্তারলাভ করিয়াছে। এখন এই পুরাকালের পুণ্যভূমিতে ভারতবাসিগন আর আইসে না। কিন্তু ইহার পরিত্যক্ত অবস্থা সত্ত্বেও, এই প্রস্তর-পীঠটি এখনও বহুসহস্র মনুষ্যের

কল্পনার সামগ্রী হইয়াছে। সুদূর চীনে, জাপানের দ্বীপপুঞ্জে, শ্যামের অরণ্যে, দুর্ব্বোধ্য পীত মস্তিষ্কসকল এই ঔপন্যাসিক আসন-পীঠের ধ্যান করিতেছে। কখনও কখনও সেখান হইতে তীর্থযাত্রীরা পদব্রজে যোজন যোজন পথ অতিক্রম করিয়া, এইখানে আগমন করে এবং নতজানু হইয়া এই পীঠকে চুম্বন করে। এই গোপভূমিসুলভ শান্তির মধ্যে, এই রমণীয় নিস্তব্ধতার মধ্যে, আমি ও পণ্ডিত আমরা দুজনে ব্রাহ্মণ্যিক তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছি।

প্রাচীন ও হৃদয়হীন তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দীপক এই পীঠের অনতিদূরে, ক্ষুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় গুরুপিণ্ডাকৃতি একটা স্তূপ উঠিয়াছে—এক সময়ে উহা বহুল কারুকার্য্যে ভূষিত ছিল; কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পরে এখন উহার ক্োদাই কাজগুলি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে—এবং উহার আপাদমস্তক তৃণ ও কণ্টক-গুল্মে আচ্ছন্ন হইয়াছে। পুরাতন বারাণসীতে যে বৌদ্ধ-মন্দির সর্ব্বপ্রথমে নির্ম্মিত হয়, ইহাই তাহার ধ্বংসাবশেষ। এই প্রকাণ্ড স্তূপের ভিতর-দেয়াল মনুষ্যপ্রমাণ উচ্চ; ইহার সমস্ত বহিঃপ্রসারিত অংশগুলি, ইহার সমস্ত ক্ষয়গ্রস্ত প্রস্তর, সূক্ষ্ম স্বর্ণ-পত্রে মণ্ডিত; এবং উহা এই জরাজীর্ণ অবস্থাতেও অপূর্ব্ব ও অভাবনীয় উজ্জ্বলতা ধারণ করিয়া রহিয়াছে। চীনবাসী, অ্যানামবাসী, ব্রহ্মবাসী তীর্থ-যাত্রিগণ তাহাদের নিজ নিজ দূর-দেশ হইতে স্বর্ণ-পত্র আনিয়া উহার গাত্রে লাগাইয়া দেয়; এবং যাহা তাহাদের চিরধ্যানের বস্তু, তাহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এইরূপভাবে ভক্তি-উপহার প্রদান করা উহারা কর্ত্তব্য জ্ঞান করে। বড়লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে যেরূপ তাহাদের নিকট নিজের নাম লিখিয়া পাঠাইতে হয়—এই স্বর্ণপত্রগুলি, এই অবজ্ঞাত উপেক্ষিত পুরাতন পুণ্য-পীঠের হস্তে অর্পিত একপ্রকার "সাক্ষাৎকার-পত্র" বলিলেও চলে।

দিবাবসানে, আবার বারাণসীনগরে ফিরিয়া আসিয়া আমার ভ্রমণসহচর তাঁহার এক বন্ধুর বাগানবাটীতে গাড়ী থামাইলেন। ইনিও তাঁহারই ন্যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ, দর্শনশাস্ত্রে ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত। ফলাদি আহার ও জল পান করিবার জন্য আমাকে তিনি সেইখানে লইয়া গেলেন। (বলা বাহুল্য, একজন ম্লেচ্ছ সঙ্গে আছে বলিয়া, তিনি স্বয়ং খাদ্যপানীয়-গ্রহণ পক্ষে বিশেষ সতর্ক ছিলেন)। ইহার সংলগ্ন বাড়ীটি পুরাতন, কিন্তু অতীব রমণীয়। ইহার সংলগ্ন একটি উদ্যান আছে—উদ্যানের রাস্তাগুলি একেবারে সোজা, আমাদের অনুকরণে ধারে ধারে চির-হরিৎ তরুরাজি এবং ফ্রান্সের সেকেলে বাগানের মত ফোয়ারা-বিশিষ্ট জলের চৌবাচ্চা রহিয়াছে; আমাদের দেশের গোলাপাদি ফুলও রহিয়াছে; শীতের প্রভাবে কতকগুলা গাছ পত্রহীন হইলেও,—এই সকল ফুল, এই বায়ুর উত্তাপ, এই সকল হল্‌দে পাতা দেখিয়া মনে হয়, যেন গ্রীষ্মঋতু শেষ হইয়া আসিতেছে, অথবা খর-রৌদ্র শরতের আবির্ভাব হইয়াছে; যেন বৃষ্টির অভাবে এই শরৎ অকালে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে—আলোকের আতিশয্যে বিষণ্ণভাব ধারণ করিয়াছে...

খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীদের অভিপ্রায়।

বারাণসীতে তত্ত্বজ্ঞানীরা বলিলেন,—"যদি তোমরা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হও,—তোমরা যাহা পাইয়াছ, তাহাই সযত্নে রক্ষা কর। তাহার ওদিকে আর যাইও না। খৃষ্টধর্ম্ম একটি চমৎকার আদর্শ—বহু-শতাব্দী হইতে ইহা পাশ্চাত্যদিগের ঠিক উপযোগী হইয়া রহিয়াছে, এবং ইহার মূলে সত্য অবস্থিত! তোমরা খৃষ্টকে পাইয়া একজন দেব-প্রতিম গুরুকে পাইয়াছ—এমন একটি গুরু যিনি চিরকালই জীবিত আছেন; কেননা, এ জগতে মৃত বলিয়া কিছু নাই; তিনি তোমাদের 'মুখ্য পথ ও জীবন'; এবং মৃতেরা তাঁহাতে যে আশা স্থাপন করে, সে আশা হইতে তাহারা বঞ্চিত হইবে না।

কিন্তু খৃষ্টধর্ম্মের যদি কোন বিশেষ মত, 'যে অক্ষর প্রাণঘাতী';—ধর্ম্মগ্রন্থের সেইরূপ কোন আক্ষরিক অংশ যদি তোমাদের যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে তুমি আমাদের নিকটে আসিও। যদি তোমার নিকট ভক্তির পথ, প্রার্থনার পথ রুদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার সম্মুখে জ্ঞানের পথ উদ্ঘাটিত করিব; সে পথটি অধিকতর দুরূহ ও অধিকতর কঠোর; কিন্তু কল্প-কাল পূর্ণ হইলেই, ঐ উভয় পথই আবার একত্র আসিয়া মিলিত হয় এবং একই গম্যস্থানে লইয়া যায়।"

আরও তাঁহারা বলিলেন ;—"প্রার্থনা বোধ হয়, ছোট ছোট জাগতিক ঘটনার গতি ফিরাইতে পারে না। কিন্তু আত্মার ক্রমোন্নতি ও শান্তি-লাভের পক্ষে প্রার্থনাই শ্রেষ্ঠ উপায়।

আমরা ইহা বিশ্বাস করি না যে, মহান্ ঈশ্বর,—(এই ঈশ্বরের কথা এখানে সকলেই বর্জ্জন করে) মানুষের প্রার্থনা শোনেন। কিন্তু আমরা যাহারা জীবিত আছি, আমাদের চতুর্দ্দিকে, সেই মহান্ ঈশ্বরের অংশসমূহ, পৃথক্ সত্তায় পরিণত হইয়া, শুভঙ্কর আত্মারূপে সূক্ষ্মজগতে ছড়াইয়া রহিয়াছে!...আর তোমরা খ্রীষ্টান—তোমাদিগকে খ্রীষ্ট আহ্বান করিতেছেন; তিনি যে আছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিও না—অন্ততঃ তাঁহার মধ্যে কেহ-না-কেহ অবস্থিতি করিতেছেন—তাঁহার কোন আত্মীয় অবস্থিতি করিতেছেন; তিনিই তোমার বাক্য শ্রবণ করেন।"

অন্য প্রভাত।

বারাণসীর প্রভাত, সুশীতল ও শিশির-সিক্ত; এখানে শীতের প্রভাত, কিন্তু আমাদের দক্ষিণ-ফ্রান্সে, অক্টোবর মাসে ঋতুকালের যেরূপ মৃদুমধুর ভাব হয়, এখানেও কতকটা সেইরূপ।

নগরের যে দূর-উপকণ্ঠে আমি বাস করি, সেখান হইতে প্রতিদিন প্রাতে, নদীর ধারে যখন বেড়াইতে যাই, তখন দেখিতে পাই, পল্লীগ্রামের ছোট ছোট ব্যবসাদারেরা,—খুব যেন শীত লাগিতেছে, এই ভাবে চাদর কিংবা শালে চোখ্ পর্য্যন্ত ঢাকিয়া সহরের দিকে ছুটিতেছে; লাঠির আগায় ঝুলাইয়া, ক্ষীরের হাঁড়ী, চাউল-পিঠার চুবড়ী, ময়দার ঝুড়ী,—গঙ্গায় যাহা নিক্ষিপ্ত হইবে সেই সব যুঁইফুলের মালা, গাঁদাফুলের মালা, কাঁধে করিয়া চলিয়াছে।

নদীতে নামিবার পূর্ব্বেই, ঘাটের উপরে, এক-জন সন্ন্যাসীর সম্মুখে আমি দাঁড়াইলাম। সন্ন্যাসীর বয়স ত্রিশ বৎসর; ইনি একটি পুরাতন চতুষ্কমণ্ডপে আড্ডা গাড়িয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ সন্ন্যাসীরা ভূমির উপর যে অগ্নি এতদিন জ্বালাইয়া রাখিয়া-ছিলেন, সেই অগ্নি তিনিও এখন দিবারাত্রি রক্ষা করিতেছেন। দুই সহস্র বৎসর হইতে এই অগ্নি এই একই স্থানে জ্বলিতেছে। ইনি বৃদ্ধ, মাংসহীন; ইঁহার দীর্ঘ কেশ মস্তকের চূড়াদেশে স্ত্রীলোকের খোঁপার মত বাঁধা; নগ্ন দেহ ভস্মলিপ্ত; ইনি আমার গলায় এক ছড়া যুঁইফুলের মালা নিঃক্ষেপ করি-লেন, ধ্যানবিহ্বল অতীব মধুর দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল আমার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর বাহুর দ্বারা একটা ইঙ্গিত করিয়া, আবার ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। "যদি ইচ্ছা হয়, এইখানে ব'সে ধ্যান কর।" তাঁহার চির-অবারিত গৃহের সেকেলে ধরণের থামের মধ্য হইতে, নিম্নস্থ গঙ্গার-উপর আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হইতেছে—পরপারের বিশাল সমভূমি দেখা-যাইতেছে—সেই মরুভূমি, যাহা এখনও নৈশ বাষ্পজালে আচ্ছন্ন; এবং তাহারই পশ্চাৎ হইতে জাদুকর সূর্য্য ধীরে ধীরে উদিত হইতেছেন! পার্শ্ববর্ত্তী আর একটি চতুষ্কমণ্ডপ, যাহা এই চতুষ্কের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, যেখান হইতে এই চতুষ্কটি দেখা যায়, সেইখানে গঙ্গা-দেবীর উদ্দেশে, বারাণসীর সমস্ত দেবদেবীর উদ্দেশে, প্রভাত-সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে; স্তম্ভশ্রেণীর মধ্য হইতে, উদয়াচলের দিকে মুখ করিয়া কতকগুলা দীর্ঘ তূরী বন্যপশুর ন্যায় বিকট গর্জ্জন করিতেছে; এবং এই কর্ণবধির ভীষণ কোলাহলে যোগ দিয়া ঢাক-ঢোল ভিতর হইতে বাজিতেছে।

আমি প্রতিদিন প্রাতে যাহা করিয়া থাকি, আজও সেইরূপ, বারাণসীর দস্তর অনুসারে নদীতে নামিলাম। এই সময়ে আমার নৌকা আমার জন্য প্রতিদিন অপেক্ষা করিয়া থাকে।

প্রথমে, শ্মশান-ভূমির সম্মুখ দিয়া আমাকে যাইতে হইবে। যদিও কিছুদিন হইতে, এই পবিত্র নগরে মারীভয় দেখা দিয়াছে, তবু একটা বই শব নাই; এই মৃতদেহটি তীরের উপর শয়ান থাকিয়া আ-কটি গঙ্গার জলে নিমজ্জিত রহিয়াছে। কিন্তু আরও কতকগুলা মৃতদেহ আজ রাত্রে নিশ্চয়ই পোড়ান হইয়াছে; কেননা, মাটির উপর কতকগুলা ধূমায়মান চেলাকাঠ, সম্মুখে খানিকটা জল,—মানব-অঙ্গারে সমস্ত কালো হইয়া গিয়াছে, বিষ্ঠা ও গলিত আবর্জ্জনার সহিত ম্লানশুষ্ক পুষ্পমালা সেই জলে ভাসিতেছে। সন্ন্যাসীর সেই মৃতদেহটা বরাবর একইভাবে এইখানে খাড়া হইয়া রহিয়াছে; বাহু-দ্বয় আড়াআড়িভাবে স্থাপিত, মস্তক অবনত, অঙ্গুলীর মধ্যে খুঁতি রক্ষিত, ধূসর চূর্ণে দেহ আচ্ছন্ন থাকায় মনে হইতেছে, যেন গ্রীশ দেশের কোন পিত্তল-প্রতিমূর্ত্তি পৃথিবীতে বেড়াইতে আসিয়াছে; কিন্তু দীর্ঘকেশকলাপ লালরঙ্গে রঞ্জিত এবং মস্তক যুঁইফুলের মুকুটে বিভূষিত।

এই সব ফুলের মধ্যে, এই সব হলদে ফুলের

মালার মধ্যে, স্ফীত শবদেহ—জলমগ্ন গরু, মৃত কুকুরসকলও ভাসিতেছে এবং গঙ্গার পুরাতন পূতি-গন্ধে এই চমৎকার স্বচ্ছ বায়ু পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে; এই পূতিগন্ধ,—গোলাপী প্রভাতের মায়ারাজ্যের মধ্যে, মৃত্যুর ভাবকে আনিয়া বসাইয়াছে ও সযত্নে রক্ষা করিতেছে।

মনে হইতেছে, যেন বসন্ত আগতপ্রায়; প্রথমে যখন এখানে আসি, তখন শীতের লক্ষণ সকল দেখা দিয়াছিল, এখন সে সব লক্ষণ আর দেখিতে পাই না। এখন প্রভাতে, একপ্রকার নূতনতর অবসাদ অনুভব করা যায়; মনে হয়, নদীর জলও যেন একটু গরম হইয়াছে; ভারতের সূক্ষ্ম মলমল্-শাড়ী-পরিহিতা, দীর্ঘকুন্তলা স্নান-রতা রমণীগণ গঙ্গার জলে আজকাল একটু বেশীক্ষণ থাকিতেছে। স্নানার্থী ছোট ছোট পাখীর ঝাঁকে নদী আচ্ছন্ন; পায়রা, চড়াই, সকল রঙেরই পাখী দলে দলে থাকিয়া পূজা-রত ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে; তাহাদের চকচকে পিত্তল-ঘটির উপর, তাহাদের ফুলের মালার উপর আসিয়া বসিতেছে; নৌকার সমস্ত কাছির উপর পায়ের নখ বাধাইয়া রহিয়াছে এবং পূর্ণকণ্ঠে গান করিতেছে। পবিত্র গাভীগুলা এখন আরও অলস হইয়া পড়িয়াছে, ঘাটের সিঁড়ির নীচে রদ্দুরে আরামে শুইয়া আছে; এইখানে বালকেরা আসিয়া উহাদিগকে আদর করিতেছে, তাজা ঘাস দিতেছে, সবুজ থাকৃড়া দিতেছে।

প্রতিদিনের ন্যায় আজও সমস্ত বারাণসী এই-খানে উপস্থিত; সমস্ত নগ্ন-গাত্র লোক, উচ্চবর্ণের সমস্ত পিত্তল-মূর্ত্তি,—তটস্থ বিশাল সোপান-ধাপের উপর, অপূর্ব্ব আতপত্রের ছায়াতলে, যেখানে ষড়্ভুজ দেবতারা বাস করে, সেই প্রস্তরের চতুষ্কমণ্ডপের মধ্যে, অথবা ভরপূর রদ্দুরে, ভাসন্ত তক্তার উপর ও জলের মধ্যে সমবেত হইয়াছে।

শুধু আমিই গঙ্গার উপর, এই সময়ে আরাধনা করিতেছি না, শুধু আমিই স্নান, প্রণতি, যূঁই ও গেঁদা ফুলের নৈবেদ্যদান প্রভৃতি পূজার কোন অনুষ্ঠানই করিতেছি না। প্রত্যেক ডিঙ্গিনৌকার উপর, প্রত্যেক সোপান-ধাপের উপর, প্রতিদিন প্রভাতে এই আনন্দ-উৎসব আরম্ভ হয়; এই ভক্তবৃন্দের মধ্যে আমার কোন স্থান নাই; তাহাদের এরূপ তাচ্ছীল্যভাব যে, আমার দিকে উহারা একবার চাহিয়াও দেখে না; এখন ভ্রমণের সুবিধা হইয়াছে, ভারতের দ্বার সকলের নিকটেই উন্মুক্ত, পর্য্যটকের বন্যায় বারাণসী এখন পরিপ্লাবিত, কিন্তু এই পর্য্যটক দিগের মধ্যে আমি নগণ্যভাবে চলিয়াছি...আমি প্রথম যখন এখানে আসি, তখন আমি যেরূপ ছিলাম, এখন আর আমি সে আমি নই; তত্ত্বজ্ঞানীদের গৃহে থাকিয়া, এমন একটি ভাব আমার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে, যাহা কখনই বিলুপ্ত হইবার নহে। আমি "দ্বারদেশের বিভীষিকাগুলা" পার হইয়াছি এবং এক্ষণে শান্তভাবে, আত্মসমর্পণ করিয়া, অভিনব তত্ত্বগুলির ঈষৎ আভাস পাইতেছি। অনেকদিন পর্য্যন্ত অনন্তকালকে আমি উপলব্ধি করিতে পারি নাই, কিন্তু যখন হইতে এই অনন্তকালের মূর্ত্তি, আর এক আকারে আমার সম্মুখে আবির্ভূত হইল, তখন হইতেই সমস্ত জিনিসেরই ভাব বদলাইয়া গেল,—জীবনের ভাব বদলাইয়া গেল, মৃত্যুরও ভাব বদলাইয়া গেল।

কিন্তু তবু (তত্ত্বজ্ঞানীদের ভাষা অনুসারে) "জাগতিক মায়ায়" এখনও আমি আচ্ছন্ন! সমস্ত পার্থিব ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় সম্বন্ধে সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের অঙ্কুর তাঁহারাই আমার অন্তরে নিহিত করিয়াছিলেন। বারাণসী যেমন একদিকে ধর্ম্মবিষয়ে গুহ্যতন্ত্রী, তেমনি আবার পার্থিব বিষয়ে ইন্দ্রিয়োন্মাদক; বারাণসীর সমস্ত লোক কেবল পূজা-অর্চ্চনা ও মৃত্যুরই চিন্তা করে; ইহা সত্ত্বেও, বারাণসীর সমস্ত পদার্থই যেন নেত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। আমি জানি না, এরূপ স্থান আর দ্বিতীয় আছে কি না। বারাণসী যেমন মানুষকে একদিকে ত্যাগের দিকে,—[illegible] আবার তাহা হইতে দূরে—ভোগের দিকে [illegible] লইয়া যাইতে সমর্থ। আলোক, বর্ণচ্ছটা, আর শাড়ী-পরিহিতা, অর্দ্ধনগ্না মদালসনয়না নবযুবতী—এই সমস্তই ইন্দ্রিয়ের ফাঁদ। পুরাতনী গঙ্গানদীর বরাবর ধারে-ধারে ভারতের অতুলনীয় নারীরূপের হাট বসিয়াছে...

আমার আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই আমার মাঝিমাল্লারা প্রতিদিনের ন্যায় আজও নৌকাকে আবার উজান বাহিয়া লইয়া গেল। আমরা সেই পুরাতন প্রাসাদ-অঞ্চলের সম্মুখে উপনীত হইলাম। স্থানটি অতীব নির্জ্জন ও ধ্যানচিন্তার অনুকূল...আজ অপরাহ্ণে তত্ত্বজ্ঞানীদের সেই ক্ষুদ্র গৃহে আবার প্রত্যাগমন করিব; ভয়-মিশ্রিত একটা মনের টানে আমি সেইখানে যাইতেছি। তাঁহাদের যে উপদেশ প্রথমে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই,

আমার নিকট বীভৎস-ভীষণ বলিয়া মনে হইয়াছিল, এখন তাহাই ক্রমশ আমার মনকে অধিকার করিতেছে; ইহারই মধ্যে তাঁহারা আমার পূর্ব্ব-জীবনের কেন্দ্রটিকে টলাইয়া দিয়াছেন; মনে হয়, যেন সেই মহা বিশ্বাত্মার সহিত বিলীন করিবার জন্য তাঁহাদেরই ন্যায়, আমার অন্তরস্থ ক্ষুদ্র আত্মাটিকেও তাঁহারা ছেদন করিয়াছেন...

তত্ত্বজ্ঞানীরা বলেন:—"যাহা তোমা হইতে ভিন্ন, যাহা তোমার আত্মার বাহিরে অবস্থিত, তাহাই তোমার কামনার বিষয় হইতে পারে; কিন্তু যদি তুমি জানিতে পার যে, তোমার চৈতন্যের অন্তর্গত সমস্ত বিষয় তোমাতেই রহিয়াছে, এই সমস্ত বিশ্বের সার বস্তুটি তোমার মধ্যেই অবস্থিত, তখন তোমার সমস্ত কামনা তিরোহিত হয় এবং সমস্ত শৃঙ্খল বিলীন হইয়া যায়।

"স্বরূপত তুমি ঈশ্বর। এই সত্যটি যদি তোমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিতে পার, দেখিবে,—যাহা হইতে সমস্ত দুঃখ-যাতনা সমুদ্ভূত হয়, সেই মায়াময় সসীম-ভাব-সমূহ—সেই পৃথক্ সত্তার বাসনা সকল স্খলিত হইয়া পড়িবে।..."

সেই রহস্যময় পুরাতন প্রাসাদের ধার দিয়া আমরা চলিয়া গেলাম। যাহারা জলের উপর চুল আছড়াইয়া—পরে সেই চুল কাঁধের উপর ফেলিয়া দেয়—আর চুল হইতে জল ঝরিয়া পড়ে—সেই সব রমণীদের আর দেখিতে পাইলাম না; ঘাটের সিঁড়িতে —অন্ধকারের উচ্চ দেয়ালের পাদদেশে, কেহই নাই। কিন্তু হঠাৎ একটা দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল—রাজ-প্রাসাদের নিম্নতলস্থ গহ্বরের গুরুভার বৃহৎ দ্বার; —এক মৌসমের জন্য, এই গহ্বরটি প্রতিবৎসর নদীর জলে নিমজ্জিত থাকে। সৌর করে উদ্ভাসিত হইয়া, একটি রমণী দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল;— এই সব বিষণ্ণ প্রকাণ্ড প্রস্তর-রাশির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিদ্যুন্ময়ী স্বপ্নমূর্ত্তি। পরিধানে রূপালি জরির পাড়ওয়ালা বেগুণি রঙ্গের একখানি শাড়ী—এবং নারাঙ্গীজর্দ্দা রঙ্গের একটি ওড়্না। ওড়নাখানি রোমক মহিলাদের ন্যায় মস্তকের কেশের উপর ন্যস্ত; সম্মুখস্থ জনশূন্য সমভূমির দিকে তাকাইয়া না জানি কি দেখিতেছে, এবং চোখ ঢাকিবার জন্য নগ্নবাহু উঠাইয়া রহিয়াছে—সেই ভারত-সুলভ বড় বড় চোখ—যাহার মধ্যে কি একটা অনির্ব্বচনীয় মোহিনী-শক্তি আছে। এই সব বেগুণি ও জর্দ্দা-রঙের বস্ত্র,—উহার সুন্দর বক্ষোদেশ, উহার সুনম্য নিতম্বের রেখা-নিচয় ফুটাইয়া তুলিয়াছে; উহার তরুণ দেহের সহিত সমস্তই বেশ মিশ্‌খাইয়াছে...

তত্ত্বজ্ঞানীরা আমাকে বলিয়াছিলেন—"তিনিই আমি, আমিই তিনি, এবং আমরা ঈশ্বর"...বোধ করি, যেন তাঁহাদের সেই অবিচলিত প্রশান্ত ভাব আমাকেও আচ্ছন্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমি উহাকে নিরীক্ষণ করিলাম, আমার মন বিচলিত হইল না, আমার মনে আর আক্ষেপ কিংবা বিষাদের ছায়া পড়িল না; নবযৌবনা ভগিনীর রূপলাবণ্যে যেরূপ গর্ব্ব অনুভব করা যায়, সেইরূপ গর্ব্বভরে আমি তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; একটা ঘনিষ্ঠতর ভ্রাতৃ-বন্ধনে আমরা পরস্পরের সহিত আবদ্ধ হই-লাম; এবং আজিকার প্রভাত, জগতের উপর যে অমেয় উজ্জ্বল মহিমাচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়াছে, আমরা উভয়ে মিলিয়া যেন তাহা সম্ভোগ করিতেছি; আমরাই আলোক, আমরাই বহুমুখী প্রকৃতি, আমরাই বিশ্ব-আত্মা। আজিকার এই বিরল মুহূর্ত্তে, আমার সম্বন্ধে এই কথা বলা যাইতে পারে; —"যে সব মায়াময় সসীমভাব হইতে পৃথক্ সত্তার বাসনাদি উৎপন্ন হয়"—সেই সসীমভাবগুলা স্খলিত হইয়াছে...

অজ্ঞাত বন্ধুদের উদ্দেশে।

আমাকে শপথ করিতে বলায়, আমি সহজ ভাবের একটি শপথ আবৃত্তি করিলাম; তাহার পর সেই নিস্তব্ধ ক্ষুদ্র গৃহের তত্ত্বজ্ঞানীরা আমাকে শিষ্য-রূপে গ্রহণ করিলেন।

তাঁহারা আমাকে যে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা পুনরাবৃত্তি করিতে আমি চেষ্টা করিব না।

প্রথমতঃ, সূক্ষ্ম জগৎ আমার ভ্রমণ-পথের বাহিরে —এইরূপ লোকের মনে হইতে পারে; অতএব, আমার সহিত সূক্ষ্মজগতে বিচরণ করিতে কেহ সম্মত হইবে,—ইহা কি আমি ভরসা করিতে পারি? আমি জানি, লোকে কেবল আমার ভ্রমণপথের মায়া-দৃশ্য—যে অসংখ্য পদার্থের উপর আমি চোখ বুলাইয়া গিয়াছি, কেবল সেই সব পদার্থের ছায়া-চিত্রই আমার নিকট হইতে প্রত্যাশা করে।

বিশেষতঃ, আমার এই অল্পদিনের শিক্ষাদীক্ষার পর, আমি অন্যকে শিক্ষা দিতে পারিব, এ কথা আমি কি করিয়া বিশ্বাস করি? আমি এখন যাহা

বলিতে পারিব, তাহাতে শুধু অন্যের চিত্তস্থৈর্য্য-নাশ হইবে—হয় ত তাহা কাহাকে "দানবদেশের বিভীষিকা" পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে—তাহার ওদিকে আর নহে।

তা ছাড়া, আমি এখনও ভারতকে আবিষ্কার করিতে পারি নাই, যেহেতু বেদকে এখনও আবিষ্কার করিতে পারি নাই; এ কথা সত্য, কয়েক বৎসর হইতে, আমাদের মধ্যে,—অসম্পূর্ণ হইলেও—ঐ অলৌকিক গ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ত্তমান শতাব্দীতে যাঁহাদের সংখ্যা অসংখ্য, আমার সেই সব অজ্ঞাত বন্ধুদের প্রতি আমি শুধু এই কথা বলিতে চাহি;—এই বৈদিক মতের মধ্যে কতটা সান্ত্বনা আছে, তা প্রথম দৃষ্টিতে সহসা উপলব্ধি হয় না; এবং উহাতে যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, তাহা ঈশ্বর-প্রকাশিত ধর্ম্মাদির সান্ত্বনার ন্যায়, যুক্তির দ্বারা বিনষ্ট হইবার নহে।

এই বেদগ্রন্থ একজনের প্রণীত নহে—ইহা একটি সমস্ত জাতির সঙ্কলিত গ্রন্থ; সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পরমাশ্চর্য্য বিষয়সমূহের পাশাপাশি, ইহার মধ্যে, অনেক অস্পষ্টতা, অসঙ্গতি ও 'ছেলেম' কথাও আছে; এই গ্রন্থগুলি অরণ্যের ন্যায় নিবিড় ও রসাতলের ন্যায় অতলস্পর্শ। যাঁহারা নির্জ্জনে বসিয়া অনিচ্ছিন্নচিত্তে এই গ্রন্থগুলির অনুশীলন করেন, সেই বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীদের সাহায্যে বোধ হয় উহার মধ্যে আমরা একটু প্রবেশলাভ করিতে পারি। তাঁহাদের পূর্ব্বে, এই অতলস্পর্শের দ্বার আর কেহ উদ্ঘাটিত করে নাই; এই সব কথা আমি আর কোথাও শুনি নাই; জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে, বারাণসীর তত্ত্বজ্ঞানীরা যে উত্তর প্রদান করেন, তাহাতে মানব-জ্ঞানের আকুল জিজ্ঞাসাকেও পরিতৃপ্ত করিতে পারে; এবং পার্থিব অংশ ধ্বংস হইবার পরেও, তোমার নিজ সত্তা প্রায় চিরস্থায়ী হইবে, এই বিষয় সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ সকল তোমার সম্মুখে তাঁহারা স্থাপন করেন যে, সে বিষয়ে তোমার আর কোন সন্দেহ থাকে না।

যাই হোক্, গোলাপ-উদ্যানে অবস্থিত এই ক্ষুদ্র ধবল গৃহটি, অবারিতদ্বার ও আতিথেয় হইলেও, লঘুহৃদয়ে উহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না; কারণ, উহা প্রধানত সন্ন্যাস ও মৃত্যুর আশ্রম; সেখানকার শান্তির হাওয়া একবার যদি কাহার গায়ে লাগে—যতই অল্প হোক্ না কেন—সে আর সে লোক থাকে না। সেই পূর্ণব্রহ্ম যিনি 'গুহাহিতং' 'গহ্বরেষ্ঠং'; সেই ঈশ্বর,—এই অভিব্যক্ত বিশ্বের সহিত যাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই; সেই ব্রহ্ম—যিনি স্বরূপতঃ অনির্ব্বচনীয়, যিনি চিন্তার অতীত, যাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, এবং যাঁহাকে নিস্তব্ধতাই শুধু প্রকাশ করিতে পারে, তাঁহার একটু দর্শন লাভ করা—ইহা একটা ভীষণ পরীক্ষা।

সম্পূর্ণ

বেড়ালের স্বর্গ

(এমিলি-জোলার ফরাসী গল্প)

আমার খুড়ী-মা আমাকে একটা 'আঙ্গোরা' বেড়াল দিয়ে গেছেন। এর-মত নির্ব্বোধ জানোয়ার আমি আর কখনো দেখি-নি। একদিন শীতের রাতে আগুনের সম্মুখে বোসে, আমার বেড়ালটা এই কথা আমাকে বলেছিল :—

১

"আমার তখন দুই বৎসর বয়স, বেশ নাদুস-নুদুস শরীর, খুব সরল অন্তঃকরণ। এই সুকুমার বয়সে, এমন একটা জানোয়ারের সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ করতে লাগলেম—যারা গৃহস্থজীবনের সমস্ত মাধুর্য্য অবজ্ঞা করে। কিন্তু বিধাতা তোমার খুড়ীর কাছে আমাকে রেখে দেওয়ায়, আমি বিধাতার নিকট খুব কৃতজ্ঞ। ঐ ভাল মেয়েমানুষটি আমাকে যারপরনাই ভালবাস্‌তো। থালা-বাসন রাখবার আলমারীর ভিতর, আমার একটা প্রকৃত শয়ন-কক্ষ ছিল—পালোকের গদী ও তিনকের দেওয়া লেপ। খাবারও ঘরের খাবারের মত। রুটি না সূপ না,—মাংস ছাড়া আর কিছুই না—বেশ তাজা লাল মাংস! বেশ! এই বিলাসের মধ্যে থেকে আমার শুধু একটি বাসনা—একটি স্বপ্ন ছিল, সে কি? না,—'খোলা জানালা দিয়ে গলে' ছাদের উপর ছুটে যাওয়া। আদর আমার ভাল লাগত না, নরম শয্যায় শুয়ে আমার গা-বমি-বমি করত, আর আমার দেহের স্থূলতা কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সমস্ত দিন সুখে থেকে মনের মধ্যে একটা বিরক্তির ভাব এসেছিল।

একদিন জানালা থেকে গলা বের করে' সম্মুখে একটা ছাদ দেখতে পেলেম। সেইখানে চারটে বেড়াল ঝগড়া করছিল—তাদের গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে,—তাদের ল্যাজ উপরদিকে তোলা—ভরপূর দিনের আলোয় ছাদের নীল শ্লেটের উপর গড়াগড়ি দিচ্চে, আর মনের সুখে গালাগালি করছে। এমন আশ্চর্য্য দৃশ্য আমি কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন থেকে কতকগুলো বিশ্বাস মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে গেল। সযত্নে বন্ধ করা ঐ জান্‌লার পিছনে যে ছাদটা আছে, সেই ছাদেই প্রকৃত সুখ।

আমি পালাবার একটা ফন্দি ঠিক করলেম। জীবনে লাল মাংস ছাড়া আর কিছু চাই।—সেই অজানা কিছু—সেই মনের ধ্যেয় বস্তু। একদিন ওরা রান্নাঘরের জান্‌লা বন্ধ করতে গিয়েছিল। সেই জান্‌লার ঠিক নীচে যে ছোট্ট একটা ছাদ ছিল, সেই ছাদের উপর লাফিয়ে পড়লেম।

২

এই ছাদগুলো কি সুন্দর! ধারে ধারে বড় বড় নর্দ্দামা; তার থেকে সুমধুর গন্ধ আস্‌ছে। আমি আহ্লাদের সহিত এই সব নর্দ্দামার ভিতর দিয়ে চল্‌তে লাগলেম—এক জায়গায় একটা সুন্দর কাদায় আমার পা ডুবে গেল—এই কাদার মাধুর্য্য ও উষ্ণতা কথায় ব্যক্ত করা যায় না। মনে হচ্ছিল, যেন আমি মখমলের উপর দিয়ে চল্‌চি। সূর্য্যের বেশ একটা উত্তাপ গায়ে লাগচে—সেই উত্তাপে গায়ের চর্ব্বি যেন গলে পড়ছে।

এ কথা তোমার কাছে আমি গোপন করব না, আমার সর্ব্বাঙ্গ থর থর করে' কাঁপছিল। আমার আনন্দের মধ্যে একটা ভয়ের ভাব ছিল। বিশেষতঃ আমার মনে পড়ে, আমি এমন ভয় পেয়েছিলুম যে, আর একটু হ'লে আমি নীচে মেঝের উপর পড়ে' যেতাম। তিনটে বেড়াল—যারা একটা বাড়ীর ছাদ থেকে গড়িয়ে পড়েছিল—তারা ভীষণভাবে 'ম্যাও ম্যাও' শব্দ করতে করতে আমার কাছে এসে পড়ল। আমি প্রায় মূর্চ্ছা যাবার মত হয়েছি দেখে তারা আমাকে নির্ব্বোধ মনে করে আমার সঙ্গে সেই রকম ব্যবহার করতে লাগল। আমাকে বল্লে, 'শুধু মজা করবার জন্য আমরা ঐ রকম ম্যাও ম্যাও শব্দ করছিলাম।' তখন আমিও তাদের সঙ্গে 'মিউ মিউ' করতে লাগলেম। সে ভারী মজার। এই আমুদে বেড়ালদের গায়ে আমার মত বিশ্রী চর্ব্বি ছিল না।

এই আমুদে দলের একটা বুড়োবেড়ালের সঙ্গে আমার খুব ভাব হ'ল। সে বল্লে, 'আমায় শিক্ষা সম্পূর্ণ করে' দেবে?'—আমি কৃতজ্ঞতার সহিত এ প্রস্তাবে রাজি হলেম।

খুড়ী-মার সেই আরামের শয্যা হ'তে এখন আমি কত দূরে! আমি নর্দ্দামাতেই আহারাদি করতে লাগলেম। এখানকার চিনি দেওয়া দুধ আমার এমন মিষ্টি লাগল—এ রকম আমি আর কখনও খাই-নি। এখানকার সবই ভাল—সবই সুন্দর মনে হ'তে লাগল। এই সময় একটা মাদী বেড়াল আমার পাশ দিয়ে গেল—মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব সুন্দরী!—তার মেরুদণ্ড কেমন নমনীয়! এই রকম অপূর্ব্ব সুন্দরী-দের আমি কেবল স্বপ্নেই দেখেছি। আমি ও আমার তিন সঙ্গী আমরা তাকে অভিবাদন করবার জন্য, তার কাছে ছুটে গেলেম।

আমি সকলের আগে ছিলেম—দু'একটা প্রশংসার কথা সুন্দরীকে বলতে যাচ্চি, এমন সময়—আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন, আমার ঘাড়ে এক কামড় দিলে। কামড় খেয়ে আমি চীৎকার করে' উঠ্‌লেম।

বুড়ো বেড়ালটা আমাকে একদিকে টেনে নিয়ে বল্লে;—'ফোঃ' এ রকম সুন্দরী আরো ঢের মিল্‌বে।'

৩

একঘণ্টাকাল ঘোরাঘুরি করে' আমার ভয়ানক ক্ষিধে পেল।

আমি আমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেম—

'বাড়ীর ছাদের উপর খাবার কি আছে?' বন্ধু বিজ্ঞভাবে উত্তর করলেন:—

'যা পাওয়া যায় তাই।'

উত্তরটা আমার ভাল লাগ্‌ল না। আমি খুব খোঁজাখুঁজি করেও কিছুই পেলেম না। শেষে দেখতে পেলেম, এক কোঠার ছাদের অধঃস্থ ঘরে, অল্পবয়স্ক এক মজুরণী মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করছে। জানলার নীচে একটা টেবি-লের উপর ক্ষুধা-উদ্রেককারী একটা টুক্‌টুকে 'কাটলেট্' রয়েছে। আমি সরল অন্তঃকরণে মনে মনে ভাবলেম—আমার ঠিক মনের মতন হয়েছে। আমি তখনি টেবিলের উপর লাফিয়ে পড়ে'—কাট-লেট্‌টা খেতে গেলেম। স্ত্রীলোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে আমার শির-দাঁড়ায় ঝাড়ু দিয়ে খুব এক ঘা বসিয়ে দিলে। আমি মুখ থেকে মাংসটা ফেলে দিয়ে দে ছুট। বুড়ো বেড়ালটা আমাকে বল্লে,—'তোমার নিজ গাঁয়ের বাইরে যাও কেন? টেবি-লের উপর মাংস রাখা হয়, দূর থেকেই তার ঘ্রাণেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মাংস পেতে হ'লে নর্দ্দমা খুঁজতে হয়।'

'রান্নাঘরের মাংসের উপর যে বেড়ালের অধি-কার নেই, এ-কথা আমি কখনই বুঝতে পারি নি। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলছিল।' বুড়ো বেড়ালটা বল্লে—'রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।' আমি হতাশ হয়ে পড়লেম। তার পর রাস্তায় নেমে জঞ্জালের ঢিবিগুলো খুঁজে দেখতে হবে। রাত্রি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা! ও তো কঠোর তত্ত্বজ্ঞানীর মত বেশ শান্তভাবে আমাকে উপদেশ দিলে। কিন্তু লম্বা উপোস করতে হবে মনে করেই যে আমার মাথা ঘুরচে—আমার মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে।

৪

ধীরে ধীরে রাত্রি এসে পড়ল। টিপ্‌টিপ্ করে' বৃষ্টি হচ্ছিল। খুব শীত করতে লাগল। তার পর মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল—বৃষ্টির ধারাগুলা খোঁচা খোঁচা অন্তর্ভেদী, দমকা বাতাসের যোগে যেন চাবুক মারছিল। একটা সিঁড়ি দিয়ে আমরা নামলেম। রাস্তাটা এমন বিশ্রী মনে হ'ল, কি বলব! সেখানে আর রদ্দুরের তাপ নেই, রদ্দুর-লাগা গরম ছাদে গিয়ে যে একটু রোদ পোয়াবো, তার জো নেই। তেলা বাঁধানো রাস্তার উপর আমার পা পিছ্‌লে যাচ্ছিল, তখন আমার সেই তিন ফের দেওয়া লেপ, আমার সেই পালোকের গদি মনে পড়ল।

রাস্তায় পৌছিয়েই আমার বন্ধু বুড়ো বেড়াল থরথর করে' কাঁপতে লাগলো। তার পর সে শরী-রকে কুঞ্চিত করে' খুব ছোটো হয়ে, বাড়ীগুলো ঘেঁসে ঘেঁসে ছুটে চল্‌তে লাগলো। আর আমাকে বল্লে, শীগ্‌গীর তার পিছনে আসতে। একটা গাড়ীর দরজা সামনে পেয়ে তার ভিতর আমরা তাড়াতাড়ি ঢুকে লুকিয়ে রইলুম ও আনন্দে রোঁয়া ফুলিয়ে ঘড়

ঘড় শব্দ করতে লাগলেম। আমি জিজ্ঞাসা করলেম, আমাদের পালাবার কারণটা কি? সে বল্লে:—

'একটা ঝুড়ি ও একটা আঁকড়া লাগানো ছড়ি হাতে একজন লোককে দেখো-নি কি?'

'হাঁ, দেখেছিলেম।

'আচ্ছা! সে যদি আমাদের দেখতে পেতো, তা হ'লে নির্ঘাত আমাদের মাথায় সেই লাঠির বাড়ি মারতো। আর আমাদের পুড়িয়ে খেয়ে ফেলতো!' আমি বলে' উঠ্লেম:—"আমাদের পুড়িয়ে খেয়ে ফেলতো! তা হ'লে, রাস্তাও আমাদের না? আমরা খেতে পাচ্চিনে, ওরা উল্টে আমাদেরই খেয়ে ফেলবে?'

যা হোক, লোকেরা তাদের দরজার সম্মুখে জঞ্জাল জড়ো করে' রেখেছিল। আমি হতাশ হয়ে সেই জঞ্জালরাশি তন্ন তন্ন করে' খুঁজে দেখলেম। আমি দুই তিনটে মাংসহীন হাড় পেলেম—পোড়া কাঠের সঙ্গে এসে পড়েছিল। তখন আমি বুঝতে পারলেম, তাজা যকৃৎ কেমন রসালো! আমার বন্ধু বুড়ো বেড়াল মিস্ত্রীদের মত জঞ্জালের উপর নোখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলো। সকাল পর্য্যন্ত সে আমাকে দৌড় করিয়েছিল—ব্যস্ত না হয়ে প্রত্যেক পাকা রাজপথে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করছিলেম। প্রায় ১০ ঘণ্টা আমি বৃষ্টিতে ভিজেছিলেম। আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছিল। চুলোয় যাক্ রাস্তা! চুলোয় যাক্ স্বাধীনতা! তখন আমার সেই কারাগারে যেতে আমি কতই লালায়িত হলেম।

ভোরের বেলা, বুড়ো বেড়ালটা আমার পা টানছে আর একটা অদ্ভুত মুখের ভঙ্গী করে' আমাকে জিজ্ঞাসা করলে:—

'তোমার সাধ মিটেছে কি? আমি উত্তর করলেম:—

'হাঁ।'

'তুমি কি বাড়ী যেতে চাও?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু বাড়ীটা খুঁজে যাব কেমন করে'?'

'আমার সঙ্গে এসো। আজ সকালে তোমার মত মোটা বেড়ালকে দেখে, আমি ঠিক বুঝতে পারলেম, স্বাধীনতার কঠোর আনন্দ তোমাদের জন্য নয়। তোমার বাসা আমি চিনি। আমি দরজা পর্য্যন্ত তোমাকে পৌঁছে দেবো।'—এই কথা সে সাদাসিধে ভাবে বল্লে। যখন আমরা পৌঁছলেম, সে মনের আবেগ কিছুমাত্র প্রকাশ না করে' শুধু বল্লে:—

'আসি তবে। বিদায়!' আমি বলে' উঠলেম:—

'না, তা হবে না। এই রকম করে' বিদায় নিলে চলবে না। আমার সঙ্গে তোমায় আসতে হবে, এক শয্যা এবং এক খাদ্য মাংস আমার সঙ্গে ভাগাভাগি করতে হবে। আমার মনিব খুব ভালো। মেয়েমানুষ…'সে আমার কথা শেষ করতে দিলে না:—

'চুপ কর। তুমি অতি নির্ব্বোধ। তোমার পালোকের গদির ভিতরে থাকলে আমি মরে' যাব। গোলাম জাতের বেড়ালদের পক্ষে তোমার ধরণের সংসারযাত্রা ভালো। একটা কারাগারের মূল্য দিয়ে, স্বাধীন বেড়ালরা তোমার শয্যা, তোমার খাদ্য কখনই ক্রয় করবে না। বিদায়!'

সে আঁচড়-পাঁচড় কেটে আবার ছাদের উপর উঠে পড়ল। আমি দেখতে পেলেম—তার পাতলা দেহ-যষ্টি উদীয়মান সূর্য্যের আলোয় কাঁপছে। যখন আমি বাড়ী ঢুকলেম, তোমার খুড়ীমা আমাকে চাবুক দিয়ে পিটিয়ে দিলেন—অতি আনন্দের সহিত আমি সেই প্রহার সহ্য করলেম। প্রহারের সঙ্গে সঙ্গে গরম হবার সুখটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগলেম। যখন তিনি আমাকে প্রহার করছিলেন, তখনি আবার তিনি আমাকে মাংস খেতে দেবেন, আর সেই মাংস খাবার যে কত সুখ, আমার কেবল তাই মনে হচ্ছিল।

আগুনের কাছে চার পা ছড়িয়ে দিয়ে আমার বেড়াল শেষে আমাকে এই কথা বল্লে:—'দেখুন প্রভু, যে ঘরে খাদ্য থাকে, সেই ঘরে বদ্ধ হয়ে থাকা আর মার খাওয়া—এই হচ্ছে প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত স্বর্গ।'

আমি বেড়ালের মুখপাত্র হয়ে এই কথা বলছি।"

ভারতী—১৩৩১।

শেষ পাঠ

(আলফঁাস দোদের ফরাসী গল্প)

সে দিন সকালে স্কুলে যাবার জন্য খুব দেরী করে' বাড়ী থেকে ছাড়লেম। সে দিন ধমক্ খাবার ভয় ছিল ; কেননা, মাষ্টার মশায় হামেল্-সাহেব আগেই বলে' রেখেছিলেন—প্রত্যয়াস্ত পদ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্ন করবেন। আমি তার প্রথম বর্ণও জানতেম না। একবার আমি ভাবলেম, পালিয়ে যাই, পালিয়ে গিয়ে দিনটা বাহিরে-বাহিরেই কাটিয়ে দিই। আজ দিনটা বেশ গরম ও উজ্জ্বল। বনভূমির ধারে ধারে পাখীরা কেমন গান করছে। আর করাৎ যাঁতা-ঘরের পিছনে খোলা ময়দানে প্রুশীয় সৈনিকদের অঙ্গচালনার শিক্ষা চলছে। প্রত্যয়াস্ত পদের চাইতে এ-সব বেশী লোভনীয় হলেও আমার আত্মদমনের বল ছিল—আমি তাড়াতাড়ি স্কুলে চলে' গেলেম।

নগর-দালানের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিলেম, তখন দেখলেম, সেখানে সরকারী বিজ্ঞাপন-তক্তির সম্মুখে একটা ভীড় জমেছে। আমাদের দুই বৎসরের যত খারাপ খবর ঐখান থেকেই এসেছিল। যুদ্ধের পরাজয় সংবাদ, বলপূর্ব্বক সৈন্য সংগ্রহ, সেনা-নায়কের হুকুম ইত্যাদি। আমি না থেমে মনে মনে ভাবলেম :—

"না জানি এখন কি ব্যাপার চল্‌চে ?"

আমি যখন ঐখান দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছি-লেম,—তখন কামার "বাখতের" ও তার শিক্ষানবীশ, বিজ্ঞাপনের হুকুমগুলো পড়ছিল। "বাখতের" আমাকে ডেকে বল্লে,—"অত ছুটে চোলো না ছোকরা ; স্কুলে ঠিক সময়ে পৌঁছবে—যথেষ্ট সময় আছে।"

আমি মনে করলেম, আমাকে নিয়ে বুঝি মজা করছে। আমি থামলেম না, আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে মাষ্টার মশায়ের ছোট বাগানটিতে এসে পৌঁছলেম।

সচরাচর যখন স্কুল বসে, তখন খুব হুড়োহুড়ি হয়, সে শব্দ রাস্তা থেকেও শোনা যায় ; ডেস্কো বন্ধ করা হচ্ছে, ডেস্কো খোলা হচ্ছে, পোড়োরা সমস্বরে পাঠ আবৃত্তি কর্‌চে—খুব উচ্চস্বরে আবৃত্তি কর্‌চে—তা বোঝবার জন্য হাত দিয়ে কাণ ঢাক্‌তে হচ্ছে ; আর মাষ্টার মশায় তাঁর মস্ত "রুলটা" দিয়ে টেবিলে ঘা মারচেন। কিন্তু এখন সমস্তই নীরব নিস্তব্ধ। আমি মনে করেছিলেম, গোলমালের সুযোগে আমি আস্তে আস্তে আমার ডেস্কে গিয়ে বসব—কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। জানালার ভিতর দিয়ে দেখলেম, আমার সহপাঠীরা তাদের জায়গায় বসে' গেছে—আর মাষ্টার মশায় বগলের ভিতর ভীষণ লোহার রুল-গাছটা রেখে, ঘরের ভিতর লম্বালম্বি পায়চালি করছেন। দরজাটা আমায় খুলতে হ'ল, আর খুলে সকলের সম্মুখ দিয়েই যেতে হ'ল। বেশ বুঝ্‌তেই পারচ,—আমার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল, আর আমার কি ভয়ই হচ্ছিল।

কিন্তু যা মনে করেছিলেম, সে রকম কিছুই হ'ল না। মাষ্টার মশায় আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে সদয়ভাবে বল্লেন,—"যা, তোর জায়গায় গিয়ে শীগ্‌গির বসে' নে। তোর অনুপস্থিতিতেই আমার কাজ আরম্ভ কর্‌তে যাচ্ছিলাম।"

আমি বেঞ্চি টপ্‌কে, আমার ডেস্কে গিয়ে বস্‌লেম। আমি আগে লক্ষ্য করি নি, কিন্তু আমার ভয়টা ভেঙ্গে গেলেই লক্ষ্য করলেম,—মাষ্টার মশায় আজ একটি সুন্দর সবুজ কোর্ত্তা পরেছেন, কোঁচকানো কামিজ পরেছেন, কালো রেশমের ছোট একটি টুপি পরে-ছেন— সমস্তেই চিকণের কাজ। এরকম সাজ-সজ্জা "ইন্‌স্পেকশান" ও "প্রাইজের" দিন ছাড়া আর কখনও তাঁকে করতে দেখি নি। তা ছাড়া, আজ সমস্ত স্কুলটা আমার চক্ষে কেমন অদ্ভুত ঠেক্‌ছিল, কেমন যেন গম্ভীর বলে' মনে হচ্ছিল। সব চেয়ে আমার মনে হ'ল, পিছনের যে সব বেড়া পূর্ব্বে খালি থাক্‌ত, আজ দেখলেম, তার উপর গ্রামের লোকেরা চুপচাপ করে' বসে' আছে। পূর্ব্বেকার পঞ্চায়তের সর্দ্দার বুড়ো "হাউজার" তিন-কোণা টুপি মাথায় ; আগেকার "পোষ্টমাষ্টার" ;—তা ছাড়া আরও অন্য লোক রয়েছে। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ।

হাউজার একটা প্রথম-পাঠ্য পুস্তক সঙ্গে এনেছিল —সেই পুস্তকটা তার হাঁটুর উপর খুলে রেখেছিল—

নার সেই পুস্তকের পাতার উপর তার চস্‌মাটা ছিল।

এই সব দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম—এমন সময় মাষ্টার মশায় তাঁর চৌকিটার উপর উঠে দাঁড়ালেন এবং খুব গম্ভীর শান্ত স্বরে বল্লেন,—'বৎসগণ! এই শেষ পাঠ আমি তোদের দেব। বার্লিন থেকে হুকুম এসেছে, 'আল্‌সাস্' ও 'লোরেনের' স্কুলে জর্ম্মান শেখানো হবে। কাল একজন নূতন শিক্ষক এখানে আসবে। আজ তোদের এই শেষ ফরাসী পাঠ। আজ তোরা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়।"

এই কথাগুলো আমার যেন বজ্রাঘাতের মত মনে হ'ল! হতভাগারা নগর-দালানে বুঝি এই বিজ্ঞাপনটা লটকে দিয়েছে!

আমার শেষ ফরাসী-পাঠ! আমি যে অক্ষর লিখ্‌তেও শিখিনি! আর আমি শিখ্‌তে পাব না! আমার শেখা তবে এইখানেই শেষ হ'ল! আমার এখন ভারী দুঃখ হচ্চে, কেন আমি আগে পড়ায় মন দিই নি; পাখীর ডিম চুরি করে' নদীতে জমাট্ বরফের উপর পিছলিয়ে পিছলিয়ে চলেই এতদিন বৃথা সময় নষ্ট করেছি! কিছু আগে, যে কেতাব আমার কাছে একটা উৎপাত বলে' মনে হ'ত, বয়ে' নিয়ে যেতে ভার বোধ হ'ত—এখন সেই ব্যাকরণ, সেই সাধুদের ইতিহাস আমার পুরাণো বন্ধু বলে' মনে হ'তে লাগ্‌ল। আমি আর তাদের ছাড়তে পারছিলাম না। আর মাষ্টার মশায় চলে' যাচ্চেন, তাঁকে আর দেখ্‌তে পাব না—এই কথা মনে করে' তাঁর রুল-গাছার কথা একেবারেই ভুলে গেলেম—আর ভুলে গেলেম, তিনি কি ভয়ানক বাতিকগ্রস্ত লোক ছিলেন।

বেচারা! তিনি এই শেষ-পাঠ দেবার খাতিরেই রবিবারের মত সুন্দর সাজসজ্জা করে' এসেছেন। এখন বুঝতে পারচি, বৃদ্ধ লোকেরা কেন এই ঘরের পিছনে বসে' আছে। তাদের দুঃখ হচ্ছিল, কেন তারা আগে স্কুলে পড়তে আসে নি। মাষ্টার মশায় চল্লিশ বৎসর ধরে' নিজের কর্ত্তব্য যে ঠিক্‌মত করে' এসেছেন, এর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে এবং যে দেশ এখন আর তাদের নয়, সেই দেশের জন্য সম্মান দেখাতেই তারা এইখানে জড়ো হয়েছে।

আমি যখন এই সব কথা ভাবছিলেম, আমার নাম ডাক হ'ল। এইবার আমার আবৃত্তি কর্‌বার পালা। আমি প্রত্যয়ান্তপদের নিয়মটা যদি স্পষ্ট করে' উচ্চস্বরে একটুও ভুল না করে' বল্‌তে পারতেম, তা হ'লে বড় খুসী হতেম। কিন্তু প্রথম থেকেই আমার মাথা ঘুলিয়ে গেল, একটা বর্ণও বল্‌তে পারলেম না—ডেক্সটা ধরে' রইলেম—আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল—উপরদিকে তাকাতেও সাহস হচ্ছিল না। তখন মাষ্টার মশায় আমাকে বল্লেন;—বৎস! আমি তোকে ধমকাবো না। এমনই ত তোর যথেষ্ট কষ্ট হচ্চে। ব্যাপারখানা এখন দাঁড়িয়েছে এই:—প্রতিদিন আমরা মনে মনে ভাবতেম"—'আমাদের হাতে যথেষ্ট সময় আছে। আজ-না-কাল পাঠ অভ্যাস করব।' এখন দ্যাখ, আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি। আল্‌সাসের বিপদ যত ঐখানেই। সবাই কালকের জন্য লেখাপড়া স্থগিত রাখ্‌তে চায়। ঐ সব লোক যারা ঐখানে বসে' আছে, তারা এখন তোকে এই কথা বেশ বল্‌তে পারে;—'এ কি রকম? তুই ফরাসী বলে' পরিচয় দিস্, অথচ তোর নিজের ভাষায় পড়তেও পারিস্ নে—লিখ্‌তেও পারিস্ নে?' তবে, তুই-ই যে শুধু দোষী, তা নয়। আমাদেরও অনেকটা দোষ আছে।

তোর শিক্ষার জন্য তোর অভিভাবকদের তেমন চাড় ছিল না। তাঁরা বরং পছন্দ করতেন, তুই কোন ক্ষেত-বাড়ীতে কিংবা কোন কারখানায় কাজ করিস্—যাতে ঘরে কিছু পয়সা আসতে পারে। আর আমি? আমারও দোষ ছিল। পাঠ-অভ্যাসের বদলে অনেক সময় আমার ফুলগাছে জল দেবার জন্য তোদের কি আমি পাঠাই নি? আর আমি যখন মাছ ধরতে যেতেম, তখন কি তোদের আমি ছুটি দিতেম না?"

তার পর মাষ্টার মশায়, ক্রমশঃ ফরাসী ভাষার কথা পাড়লেন। তিনি বল্লেন, অমন সুন্দর ভাষা পৃথিবীতে আর একটিও নাই—সব চেয়ে স্পষ্ট, সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত। এই ভাষাকে আমাদের বজায় রাখ্‌তেই হবে—ভুললে চলবে না। কারণ, যখন কোন দেশের লোক দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তখন যতদিন তারা নিজের ভাষাকে আঁকড়ে ধরে' থাকতে পারে, ততদিন যেন তাদের হাতে কারাগারের চাবিটা থেকে যায়। তার পর তিনি ব্যাকরণ খুলে একটা

পাঠ পড়ে' শোনালেন। কি আশ্চর্য্য! আমি বেশ বুঝতে পারলেম। তিনি যা বল্লেন, তা এমন সোজা মনে হ'ল! এটাও আমার মনে হয়, আমি পূর্ব্বে কখনই পাঠে এতটা মনোযোগ দিই নি—আর মাষ্টার মশায়ও এমন ধৈর্য্যের সঙ্গে সমস্ত আমাদের বুঝিয়েছিলেন, মনে হ'ল, বেচারী চলে' যাবার আগে, তাঁর সমস্ত বিদ্যে আমাদের মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দেবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

ব্যাকরণের পর হাতের লেখা আরম্ভ হ'ল। সে দিন মাষ্টার মশায় আমাদের জন্য সুন্দর গোল-গোল ছাঁদের অক্ষরে লেখা আদর্শ-লিপি তৈরী করে' এনেছিলেন। France, Alsace, France, Alsace। স্কুল-ঘরের সর্ব্বত্র এই লেখাগুলো ডেস্কের মাথার উপর একটা কাঠি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল—ওগুলো ছোট ছোট নিশেনের মত দেখতে হয়েছিল। তুমি যদি দেখ্‌তে, সবাই কেমন কাজে লেগে গিয়েছিল,—আর সব কেমন চুপচাপ! শব্দের মধ্যে কাগজের উপর শুধু কলমের খচ খচ শব্দ। একবার কতকগুলো আর্সুলা ঘরের ভিতর উড়ে এসেছিল; কেউ তাদের দৃক্‌পাতও করলে না। এমন কি, খুব ছোট ছেলেরা যারা একটা নক্সায় দাগা বুলোচ্ছিল, তারাও মনে করছিল যেন ফরাসী শিখছে। ছাদের উপর পায়রারা নীচু স্বরে "বক্‌বকম্‌-বক্‌বকম্‌" করছিল; আমি মনে মনে ভাবলেম,—"এই পায়রাদেরও কি ওরা জর্ম্মান ভাষায় ওদের বুলি বলাতে বাধ্য করবে?"

যখন আমি লেখায় ক্ষান্ত হয়ে এক একবার উপরদিকে চোখ তুলছিলেম, তখনই দেখতে পাচ্ছিলেম, মাষ্টার মশায় নিশ্চলভাবে চৌকির উপর বসে' আছেন; একবার এটার দিকে, একবার ওটার দিকে তাকাচ্ছেন—তাঁর ছোট্ট স্কুল-ঘরটি কেমন দেখাচ্চে—শুধু তাই দেখবার জন্য। ভেবে দেখ! চল্লিশ বৎসর ধরে' তিনি একই জায়গায় বসেছেন—জানলার বাহিরে তাঁর বাগানটি—আর সম্মুখে তাঁর পোড়োরা। কেবল, ডেস্কো ও বেঞ্চগুলো ক্ষয় হয়ে গেছে; বাগানের আখরোট গাছগুলো আরও লম্বা হয়েছে; আর "হপ-লতা" যা তিনি নিজের হাতে পুতেছিলেন, জানলায় জড়িয়ে জড়িয়ে ছাদ পর্য্যন্ত উঠেছে। এই সমস্ত ছেড়ে যেতে হবে মনে করে' বেচারীর বুক ফেটে যাচ্ছিল। উপরতলার এক ঘরে তাঁর ভগিনী জিনিসপত্র বাক্‌সোবন্দি করছিলেন, তার শব্দ তাঁর কাণে আসছিল কেননা, তার পরদিনই তাঁদের দেশ ছেড়ে যেতে হবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পাঠ নেবার সাহস তাঁর ছিল। হাতের লেখা হয়ে গেলে ইতিহাসের পাঠ আরম্ভ হ'ল, তার পর কচি ছেলেরা "বি—এ বে, "বি-ও বো" বি আই—বি" এই রকম সুর করে' আবৃত্তি করতে লাগল। ঐ ওখানে—ঘরের পিছন দিকে বুড়ো "হাউজার" চস্‌মা নাকে দিয়ে, প্রথম-পাঠ্য পুস্তকটা হাতে নিয়ে, তাদের সঙ্গে অক্ষর বানান করছিল। দেখতে পেতে, সেও শেখবার চেষ্টা করছিল; আবেগ-ভরে তার স্বরটা কাঁপছিল,—আমাদের এমন মজা মনে হচ্ছিল,—আমরা হাস্‌ব কি কাঁদবো, ভেবে পাচ্ছিলেম না। আমার এখনো বেশ মনে আছে—সেই শেষ পাঠটা!

হঠাৎ গির্জার ঘড়িতে ১২টা বাজলো! তার পরেই উপাসনা! ঠিক এই সময়ে অস্ত্রচালনার শিক্ষাক্ষেত্র হ'তে প্রুশীয় সৈনিকেরা ফিরে এসে আমাদের জান্‌লার নীচে তুরী নিনাদ করলে। পাণ্ডুবর্ণ-মুখ মাষ্টার মশায় তাঁর চৌকীর উপর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁকে এত লম্বা বলে' আমার আর কখনো মনে হয় নি। তিনি বল্লেন:—

"বন্ধুগণ! আমি—আমি" কিন্তু কি-যেন একটা গলায় আট্‌কে গেল—আর বলতে পারলেন না।

তার পর কালো-তক্তির দিকে ফিরে, যত বড় অক্ষরে পারেন, এই কথাগুলি লিখলেন:—

"চিরজীবী হোক ফ্রান্স!"

তার পর থেমে, দেয়ালের গায়ে মাথা ঠেস দিয়ে একটি কথাও না বলে' শুধু হস্তভঙ্গীর দ্বারা আমাদের জানালেন;—"স্কুল শেষ হয়ে গেল—তোমরা যেতে পার!"

ভারতী, ১৩৩১ সাল।

বার্লিনের অবরোধ

(আলফঁস্ দোদের ফরাসী হইতে)

ডাক্তার "ভি"-র সঙ্গে "শাঁজ্-এলিজে" দিয়ে যেতে যেতে, গোলা-বিদ্ধ দেয়াল থেকে, ছররা-গুলী-সমাকীর্ণ পথের বাঁধানো রাস্তা থেকে, আমরা অবরুদ্ধ প্যারীর ইতিহাস সংগ্রহ করছিলেম। "প্লাস্ দ্য লেতোয়াল"এ পৌঁছিবার ঠিক্ আগে ডাক্তার থাম্লেন,—থেমে, আর্ক দ্য ত্রিয়ঁফ্-এর চারিধারে, কোণের যে-বাড়ীগুলো জাঁকালো-ভাবে পুঞ্জীকৃত রয়েছে, তার একটা বাড়ী আঙ্গুল দিয়ে আমাকে দেখালেন। তিনি বল্লেন :—

"দেখ্তে পাচ্ছ কি, ঐ উপরের বারান্দায় ৪টা বন্ধ জান্লা? আগষ্ট মাসের আরম্ভে, সেই বিপৎ সঙ্কুল ১৮৭০ অব্দের আগষ্ট মাসে, মৃগীরোগগ্রস্ত এক রোগীকে দেখ্বার জন্য আমাকে ডাকা হয়েছিল। সে রোগী—কর্ণেল জুভ, "প্রথম-সাম্রাজ্যের" আমলের একজন বর্ম্মধারী অশ্বারোহী সৈনিক,—যশোলাভের জন্য, মাতৃভূমির জন্য একেবারে উন্মত্ত। যুদ্ধের আরম্ভে, "শাঁজ্-এলিজের" ভিতর, সে একটা বাড়ীর গবাক্ষ-ওয়ালা একপ্রস্থ কাম্রা ভাড়া করে' রেখেছিল;—কি জন্যে জান?—আমাদের সৈন্যদের বিজয়-প্রবেশ সেখান থেকে দেখ্বে বলে'। বৃদ্ধ বেচারা! আহারান্তে টেবিল থেকে উঠ্ছে, এমন সময় (Wissembourg) উইসেম্বুর্গের সংবাদটা এসে পৌঁছিল। সংবাদপত্রের পাদদেশে লুই-নেপোলিয়ানের নাম-স্বাক্ষরিত পরাজয়-সংবাদটা পাঠ করে'ই সৈনিক মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্ল।

"আমি গিয়ে দেখ্লেম, বৃদ্ধ অশ্বারোহী, ঘরের মেজের উপর সটান পড়ে' আছে, মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, আর একেবারে স্পন্দহীন; লাঠির আঘাতে যেরকম হয়, ঠিক সেইরকম। দাঁড়ালে খুব লম্বা বলে' মনে হ'ত—কিন্তু এখন শুয়ে আছে, তবু শরীরটা প্রকাণ্ড বলে' মনে হচ্ছে। সুন্দর মুখাবয়ব, সুন্দর দন্ত-পাঁতি, কোঁকড়া কোঁকড়া সাদা চুল। বয়স ৮০ বৎসর, কিন্তু দেখ্তে মনে হয়, ৬০এর বেশী না। তার পাশে, তার পৌত্রী নতজানু হয়ে আছে—চোখ দুটি জলে ভরা। পিতামহের সঙ্গে তার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তফাতের মধ্যে একজনের মুখশ্রী জরা-জীর্ণ, আর-একজনের মুখশ্রীতে বেশ একটা নবীনতা আছে, একটা উজ্জ্বলতা আছে।

মেয়েটিকে দেখে আমার বড় কষ্ট হ'ল। সৈনিকের কন্যা ও সৈনিকের পৌত্রী। কেননা, তার পিতা মাক্-মহনের খাস্ পার্শ্বচরদের মধ্যে একজন ছিল। বৃদ্ধ মেয়েটির সম্মুখে প্রসারিত; মেয়েটির মনে আর-একটি ভয় জেগে উঠেছে। আমি তাকে আশ্বস্ত করবার জন্য অনেক চেষ্টা কর্লেম,—আসলে যদিও আমারও কোন আশা ছিল না। ফুসফুসের রক্তস্রাব আট্কাবার জন্য আমরা চেষ্টা কর্ছিলেম—৮০ বৎসর বয়সে এ-রকম রক্তস্রাব হ'লে বাঁচবার কোন আশা থাকে না।"

তিন দিন ধরে' রোগী সেই একই অবস্থায় ছিল—নিস্পন্দ, নিশ্চল। ইতিমধ্যে রাইখ্‌শোফেনের সংবাদটা এল—মনে আছে ত, সে কি অদ্ভুত সংবাদ! সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদেরই একটা বড়রকম জয় হয়েছে বলে' আমরা বিশ্বাস করেছিলেম।—২০ হাজার প্রুশীয় নিহত, আর প্রুশীয়ার যুবরাজ বন্দী।

"বেচারা রোগী—যে এ পর্য্যন্ত বাহিরের ঘটনার প্রতি বধির ছিল—কি চুম্বকশক্তির প্রভাবে এই জাতীয় আনন্দের প্রতিধ্বনি তার কাণে এসে পৌঁছিল, তা আমি বল্তে পারিনে। কিন্তু সেই রাত্রে তার শয্যার পাশে এসে দেখি, সে যেন আর-এক মানুষ। তার চোখ প্রায় সাফ্ হয়ে গেছে, কথা কইতে আর ততটা কষ্ট হচ্ছে না; মুখে একটু হাসির রেখা দেখা দিয়েছে—আর তোৎলার মতন কথা কচ্ছে :—

"জয়, জয়"।

"হাঁ কর্ণেল, একটা বড়রকমের জয়। তার পর যখন মাক্-মাহনের বিজয়-কীর্ত্তির খুঁটিনাটি বর্ণনা কর্তে লাগ্লেম, তখন তার মুখশ্রী শিথিল হয়ে এল, তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্ল।"

"আমি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম, রোগীর নাত্নী আমার জন্য অপেক্ষা কর্‌ছিল—তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌ছে!" আমি তার হাত-দুটি ধরে' বল্‌লেম :—

"কর্ণেল রক্ষা পেয়েছে।"

আমার কথার উত্তর দিতে মেয়েটির সাহস হ'ল না। একটু আগে যুদ্ধের আসল খবরটা পাওয়া গেছে। মাক্‌-মাহন পলাতক, সমস্ত ফরাসী-বাহিনী নিষ্পেষিত। একটা আতঙ্কের ভাবে আমরা পরস্পরের মুখের পানে তাকাতে লাগ্‌লেম। মেয়েটি দাদামশায়ের জন্য উৎকণ্ঠিত, আর থর্‌থর্ করে' কাঁপ্‌ছে। নিশ্চয়ই এই নূতন ধাক্কাটা তিনি আর সামলাতে পারবেন না। এখন তবে উপায় কি? যে-সংবাদ তাঁকে পুনর্জ্জীবিত করে' তুলেছে—সেই সংবাদের বিভ্রমটাই তিনি তবে এখন উপভোগ করুন। তবে কি না, তাঁকে আমাদের প্রতারণা কর্‌তে হবে। সাহসী মেয়েটি বল্‌লে :—

"আচ্ছা, তবে আমিই তাঁকে প্রতারণা করব।" এই কথা বলে' তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে' ফেলে', হাস্য-বদনে তার পিতামহের ঘরে প্রবেশ কর্‌লে।

মেয়েটি নিজেই এই শক্ত কাজের ভারটা নিয়েছে। প্রথম কয়েক দিন, এ-কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, কেননা, বৃদ্ধের মস্তিষ্ক তখন দুর্ব্বল ছিল—ছোট ছেলের মত সে যা-তা বিশ্বাস কর্‌ত। কিন্তু স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাটা পরিষ্কার হ'য়ে এল। রোজকার সংবাদ তাকে শোনানো আবশ্যক হ'ত, বানিয়ে বানিয়ে নূতন খবর বল্‌তে হ'ত। সুন্দরী মেয়েটি রাত-দিন একটা জার্ম্মানীর ম্যাপের উপর ঝুঁকে রয়েছে—দেখ্‌লে কষ্ট হয়। ছোট ছোট নিশেন দিয়ে ম্যাপটা সে চিহ্নিত কর্‌ত—বিজয়-যাত্রার পথে বাজেন বার্লিনের দিকে অগ্রসর হয়েছে, ফ্রশার্ড ব্যাভেরিয়ায় আছে, মাক্‌-মাহন বাল্টিক সমুদ্রের উপর ইত্যাদি। এই সব বিষয়ে সে আমার পরামর্শ নিত; আমার সাধ্যমত আমি তাকে সাহায্য করতেম। কিন্তু এই কাল্পনিক যুদ্ধ-বিগ্রহের ব্যাপারে ওর পিতামহের কাছ থেকেই আমরা বেশী সাহায্য পেতেম। প্রথম সাম্রাজ্যের আমলে ফরাসীরা কতবার জার্ম্মানী জয় করেছে—তাই বৃদ্ধ আগু-থাকৃতেই যুদ্ধের সব চাল জান্‌ত। 'এখন ওদের ঐখানে যাওয়া উচিত। এইবার ওরা এইরকম কর্‌বে।' তাঁর ভবিষ্যদ্‌-বাণী সফল হচ্ছে দেখে তার মনে মনে বেশ একটা গর্ব্ব হ'ত। দুর্ভাগ্যক্রমে, আমরা যতই নগর দখল করি বা কোন যুদ্ধে জয়লাভ করি না কেন—তাতে তার মন উঠ্‌ত না। তাঁকে আমরা নাগাল পেতাম না। তিনি আরও এগিয়ে যেতেন। তাঁর কিছুতেই মন-স্তুষ্টি হ'ত না। প্রতিদিন মেয়েটি নূতন নূতন কাল্পনিক জয়ের সংবাদ দিয়ে আমাকে অভিবাদন কর্‌ত। একটা হৃদয়-বিদারক হাসির ভাব মুখে এনে, আমার সঙ্গে মিলিত হ'ত। আর, দরজার ভিতর থেকে আমি শুন্‌তে পেতেম, একজন হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে বল্‌ছে; "আমরা বেশ এগোচ্ছি, বেশ এগোচ্ছি। আর এক হপ্তার মধ্যে আমরা বার্লিনে প্রবেশ কর্‌ব।"

"সেই সময় প্রুশীয়েরা আর বেশী দূরে নেই, এক হপ্তার মধ্যেই প্যারীতে এসে পড়বে। প্রথমে আমরা মনে কর্‌লেম, এখান থেকে পল্লী-প্রদেশে চলে' যাওয়াই ভাল; কিন্তু এখান থেকে একবার বের হলেই, পল্লী-প্রদেশের অবস্থা দেখলেই আসল কথাটা প্রকাশ হয়ে পড়বে। কিন্তু বৃদ্ধ এখনও এত দুর্ব্বল যে, আসল কথা জান্‌লে আর সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। তাই, ঠিক্ হ'ল, এইখানেই থাকা হবে।

"অবরোধের প্রথম দিনে, আমার রোগীকে আমি দেখতে গেলাম।—আমার বেশ মনে পড়ে, আমি তখন চিন্তাকুল। প্যারীর ফটক বন্ধ হয়েছে, আমাদের প্রাকারের নীচেই যুদ্ধ চল্‌ছে, আমাদের সহরতলীগুলোই আমাদের প্রান্তসীমায় পরিণত হয়েছে—এই কথা জেনে আমার মন তখন অত্যন্ত ব্যথিত, তখন সকলেই এই ব্যথা তীব্ররূপে অনুভব কর্‌ছিল।

"গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ বেশ হর্ষোৎফুল্ল, গর্ব্বিত।" সে বল্‌লে :—

"অবরোধ ত আরম্ভ হয়েছে।"

আমি হতবুদ্ধি হয়ে তার দিকে তাকালেম।

"তুমি কি করে' জান্‌লে, কর্ণেল? তার নাত্নী আমার দিকে ফিরে' বল্‌লে,—'হাঁ ডাক্তার, এটা একটা মস্ত খবর। বার্লিনের অবরোধ আরম্ভ হয়েছে।' তার ছুঁচটা টেনে নিয়ে, সে বেশ শান্ত-ভাবে এই কথা বল্‌লে। বৃদ্ধের মনে সন্দেহ কি

করে' আস্‌বে? বৃদ্ধ কামানের গর্জ্জনও শুনতে পায়নি, প্যারীর এই রোষ-গম্ভীর ভাব ও বিশৃঙ্খল অবস্থাও দেখতে পায়নি। যা কিছু তার শয্যায় শুয়ে সে দেখতে পাচ্ছিল, তাতে তার বিভ্রমটা সমানই থেকে যাচ্ছিল। বাহিরে "বিজয়-তোরণ"; আর ঘরের ভিতর "প্রথম সাম্রাজ্যের" স্মৃতি-সামগ্রীর বেশ একটা সংগ্রহ ছিল। ফরাসী প্রধান সেনাপতি-দের তসবির, যুদ্ধের ক্ষোদাই চিত্র, খোকার পোষাক-পরা রোম-নৃপতির ছবি; সম্রাটের স্মৃতিচিহ্ন, তাম্র-মূর্ত্তি, কাচের ফানসে ঢাকা "সেণ্ট হেলেনার" একটা পাথর—এই সব সামগ্রী। সরল-প্রকৃতি কর্ণেল! আমরা যাই বলি না কেন, প্রথম নেপোলিয়ানের এই সব বিজয়-কীর্ত্তির মধ্যে থেকে, সরলভাবে সে বিশ্বাস করেছিল যে, বার্লিন অবরুদ্ধ হয়েছে।"

"সেইদিন থেকে, আমাদের সামরিক ব্যাপার-গুলো অপেক্ষাকৃত অনেকটা সহজ হ'ল। এখন বার্লিন দখল করা কেবল ধৈর্য্য-সাপেক্ষ। যখন বৃদ্ধ অপেক্ষা করে' করে' ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তখন মধ্যে মধ্যে তার পুত্রের পত্র তাকে পড়ে' শোনানো হ'ত;—অবশ্য এ সব পত্র কাল্পনিক; কেননা, তখন প্যারিসের ভিতর কিছুই প্রবেশ কর্‌তে পারত না এবং 'সেডান্'-এর পর, বৃদ্ধের পুত্র ম্যাক্‌-মেহনের পার্শ্বচর সেনাধ্যক্ষকে একটা জার্ম্মান দুর্গে পাঠানো হয়েছে। মেয়েটির মনে তখন কি রকম নৈরাশ্যের ভাব জাগছিল, তা বেশ কল্পনা কর্‌তে পার। বাপের কোন খবর পাচ্ছে না; বাপ বন্দী, —আরাম ও সুখের সামগ্রী হ'তে বঞ্চিত; হয় ত পীড়িত। তবু তাঁর মুখ দিয়ে, ক্ষুদ্র পত্রের আকারে, মিথ্যে করে' বলাতে হচ্ছে যে, তিনি বিজিত দেশে, ক্রমশঃই জয়ের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। কখন কখন যখন রোগী একটু বেশী দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ত, তখন নূতন খবর আস্‌তে কত সপ্তাহ অতীত হয়ে যেত। কিন্তু যখন খুব উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়্‌ত—নিদ্রা হ'ত না, তখন হঠাৎ জার্ম্মানী থেকে যেন একটা পত্র আস্‌ত; মেয়েটি সেই পত্র বৃদ্ধের শয্যার পাশে বসে' জোর করে' কান্না চেপে রেখে হর্ষোৎফুল্লভাবে পড়ে' শোনাতো। কর্ণেল ভক্তিভাবে মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ত; মুখে একটা গর্ব্বের হাসি,—কোন জায়গায় অনুমোদন কর্‌ছে, কোন জায়গায় দোষ ধর্‌ছে, কোন জায়গায় ব্যাখ্যা কর্‌ছে। তার সব চেয়ে গুণপণা দেখা যেত, পুত্রকে যখন সে উত্তর দিত। বৃদ্ধ লিখ্‌ত:—'তুমি যে একজন ফরাসী, এ কথা কখনো ভুলবে না'; 'ঐ সব হতভাগ্য লোকদের প্রতি উদার হবে'। 'এই আক্রমণটা তাদের পক্ষে যেন বেশী কঠোর না হয়'। পরামর্শের আর অন্ত ছিল না; সম্পত্তির প্রতি সম্মান দেখানো-সম্বন্ধে, মহিলাদের প্রতি শিষ্টাচার-সম্বন্ধে কতই উপদেশ—এক কথায় বৃদ্ধ যেন বিজয়ীদের ব্যবহারের জন্য একটা সামরিক ধর্ম্ম-সংহিতা রচনা কর্‌ছিল। এই সবের মধ্যে আবার পলিটিক্‌সের কথাও থাক্‌ত—বিজিতের উপর সন্ধির সর্ত্ত কি রকম চাপাতে হবে, সে কথাও থাক্‌ত। এ কথা স্বীকার কর্‌তেই হবে, বৃদ্ধ বিজিতের কাছে থেকে বেশী কিছু দাবী করে নি।"

"যুদ্ধের ক্ষতি-পূরণের অর্থদণ্ড, তা ছাড়া আর কিছু নয়; দেশ দখল করায় কোন লাভ নেই। তুমি কি জার্ম্মানীকে কখনো ফ্রান্‌সে পরিণত কর্‌তে পার?"

"বৃদ্ধ এই উত্তর লেখাবার সময় এরূপ দৃঢ়স্বরে, এরূপ দেশভক্তিব্যঞ্জক বিশ্বাসের সহিত কথাগুলো বলে' যেত যে, কাহারো পক্ষে অবিচলিত-চিত্তে তা শোনা অসম্ভব।

"ইতিমধ্যে অবরোধের কাজ চল্‌তে লাগল—অবশ্য বার্লিনের অবরোধ নয়। হায়! এই সময় শীত, গোলাবর্ষণ, মারী, দুর্ভিক্ষ চরমে উঠেছিল। অবস্থা যতদূর খারাপ হবার তা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের যত্নের গুণে এবং গৃহ-পরিজনের অশ্রান্ত সেবার গুণে, বৃদ্ধের শান্তি একমুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হয় নি। শেষ পর্য্যন্ত আমি তার জন্য—একমাত্র তারই জন্য সাদা রুটি ও টাট্‌কা মাংস যুগিয়েছিলেম। বৃদ্ধের প্রাতর্ভোজনটা যারপরনাই মর্ম্মস্পর্শী। পিতামহ নিরীহ গর্ব্বে গর্ব্বিত; মুখে তাজা ভাব, ও হাস্যবদন। শয্যার উপর উঠে বসেছে, থুঁতির নীচে 'ন্যাপ্‌কিন্' বাঁধা; শয্যার পাশে, তার নাত্নী অভাব ও অনশনে পাণ্ডুবর্ণ,—বৃদ্ধের হাতটা ধরে' মুখের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং সকল রকম রুচিকর নিষিদ্ধ জিনিসের আহারে সাহায্য কর্‌ছে। বৃদ্ধ খেয়ে দেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠে নিজের গরম ঘরটিতে বেশ একটু আরাম উপভোগ কর্‌ছে। ঘরের ভিতর শীতের বাতাস প্রবেশ কর্‌তে পার্‌ছে না—কেবল জানালার কাছে তুষারের ঘূর্ণিপাক চলেছে।

এই সময়ে কবচ-ধারী অশ্বারোহী বৃদ্ধ উত্তর য়ুরোপের যুদ্ধ-কাহিনী বল্‌তে ভালবাস্ত। রুশিয়ার যুদ্ধে সেই সর্ব্বনেশে পশ্চাদ্‌গমনের বর্ণনা করত—যাত্রা-পথে বরফে-জমা বিস্কুট ও ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর খাদ্য-দ্রব্য কিছুই পাওয়া যেত না।"

"বুঝিছিস বুড়ি, আমরা ঘোড়া খেতেম"।

"মেয়েটি খুবই বুঝ্‌তে পেরেছিল। কেননা, এই দুই মাসকাল সে ঘোড়ার মাংস ছাড়া আর কিছুই খায়নি। বৃদ্ধ যেমন একটু সেরে উঠ্‌তে লাগল—আমাদের কাজটাও প্রতিদিন কঠিন হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তখন কর্ণেলের ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাদির অসাড়তা—যার দরুণ আমাদের একটু সুবিধা হয়েছিল—ক্রমশঃ অন্তর্হিত হ'তে আরম্ভ করেছে। এরই মধ্যে, দুই-একবার পোত্‌ মেলোর কামানের ভীষণ গর্জ্জনে বৃদ্ধ চম্‌কে উঠেছিল এবং যুদ্ধের ঘোড়ার মতো কান খাড়া করেছিল। কাজেই বাধ্য হয়ে একটা কথা আমাদের বানিয়ে বল্‌তে হ'ল—আমরা তাকে বল্‌লেম, বার্লিনের সম্মুখে যুদ্ধে আমাদের জয় হওয়ায় তারই সম্মানার্থ 'আঁভালিড্‌' হ'তে তোপ-ধ্বনি হচ্ছে।—আর-এক দিন তার শয্যাটা জানালার কাছে সরিয়ে আনা হয়েছিল—সেই সময় ন্যাশনাল গার্ড্‌-এর একদল সৈন্য, 'বড়-বাহিনী-বীথির' পথে একত্র জড়ো হয়েছিল। দেখা গেল, বৃদ্ধ ঐ সৈন্য দেখে খুঁৎ-খুঁৎ করছে।—জিজ্ঞাসা করলে :—

'ঐ ওরা কোন্‌ সৈন্য?—ওদের অঙ্গ চালনায় শিক্ষা মোটেই ভাল হয় নি—কুশিক্ষা কুশিক্ষা—'

"এর খারাপ ফল কিছুই হ'ল না। কিন্তু আমরা বুঝ্‌তে পারলেম, এখন থেকে আরো একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যথেষ্ট সাবধান হ'তে পারি নি।"

"একদিন রাত্রে দেখ্‌লেম, মেয়েটির খুব ভাবনা হয়েছে।" সে বল্‌লে :—

"কাল ওরা প্রবেশ করবে"।

পিতামহের ঘরের দরজাটা কি খোলা ছিল? এখন আমার মনে হচ্ছে, সমস্ত রাত্রি তাঁর মুখে একটা অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করেছিলেম। বোধ হয়, আমাদের কথাগুলো তাঁর কাণে গিয়েছিল। আমরা প্রুশীয়দের কথা বল্‌ছিলেম, কিন্তু তিনি মনে করেছিলেন, আমরা ফরাসীদের কথা বল্‌ছি; এত দিন তিনি যে আশা করছিলেন,—মার্শাল মাক্‌-মাহন পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে, তূরী নাদের ভিতর দিয়ে, নগর-প্রবেশ করছেন—আর মার্শালের পার্শ্বচর তাঁর পুত্র, মার্শালের পাশে পাশে অশ্বপৃষ্ঠে আস্‌ছে। তাই আজ দেখ্‌তে পাবেন বলে' তিনি তাঁর উর্দ্দি পোষাক পরে', বারুদকালিমায় মলিন নিশান ও ঈগল-পতাকাকে অভিবাদন করবার জন্য জান্‌লার বারান্দায় বস্‌বেন মনে করেছেন।

বেচারা কর্ণেল জুভ! বৃদ্ধ নিশ্চয়ই মনে করেছিল, মনের আবেগ পাছে তার অসহ্য হয়, এইজন্য আমরা তাকে বাধা দেব। তাই তার মনোগত অভিপ্রায় আমাদের কাছে প্রকাশ করেনি। কিন্তু তার পরদিন পোর্ত্‌ মেলোত্‌ থেকে তুইলরি পর্য্যন্ত যে লম্বা রাস্তা গেছে, সেই রাস্তা দিয়ে প্রুশীয় সৈন্য যখন অতি সাবধানে যাত্রা করছিল, ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল, জান্‌লাটি আস্তে আস্তে খুলে' গেল—মাথায় শিরস্ত্রাণ পরে', কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে বৃদ্ধ বারাণ্ডায় এসে দাঁড়াল।

অনেক সময় আমি মনে মনে ভেবেছি, এই-রকম সামরিক সাজ-সজ্জায় ভূষিত হয়ে খাড়া হ'য়ে উঠ্‌তে তার না জানি কতটা ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল, তার এই ক্ষীণ অবস্থায় কি প্রচণ্ড আকস্মিক আবেগ না জানি তাকে পরিচালিত করেছিল। এই পর্য্যন্ত আমরা জানি, বৃদ্ধ গরাদে ধরে' চুপ করে' দাঁড়িয়ে আছে—কেবল তার আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে—কেন রাস্তাটা এত নিস্তব্ধ, কেন সব গবাক্ষ বন্ধ; প্যারী যেন একটা কুষ্ঠ-রোগীর আশ্রম; সর্ব্বত্রই পতাকা—কিন্তু অপরিচিত বিদেশী পতাকা; লাল 'ক্রস'-অঙ্কিত সাদা রঙের পতাকা! আমাদের সৈনিকদের দেখ্‌বার জন্য কেউ আসেনি।

"মুহূর্ত্তের জন্য তার মনে হয়েছিল, হয় ত তার ভুল হয়েছে।"

"কিন্তু না! ঐখানে, 'বিজয়-তোরণের' পিছনে একটা তুমুল শব্দ, দিবালোকের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একটা কৃষ্ণ রেখা—তার পর ক্রমশঃ শিরস্ত্রাণের শলাকাগুলো ঝিক্‌মিক্‌ করে' উঠ্‌ল, তলোয়ারগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে' উঠ্‌ল, তার পর শ্যুবেয়ার-রচিত গগনভেদী বিজয়সঙ্গীত বেজে উঠ্‌ল।"

রাজপথের সেই মৃতবৎ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা চীৎকার—একটা ভীষণ চীৎকার শোনা গেল :—

"সবাই অস্ত্র ধর—অস্ত্র ধর—প্রুশীয়েরা এসেছে।" অগ্রগামী সৈন্যদলের ৪ জন অশ্বারোহী বোধ হয় দেখে থাক্‌বে—ঐ উপরের বারান্দা থেকে একজন দীর্ঘকায় বৃদ্ধ টল্‌তে-টল্‌তে, হাত দোলাতে-দোলাতে নীচে পড়ে' গেল। এইবার কর্ণেল জুভ গত-প্রাণ।"

প্রবাসী, ১৩৩১।

মুখোস্-পরা নাচের মজলিস্

(আলেক্‌জান্দার দূমা)

আমি বলিয়াছিলাম, আমি কাহাকেও দেখা দিই না; তবু আমার এক বন্ধু বলপূর্ব্বক আমার ঘরে প্রবেশ করিল। আমার ভৃত্য খবর দিল,—আন্তনি র। আমার চাকরের উর্দ্দি পোষাকের পিছনে, একটা কালো রং-এর বড়-কোর্ত্তা দেখিতে পাইলাম। খুব সম্ভব, ঐ বড়-কোর্ত্তাধারী ব্যক্তিও আমার ড্রেসিং-গৌনের একটা আঁচলা দেখিতে পাইয়াছিল। আমার পক্ষে লুকাইয়া থাকা অসম্ভব। আমি চেঁচাইয়া বলিলাম :—"আচ্ছা, ঘরে প্রবেশ কর্‌তে দেও।" মনে মনে বলিলাম, "লোকটা জাহান্নমে যাক্।"

যখন কোন কাজে ব্যাপৃত থাকা যায়, তখন শুধু কোন স্ত্রীলোকই তাহাতে ব্যাঘাত দিয়া পার পাইতে পারে, কেননা, তোমার কাজে হয় ত তাহার আন্তরিক একটা দরদ আছে।

আমি তাই একটু বিরক্তির ভাবে, সেই বন্ধুর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাকে এমন ফ্যাঁকাশে ও চিন্তা-ক্লিষ্ট দেখিলাম যে, প্রথমেই এই কথাগুলি আমার মুখ দিয়া বাহির হইল :—

"ব্যাপারখানা কি? তোমার হয়েছে কি?"

সে বলিল—"রোসো, আমি একটু হাঁপ ছেড়ে নিই। এখনি সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে বল্‌ছি। হয় ত সেটা স্বপ্ন, কিংবা হয় ত আমি পাগল হয়েছি।"

সে এই কথা বলিয়া একটা আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল এবং দুই হাতে মাথা চাপিয়া রহিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার চুল হইতে বৃষ্টির জল টস্-টস্ করিয়া গড়াইয়া পড়িতেছে; তাহার জুতা, তাহার হাঁটু এবং তাহার পা-জামার নিম্নদেশ কাদায় আচ্ছন্ন। আমি জানালার কাছে গেলাম। দেখিলাম—দরজার কাছে তাহার ভৃত্য ও তাহার গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। ইহা হইতে আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

সে আমার বিস্ময়টা লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"আমি 'পেয়ারলাশেজের' গোরস্থানে গিয়েছিলাম।"

"সকালবেলা দশটার সময়?"

"৭টার সময় গিয়েছিলাম—একটা লক্ষ্মীছাড়া মুখোস্-নাচের মজলিসে।"

মুখোস-নাচের মজলিস ও পেয়ারলাশেজ এই উভয়ের মধ্যে কি নিকট সম্বন্ধ, আমি ত কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। আমি হাল ছাড়িয়া দিলাম। "চিম্‌নী" স্থানের দিকে পিছন করিয়া, স্পেনবাসি-সুলভ নির্ব্বিকার ভাব ও ধৈর্য্য সহকারে আঙুলের ভিতর দিয়া একটা সিগারেট পাকাইতে লাগিলাম।

তিনি আসল কথাটা বলিতে আরম্ভ করিলে, আমি বলিলাম—"এই সব কথা আমি খুব মনোযোগ দিয়েই শুনে থাকি।"

ধন্যবাদের ইঙ্গিত করিয়া তিনি আমার হাতটা ঠেলিয়া ফেলিলেন।

কিন্তু আবার আমি সিগারেট জ্বালাইতে উদ্যত হইলাম। তিনি আমাকে নিবারণ করিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন :—

"আলেকজান্দার, দোহাই তোমার, আমার কথাটা মন দিয়ে শোনো।"

"কিন্তু তুমি ত এখানে সোয়া ঘণ্টা কাল এসেছ—কৈ, আমাকে ত এখনো কিছুই বল্‌লে না।"

"দেখ, ঘটনাটা ভারী অদ্ভুত।"

আমি উঠিয়া পড়িলাম। সিগারেট্‌টা চিম্‌নী-বেদিকার উপর রাখিয়া অনন্যগতি নিরুপায় লোকের মত বুকের উপর বাহু আড়াআড়িভাবে স্থাপন করিলাম। আমারও মনে হইতেছিল, যেন লোকটা শীঘ্রই উন্মাদ হইবে।

একটু থামিয়া সে আমাকে বলিল,—"যে অপেরায় তোমার সহিত আমার দেখা হয়েছিল, সেটা মনে আছে ত?"

"সব শেষে যে অভিনয়টা হয়েছিল, সেখানে অন্ততঃ ২০০ লোক জমা হয়েছিল, তারই কথা ত বল্‌ছ?"

"হাঁ, সেই অপেরা। আরও একটা অদ্ভুত নাট্যশালা দেখবার আছে শুনে' আমি তোমাকে ছেড়ে যেতে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে বারণ কর্‌লে। কিন্তু আমি তোমার কথা শুন্‌লাম না। নিয়তি যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল। তুমি আমার সঙ্গে কেন গেলে না; তোমার খুব পর্য্যবেক্ষণ শক্তি আছে, তুমি তা হ'লে সেই অদ্ভুত নাট্যটা তন্ন তন্ন করে' টুকে আন্‌তে পার্‌তে। আমি বিষণ্ণভাবে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অপেরা-গৃহ থেকে চলে' এলাম। কিয়ৎকাল পরেই একটা নাট্যশালায় এসে উপস্থিত হলাম। ঘরটা লোকে লোকাকীর্ণ, লোকদের স্ফূর্ত্তিও খুব। ঢাকা-বারান্দা, 'বক্‌স্‌' 'পিট' সব ভরপুর। আমি সেই নীচের ঘরটায় একবার ঘুর-পাক দিলাম। ২০ জন মুখোস-মুখো লোক আমার নাম ধরে' ডাক্‌লে, তাদেরও নাম আমাকে বল্‌লে।

"এরা সব সমাজপতি, আমীর ওমরাও, বড় সওদাগর; এরা সহিস, হরকরা, সার্কাসের সং, মেছুনী—এইরকম নিম্নশ্রেণী লোকের হীন ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। এরা সবাই তরুণবয়স্ক, সদ্‌বংশীয়, কৃতবিদ্য, গুণী লোক। এরা নিজের বংশমর্য্যাদা, বিদ্যা, বুদ্ধি, শিষ্টতা সব ভুলে গিয়ে আমাদের এই গুরুগম্ভীর কালে, নিতান্ত ছিব্‌লেমি বেহায়া কাণ্ড আরম্ভ করেছে। আমি পূর্ব্বে এ কথা শুনেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করিনি। দুইচার ধাপ উপরে উঠে একটা থামের গায়ে ঠেস দিয়ে অর্দ্ধপ্রচ্ছন্ন হয়ে আমি নীচের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। সাগর তরঙ্গের মত মানুষের জনতা যেন উথ্‌লে উঠ্‌ছে। নানা রংএর মুখোস-পরা, নানা রংএর কাপড়-পরা লোক, অদ্ভুতরকমের ছদ্মবেশ করেছে, তাদের মানুষ বলে' চেনা যায় না। চারিদিকে চীৎকার, হাসি, ঠাট্টা-তামাসা; তার মধ্য থেকে একটা ঐক্যতান বাদ্য বেজে উঠ্‌ল, অম্‌নি সেই জনতার মধ্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। তারা পরস্পরে হাত-ধরাধরি করে', বাহু-ধরাধরি করে', গলা জড়াজড়ি করে' মণ্ডলাকারে নাচ্‌তে আরম্ভ করে' দিলে; মেঝের উপর সজোরে পা ফেল্‌তে লাগ্‌ল—ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ শব্দ হ'তে লাগ্‌ল—ধুলো উড়্‌তে লাগ্‌ল, ঝাড়-লণ্ঠনের মৃদু আলোকে সব দেখা যাচ্ছিল—ক্রমেই গতি দ্রুত করে' কতরকমের ভঙ্গী কর্‌চে, মাতালের মত টল্‌তে টল্‌তে চলেছে—মেয়েগুলো চীৎকার কর্‌চে—প্রলাপ বক্‌চে। সবই যেন নরকের বীভৎস কাণ্ড।

"আমার চোখের নীচে, আমার পায়ের নীচে এই সব ব্যাপার চল্‌ছিল। তারা যখন নাচ্‌তে নাচ্‌তে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছিল, তাদের হাওয়া আমার গায়ে লাগ্‌ছিল। আমার কোন পরিচিত লোক আমার পাশ দিয়ে যেতে-যেতে এমন এক একটা কুৎসিত কথা বল্‌ছিল যে, লজ্জায় মরে' যেতে হয়। এই সমস্ত তুমুল শব্দ, এই সমস্ত গুঞ্জন, এই সমস্ত গোলমাল, এই বাজ্‌নাবাদ্যি যেমন ঘরের মধ্যে, তেম্‌নি আমার মাথার মধ্যেও চল্‌ছিল। শেষে এমন হ'ল, আমি মনে ভাব্‌লাম, এ সমস্ত সত্য, না স্বপ্ন? এরাই আসলে প্রকৃতিস্থ আর আমিই বিকৃত-মস্তিষ্ক নয় ত? আমার ভয় হ'ল। আমি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা পর্য্যন্ত এলাম। সেখানেও সেই বীভৎস আবেগের কণ্ঠধ্বনি ও চীৎকার আমাকে অনুসরণ কর্‌তে লাগ্‌ল।

"আপনাকে সাম্‌লাবার জন্য, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা কর্‌বার জন্য, গাড়ীবারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আমার রাস্তায় যেতে সাহস হ'ল না। আমার ভিতর যেরকম গোলমাল চল্‌ছিল, তাতে বোধ হয়, আমি যাবার পথ খুঁজে পেতাম না। হয় ত আমি গাড়ী-চাপা পড়তাম।

"ঠিক এই মুহূর্ত্তে একটা গাড়ী দরজার কাছে

এসে দাঁড়াল। একজন স্ত্রীলোক গাড়ী থেকে নেমে পড়্‌ল। তার কালো ছদ্মবেশ, মুখে মখ্‌মলের একটা মুখোস। সে দরজার কাছে এল।

"দ্বাররক্ষী বল্‌লে—'আপনার টিকিট্?' রমণী উত্তর কর্‌লে:—'আমার টিকিট? আমার টিকিট-মিকিট কিছুই নেই।'

"'তবে বক্সে গিয়ে একটা টিকিট নিয়ে আসুন।'

"মুখোসধারিণী আবার থামঘেরা চকের কাছে ফিরে এসে নিজের পকেট হাৎড়াতে লাগ্‌ল। তার পর বলে' উঠ্‌ল:—

"'পয়সা নেই! আঃ! এই আংটি আছে, এই আংটির বদলে একটা প্রবেশ-টিকিট—'

"যে রমণী টিকিট বণ্টন কর্‌ছিল, সে উত্তর কর্‌লে:—'অসম্ভব, আমরা ওরকমের খরিদবিক্রী করিনে।' এই কথা ব'লে সে হীরের আংটিটা ঠেলে ফেল্‌লে; আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেইখানে আংটিটা পড়ে' গেল।

"ছদ্মবেশিনী, আংটিটার কথা ভুলে গিয়ে চিন্তামগ্ন হয়ে সেইখানেই নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"আমি আংটিটা কুড়িয়ে তার হাতে দিলাম। দেখ্‌লাম, মুখোসের ভিতর দিয়ে তার চোখের দৃষ্টি আমার চোখের উপর নিবদ্ধ। সে আমাকে বল্‌লে:—'যাতে আমি ভিতরে যেতে পারি, তার জন্য আমাকে একটু সাহায্য করুন। দোহাই আপনার, আমাকে সাহায্য কর্‌তেই হবে।'

"আমি বল্‌লাম:—'কিন্তু মাদাম্, আমি যে বেরিয়ে যাচ্ছি।'

"'তবে আমাকে এই আংটির বদলে তিন্‌টে টাকা দিন। আমি এই দানের জন্য আপনাকে চিরজীবন আশীর্ব্বাদ কর্‌ব।'

"আমি সেই আংটিটা তার আঙ্গুলে আবার পরিয়ে দিলাম। তার পর বকস-আফিসে গিয়ে দুটো টিকিট কিনে, আমরা দুজনে একসঙ্গে প্রবেশ কর্‌লাম।

"যখন ঢাকা-বারান্দায় পৌঁছলাম, তখন দেখি, তার পা টলচে। সে তার অন্য হাতে আমার বাহু জড়িয়ে ধর্‌লে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম:—'আপনার কি কোন কষ্ট হচ্চে!'

"সে উত্তর কর্‌লে:—'না না, ও কিছু না, আমার একটু মাথা ঘুর্‌ছিল, আর কিছু না।'

"সেই প্রমত্ত পাগ্‌লাদের আড্ডায় আবার আমরা প্রবেশ কর্‌লাম।

"তিনবার আমরা ঘুর-পাক্ দিয়ে এলাম—মুখোসধারীর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের ভিতর দিয়ে পথ চলা বড়ই কঠিন;—ঠেলাঠেলি করে' এ ওর ঘাড়ে পড়্‌ছে, এক-একটা অশোভন কথা চীৎকার করে' বলে' উঠ্‌ছে। যে মহিলা আমার বাহু অবলম্বন করে' আমার সঙ্গে চল্‌ছিল, এই সব অভদ্র কথা তার কানে আস্‌ছে মনে করে' আমি লজ্জায় মরে' যাচ্ছিলাম। আবার আমরা প্রবেশ-দালানের শেষ প্রান্তে ফিরে' এলাম।

"রমণী একটা কৌচের উপর ব'সে পড়্‌ল। আমি কৌচের পিঠে হাতটা ভর দিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে বল্‌লে,—'নিশ্চয়ই তোমার খুব অদ্ভুত বলে' মনে হচ্ছে? এটা আমারও খুব অদ্ভুত ঠেক্‌ছে। এরকম জিনিসের কোন ধারণাই আমার ছিল না, এ সব জিনিস স্বপ্নেও কখনও মনে কর্‌তে পার্‌তাম না। কিন্তু দেখুন, তারা আমাকে লিখ্‌লে,—সে লোকটি এক স্ত্রীলোকের সঙ্গে এখানে আস্‌বে,আর, এ রকম জায়গায় আস্‌তে যে পারে, না জানি সে কি রকম স্ত্রীলোক।'

"আমি বিস্ময়ের ইঙ্গিত কর্‌লাম, সে বুঝ্‌তে পার্‌লে। 'আমিও ত এইখানে এসেছি, কেন এসেছি, বোধ হয় আপনি জিজ্ঞাসা কর্‌বেন। আমার কথা স্বতন্ত্র; আমি তাঁকে খুঁজতে এসেছি। আমি তাঁর স্ত্রী। আর এই সব লোক যারা এখানে এসেছে, এরা এসেছে মত্ততার তাগিদে, বদ্‌খেয়ালের তাগিদে। কিন্তু আমায় এখানে এনেছে একটা দারুণ মর্ম্মান্তিক ঈর্ষ্যা! আমি তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আমি সমস্ত রাত একটা গোরস্থানে ছিলাম। কিন্তু আমি আপনাকে শপথ করে' বল্‌ছি, মাকে সঙ্গে না নিয়ে আমি এ পর্য্যন্ত কখনও একলা রাস্তায় বেরুই নি। আমি যেখানেই গিয়েছি, আমার সঙ্গে একজন রক্ষী গিয়েছে। তবু দেখুন, যে সব স্ত্রীলোক অন্য পথের পথিক, আমি তাদেরই মত এখানে রয়েছি। একজন অপরিচিত পরপুরুষের হাত ধরে' চলেছি। না জানি, তিনি আমার সম্বন্ধে কি ভাব্‌ছেন। কি লজ্জার কথা। সমস্তই আমি বুঝি! কিন্তু এসব সত্ত্বেও—আচ্ছা, আপনার কি কখনও ঈর্ষ্যা হয়েছে!' আমি উত্তর কর্‌লাম:—'দুর্ভাগ্যক্রমে হয়েছে।'

"'তা হ'লে আমাকে ক্ষমা করবেন, কেননা, আপনি সব বোঝেন।'

"'কোন উন্মাদের কানে যে কণ্ঠস্বর এই কথা সজোরে বলে—'কর এই কাজ', সে কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই আপনি তবে জানেন। নিয়তির বাহুর মত এই কথা যে বাহু ঠেলা মেরে পাপের পথে, নরকের পথে কাউকে নিয়ে যায়, সে বাহু যে কি প্রবল, তা আপনি হয় ত জানেন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এইরকম কোন মুহূর্ত্তে একজন লোক না করতে পারে, এমন কাজ নেই; সে শুধু প্রতিশোধ চায়, আর কিছু চায় না।'

"আমি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়, সে উঠে পড়ল। সেই সময় যে দু'জন মুখোসধারী আমাদের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। সে বল্লে,—

"'চুপ!' এই বলে' তাদের পিছনে পিছনে আমাকে টেনে নিয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল, আমি কিছুই বুঝিনে—এমন একটা পাপচক্রের মধ্যে আমি গিয়ে পড়লাম, সমস্ত তন্ত্রগুলার স্পন্দন আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পার্‌চি, অথচ কোন তন্ত্রই ঠিক্ ধর্‌তে পার্‌ছিনে।

"আমার সঙ্গিনীর ব্যাকুলতা দেখে' আমার ঔৎসুক্য বেড়ে গেল। কোন বাস্তব অনুভূতির এমনি পরাক্রম যে, আমি শিশুর মত আজ্ঞাবহ হয়ে পড়লাম এবং আমরা ঐ দুই মুখোস্‌ধারীর পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগলাম। ওর মধ্যে একজন পুরুষ, ও আর-একজন রমণী। তারা মৃদুস্বরে কথা কচ্ছিল, কথার শব্দ অতি কষ্টে আমাদের কানে এসে পৌঁছোচ্ছিল। আমার সঙ্গিনী বলে' উঠল :—

"'এ সেই! তারই কণ্ঠস্বর; হাঁ, হাঁ, তারই মত শরীরের গড়ন—'

"দ্বিতীয় মুখোসধারী হাস্‌তে লাগল। আমার সঙ্গিনী বল্লে,—'এ তারই হাসি; ওগো, এ সেই—এ সেই বটে! পত্রটা তা হ'লে ঠিকই বলেছে—ও মা, আমার কি হবে!'

"আমরা সেই দুই মুখোসধারীর পিছনে পিছনে চল্‌তে লাগলাম। তারা প্রবেশ-দালানের বাইরে গেল, তাদের পিছনে পিছনে আমরাও গেলাম। তারা সিঁড়ি দিয়ে উঠে বক্সে গেল; আমরা উপরে উঠ্‌লাম। একটা মাঝখানের 'বক্সে' এসে তারা থাম্‌ল—আমরা ছায়ার মত তাদের পিছনে রইলাম। একটা বন্ধ-করা বক্সের দরজা খুলে গেল। তারা তার ভিতর প্রবেশ করলে। তার পর বক্সের দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

"আমার বাহু-অবলম্বিনী রমণীর বিষম উত্তেজিত ভাব দেখে' আমি ভীত হয়ে পড়লাম আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না; কিন্তু সে এতটা আমার গা ঠেসে ছিল যে, তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, তার গাত্রশিহরণ, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন আমি বেশ অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিলাম। এরূপ অভূতপূর্ব্ব তীব্র যন্ত্রণা আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নি। এ একটা অমানুষি ব্যাপার। এই রমণী সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সে কেমন লোক, আমি কিছুই জানিনে। কিন্তু তার এই অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যেতেও পারিনে।

"যখন দেখলে, দুই মুখোসধারী বক্সের মধ্যে ঢুকে বাক্‌স বন্ধ করে' দিলে, তখন সে নিশ্চলভাবে একটু দাঁড়িয়ে রইল—যেন একেবারে অভিভূত হয়ে। তার পরে চট্ করে' উঠে, তাদের কথা শোন্‌বার জন্য দরজার কাছে এল। যে রকম জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল, একটু নড়াচড়া হ'লেই সে ধরা পড়তে পার্‌ত, তা হ'লে তার সর্ব্বনাশ হ'ত, তাই আমি তাকে জোর করে' টেনে এনে পাশের বক্সের দরজা খুলে' তার ভিতর প্রবেশ কর্‌লাম। তার পর দরজাটা বন্ধ করে' দিলাম। সে একটা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে বসে' ওদের বক্সের পর্দ্দা-আড়ালের গায়ে কান পেতে রইল। আমি তার উল্টা দিকে মাথা নীচু করে' খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

"আমি যা দেখলাম, তাতে মনে হ'ল, আমার এই সঙ্গিনীর রূপ একটা বিশেষ ছাঁচের। মুখের যে অংশটা মুখোসে ঢাকা ছিল না—সেই মুখের নীচের অংশটা বেশ তরুণ, মখমলের মত পেলব, বেশ গোলগাল। ঠোঁটদুটি টুক্‌টুকে লাল ও অতি সুকুমার; তার মুক্তার মত ছোট ছোট সাদা দন্তপংক্তি ঝিক্‌মিক্ কর্‌চে—তার হাত দুখানা প্রতিমার হাতের মত, তার মাজাটা যেন আঙ্গুলের মধ্যে সাপ্‌টে-ধরা যায়; তার কালো রেশমি চুল, তার মুখোস-টুপির ভিতর থেকে প্রচুর কেশ-গুচ্ছ বেরিয়ে এসেছে—আর তার পা দুখানি কি সুন্দর, কি হাল্‌কা—তার সমস্ত গড়নটাই ছিপ ছিপে ও হাল্‌কা ধরণের।

"নিশ্চয়ই এই রমণী অলোকসামান্যা রূপসী। আমি এর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, সমস্ত শরীরের শিহরণ ও কম্পন অনুভব কর্‌ছি—এ সমস্ত যদি ভালবাসার দরুণ হয়—আমাকে ভালবাসার দরুণ হয়—এই স্বর্গের পরীকে যদি বিধাতা আমার জন্যই রেখে থাকেন—তা হ'লে আমার কি সৌভাগ্য—আমার কি সৌভাগ্য!

"এই রকম আমি ভাবছি,এমন সময়, হঠাৎ দেখি, ঐ রমণী উঠে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে এই কথাগুলি বল্‌লে—

"'দেখুন, আপনার কাছে আমি শপথ করে' বল্‌ছি—আমি সুন্দরী, আমি নবযৌবনা, আমার বয়স সবে-মাত্র উনিশ। এর আগে আমি স্বর্গের দেবতার মত নিষ্কলঙ্ক শুভ্র ছিলাম—এখন—এখন'—দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে' সে বল্‌লে:—'এখন আমি আপনারই—আমাকে গ্রহণ করুন।'

"এই কথা বলেই সে এরূপ তীব্র আবেগের সঙ্গে আমাকে চুম্বন কর্‌লে—চুম্বন কি দংশন, ঠিক বুঝা গেল না—সেই চুম্বনে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠ্‌ল—কেঁপে উঠ্‌ল।

"একটা আগুনের হল্‌কা আমার চোখের উপর দিয়ে চলে' গেল।

"দশমিনিট পরে দেখি, আমি তাকে বাহুপাশে ধরে' আছি, সে মূৰ্চ্ছিতা, অৰ্দ্ধমৃতা—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

"আস্তে আস্তে আবার তার চৈতন্য হ'ল; তার মুখোসের ভিতর দিয়ে দেখ্‌তে পেলাম—তার চোখ কোটরে বসে' গেছে। আমি তার পাণ্ডু মুখের নীচের অংশটা দেখতে পেলেম, যেন জ্বরের শীতে তার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্চে—সেই সমস্ত দৃশ্য আবার যেন আমি দেখ্‌তে পাচ্চি।

"যা যা ঘটেছিল, সে-সমস্তই তার স্মরণে ছিল। সে আমার পায়ের তলায় এসে বসে' পড়্‌ল। তার পর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বল্‌তে লাগ্‌ল—'আমার উপর যদি আপনার কিছুমাত্র দয়া থাকে, আমা থেকে আপনার চোখ ফিরিয়ে নিন্, আমাকে জান্‌তে চেষ্টা কর্‌বেন না। আমাকে যেতে দিন—আমাকে ভুলে যান। তবে—আমি আপনাকে ভুল্‌ব না।'

"এই কথা বলে' সে আবার উঠে পড়্‌ল; চট্ করে' দরজার কাছে ছুটে' গেল, দরজাটা খুলে আবার ফিরে এল। ফিরে এসে বল্‌লে—'দোহাই আপনার, আমার পিছনে আর আস্‌বেন না।'

"হাতের ঠেলায় ধড়াস করে' দরজা খুলে গেল, আবার বন্ধ হ'ল। সে একটা উপছায়ার মত আমার দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হ'ল সেই অবধি আর আমি তাকে দেখিনি!

"তার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি! সেই অবধি—সেই ছয় মাস থেকে আমি তাকে সৰ্ব্বত্র খুঁজেছি—নাচের মজলিসে, থিয়েটারে, বেড়াবার জায়গায়। দূর থেকে, ছিপ্‌ছিপে, শিশুর মত ছোট পাছুখানি—কালো চুল—কোন তরুণী দেখ্‌লেই আমি তার অনুসরণ কর্‌তাম, কাছে যেতাম, মুখখানা ভাল করে' দেখ্‌তাম—মনে কর্‌তাম, আমাকে দেখে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে, তা হ'লেই ধরা পড়বে। কিন্তু তাকে আর পেলাম না—কোথাও পেলাম না, কেবল পেতাম তাকে রাত্রে—শুধু আমার স্বপ্নের ভিতর। নানা আকারে তাকে দেখ্‌তে পেতাম।

"মোট কথা, সেই রাত্তির থেকে আমি যেন আর আমি নেই। এক জন অপরিচিতা রমণীর প্রেমে উন্মত্ত হয়ে সৰ্ব্বদাই আশায় আশায় থাক্‌ছি—আর সৰ্ব্বদাই হতাশ হয়ে পড়্‌ছি। ঈর্ষ্যান্বিত হচ্চি অথচ ঈর্ষ্যা কর্‌বার আমার অধিকার নেই, জানিনে, কার উপর ঈর্ষ্যা কর্‌তে হবে। এই পাগলামির কথা কারও কাছে প্রকাশ কর্‌তেও পারি নি, কেবল আমি আমার অন্তরেই দগ্ধ হচ্চি, সেই মায়াবিনীই আমাকে পুড়িয়ে মার্‌ছে।"

এই কথাগুলি বলিয়াই, সে একটা পত্র তাহার বুকের পকেট থেকে বাহির করিল। তার পর সে আমাকে বলিল:—

"আমি সবই ত তোমাকে বলেছি, এখন এই পত্রখানা পড়ে' দেখো।"

"সে রমণী কিছুই ভোলেনি এবং ভুল্‌তে পারে না বলেই মর্‌তে যাচ্চে, সেই হতভাগিনীকে বোধ হয় আপনি ভুলে গেছেন?

"আপনি যখন এই পত্রখানা পাবেন, আমি তখন আর থাক্‌ব না। তখন আপনি পেয়ার-লাশেজের গোরস্থানে যাবেন, সেখানকার দ্বার-রক্ষককে বল্‌বেন, যে পাথরের উপর শুধু 'মেরি' এই নাম লেখা আছে, সেই নূতন সমাধি-প্রস্তরটি

যেন আপনাকে দেখিয়ে দেয়। তার পর সেই সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করবেন।"

আন্তনি বলিল :—

"আমি সবে কাল এই পত্রখানি পেয়েছি; আর ঐ পত্র পেয়ে আজ সকালে আমি সেখানে গিয়েছিলাম। দ্বাররক্ষক সেই সমাধিস্তম্ভের কাছে আমাকে নিয়ে গেল; আমি সেইখানে দুই ঘণ্টা ধরে' নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করলাম, কাঁদলাম। বুঝতে পারচ? সেই রমণী সেইখানেই ছিল। কেবল তার জলন্ত আত্মাপুরুষ পালিয়ে গিয়েছিল; অন্তর্দাহে দগ্ধ—ঈর্ষ্যা ও অনুতাপের ভারে ভারাক্রান্ত তার শরীরটা ভেঙ্গে পড়েছিল। সে ছিল সেইখানেই—আমার পায়ের নীচে—তার জীবন-মরণ সবই আমার অজ্ঞাত। অজ্ঞাত? তবু, যেমন গোরের ভিতর, সেইরকম আমার জীবনের মধ্যেও সে একটা স্থান অধিকার করে' রয়েছে! এরকম কোন কিছু তুমি জান কি?—এরূপ ভীষণ ঘটনার কথা তুমি কখনো শুনেছ কি? তাই আর কোন আশা কোরো না। আমি আবার তাকে দেখতে পাব মনে কর? —কখনই না। আমার ইচ্ছা, তার গোরটা খুঁড়ে যদি তাঁর কোন চিহ্ন পাই, তা হ'লে, তা দিয়ে তার মুখখানি আবার গড়ে' তুলি। আমি তাকে সত্যই ভালবাসি; বুঝতে পারচ, অ্যালেক্‌জান্দার? আমি পাগলের মত তাকে ভালবাসি; যদি আমি জানতে পারি,—এ লোকে তার পরিচয় না পেলেও পরলোকে তার পরিচয় পাব—তা হ'লে আমি এই মুহূর্ত্তেই আত্মহত্যা করি।"

এই কথাগুলি বলিয়া সে আমার হস্ত হইতে পত্রখানা ছিনাইয়া লইল, পত্রখানা বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল, এবং শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

আমি তাকে আমার বাহুর মধ্যে গ্রহণ করিলাম, কি বলিব, বুঝিতে পারিলাম না, আমিও তার সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলাম।

প্রবাসী, ১৩৩০।

দর্পণ

(গীয়ো লাপের, ফরাসী হইতে)

১ পত্র

ভাই "আনাই", তোমার ইচ্ছে, আমি তোমাকে পত্র লিখি—আমি গরীব বেচারী অন্ধ; যে অন্ধকারের মধ্যে হাৎড়িয়ে হাৎড়িয়ে চলে, তাকে কিনা তুমি লিখতে বলছ। আমার অন্ধকারে লেখা বিষাদ-ময় পত্র পেতে তোমার কি ভয় হবে না? অষ্ট-প্রহর অন্ধের মনে যে সব বিষণ্ণ চিন্তার উদয় হয়, সেই সব চিন্তা কি তোমার ভাল লাগবে?

ভাই আনাই, তুমি সুখী; তুমি দেখতে পাও। দেখতে পাওয়া! হাঁ দেখতে পাওয়া—নীল আকাশ, সূর্য্য, আর সকল রকম রং দেখতে পাওয়া—সে কি আনন্দ! সত্য, এক সময় আমি এই অধিকার উপভোগ করেছিলাম; আমার যখন পুরো দশ বৎসরও বয়স হয়নি, তখন আমি অন্ধ হই। ১৫ বৎসর থেকে এখন আমার চারিধারে সব জিনিসই রাত্রির মতো কালো দেখছি। প্রকৃতির আশ্চর্য্য শোভা-সৌন্দর্য্য আমার মনে আনতে কত চেষ্টা করি, কিন্তু কিছুতেই মনে আনতে পারিনে। আমি তার সমস্ত রং ভুলে গিয়েছি। আমি গোলাপের গন্ধ আঘ্রাণ করতে পারি, হাত দিয়ে ছুঁয়ে তার গঠনটা অনুমান করতে পারি; কিন্তু তার গর্ব্বের জিনিস রংটা—যার সঙ্গে প্রায়ই মেয়েদের রঙের তুলনা দেওয়া হয়—সেই রং আমি ভুলে গিয়েছি—কিংবা আমি তার বর্ণনা করতে পারিনে। কখন-কখন এই স্থূল-দেহ-আবরণের নীচে অদ্ভুত রকমের কিরণ আনাগোনা করে। ডাক্তাররা বলেন, এটা হচ্ছে রক্তের গতি; এর থেকে আরোগ্য-লাভের

একটা আশ্বাস পাওয়া যেতে পারে। বৃথা আশা! যে আলোকচ্ছটায় পৃথিবী ভূষিত, তা যখন আমি ১৫ বৎসর থেকে হারিয়েছি, সে আর কখনো পাওয়া যাবে না—যদি কখনো পাওয়া যায়, সে স্বর্গে।

সেদিন আমার একটা অপূর্ব্ব অনুভূতি হচ্ছিল। আমার ঘরে হাৎড়াতে হাতড়াতে, আমার হাত পড়ল একটা জিনিসের উপর—ওঃ! তুমি কিছুই আন্দাজ করতে পারবে না!—একটা দর্পণের উপর! আমি দর্পণটার সাম্নে বস্লাম এবং একজন "ভাবুকের" মতো আমার চুলটা গুছিয়ে ঠিক্‌ঠাক্ করলাম। ওঃ! আমি যদি আপনাকে আপনি দেখ্তে পেতাম! আমি সুশ্রী বলে' যদি মান্তে পার্‌তাম—আমার চামড়াটা যেমন নরম, তেমনি সাদা কি না—দীর্ঘ পক্ষ্মবিশিষ্ট আমার চোখ দুটি সুন্দর কি না, যদি জান্তে পার্‌তাম, তা হ'লে কত খুসীই হতাম!—ইস্কুলে এরা প্রায়ই আমাকে বল্‌ত, ছোট মেয়েরা অনেকক্ষণ ধরে' আয়নায় মুখ দেখলে সেই আয়নায় সয়তান আসে! আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, সয়তান আমার আয়নায় এলে খুব নাকাল হ'ত—কেননা, আমি ত তাকে দেখ্তে পেতাম না।

তোমার পত্রখানি এইমাত্র ওরা আমাকে পড়িয়ে শোনালে, তাতে তুমি জিজ্ঞাসা করেছ, একজন কুঠীওয়ালা দেউলে হওয়াতে আমার বাপ-মা সর্ব্বস্বান্ত হয়েছেন, এ কথা সত্য কি না। আমি ত এ কথা কিছুই শুনি নি। না, তাঁরা ধনী লোক। সমস্ত বিলাসের জিনিস তাঁরা আমাকে জুগিয়ে থাকেন। যেখানেই আমার হাত পড়ে, সেখানেই আমার হাত রেশম ও মখমল স্পর্শ করে, ফুল ও বহুমূল্য কাপড় স্পর্শ করে। আমাদের খাবার টেবিলে প্রচুর খাদ্য থাকে এবং প্রতিদিন আমার রসনার তৃপ্তির জন্য কত মুখরোচক জিনিস আনা হয়। তাই বল্‌ছি, আনাই, আমার পরমাত্মীয়েরা বেশ লক্ষ্মীমন্ত।

২ পত্র

"আনাই, তোমার মাথায় আস্‌বে না, আমি তোমাকে কি বল্‌তে যাচ্ছি। ওঃ! তা শুনলে তুমি হেসে গড়িয়ে পড়বে। তুমি মনে কর্‌বে, আমার দৃষ্টির সঙ্গে আমার বুদ্ধিও লোপ পেয়েছে। আমার এক প্রণয়ী জুটেছে।

হাঁ ভাই; আমি, ত এই দৃষ্টিহীন অন্ধ বালিকা, আমার আবার একজন প্রণয়-প্রার্থী! আমাকে কত আদর-যত্ন করে, কত সাধ্য-সাধনা করে—কি অদ্ভুত! এর পর আর কি বক্তব্য আছে? প্রেম যে-রকম অন্ধ, এমন আর কেউ নয়। তাই বুঝি প্রেম আমাকে তার নিজের লোক বলে' মনে করেছে।

সে ভদ্রলোকটি কি করে' আমাদের মধ্যে এসে পড়ল, আমি জানিনে; এখানে সে কি কর্‌তে চায়, তাও জানিনে। এই পর্য্যন্ত আমি বল্‌তে পারি, সে-দিন সে ভদ্রলোকটি আমাদের খাবারের টেবিলে আমার বাঁ দিকে বসেছিল—আর আমার দিকে খুব মনোযোগ দিচ্ছিল—আমার প্রতি খুব যত্ন দেখাচ্ছিল। আমি বল্‌লাম;—"এই প্রথমবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য আমার ঘটেছে।"

তিনি উত্তর কর্‌লেন;—"সত্য, কিন্তু আমি আপনার মা-বাপকে জানি।" আমি উত্তর কর্‌লাম:—"আমি আপনাকে স্বাগত অভিবাদন করি; কেননা, যিনি আমার পরম দেবতা, আমার সেই বাপ-মার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধা কর্‌তে হয়, তা আপনি জানেন।"

তিনি আস্তে আস্তে বল্‌লেন;—"শুধু তাঁদের উপরেই যে আমার মমতা আছে, তা নয়।"

আমি না ভেবে-চিন্তে উত্তর কর্‌লাম;—"তবে আর কাকে আপনার ভাল লাগে?"

তিনি বল্‌লেন;—"তোমাকে।"

"আমাকে? তার মানে কি?"

"মানে—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

"আমাকে? আমাকে আপনি ভালবাসেন?"

"সত্যই ভালবাসি—উন্মত্তভাবে ভালবাসি।"

এই কথায় আমি লজ্জিত হয়ে পড়্‌লেম, আমার ওড়নাটা কাঁধের উপর একটু টেনে দিলেম।

"এই কথাটা আপনি হঠাৎ পেড়েছেন।"

"ওঃ! আমার দৃষ্টিতে, আমার ভাবভঙ্গীতে, আমার সমস্ত কাজে এ-কথা প্রকাশ পাবে।"

"তা হ'তে পারে, কিন্তু আমি যে অন্ধ, কোন অন্ধ রমণীকে পাবার জন্য কেউ কি কখন সাধ্য-সাধনা করে?"

তিনি বেশ অকপট-ভাবে বল্‌লেন,—"আমি দৃষ্টির কোন তোয়াক্কা রাখিনে। তুমি যদি আলো

দেখ্‌তে না পাও, তাতে আমার কি এসে যায়? তোমার গঠনটি কি সুন্দর নয়? তোমার পা-দুখানি কি পরীর মত ছোট্ট নয়? তোমার পা-ফেলার ধরণটা কি চমৎকার নয়? তোমার কেশগুচ্ছ কি দীর্ঘ ও রেশমি কোমল নয়? তোমার গাত্র কি শ্বেত প্রস্তরের মতো নয়? তোমার মুখের রংটি কি দুধে আল্‌তার মতো নয়? তোমার হাত কি পদ্মফুলের রংএর মতো নয়?"

তাঁর কথা থেমে গেলেও, সেই কথাগুলি আমার কর্ণে ঝঙ্কৃত হ'তে লাগ্‌ল। আমার হ্যানো আছে, আমার ত্যানো আছে বলে' আমার রূপের কতই বর্ণনা কর্‌লেন—তাঁর চোখে আমি সুন্দরী! অন্ধ বালিকার কাছে এরূপ প্রণয়ী শুধু প্রেমের একজন প্রার্থী মাত্র, কিন্তু আমার মতো অন্ধ বালিকার কাছে তিনি প্রণয়ীর চেয়েও বেশী, তিনি একটা দর্পণ। আমি আবার বল্লেম ;—

"আপনি যে রকম বল্‌ছেন, আমি কি সত্যই সেই রকম সুন্দরী? আচ্ছা, এখন আমাকে কি কর্‌তে বলেন?"

"আমার ইচ্ছে, তুমি আমার স্ত্রী হও।" এই কথায় আমি খুব উচ্চস্বরে হেসে উঠলেম। আমি বল্‌লেম ;—"সত্যই কি আপনার এই ইচ্ছে? অন্ধের সহিত চক্ষুষ্মানের—রাত্রির সহিত দিনের বিবাহ? না! না! আমার মা-বাপ ধনী ; আইবুড়ো হয়ে থাক্‌তে আমার ভয় হয় না। আমি চিরজীবন আইবুড়োই থাক্‌ব—"

তিনি আর কোন কথা না বলেই চ'লে গেলেন, আমার কাছে সবই সমান। তবে এইটুকু তিনি আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, আমি সুন্দরী! কিন্তু কে জানে কেন, আমার দর্পণ মহাশয়ের উপর আমার একটু টান্ হয়েছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি।

৩ পত্র

ভাই আনাই, তোমায় একটা মস্ত খবর দেবার আছে। এই জীবনে কত কি দুঃখের ঘটনা অপ্রকাশিতভাবে এসে পড়ে। কি ঘটেছে, তোমাকে বল্‌তে যাচ্ছি আর আমার অন্ধ চোখ দিয়ে ঝর্-ঝর্ করে' জল পড়ছে।

আমি যাকে আমার দর্পণ বলি, সেই অপরিচিত ভদ্রলোকটির সঙ্গে বাক্যালাপ হবার কয়েক দিন পরে, আমার মায়ের বাহুর উপর ভর দিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছিলেম, এমন সময় হঠাৎ একজন তাঁকে চেঁচিয়ে ডাক্‌লে। আমার মনে হ'ল, আমাদের দাসী আমার মাকে তাড়াতাড়ি খোঁজ কর্‌তে এসে এই ব্যাকুল-কণ্ঠে চীৎকার কর্‌ছে।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লেম ;—"ব্যাপারটা কি মা?"

"কিছুই না বাছা ; বোধ হয়, কোন লোক দেখা কর্‌তে এসেছে। আমাদের যে রকম অবস্থা, তাতে আমাদের সামাজিক কর্ত্তব্য কিছু কিছু পালন না কর্‌লে চলে না।"

মাকে চুম্বন করে' আমি বল্‌লেম :—"তা হ'লে মা, তোমাকে আর আটকে রাখব না—বৈঠকখানায় গিয়ে দর্শন-প্রার্থীদের অভ্যর্থনা কর গে। যাও!"

মা তাঁর তুষার-শীতল ওষ্ঠাধর দিয়ে আমার ললাট স্পর্শ কর্‌লেন। তার পর তিনি চলে' গেলেন —কাঁকর-বিছানো রাস্তা দিয়ে তাঁর পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম—ক্রমে সেই পদশব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

মা চলে' যাবার পরেই আমি যেন দুইজন শ্রমজীবীর কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম ; তারা একলা রয়েছে মনে করে', মন খুলে' গল্পগুজব কর্‌ছিল। দেখ আনাই, যখন ভগবান্ এক ইন্দ্রিয় থেকে আমাদের বঞ্চিত করেন,—মনে হয়, সান্ত্বনা দেবার জন্য, আমাদের অন্য ইন্দ্রিয়ের শক্তি বাড়িয়ে দেন। অন্ধের শ্রবণ-শক্তি, যারা দেখতে পায়, তাদের চেয়ে এই কারণে বেশী তীব্র হয়ে থাকে। যদিও তারা আস্তে কথা কচ্ছিল, তাদের একটি কথাও আমার কান এড়ায়নি। তারা এই কথা বল্‌ছিল ;—"আহা বেচারী! ওদের জন্য দুঃখ হয়। আবার ঘটকরা এসেছে।"

—"আর বালিকাটির মনে একটু সন্দেহও হয়নি। সে আন্দাজ কর্‌তেও পারেনি যে, তার অন্ধতার সুবিধা পেয়ে ওরা তাকে সুখী কর্‌বার চেষ্টা করে।"

"বল কি তুমি?"

"না, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নেই। সে কেবল আবলুস্ কাঠ ও মখমলই হাত দিয়ে স্পর্শ কর্‌ছে। তবে কি না, মখমলটা বিশ্রী ময়লা হয়ে গেছে, আবলুসের চেক্‌নাইটাও নষ্ট হয়েছে। আহারের সময় খাবার টেবিলে বসে' মুখরোচক নানা-রকম খাদ্য-সামগ্রী সে উপভোগ করে ; সে স্বপ্নেও ভাবে

না, তার কাছ থেকে ঘরকন্নার দুঃখকষ্ট লুকিয়ে রাখা হয়েছে; আর ঐ খাবার-টেবিলে বসে'ই ওর বাপ-মা'রা শুক্‌নো রুটি ছাড়া আর-কিছুই খায় না।"

—ওঃ! আনাই, এই কথা শুনে' আমার কি কষ্ট হ'ল, তা বুঝ্‌তেই পারছ। ওঁরা আমার সুখের জন্য কত লালায়িত। আমার এই অন্ধকারের মধ্যে ওঁরা আমাকে,—কেবল আমাকেই নানাপ্রকার বিলাস সামগ্রী দিয়ে সুখে রাখ্‌তে চান। ওঃ! কি আশ্চর্য্য সেবা-যত্ন! এই ঋণ শত বৎসরেও আমি পরিশোধ করতে পারব না।

৪ পত্র

বাড়ীর দুরবস্থার এই গুপ্ত কথাটা আমি যে আন্দাজে জেনেছি—তা আমি কারও কাছে প্রকাশ করি নি। দারিদ্র্যের কথাটা আমার কাছে লুকিয়ে রাখ্‌বার সব চেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়েছে—এ কথা মা জান্‌তে পার্‌লে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়্‌বেন। আমায় সর্ব্বদাই দেখাতে হবে, যেন আমাদের বাড়ীর ভাল অবস্থার সম্বন্ধে আমার খুবই বিশ্বাস আছে। কিন্তু আমার বাড়াকে রক্ষা কর্‌ব বলে' আমি দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়েছি!

আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষীর নাম "এড্‌মণ্ড্‌।" তিনি আমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছিলেন—ভগবান্‌ যেন আমাকে মার্জ্জনা করেন!— রঙ্গিণীর মতো হাব-ভাব দেখিয়ে তাঁর মন ভোলাবার একটু চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেম।

আমি বল্‌লেম ঃ—

"আমার উপর এখনো কি আপনার সমান ভাল-বাসা আছে?"

তিনি বল্‌লেন ঃ—

"হাঁ, আমি তোমাকে ভালবাসি, কারণ, তোমার যে রূপ-লাবণ্য, সে একটা উচ্চধরণের রূপ-লাবণ্য—অতি নির্ম্মল, বেশ লজ্জানম্র।"

"আর আমার দেহের গঠন?"

—"দ্রাক্ষালতার মতো সুন্দর ও সুললিত।"

—"আঃ—আর আমার ললাট?"

—"গজদন্তের মতো প্রশস্ত ও মসৃণ—ও ললাটের কাছে গজদন্তও হার মানে।"

—"সত্যি?" এই কথা বলে' আমি হাসতে লাগ্‌লেম।

"এ কথায় তোমার এত মজা লাগ্‌ল কেন?"

"আমার মনে হ'ল, যেন তুমি আমার দর্পণ। তোমার কথার ভিতর দিয়ে আমি নিজেকে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

"প্রিয়তমে, তুমি চিরদিন এই রকমই আমাকে ভেবো।"

"তুমি রাজি আছ? তা হ'লে—"

"আমি নির্ভুল দর্পণের মতো, তোমার রূপ, তোমার গুণ তোমার কাছে প্রতিফলিত কর্‌তে আমি রাজি আছি। তুমি আমার স্ত্রী হবে বলে' সম্মতি দাও। আমার একটু সম্পত্তি আছে। তোমার কিছুরই অভাব হবে না। আর আমি প্রাণপণে তোমাকে সুখী কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব।"

এই সময় আমার বাপ-মার কথা মনে এল। আমি ভাব্‌লেম, একে যদি আমি বিবাহ করি, তা হ'লে তাঁরা ঋণ-ভার হ'তে মুক্ত হ'তে পার্‌বেন। আমি উত্তর কর্‌লেম ঃ—

"কিন্তু এই বিবাহে তোমার আত্ম-মর্য্যাদার হানি হবে। আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাব না।"

তিনি বল্‌লেন ঃ—"হায় হায়!—একটা কথা আমারও তোমাকে জানানো আবশ্যক।"

"—কথাটা কি?—শুনি।"

—"আমি প্রকৃতি-দেবীর একটি কুৎসিত সন্তান। আমার মুখেতেও কোন সৌন্দর্য্য নেই—আমার চলন-ভঙ্গীতেও কোন গাম্ভীর্য্য নেই। আমার চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য হচ্চে—দারুণ বসন্ত রোগের ক্ষতচিহ্নে আমার মুখ আচ্ছন্ন। অতএব, আমি যে একজন অন্ধ বালিকাকে বিবাহ কর্‌ছি—তাতে আমার স্বার্থপরতাই প্রকাশ পাচ্ছে। এতে আমার নম্রতা প্রকাশ পাচ্ছে না।"

আমি তাঁর দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলেম।

"আমি জানিনে, নিজের উপর তুমি কতটা কঠোর হচ্ছ, কিন্তু আর যাই হোক্‌, আমার বিশ্বাস, তুমি খুব খাঁটি লোক। আমি যেমনটি আছি তুমি তবে আমাকে ঠিক্‌ সেইভাবে গ্রহণ করো। তোমার চিন্তা হ'তে কিছুই আমাকে বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না। আমার এই আঁধার মরুভূমিতে তোমার প্রেমই আমার হরিৎকুঞ্জ হবে।"

আমি ঠিক্‌ কাজ কর্‌ছি, কি ভুল কর্‌ছি, আমি জানিনে। কিন্তু এটা জানি, আমার বাপ-মাকে

উদ্ধার কর্‌বার জন্যই আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি। হয় ত, হাৎড়াতে হাৎড়াতে আমি ঠিক রাস্তাটা ধর্‌তে পেরেছি।

৫ পত্র

তোমার এবারকার পত্রে তুমি প্রিয়সখীর মতো আমার প্রতি কত স্নেহ-মমতা প্রকাশ করেছ—আমাকে প্রশংসা করেছ—আমাকে অভিনন্দন করেছ, এই সবেতেই পত্রখানি ভরা।

হাঁ ভাই, দুই মাস হ'ল, আমি বিবাহ করেছি। নারীদের মধ্যে আমার মতো সুখী আর কেউ নেই। আমার কিছুই আকাঙ্ক্ষা কর্‌বার নেই। আমার স্বামীর আমি হৃদয়-পুত্তলী, আর আমার বাপ-মায়ের আমি আদরের বস্তু। তাঁরা আমাকে ত্যাগ করেন নি। আমার অন্ধতার জন্য আর আমি দুঃখিত নই। "এড্‌মণ্ডের" দৃষ্টি আমাদের উভয়ের উপরেই আছে।

যেদিন আমাদের বিবাহ হয়, আমার দর্পণ আমার জাঁকালো "কনে সাজের" কথা আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন। আমার অবগুণ্ঠনটি অতি সুন্দর হয়েছিল—আর আমার নেবু-ফুলের মালা-গাছিতে আমাকে খুব মানিয়েছিল। কোন আসল দর্পণ এর চেয়ে আর কি বেশী কর্‌তে পার্‌ত?

সন্ধ্যার সময় আমরা দু-জনে বাগানে বেড়াই। সেখাকার ফুলের গন্ধে, পাখীর গানে, ফলের আস্বাদে ও কোমল স্পর্শে আমি মুগ্ধ। কখন কখন আমরা থিয়েটারে যাই এবং সেখানেও, আমার অন্ধ-চোখ যা দেখ্‌তে না পায়, ওঁর বর্ণনার গুণে আমি সে-সমস্ত মানস-পটে দেখ্‌তে পাই। উনি বলেন, উনি দেখতে কুৎসিত, তাতে আমার কি এসে যায়? কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা কুৎসিত, আমি ত এখন বুঝ্‌তে পারিনে, আমি শুধু বুঝ্‌তে পারি স্নেহ-মমতা—ভালবাসা।

ভাই আনাই, আজ তবে এইখানেই বিদায় হই—আমার সুখে তুমি সুখী হও।

৬ পত্র

ভাই আনাই, আমি মা হয়েছি। একটি ছোট্ট মেয়ের মা। কিন্তু আমি তাকে দেখ্‌তে পাইনে। সবাই বলে, এমন মিষ্টি দেখতে হয়েছে যে, চোখ ফেরানো যায় না। তারা বলে, উটি আমার জীবন্ত ক্ষুদে-নমুনা, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌তে পারিনে। ওঃ! কি বলবতী মায়ের ভালবাসা! আমি যে নীল আকাশ দেখ্‌তে পাইনে, ফুলের শোভা দেখ্‌তে পাইনে, আমার স্বামীর মুখশ্রী, আমার বাপ-মায়ের মুখশ্রী দেখ্‌তে পাইনে—সমস্তই ত আমি অম্লানবদনে সহ্য করে' এসেছি—কখনো আক্ষেপ প্রকাশ করি নি। কিন্তু আমি যে আমার বাছাটিকে দেখ্‌তে পাব না—এ আমার পক্ষে অসহ্য। ওঃ! আমার চোখের কালো পর্দাটা যদি এক মিনিটের জন্য, শুধু এক সেকেণ্ডের জন্যও খসে' পড়ে, যদি বিদ্যুতের মতও তার মুখ একবার আমি দেখ্‌তে পাই, তা হ'লে আমি কত সুখী হই!—জীবনের অবশিষ্ট দিনের জন্য আমি তা হ'লে গর্ব্ব অনুভব করতে পারি।

এবার এড্‌মণ্ড আমার দর্পণ হ'তে পার্‌বেন না। তিনি যতই বলুন না কেন, আমার বাছাটির চুল বেশ কোঁক্‌ড়া-কোঁক্‌ড়া, চোখ দুটি বেশ জল্‌-জলে, তার হাসিটি বড় মিষ্টি—তাতে আমার কি হবে? যখন বাছাটি আমার দিকে হাত বাড়ায়, তখন ত আমি তাকে দেখ্‌তে পাইনে?

৭ পত্র

আমার স্বামী দেবতা। জানো, তিনি কি করেছেন? গত বৎসর আমার জন্য যে কত কি করেছেন, তা আমি জান্‌তেও পারি নি। তিনি আমার চোখ ভাল কর্‌তে চান—আর তার ডাক্তার তিনি নিজেই। তাঁর ডাক্তারি কাজটা ভাল লাগে না, তবু শুধু আমার জন্যই ডাক্তারের ব্যবসাটা শিখেছেন। কাল আমাকে তিনি বল্লেন,—"প্রাণেশ্বরি! জান, আমি কি আশা কর্‌ছি?"

"এ কি সম্ভব?"

"হাঁ, গাত্রচর্ম্ম সুন্দর কর্‌বার জন্য যে ঔষধের জল তোমার ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেম, সে একটা অছিলে মাত্র—আসলে, এটা হচ্ছে আর একটা গুরু-তর ব্যাপারের পূর্ব্বায়োজন।"

"সে ব্যাপারটা কি?"

"সেটা হচ্ছে চোখের ছানি সারানো।"

"তোমার হাত কি কাঁপবে না?"

"না; যখন আমার হৃদয় ঠিক্ আছে, তখন আমার হাতও ঠিক্ থাক্‌বে।"

আমি তাঁকে চুম্বন করে' বল্‌লেম:—"তুমি মানুষ নও, তুমি দয়াময় দেবতা।"

তিনি বল্‌লেন;—"আঃ! আর একবার আমাকে চুম্বন করো প্রিয়তমে! আমাকে এই ক্ষণিকের বিভ্রম উপভোগ কর্‌তে দাও।"

"এ কথার অর্থ কি, এড্‌মণ্ড্?"

"অর্থাৎ ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে শীঘ্রই তোমার চোখ ভাল হবে।"

"তার পরে—?"

"তার পর, আমি যেমনটি, ঠিক্ আমাকে সেই-রকম দেখ্‌তে পাবে—বেঁটে, নগণ্য ও কুৎসিত।"

এই কথাগুলিতে আমার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে যেন একটা আলোর ছটা বের হ'ল। আমার কল্পনা মশালের মতো জ্বল্‌তে লাগ্‌ল। আমি দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লেম;—

"এড্‌মণ্ড, প্রিয়তম, আমার প্রেমের উপর যদি তোমার বিশ্বাস না থাকে, যদি তুমি মনে কর, তোমাকে যে রকমই দেখ্‌তে হোক না কেন, আমি তোমার স্বেচ্ছা-দাসী নই, তা হ'লে আমার অন্ধকারের মধ্যে, আমার চিররাত্রির মধ্যেই আমাকে রেখে দাও।" তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কেবল আমার হাতটা একটু টিপে ধর্‌লেন।

আমার মা বলেছিলেন, ছানি-কাটার কাজটা একমাসের মধ্যে আরম্ভ হ'তে পারে।

আমার স্বামীর যে বর্ণনা শুনেছিলাম, সে-সব কথা আমার আবার মনে পড়ল। মা বলেছিলেন, তাঁর মুখে বসন্তের দাগ আছে; বাবা বলেছিলেন, তাঁর চুল খুব পাত্‌লা। আমাদের ঝী বলেছিলেন, তিনি বুড়ো।

মুখে বসন্তের দাগ হওয়া, সে যে একটা দুর্ঘটনার কথা। লাভাটেরের মতে টাক্ থাকা ত একটা বুদ্ধির লক্ষণ; তবে বুড়ো হওয়া একটা দুঃখের বিষয় বটে। তার পর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে আমার আগে তাঁর মৃত্যু হয়—তা হ'লে আমার ভালবাসার দিন সংক্ষেপ হবে।

ভাই আনাই, পরীকে্তাবের গল্পটি তোমার মনে আছে? আমার সেই গল্পের "সুন্দরী ও পশু"র অবস্থা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে কোন যাদুমন্ত্রের দ্বারা রূপান্তর হবারও উপায় নেই। আপাততঃ, ভাই আনাই, আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো। কে জানে, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে হয় ত আমি একদিন তোমার চিঠিগুলি পড়্‌তে পাব।

শেষ পত্র

দেখ ভাই আনাই, আমার চিঠির গোড়ার দিক্‌টা না দেখে শেষ দিক্‌টা দেখো না। যেমন যেমন পরে পরে হয়েছে, সেই স্বাভাবিক ক্রম অনুসারে তুমি আমার দুঃখের, আমার ঘটনা-বিপর্য্যয়ের, আমার আনন্দের ভাগ লও।

দু হপ্তা হ'ল, আমার ছানি কাটা হয়ে গেছে। আমি দুবার খুব চীৎকার করে' উঠেছিলুম। তার পর আমার মনে হ'ল, যেন আমি দিন, আলো, রং, সূর্য্য দেখ্‌তে পাচ্ছি। তখনই আবার একটা পটি আমার চোখের উপর বসিয়ে দেওয়া হ'ল। আমি সেরে উঠলেম! কেবল একটু সহ্য করে' থাকা, আর একটু সাহসের দরকার।

এড্‌মণ্ড আমার জীবনকে আবার মধুময় করে' তুলেছেন।

কিন্তু একটা কথা কবুল কর্‌ব কি? আমি একটা নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছিলেম। আমি আমার ডাক্তারের কথার অবাধ্য হয়েছিলেম। তিনি তা জান্‌তে পার্‌বেন না। তা ছাড়া আমার এই গোঁয়ার্ত্তুমি থেকে এখন আর কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। চুমো খাবার জন্য খুকীকে ঝী আমার কাছে এনে ছিল। খুকী ঝীর কোলে ছিল।

পুঁটুমণি খুব নরমগলায় বল্‌লে—"মা"; তখন আমি আর থাক্‌তে পার্‌লেম না, পটিটা ছিঁড়ে ফেল্‌লেম। আর বলে' উঠলেম;—

"আমার পুঁটুমণি! আহা, কি সুন্দর! এই যে আমার পুঁটুকে দেখ্‌তে পাচ্ছি—দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

ঝী আবার আমার পটিটা চোখে বেঁধে দিলে। কিন্তু এই অন্ধকারের মধ্যে আমি এখন আর একলা নই। পুঁটুর মুখখানি মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল, আজ সব যেন আলো হয়ে উঠ্‌ল।

কাল মা আমাকে কাপড় পরিয়ে দিতে এসেছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে' আমার সাজ-সজ্জা চল্‌ছিল। আমি একখানা রেশ্‌মী কাপড় পরেছিলেম, একটা চিকণের কাজ-করা "কলার" পরেছিলেম, আর হাল-ফ্যাশানের ধরণে চুল

বেঁধেছিলেম। আমার সমস্ত সাজগোজ যখন শেষ হ'ল, তখন মা আমাকে বল্লেন,—

"পটিটা খুলে ফ্যাল্।"

আমি বাঁধাটা খুলে ফেল্লেম। যদিও সেই সময় ঘরের ভিতর একটু গোধূলি আলো আস্ছিল, তবু আমার মনে হ'ল, এমন সুন্দর আর কিছুই দেখি নি। আমার মাকে, আমার বাবাকে, আমার পুঁটুকে বুকে চেপে ধর্লেম। বাবা বল্লেন :—

"নিজেকে ছাড়া তুই আর সকলকেই দেখ্তে পেয়েছিস্।"

আমি বলে' উঠ্লেম ;—

"আর আমার স্বামী? কোথায় আমার স্বামী?"

আমার মা বল্লেন, "তিনি লুকিয়ে আছেন।"

তখন আমার মনে পড়্ল, তাঁর কুৎসিত চেহারার কথা, তাঁর পরিচ্ছদের কথা, তাঁর টাকের কথা, তাঁর বসন্তের দাগে-ভরা মুখের কথা।

আমি বল্লেম :—

"বেচারী এড্মণ্ড, তিনি আসুন না আমার কাছে, আমার চোখে তিনি কন্দর্পের চেয়েও সুন্দর।" মা উত্তর কর্লেন :—

তোর স্বামীর জন্য আমরা অপেক্ষা কর্ছি, তুই ততক্ষণ তোর নিজের মুখখানি আয়নায় একবার দেখ্—তোর নিজের মুখ দেখে নিজেই মুগ্ধ হবি, এমন সুন্দর।"

আমার মায়ের কথা শুনে আয়নার কাছে গেলেম, আমার নিজের একটু গর্ব্ব ছিল, একটু কৌতূহল ছিল। যদি আমি সত্যিই কুৎসিত হই?—যদি আমার কুৎসিত চেহারার কথা সবাই আমার কাছে ভাঁড়িয়ে থাকে?—তাই আমি আয়নার কাছে গেলেম ও আনন্দে চেঁচিয়ে উঠ্লেম। কেমন ছিপ্ছিপে গড়ন, কেমন গোলাপের মত রং, কেমন জ্বল্জ্বলে চোখ, সত্যই আমি রূপসী। কিন্তু বেশ আরামে আমার চেহারাটা দেখ্তে পার্ছিলেম, আয়নাটা ক্রমাগত কাঁপ্ছিল, আয়নায় আমার প্রতিবিম্বটা যেন আনন্দে নৃত্য কর্ছিল।

আমি আয়নার পিছন দিয়ে তাকিয়ে দেখ্লেম কেন আয়নাটা কাঁপছে।

একটি যুবা-পুরুষ বেরিয়ে এল, বেশ লম্বা-চওড়া শরীর, বড় বড় কালো চোখ, একটা Legion of Honourএর কৃত্রিম গোলাপ বুকে গোঁজা। একজন অপরিচিত লোকের কাছে রয়েছি বলে' আমি মরে' গেলেম। ঐ যুবকের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই আমার মা বল্লেন :—

"ত্যাখ্ দিকি তুই কেমন সুন্দর—ঠিক যেন একটি সাদা গোলাপ।" আমি বলে' উঠ্লেম :—

"মা!"

"দেখ্ দিকি এই সাদা হাত দুখানি",—এই কথা বলে' তিনি আমার হাতের আস্তিনটা কুনুই পর্য্যন্ত উঠিয়ে দিলেন।

আমি বল্লেম :—

"কিন্তু মা, একজন অপরিচিত লোকের সাম্নে তুমি কি বল্ছ?"

"অপরিচিত লোক?—এ যে একটা দর্পণ।"

"আমি আয়নার কথা বল্ছিনে, আয়নার পিছনে যে যুবা পুরুষটি ছিল, আমি তার কথা বল্ছি।" বাবা বল্লেন :—

"আরে বোকা! তোর আর অত লজ্জা কর্তে হবে না। ও যে তোর স্বামী!" আমি বলে' উঠ্লেম :—"এড্মণ্ড!"—এই কথা বলেই তাকে চুম্বন কর্বার জন্য এগিয়ে গেলেম।

তার পর আবার কিছু পেলেম। আহা, উনি কি সুন্দর! আমি কি সুখী! যখন অন্ধ ছিলেম, তখন বিশ্বাস করেই ভালবেসেছিলেম। এখন নূতন প্রেমে আমার হৃদয় উথলে উঠ্ছে—ওঁর মহত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি, আমার অন্ধতার জন্য, আমাকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে উনি সকলকে বল্তে হুকুম দিয়েছিলেন যে, উনি নিজে দেখ্তে কুৎসিত।

এড্মণ্ড আমার পায়ের নীচে নতজানু হয়ে বস্লেন। মা চোখের জল মুছ্তে মুছ্তে, আমাকে তাঁর কোলে বসিয়ে দিলেন। আনন্দের উচ্ছ্বাসে আমার স্বামী আমাকে বল্লেন :—

"তুমি কি সুন্দর!" আমি চোখ নীচু করে' উত্তর কর্লেম—"ওটা তোমার ভদ্রতার কথা।"

—"না, কেবল আমিই যখন তোমার একমাত্র দর্পণ ছিলেম, আমি ত ঐ কথাই তোমাকে বরাবর বলে' এসেছি। এখন দেখো! আমার এই যে সহযোগী সকর্ম্মী—মুখ দেখবার আয়না, এরও এই একই মত—এও বল্ছে, আমি যা বলেছি, তাই ঠিক।"

প্রবাসী, ১৩৩১।

মা

(আলফঁাস দোদের ফরাসী হইতে)

সে দিন প্রাতে আমাদের চিত্রকর বন্ধু বি—র সঙ্গে দেখা কর্‌তে "মৌণ্ট্-ভ্যালেরিয়ঁায়" গিয়েছিলেম। বি—একজন সেন্-পণ্টনের লেফ্‌টেন্যাণ্ট্। চমৎকার লোক। সেই সময় সে পাহারা দিচ্ছিল। জায়গা ছেড়ে তার কোথাও যাবার যো নেই। কাজেই ওখানে আমাদের দাঁড়িয়ে থাক্‌তে হ'ল। আমরা জাহাজের প্রহরী নাবিকদের মত পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌লেম। প্যারিসের কথা, যুদ্ধের কথা, অনুপস্থিত প্রিয়জনের কথা আমরা বলাবলি কর্‌তে লাগ্‌লেম। আমাদের লেফ্‌টেন্যাণ্ট ভায়া তখনও পূর্ব্বের মত কলার উন্মত্ত ভক্ত, হঠাৎ আমার কথায় বাধা দিয়ে একটা ভঙ্গী করে' আমার হাতটা ধরে' নিম্নস্বরে আমাকে বল্‌লে :—"দেখ দেখ! কেমন দুটি মাণিক-যোড় !"

তার ছোট্ট কটা চোখের কোণটা, শিকারী কুকুরের চোখের মত জ্বলে' উঠ্‌ল ; সে আঙুল বাড়িয়ে দুইটি বুড়ো-বুড়ীকে দেখিয়ে দিলে। এই বুড়ো-বুড়ী ঠিক সেই সময়, মৌণ্ট্-ভ্যালেরিয়ঁার মাল-ভূমিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল। বৃদ্ধটির গায়ে চেষ্টনট্-রংএর কোর্ত্তা ; বেঁটে, পাতলা, লালমুখ, নীচু কপাল, গোল চোখ, প্যাঁচার ঠোঁটের মত নাক। বলি-রেখা-বিশিষ্ট পাখীর মত মুখ, গম্ভীর ও নির্ব্বুদ্ধি। ছবিটা সম্পূর্ণ হয়,যদি বলি—একটা ফুলকাটা কার্পেটের ব্যাগ থেকে একটা বোতলের গলা বেরিয়ে আছে, আর বগলের নীচে, এক বাক্স মোরব্বা—ভবিষ্যতে প্যারিসের কোন লোক যদি এই টিনের বাক্স আবার দেখে ত পাঁচমাসব্যাপী অবরোধের কথা না ভেবে থাক্‌তে পারবে না। আর বৃদ্ধার প্রথমে আর কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না—কেবল মাথায় একটা প্রকাণ্ড টুপী, আর গলা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত শরীরে একটা শাল এঁটে জড়ানো। মধ্যে মধ্যে, সেই টুপীর ভিতর থেকে তার ছুঁচোলো নাকের ডগা ও দু'চারটি পাকা চুলের গোছা বেরিয়ে পড়্‌ছিল।

মালভূমিতে পৌঁছে, দম নেবার জন্য সেইখানে থেকে বৃদ্ধ কপাল পুঁছ্‌তে লাগ্‌ল। নভেম্বর মাস। তেমন গরম হবার কথা নয়। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি চলে' আসায় হাঁপিয়ে পড়েছিল।

বৃদ্ধা না থেমে একেবারে খিড়্‌কী-ফটকের কাছে এল। সে ইতস্ততোভাবে আমাদের দিকে একবার তাকালে—যেন আমাদের কিছু বল্‌তে চায় ; কিন্তু আফিসার সাজ-সজ্জা দেখে একটু ভয়-স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল—তাই আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা না করে' শাস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করাই শ্রেয় মনে কর্‌লে। সে ভয়ে ভয়ে তার ছেলেকে দেখ্‌বার জন্য তার কাছে অনুমতি চাইলে। সে বল্‌লে :—তার ছেলে "৬ নম্বর প্যারিস পণ্টনের একজন পদাতিক।"

শাস্ত্রী উত্তর কর্‌লে :—"এইখানে একটু অপেক্ষা করো, আমি তাকে ডেকে' পাঠাচ্ছি।" বুড়ীর আনন্দ আর ধরে না—সে একটা আরামের হাঁপ ছেড়ে ছুটে স্বামীর কাছে এল। তার পর দু'জনে একটা ঢালু জমির ধারে এসে বস্‌ল।

অনেকক্ষণ ধরে' ওরা অপেক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। মৌণ্ট্-ভ্যালেরিয়ঁা নগর-দুর্গটা এত প্রশস্ত, ওর ভিতরে এত অঙ্গন, এত ঢালু পাড়, এত বুরুজ, এত বারিক, এত গুপ্ত খিলান-ঘর রয়েছে, মনে হয় যেন, একটা গোলক-ধাঁধা। এই জটিলতার মধ্য থেকে ৬নং পদাতিককে বের করা বড়ই কঠিন। তাতে আবার সেই সময় বেল্লার ভিতর তূরী-ভেরী বাজ্‌ছিল, সৈনিকেরা ছুটোছুটি কর্‌ছিল, টিনের সুরাপাত্র হ'তে ঠন্-ঠন্ শব্দ হচ্ছিল। যারা বদ্‌লি হচ্ছিল, তাদের এক-একজনকে বিশেষ বিশেষ কাজের ভার দেওয়া হচ্ছিল, রসদ বণ্টন করা হচ্ছিল। সৈনিকেরা একজন রক্তমাখা শত্রুর গোয়েন্দাকে বন্দুকের গুঁতো দিতে দিতে নিয়ে আসছে ; চাষারা সৈনিকদের অত্যাচারের জন্য, নালিশ কর্‌তে সেনাপতির কাছে এসেছে ; একজন আর্দালি ঘোড়া ছুটিয়ে এসে পড়েছে—নিজেও ক্লান্ত, ঘোড়াও ঘেমে উঠেছে। দূরের আড্ডা থেকে খচ্চরের পিঠে ঝোলানো আহতদের ডুলী দুল্‌তে দুল্‌তে আসছে। আহতেরা মৃদুস্বরে আর্ত্তনাদ

করছে। "মারো ঠ্যালা হেইঁ হো":বলে' তুরীনাদের সঙ্গে একটা নূতন কামান উপরে ওঠানো হচ্ছে। কেল্লার মেষদের নিয়ে লাল পাজামা-পরা কঞ্চি হাতে মেষ-পালকেরা উঠানে যাতায়াত করছে, আবার ফটক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা বেচারী এই সব দেখ্‌ছে আর ভাব্‌ছে, "আমার ছেলেকে বল্‌তে ভুল্‌বে না ত?" প্রত্যেক পাঁচ মিনিটের পর সে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আস্তে আস্তে ফটকের কাছে যাচ্ছে, প্রাচীরের পিছন থেকে যে বহিরঙ্গন একটু দেখা যাচ্ছে, সেই দিকে সে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে; কোন কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করতে আর তার সাহস হচ্ছে না, পাছে তার ছেলে হাস্যাস্পদ হয়। বৃদ্ধ ওর চেয়েও আরও ভয়-তরাসে, সে তার কোণটি ছেড়ে একপাও নড়্‌ছিল না। তার স্ত্রী বিষণ্ণ-মনে, হতাশভাবে যখন প্রত্যেকবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসছিল, বেশ দেখা গেল, তার স্বামী অধৈর্য্যের জন্য স্ত্রীকে ধমকাচ্ছে এবং যুদ্ধের চাক্‌রীতে কি কি দর্‌কার, সেই-সব বোঝাচ্ছে—অতি নির্ব্বোধ হয়েও বিজ্ঞতার ভাণ করছে।

ব্যক্তিগত জীবনের এই সব নীরব দৃশ্য আমার দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। যতটা দেখা যায়, তার চেয়ে আন্দাজে অনেকটা বোঝা যায়। যখন রাস্তায় ভিড় ঠেলে বেড়িয়ে বেড়াই, কত মুখ-নাড়া-নাড়ি, কত-রকম অঙ্গ-ভঙ্গী দেখা যায়—এই রকম এক-একটা অঙ্গ-ভঙ্গীতেই লোকের জীবন-ধারা ব্যক্ত হয়ে পড়ে।

এই দিন উজ্জ্বল প্রভাতে আমি কল্পনা কর্‌লেম, একজনের মা যেন এইরকম মনে-মনে ভাবছে:—

"জেনেরাল ত্রোশুর হুকুমের জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়েছে। আর পারা যায় না। তিন মাস হ'ল, আমার ছেলেকে আমি দেখিনি। আমি ঠিক্ করেছি, আমি ছেলেকে একবার দেখে আস্‌ব।"

ছেলের বাপ ভীতু ও সাংসারিক কাজকর্ম্মে নিতান্ত আনাড়ী; তার ভয় হ'ল, একটা অনুমতি-পত্র সংগ্রহ কর্‌তে অনেক বেগ পেতে হবে—তাই প্রথমে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে।

"না, মাইডিয়ার, এ কথা মনেও এন না? মৌন্ট-ভ্যালেরিয়াঁ, সে কি এখানে? সে অনেক দূরে। একটা গাড়ী না হ'লে সেখানে কি করে' যাবে? তা ছাড়া এটা একটা নগর-দুর্গ। মেয়েরা তার ভিতর যেতে পারে না।"

—স্ত্রী বল্‌লে:—"আমি ভিতরে যাব।" তার যা ইচ্ছে হয়, সে না করে' ছাড়ে না। কাজেই তার স্বামীর যেতে হ'ল। সে "সেক্টরের" আফিসে "মেয়ারের" আফিসে গেল, "ষ্টাফের" সদর-আড্ডায় গেল, "কামিসারি"তে গেল। যাবার সময় ভয়ে গা' দিয়ে ঘাম ছুটছে, শীতে শরীর জমে' যাচ্ছে, ভুলে এ দরজায়, ও দরজায় ঢুকে' পড়্‌ছে—একটা আফিসে গিয়ে দু-ঘণ্টা ধরে' বসে' আছে—শেষে টের পেলে, সে ভুল আফিসে এসেছে। অবশেষে রাত্রে গভর্ণরের কাছ থেকে একটা অনুমতি-পত্র নিয়ে বাড়ী ফির্‌ল। পরদিন খুব সকালে জেগে উঠ্‌ল—খুব ঠাণ্ডা, তখনো প্রদীপ জ্বল্‌ছে। ছেলের বাপ আপনাকে গরম কর্‌বার জন্য কিছু খেয়ে নিলে, কিন্তু ছেলের মা'র তখন ক্ষিধে ছিল না। মা মনে কর্‌লে, সেখানে গিয়ে ছেলের সঙ্গে একত্র আহার কর্‌বে। মনে কর্‌লে, ছেলে-বেচারা সেখানে ত ভাল খেতে পায় না—তাকে একটা ভালরকমের ভোজ দিতে হবে। তাই সে অবরোধ-কালের যে-সব বাতিল খাদ্য-দ্রব্য পড়েছিল, সেগুলো তাড়াতাড়ি একটা ঝুড়ীর মধ্যে ভরে' নিলে:—চকোলেট, মোরব্বা, সিল্-মোহর-করা সুরা—সমস্ত। এমন কি, একটা বাক্সও সঙ্গে নিলে। এই বাক্সটা ৪ টাকা দিয়ে এরা কিনেছিল—দুর্দ্দিনের জন্য এটাকে খুব সযত্নে সঞ্চিত করে' রেখেছিল। যখন এরা দুর্গ-বুরুজের কাছে এসে পৌঁছল, তখন দুর্গের ফটক সবেমাত্র খোলা হয়েছে। এখন অনুমতি-পত্রটা দেখাতে হবে। এইবার মা-ই ভয় পেলে। কিন্তু দেখা গেল, সবই ঠিক্ আছে। সৈনিকদের অ্যাড্‌জুটেন্ট্‌ বল্‌লে:—

"ওদের যেতে দেওয়া হোক্।"

এই কথা শুনে' মা হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল।

"লোকটি বড় ভদ্র।"

মা তাড়াতাড়ি ছুটে চল্‌ল। বাপ তাকে ধরে' উঠ্‌তে পার্‌ছিল না।

"মাই ডিয়ার, অত দৌড়ে চোলো না।"

কিন্তু মা তার কথায় কর্ণপাত কর্‌লে না। ঐ ওখানে দিগন্তের কুয়াসার ভিতর থেকে, মৌন্ট-ভ্যালেরিয়াঁ হাত-ছানি দিয়ে যেন তাকে ডাক্‌ছে;—"শীঘ্র এস, সে এখানে আছে।"

এখানে পৌঁছে আবার তাদের একটা নূতন কষ্ট আরম্ভ হ'ল। যদি তাকে দেখ্‌তে না পেয়ে থাকে! যদি সে না আসে!

হঠাৎ সে চম্‌কে উঠ্‌ল, বুড়োর হাত ছুঁয়ে সে একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌ল। কতকটা দূরে, খিলেন-ওয়ালা খিড়্‌কি-ফটকের নীচে, তার ছেলের পায়ের শব্দ সে চিন্‌তে পার্‌লে।

এ সেই। যখন সে এসে উপস্থিত হ'ল, তখন দুর্গের সম্মুখটায় আলো জ্বালানো হয়েছিল।

লোকটা বেশ লম্বা-চওড়া। সোজা খাড়া হয়ে আছে। পিঠে জিনিসের ঝোলাটা ঝুল্‌ছে, আর কাঁধের উপর তার বন্দুক রয়েছে। সে আস্তে আস্তে তাদের দিকে এগিয়ে এল। সমস্ত মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। সে পুরুষোচিত উৎফুল্ল স্বরে বল্‌লে ;—

"প্রণাম মা।"

তখনই মা প্রকাণ্ড টুপীটার ভিতর,—তার ছেলের ঝোলা, কোর্ত্তা, শিরস্ত্রাণ সমস্তই পুরে ফেল্‌লে। বাপ জিজ্ঞাসা কর্‌লে ;—

"কেমন আছ? গরম কাপড় পরেছ ত? সাদা সুতোর কাপড় যথেষ্ট আছে ত?"

চুম্বন, অশ্রু ও হাসি-বর্ষণের মধ্যে—মায়ের সুদীর্ঘ স্নেহ-দৃষ্টি তার আপাদমস্তক আচ্ছন্ন করে' আছে। মাতৃস্নেহের তিন মাসের বাকি-বকেয়া যেন একেবারেই পরিশোধ করা হ'ল। বাপের মনও খুব বিচলিত হচ্ছিল, কিন্তু বাহিরে প্রকাশ কর্‌বে না বলে' স্থিরসঙ্কল্প হয়েছিল। আমরা তার দিকে তাকিয়ে আছি জান্‌তে পেরে, আমাদের দিকে একটু চোখ টিপে যেন এই কথা বল্‌লে ;—

"তোমরা কিছু মনে কোরো না,—ও মেয়ে-মানুষ।"

এইরকম আনন্দ-উল্লাস চল্‌ছে—এমন সময় একটা বিউগল বেজে উঠ্‌ল—আনন্দের উচ্ছ্বাস নিবে গেল। ছেলে বলে' উঠ্‌ল ;—

"ঐ যাবার ডাক পড়েছে—এখনি আমাকে যেতে হবে।"

"কি? তুমি আমাদের সঙ্গে প্রাতর্ভোজন কর্‌বে না?"

"না, আমি ত তা পার্‌ব না। ঐ দুর্গের মাথায় ২৪ ঘণ্টা আমায় পাহারা দিতে হবে।"

মা-বেচারী শুধু বল্‌লে :—

"ওঃ!" আর কিছুই বল্‌তে পার্‌লে না।

তিনজনই একটা ভয়ের ভাবে, পরস্পরের মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চেয়ে রইল। তার পর বাপ হৃদয়বিদারক স্বরে বল্‌লে :—

"নিদেন এই বাক্সটা তুই নে।" কিন্তু যাত্রার গোলমালে ও ব্যস্ততায়, সে বাক্সটা খুঁজে পেলে না। কম্পিতহাতে ওরা খুঁজতে লাগ্‌ল, হাৎড়াতে লাগ্‌ল। চোখ দিয়ে জল পড়্‌ছে, গলা ভেঙ্গে গেছে—সে যদি দেখ্‌তে! কেবলি বল্‌ছে—বাক্সটা কোথায়?—বাক্সটা কোথায়? তার পর যখন বাক্সটা পাওয়া গেল,—ওদের মধ্যে বিদায়-আলিঙ্গন বিনিময় হ'ল। ছেলে আবার ছুটে দুর্গের ভিতর ঢুকে পড়ল।

এটা যেন মনে থাকে, এই প্রাতর্ভোজনের জন্য ওরা অত দূর থেকে এসেছিল, ওরা এটা একটা উৎসবের ব্যাপার মনে করেছিল। এমন কি, আগের রাত্রে মা ঘুমোয়নি। বল দেখি, এই বিফল যাত্রা—স্বর্গ হাতে পেতে-পেতে ফস্‌কে যাওয়া—এর চেয়ে হৃদয়-বিদারক ব্যাপার কখনো কি কল্পনাও কর্‌তে পার? সেইখানে ওরা খানিকক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। যেখান দিয়ে তাদের ছেলে চলে' গিয়েছিল, সেই খিড়কী-ফটকের দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে রইল। অবশেষে বাপ আপনাকে একটু ঝাঁকা দিয়ে একটু ঘুরে দাঁড়াল; মুখে সাহসের ভাব এনে দুই-তিনবার কাস্‌লে। তার পর চেঁচিয়ে বলে' উঠ্‌ল :—

"চল্ গাদোর মা, এইবার আমরা যাই।"

প্রবাসী, ১৩৩১

জল্লাদ

(বালজ্যাকের ফরাসী গল্প)

ক্ষুদ্র মেন্দা-নগরের ঘটিকা-স্তম্ভ হইতে এইমাত্র দ্বিপ্রহর রাত্রি ধ্বনিত হইল। দুর্গ-প্রাসাদ-সংশ্লিষ্ট উদ্যানের শেষ প্রান্তে যে একটি দীর্ঘ অলিন্দ ছিল, সেই অলিন্দের প্রাচীরের উপর ঝুঁকিয়া একটি তরুণ ফরাসী সেনা-নায়ক যেন কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন—যে ব্যক্তি বে-পরোয়া সৈনিকের জীবন যাপন করিতেছে, তাহার পক্ষে এইরূপ চিন্তা বিসদৃশ বলিয়াই মনে হয়।

মাথার উপর স্পেনের নির্মেঘ গগনের নীল গম্বুজ; নীচের সুন্দর উপত্যকা, অনিশ্চিত নক্ষত্রালোকে ও চন্দ্রমার কোমল রশ্মিতে আলোকিত হইয়া আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে—সৈনিক তাহাই দেখিতেছিল। ফুটন্ত নারাঙ্গী গাছের গায়ে ঠেস দিয়া সে আরও দেখিতে পাইতেছিল, মেন্দা-নগর—১০০ ফুট নীচে। দুর্গ-প্রাসাদটি যে শৈলের উপর গঠিত, সেই শৈলের পাদদেশে,—উত্তর-বায়ু হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য এই মেন্দা-নগরটি আশ্রয় লইয়া বেশ আরামে আছে। সৈনিক মুখ ফিরাইল—মুখ ফিরাইবামাত্র সমুদ্র নজরে পড়িল। কৌমুদীদীপ্ত তরঙ্গরাজি, ভূদৃশ্যের যেন একটা চওড়া রূপার ফ্রেম বলিয়াই মনে হইতে লাগিল।

দুর্গ-প্রাসাদের জানলাগুলায় দীপের আলো। বল-নৃত্যের আমোদ-উল্লাস ও নৃত্যগীত, বেহালার ধ্বনি, নৃত্যকারী ও নৃত্যকারিণীদের হাস্য বায়ুতরঙ্গে বাহিত হইয়া তাহার দিকে আসিতেছিল এবং তাহার সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল—দূরাগত সাগরতরঙ্গের মৃদু কলধ্বনি। সৈনিক দিবসের তাপে ক্লান্ত হইয়াছিল, শীতল রাত্রি তার শরীরকে একটু চাঙ্গা করিয়া তুলিল। উদ্যানের কুসুমরাশির তীব্র মধুর সৌরভে সুগন্ধী গাছপালার গন্ধে ও সুরভিত বায়ুতে সে অবগাহন করিল।

মেন্দার দুর্গ-প্রাসাদের মালিক ছিলেন এক জন স্পেনীয় মার্কিস। তিনি সেখানে সপরিবারে বাস করিতেন। সমস্ত সায়াহ্নকালটা বাড়ীর জ্যেষ্ঠ দুহিতা সেই সৈনিক পুরুষকে এমন একটা সতৃষ্ণ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছিল যে, সেই স্পেনীয় মহিলার করুণাব্যঞ্জক দৃষ্টি ঐ ফরাসী সৈনিকের মনে একটা স্বপ্ন-কল্পনা জাগাইয়া তুলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ক্লারা ছিল রূপসী। তার তিন ভাই ও এক ভগিনী থাকিলেও মার্কিস-লেগানেসের ভূসম্পত্তি এত বৃহৎ যে, সেই ফরাসী সেনানায়ক মারশাঁর বিশ্বাস যে, ক্লারা খুব একটা জাঁকালো রকমের যৌতুক পাবে। কিন্তু কি সাহসে সে কল্পনা করিবে,—আভিজাত্যের শ্রেষ্ঠ শোণিত স্বকীয় শরীরে প্রবাহিত বলিয়া যাহার অন্ধ বিশ্বাস, সে কি না এক প্যারিসের মুদীর ছেলেকে নিজের দুহিতা দান করিবে? তা ছাড়া, ফরাসীদিগের উপর তাঁহার দারুণ বিদ্বেষ ছিল। সপ্তম ফার্দ্দিনান্দের অনুকূলে দেশকে উত্তেজিত করিয়া তুলিবার জন্য মার্কিস একটা চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হওয়ায়, এই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সেনাপতি "জী"—মার্কিসের আজ্ঞাধীন পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশগুলাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া দখলে রাখিবার জন্য, এই ক্ষুদ্র মেন্দা-নগরে ভিক্টর মারশাঁর পল্টনকে মোতায়েন রাখিয়াছিলেন। মার্শাল নের সরকারী পত্রেও জানা গিয়াছিল, ইংরাজেরা স্পেনের উপকূলে অবতরণ করিতে পারে—কেননা, লণ্ডনের মন্ত্রি-পরিষদের সহিত মার্কিসের পত্র-ব্যবহার চলিতেছিল।

তাই, ভিক্টর মারশাঁ ও তাঁহার সৈন্যদল, স্পেনীয়দিগের নিকট হইতে সাদর-অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেও, সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সতর্ক থাকিত। প্রদেশগুলি যখন তাঁহার জিম্মা করিয়া দেওয়া হয়, তখন তিনি অলিন্দের দিকে গিয়া, নগরটি একবার নজর করিয়া, তাহার পর মনে মনে ভাবিলেন,—মার্কিস যে তাঁহার প্রতি বরাবর বন্ধুত্ব দেখাইয়া আসিতেছেন, সে বন্ধুত্ব কি ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে এবং দেশের বাহ্য-প্রতীয়মান শান্তির সহিত, সেনাপতির চিত্তচাঞ্চল্যের সমন্বয় কি করিয়া করা যাইতে পারে? কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সাবধানতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও বৈধ

কৌতূহল, এই সকল চিন্তা তাঁহার মন হইতে বিদূরিত করিল। তিনি লক্ষ্য করিলেন, নীচেকার সহরে কতকগুলা আলো জ্বলিতেছে। সেন্ট জেম্‌সের পর্ব্বদিন হইলেও, তিনি প্রাতঃকালেই হুকুম দিয়া রাখিয়াছিলেন, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সামরিক আইন অনুসারে সহরের সমস্ত আলো নিবাইয়া দিতে হইবে। কেবল দুর্গ-প্রাসাদটাই এই হুকুমের ব্যতিক্রমস্থল ছিল। বেশ স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, যেথানে তাঁহার নিজের লোক তাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে মোতায়েন ছিল, সেখানে সঙ্গীন ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। কিন্তু সহরের মধ্যে একটা গম্ভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল; স্পেনীয়েরা উৎসব উপলক্ষে সুরাপানে যে মত্ত হইয়াছিল, তাহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। নগরের অধিবাসিগণ তাঁহার হুকুম তামিল করে নাই কেন, এই বিষয়ের একটা কারণ নির্দ্দেশ করিতে তিনি বৃথা চেষ্টা করিলেন। এই রহস্যটা তাঁহার নিকট আরও দুর্জ্ঞেয় বলিয়া মনে হইল, কেননা, তিনি সেই রাত্রিতেই পুলিশের কাজ করিবার জন্য ও সহরে রোঁদ দিবার জন্য তাঁর সৈনিকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

সহরের নিকটতম প্রবেশ-পথের নিকটস্থ একটা ক্ষুদ্র রক্ষি-গৃহে একটা অচেনা পথ দিয়া শীঘ্র পৌঁছিবার উদ্দেশে, যৌবন-সুলভ প্রচণ্ড আবেগ সহকারে প্রাকারের একটা ফাঁক দিয়া লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত হইয়াছিলেন—লাফাইয়া পড়িয়া মনে করিয়াছিলেন, আঁচড়-পাঁচড় কাটিয়া কোন প্রকারে শৈল বাহিয়া তিনি নীচে নামিবেন। এমন সময়ে একটা ক্ষীণ মৃদু শব্দ তাঁহার গতিরোধ করিল। তাঁহার মনে হইল, যেন উদ্যানের কঙ্করময় পথে এক জন স্ত্রীলোকের মৃদু পদশব্দ শোনা যাইতেছে। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন—কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য সমুদ্রের আশ্চর্য্য উজ্জ্বলতায় তাঁহার চোখ ঝলসিয়া গেল; তাহার পরেই একটা অলক্ষণে জিনিস দেখিয়া বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন—মনে করিলেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়-বিভ্রম হইতেছে। শুভ্র জ্যোৎস্নার আলোকে দিগন্ত উদ্‌ভাসিত; অনেক দূরে অবস্থিত হইলেও সেই আলোকে সমুদ্রের জাহাজ তিনি বেশ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার গা শিহরিয়া উঠিল। তিনি আপনাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, সাগরতরঙ্গের উপর পতিত জ্যোৎস্নালোক একটা দৃষ্টিভ্রম ঘটাইয়াছে।

কিন্তু এই সময়ে একটা কর্কশ কণ্ঠস্বর তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিল। সেনানায়ক প্রাকারের ফাঁকের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, এক জন গ্রিনেডিয়ার সৈনিক সেই ফাঁকের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে মাথা বাড়াইতেছে। বুঝিলেন, সেই সৈনিক—যাহাকে তিনি দুর্গ-প্রাসাদে তাঁহার সঙ্গে আসিতে বলিয়াছিলেন।

"নায়ক মহাশয়, আপনি না কি?" তরুণ সেনানায়ক মৃদুস্বরে উত্তর করিলেনঃ—(একটা ভাবী ঘটনা-জ্ঞান তাঁহাকে যেন সাবধান করিয়া দিয়াছিল।)

"হাঁ, ব্যাপারখানা কি?"

"নীচে ঐ হতভাগারা গুঁড়ি মারিয়া চলিতেছে এবং আপনার অনুমতিক্রমে যত শীঘ্র পারি, এই সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি।"

ভিক্টর মার্‌শাঁ উত্তর করিলেনঃ—"বলে' যাও—তার পর?"

"এক জন লোক লণ্ঠন হাতে করে' এই দিক্ দিয়ে আসছিল, আমি এইমাত্র তার অনুসরণ কর্‌ছিলাম। লণ্ঠন-হাতে—খুবই সন্দেহ হয়। এই গভীর রাত্রে সেই ভদ্রলোকের আলো জ্বালা আবশ্যক ছিল বলে' মনে হয় না। আমি মনে মনে ভাবিলাম—ওদের ইচ্ছে—'আমাদের একেবারে গিলে ফেলে!' আমি তাই ওর পিছু পিছু চল্লাম; আর দেখ্‌তে পেলাম, এখান থেকে দুই তিন পা দূরে, কতকগুলা জ্বালানী কাঠ রয়েছে।"

হঠাৎ নীচে সহরের ভিতর দিয়া একটা ভীষণ চীৎকার শোনা গেল—লোকটা কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ থামিয়া গেল। সেনা-নায়কের মুখের উপর একটা আলোকের ঝলকা আসিয়া পড়িল; সেই গ্রিনেডিয়ার সৈনিক বন্দুকের গুলীতে আহত হইয়া ভূতলশায়ী হইল। ১০ পা দূরে একটা উৎসববহ্নি হঠাৎ প্রজ্বলিত হইয়া চারিদিক্ উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলিল। নৃত্যশালায় গানবাদ্য ও হাসির শব্দ একেবারে থামিয়া গেল। উৎসবের আমোদ-উল্লাসের পরিবর্ত্তে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল—মধ্যে কেবল আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। তার পর, শুভ্র সাগর-তরঙ্গের উপর দিয়া কামানের গর্জ্জন শ্রুত হইল।

সেনা-নায়কের ললাটে শীতল স্বেদবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার অসি পিছনে ফেলিয়া

আসিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাঁর লোকেরা নিহত হইয়াছে এবং ইংরাজরা উপকূলে অবতরণ করিতে সমুদ্যত। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঁচিয়া থাকিলে অপমানিত হইতে হইবে। তাঁহাকে কোর্ট-মার্শালের বিচারে আহ্বান করা হইবে। এক মুহূর্ত নজর করিয়া দেখিলেন,—উপত্যকা কতটা গভীর। তাহার পরেই নীচে লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত—এমন সময়ে ক্লারা আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল।

ক্লারা বলিল,—"পালাও! আমার পিছনে, আমার ভাইরা আস্‌ছে তোমাকে হত্যা করতে। ঐ নীচে শৈলের পাদদেশে জুয়ানিতোর ঘোড়া আছে, দেখ্‌তে পাবে। যাও!"

ক্লারা সেনা-নায়ককে ঠেলিয়া দিল। তরুণ সেনা-নায়ক বিস্ময়বিহ্বল হইয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিন্তু যে আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তি মহা বীরপুরুষকেও কখনও পরিত্যাগ করে না, সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সেনানায়ক শৈল হইতে শৈলান্তরে লাফাইয়া পড়িয়া, অচেনা পথ দিয়া সেই নির্দ্দেশিত স্থানের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তিনি হত্যাকারীদিগের পদশব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন। তাঁহার কানের পাশ দিয়া শোঁ শোঁ করিয়া গুলীর আওয়াজ হইতেছিল। অবশেষে তিনি শৈলের পাদমূলে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং সজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া বিদ্যুদ্‌গতিতে ছুটিয়া পলাইলেন।

ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে ওই তরুণ সেনা-নায়ক সেনাপতি "জী"র আবাসস্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। সেনাপতি তখন স্বকীয় সহকারিবর্গের সহিত আহারে বসিয়াছিলেন। কোটরে-ঢোকা চোখ শ্রান্তক্লান্ত মেন্দার সেনা-নায়ক বলিয়া উঠিলেন :—"আপনার হাতে আমার প্রাণ সমর্পণ কর্‌লাম!"

সেনা-নায়ক একটা আসনে বসিয়া পড়িলেন এবং এই ভীষণ ঘটনার বিবরণ সমস্ত বলিলেন। ভীতিপ্রদ নিস্তব্ধতা সহকারে ইহা গৃহীত হইল।

ভীষণ সেনাপতি অবশেষে বলিলেন,—"আমার মনে হয়, তোমার ততটা অপরাধ নেই—বরং এ স্থলে তুমি দয়ার পাত্র। স্পেনীয়দের অপরাধের জন্য তুমি দায়ী নও, মার্শাল যদি অন্য নিষ্পত্তি না করেন, আমি তোমাকে মুক্তি দিচ্ছি।"

কিন্তু এই কথাগুলিতে হতভাগ্য সেনা-নায়ক তেমন সান্ত্বনা পাইলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—"যখন সম্রাট্ এই কথা শুনিবেন!" সেনাপতি বলিলেন,—"তোমাকে গুলী করাই তাঁহার অভিমত হবে; তবে দেখা যাক, আমরা এ বিষয়ে কি করতে পারি।"

তার পর কঠোরভাবে বলিলেন,—"এখন এ বিষয় সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই বল্‌ব না। এখন কেবল এমন একটা প্রতিশোধের মৎলব ঠাওরাতে হবে, যাতে করে' এই দেশে একটা স্বাস্থ্যকর আতঙ্ক উৎপন্ন হ'তে পারে; যেখানকার লোকরা অসভ্য বুনোর মত যুদ্ধ করে, সেখানে ওই রকমের একটা কিছু উপায় অবলম্বন করা দরকার।"

এক ঘণ্টা পরে, সমস্ত রেজিমেণ্ট, অশ্বারোহী সৈন্যের একটা বিচ্ছিন্ন দল এবং তোপের একটা শকটশ্রেণী রাস্তায় বাহির হইল। সৈন্যশ্রেণীর অগ্রভাগে চলিলেন সেনাপতি ও সেনা-নায়ক মার্‌চাঁ। তাঁহাদের সাথীদিগের দশা কি হইয়াছে, সৈনিকদিগকে পূর্ব্বেই জানানো হইয়াছিল। তাই তাহাদের ক্রোধের সীমা ছিল না। সৈন্যাধ্যক্ষের আড্ডা ও মেন্দা সহর—ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরত্বের ব্যবধান অলৌকিক দ্রুতবেগে লঙ্ঘিত হইল। সব গ্রামগুলাই অবধারণ করায় উহাদিগকে ঘেরাও করিয়া, উহাদের অধিবাসীদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করা হয়।

ঘটনাক্রমে ইংরাজের জাহাজগুলা তখনও বার-দরিয়ায় ছিল, তখনও উপকূলের নিকটে আসে নাই। ইংরাজের জাহাজ আসিতেছে দেখিয়া মেন্দার অধিবাসীরা সাহায্য পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল। এখন তাহারা নিরাশ হইল। একটা আঘাত করিবার অবসর পাইবার পূর্ব্বেই ফরাসী সৈন্য উহাদিগকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ইহাতে উহাদের মধ্যে এমন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইল যে, উহারা ইচ্ছা করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে উদ্যত হইল।

দেশসেবার আবেগে, একটা ঝোঁকের মাথায়, ফরাসীদের হত্যাকারীরাও (স্পেনের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে) আপনা হইতে আসিয়া ধরা দিল। এইরূপে উহারা মনে করিয়াছিল, মেন্দা নগরটিকে বাঁচাইবে। কেননা, নিষ্ঠুরতার জন্য সেনাপতির খ্যাতি ছিল, তাহাতে উহাদের মনে হইয়াছিল, উহারা আত্মসমর্পণ না করিলে, সেনাপতি সমস্ত নগরটিকে অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করিবে এবং

সমস্ত অধিবাসীদিগকে অসির দ্বারা নিহত করিবে। সেনাপতি জী—উহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। আরও এই করার করাইয়া লইলেন যে, নিম্নতম ভৃত্য হইতে মার্কিস পর্য্যন্ত দুর্গপ্রাসাদে সমস্ত লোককেই আত্মসমর্পণের জন্য তাঁহার নিকট আনিয়া হাজির করিতে হইবে। উহারা এই সকল সর্ত্তে রাজি হইলে, সেনাপতি অঙ্গীকার করিলেন—অবশিষ্ট নগরবাসীর আর প্রাণদণ্ড করিবেন না এবং নগর লুণ্ঠন বা নগরদাহ করিতে সৈন্যদিগকে নিষেধ করিবেন। একটা বেশী রকমের অর্থদণ্ড নির্দ্ধারিত হইল এবং সেই অর্থ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যাহাতে আদায় হয়, এইজন্য কতকগুলি মাতব্বর ধনী লোককে জামিন রাখা হইল।

যাহাতে সৈন্যেরা নিরাপদে থাকে, এই জন্য সেনাপতি প্রয়োজনমত সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেন, সেই স্থানের রক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিলেন এবং নগরের গৃহে গৃহে তাঁহার সৈনিকদিগকে বাস করিতে দিতে অস্বীকৃত হইলেন। সমস্ত স্থানের উপর সৈন্য-প্রহরী বসাইয়া তাহার পর সেনাপতি দুর্গপ্রাসাদে গিয়া বিজয়ীর মত প্রবেশ করিলেন। মার্কিস-লেগানিসের সমস্ত পরিবারমণ্ডলী ও ভৃত্যবর্গের মুখের ভিতর কাপড় গুঁজিয়া মুখ বন্ধ করা হইল এবং বৃহৎ নৃত্যশালার মধ্যে বন্ধ করিয়া তাহাদের উপর খুব সতর্কভাবে পাহারা দেওয়া হইতে লাগিল। সহরের উর্দ্ধদেশে যে দীর্ঘ অলিন্দ প্রসারিত ছিল, সেই সমস্ত অলিন্দ জানলা হইতে সহজেই দেখা যাইতেছিল।

পাশের বারান্দায় সেনাপতির সহকারী সৈন্যাধ্যক্ষগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন; ইংরাজদিগের অবতরণ নিবারণ পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায় কি, ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য সেনাপতি উঁহাদিগকে লইয়া একটা সভা বসাইলেন।

মার্শালনের নিকট সেনাপতির এক জন পার্শ্বচরকে পাঠান হইল; সমস্ত উপকূলের ধারে তোপ বসাইতে হুকুম দেওয়া হইল; তাহার পর সেনাপতি ও তাঁহার সহকারিবর্গ কয়েদীদের সম্বন্ধে মনঃসংযোগ করিলেন। নগরবাসীরা যে ২০০ স্পেনীয়কে পাঠাইয়াছিল, তাহাদিগকে সেই অলিন্দের উপরে তখনই গুলী করা হইল। এই সামরিক প্রাণদণ্ডবিধানের পর নৃত্যশালায় যে সব বন্দী ছিল, সেই বন্দীদের জন্য ঐ স্থানেই ফাঁসি-কাষ্ঠ উঠাইতে বলা হইল এবং নগরের বাহির হইতে এক জন জল্লাদকে ডাকিতে পাঠান হইল। আহারের পূর্ব্বে যে একটু অবসর-সময় ছিল, সেই সময়ের সুযোগ লইয়া সেনানায়ক ভিক্টর-মার্শা কয়েদীদের সহিত দেখা করিতে গেলেন। তাহার পর শীঘ্রই সেনাপতির নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন,—"আমি তাড়াতাড়ি এলাম, একটা অনুগ্রহের ভিখারী হয়ে।"

সেনাপতি তিক্ত বিদ্রূপের স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"কি! তুমি?"

ভিক্টর উত্তর করিলেন,—"হাঁ, একটা অনুগ্রহ চাইতেই এসেছি। মার্কিস্ হাড়কাঠ উঠানো হচ্ছে দেখেছেন—তিনি চান, তাঁহার পরিবার সম্বন্ধে প্রাণদণ্ডটার পরিবর্ত্তে আর কোন লঘু দণ্ড হয়; শুধু আমীর-ওমরাওদের প্রাণদণ্ড করা হোক। তিনি এই অনুনয় করছেন।"

সেনাপতি বলিলেন,—"প্রার্থনা গ্রাহ্য করলেম।"

"তাঁহার আর একটা প্রার্থনা এই যে, তাঁহার পরিবারবর্গকে ধর্ম্মের সান্ত্বনা হ'তে বঞ্চিত করা না হয় এবং তা'দের অবিলম্বে কারামুক্ত করা হয়। তাহারা কথা দিচ্ছে, তাহারা পালাবার চেষ্টা করবে না।"

"আচ্ছা, তাও স্বীকার। কিন্তু এর জন্য জবাবদিহি তোমার।"

"বৃদ্ধ মার্কিস্ আরও বল্‌ছেন, যদি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে আপনি ক্ষমা করেন, তা হ'লে তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব আপনাকে তিনি দান করবেন।"

সেনাপতি বলিলেন,—"বটে! রাজা জোসেফের তহবিলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ত আগেই বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে।" একটু থামিলেন। একটু অবজ্ঞার ভাবে তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। তার পর আবার বলিলেন,—"তারা যা চাচ্ছে, তার চেয়েও একটা ভাল কাজ আমি করব। তাঁর শেষ প্রার্থনার অর্থ আমি বুঝেছি। আচ্ছা, বেশ। ভাবী বংশপরম্পরাক্রমে তাঁর নাম চল্‌বে। কিন্তু যেখানেই এই নামের উল্লেখ হবে, সমস্ত স্পেন তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতা ও তাঁহার দণ্ডের কথা স্মরণ করবে। মার্কিসের ছেলেদের মধ্যে যে-কোন ছেলে জল্লাদের কাজ করবে, আমি তাকেই

তাঁর সম্পত্তি ও তার প্রাণ দান করব। * * * এই শেষ কথা, আর তাদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু বোলো না।"

ডিনার প্রস্তুত ছিল। ক্ষুধিত সামরিক কর্ম্মচারীরা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আহারে বসিল। উহাদের মধ্যে কেবল এক জন অনুপস্থিত ছিল—সে ভিক্টর মার্‌শাঁ। অনেকক্ষণ ইতস্তত করিয়া তিনি নৃত্যশালায় গেলেন এবং সেখানে গিয়া গৌরবান্বিত লেগান্‌-বংশের গর্ব্বিত বংশধরদিগের অন্তিম দীর্ঘশ্বাস শুনিতে পাইলেন। তিনি বিষণ্ণচিত্তে এই দৃশ্য তাঁহার সম্মুখে দেখিলেন। সবে গত রাত্রে এই নাট্যশালাতেই কতকগুলি বালিকার মুখ তিনি দেখিয়াছিলেন, যাহারা নাচিতে নাচিতে তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল; এবং তিন তরুণ ভ্রাতাদিগের অল্পসময়ের মধ্যেই আজ ঐ তরুণীদের সুন্দর মস্তক জল্লাদের খড়্গাঘাতে ভূলুণ্ঠিত হইবে মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ঐ ওখানে পিতা, মাতা এবং তাহাদের তিন পুত্র ও দুই কন্যা বসিয়া আছে—একেবারে নিশ্চল,—তাহাদের গিল্টিকরা-চৌকীতে শৃঙ্খলবদ্ধ। হাত-বাঁধা চার জন পরিচারক তাহাদের পিছনে দণ্ডায়মান। এই ১৫ জন বন্দীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে—গম্ভীরভাবে উহারা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করিতেছে। উহাদের চোখ দেখিয়া উহাদের মনের কথা বুঝা যায় না; কিন্তু উহাদের উদ্যম চেষ্টা যে সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়াছে, এই ভাবনা-জনিত একটা হাল-ছাড়িয়া দিবার ভাব, একটা গভীর নৈরাশ্যের ভাব উহাদের অনেকেরই ললাটে যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নির্ব্বিকারচিত্ত যে সকল সৈনিক পাহারা দিতেছিল, তাহারাও তাহাদের দারুণ শত্রুদিগের কষ্ট সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখিতেছিল। যখন ভিক্টর প্রবেশ করিল, তখন একটা কৌতূহলের রশ্মিচ্ছটায় সকলের মুখ উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি বন্দীদিগের বন্ধন মোচন করিতে হুকুম দিলেন এবং ক্লারার বন্ধনটা স্বয়ং মোচন করিলেন। ক্লারা তাঁহার দিকে চাহিয়া একটু বিষণ্ণভাবে হাসিল। তরুণীর বাহু একটু লঘুভাবে স্পর্শ না করিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। তরুণীর কালো চুল ও সরু মাজা মনে মনে তারিফ করিতে লাগিলেন। তরুণী স্পেনেরই প্রকৃত দুহিতা ছিল—মুখের রং স্পেনবাসীর মত, চোখ স্পেনবাসীর মত, কাকের চেয়েও কালো, চোখের পক্ষ্মরাজি দীর্ঘ ও ঈষৎ বঙ্কিম। তরুণী একটু বিষাদের হাসি হাসিল—সেই হাসিতে তখনও পর্য্যন্ত বালিকাসুলভ একটা মাধুর্য্য ছিল। তার পর জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনার চেষ্টা কি সফল হয়েছে?"

ভিক্টর মনোভাব চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না—তাঁহার কণ্ঠ হইতে আর্ত্তনাদের মত একটা শব্দ বাহির হইল। তিনি ভাইয়ের মুখের দিকে চাহিলা, ক্লারার মুখের দিকে চাহিলেন—আবার সেই তিন তরুণ স্পেনীয়ের মুখের পানে তাকাইলেন। যে ভাই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাহার বয়স ৩০; সে বেঁটে, শরীরের গঠনও তেমন সুঠাম নহে। তাহাকে দেখিতে উদ্ধত ও গর্ব্বিত, কিন্তু তাহার ধরণধারণে একটু আভিজাত্যের বৈশিষ্ট্য যে ছিল না, এরূপ নহে। বেশ মনে হয়, প্রাচীন স্পেনের ক্ষাত্রসমাজে যে একটা সুকুমার ধরণের অনুভূতি ছিল, সেই অনুভূতি এই যুবকের অপরিচিত ছিল না। ইহার নাম—জুয়ানিতো। মধ্যম ভ্রাতা ২০ বৎসরের। সে তাহার ভগিনী ক্লারার মত; এবং সর্ব্বকনিষ্ঠের বয়স ৮ বৎসর। সবাইকে এক নজরে দেখিয়া লইয়া, ভিক্টর হতাশ হইয়া পড়িলেন। ইহাদের মধ্যে কোন একজন সেনাপতির প্রস্তাবটা কেমন করিয়া গ্রহণ করিবে! তবু, তিনি এই কাজের ভারটা ক্লারার হাতে সমর্পণ করিলেন। সেই স্পেনীয় বালিকার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু তখনই সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া, তাহার পিতার সম্মুখে নতজানু হইল। সে বলিল,—"বাবা, জুয়ানিতোকে শপথ করিয়ে লও,—তুমি যে হুকুম দেবে, সে তাই পালন করবে। তা হ'লেই আমরা সন্তুষ্ট হব।"

মার্কিস-পত্নী আশার আবেগে কাঁপিতেছিলেন, কিন্তু যখন স্বামীর দিকে ঝুঁকিয়া ক্লারার ভীষণ গুপ্ত-কথাটা জানিতে পারিলেন, তখনই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জুয়ানিতো সমস্তই বুঝিতে পারিয়াছিল, সে পিঞ্জর-বদ্ধ সিংহের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল। মার্কিসের নিকট হইতে সম্পূর্ণ বশ্যতার করার লইয়া, ভিক্টর আপনার ঝুঁকিতে সৈন্যদিগকে বিদায় করিয়া দিল।

ভৃত্যরা জল্লাদের সমীপে নীত হইল। যখন ভিক্টর ঘরের ভিতর পাহারা দিতেছিলেন, সেই সময়

মার্কিস উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বলিলেন,—"জুয়ানিতো!"

ইহার উত্তরে জুয়ানিতো শুধু এমনভাবে মাথা নত করিয়া রহিল—যাহার অর্থ—অসম্মতি। জুয়ানিতো একটা চৌকীতে বসিয়া পড়িয়া নিরশ্রুনয়নে তাহার পিতামাতার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। ক্লারা তাহার কাছে গিয়া তাহার কোলে বসিল এবং হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার নেত্রপল্লব চুম্বন করিতে লাগিল—তার পর হর্ষোৎফুল্লভাবে বলিল,—"ভাই জুয়ানিতো, তুমি শুধু যদি জান্‌তে, তোমার হাতে আমার মৃত্যু কত মধুর হবে! জল্লাদদের জঘন্য আঙ্গুলের স্পর্শ ঘাড় পেতে নিতে আমাকে তা হ'লে বাধ্য হ'তে হবে না। ভাবী অমঙ্গল অত্যাচার হতেও তুমি আমাকে ছিনিয়ে আন্‌তে পারবে—আর,……প্রাণের ভাই আমার—জুয়ানিতো! আমি যে আর কারও হব—এ কথা মনে কর্‌তেও তোমার পক্ষে অসহ্য হবে—তা হ'লে?"

ক্লারার মখমলকোমল নেত্রদ্বয় ভিক্টরের উপর একটা অগ্নিময় জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মনে হইল, যেন সে জুয়ানিতোর হৃদয়ে ফরাসী বিদ্বেষ জাগাইবার চেষ্টা করিতেছে।

তাহার ভাই ফিলিপ বলিল,—"সাহস কর ভাই – নৈলে আমাদের রাজবংশ লুপ্তপ্রায় হবে।"

হঠাৎ ক্লারা উঠিয়া দাঁড়াইল। জুয়ানিতোকে ঘিরিয়া যে কয়জন ছিল, তাহারা পিছাইয়া গেল। তখন, অসম্মত হইবার যাহার সঙ্গত কারণ ছিল, সেই পুত্র তাহার বৃদ্ধ পিতার সম্মুখীন হইল। মার্কিস গুরুগম্ভীরভাবে বলিলেন,—

"জুয়ানিতো, তোমার উপর আমার এই আদেশ!"

যুবক "হঁ" "না" কিছুই বলিল না। কোন প্রকার ইসারা-ইঙ্গিতও করিল না। তখন তাহার পিতা তাহার সম্মুখে নতজানু হইলেন। অনুনয়ের ভাবে হাত বাড়াইয়া দিয়া, ক্লারা, মানুয়েল ও ফিলিপ—উহারাও পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ঐ ভাই-ই উহাদের বংশকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিবে—উহারা এই কথা বলিয়া যেন পিতার কথারই প্রতিধ্বনি করিল।

"বৎস, স্পেনবাসীর ধৈর্য্যবীর্য্য, শ্রদ্ধা-ভক্তি তোমাতে কি নাই? তুমি কি আমাকে এইরূপ নতজানু করেই রাখবে? নিজের প্রাণের কথা, নিজের কষ্ট-যন্ত্রণার কথা ভাববার তোমার কি অধিকার আছে?"—তাহার পর স্বীয় পত্নীর দিকে ফিরিয়া বৃদ্ধ মার্কিস বলিলেন:—"রাণি! এ কি আমার পুত্র?" মনের যন্ত্রণায় রাণী ফুলিয়া উঠিলেন:—

"ও সম্মতি দেবে।" তিনি জুয়ানিতোর ভুরু একটু কুঞ্চিত হইতে দেখিয়াছিলেন—এই ইঙ্গিতের অর্থ কেবল তার মা-ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

মধ্যম কন্যা মার্কিটা তা'র সরু বাহুতে মা'র গলা জড়াইয়া ধরিয়া, নতজানু হইয়া বসিল। তাহার চোখ দিয়া তপ্ত অশ্রু ঝরিতেছিল, তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার ভাই মানুয়েল তাহাকে ধমক দিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে, দুর্গ-প্রাসাদের পাদ্রী প্রবেশ করিলেন; সমস্ত পরিবার তাঁহাকে ঘিরিয়া জুয়ানিতোর সম্মুখে তাঁহাকে লইয়া গেল। ভিক্টরের এই দৃশ্য আর সহ্য হইল না, ক্লারাকে একটা ইসারা করিয়া আর একবার শেষ চেষ্টা করিবার জন্য ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন। দেখিলেন, সেনাপতি খুব চেঁচামেচি বকাবকি করিবার মেজাজে আছেন। সৈনিক কর্ম্মচারীরা সকলে মিলিয়া তখনও পানাহারে ব্যাপৃত ছিল। সুরাপানে তাহাদের মুখ খুলিয়া গিয়াছিল—তাহারা বক্তোর হইয়া পড়িয়াছিল।

এক ঘণ্টা পরে "লেগানে" বংশীয়দের প্রাণদণ্ড দেখিবার জন্য, সেনাপতির আদেশ-অনুসারে মেন্দার ১০০ জন অধিবাসীকে অলিন্দে উপস্থিত হইতে তলব করা হইয়াছিল। স্পেনীয় নাগরিকদিগের মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার উদ্দেশে এক দল সৈন্যকেও মোতায়েন রাখা হইয়াছিল। মার্কিসের ভৃত্যদিগের যেখানে ফাঁসি হইবে, সেই ফাঁসি কাঠের নীচে নাগরিকদিগকে জমা করা হইয়াছিল। প্রাণদণ্ডার্হ ধর্ম্মবীরদিগের পদ প্রান্ত প্রায় নাগরিকদিগের মস্তক স্পর্শ করিতেছিল। ৩০ পা দূরে ছিল হাড়িকাঠ। তাহার উপর একটা খাঁড়ার ফলা ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। জুয়ানিতো যদি শেষ মুহূর্ত্তে অস্বীকার করে, এই জন্য সেই হাড়িকাঠের পাশে সরকারী জল্লাদ দাঁড়াইয়া ছিল।

একটা গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছিল কিন্তু অনতিবিলম্বে বহু লোকের পদশব্দ, এক না

সৈন্যের তালে তালে পা ফেলার শব্দ এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনা এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও নানা প্রকার শব্দ হইতে লাগিল—যে আহার-টেবলে সৈনিক কর্ম্মচারীরা আহার করিতেছিল, সেই স্থান হইতে তাহাদের উচ্চ বাক্যালাপ ও হাসির গর্‌রা আসিতেছিল।

দুর্গ-প্রাসাদের দিকে সকলে চোখ ফিরাইল। দেখিল, মার্কিসের সমস্ত পরিবার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য শান্তভাবে বাহির হইয়েছে। সকলেরই প্রশান্ত ললাট। কেবল উহাদের মধ্যে এক জন—কোটর-গত-চক্ষু ও চিন্তাভিভূত—পুরোহিতের বাহুতে ভর দিয়া আছে; পুরোহিত ধর্ম্মের যত রকম সান্ত্বনা আছে, সমস্তই সেই ব্যক্তিকে শুনাইতেছে; একমাত্র সেই বাঁচিয়া থাকার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে।

তার পর, দর্শকদিগের ন্যায় সরকারী জল্লাদও জানিত—এক দিনের জন্য জুয়ানিতো জল্লাদের কাজ করিতে রাজি হইয়াছে। বৃদ্ধ মার্কিস ও তাঁহার পত্নী, ক্লারা ও মার্কিটা এবং তাহাদের দুই ভাই, সেই বধ্যভূমি হইতে কয়েক পা দূরে নতজানু হইয়া বসিয়াছিল। পুরোহিত জুয়ানিতোকে বধ্যভূমিতে লইয়া আসিল। জুয়ানিতো যখন হাড়ি-কাঠের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, জল্লাদ তাহার আস্তিন ধরিয়া টানিল এবং বোধ হয়, কিছু উপদেশ দিবার জন্য তাহাকে একান্তে লইয়া গেল। পাদ্রী বধ্যদিগকে এমন ভাবে রাখিয়াছিলেন যে, প্রাণদণ্ডের ব্যাপারটা তাহাদের নেত্রগোচর না হয়। কিন্তু সকলেই স্পেনবাসীর ন্যায় নির্ভীকভাবে খাড়া হইয়া ছিল।

সকলের আগে ক্লারা তাহার ভায়ের পাশে ছুটিয়া গেল এবং তাহাকে বলিল,—"জুয়ানিতো, আমার তেমন সাহস নাই—আমাকে ক্ষমা কর। সবার আগে আমাকে নেও।"

যখন ক্লারা এই কথা বলিতেছিল,—এক জন লোকের ছুটিয়া আসিবার পদধ্বনি প্রাচীরের দিক্ হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। ভিক্টর বধ্যভূমিতে আসিয়া উপস্থিত। তখন ক্লারা হাড়ি-কাঠের সম্মুখে নতজানু হইয়াছিল;—যেন সে তাহার শুভ্র স্কন্ধের উপর নিপতিত হইবার জন্য খাঁড়াটাকে আহ্বান করিতেছিল। সেনা-নায়ক মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন; কিন্তু আপনাকে একটু সামলাইয়া লইয়া ক্লারার সমীপে ছুটিয়া গেলন এবং অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"যদি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে সেনাপতি তোমার প্রাণদণ্ড রহিত করিবেন।"

স্পেনীয় বালিকা, সেনা-নায়কের দিকে চাহিয়া একটা সগর্ব্ব অবজ্ঞাপূর্ণ কটাক্ষ হানিল। সে গভীর স্বরে বলিল,—"এইবার, জুয়ানিতো!"

ভিক্টরের পাদমূলে তাহার মস্তক গড়াইয়া পড়িল। লেগানেস রাণীর সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়া একটা অদম্য কাঁপুনী চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি যন্ত্রণার কোনও চিহ্ন মুখে প্রকাশ করিলেন না।

কনিষ্ঠ ভাই মানুয়েল, জুয়ানিতোকে জিজ্ঞাসা করিল:—"ভাই জুয়ানিতো, এই কি আমার জায়গা? সব ঠিক ত?"

জুয়ানিতোর ভগিনী মার্কিটা যখন আসিল, তখন জুয়ানিতো বলিল,—"ও! মার্কিটা, তুমি যে কাঁদ্‌ছ!"

বালিকা বলিল,—"আহা! ভাই জুয়ানিতো, তোমার কথাই আমি ভাবছি; আমরা সবাই চ'লে গেলে তুমি কি অসুখীই হবে!"

তাহার পর মার্কিসের দীর্ঘ মূর্ত্তি অগ্রসর হইল। যে স্থান তার ছেলেদের রক্তে ধৌত হইয়াছে, সেই হাড়-কাঠের দিকে একবার তিনি তাকাইয়া দেখিলেন এবং জুয়ানিতোর দিকে হাত বাড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন:—

"স্পেনীয়গণ! আমি আমার পুত্রকে পিতার আশীর্ব্বাদ দিতেছি। 'নির্ভয় ও নিষ্কলঙ্ক' মার্কিসের এই গৌরবান্বিত উপাধির সম্মান রেখে তুমি নির্ভয়ে ও অকলঙ্কিত হয়ে এইবার আঘাত কর।"

কিন্তু যখন তাহার মা পুরোহিতের বাহু অবলম্বন করিয়া নিকটে আসিল, জুয়ানিতো বলিয়া উঠিল,—"আমি যে ওঁর স্তনপান করে' মানুষ হয়েছি।" জুয়ানিতো এমন স্বরে এই কথাগুলি বলিয়াছিল যে, জনতার মধ্য হইতে একটা বিভীষিকার ধ্বনি উত্থিত হইল। সেই ভীষণ ধ্বনির সম্মুখে সেনাধ্যক্ষদিগের সুরা-জনিত হাস্যপরিহাসের কোলাহল নির্ব্বিয়া গেল। রাণী বুঝিয়াছিলেন, জুয়ানিতোর সাহসে আর কুলাইতেছে না। তিনি এক লম্ফে গরাদে-ঘেরা স্থানে উঠিয়া পড়িলেন এবং সেইখান হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। নীচেকার শৈলখণ্ডগুলার

[লাগি]য়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। দর্শকমণ্ডলী [হইতে] একটা বাহবা ধ্বনি সমুত্থিত হইল। জুয়া-[নি]তো মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

এই সময়ের মধ্যে এক জন সৈনিক কর্ম্মচারী আধা-মাতাল হইয়া পড়িয়াছিল; মার্বুর্ণা এই প্রাণ-দণ্ডের সম্বন্ধে একটা কথা বল্‌ছিল; "আমি বাজি রাখতে পারি, এই প্রাণদণ্ড আপনার হুকুমে হয়নি—"

সেনাপতি বলিলেন,—"তোমরা কি ভুলে যাচ্ছ, এক মাসের মধ্যে ফ্রান্সের ৫০০ পরিবার শোকসাগরে ভাস্‌বে এবং আমরা এখনও স্পেনের ভিতরেই আছি। তোমরা কি চাও, আমাদের অস্থিগুলা এইখানে রেখে যাই?"

এই বক্তৃতার পর, টেবলের এক জন লোকও—সুরাপাত্রের সুরা নিঃশেষ করিতে সাহস পাইল না।

লেগানের মার্কিসকে সকলেই সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিত এবং স্পেনের রাজা আভিজাত্যের সনন্দের হিসাবে "মহাজল্লাদ" এই উপাধিতে মার্কিসকে ভূষিত করিয়াছিলেন—ইহা সত্ত্বেও, একটা তীব্র যাতনা তাঁহার হৃদয়কে কুরিয়া খাইতেছিল। তিনি এখন সংসার হইতে অবসর লইয়া নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছেন;—লোকালয়ে প্রায়ই বাহির হন না। তাঁহার বীরোচিত মহা-অপরাধের গুরু ভার তাঁহার উপর চাপিয়া বসিয়াছে—এবং মনে হয় যেন, তিনি আর এক পুত্রের জন্মকালের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন; আর এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে, তিনি মুক্তিলাভ করিবেন এবং যে যমলোক তাঁহাকে অবিরাম ভয় দেখাইতেছে, তখন তিনি সেই যম-লোকে নির্ভয়ে যাইতে পারিবেন।

মাসিক বসুমতী, ১৩৩০।

জ্যোৎস্না-রাত

(মোপাসাঁর ফরাসী হইতে)

পাদ্রীর ডাক-নাম ছিল আবে-মারিয়াঁ। লোকটা পাতলা, লম্বা, ধর্ম্মমতে গোঁড়া, সর্ব্বদাই পারত্রিক উচ্চচিন্তায় রত, কিন্তু খুব সরল। বিশ্বাসগুলা স্থির-নির্দ্দিষ্ট, তাতে একটু এদিক্ ওদিক্ হবার যো ছিল না। তিনি অকপটভাবেই মনে করতেন,—তিনি তাঁর ঈশ্বরকে জানেন, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প ও অভিপ্রায়ের ভিতর তিনি প্রবেশ করতে পেরেছেন। গ্রাম্যপাদ্রীর ক্ষুদ্র একটি পল্লী-ভবনের বীথি-পথে যখন তিনি লম্বা লম্বা পা ফেলে চল্‌তেন, তখন কখনো কখনো তাঁর মনে এই প্রশ্নটা উদয় হ'ত, "ঈশ্বর ওটা করলেন কেন?" মনে মনে ঈশ্বরের স্থানে আপনাকে স্থাপন করে' তিনি নাছোড়-বান্দা হয়ে এই বিষয়ের অনুসন্ধান করতেন—আর অনুসন্ধানে প্রায়ই সফল হতেন। "প্রভু, তোমার অভিপ্রায় দুর্জ্ঞেয়"—ধার্ম্মিকের এই বিনয়-নম্র উচ্ছ্বাস তাঁর মুখ দিয়ে কখনও বেরোতো না; তিনি ভাবতেন,—"আমি ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বরের কৃত সমস্ত কাজের গূঢ় হেতু আমারই জান্‌বার কথা; যদি বা না জানি, অনুমান করতেও পারি।"

তাঁর মনে হ'ত—বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে, তা অতি চমৎকার,—তার গোড়ায় ন্যায়-শাস্ত্রের মত অকাট্য নিয়ম রয়েছে। "কেন?" ও "যে-হেতু"—এই দুয়ের মধ্যে সর্ব্বদাই মিল হয়ে যাচ্ছে। জাগরণে আনন্দ দেবার জন্য উষার সৃষ্টি, ফসল পাকাবার জন্য দিনের সৃষ্টি, ফসলে জল দেবার জন্য বৃষ্টির সৃষ্টি, নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হ'তে সন্ধ্যার সৃষ্টি আর ঘুমাবার জন্য অন্ধকার রাতের সৃষ্টি।

কৃষির সমস্ত প্রয়োজনের সঙ্গে চার ঋতুর সম্পূর্ণ মিল আছে। এ কথা পাদ্রীর মনে কখন একবার সন্দেহ হ'ত না যে, বিশ্বপ্রকৃতির কোনও উদ্দেশ্য নেই বরং বিশ্বপ্রকৃতি কেবল দেশ, কাল ও ভৌতিক

পদার্থের কঠোর প্রয়োজনের তাড়াতেই আপনাকে ক্রমাগত নোয়াচ্ছে, বাঁকাচ্ছে।

কিন্তু স্ত্রীলোকের উপর তাঁর ভয়ানক বিদ্বেষ ছিল, এই বিদ্বেষটা তাঁর অজ্ঞাতসারেই ছিল—স্বভাবতঃই তিনি স্ত্রীলোককে দুই চক্ষুতে দেখতে পারতেন না। খৃষ্টের এই কথাটা তিনি সর্ব্বদাই আবৃত্তি করতেন: "রমণি!—আমার ও তোমার মধ্যে এমন কি আছে যা' সমান?" তিনি এই কথার সঙ্গে আর একটু যোগ ক'রে দিতেন;—"দেখে মনে হয় যেন, স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর নারী-সৃষ্টির উপর অসন্তুষ্ট।" পাদ্রীর মতে, এই কবির উক্তির চেয়ে রমণী ১২ গুণ অপবিত্র। নারী প্রলোভক; নারী লোভ দেখিয়ে, আদিম মানুষকে কুপথে এনেছিল; নরকে নিয়ে যাবার কাজ এখনো তার চল্‌ছে। এই জীবটি দুর্ব্বল, বিপদাবহ, কি-এক-রকম গূঢ়ভাবে মানুষকে কষ্ট দেয়।

যদিও তিনি আপনাকে নারীর আক্রমণের অতীত বলে' জান্‌তেন, তবু অনেক সময় নারীর স্নেহ-মমতাও বেশ অনুভব করেছিলেন। নারীর অন্তরে এই যে ভালবাসার একটা ত্যাগই সর্ব্বদাই দেখা যায়, এইটে মনে হলেই তিনি একেবারে আগুন হয়ে উঠ্‌তেন।

তাঁর মতে,—পুরুষকে প্রলোভিত করবার জন্যই, পরীক্ষা করবার জন্যই ঈশ্বর নারী সৃষ্টি করেছেন। পাছে তারা ফাঁদে ফেলে, এইজন্য আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে খুব সতর্কতার সহিত, ভয়ে ভয়ে তাদের কাছে এগোনো দরকার। যে ফাঁদ পুরুষের দিকে সর্ব্বদাই বাহু বাড়িয়ে আছে, ঠোঁট বাড়িয়ে আছে—এইরূপ একটা আস্ত ফাঁদ হচ্চে নারী।

কেবল মঠের সেবিকাদের তিনি একটু ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখ্‌তেন, কেননা, তাদের গৃহীত ব্রতই তাদের নির্দ্দোষ করে' রেখেছে। কিন্তু তবু তাদেরও প্রতি সময়ে সময়ে তিনি কঠোর ব্যবহার করতেন, যখন তিনি অনুভব করতেন, তাদেরও শৃঙ্খলিত হৃদয়ের অন্তস্তলে, তাদেরও শাসন-সংযত হৃদয়ের অন্তস্তলে এই চিরন্তন বহ্নিটা সর্ব্বদাই জ্বলছে,—আর পাদ্রী হ'লেও, তার একটু আঁচ তাঁর গায়ে কখন কখন এসে লাগ্‌ত।

মঠের ভিক্ষুণীদের দৃষ্টির চেয়েও, এই সেবিকাদের ধর্ম্মপূত স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে, তাদের নারীত্ব-মিশ্রিত যোগানন্দের উচ্ছ্বাসে খৃষ্টের প্রতি তাদের ঐকান্তিক অনুরাগের মধ্যে—(এই অনুরাগ তাঁর ভাল লাগত না, কেননা, এটা মেয়েলি ধরণের প্রেম, রক্ত-মাংসের প্রেম)—এই সমস্তের মধ্যে তিনি সেই অথণ্ড প্রেমের ভাব উপলব্ধি করতেন। এমন কি, তাদের শিষ্টতার মধ্যেও, তাঁর সহিত কথা কবার সময়, তাদের কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার মধ্যেও, তাদের আনত দৃষ্টির মধ্যেও, তিনি যখন তাদের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতেন, তখন তাদের সেই সহিষ্ণু অশ্রুর মধ্যেও তিনি এই প্রেমের পরিচয় পেতেন।

তার পর, যখন তিনি মঠের দরজা থেকে বেরোতেন,—তিনি তাঁর আলখাল্লাটা ধরে' একবার ঝাড়া দিতেন। আর, যেন একটা বিপদের হাত থেকে এড়ালেন, এই ভাবে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রস্থান করতেন।

তাঁর এক বোন্‌ঝী ছিল;—সে পাশের ছোট একটা বাড়ীতে তার মা'র সঙ্গে থাকৃত। পাদ্রীর ঐকান্তিক ইচ্ছা, সে "সেবাব্রতা ভগিনী"-দলভুক্ত হয়।

মেয়েটি দেখতে সুশ্রী, একটু মাথা-পাগ্‌লা ও পরিহাসপ্রিয়। যখন পাদ্রী গির্জ্জায় ধর্ম্মব্যাখ্যা করতেন, তখন সে হাস্‌ত; আর, যখন তার উপর রাগ করতেন, মেয়েটি তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে' খুব আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে চুম্বন করত। যদিও তিনি অজ্ঞাতসারে তার হাত থেকে আপনাকে ছাড়াবার চেষ্টা করতেন; তবু ভিতরে-ভিতরে একটা মধুর আনন্দ-রসের আস্বাদ পেতেন—তাঁর অন্তরের অ[illegible]স্থলে একটা পিতৃত্বের ভাব জেগে উঠ্‌ত—যা' [illegible]ল পুরুষের মনেই প্রসুপ্ত থাকে।

পাদ্রী তার সঙ্গে মাঠের রাস্তা দিয়ে যখন চল্‌তেন, তখন প্রায়ই তাকে ঈশ্বরের কথা বল্‌তেন, তাঁর সেই নিজস্ব ঈশ্বরের কথা বল্‌তেন। কিন্তু মেয়েটি তাঁর কথায় কান দিত না; সে আকাশের দিকে, ঘাসের দিকে, ফুলের দিকে চেয়ে থাকৃত। তার চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রাণের স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হ'ত। কখন কখন কোন উড়ন্ত পতঙ্গ ধরবার জন্য ছুটে যেত, তার পর, ধরে' নিয়ে এসে বলত, "মামা, দেখ-দেখ, কেমন সুন্দর। আমার একে চুমো খেতে ইচ্ছে করছে।" এই পতঙ্গকে চুমো খাবার ইচ্ছেটা, ফুলকে চুমো খাবার ইচ্ছেটা পাদ্রীর বড়ই খারাপ লাগত—তিনি এতে চটে' উঠতেন; তাঁর মনে হ'ত, যে প্রেমের ভাব নারীর হৃদয়ে চিরদিন

ভরিয়া স্থপ লইয়া আসিল। স্থপ-পাত্রের ঢাক্‌নাটা চট্‌ করিয়া খুলিয়া একটা বড় চামচ স্থপের মধ্যে ডুবাইয়া বলিল,—"এই নেও সুরুয়া. এ রকম সুরুয়া তোমাদের জন্য আর কখনও করিনি। এইবার খোকা যদি এই সুরুয়াটুকু খায় ত ভাল হয়।"

লেমোনিয়ে ভীত হইয়া মস্তক অবনত করিলেন। তিনি দেখিলেন, গতিক বড় ভাল নহে।

ধাত্রী কর্ত্তার প্লেট লইয়া, নিজেই তাহাতে স্থপ ভরিয়া দিল এবং প্লেটখানা কর্ত্তার সম্মুখে রাখিল।

লেমোনিয়ে একটু চাখিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"বাস্তবিকই খুব ভাল; চমৎকার স্থপ।"

তখন ধাত্রী খোকার প্লেটখানা লইয়া তাহাতে এক চামচ স্থপ ঢালিয়া দিল; তাহার পর দুই পা পিছু হটিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

খোকা তেলে-বেগুণে জ্বলিয়া উঠিল, প্লেটটা ঠেলিয়া ফেলিল এবং ঘৃণার সহিত মুখে থুথু শব্দ করিতে লাগিল।

ধাত্রীর মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল; সে তাড়াতাড়ি নিকটে আসিয়া চামচটা লইয়া, স্থপ-সমেত চামচটা খোকার আধ-খোলা মুখের ভিতর জোর করিয়া পুরিয়া দিল।

খোকার দম আট্‌কাইয়া যাইবার মত হইল। খোকা কাঁপিতে লাগিল, থুথু ফেলিতে লাগিল; তাহার পর সে রাগিয়া তাহার জলের গেলাসটা দুই হাতে ধরিয়া ধাত্রীর উপর ছুড়িয়া ফেলিল। তখন ধাত্রীও রাগিয়া খোকার মাথাটা হাতের নীচে দাবাইয়া রাখিল এবং চামচ-চামচ স্থপ তাহার গলার ভিতর দিয়া গিলাইয়া দিতে লাগিল। খোকা কতকটা বমি করিয়া ফেলিল, পা আছড়াইতে লাগিল, গা দোম্‌ড়াইতে লাগিল, হাত ছুড়িতে লাগিল—খোকার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল—মনে হইল, যেন দম্‌ আট্‌কিয়া এখনি মারা যাইবে।

তাহার পিতা প্রথমে এরূপ বিস্ময়স্তম্ভিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার একেবারেই নড়ন-চড়ন ছিল না। পরে হঠাৎ উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার চাকরাণীর গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে দেয়ালের গায়ে ঠেলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন,—"দূর হ! দূর হ! পশু কোথাকার!"

কিন্তু ধাত্রী এক ঝাঁকানি দিয়া, তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিল; ধাত্রীর চুল এলোমেলো, টুপীটা পিঠের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, চোখ দুইটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলিতেছে। তাহার পর সে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল,—"মশাই, তোমার হ'ল কি? ছেলেটাকে তোমরা মেঠাই খাইয়ে মার্‌তে যাচ্ছিলে, আর আমি তাকে স্থপ খাইয়ে বাঁচাবার চেষ্টা কর্‌ছিলুম, এই আমার অপরাধ! এর দরুণ তুমি আমাকে মার্‌তে যাচ্ছিলে?"

আপাদমস্তক কাঁপিতে কাঁপিতে তিনি আবার বলিলেন,—"বের হ এখান থেকে! দূর হ!...দূর হ!...পশু কোথাকার!"

তখন সে ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার সাম্‌নে আসিল এবং তাঁহার চোখের উপর চোখ রাখিয়া, কম্পিতস্বরে বলিল,—"আ! তোমার বিশ্বাস...তুমি আমার সঙ্গে, আমার সঙ্গে এই রকম ব্যবহার করবে মনে করেছ?...আ! কিন্তু না,...আর, তা' কার জন্যে? সেই ছেলেটার জন্যে, যে একেবারেই তোমার নয়...না...একেবারেই তোমার নয়...তোমার নয়...জগৎ শুদ্ধ লোক তা জানে,—হা আমার কপাল! কেবল তুমি ছাড়া...মুদীকে সুধাও, মাংসওয়ালাকে সুধাও, রুটিওয়ালাকে সুধাও—সবাইকে সুধাও,—সবাইকে।"...

ক্রোধে স্বর বদ্ধ হওয়ায় সে ছাড়া-ছাড়া ভাবে কথা বলিতে লাগিল; তাহার পর তাঁহার দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

তাঁহার আর নড়ন-চড়ন নাই; মুখ সীসার মত নীলাভ; হাত দুইটা দোদুল্যমান। কয়েক মুহূর্ত্তের পর, বদ্ধ-স্বরে, কম্পিতস্বরে তিনি এই কথা বলিলেন,—"তুই বল্‌ছিস্‌?...তুই বল্‌ছিস্‌?...কি বল্‌ছিস তুই?"

তাঁহার মুখের ভাবে ভীত হইয়া সে চুপ করিয়া রহিল। তিনি এক পা আরও আগাইয়া আসিয়া আবার বলিলেন,—"তুই বল্‌ছিস্‌?...কি বল্‌ছিস তুই?"

তখন সে শান্তস্বরে উত্তর করিল,—"যা বলেছি, তাই আবার বল্‌ছি;—হা আমার কপাল! এ কথা ত জগৎ শুদ্ধ জানে।"

তিনি দুই হাত উঠাইয়া, ক্রোধান্ধ পশুর মত তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে মাটীতে আছড়াইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা হইয়াও ধাত্রী বলিষ্ঠা ছিল; তাহার বেশ একটু

চটুলতাও ছিল। সে তাঁহার বাহুবন্ধন হইতে চট্ করিয়া ফস্‌কাইয়া আসিয়া আত্মরক্ষার্থ টেবলের চারিদিকে দৌড়াইতে লাগিল; দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ আবার প্রচণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে সে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"নির্ব্বোধ! নজর করে' দেখ, ভাল করে' নজর করে' দেখ, ছেলেটা একেবারে দিব্‌তুরের ছবিখানি কি না; ওর নাক দেখ, ওর চোখ দেখ, তোমার কি ঐ রকম চোখ, আর নাক, আর চুল? তোমার স্ত্রীও কি ঐ রকম ছিল? আমি আবার তোমাকে বল্‌ছি, এ কথা জগৎ শুদ্ধু লোক জানে, সবাই জানে, কেবল তুমি ছাড়া! এ কথাটা সহরের একটা হাসির জিনিস! ভাল করে' চেয়ে দেখ—"

তাহার পর, সে দরজার সম্মুখে গিয়ে দরজাটা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

খোকা বেচারী ভীত হইয়া তাহার স্থপ-প্লেটের সাম্‌নে অচল হইয়া রহিল।

মাসিক বসুমতী, ১৩২৯

শেষ পরী

(ফরাসী হইতে)

১

আমি ১৬ বৎসর পার হইয়াছি—যখন তাহাকে প্রথম দেখিলাম। আমার মনে পড়ে, বৈশাখের কোন সুন্দর সায়াহ্নে এই সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। আমি নগর হইতে একা বাহির হইয়া লক্ষ্যহীন হইয়া, স্বপ্নদর্শীর মত মাঠ-ময়দান দিয়া চলিতে লাগিলাম—কেন চলিতেছি, তাহা জানি না। কিছুকাল এইভাবে ছিলাম। বিজনতা আমার ভাল লাগিত।

আমি দেখিলাম, কনক-রঞ্জিত নীল সমুদ্রের মধ্যে সূর্য্য ডুবিয়া গেল, উপকূল হইতে নামিয়া ছায়াগুলা সমতল ক্ষেত্রে ছড়াইয়া পড়িল, নীল আকাশে তারাগুলা একে একে ফুটিয়া উঠিল। সরোবরের ধারে ভেকেরা ডাকিতে লাগিল; মাঝে মাঝে নাইটিঙ্গেলের গীতি-লহরী উচ্ছুসিত হইতে লাগিল। মৃদু মন্দ অনিল-হিল্লোলে তরুপল্লব শিহরিয়া উঠিল, তৃণপুঞ্জ নুইয়া যাইতে লাগিল। চন্দ্রমা দিগন্তে সমুদিত—শুভ্র ও দীপ্তিমান,—জলদ-পর্য্যঙ্কে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন; চন্দ্রের রজত-কিরণ বিভাবরীর স্কন্ধে ঝরিয়া পড়িতেছে। কবোষ্ণ বায়ু প্রাণ-উন্মাদক সুগন্ধে ভরা; কুসুমিত ঝোপ্‌ঝাড়ের মধ্য হইতে নীড়শায়ী পক্ষীদিগের আদর-ভরা মৃদু কাকলী শোনা যাইতেছে।

এই সব মধুর শব্দ, মধুর গন্ধ উপভোগের জন্য প্রাণের দ্বার খুলিয়া দিয়াছি, এমন সময় দেখিলাম, কতকগুলি তরুণী হাত ধরাধরি করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সহরে ফিরিয়া যাইতেছে। তাহারা বসন্তের গান, প্রেমের গান সমস্বরে গাহিতেছে। সুপ্ত মাঠ-ময়দানের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাহাদের তরুণ কণ্ঠস্বর যেন দূরস্থ জলপ্রপাতের শব্দের মত অনুরণিত হইতেছিল। আমি ঝোপ্‌ঝাড়ের পিছনে লুকাইয়া তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম। যে-সব শুভ্র ছায়া রাত্রিতে লঘু নৃত্যের জন্য সরোবরের চারিদিকে একত্র সমবেত হয় এবং উষার প্রথম আলোকের উন্মেষেই তিরোহিত হয়, উহারা দেখিতে কতকটা সেই রকম। তারার আলোকে, আমি উহাদের শ্যামবর্ণ অথবা গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিতে পাইলাম। আমি তাহাদের পরিচ্ছদের খস্-খস্ শব্দ শুনিতে পাইলাম। যাত্রাপথে তাহারা তাহাদের গাত্র-নিঃসৃত যে এক অপূর্ব্ব সুরভিশ্বাস রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা আমি দীর্ঘ দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া প্রাণ ভরিয়া আঘ্রাণ করিলাম। সায়াহ্নের সেই সৌরভ-ভরা প্রাণ-উন্মাদক অনিল-উচ্ছ্বাস অপেক্ষাও এই সৌরভের আঘ্রাণে আরও যেন প্রমত্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

ঠেকোর মধ্যে পর-পর একটার পর একটায় ভর দিয়া, খোঁড়া খুব আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে, রাস্তায় নর্দ্দমার উপর বসিয়া কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিল। মন চিন্তাবিহ্বল ও ভারাক্রান্ত, ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির। শুধু এক কথা তার মাথায় ছিল—"আহার"—কিন্তু কি করিয়া আহার জুটিবে, তাহার কোনো ধারণা ছিল না।

এইরূপ তিনঘণ্টা কাল ঐ রাস্তা ধরিয়া চলিল। তাহার পর গ্রামের গাছপালা তাহার নজরে আসিল—তখন সে আরও দ্রুত চলিতে লাগিল।

প্রথমেই এক চাষার সহিত দেখা হইল; তাহার নিকট ভিক্ষা চাহিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল—

"আবার যে তুই এসেছিস্? তোর সেই পুরোনো বদমাইসি এখনো ছাড়িস্ নি বুঝি? তোর হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া যে দায় হ'ল দেখ ছি।"

"ঘণ্টা" সেখানে আর দাঁড়াইল না—কিছু দূরে চলিয়া গেল; দ্বার হইতে দ্বারান্তরে সে কেবলই মুখঝামটা খাইল; কিছু না দিয়া সবাই তাহাকে দূর করিয়া দিল। তবু সে ধৈর্য্যসহকারে একরোখা-ভাবে পথ চলিতে লাগিল।

তাহার পর সে ক্ষেতবাড়ীর দিকে যাত্রা করিল। বৃষ্টিতে মাটী ভিজিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে। তাহার উপর দিয়াই চলিতে লাগিল। কিন্তু এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, কাদা হইতে তাহার লাঠি উঠাইতে পারিতেছে না। সে চারিদিক হইতেই তাড়িত হইতে লাগিল। আবার সে দিনটা ছিল ভয়ানক ঠাণ্ডা বিষণ্ণ ধরণের, এই রকম দিনে হৃদয় স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়, মেজাজটা সহজেই চটিয়া যায়, বিষাদের ভারে মন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, এমন দিনে দান করতে হাতও খোলে না, কোন রকম সাহায্য করিতে মনও উঠে না।

তার পরিচিত সব গৃহেই যখন যাওয়া শেষ হইল, তখন সে ক্ষেতের মালিক "শিকে"র অঙ্গনের ধারে, একটা নর্দ্দমার কোণে বসিয়া পড়িল। তাহার উচ্চ ঠেকা দুইটা বগলের নীচে দিয়া গলাইয়া ভূতলে ফেলিয়া রাখিল এবং ক্ষুধার যন্ত্রণায় নিতান্ত কাতর হইয়া অনেকক্ষণ নিশ্চল হইয়া পড়িয়া রহিল।

সে এখানে কে জানে কিসের প্রত্যাশায় ছিল; আমাদের সকলেরই এইরূপ একটা অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট প্রত্যাশা প্রায় সব সময়েই মনের ভিতরে থাকে।

এই অঙ্গনের কোণে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বসিয়া সে একটা রহস্যময় অজানা সাহায্যের প্রত্যাশায় ছিল, দেবতার নিকট হইতে কিংবা মানুষের নিকট হইতে এইরূপ সাহায্য লাভের আশা আমরা অনেক সময়েই করিয়া থাকি, অথচ আমরা ভাবিয়া দেখি না, সে সাহায্য কেমন করিয়া হইবে, কেন হইবে, কাহার দ্বারা হইবে। সেইখানে এক ঝাঁক মুর্গীর বাচ্চা আহার-অন্বেষণে মাটীর উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, "একটা" শস্য-দানা কিংবা অদৃশ্য পোকা-মাকড় দেখিতে পাইলে ঠোঁট দিয়া উঠাইয়া লইতেছিল।

ঘণ্টা কিছু মনে না করিয়া উহাদিগকে শুধু দেখিতেছিল। কিন্তু একটু পরে একটা কথা তার মাথায় আসিল। "মাথায় আসিল" না বলিয়া বরং বলা উচিত—একটা কথা তার উদরে অনুভূত হইল—এই একটা মুর্গীর বাচ্চাকে কাঠের আগুনে পোড়াইয়া খাইলে হয় না?

এ কাজ করিলে যে চুরির অপরাধে অপরাধী হইতে হয়, এ কথাটা তার মাথায় একবারও আসিল না। হাতের কাছে যে একটা পাথর পাইল, সেই পাথর ছুড়িয়া ঝাঁকের একটা মুর্গীকে মারিল। পাখীটা পাখা-ঝাপটা দিয়া পাশেই পড়িয়া গেল। অন্যগুলা পলাইয়া গেল। তখন ঘণ্টা তার ঠেকা দুইটা আবার বগলে লইয়া, শিকারটা উঠাইয়া লইবার জন্য খট্ খট্ করিয়া চলিতে লাগিল।

মাথায় লাল দাগ সেই কালো পাখীটার কাছে যেই সে আসিয়াছে, অমনি সে তার পিঠে একটা ভয়ানক ঠেলা খাইল। সেই ঠেলার ধাক্কায় তার ঠেকা দুইটা তার বগল হইতে বিচ্যুত হইয়া, সে ১০ পা দূরে গড়াইয়া পড়িল। ক্ষেত্রপতি "শিকে" ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া ঐ চোরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তার পঙ্গু-শরীরের উপর চড়, ঘুসি, লাথি বেদম প্রয়োগ করিতে লাগিল। এই সময় ক্ষেতবাড়ীর গোপালেরাও আসিয়া পড়িল, উহারাও ঘণ্টাকে উত্তম-মধ্যম প্রদান করিল। যখন উহাকে মারিয়া মারিয়া উহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, তখন উহাকে মাটি হইতে উঠাইয়া ক্ষেতবাড়ীতে লইয়া গেল এবং সেখানকার কাঠগুদামে বন্ধ করিয়া রাখিল। উহাকে বন্ধ রাখিয়া পুলিসে খবর পাঠাইল।

ঘণ্টা অর্দ্ধমৃত, ক্ষুধার জ্বালায় কাতর, মাটির উপর

শুইয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ক্রমে রাত্রি হইল, তাহার পর অরুণোদয় হইল। সে কিছুই খায় নাই।

প্রায় দ্বিপ্রহর রাত্রি, তখন পাহারাওয়ালারা আসিয়া খুব সাবধানে দ্বার খুলিল। মনে করিয়াছিল বাধা পাইবে; কেননা, ক্ষেত্রপতি "শিকে" উহাদিগকে জানায় যে, এই ভিক্ষুক উহাকে আক্রমণ করিয়াছিল এবং অতি কষ্টে সে আপনাকে বাঁচাইয়াছে।

জমাদার সাহেব বলিয়া উঠিলেন, "এই!—খাড়া হ'!"

কিন্তু ঘণ্টা নড়িতে পারিতেছিল না; তার ঠেকোর উপর ভর দিয়া সে উঠিতে খুব চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। উহারা মনে করিল, ওটা একটা ছলনা—একটা ফন্দি মাত্র। বদমাইশরা প্রায়ই ঐরূপ করিয়া থাকে। এইরূপ মনে করিয়া দুই সশস্ত্র পাহারাওয়ালা কঠোরভাবে উহাকে উঠাইয়া ধরিয়া উহাকে ঠেকোর উপর চড়াইয়া দিল।

ঘণ্টা ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। "লালপাগড়ি" দেখিলে স্বভাবতঃ লোকের যেরূপ ভয় হয়, শিকারীর সম্মুখে শিকার পাখীর যেরূপ ভয় হয়, বিড়ালের সম্মুখে ইঁদুরের যেরূপ ভয় হয়—এ সেইরূপ ভয়। তখন সে প্রাণপণ করিয়া কষ্টেসৃষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল।

জমাদারসাহেব বলিয়া উঠিলেন, "চল্ রে চল্!"

ঘণ্টা চলিতে লাগিল। ক্ষেতবাড়ীর লোকজন চাহিয়া দেখিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা মুষ্টি দেখাইল। পুরুষেরা ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিল, গালিগালাজ করিতে লাগিল—"এতদিনের পর ব্যাটা পাকড়াও হয়েছে, বাঁচা গেছে।"

দুই রক্ষকের মাঝে সে চলিয়া গেল। মরিয়া হইয়া সে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এইরূপ হাঁচড়াইতে হাঁচড়াইতে চলিতে হইবে। তাহার [illegible] ঘটিবে, সে কিছুই জানে না; এরূপ ভয়বিহ্বল হই[illegible] পড়িয়াছে যে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

উহার সঙ্গে পথে যে সকল লোকের সাক্ষা[ৎ] হইল, তাহারা একটু থামিয়া উহাকে দেখিতে লাগিল। চাষারা মৃদুস্বরে বলিল, "একজন চোর!"

রাত্রির দিকে জিলার প্রধান স্থানে উহারা আসিয়া পৌঁছিল। ঘণ্টা অতদূর কখনও আসে নাই। [সে] কল্পনা করিতে পারিল না—কি হইতেছে কিংবা কি ঘটিতে পারে। এই সব ভীষণ অদৃষ্টপূর্ব্ব জিনিস এই সব মুখ, এই সব নূতন বাড়ীঘর দেখিয়া তাহার আতঙ্ক উপস্থিত হইল।

তাহার মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইল না কেননা, তাহার কিছুই বলিবার নাই, সে কিছুই আর বুঝিতে পারিতেছে না। তা ছাড়া এত বৎসর ধরিয়া কাহারও সহিত কথা না কহায়, সে তাহার জিহ্বার ব্যবহার হারাইয়াছিল। তাহার মস্তিষ্কে এরূপ গোলমাল বাধিয়াছে যে, দুইটা কথা যোড়া দিয়া সে যে কিছু গুছাইয়া বলিবে, এরূপ তাহার শক্তি নাই।

সেই স্থানের জেলখানায় তাহাকে বন্ধ করিয়া রাখা হইল। তাহার যে কিছু আহার করা দরকার, এ কথা পাহারাওয়ালারা একবারও মনে করিল না। তাহাকে ঐভাবেই রাখিয়া উহারা চলিয়া গেল। মনে করিল, সকালে আসিয়া আবার দেখিবে।

কিন্তু পরদিন প্রত্যূষে ঘণ্টার এজাহার লইবার জন্য যখন তাহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন দেখিল, সে মাটির উপর মরিয়া পড়িয়া আছে। "মরেছে? কি আশ্চর্য্য!"

মানসী মর্ম্মবাণী, ১৩৩০

অভিশপ্ত বাড়ী

(এমিলি গেবোরিয়োঁ। ফরাসী হইতে)

ভাইকৌণ্ট-দে-বি !—এই সৌম্য প্রিয়দর্শন যুবকটি তিন লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয় বেশ নিরুদ্বেগে ভোগ করিতেছিল; দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার খুল্লতাত—যারপরনাই কৃপণ—ইহলোক হইতে অপসৃত হওয়ায়, বি—দুই ক্রোর টাকার সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইল।

উত্তরাধিকারের দলিলপত্র পড়িতে পড়িতে ভাইকৌণ্ট জানিতে পারিল, সে একটা বাড়ীর মালিক। বাড়ীটা বড়-রাস্তায় অবস্থিত। আরও জানিতে পারিল, ঐ বাড়ীর ভাড়া হইতে বৎসরে ৫০ হাজার টাকা আদায় হয়।

উদার-হৃদয় ভাইকৌণ্ট মনে মনে ভাবিল :—

"ভাড়াটা অত্যন্ত বেশী, অত্যন্ত বেশী! আমার কাকা বড়ই কঠোর ছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এই রকম হারে ভাড়া আদায় করা নিতান্ত সুদখোরের কাজ। আমার মতন মানী লোকের এই রকম লুণ্ঠতরাজের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। আমি কালই ভাড়া কমাতে সুরু করব। ভাড়াটেরা তা হ'লে আমাকে কত আশীর্ব্বাদ করবে।"

এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য অন্তরে পোষণ করিয়া ভাইকৌণ্ট তখনি বাড়ীর দরোয়ানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দরোয়ান ধনুকের মত নত হইয়া, তাঁহার নিকটে হাজির হইল। ভাইকৌণ্ট বলিলেন,—"দেখ দরোয়ানজী, আজই আমার সব ভাড়াটেদের জানিয়ে দেও, আমি তাদের ভাড়া থেকে এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিলেম।"

"কমিয়ে দেওয়া" এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া দরোয়ানজীর মাথায় যেন একটা আস্তো ইট খসিয়া পড়িল। কিন্তু সে তখনই আপনাকে সামলাইয়া লইল। যেন সে কথাটা ঠিক্ শুনে নাই,—যেন সে কথাটার অর্থ বুঝিতে পারে নাই, এইরূপ ভাণ করিয়া সে আমতা আমতা করিয়া বলিল,—"হজুর নিশ্চয়ই তামাসা করছেন। ভাড়া কমানো! হজুর বোধ হয় ভাড়া বাড়াবার কথা বলছেন।"

ভাইকৌণ্ট উত্তর করিলেন,—

"না দরোয়ানজী, আমি ঠাট্টা করছি নে; আমি আবার বল্‌ছি—ভাড়া কমিয়ে দেও।"

এইবার দরোয়ানজী একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। আর সে সংযম রক্ষা করিতে পারিল না। সে আত্মবিস্মৃত হইল :—

সে দৃঢ়তার সহিত বলিল,—

"হজুর ভাল করে' বিবেচনা করে' দেখেন নি। আজ রাত্রেই হজুরের অনুতাপ হবে, এরকম কথা পূর্ব্বে কেহ কখনো শোনে নি। যদি ভাড়াটেরা এ কথা জান্‌তে পায়, তা হ'লে হজুরকে তারা কি ভাব্‌বে? পাড়ার লোকেরাই বা কি মনে করবে?—বাস্তবিক"—ভাইকৌণ্ট শুষ্কভাবে তার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন,—

"দেখ দারোয়ানজী, আমি যখন যেমন হুকুম দি, আমি চাই সেই হুকুম বিনা জবাবে তখনই তামিল হয়। শুন্‌লে আমি যা বল্‌ছি?—যাও!"

দরোয়ানজী মাতালের মত টলিতে টলিতে, প্রভুর গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল।

তাহার মনের ধারণাগুলা সমস্তই ওলট্‌পালট্ হইয়া গেল। সে কি একটা স্বপ্নের ক্রীড়নক? সে কি একটা হাস্যকর দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে? সে ঐ বাড়ীর দরোয়ান, না, আর কেউ? সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল,—'ভাড়া কমাও, ভাড়া কমাও'। এ কথা ত বিশ্বাস হয় না! ভাড়াটিয়ারা এ সম্বন্ধে কি কোন অনুযোগ করেছিল?—তারা ত করে নি। বরং তারা খুসী হয়ে ভাড়ার টাকা ঠিক নিয়মিত দিচ্চে। আঃ! যদি এঁর কাকা এই সময় জান্‌তে পান, তা হ'লে তিনি তাঁর কবর থেকে উঠে আসবেন। তাঁর ভাইপো নিশ্চয়ই ক্ষেপেছে!

"ভাড়া কমাও'! 'ভাড়া কমাও'! এখনই এই—এর পর আরও না জানি কি করে' বস্‌বে!"

মনের আবেগ ও উদ্বেগে, দরোয়ানজীর মুখ এরূপ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল, শরীর এরূপ

অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার স্ত্রী ও কন্যা দু'জনেই একসঙ্গে বলিয়া উঠিল :—

"ও মা! একি ব্যাপার? তোমার হয়েছে কি?"

সে উত্তর করিল, "কিছুই না; কিছুই হয় নি।" তার স্ত্রী বলিল,—"তুমি আমাদের বঞ্চনা করচ; কি একটা কথা আমাদের কাছথেকে লুকোচ্চো। বলে' ফ্যালো। আমার মনের বল আছে। আমি সহ্য করতে পারব। নতুন মালিক তোমাকে কি বলেছে বল দিকি? সে কি আমাদের তাড়িয়ে দিতে চায়?"

"শুধু তাই যদি হ'ত!—তবে বলি শোনো, সে বল্লে কি জানো,—বল্লে, 'এক তৃতীয়াংশ বাড়ীর ভাড়া আমি কমিয়ে দিলুম, ভাড়াটেদের জানিয়ে দাও। আমার এই হুকুম।'

আমি তার উত্তরে কি বল্লুম জানো?—"

তার স্ত্রী ও মেয়ে এই কথা শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই একেবারে হেসে গড়াইয়া পড়িল। তাহারা বলিতে লাগিল;—"ভাড়া কমানো, বেশ তামাসা যা হোক্! অদ্ভুত লোক সে! ভাড়াটাদের ভাড়া কমাতে হবে?—ও মা! এমন কথা ত কখনো শুনি নি।" দরোয়ানজী রাগিয়া বলিল, "মাগী, আমার কথায় বিশ্বাস হচ্ছে না? উল্টো আমাকে আবার ঠাট্টা করছিস? আমার বাড়ীতে বসে' আমাকে ঠাট্টা?" স্ত্রীরও রাগ হইল। স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বাধিল। স্ত্রী বলিল, "তুমি শুঁড়ীখানায় গিয়ে দুই একপাত্র টেনে, এই হুকুমটা শুনেছিলে নিশ্চয়।" তার মেয়ে মাঝখানে না থাকিলে, উভয়ের মধ্যে একটা হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইয়াছিল। অবশেষে স্ত্রী মাথায় একটা শাল চড়াইয়া মালিকের বাড়ীতে ছুটিয়া গেল। তার স্বামী ঠিক কথাই বলিয়াছিল। ঐ কথা সে নিজের কানে শুনিল এবং দায়িত্ব এড়াইবার জন্য সে একটা লিখিত আদেশ চাহিল। মালিক লিখিত হুকুম দিলেন।

স্ত্রীও বজ্রাঘাতের ন্যায় বিস্ময়-স্তম্ভিত হইয়া বাড়ী ফিরিল। এখন সমস্ত রাত্রি বাপ, মা ও মেয়ে পরামর্শ করিতে বসিয়া গেল।

ওরা হুকুমটা কি তামিল করিবে? না এই পাগ্‌লাটার কোন আত্মীয়কে বলিয়া আসিবে যে, উহাকে সুপরামর্শ দিয়া তাহাকে এই কার্য্য হইতে বিরত করে?

শেষে হুকুম তামিল করাই সাব্যস্ত হইল।

পরদিন সকালে দরোয়ানজী একটা ভাল কোর্ত্তা পরিয়া, ২০ জন ভাড়াটিয়াকে এই সংবাদ দিয়া আসিল।

দশ মিনিটের মধ্যেই ঐ ভাড়াটিয়া বাড়ীতে একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। যে সকল লোক চল্লিশ বৎসর এক বাড়ীতে একসঙ্গে ছিল, অথচ যারা পরস্পরকে দেখিয়া অভিবাদনচ্ছলে কখনো একটু মাথাও নোয়ায় নাই, তাহারা এক্ষণে জটল্লা করিয়া আগ্রহের সহিত বাক্যালাপ করিতে লাগিল।

"মহাশয় জানেন কি?"

"এটা ভয়ানক আশ্চর্য্য!"

"একেবারে অশ্রুতপূর্ব্ব!"

"নূতন মালিক আমার ভাড়া কমিয়ে দিয়েছেন!"

"এক-তৃতীয়াংশ না? আমারও ভাড়া কমে গেছে।"

"অদ্ভুত ব্যাপার! নিশ্চয়ই একটা ভুল হয়ে থাক্‌বে!"

দরোয়ানজী সপরিবারে এই কথা বলা সত্ত্বেও, সেই লিখিত হুকুম দেখানো সত্ত্বেও, ভাড়াটিয়াদের মধ্যে কেহ কেহ সন্দেহ করিতে লাগিল।

উহাদের মধ্যে তিন জন, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, মালিককে পত্র লিখিয়া জানাইল এবং তাঁহার হিতকামনায় তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিল যে, তাঁহার দরোয়ানের একেবারেই মাথা খারাপ হইয়াছে। মালিক উহাদিগকে প্রত্যুত্তরে লিখিলেন,—"দরোয়ান ঠিক্ কথাই বলিয়াছে।" তাহার পর, আর সন্দেহের স্থান রহিল না।

অতঃপর আলোচনা ও টীকাটিপ্পনী চলিতে সুরু হইল।

"মালিক ভাড়া কমালেন কেন?"

"হাঁ, তাই তো,—কেন?" সকলেই বলিল,—"এই অদ্ভুত লোকের মতলবটা কি? এই রকম কাজ যে করছে, অবশ্যই তার কোন গুরুতর হেতু আছে! যে লোক বুদ্ধিমান্, যার একটু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সে শুধু আপনাকে বঞ্চিত করবার জন্য, একটা মোটা স্থির-আয় কখনো ইচ্ছাপূর্ব্বক

কমিয়ে দেয় না। ভীষণ ঘটনাচক্রে বাধ্য না হ'লে সে এ কাজ কখনো করে না।"

মনে মনে সকলেই ভাবিতে লাগিল ;—

"এর ভিতরে কিছু গুহ্য কথা আছে !"

"কিন্তু সে কথাটা কি ?"

বাড়ীর প্রথমতলা হইতে আরম্ভ করিয়া ষষ্ঠতলা পর্য্যন্ত সকলেই মাথার ভিতর নানা প্রকার অনুমানের জাল বুনিতে লাগিল। সকলেরই মুখে চিন্তার রেখা, সকলেই যেন কি-একটা রহস্য উদ্ভেদ করিবার জন্য সচেষ্ট।

এমন কি, একজনের অনুমানের দৌড় এতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিল যে, সে মনে করিল, "লোকটা কোন গুপ্ত অপরাধের কাজ করেছিল ; এখন অনুতপ্ত হয়ে, উদারতা দেখিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করছে।"

"এই রকম খারাপ লোকের সঙ্গে একত্র বাস করাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়—এখন অনুতাপ করচে, কে জানে, আবার যদি প্রলোভনে পড়ে' একটা দুষ্কর্ম্ম করে' বসে !" আর একজন উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল :—

"বাড়ীটা বুঝি ভাল করে' গড়া হয় নি ?"

"কে জানে, তা হতেও পারে। তবে এটা যে খুব পুরো... বাড়ী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"

"গত বৎসরে যখন নর্দ্দমা খোঁড়া হচ্ছিল, তখন একটা খোঁটা উঠিয়ে ঠেকো দিয়ে রাখা হয়েছিল।"

পঞ্চম তলার একজন ভাড়াটে বলিল ;—

"ছাদটায় চাড়া দেবার দরকার হয়েছিল ; কেননা, বাড়ীটার 'মাথা ভারী'।" একজন নীচের তলার ভাড়াটে বলিল ;—

"কিম্বা হয় তো, নীচের ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার-কুঠরীতে মেকী টাকা-তৈরী করবার একটা যন্ত্র আছে। আমি রাজ রাত্তিরে একটা ধপ্ ধপ্ শব্দ শুনতে পাই।"

আর একজনের মতে, কোন রুসীয় কিংবা প্রুশীয় গুপ্তচর বোধ হয় বাড়ীর মধ্যে আড্ডা গেড়েছে। প্রথম তলার এক ভদ্রলোক অনুমান করিল ;—"বিমা কোম্পানিকে ফাঁকি দিবার জন্য মালিক তার বাড়ীতে আগুন লাগাবার মৎলব করেছে।"

তার পর সকলেই বলিতে লাগিল, "বাড়ীর ভিতর নানা প্রকার অসম্ভব ভীষণ ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। ষষ্ঠ তলায় ও ছাদঘরে, অনির্দ্দেশ্য অদ্ভুত শব্দ শোনা গিয়াছিল। তাহার কোন কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। চতুর্থ তলার এক বৃদ্ধা মহিলার ধাত্রী, একদিন রাত্রে ভূগর্ভস্থ ভাণ্ডার হইতে মদ চুরি করিতে যাইতেছিল, সেই সময়ে সে মৃত মালিকের প্রেতমূর্ত্তি দেখিতে পায়, তাহার হাতে ভাড়ার রসিদপত্রও ছিল !"

সকলেই বলিতেছে, এর ভিতর একটা কিছু আছে।

ক্রমে মনের উদ্বেগ আতঙ্কে পর্য্যবসিত হইল। তাই, প্রথম তলার ভদ্রলোকটি যাহার ঘরে অনেক বহুমূল্য দ্রব্য ছিল—তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন স্থির করিলেন এবং কেরাণীকে দিয়া সেই মর্ম্মে নোটিশ পাঠাইয়া দিলেন।

দরোয়ানজী মালিকের নিকট গিয়া জানাইল। মালিক মহাশয় বলিলেন,—"যাক্ চ'লে নির্ব্বোধটা !"

তার পরদিন, দ্বিতীয় তলার গো-বৈদ্য—যার বহুমূল্য জিনিসের জন্য কোন ভয় ছিল না—সেও নিম্নতলস্থ ভদ্রলোকটির দেখাদেখি প্রস্থানে উদ্যত হইল। তার পর অবিবাহিত লোকেরা ও পঞ্চম তলার গৃহস্থ পরিবারেরা শীঘ্রই এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল।

তখন হইতেই প্রস্থানের জন্য একটা হুড়াহুড়ি আরম্ভ হইল। সপ্তাহ শেষ হইতে না হইতেই সকলেই নোটিস্ দিয়া চুকিয়াছিল। সকলেই একটা আসন্ন বিপদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। তাহাদের চোখে ঘুম নাই। তাহারা এক এক দল বাঁধিয়া পাহারা দিতে লাগিল। ভয়ত্রস্ত ভৃত্যরাও শপথ করিল, উহারা এই অভিশপ্ত বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তিনগুণ বেতনবৃদ্ধি স্বীকার করায় কিছুদিন রহিয়া গেল।

জমাদারজী নিজেই ভূতের মত কঙ্কাল-সার হইয়া পড়িয়াছে, ভীতি-জ্বরে জীর্ণ হইয়া ছায়ায় পরিণত হইয়াছে।

যতই নূতন নূতন নোটিস আসিতে লাগিল, দরোয়ান-পত্নী ততই ক্রমাগত বলিতে লাগিল ;—

"না, না, এটা একটা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়।"

ইতিমধ্যে কমানো ভাড়ার বিজ্ঞাপন বাড়ীর সম্মুখভাগে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঘর ভাড়া করিবার জন্য দুই একজন আসিতে লাগিল।

দরোয়ানজী এখন আর খুঁৎ খুঁৎ না করিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া, ভাড়া-প্রার্থীদিগকে কক্ষ

হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে লাগিল এবং উহা-দিগকে বলিল ;—

"তোমার পছন্দমত ঘর বেছে নাও, সমস্ত বাড়ীটাই খালি। সকল ভাড়াটেরাই নোটিস দিয়ে চলে' গেছে। অথচ তারা ঠিক জানে না, কিন্তু ঘটনাটা এই। এ এক রহস্য ব্যাপার! এ রকম কেউ কখনও দেখেনি-শোনেনি। মালিক ভাড়া কমিয়ে দিয়েছেন।" এই কথা শুনিয়া ভাবী ভাড়াটিয়ারা ভয়ে পিট্টান দিল।

ভাড়ার মেয়াদ শেষ হইল, ২৩ খানা মালগাড়ী আসিয়া ২৩ জন ভাড়াটিয়ার মালপত্র লইয়া গেল। সকলেই বাড়ী ছাড়িয়া গেল। চূড়া হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত, পত্তন-ভূমি হইতে ভূগর্ভ-কুঠরী পর্য্যন্ত সমস্ত বাড়ী ভাড়াটিয়া-শূন্য হইল।

খাদ্যদ্রব্যের অভাবে, মূষিকরা পর্য্যন্ত বাড়ী ছাড়িয়া গেল। কেবল দরোয়ানজী ভয়ে জড়সড় হইয়া তাঁহার ঘরটিতে রহিলেন। ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্নে তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। রাত্রিকালে ভুতুড়ে রকম হাঁকডাক, অনুক্ষণে গুঞ্জন শুনিতে পাইতেন। ভয়ে দাঁতে দাঁত লাগিতে লাগিল, মাথার চুল খাড়া হইয়া উঠিল। গৃহিণীর চোখেও নিদ্র… দুহিতাও তার উচ্চ কল্পনা সব ছাড়িয়া দিয়া… করিল—পিতৃ-আবাস ছাড়িতে পারিলেই … বাঁচে—যে নাপিতকে সে পূর্ব্বে দুচক্ষে … পারিত না, অবশেষে তাকেই বিবাহ করিয়া…

অবশেষে একদিন প্রাতঃকালে, একটা … ভীতিজনক দুঃস্বপ্ন দেখিবার পর, দরোয়ানজী … করিলেন। তিনি মালিকের নিকট গিয়া বা… চাবিগুলা তাঁর হস্তে সমর্পণ করিলেন। … করিয়াই ছুটিয়া পলাইলেন।

এখনও এই "বড় রাস্তার উপর" সেই বাড়ীটা রহিয়াছে যাহার ইতিহাস তোমা… মাত্র বলিলাম। বদ্ধ জানলা-দরজাগুলিতে ধূলা… গিয়াছে, উঠানে ঘাস গজাইয়া উঠিয়াছে। এখ… কোন ভাড়াটে আইসে না। যে অঞ্চলে এই অ… বাড়ীটা অবস্থিত, তার আশ-পাশের বাড়ী… ভাড়া কমিয়া গিয়াছে—এমনি ইহার শ্মশানবৎ … খ্যাতি সর্ব্বত্র রটিয়া গিয়াছিল।

"ভাড়া কমানো!" একথা কি কখনও কাহ… মনেও আসে?"

সারদা, ১৩৩১]

তার ভুল হয়েছিল

(ভেসেলিয়োর ফরাসী হইতে)

আচ্ছা বল দিকি, কার না ভুল হয়? এই পৃথিবীতে আমরা ভুলে ঘেরা; ভুল আবশ্যক; ভুলই সমাজের ভিত্তি; ভুল মনকে কোমল করে; ভুল আমাদের আত্মানুরাগকে কমিয়ে দেয়। যে মানুষ সর্ব্বদাই ঠিক কাজ করে, সে অসহ্য। মানুষের সকল ভুলই ক্ষমা করা যেতে পারে, কেবল অন্যের কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠা—এ ভুলের আর ক্ষমা নেই। আমরা যদি অন্যের বিরক্তির কারণ হই, তা হ'লে আমাদের একলাই ঘরে বসে' থাকা ভাল। কিন্তু আমি যে আসল কথা থেকে দূরে চলে' যাচ্চি।

এখন "মোদরে"র গল্পটায় আসা যাক্। যুবক "মোদর" বড়ই দুর্ভাগ্য। যদিও তার বেশ বুদ্ধিশুদ্ধি ছিল, হৃদয়টা কোমল ছিল, স্বভাবটা মিঠে ছিল। কিন্তু এই তিনটিই ভুল। এই তিনটে ভুল থেকে, আরও অনেক ভুল না হয়ে যায় না।

জনসমাজে যখন সে প্রথম প্রবেশ করলে, তখন থেকেই সে বিশেষ করে' ঠিক্ কাজ কর্‌তেই চেষ্টা করত। দেখ্‌তে পাবে, এর শেষ পরিণামটা কোথায়। ঘটনাক্রমে একজন রাজসভাসদ ও তার স্ত্রীর সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়। স্ত্রীর মনে হ'ল, মোদরের বেশ বুদ্ধি আছে, কেননা, তার গড়নটা বেশ সুন্দর। স্বামীর মনে হ'ল, তার বুদ্ধি খুবই কম, কেননা, তাঁর কোন মতের সঙ্গেই তার মতের মিল হয় না;

এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির দরুণ, মহিলাটি তার প্রতি একটু টান দেখাতে লাগ্‌ল, কিন্তু মোদর তার প্রেমে না পড়ায়, তার প্রতি মহিলার এই যত্নের মর্ম্ম সে বুঝ্‌তেই পারুলে না। স্বামী তাঁর প্রণীত যুদ্ধসংক্রান্ত একটা গ্রন্থ পড়ে' দেখ্‌তে তাকে অনুরোধ করুলেন। মোদর বইখানি পড়ে' বেশ সরলভাবে বল্লে যে, লেখক যুদ্ধের চেয়ে সন্ধির কাজটা ভাল চালাতে পারুবেন।

এই সময়, একটা রেজিমেণ্টের সেনাধ্যক্ষের পদ খালি হ'ল। একজন অপদার্থ মার্কিস এই যুদ্ধগ্রন্থের গ্রন্থকারকে একজন প্রতিভাবান্ লেখক বলায় এবং লেখকের স্ত্রী যেন কতই সুন্দরী, এইরূপ ভাবে সেই মহিলার সহিত ব্যবহার করায় মার্কিস সেই কাজটা পেয়ে গেল। মার্কিসকে কর্ণেল পদে ভর্ত্তি করা হ'ল। মোদর খাঁটিলোক। খাঁটিলোক হওয়াটাই তার ভুল হয়েছিল। এই ব্যাপারে মোদরের সমস্ত মৎলব উল্টে পাল্টে গেল। টাকা রোজগার করবার মৎলবটা ছেড়ে দিয়ে, প্যারিসে চুপচাপ্ করে' বসে' লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে, এইরূপ স্থির করুলে। কি ভুল! সে মনে করুলে, যুবক আল্‌সিপ্ তার একজন প্রকৃত বন্ধু। আল্‌সিপ্ বেশ প্রিয়দর্শন ছিল। তার মুখে একটা ভদ্রভাব ছিল, তার মতামতও বেশ পাকারকমের ছিল।

একদিন সে বিষণ্ণমুখে মোদরের কাছে এল। তাকে দেখেই মোদরের কষ্ট হ'ল। কিন্তু যাদের বুদ্ধি ভাল, হৃদয়ও ভাল, তাদের মত নির্ব্বোধ আর কেউ না। আল্‌সিপ্ বল্লে, সে একশো পৌণ্ডের একখানা নোট হারিয়েছে। মোদর কোন লিখিত রসিদ না নিয়েই তাকে ঐ টাকা ধার দিলে। মনে করুলে, এই রকমে তার বন্ধুত্বটা বুঝি পাকা হয়ে গেল। এটা একটা ভুল। তার পর সে মোদরের সঙ্গে আর কখনো দেখা করেনি। তার পর কতকগুলি সাহিত্যিকের সঙ্গে সে ভাব করলে।

তারা মনে করলে, মোদরকে দিয়ে তাদের রচিত নাটকগুলো যাচাই করে' নেবে। শুধু একজনের নাটক মোদরের ভাল লেগেছিল। এটা একটা "কমেডি"। মোদর ঐ নাটক থেকে কতকগুলা অনাবশ্যক অংশ ছেঁটে দিলে, গ্রন্থকারকে বল্লে, দৃশ্যগুলোর মধ্যে যেন একটা স্বাভাবিক যোগ থাকে, একটা দৃশ্য হ'তে আর একটা দৃশ্য যেন আপনা হ'তেই স্বাভাবিকভাবে বেরিয়ে আসে, নটদের ভূমিকাগুলো যেন ভাল হয়, কথাবার্ত্তার মধ্যে শুধু কতকগুলো চটক্‌দার নীতিকথা থাকলে চল্‌বে না—কথাবার্ত্তার মধ্যে একটা প্রাণ থাকা চাই; চরিত্রগুলোর মধ্যে শুধু স্থূল ধরণের নিছক্ বৈপরীত্য দেখালেই যথেষ্ট হবে না—চরিত্রগত পার্থক্য দেখান

চাই। গ্রন্থকার মোদরের পরামর্শ অনুসারে নিজের নাটকটা সংশোধন করলে। শেষে দেখলে, মোদর একজন কু-পরামর্শদাতা। অভিনেতারা বল্লে, এই নাটকের অভিনয় চলবে না।

মোদর বিরক্ত হয়ে, পরামর্শ দেওয়া বন্ধ করে' দিলে। ঐ একই গ্রন্থকার, যাকে মোদর কিছু পূর্ব্বে সাহায্য করেছিল, সে আবার একটা নাটক লিখলে। কতকগুলো বিচ্ছিন্ন দৃশ্য জোড়াতাড়া দিয়ে এই নাটকটা রচিত হয়েছিল। এটার অভিনয় নিষেধ করতে মোদরের সাহস হ'ল না। সে আবার ভুল করলে। অভিনয়ের সময় দর্শকেরা ছ্যা ছ্যা করে' নাটকটাকে চ্যাঁচ করে' দিলে। মোদর মুস্কিলে পড়ল। পরামর্শ দিলেও ভুল করে, পরামর্শ না দিলেও ভুল করে। সহরের নটদের সঙ্গে সে সমস্ত কারবার উঠিয়ে দিলে। এখন সে পণ্ডিতদের সঙ্গে মেলামেশা করতে লাগল। নটদের যেমন ভোঁতা রসিকতা, এদেরও তদ্রূপ। তাদের কিছু বক্তব্য থাকলে তবেই তারা কথা বলে। বেশীর ভাগ চুপ করে' থাকে। মোদরের ধৈর্য্যচ্যুতি হ'ল। সে তাদের সঙ্গ ছেড়ে কতকগুলি সুন্দরীর সঙ্গ ধরলে। এই আর একটা ভুল। মোদর দেখলে, তাদের মাথায় একটা কথাই রাতদিন ঘুরচে —সেই কথা নিয়েই তাদের নাড়াচাড়া—এই এক কথা নিয়েই তাদের যত কিছু রসিকতা। মোদর বুঝতে পারলে, তাদের সঙ্গে মেশা একটা মস্ত ভুল হয়েছিল। মোদর কোন বিষয়ে যুক্তি করতে গেলে, সুন্দরীরা মনে করত, লোকটা নিতান্ত আনাড়ী; আবার কোন রকম রসিকতার চেষ্টা করলে, তারা মনে করত, লোকটা নিতান্ত বেয়াড়া।

মোদর খুব একজন বিবেচক লোক হলেও কোন্ পক্ষ নিলে ঠিক্ হবে, সে তা বুঝ্তে পারত না। এখন সে বেশ বুঝ্তে পারছিল,—একটা খারাপ পথ ধরলেও ততটা ক্ষতি হয় না—যতটা ক্ষতি হয় একটা ভাল পথ যদি আনাড়ীর মত ধরা হয়। ইতিপূর্ব্বে সে একজন "দরবারী" হ'তে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে নিষ্ফল হ'ল। তার পর সে বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করলে, তাতেও সে ঠক্‌লো। নটদের সঙ্গে, পণ্ডিতদের সঙ্গে, রমণীদের সঙ্গে মেলামেশা করলে; নটদের সঙ্গ, পণ্ডিতদের সঙ্গ তার কাছে বিরক্তিকর মনে হ'ল। আবার তারও সঙ্গ না... কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল।

যে পুরুষ ও নারী পরস্পরকে সত্যি... ভালবাসে, এই রকম পুরুষ ও নারীর ... প্রশংসা করছিল—তাই শুনে, সে মনে করলে, ... পড়াই সবচেয়ে সুবিবেচনার কাজ। সে ... পড়বার একটা মৎলব ফেঁদে বসল। প্রেম যে কি, তা না জানাতেই সে এই রকম মনে ... ছিল। মৎলব করে' কখনো প্রেম করা হ... সে তার পরিচিত নারীদের গুণাগুণ বিচার ... দেখতে লাগল। যার সবচেয়ে বেশী গুণ, ত... সে ভালবাসবে মনে করে' সে প্রত্যেকের রূপ-... ও গুণাগুণ পরোখ করতে লাগল। সে মনে ক... কন্দর্প এমন একটা দেবতা—যার সঙ্গে কা... চালানো যেতে পারে।

এই সব পরীক্ষাপর্য্যবেক্ষণ সমস্তই বৃথা ... জোর করে' প্রেমে পড়ার চেষ্টাটা ভণ্ডুল হয়ে ... সমস্তই নিরর্থক হ'ল। একদিন, না ভেবে... হঠাৎ সে এক অতি কুৎসিত ও খামখেয়াল র... প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পড়ল। সে মনে করেছিল, ... নির্ব্বাচনটা খুব ভাল হয়েছে। শেষে দেখলে, ... সুন্দরী নয়। তাতে সে খুসীই হ'ল। মনে ... ভাবলে, ভালই হ'ল, তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে ... এইটে তার ভুল। সে জানতো না, একজন ... যতই কুৎসিত হয়, পুরুষের মন ভোলাবার ... তার ততই বেশী হয়। তার রকম-সকম, তার ... কটাক্ষ, তার ছোট-খাটো কথা—সকলের ভিত... একটা মৎলব থাকে। একজন চাষা খুব কষ্ট ক... যেমন তার অনুর্ব্বরা জমি থেকে একটা ফসল ওঠা... চেষ্টা করে, সেও সেই রকম তার কুৎসিত মুখে ... ফোটাবার চেষ্টা করে। নারী উপরিপড়া ... পুরুষের উপর ভালবাসা দেখালে পুরুষের গ... আহুতি পড়ে। তখন গর্ব্বমদে অন্ধ হয়ে পু... নারীর কদর্য্যতা আর দেখ্তে পায় না।

ভুক্তভোগী মোদর এই কথাটা ঠেকে শিখেছি... সে দেখলে, প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাহাকে ঘিরে আ... তার মনে চাঞ্চল্য উপস্থিত হ'ল। এইটেই তার ভু... এই ভুল থেকে সে আর একটা বড় ভুলে এসে পড়... সে বিবাহ করলে। সে তার স্ত্রীর প্রতি খুব ভাঁ... ব্যবহার করতে লাগল। এটা তার ভুল। স্ত্রী ত...

রিত্রের মাধুর্য্যকে দুর্ব্বলতা বলে' মনে করলে, আর তার উপর ভয়ানক প্রভুত্ব করতে লাগল। মোদর ঝগড়া করবার চেষ্টা করলে। এটা তার ভুল। ঝগড়ার ভুল থেকে সে আর একটা ভুলে এসে পড়ল—সেটা পুনর্ম্মিলন। এই পুনর্ম্মিলনে, তার দুটি সন্তানের জন্ম হ'ল—অর্থাৎ দুইটি ভুলের জন্ম হ'ল। তার পর সে গতপত্নীক হয়ে প'ড়ল। এ কাজটা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এথেকেও সে একটা ভুল করে' বসলো। শোকে অভিভূত হয়ে, সে তার পল্লী-জমীদারীতে গিয়ে বাস করতে লাগল।

পল্লীগ্রামে গিয়ে সে দেখলে, একজন ধনী লোক উদ্ধতভাবে সেখানে বাস করচে। সে তার প্রতিবাসীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করত না। মোদর মনে করলে, এটা তার ভুল। সে যেমন ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছিল, মোদর তেমনি আবার তাদের সঙ্গে নম্রভাবে মেশামিশি করতে লাগল। এটা একটা ভারী ভুল। তার বাড়ী ভদ্রলোকদের আড্ডা হয়ে পড়ল; তার একটুও বিরাম ছিল না। সে তার উদ্ধত প্রতিবেশীকে ঈর্ষ্যা করতে লাগল। লোকজনের দ্বারা রাতদিনই বেষ্টিত থাকার ভুল অপেক্ষা লোকের "ভয়-করার" ভুলটা বেশী প্রীতিজনক বলে' তার মনে হ'ল। জমির স্বত্ব নিয়ে তার নামে একটা মোকদ্দমা দায়ের হ'ল। এই সময়ে সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে' স্বত্বটা ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করলে। সে ভদ্রলোকের মত সমস্ত সহ্য করে' গেল, অপর পক্ষকে ভোজনে নিমন্ত্রণ করে' ক্ষতিস্বীকার করেও একটা আপোষ করে' ফেল্লে। পাড়ার লোকেরা মনে করলে, টাকা রোজগার করবার এটা ত বেশ একটা উপায়। তার ছোটখাটো সমস্ত প্রতিবাসীরাই তাকে ভালমানুষ পেয়ে, জমির কাল্পনিক স্বত্ব নিয়ে তার নামে নালিস রুজু করে' দিলে। এইরূপে, একটা মোকদ্দমা এড়াবার জন্য মোদরকে ১০টা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হ'ল।

তিতিবিরক্ত হয়ে সে তার জমি বিক্রী করে' ফেল্লে। এইটে তার ভুল। এখন, তার মূলধন কিসে খাটাবে, সে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না। একটা পার্শ্ববর্ত্তী বড় নগরের সঙ্গীতশালার গঠনকার্য্যে তার টাকা খাটাতে একজন পরামর্শ দিলে। ডিরেক্টার লোকটি ভাল। সে সঙ্গীতের সমজ্দার হবার উদ্দেশ্যে উকীল-বৃত্তি অবলম্বন করেছিল। উকীলের ধরণধারণ ও ব্যবহার অতীব মনোরম হওয়া সত্ত্বেও, একবৎসরের মধ্যেই সাঙ্গীতিক প্রতিষ্ঠানটা দেউলে হয়ে পড়ল। এই ব্যাপারে মোদরও সর্ব্বস্বান্ত হ'ল। সে সমস্ত পার্থিব ফক্কিকার ত্যাগ করে' মঠের সন্ন্যাসী হয়ে পড়ল। তার পর সন্ন্যাসজীবনে ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হ'ল। এই তার শেষ ভুল। তবে কিনা —গোড়ায় তার জন্মানোটাই একটা মস্ত ভুল হয়েছিল!

সারদা, ১৩৩১

সমাপ্ত